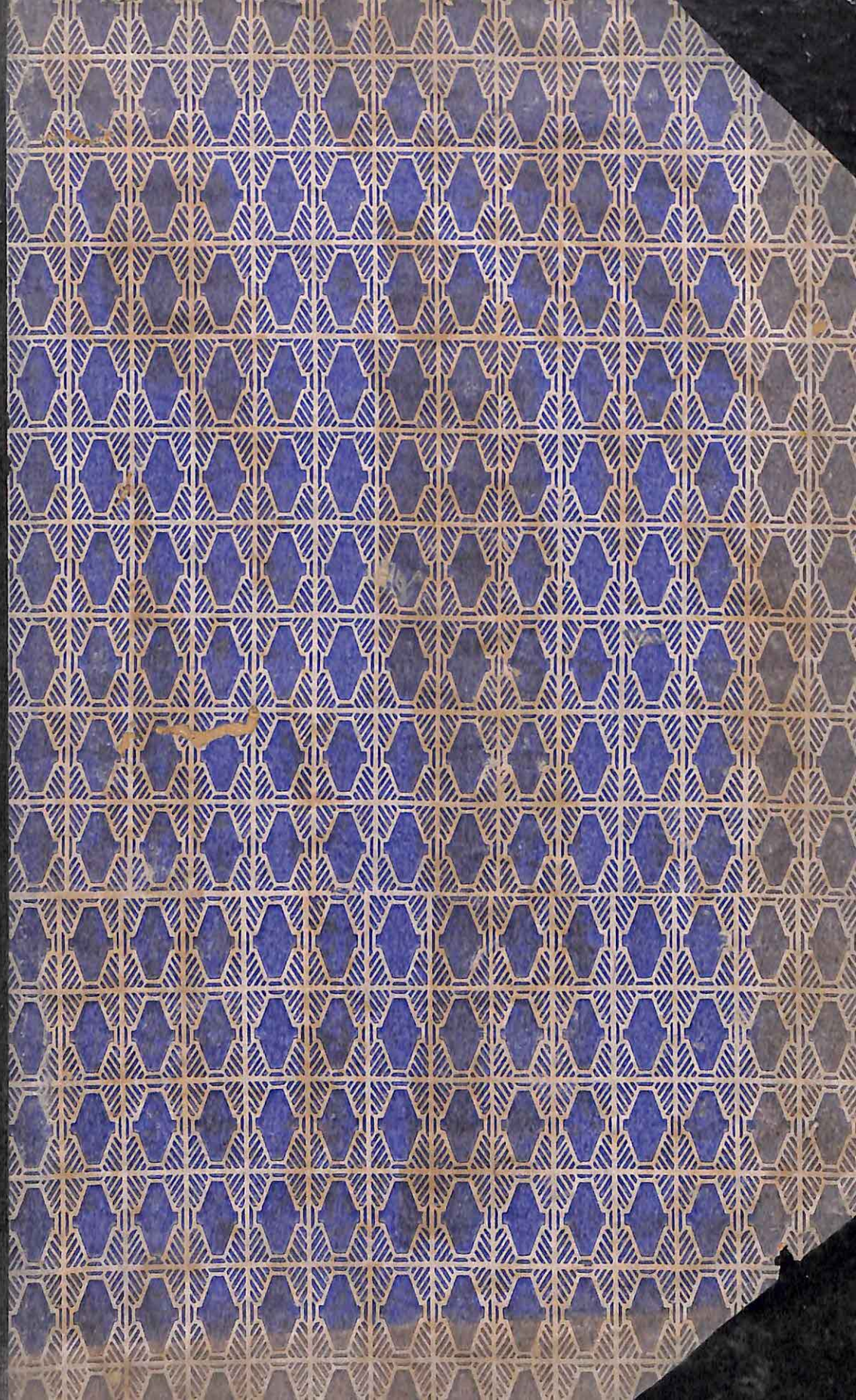




গ্রন্থাবলী সিরিজ

২৩৭৭

৫৪৪২/৫৭৫
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত



সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বঙ্গুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

5.4.94
8119

মূল্য আড়াই টাকা



প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বঙ্গমতী প্রেস,

নাট্য-পরিচয়



ওথেলো :—সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিগুলির
অন্ততম। মহাকবির ট্রাজেডির অর্থ, মানবাত্মার
পতন বা রূপান্তর। পৃথিবীতে ভালোয়-মন্দে
দ্বন্দ্ব চলিয়াছে চিরকাল; সেই দ্বন্দ্ব-কাহিনীই
ট্রাজেডি।

মহাকবির ট্রাজেডির মূল বাহিরের ঘটনায়
নয়, মানবের অন্তরে নিহিত; এবং কমেডি
মানব-জীবনের চটুল লঘু চপল বহিঃক্ৰাস মাত্র।
ট্রাজেডিতে মহাকবি জীবনের যে সমস্ত ইঙ্গিত
দেন, তার মীমাংসা তিনি করেন না। মিলটনের
মতো আচার্য্য সাজিয়া উপদেশ দেন না, কিম্বা
মন্দের পানে জুকুটা-ভদ্রীতেও চাহেন না।
মহাকবির কোনো ট্রাজেডিতে শয়তান পৃথিবীর
বুকে অতিকায় রথে চড়িয়া দিগ্বিজয়ে যেমন
বাহির হয় নাই, তেমনি ভগবানকেও কবি
কোনোদিন বরাভয় হস্তে স্বর্গ হইতে টানিয়া
মৃত্যু-ভূমে নামান নাই। তাঁহার মতে, জগতে
ভালো আছে, মন্দও আছে—চিরদিন থাকিবে
এবং পাশাপাশি থাকিবে। এ সংসারে যেমন
আয়োগের বাস, তেমনি কর্ডেলিয়াও এ সংসারে
বাস করে। এবং ইহাও আমরা নিত্য
দেখিতেছি, অত-ভালো যে কর্ডেলিয়া, বাপের
বুকে কি শোচনীয় ভাবেই না তার মৃত্যু হয়।
অথচ পাপিষ্ঠ আয়াকিমো সুস্থ দেহে পরমানন্দে
বাঁচিয়া থাকে। মহাকবি সেক্সপীয়র এই রহস্যময়
সত্যটুকু দীপ্ত বর্ণে চিত্রিত করেন—এ-রহস্যের
মর্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াস পান না।

ওথেলো নাটকে নায়ককে তিনি দেখাইয়া-
ছেন—শৌর্য্য-সাহসের আধার, শক্তির প্রতীক।
সে শক্তি খর্ব্ব হইল অতি-বিশ্বাসে। এই শক্তি
ও অতি-বিশ্বাসের ফলে মানুষ আপনা হইতে
জীবনে প্রচণ্ড ট্রাজেডির সৃষ্টি করে। ওথেলো
বীর। তাঁর মন উদার, ভেনিসের গোরব-স্বপ্নে
তিনি বিভোর। রাজবংশে তাঁর জন্ম—এ-কথা
তিনি কখনো ভোলেন না। (I fetch my life
and being from men of royal siege.)
রাজ্যের সেবায় তিনি প্রাণ-মন উৎসর্গ করিয়া
বসিয়াছেন; সে সেবায় তাঁর আনন্দ, তাঁর
প্রেম। তাঁর বয়স হইয়াছে। জীবনে তিনি বহু

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—এই সব কারণে
নিজের উপরে বিশ্বাসের সীমা নাই।

ব্রাবানশিয়োর গৃহে প্রৌঢ় ওথেলো দেখেন
ডেশডেমোনাকে। রূপময়ী, মায়াময়ী, মধুময়ী
ডেশডেমোনা! ঘর লইয়া ডেশডেমোনা
মশগুল। ঘরের বাহিরে পৃথিবী তাঁর অজানা—
স্বপ্ন-সুখময় ভরিয়া আছে। ঘরে তিনি যেন
গতিরাগের চপল ছন্দ। ডেশডেমোনা বসিয়া
ওথেলোর গল্প শোনে—ওথেলোর শৌর্য্য-
বীর্ষ্যের কাহিনী, দেশ-দেশান্তরে তাঁর নব নব
অভিযান সাফল্য-গৌরবে কি ভাবে মগ্নিত
হইয়াছে—ডেশডেমোনা সে কাহিনী শোনে,
—শুনিয়া বিস্মিত হন, মুগ্ধ হন। এবং তিনি
ভালোবাসিলেন এই অসাধারণ শূর-বীর
ওথেলোকে। এ ভালোবাসা বিচার-বুদ্ধির ধার
ধারে না,—এ ভালোবাসায় আছে স্বপ্ন, কুহক,
রোমান্স। ওথেলো দেখেন ডেশডেমোনাকে
নিত্যদিনের পুরানো পৃথিবীর বুকে বিচিত্র-
রূপিণী নারী।

প্রেমের এই রোমান্স কুহকে ওথেলোর
কালো রঙ, বেনী বয়স—ডেশডেমোনার চোখে
পড়িল না। ওথেলোর মনের মধ্যে সত্যকার
মানুষটি কি বেশে বসিয়া আছে, ডেশডেমোনা
তাহারো কোনো পরিচয় পাইলেন না।
ওথেলোও ভালোবাসিলেন ডেশডেমোনাকে।
ডেশডেমোনা রূপসী, তরুণী; ডেশডেমোনা
পল্লবিনী-লতার মতো তাঁকে আশ্রয় করিয়াছে
একান্তভাবে—তাই। এ ভালোবাসার দু'দিকেই
ছিল অম্লকম্পা ও কুরুপা।

ওথেলোর এ বুদ্ধি-ভ্রংশ কেন ঘটিল?

ওথেলো শুধু শৌর্য্য-সাহসের সাধনা
করিয়াছেন,—মনের কোমল বৃত্তিগুলার পানে
কোনোদিন তেমন মনোযোগ দেন নাই। বুক
ভরিয়া জাগিয়া আছে প্রচণ্ড আত্ম-নির্ভরতা—
কাজেই ছোট একটু ইঙ্গিত-তরঙ্গে দুর্বল মন
সন্দেহ-বিষে সারা মনকে নিমেষে বিষাক্ত
করিয়া তুলিল। সে বিষে উন্মাদ ক্ষিপ্ত ওথেলো
—পশু-শক্তির সাধক ওথেলো ডেশডেমোনাকে
পশুর মতো বধ করিয়া বসিল।

অপরাক্ত তৃপ্তি-ভরে আমি দিতে পারি,
শাইলকের মৃত্যু হলে সে ভদ্র মুজনে
হরণ করিয়া যে-বা কত। জেশিকায়
গৌরবে বরণ করে পত্নীত্রে আপন।
আরো দুটি সৰ্ত্ত আছে—বলি স্পষ্টভাবে—
এই যে মার্জ্জনা—এই মার্জ্জনার তরে
এ ইহুদী খৃষ্টধর্ম করিবে গ্রহণ;
দানপত্র লিখে দেবে বিচার-সত্য—
মৃত্যু-অন্তে তার যত বিষয়-বিভব—
অধিকারী হবে কত। জ্ঞানাতা সে-সবে।

ডিউক। নিশ্চয় করিবে তাহা; নহে প্রত্যাহার
আমার মার্জ্জনা আমি করিব এখনি।

পোশিয়া। খুশী হলে শাইলক? কি বলিতে চাও?

শাইলক। খুশী, খুশী, খুব খুশী।

পোশিয়া। লেখো দানপত্র।

শাইলক। দোহাই! দোহাই! চলে যাই,

শরীর অসুস্থ বড়। দানপত্র লিখে

পাঠাইয়া দিয়ো; আমি করিব স্বাক্ষর।

ডিউক। যাও চলে—কিন্তু সহি করা চাই ঠিক।

গ্রাসিয়ানো। খুষ্টান হইলে পাবি দুটো ধর্ম-বাপ।

আমি যদি বিচারের দণ্ড ধরিতাম—

বিচারে দিতাম তোরে আরো দশ বাপ

নিম্নে যেতে ফাঁশি-কাঠে; মনিরেতে নয়।

[শাইলকের প্রস্থান।]

ডিউক। মহাশয়, কৃপা করি আমার কুটীরে

আসি যদি করো ভোজ...

পোশিয়া। ক্ষমা মাগি, আজি

রাত্রে মোরে পাছুয়ায় হবে পছন্দিত।

এখনি উচিত যাত্রা।

ডিউক। ব্যথা পাই মনে—

তিল-অবসর নাহি আসিতে তোমার।

আন্তনিয়ো—পরিতুষ্ট করো এই ভদ্রে—

জানি আমি, এঁর কাছে মহা ধনী তুমি।

[অলুচরগণসহ ডিউকের প্রস্থান।]

বাসানিয়ো। ধন্য তব জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তির কোণল।

মরণের গ্রাস হতে করেছ উদ্ধার।

যে-শ্রম করেছ তুমি,—সম্মান-স্বরূপ

ইহুদীর প্রাপ্য তিন হাজার ড্যাকাট—

তুমি লহ। তৃপ্ত হবো সর্বাক্ষবে আমি।

আন্তনিয়ো। সখ্য-প্রীতিপাশে বন্ধ রবো আজীবন।

পোশিয়া। সফল হইলে ব্রত—যেই তৃপ্তি মেলে,

সে তৃপ্তির বহু মূল্য—নাহিক তুলনা।

তোমাতে যে পারিয়াছি মুক্ত করিবারে—

তাহাতেই তৃপ্ত আমি। মূল্য মিলিয়াছে।

অর্থের পিপাসা মোর কোনো কালে নাই।

পরে দেখা হলে পাবে আরো পরিচয়।

সবার কুশল মাগি। আসি এবে আমি।

বাসানিয়ো। কিন্তু শুনিব না ভদ্র,—লইতেই হবে,

পারিশ্রমিক নয়—কিছু উপহার—

এ দিনের স্বতি-চিহ্ন—এই কৃপা করো।

দুটি কথা শোনো শুধু—ক্ষুদ্র নিবেদন—

প্রত্যাখ্যান করিয়ো না; করো হে কৃপা।

পোশিয়া। এতেক মিনতি-অমুনয়। বেশ, রাজী।

(আন্তনিয়ের প্রতি)

তোমার দস্তানা দাও—স্বতি রবে হাতে;

(বাসানিয়োর প্রতি)

তোমার প্রীতির স্বতি—এই অঙ্গুরীয়

লই এ অঙ্গুলি হতে; সরায়ো না হাত।

আর কিছু চাহিব না, লইব না, জেনো।

এত প্রীতি—এই দান আছ তো স্বীকার?

বাসানিয়ো। এই অঙ্গুরীয়। কিন্তু...এ যে তুচ্ছ অতি!

দিতে বড় লজ্জা পাই।

পোশিয়া। কোনো লজ্জা নাই।

এটি ছাড়া আর কিছু লইব না—পণ।

তুচ্ছ বলো! পণ তায় আরো দৃঢ় হলো।

বাসানিয়ো। দাম কিছু নয়—তবে অত্ন হেতু আছে;

সে কারণে এ অঙ্গুরী দিতে আছে বাধা।

বিজ্ঞাপনে বাছি লয়ে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীয়—

ভেনিসে যেথায় আছে—দিব উপহার।

মিনতি,—মার্জ্জনা করো, এটি দিতে নারি।

পোশিয়া। বচনে উদার দেখি দানের ব্যাপারে।

তুমিই শিখালে মোরে শিক্ষা মাগিবারে—

এখন শিখাও ভালো, ভিত্তারীর কভু

সাজে না নিজের ক্রটি! পেয়েছি উত্তর।

বাসানিয়ো। শোনো ভদ্র,—এ অঙ্গুরী দেছেন

আমার

প্রিয়া মোর; পণে বদ্ধ করায়ছে মোরে,

বেচিব না, হারাবো না, দিব না কাহারে।

পোশিয়া। জানি, বহু লোকে করে এমনি ওজর

দানে কিছু দিতে হলে। এ দান লইতে

যোগ্য আমি কতখানি, জানিতেন যদি

পত্নী তব—জ্ঞানহীনা, উন্মাদিনী নন!

এ দানে তিলেক তাঁর হতো না বিরাগ।

থাক! ভয় ঘুচিয়াছে! তৃপ্ত! আসি আমি।

[পোশিয়া ও নেরিসার প্রস্থান।]

অ'স্তনিয়ো। বাসানিয়ো, দাও বন্ধ, অঙ্গুরীটি এঁরে।
জানি, প্রেমসীর তব দিতে মানা আছে;
তবু এঁর উপকার—মোরে প্রেম স্মরি—
সে নিষেধ না মানিলে ক্ষতি হইবে না।
বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো, যাও স্বরা—ত্যাখো,
কোথা গেল,
কত দূরে। যাও, ছুটে—জয়ে এ-অঙ্গুরী
দিয়ো তাঁরে—পারো যদি ধরে নিয়ে এসো
আস্তনিয়ো-গৃহে। যাও, স্বরা পিছে যাও।

[গ্রাসিয়ানোর প্রস্থান।]

এসো দৌঁছে এক সাথে তব গৃহে চলি।
কালিকে প্রত্যাষে পরে দুজনেই যাবো
বেলমণ্টে নব গৃহে। এসো আস্তনিয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(পোর্শিয়া ও নেরিগার প্রবেশ)

পোর্শিয়া। তবু লও কোথা সেই ইহুদীর গৃহ।
দিবে তারে দানপত্র—লইবে স্বাক্ষর।
আজ রাত্রে ঘেতে হবে।—স্বামী পঁছছিবে,
তার একদিন পূর্বে গৃহে ফেরা চাই।
দানপত্র দেখে খুশী হইবে লরেঞ্জো।

(গ্রাসিয়ানোর প্রবেশ)

গ্রাসিয়ানো। মশায়, মশায়—আঃ! খুব ধরিয়াছি।
বাসানিয়ো বন্ধ মোর—ভালো বুঝে শেষে
পাঠায়েছে অঙ্গুরীয় স্মৃতি-উপহার।
অনুন্নয় জানায়েছে, একান্ত মিনতি—
রাত্রিভোজ তাঁর সাথে—রাখো নিমন্ত্রণ।
পোর্শিয়া। সম্ভব তা নয়। বলো বন্ধুরে তোমার—
বহু-মানে উপহারে লই হাত পাতি।
ধন্যবাদ তাঁরে। হাঁ, হাঁ, ভালো কথা, যদি
যোর এই অনুচরে দেখাইয়া দেন
শাইলকের গৃহ কোথা।

গ্রাসিয়ানো। এখনি দেখাবো।

নেরিয়া। স্বরায় কহিব কথা।

(পোর্শিয়ার প্রতি) দেখা যাক, আমি
ফন্দীতে কেমনে পাই স্বামীর হাতের
অঙ্গুরীটি—দিছি যাহা। দিবার সময়
শপথ করেছে, তারে করিবে না ত্যাগ,
আঙুলে রাখিবে ধরি যাবৎ জীবন।

পোর্শিয়া। পারিবে—তা মনে হয়। ঘটাবো প্রমাদ।
হু'জনে কহিবে সত্য—মামুলি প্রণায়
করিবে শপথ কত—দেছে পুরুষেরে।
তর্কে মোরা দিব ধাঁধা; কহিব,—দিয়াছ
বুঝী নারীরে ঠিক—নাহি তার ভুল।
কিন্তু আর দেবী নয়। স্বরা কাজ সার।
জানিস তো—রবো কোথা তোর পথ চেয়ে?
নেরিয়া। আসুন মশায়, মোরে দেখান আপনি
বৃদ্ধ ইহুদীর বাস কোথা কোন্ গৃহে।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার গৃহ-সম্মুখস্থ কানন-পথ
লরেঞ্জো ও জেশিকার প্রবেশ)

লরেঞ্জো। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী! এমনি নিশীথে
মৃদু-মন্দ সমীরণ পল্লবে-লতায়
চুমিয়া বহে সে যবে নিঃশব্দ-সঞ্চারে—
মনে হয়, সেই দিন এমনি নিশীথে
ট্রয়লাশ লজ্জিয়া সে ট্রোজান-প্রাকার
স্বাস ফেলে চাহি সেই গ্রীসের শিবিরে—
রাত্রে যথা ঘুম যায় ক্রেসিডা সুন্দরী!
জেশিকা। এমনি নিশীথে আসি হিম-সিক্ত তুণে
মিশরী সন্ডয়ে দেখে সিংহ-পদ-ছায়া—
কোথায় পীতম তার? ক্ষোভে যায় সরে।
লরেঞ্জো। এমনি নিশীথে কবে প্রেয়াকুলা দিদো
উইলো-পল্লব হাতে দাঁড়ায় আসিয়া
মত্ত সাগরের কূলে,—তরঙ্গে চাহিয়া
পল্লব দুলায়ে ডাকে তার প্রিয়তমে—
এসো এলো কারণেজে,—এসো, ফিরে এসো।
জেশিকা। মিদিয়া সংগ্রহ করে এমনি নিশীথে
লতা-পাত, শিকড় সে বত মস্ত-পুত—
যার গুণে স্থবির ঈশন পুনঃ তার
ফিরে পেলো নবীন যৌবনে।

লরেঞ্জো।

বলি তবে,

এমনি নিশীথে ধনী পিতৃ-গৃহ ছাড়ি
ভেনিস হইতে আসে জেশিকা হেথায়
বেলমণ্টে—দীন প্রেমী পরে নির্ভরিয়া।

ওথেলোর ট্রাজেডির-সম্বন্ধে মনস্বী ডাউডেন বলিয়াছেন—The tragedy of Othello is the tragedy of a free and lordly creature taken in the toils and writhing to death.

ডেথডেমোনা—“কোমল কামিনী-কুসুম ; সহে না ভ্রম-চরণ-ভর”। তাই ওথেলোর অকরণ হিংসানলে পুড়িয়া সে ছাই হইয়া গেল ! মুগ্ধ পাত্রকে কাংশপাত্রের সঙ্গে রাখিলে তার ধ্বংস অনিবার্য। অতি কঠিন ও অতি কোমল—উভয়ের মিলন বড় ভঙ্গুর। তাই ডেথডেমোনাকে মরিতে হইল !

আগাগো—সেক্সপীয়রের অপূর্ণ সৃষ্টি। মানবের শাস্ত্রত হিংস মনের প্রতিচ্ছবি। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে রুচি নাই। ধর্ম, পুণ্য, নিষ্ঠা, ভক্তি, করুণা, মমতা—সমস্ত পায়ে দলিয়া পিষিয়া যে-মালুম শুধু বুদ্ধি-বৃত্তির সাধনা করে, সে আগাগো না হইয়া থাকিতে পারে না। অকারণ অহিত-চর্চা—অন্তি-বুদ্ধির একটা ব্যাধি ! আগাগো সমাজের সেই দুই ব্যাধি।

ওথেলোর বা ডেথডেমোনার বিনাশে যেমন এ নাটকে ট্রাজেডি ফুটিয়াছে,—তার চেয়ে বেশী ট্রাজেডির বিকাশ আমরা দেখি, আগাগোর নিলিখিত চিত্রে নিশ্চিত্ত আরামে বাঁচিয়া থাকায়। তার এ বাঁচার আমাদের প্রাণ যেন শিহরিয়া ওঠে।

এক কথায় ওথেলো-নাটকে কবি দেখাইয়াছেন—বিশ্বে যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু সুন্দর, মহান, পবিত্র, তাহারই বিরুদ্ধে চলিয়াছে হিংসা-রূপী আগাগোর ক্রুর অভিযান। আগাগো যেন সত্যই a struggle against the virtuous powers of the world.

ভেনিসের বণিক—সুখী সমালোচকদের মতে সেক্সপীয়রের ব্যক্তিত্ব এই নাটকে ফুটিয়াছে পূর্ণভাবে। অর্থাৎ এ নাটকের ছত্রে ছত্রে তাঁর প্রতিভার সমুজ্জ্বল দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। আন্তনিয়ো—সেক্সপীয়র স্বয়ং।

এ নাটকের নায়ক—শাইলক। তাহারি কর্কশ-কালো চরিত-পটের উপর মহাকবি দীপ্তিময়ী পোশিয়াকে আঁকিয়াছেন। আন্তনিয়োর আত্মবিলোপী সখ্যের পাশে শাইলকের হৃদয়হীন নির্মমতা—নাটকের প্রধান প্রতিপাত্ত—কল্প তেজে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

এজন্য শাইলক নায়ক হইলেও মহাকবি নাটকের নাম দিয়াছেন, Merchant of Venice.

ইহুদী জাতির উপর সে যুগে খৃষ্টানের ঘণা, এবং নিক্রপায় ইহুদী কি ভাবে সে ঘণা নীরবে পরিপাক করিত,—গহিলেও মনে মনে কতখানি আক্রোশ পোষণ করিত—শাইলকের চরিত্র-চিত্রে মহাকবি তার গুণ-পর্ক ইতিহাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এ ঘণার অন্তরালে ইহুদী-জাতি কতখানি বেদনা পাইত, সে দিকে মহাকবির দৃষ্টি ছিল। নহিলে শাইলকের চূড়ান্ত পরাভব-ক্ষেণে তার সেই বেদনা-মাথা মর্মান্তিক বানী—I am not well—কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত না। এই ছোট কথাটুকুতে তার উপর পাঠকের মন শত বিরাগ, শত বিতুষা নিমেষের জন্য তুলিয়া একটু ‘আহা’ না বলিয়া থাকিতে পারিত না। এই ছোট ইঙ্গিতটুকুতে মহাকবির সুগভীর হৃদয় এবং অসাধারণ লিপি-কুশলতার পরিচয় পাই।

পোশিয়া মহিমময়ী নারী। সমাজ-সংসারকে তিনি মানিয়া চলেন; মানিতে বসিয়া নিজের স্বার্থ বা ক্তির পানে লক্ষ্য রাখেন না। সম্পূর্ণ-বিচারে পতি-নির্বাচন—ছিল পিতার আদেশ। পাণি-লোভে কোথাকার গরকো-যুবরাজ হইতে স্বক্ক করিয়া নকলবাজ ইংরেজ, মন্ত ফরাসী, মুচ স্প্যানিস—কে না তাঁর দ্বারে আসিয়াছে! তাদের দেখিবামাত্র চিত্ত বিরাগে পূর্ণ হয়। ইচ্ছা করিলে তাহাদের তাড়াইতে পারিতেন; কিন্তু তাড়ান নাই, পাছে পিতার আদেশের অমর্যাদা হয়। বাসানিয়াকে পোশিয়া দেখিলেন, হৃদয়-দ্বারে কাম্য অতিথি। সম্পূর্ণ-বিচারে অনিশ্চিত ভাগ্য-পরিণাম—মনে করিলে বাসানিয়োর কণ্ঠে নির্বিকারে মালা দিতে পারিতেন; তাহা করিলেন না, পিতার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। অথচ মন বিবশ। মনকে শাসাইলেন; বাসানিয়াকে বলিলেন—এত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ-বিচার কেন? যদি পরাজয় হয়। তার চেয়ে দুদিন আতিথ্য-গ্রহণে কৃতার্থ হইতে দিন।

কতখানি শিক্ষা, কতখানি সংযমবোধ তাঁর এ আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে! শুধু তাই নয়। যাহা সত্য ও হ্রায় বলিয়া তিনি বোঝেন, তাহা পালনে তাঁর মনে নিমেষের বিধা জাগে না। বিবাহ স্থির; অমনি সেই দণ্ডে

২৩/৭/১৮৮৫ ৫৪৮ ২৭৫ ৩০

হুঃসংবাদ আসিল—আন্তনিয়োর বিপদ। তখন
সে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কুসুম-শয্যা-কামিনী
কিশোরী পোশিয়া স্বামীকে সেখানে পাঠাইলেন
—এমন বন্ধুর বিপদ। যাও, এখনি যাও। লইয়া
যাও অর্থ—যত পারো, বন্ধুর মুক্তির জন্ত।

উদার হৃদয়—অপূর্ণ স্বার্থহীনতা। বিশ্ব-
সাহিত্যে পোশিয়া ধর্ম-কর্ম, বিচারে-যুক্তিতে
মনে জ্ঞানে নারীর আদর্শ রূপিণী।

বাসানিয়োর মন বনিয়াদী—তবে তিনি
adventurer গোছের জীব। গ্রাশিয়ানো—
লাস্ত্রে হাশ্রে জীবন্ত—সকল যুগের প্রাণখোলা
বন্ধু। আন্তনিয়ো—মহৎ, নির্ভীক। এতটুকু
কুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতা তাঁর মনে স্থান পায় না।
বান্ধবতার আদর্শ, মানবতার আদর্শ।

রাজা লীয়ার—কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।
এ নাটকের হৃদ, গতি, সকলই বাটিকাঘর্ভের
উগ্র উচ্চাঙ্গে ভীষণ তরঙ্গর; আগাগোড়া
অশনির বজ্রনায় বজ্রায়িত।

এ নাটকে মহাকবি মানব-জীবনের গূঢ়
রহস্য-দ্বার মুক্ত করিয়াছেন। চরিত্রগুলি
কুয়াশার বাষ্পাবরণের মধ্য দিয়া চলিয়াছে—
অন্ধকারে পদে পদে তারা হুট খাইতেছে—
তবু চলার বিরাম নাই। সকলেই জীবন্ত
মাছুষ; আদর্শ-কল্পলোক-বিহারী নয়।

নাটকের নায়ক লীয়ার। এত বড় ট্রাজেডি
কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তিনি passive;
রাজ্যের ব্যথা-বেদনা চারিদিক হইতে আসিয়া
তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রকৃতি ও
সমাজের পীড়ন-চক্রে তিনি দলিত হইতেছেন;
নিজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, নিরুপায়। আমরা
দেখিতেছি—অশনির রুদ্ধ আফালন, বর্ষার
অজস্র ধারাপাত, বায়ুর প্রমত্ত লীলায় সজীব
মানব-চিত্ত ক্রমে ক্রমে চেতনাহীন, জড় পাষণে
পরিণত হইল। সে পাষণ ক্রমে চূর্ণ হইয়া
গেল। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মাছুষ কতখানি
দুর্বল, অসহায়—এ নাটকের ছত্রে ছত্রে আমরা
তাহা উপলব্ধি করি।

গনেরিল অকরণ রুদ্ধ-প্রকৃতি—নির্মম
হিংসার প্রতিচ্ছবি। রীগান তার চেয়ে আরো
নির্মম, আরো ক্রুর। লীয়ার তাদের প্রচণ্ড
হিংসার আঘাতে প্রাণ দিলেন।

এক দিকে হিংসা, অকরণ, নির্মম
অবিশ্বাস—অন্য দিকে তেমনি আবার কেটের

প্রভুতক্তি ও ত্রায়-ধর্মের প্রভীক এডগার।
কর্ডেলিয়া যেন সূর্য্য-কিরণ—হিংসা-বাহুর
গ্রাসে কখনো ম্লান, সমাচ্ছন্ন—কখনো বা
তার স্নিগ্ধ রশ্মিতে জীবনের আশা আবার
সুচিত হইতেছে। লীয়ারের এত বেদনার
অস্তুরালে যদি কর্ডেলিয়ার প্রীতি-দরদের কিরণ-
আভাস না জাগিত, তাহা হইলে এ
ট্রাজেডির সকল ট্রাজেডিক হান্তকর হইত,
সন্দেহ নাই। অসাধারণ প্রতিভাধর মহাকবি
আশ্চর্য্য ভাবে এ নাটকে সামঞ্জস্য রক্ষা
করিয়া গিয়াছেন। এ নাটকখানির সুষম
মনসী ডাউডেন সত্য কথাই বলিয়াছেন—We
become dimly aware that the play
has some vast impersonal significance.

দ্বাদশ রজনী—প্রীতিমধুর নাট্যলীলা। এ জগতে
দুঃখ-কষ্ট যতই আমাদের অভিভূত করুক,
সে দুঃখ চিরস্থায়ী নয়; দুঃখ-নিশির অবসানে
সুখ-সূর্য্য উদ্ভিত হইবেই।

এ নাট্যলীলায় তাহার আভাস পাইয়া
খুষ্টের জন্ম-তারিখের উৎসব হইতে শুরু করিয়া
দ্বাদশ দিবসে অর্থাৎ জন্মবারি তারিখে সে-যুগে
“এপিফ্যানি” উৎসব সমারোহে অগুষ্ঠিত হইত।
সে উৎসবে নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি হইত। এ নাট্য-
লীলাখানি সেই এপিফ্যানি-উৎসবে অভিনয়ার্থে
রচিত হয়। তাই নাট্যলীলার নাম—দ্বাদশ রজনী।

এ নাটিকার নায়িকা ভায়োলা। তাই
মারা গিয়াছে ভাবিয়া তিনি বিবাদিনী; তবু
বয়সে তরুণী এবং নিজে জাহাজ-ডুবি হইয়া
বাঁচিয়া কুল পাইয়াছেন, তাই তাঁহাকেও ফিরিয়া
পাইবেন, এ-আশা তাঁর মনে জাগে। অলিভিয়ার
মতো তিনি গৃহ-বন্ধে বিজন-বাসিনী নন।
অলিভিয়াও ভ্রাতৃ-বিরোগ-বেদনায় কাতর, তাই
—সমবেদনায় অলিভিয়ার প্রতি তাঁর অমুরাগ।
অলিভিয়ার কাছে বালকবেশী ভায়োলার চাকরি
মিলিবে না—কাজেই তিনি ডিউকের কাছে
আসিয়া চাকরি লইলেন।

ভায়োলা জ্ঞানেন, ডিউক গান শুনিতে
ভালোবাসেন; তিনি গান গাহিয়া ডিউকের
মনোবঞ্জন করেন। প্রেমিক ডিউক তাঁর নৈরাশ্র-
বেদনার কাহিনী তাঁকে ডাকিয়া বলেন, ভায়োলা
শোনেন। সে বেদনার কথায় ভায়োলার বুক
দোলে, প্রাণ টলে; এবং ভায়োলা এই ডিউক
অর্শিনোকে খুব ভালোবাসিয়া ফেলিলেন।

ভায়োলা জানেন, অলিভিয়ার প্রতি ডিউকের ভালোবাসা বড় গভীর। অলিভিয়াকে দেখিতে ভায়োলার আগ্রহ হইল। কে বেশী সুন্দর? অলিভিয়া? না, তিনি? ভায়োলা মনোযোগে সে-রূপের পরখ করেন। ভায়োলার এই ভালোবাসা—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া মহাকবির অপকল্প স্থিতি।

নাটকখানি লঘু ছন্দে, চপলভঙ্গীতে রচিত হইলেও মনস্তত্ত্বের সুগভীর সত্যের ছায়া-ছবি।

সেক্সপীয়রের আমলে নারী-ভূমিকায় ষ্টেজে নামিতেন বালক অভিনেতারা; তাই তাঁর নাটকে বহু নায়িকাকে পুরুষের ছদ্মবেশে দেখি।

মিতিমত—(Measure for Measure)

হামলেটের ঠিক পরেই এ নাটকখানি বিরচিত হয়। এ নাটকের নায়িকা ইশাবেলা—সেক্সপীয়রের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকের মতে শ্রেষ্ঠতম। এ চরিত্রে নারী-স্বলভ কোমলতা, ও সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত দীপ্ততত্ত্বের আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। আদর্শ নারীর এমনি হওয়া উচিত,—এক দিকে যুদুনি কুসুমাদপি, অত্র দিকে আবার তেমনি কঠোর বজ্রাদপি।

অত্যাশ পাপ, কদাচার, দুর্নীতি—এ-সবে ইশাবেলার বিরূপতার অন্ত নাই। তাই ভাই যখন আত্ম-প্রাণ-রক্ষার জন্ত ইশাবেলাকে নারীত্ব বিসর্জনে ইঙ্গিত করিল, ইশাবেলা তখন কথিয়া ভাইকে বলিলেন—তুমি মরো—এইদণ্ডে মরো! ভগ্নীর সম্মানের মূল্যে চাও প্রাণ? ও প্রাণ-বিসর্জনে আমার আনন্দ। অথচ মারিয়ার দ্বঃখে বিগলিত হইয়া নিজের নাম কালিয়ার লিপ্ত হইবে, সে ভয়ে বিচলিত হইলেন না। বাহা গ্রাম, বাহা কল্যাণ, তাহা করিতে তিনি সারা বিশ্বের অবিচার শিরোধার্য্য করিতে কল্পিত নন; সমাজের বিমূঢ় মতামতের ধার ধারেন না।

অনেক সমালোচক বলেন, সেক্সপীয়রের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে সব চেয়ে গরীয়সী—ইশাবেলা, কর্ডেলিয়া, পোশিয়া (জুলিয়াস সীজার), ও ভলামনিয়া। নিষ্ঠায়, পুণ্যে, তেজে ইশাবেলা সকলের বড়; সত্যাচারে শ্রেষ্ঠা কর্ডেলিয়া; দেশপ্রেমে ভলামনিয়ার সমতুল্য কেহ নন; এবং পাতিব্রত্যে সবার বড় ক্রটিশ-পত্নী পোশিয়া।

এ নাটকের নায়ক ক্লডিয়ো—শাস্ত্রত সমাজের শিক্ষিত তরুণ যুবাব প্রতীক। অক্সফোর্ডে আঞ্জিও বহু ক্লডিয়োর দেখা মেলে। এ সব যুবাব বাঁচিতে বড় সাধ। যেমন করিয়া হোক, বাঁচা চাই, বাঁচিতে হইবে। সেই সঙ্গে চাই আরাম, সুখ। সে সুখ পাইতে যদি পরের মনে ব্যথা লাগে, তাহাতে মনে ধন্দ জাগে না। ভগ্নীর সম্মানের মূল্যেও এ-সব যুবা প্রাণ রক্ষা করিতে বা আরাম-লাভে কুণ্ঠাবোধ করে না।

সিঙ্গেলিন—একাধারে কাব্য ও নাটক। আখ্যান-বস্ত্ত ভটিল হইলেও অপকল্প কোশলে সুবিশিষ্ট। চরিত্র-ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য আছে।

ইমোজেনের শয়ন-কক্ষের বর্ণনায় রস আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কবিত্ব আছে।

এ নাটকের পাত্র-পাত্রীরা জীবন্ত মানুষ; ভালোয়-মন্দয় পাশাপাশি তারা বাস করে। দারুণ বিপদে কেহ নিরাশ নয়; শত নিরাশায় মন আশাহীন হয় না—এটুকু পরম উপভোগ্য।

ইমোজেন রাজার কন্যা অথচ তাঁর মনটুকু কোমলতার আধার। কোমল হইলেও সে মনে সজ্জন, মর্যাদা-বোধ অসামান্য রকমের। পশ্চাৎপদ—সমালোচকদের মতে a most credulous fool. আয়াকিমোর কথায় সাধী পত্নীকে সন্দেহ করিয়া বসিল—এর চেয়ে মূঢ়তা আর কি আছে। চট করিয়া সে রাগ করে, রাগিয়া জ্ঞান হারায়; পরক্ষণে রাগ যায় পড়িয়া। অহুতাপে সারা হইতে থাকে।

সিঙ্গেলিন দুর্বল-চিত্ত রাজা—রাণীর হাতে খেলার গুড়ুল। রাণীকে ভয় করেন—এই ভয়ে অত্যাশকে করেন স্বীকার ও শিরোধার্য্য। রাণী দুর্জয়ময়ী—মন কুটিলভায় ভরা—যেন বিষকুস্তা পয়োধুখী। ক্লোটেন “মূঢ় শয়তান”। তক্ত-ভৃত্য পিশানিয়ো,—কুর-চক্রী আয়াকিমো—ধীর শাস্ত্রবেলারিয়াস—বন-পালিত সরলচিত্ত রাজপুত্রধম, —রোমান রাজদূত লুশিয়াস—বহু চরিত্র-রেখায় এ নাটকখানি আগাগোড়া চৈচিত্র্যময়। সমস্ত চরিত্রগুলি পূর্ণ বিকশিত।

চরিত্র এবং উপাখ্যানের বৈচিত্র্যে এ নাটকখানি মহাকবির অসাধারণ ক্ষুটি—অপূর্ব রস-মঞ্জুষা।

5882

594

ওথেলো

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার প্রণীত

[স্টার বক্সমধ্যে অভিনীত ৮ই মার্চ, ১৯১৯]

• শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত

যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে

আমি এই অনুবাদ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি,

সেই মহাকবি গিরিশচন্দ্রের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার এই নগণ্য প্রয়াস

উৎসর্গীকৃত হইল

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই অনুবাদের যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা, আমার ছায় শুদ্ধ মৃৎপিণ্ডকে রসাইয়া যিনি গঠনোপযোগী করিয়া গিয়াছেন—সেই নট-কবি-চুড়ামণি গিরিশচন্দ্রের। ইহার দোষ-ভাগ সমস্ত আমার—নিজস্ব আমার।

নাটক—অভিনয়ের জ্ঞাত। সেই নিমিত্ত এই অনুবাদের ভাবে ভাবায় আমি সর্বত্র অভিন্নম সৌকর্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে যে গভীর এবং অংশ [] চিহ্নিত, তাহা অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আর আমার কিছুই বলিবার নাই, কেন না, এই অনুবাদে বাহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং মুদ্রাক্ষনের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কথায় শেষ হইবার নহে। বিশেষতঃ আমার লোদরপ্রতিম, সহায়, সুহৃদ—জলধর দাদার। আমার যেমন মক্কেলির তৃষ্ণা, তাঁর দয়ারও তেমনি অজস্র বর্ষণ। আর এক কথা—ষ্টারের বর্তমান স্নদক অধ্যক্ষ আমার স্নেহাঙ্গন শ্রীমান্ অপরেচন্দ্রের উৎসাহ, যত্ন, সংসাহস এবং ত্যাগ-স্বীকার ব্যতীত বঙ্গ-বঙ্গমধ্যে সেনাপতির পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

মার্চ ১৯১৯

}

বিনীত

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

দেশ—ভেনিস ও সাইপ্রাস দ্বীপ

কাল—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ

মনটানো

... সাইপ্রাসের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা

ভেনিসের সামন্তরাজ

নাবিক, দূত, ঘোষক, রাজকর্মচারী, ভদ্রলোক ও

ব্রাবান্সিয়ো ... মন্ত্রণা-সভার বৃদ্ধ সদস্য

নাগরিকগণ, গ্রহরী ও অনুচরবর্গ,

অত্যাচার সদস্যগণ

রক্ষদার ও বালকদল

গ্রাটরানো ... ব্রাবান্সিয়োর ভ্রাতা

লডোভিকো ... ঐ আত্মীয়

ওথেলো ... সম্ভ্রান্তবংশীয় মুর

স্ত্রীগণ

ও ভেনিসের রাজ-সেনাপতি

ডেজ্‌ডিমোনা...ব্রাবান্সিয়োর কন্যা ও ওথেলোর স্ত্রী

কেশিয়ো ... ঐ সহকারী

এমিলিয়া ...ইয়োগোর স্ত্রী ও ডেজ্‌ডিমোনার সহচরী

ইয়োগো ... ঐ পতাকাবাহী

বিসাক্সা ...কেশিয়োর রক্ষিতা

রডারিগো ... ডেজ্‌ডিমোনার পাণিপ্রার্থী যুবক

নাগরিকগণ

নাটকীয় ঘটনার নির্দিষ্ট সময়

প্রথম অঙ্ক—এক রাত্রি। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যবর্তী কাল অনির্দিষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্ক—এক দিন এক রাত্রি। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম হইতে তৃতীয় দৃশ্য অবধি—এক দিন এক রাত্রি। তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যবর্তী কাল প্রায় এক সপ্তাহ। তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য হইতে সমুদয় চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক—এক দিন এক রাত্রি।

ওথেলো

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(রডারিগো এবং ইয়্যাগোর প্রবেশ)

রডা। আরে যাও—মিছে যোকো না। আমার প্রাণ ভারি চটে গেছে। আমার টাকা—যেন তোমার—জলের মত খরচ করছ। আর এই কাণ্ডটা ঘটে গেল, তুমি জেনেও ঘুণাক্ষরে আমাকে একবার—

ইয়া। কি বিপদ। বললে তুমি শুনছ কই? এ কাণ্ড ঘটবে, যদি স্বপ্নেও আভাস পেয়ে থাকি ত তুমি আর কখন আমার মুখ-দর্শন কোর না।

রডা। তোমার কথায় আমি বুঝেছিলাম, সেনাপতি তোমার বিষম শত্রু—ঐ হাব্‌সীটার ওপর তোমার বিজাতীয় ঘৃণা।

ইয়া। এখনই বা উল্টো বুঝছে কিসে? সে ঘৃণা যাবার নয়। সহরের তিন তিনটে মাথা আমার সহকারী সেনাপতির পদে বাহাল করবার জন্ত হজুরের কাছে টুপি খুলে কত সেলাম বাজালেন। তুমি ঠিক জেনো, ভায়া, আমার নিজের কদর আমি বিলক্ষণ জানি, ওঁর সহকারী হবার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে, সে কথা খুব বুঝি। কিন্তু লাট দেমাকে খাতির নাদার, যা ধরবে, তাই করবে। খুব বাক্‌চাতুরী ক'রে সবাইকে টেলে দিলেন। সে বক্তৃতার ধুমই বা কি, আর তার ঘোরফের কত! মাঝে মাঝে ঘোরঘটা ক'রে লড়াইয়ের বুকনি দেওয়া হলো। কিন্তু তার সার এই—আমার জন্তে যারা সুপারিশ করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সুপারিশ নামমাত্র। বললেন, আমার সহকারী আমি আগেই পাকা নিযুক্ত করেছি। নিযুক্ত করেছেন কাকে? সে কি একটা লোকের মত লোক। মাইকেল্ কেশিয়ো নাম—অঙ্কের শুভঙ্কর, আর গুণের ভেতর সুন্দরী নাগরীর নাগর। লড়াইএ

কেমন ক'রে গৈত্র সাজাতে হয়, ঘাঁটা করতে হয়, সে দিকে একটা বিউড়ি ছুঁড়ির যা বিজে, যেমন জ্ঞান, এরও তাই। [বুদ্ধবিজ্ঞা যদি কিছু জানা থাকে ত সে কেবল পুঁথিগত। তা নিয়ে তেমন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে আমাদের বক্তৃতাবাজ মন্ত্রীশায়রাও খুব ওস্তাদ। ইনি বীর বটেন, কিন্তু কার্যে নয়—বাক্যে। আমাদের কর্তার মতে ইনিই হলেন যোগ্য। আর যার—স্বদেশে, বিদেশে, স্বধর্ম্মা বিধর্ম্মার সঙ্গে হাজার হাজার লড়াইয়ে বীরত্বের নিদর্শন কর্তা স্বচক্ষে দেখেছেন—সেই আমি রইলাম এক পাশে পুঁড়ে আর এই অজমুহুরি পালতরে উঠলেন বন্দরে।] কেশিয়ো হলেন সেনাপতির সহকারী, আর আমি—এই—কালান্টাদ কালমাণিকের নিশানধারী।

রডা। আমি হলে নিশেন ধরবার আগে তার ফাঁসীর দড়িটি বেশ বাগিয়ে ধরতুম।

ইয়া। তা কি আমিই পারিনি, কিন্তু চারা কি? এ রোগের ওষুধ নেই। গোলামীর এই বক্‌মারি। আগে ছিল পদোন্নতি পর-পর হত, পরবার পর দোসরা; এখন হয়েছে, কেবল সুপারিশ আর আত্মীয়তা। এখন তুমিই বিচার ক'রে বলো, কালান্টাদের উপর ত্রাসতঃ কি ক'রে আমার প্রাণের টান থাকবে?

রডা। আমি হ'লে এমন গোলামী করতুম না।

ইয়া। সবুর করো ভাই, ঠাণ্ডা হও। গোলামী কচ্ছি, আপনাব মৎলব হাঁসিল করবার জন্ত। মনিব হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, আর নেমকের গোলামও সব মনিবের অদৃষ্টে জোটে না। [একদল গোলাম আছে, তারা মনিবের সামনে ভক্তিতরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে, তাদের ছাঁদন-দড়ি যেন গলার হার। এক মুঠো অম্মের জন্ত জীবনতোর গাধার বোঝা বয়ে মরে, তার পর বুড়ো হ'লে বরখাস্ত। এমন সব সাধু ব্যক্তিদের কেবল চারুকই ঠিক ব্যবস্থা। কিন্তু আর একদল লোক আছে, তারা গোলামীর সাজ-পোষাক মুখোশ পরে লোক-দেখানো সেলাম করে, কিন্তু

মনে মনে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মনিব বলে জানে না। এরা গোলামীর ভাণ ক'রে আপনার দিন কামিয়ে নেয়। তারপর যখন মনিবের অর্থে গদিয়ান্ হয়ে বসে, তখন কেবল সেলাম বাজায়—আপনাকে। এরাই মানুষের মত মানুষ, আর আমিও এই দলের একজন। কথাটা কি জানো? অবস্থার মত ব্যবস্থা। ঠিক জেনো, আমি যদি সেনাপতি হতুম, এরকম শঠতা করবার দরকার হতো না।] এই যে সেলাম বাজাচ্ছি দেখচো, সে কাকে? সে সেনাপতিকে নয়—আপনাকে। কর্তব্য কাজ বল, শ্রদ্ধা-ভক্তি বল, যা কিছু কচ্ছি, কেবল আমার মৎসব হাঁসিল করবার জন্য মুখোশ পরেছি বই ত নয়। যে দিন দেখবে, আমার সে মুখোশ নেই, তেতর-বার এক হয়েছে, সে দিন জানবে, আমার মনুষ্যত্বটুকুও গিয়েছে। ভায়া, আমার বাইরে যা দেখছ, ভেতরে আমি তা নই। বিষকুণ্ড—পয়ামুখ।

রডা। যা হোক পুরু ঠোঁটের খুব জোর বরাত বলতে হবে, নিবিয়ে অমন সুন্দরটা হস্তগত করলে।

ইয়া। করতে দিচ্ছ কেন? তার বাপকে ডেকে তোলো—খুব চোঁচাও, দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও। সেনাপতির পেছনে জ্বরদস্তি ক'রে লাগো। তার আমোদে বিষ ঢেলে দাও, হস্তান্তরের মেয়ে পালিয়েছে ব'লে পথে পথে সোরগোল ক'রে বেড়াও। ছুড়ীর আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সকলকে তাতিয়ে তোলো। এমন উৎপাত লাগাও যে, টের পাক—মধু খেতে গেলে মাছির কামড়ও সহ্য হইতে হয়। বেপরোয়া ফুটি করতে দিয়ো না। যত রকমে পারো, জ্বালাতন করো। আর কিছু না হয়, স্নখে থাকতে ভুতে কিলুক।

রডা। এই ত তার বাপের বাড়ী—আমি চোঁচাই।

ইয়া। হাঁ, প্রাণপণে চোঁচাও। ঘোর রাত্রে অসাবধানে সহরে আগুন লাগলে যেমন দারুণ শঙ্কায় লোক চীৎকার করে, তেমনি গলা ক'রে চোঁচাও।

রডা। মশায় গো! ওগো মশায়। মজ্রীমশায়।

ইয়া। জাণ্ডন—জাণ্ডন—চোর—ডাকাত—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। ঘর-বাড়ী সব সামলান্। আপনার মেয়ে কোথায়, খোঁজ করুন। টাকা কড়ি কিছু গেছে কি না দেখুন—উঠুন, জাণ্ডন। বাড়ীতে চোর পড়েছে।

বাবান্। (দ্বিভলের গবাক্ষ হইতে) কিসের জ্ঞাত এমন গোলমাল, হাঁকাইকি? হয়েছে কি?

রডা। মশায়, আপনার পরিবারবর্গ সব বাড়ীতে আছেন ত?

ইয়া। ঘর-দরজা সব চাবি-তাল বন্ধ আছে ত?

বাবান্। সে সব খোঁজে তোমাদের দরকার কি?

ইয়া। বলে, খোঁজে দরকার কি? সর্কনাশ হয়েছে, মশায়—আপনার বাড়ীতে চুরি হয়েছে। আপনার বকের ভেতর সিঁদ-কেটে কল্জের হাড় চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। কি বিষম কাণ্ড ঘটেছে, তা জানান না। নীচে নেমে আসুন। নিশ্চিত হয়ে ঘুমুচ্ছেন কি? সহর স্তব্ধ তোল-পাড় ক'রে জাগিয়ে তুলুন। নইলে আর দুদিন পরে দৌলুরের মুখ দেখতে হবে। আসুন, নেমে আসুন।

বাবান্। তোমরা পাগল হয়েছ না কি?

রডা। মশায়, আমার গলার আওয়াজ শুনে চিন্তে পারছেন কি?

বাবান্। না, কে তুমি?

রডা। আমি রডারিগো।

বাবান্। ও নাম আমি শুন্তে চাই না। আমি তোমাকে বারবার বলেছি না, আমার বাড়ীর ত্রি-সীমানায় তুমি এসো না? তোমাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছি, তোমায় আমি কত দান করবো না—তাই এখন সেই গায়ের বাল ঝাড়তে নেশার বোঁকে এখানে এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বীরত্ব প্রকাশ কচ্ছ।

রডা। মশায়, মশায় কি বলছেন।

বাবান্। দেখ, আমি যে-সে লোক নই। আমার ক্ষমতাও আছে, সাহসও আছে। তোমায় এমন দণ্ড দিতে পারি যে, তোমার আমোদ শেষে তেতো বিষ হয়ে উঠবে।

রডা। মশাই, একটু ধৈর্য ধ'রে আমার কথাগুলোই শুনুন না।

বাবান্। কি শুনবো? চুরি-ডাকাতির কথা কি বলতে এসেছ? মনে রেখো, এটা সহর; আমার বাড়ী মাঠের মাঝখানে নয়।

রডা। মহাশয়, আপনি বুদ্ধ, আপনার সঙ্গে আমি দমবাক্তি করতে আসিনি।

ইয়া। আপনি ত দেখছি বেশ লোক, মশায়! সম্মতান বলছে ব'লে আপনি ধর্মকথা শুনবেন না? আমরা এসেছি আপনার উপকার করতে, আপনি ঠাওরাচ্ছেন আমরা বদমায়েস,

গুণ্ডা; আর ওদিকে যে বংশ-বৃদ্ধির পথ
প্রশস্ত হচ্ছে, তা একবারও ভাবছেন না।

ব্রাবানু। এ পাষণ্ডটা কে রে?

ইয়া। আজ্ঞে, আমি আপনার কত্যা-সম্বন্ধে বিশেষ
সুসংবাদ দিতে এসেছি।

ব্রাবানু। তুই অতি নরাধম, নীচাশয়।

ইয়া। আর আপনি—মন্ত্রী মহাশয়।

ব্রাবানু। এ লোকটাকে আমি চিনি, কিন্তু
তোমায় আমি চিনি, রডারিগো, তোমাকে এ
অপমানের জবাবদিহি করতে হবে।

রডা। অবস্থা করবো। আমি আপনার সব কথাই
জবাবদিহি করতে রাজি আছি। [কিন্তু নিবেদন
করি, এই নিমুহিতে রাতে আপনার স্তন্যদরী মেয়ে
যে একলা একজন মাল্লার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে
একটা লম্পটের অঙ্কশায়িনী হয়েছে, সেটা বোধ
হয় কতকটা আপনার মনের মতন, আর
অনুমতি-অনুমারেই হয়েছে। তা যদি হয়, তা
হ'লে আমরা আপনার সঙ্গে খুব অত্যাচার ব্যবহার
করেছি। মাপ করবেন। আর যদি আপনার
কত্যা সত্যই আপনাকে লুকিয়ে চ'লে গিয়ে
থাকে, তা হ'লে আমি ত বুঝি, রাগে অন্ধ হয়ে
আপনি আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছেন,
সেটা অসঙ্গত। মশায়, আমিও ভদ্রলোক, ভদ্র
ব্যবহার জানি। আপনি বুদ্ধ, আপনাকে ধামকা
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে কৌতুক করতে আসিনি।
আপনার কত্যা যদি জ্ঞানশূন্য হয়ে লুকিয়ে
লুকিয়ে নিজের রূপ-যৌবন, ভাগ্য, ধর্ম, সব
একজন অজানা, অচেনা ভবঘুরের হাতে সমর্পণ
ক'রে থাকে, তা হ'লে সে যে পিতৃদ্রোহী হয়ে
নিতান্ত গর্হিত কাজ করেছে—এ কথা মানেন
ত? আমি সত্যি বলছি কি মিছে বলছি,
এখনই পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। যদি আপনার
মেয়েকে এখন এ বাড়ীতে কি তার ঘরে দেখতে
পান, আমাকে জোচ্চার ব'লে দণ্ড দেবেন।

ব্রাবানু। কে আছিস? নীলগঞ্জী আলো জ্বাল।
আমাকে একটা বাতি দে, আমার লোকজন সব
জাগিয়ে তোলা। এমন একটা দুর্বটনা আমি
স্বপ্নে দেখেছি। সে স্বপ্ন এখন সত্য ব'লে
আমার বিশ্বাস হচ্ছে। আলো, নীল আলো
আন।

[উপর হইতে নিষ্কাশিত।

ইয়া। নমস্কার। আমি এই বেলা স'রে পড়ি।
এখানে থাকলে আমার সাক্ষী মানবে। আমি

তাবেন্দার, সেনাপতির বিপক্ষে দাঁড়ানো আমার
পক্ষে ভাল হবে না। মন্ত্রিসভা এখন
কালার্টাদকে বরখাস্ত করতে সাহস করবে না—
এ ত জানা কথা। না হয় গুরুতর ভিন্নত্ব
ক'রে ছেড়ে দেবে। সাইপ্রাস-দীপে লড়াই
বেধেছে, সেনাপতিকে সেখানে পাঠাতেই হবে
নৈলে ঘোর বিপদ। ওর মত দক্ষ লোক
এখানে আর কেউ নেই। কাজেই মনে মনে
কালার্টাদের ওপর আমার যত আকোশই থাক,
স্বার্থের খাতিরে আপাততঃ সন্তাব রেখে সন্ধির
নিশান দেখাতে হবে—কিন্তু সে কেবল বাইরে-
বাইরে। জমায়ত লোকজন সব বড়-সরাসীর
দিকে নিয়ে যেয়ো, সেইখানেই সে আছে।
আমার সঙ্গেও সেইখানে দেখা হবে। আমি
কর্তার কাছেই থাকব। এখন চললুম।

[প্রস্থান।

(ব্রাবানুসিয়ো এবং প্রজ্জলিত মশাল হস্তে

ভূতগণের প্রবেশ)

ব্রাবানু। সত্যই সর্বনাশ হয়েছে! আমার মেয়ে
পালিয়েছে। কি হবে! ওঃ, আমার সব
ফুলো! এখন শেষ দশায় অসার জীবনে
আমার বরাতে বিষ উঠল। বাপু, তুমি
কোথায় তাকে দেখেছিলে? আরো হত-
ভাগিনি! কি বললে? সেই কাল হাব-সীটার
সঙ্গে? বাপ হওয়া কি বাকুমারী! বাপু,
আমার মেয়ে ব'লে তুমি চিনলে কেমন করে?
সে যে আমার সঙ্গে এমন চাতুরী করবে, এ
অভাবনীয়—অচিন্ত্যনীয়! তোমায় কি কিছু
বলেছিল? এই ক'টা আলোয় কি হবে?
আরো নিয়ে আয়! আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে
আছে, সকলকে জাগা! তোমার কি মনে
হয়? বিবাহ হয়ে গেছে কি?

রডা। সত্যই তাই ত বোধ হয়।

ব্রাবানু। হা ভগবান! কেমন করে, কোথা দিয়ে
পালালো? ওঃ, আমার বৃকের রক্ত বিদ্রোহী
হ'ল। কতবার সরল ব্যবহার দেখে আর কেউ
যেন না ভোলে! এ নিশ্চয় যাহু! বাপু।
এমন কখন শোনোনি কি যে, বাহুমুখে যুবতী
কুমারীকে বশ করে? এমন মস্তুর-তন্তুরের
কথা কোন বইয়ে পড়নি কি?

রডা। আজ্ঞে হাঁ, ঢের পড়েছি।

ব্রাবানু। আমার তাইকে জাগাও। হায়, হায়,
কেন তোমার সঙ্গে তখন বিবাহ দিলুম না।

এক এক দল এক এক পথে যাও। বাপু, কোথায় গেলে তাদের ধরতে পারব, জান কি? রজা! খুব সম্ভব, আমি তাদের ধরিয়ে দিতে পারব। আপনি বেশ মজবুত লোকজন জোগাড় করে আমার সঙ্গে আসুন।

বাবান্। চল, চল বাপু, নিয়ে চল! যেতে যেতে বাড়ী-বাড়ী লোক যোগাড় করব। আমার কথা তচ্ছিল্য করতে কে সাহস করবে! অস্ত্র-শস্ত্র নাও। রাত্রেই চৌকিদারদের ডাকো। চল বাপু, আমার জন্ত অনেক ক্লেশ করছ, তোমার ঋণ আমি যেমন করে পারি, পরিশোধ করব।
[সকলের গ্রন্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস্ নগরের অপর এক রাস্তা

(মশালধারী পরিচারকগণ সহ ওথেলো এবং ইয়োগোর প্রবেশ)

ইয়া। যুদ্ধ-ব্যবসায় অনেক নরহত্যা করেছি বটে, কিন্তু মৎসব এঁটে খুন করতে হাত ওঠে না—মন খুঁৎখুঁৎ করে। একটু সময়তানী থাকা ভাল—তাতে সময় সময় অনেক কাজ হয়। কতবার মনে করেছি—দি বুড়োর পাঞ্জরায় একটা থোঁচা।

ওথেলো। দাওনি, ভালই করেছ।

ইয়া। বলেন কি! বুড়ো কি না মুখ নিড়ে কথা কয়! যখন-তখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আপনার নিন্দে করে। আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরে অত বরদাস্ত করা শক্ত! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি বিবাহ করে ফেলেছেন? কি জানান, আপনার স্বস্তুর এখানকার একজন পদস্থ লোক। অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তার ওপর মন্ত্রিসভার সভ্য, সেখানেও তাঁর খুব প্রতিপত্তি। তাঁর কথার দর, ধরতে গেলে, সামন্ত-রাজেরই তুল্যমূল্য। হয়, এ বিবাহ ফারখত করবার চেষ্টা করবেন, আর নয় ত আপনার প্রতাপশালী স্বস্তুর আপনাকে দণ্ড দিতে আইন-কানুনের দিক দিয়ে যত রকমে জব্দ করতে পারেন, তার ক্রটি করবেন না।

ওথেলো। তাঁর যত দূর আক্রোশ, করুন। আমি এ রাজ্যের জন্ত অনেকবার বুকের রক্ত দিয়েছি,

তাতে তাঁর সব অভিযোগই ভেসে যাবে। আমি গর্বও কচ্ছিনি, দীনতাও দেখাতে চাইনি; তবে সত্যি কথা বলতে, আমারও জন্ম রাজ-বংশে। সৌভাগ্য-বলে আমি যে নারীরত্ন লাভ করেছি, আমি তার সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমি স্থির হোনো, ডেজ্ ডিমোনাকে আমি যদি আস্তরিক ভাল না বাসতুম, রত্নাকরের সমস্ত রত্ন পেলেও আমার স্বাধীন জীবন বিসর্জন দিয়ে সংসারে বদ্ধ হতুম না। দেখ ত, দেখ ত! কিসের অত আলো আসছে?

ইয়া। ঐ আপনার স্বস্তুর ঘুম থেকে উঠে, তাঁর দলবল নিয়ে আসছেন, আপনি একটু গা-ঢাকা হ'লে ভাল হয়।

ওথেলো। কখনো না। আমি লুকোবো কেন? আমার মনে কোন পাপ নেই। আসুক না, আমার কি গুণের কোন মর্যাদা নাই? পদ-মর্যাদা নাই? আমার নিষ্পাপ মন আমার সমস্ত ক্রটি ক্ষালন করবে। তাঁরাই আসছেন নাকি? ইয়া। না, তাঁরা ত ন'ন।

(কেশিয়ো এবং প্রজ্বলিত মশাল হস্তে কতিপয় রাজ-কর্মচারীর প্রবেশ)

ওথেলো। এ কি! এ যে রাজকর্মচারী, আর আমার সহকারী। এস, এস, সংবাদ কি? কেশি। সেনাপতি, সামন্তরাজ আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। বলেছেন, এখনই আপনাকে তাঁর কাছে যেতে হবে।

ওথেলো। কেন? কি দরকার—কিছু জানো? কেশি। সাইপ্রাস দ্বীপের কোন ব্যাপার আমার আঁচ। খুব জরুরী কাজ। [নৌ-বাহিনী থেকে এই রাতেই ক্রমান্বয়ে পর-পর দশ-বারো জন দূত এসেছে। মন্ত্রণা-সভার অনেক সভ্যদের ঘুম থেকে জুড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলে এখন সামন্তরাজের নিকট উপস্থিত।] মন্ত্রণা-সভায় সকলে এসেছেন। আপনিও নীত্বে চলুন, সামন্তরাজের আদেশ। আপনি বাড়ী ছিলেন না ব'লে তিন দল লোক আপনাকে চারিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

ওথেলো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হ'ল। বাড়ীর ভেতরে একটা কথা বলেই আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

[গ্রন্থান।]

কেশি। ভায়া, কতটা এখানে করছেন কি?

ইয়া। জানো না? কর্তা আজ ডাকায় এক রত্ন-
ভরা জাহাজ নুঠ করেছেন। এখন যদি তা
আইনসঙ্গত হজম করতে পারেন, তা হ'লে
এবার তাঁর মোখাম্বা বরাত ফিরলো।

কেশি। কি? কি? ব্যাপার কি?

ইয়া। বিবাহ করেছেন।

কেশিয়ো। কাকে?

ইয়া। বিবাহ—(ওথেলোর পুনঃ প্রবেশ) আসুন
সেনাপতি। এখনই যাবেন ত?

ওথেলো। চল, আমি প্রস্তুত।

কেশি। আপনাকে খুঁজতে এই আর একদল
আসছে।

ইয়া। না, না, এই আপনার স্বপ্তর আসছেন।
সেনাপতি, সতর্ক হ'ন। বুড়োর মৎসব ভাল নয়।

(ব্রাবান্সিয়ো, রডারিগো এবং প্রজ্বলিত মশাল
হস্তে অচ্ছর ও গ্রহরিগণের প্রবেশ)

ওথেলো। কে তোমরা? দাঁড়াও।

রডা। মশায়, এই আপনার আসামী।

ব্রাবান্স। বাধ বেটাকে, চোর।

(উভয় পক্ষের অসি-নিষ্কাশন)

ইয়া। কি! রডারিগো! তুমি! এস, আমি
তোমার প্রতিদ্বন্দী।

ওথেলো। স্থির হও। অস্ত্র-শস্ত্র ঢেকে রাখ, নইলে
শিশির লেগে মরচে ধরবে। মহাশয়, অস্ত্র-ভয়
দেখাবার প্রয়োজন নাই, আপনার অধিক
মর্যাদা—বান্ধিক্যে।

ব্রাবান্স। নচ্ছার বেটা! চোর বেটা! আমার
মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বল!
সয়তান, তুই তাকে ষাট ক'রে বশ করেছিস।
কে না বলবে, তুই মস্তে-তস্তে তার মন বিগুড়ে
দিগ্নেছিস? নইলে বিবাহের নামে যে বিরূপ
ছিল, সে স্বদেশের সব সুন্দর সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে
আমার অমতে তোকে বরমালা দিয়ে লোকের
উপহাসভাজন হ'তে যাবে কেন? [অমন
সুন্দরী, সুকুমারী কন্যা, সুখে থাকতে তোর
মত কাল কিস্তিত কিমাকার বিভীষিকা মূর্তিকে
বরণ ক'রে স্বেচ্ছায় দুঃখ আনিজন করবে কেন?
তোর আচরণে স্পষ্ট প্রকাশ—তুই কুৎসিত ষাট-
বিছায় তাকে অভিভূত করেছিস? দ্রব্যগুণ ক'রে
কি খাইয়ে তুই সে কোমলা বালিকাকে জ্ঞানশূন্য
করেছিস? আমি তোর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা

করব। প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, একটু
বুঝে দেখলেই এ কথা সকলে বুঝবে।]
রক্ষিগণ! বন্দী কর। তোর মতন লোকের
আচরণেই মনুষ্য সমাজ হয়ে হয়। কুৎসিত
ষাটবিছার অহুষ্ঠান—আইনের নিষেধ। সেই
জন্ত আমি তোকে বন্দী করছি। গ্রহরিগণ,
ধর। যদি বাধা দেয়, বধ কর।

ওথেলো। আমার স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলে স্থির হও।
যদি বিরোধ করা আমার অভিপ্রায় হ'ত, উদ্ভে-
জনার প্রয়োজন ছিল না। আপনার অভি-
যোগের উত্তর দেবার জন্ত আমাকে আপনি
কোথায় নিয়ে যেতে চান?

ব্রাবান্স। আপাততঃ কারাগারে। তার পর যে
সময় যেখানে তোর আইনসঙ্গত বিচার হবে, সে
সময় সেখানে জবাবদিহি করতে হবে।

ওথেলো। যদি আপনার আদেশ আমি পালন করি,
সামন্ত-রাজ কি তাতে খুশী হবেন। বিশেষ রাজ-
কার্যের জন্ত আমাকে নিয়ে যেতে তাঁর দূত
এখানে উপস্থিত।

১ম কর্মী। সদাশয় মন্ত্রী মহাশয়, এ কথা সত্য।
সামন্ত-রাজ এখন মন্ত্রণা-সভায়। আপনাকেও
ডাকবার জন্ত নিশ্চয় এতক্ষণ দূত গিয়েছে।

ব্রাবান্স। সে কি। সামন্ত-রাজ মন্ত্রণা-সভায় এই
গভীর রাত্রে। বেশ, সেইখানে একে নিয়ে চল।
আমারও অভিযোগ তুচ্ছ নয়। সামন্ত-রাজ স্বয়ং
বা মন্ত্রণা-সভার সকল সভ্যই আমার সর্বনাশ
নিশ্চয় নিজেদের সর্বনাশ ব'লে বিবেচনা
করবেন। এরূপ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিলে
নীত্রেই বিদ্রোহী ক্রীতদাস সব আমাদের রাজ্য
শাসন করবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস নগর—মন্ত্রণা-সভা

(সামন্ত-রাজ এবং সভাসদগণ আসীন,
রাজকর্ষচারিগণ উপস্থিত)

সারাজ। যখন এক একজন এক এক রকম বলছে,
তখন কারুর সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা
যায় না।

১ম সভা। সভ্যই কোনরূপ ঐক্য নাই। আমার
পক্ষে উল্লেখ রয়েছে, একশত সাতখানা জাহাজ।

সারাজ। আর আমার পত্রে—একশত চল্লিশ।
২য় সভা। আর আমার পত্রে—দু'শ। কিন্তু হিসেব
ঠিক না মিললেও—আর এরূপ স্থলে যেখানে
অমুমানের উপর নির্ভর, সেখানে মেলেও না—
তত্রাচ সকলের কথা থেকে এটা নিশ্চিত প্রমাণ
হচ্ছে যে, তুরস্কের নৌ-বাহিনী সাইপ্রাস দ্বীপের
দিকে চলেছে।

সারাজ। তাই বটে। এই কথাই বুদ্ধিসঙ্গত। রণ-
তরীর সংখ্যা-নির্দেশে যে ভুল-ত্রাস্তি ঘটেছে, তা
ঘটা সম্ভব। আক্রমণ-সম্বন্ধে মূল কথাটা যে
ঠিক, তার আর সন্দেহ নাই, এবং সেইটেই
আমাদের উদ্বেগের কারণ।

নাবিক। (নেপথ্যে) কে আহ? কে আহ?

রা-কর্ম। নৌ-বাহিনী থেকে দূত এসেছে।

(নাবিক-দূতের প্রবেশ)

সারাজ। সম্প্রতি সংবাদ কি?

নাবিক। তুরস্কের নৌ-বাহিনী রোডস দ্বীপের অভি-
মুখে যাচ্ছে। এঞ্জেলোর আদেশে আমি রাজ-
সভায় সেই সংবাদ নিবেদন করতে এসেছি।

সারাজ। এরূপ গতি-পরিবর্তনে শত্রুর অভিপ্রায়
কি আপনারা বুঝছেন?

১ম সভা। এরূপ পরিবর্তন অসম্ভব—কদাচ যুক্তি-
সঙ্গত নয়। আমাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ভোলাবার
জন্ত শত্রুর এ ছল। ভেবে দেখুন, সাইপ্রাস দ্বীপ
তুর্কীদের কত প্রয়োজনীয়। একে রোডস
অপেক্ষা সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করাই তুর্কীর
বেশী স্বার্থ, তার উপর এই দ্বীপ রোডসের স্থায়
দৃঢ় অস্ত্র-শস্ত্রে সুরক্ষিত নয়। সুতরাং শত্রুর
অভিপ্রায় এখানে সহজে সিদ্ধ হ'তে পারে।
আপনারা চিন্তা ক'রে দেখুন, তুর্কীরা এত
নির্বোধ নয় যে, যে স্থল তাদের বেশী প্রয়োজনীয়
এবং অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত, দুর্বল,—সহজে যা
অধিকার ক'রে লাভবান হতে পারবে—তা
পরিত্যাগ ক'রে, যাতে কোন লাভ নেই,
এরূপ বিপদে তারা বাঁপ দেবে।

সারাজ। ঠিক কথা, রোডস অধিকার কখনই
তাদের অভিপ্রায় নয়।

রা-কর্ম। আরও কি সংবাদ আসছে?

(জর্নৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহামুভব সম্রাট সভ্যগণ, তুরস্কের দল রোডস
দ্বীপের অভিমুখে যেতে যেতে এক দল নৌ-
বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

১ম সভা। ঠিক, আমারও তাই অমুমান। এ
বাহিনীর কত সংখ্যা—তুমি বলতে পার?

দূত। ত্রিশখানি জাহাজ। এখন তাদের অভিপ্রায়
স্বস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সাইপ্রাস অভিমুখে প্রত্যা-
বর্তন কচ্ছে। সামন্ত-রাজের বিশ্বস্ত বীর কর্মচারী
সাইপ্রাসের শাসনকর্তা মন্ত্রণাসভাকে অভিবাদন
ক'রে এই সংবাদ নিবেদন করতে বলেছেন, আর
সবিনয় মিনতি জানিয়েছেন যে, মন্ত্রণাসভা যেন
এ সংবাদ বিশ্বাস করেন।

[সারাজ। সাইপ্রাস আক্রমণ অভিপ্রায়ই শত্রুর
স্থির নিশ্চয়। মার্কাস লুকিকস এখন কোথায়?

১ম-সভা। তিনি এখন ফ্লোরেন্স নগরে।

সারাজ। অতি সন্ধ্যার পত্রে তাঁর কাছে এ সংবাদ
প্রেরণ কর।]

১ম সভা। এই যে, বুদ্ধ মন্ত্রীর সহিত আমাদের বীর
সেনাপতি আসছেন।

(ব্রাবান্সিয়ো, ওথেলো, ইয়োগো, রডারিগো এবং
রাজকর্মচারী সকলের প্রবেশ)

সারাজ। বীরবর ওথেলো! তুর্কীদের বিরুদ্ধে
এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্তে তোমায় নেতৃত্ব-
পদে বরণ কচ্ছি। ওঃ আপনারা দেখিনি।
আমুন, আমুন! অত্ন রাতে আপনার সৎ-
পরামর্শ এবং সহায়তা আমাদের অতীব
প্রয়োজন।

ব্রাবান্স। সে প্রয়োজন আমারও। মহামুভব
সামন্ত-রাজ, আমায় মার্জনা করুন। সাধা-
রণের কার্যে মন্ত্রণা-সভায় আসন গ্রহণ করবার
জন্ত আমি এত রাতে নিজাত্যাগ করে এ স্থানে
উপস্থিত হইনি। সাধারণের চিন্তা এখন আমার
মন হতে বহু দূরে। নিজের দুঃখে এখন আমার
হৃদয় পরিপূর্ণ—সে দুঃখ বত্মার মত প্রবল বেগ
ধারণ করে অত্ন সকল চিন্তা গ্রাস করেছে; সেই
এখন প্রবল।

সারাজ। কি—কি হয়েছে?

ব্রাবান্স। আমার কন্যা! হান্ন, আমার হতভাগিনী
কন্যা।

সারাজ ও সভ্যসদৃগণ। কি, তার মৃত্যু হয়েছে নাকি?

ব্রাবান্স। হাঁ, আমার পক্ষে বটে। তাকে যাহ
ক'রে ভুলিয়ে আমার কাছ থেকে চুরি ক'রে
নিয়ে গেছে। [যাহুবলে একেবারে অন্ধ না
হ'লে, যার তিলমাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তার
স্বভাবের এরূপ বিকার কখনই সম্ভব নয়।]

সা-রাজ। যে একরূপ হীন, অঐবধ উপায়ে আপনার
কত্মাকে ভুলিয়ে আপনাকে বঞ্চনা করেছে, সে
যে-ই হোক, আপনি স্বয়ং তার বিচারক হয়ে
আইন অনুসারে তার প্রতি কঠোর দণ্ডবিধান
করুন। আপনার অভিযোগের পাত্র এ রাজ্যের
সুবরাজ হলেও তার নিকৃতি নাই।

ব্রাবান্। সামন্তরাজ। আমার বিনীত ধৃত্যবাদ গ্রহণ
করুন। আমার অভিযোগের পাত্র এই কদাকার
কৃষ্ণমুষ্টি হাবসী—রাজকাণ্ডের জ্ঞাত বিশিষ্ট
আদেশে যে এখানে উপস্থিত রয়েছে।

সকলে। অতিশয় দুঃখের বিষয়।

সা-রাজ। (ওথেলোর প্রতি) আত্মপক্ষ সমর্থনে

তোমার কিছু বলবার আছে?

ব্রাবান্। কিছুই না। অপরাধ স্বীকার করা ব্যতীত
ওর আর কি বলবার থাকতে পারে?

ওথেলো। মহাবল, মহামতি, মহিমা-আধার,

সদাশয়, বাঞ্ছিত-আশ্রয়-দাতা মম,

নিবেদন সভাজন চরণে সবার—

সত্য, এই বুদ্ধের বচন।

সত্য সজ্ঞাপনে পিতৃগৃহ হ'তে

লয়ে গিয়ে দুহিতীয়

বরিয়ছি পরিণয়ে তারে।

এইমাত্র গুরু অপরাধ—

নাহি জানি অত আর।

কর্কশ বচন মম,

নহি পটু শিষ্ট মিষ্টভাবে।

রণক্ষেত্রে শিবির-নিবাসে

সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম হ'তে—

যবে ক্ষীণকায় এই ভুজঙ্গ—

নয়মাস পূর্বাধি, নিরবধি

যুদ্ধ-ব্রতে করিয়াছি জীবনযাপন।

নাহি জানি সংসার-ব্যভার,

নাহি মম বচন-কৌশল,

জ্ঞাত মাত্র রণ-কোলাহল,

আত্মপক্ষ সমর্থনে অসমর্থ আমি।

যদি ধৈর্য ধর, হও হে সদয়,

যেইরূপে ঘটিল প্রণয়,

করি সত্যশ্রয়,

কব সরল কাহিনী সভাস্থলে—

খণ্ডিবারে অভিযোগ কলঙ্ক আমার—

কোন্ ইন্দ্রজালে, কি কুহকবলে,

কিবা মন্ত্রে, কোন্ দ্রব্যগুণে,

জিনিয়াছি কুমারী-হৃদয়।

ব্রাবান্। তীর বলিকা, চলতে গেলে যার পা
জড়িয়ে যায়, সে কি না জাতি, কুল-মর্যাদা,
স্বভাব, বয়স, সব ভুলে, যাকে চোখে দেখলে
ভয়ে কাঁপত তার গলায় বরমালা দিল। [তার
মত আদর্শ সুশীলা কুমারী যে স্বেচ্ছায় এমন
কদাচার করতে পারে, অতি নির্বোধ না হ'লে
সে কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না। তাইতে
বলতে হয়, এর ভিতরে সম্ভাবনী ব্যাপার
আছে।] আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি, মন্ত্র-
পুত ঔষধ কি দ্রব্যগুণে তার দেহের রক্ত পর্যন্ত
বিকৃত করেছে—তাকে মতিচ্ছন্ন করেছে।

সা-রাজ। অসঙ্কোচে বলাই প্রমাণ নয়। [অপ-
রাধ প্রমাণ করতে হ'লে কেবল কতকগুলো
যা-তা অসার কথার সাজ আর তুচ্ছ সম্ভাবনার
চেয়ে দৃঢ়তর প্রমাণ প্রয়োগ প্রয়োজন।]

১ম সভা। সেনাপতি স্বয়ং বলুন না। [কোনরূপ
ভয় প্রদর্শন কি অঐবধ উপায় অবলম্বন ক'রে
কুমারীকে বশ কি বিকৃত করেছিলেন? না,
তাকে আপনার অন্তরের অমুরাগ জানিয়ে তার
পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন?]

ওথেলো। আমার নিবেদন, আমার স্ত্রীকে আপনারা
এখানে আহ্বান করুন। সে এসে তার
পিতার সমক্ষে আমার সম্বন্ধে সব কথা বলুক।
যদি তার কথায় আমার কোনরূপ কলঙ্ক প্রমাণ
হয়, যে বিশ্বস্ত কর্মতার আমার উপর তুষ্ট
করেছেন, তা প্রত্যাহার ক'রে আপনারা
আমার প্রাণদণ্ড করবেন।

সা-রাজ। তোমরা যাও, সেনাপতির স্ত্রীকে এখানে
নিয়ে এস।

ওথেলো। (ইয়োগোর প্রতি) ইয়োগো, আপাততঃ
কোথায় সে আছে, তুমি জানো, সেখানে এদের
নিয়ে যাও। যতক্ষণ না সে আসে, [মার্জনা
প্রত্যাশায় দেবতা-সমক্ষে অপরাধী যেমন
অকপটে আপনার মনের পাপ ব্যক্ত করে।
এই প্রবীণ সভায় আমার পরিণয়-কাহিনী আমি
ভেতমনি সরলভাবে ব্যক্ত করি।

[ইয়োগো ও অমুচরণের প্রস্থান।]

সা-রাজ। উত্তম! বল।

ওথেলো। হয় নাই বিবাহ যখন

কুমারীর সহ,

পিতা তার স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন যোরে।

নিমন্ত্রণ করি ঘন ঘন,

প্রশ্নে পুনঃ পুনঃ,

শুনিতেন মম মুখে

অদ্ভুত কথন মম জীবন-কাহিনী।

বুদ্ধ, অবরোধ-কথা, ভাগ্য-বিপর্যয়,

বাল্য হ'তে বর্ষে বর্ষে ঘটনাছে যাহা,

বর্ণিতাম বর্ণনার মুহূর্ত্ত অবধি।

[কত,

নিপতিত অতর্কিত আপদ-কবলে,

জলে স্থলে—হৃদিকম্প রোমাঞ্চ আখ্যান,

সত্য: প্রাণহর

বন্ধু-মুখে দৈবে পরিভ্রাণ—যথা

কেশমাত্র ব্যবধান জীবনে মরণে।

কত দুষ্কর সময়ের, বন্দী শত্রু করে—

জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হৃদয়—

দাসত্বে বিক্রয়, মুক্তি-লাভ,

নিরাশ্রয় মেদিনী ভ্রমণ,

দরশন দৃষ্ট অগণন

নয়ন-বিস্ময়কর।

কোথা অন্তঃশূন্য বিশাল গহ্বর,

তুণহীন মরু ভয়ঙ্কর,

বন্ধুর আকর, উন্নত ভূধর,

তুঙ্গ-শৃঙ্গ গগন চুম্বিত।

এইমত কহিতাম কত

চিত্তহর বিষয়ের বিচিত্র কাহিনী।

কোথা নর-রাক্ষস বিকট

ভঞ্জে নর হিংসি পরস্পর,

শিরোপরি স্বরুদ্ধদেশ কার—

বক্ষ-মুখ করাল আকৃতি।]

শুনিত যুবতী বসি তন্ময় অন্তরে।

কিন্তু ব্যস্ত সদা—গৃহকর্ম্মতরে

গৃহান্তরে করিলে গমন,

স্বরায় আসিয়ে পুনঃ গ্রাসিত শ্রবণে—

বৃত্তকার ভক্ষ্য সম কাহিনী আমার।

হেরি আগ্রহ তাহার,

একদিন শুভক্ষণে ভূবিম্ব বচনে।

কথায় কথায় কোশলে আমার,

আন্তরিক অভিলাষ করিল প্রকাশ,

মম জীবনের ইতিহাস—

অত্মমনে আংশিক শুনেছে যাহা—

শুনিতো বাসনা তার পূর্ব বিবরণ।

হইল সম্মত। কহিতাম যত, শুনিল

মম যৌবনের কোন দুঃখের কাহিনী,

করুণায় কোমল বালার

নীরধার বরিত নয়নে।

মম আখ্যানের পুরস্কাররূপে

অঙ্গুর উত্তপ্ত শ্বাস দিত উপহার।

‘কি আশ্চর্য্য ইতিহাস’—কহিত কুমারী—

‘এ হ’তে আশ্চর্য্য কিছু শুনিনি কখন,

নিদারুণ, কি করুণ এ দুঃখ-কাহিনী,

কেন, হায়, করিছু শ্রবণ।’

কিন্তু বাল্য কহিত তখনি পুনঃ

‘সদয় বিধাতা যদি হেন নর-মণি

স্বজ্বিতেন তার তরে।’ পুনঃ যুৎসবের

কৃতজ্ঞতা জানায় আমারে

কহিত সুন্দরী—‘মম বন্ধুগণমাত্রে

থাকে যদি হেন কেহ অমুরাগী তার,

শিখাইয়ে দিই যদি তায়—

মম সম কহিতে কাহিনী মম,

অন্যাসে জিনিবে সে কুমারী-হৃদয়।

পাইয়ে ইঙ্গিত

প্রেম মম করিছু প্রকাশ।

সঙ্কট সম্মুল মম বিচিত্র জীবন

করিয়াছে উদ্দীপন অমুরাগ তার,

সে মম ব্যথার ব্যথী তাই ভালবাসি।

এইমাত্র তন্ত্র মন্ত্র বাহুবল মম।

পত্নী মম সমাগত—

সত্য-মিথ্যা নিজমুখে করিবে প্রকাশ।

(ডেজ্‌ডিমনো সহ ইয়াগো এবং অমুরাগণের
পুনঃ প্রবেশ)

সা-রাজ। এ কাহিনী শুনে আমার কণ্ঠাও মুগ্ধ
হয়ে আত্মসমর্পণ করত। মন্ত্রিবর, মন্দের
ভিতর যেটুকু ভাল পাওয়া যায়, সেটুকু গ্রহণ
করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। [নিরস্ত্র হয়ে
যোঝবার চেয়ে ভাদা তলোয়ারখানাও কাজের
নয় কি?]

বাবানু। আমার মিনতি, আমার কণ্ঠার কথা
আগে সকলে শুনুন। [সে যদি স্বীকার করে,
তার পাণি-প্রার্থনা করবার জন্তে এই ব্যক্তিকে
সে উৎসাহিত করেছে, আমার সর্বনাশ হলেও
এর উপর আমি কোন দোষারোপ করব না।]
এগিয়ে এস দেখি, মাঠাকরুণ। এই সভাস্থ
সকলকে দেখছ? বল দেখি, সকলের চেয়ে কার
উপর তোমার অধিক কর্তব্য?

ডেজ্‌। পিতঃ,

দ্বিভাগে বিভক্ত হেরি কর্তব্য আমার।

তুমি জন্মদাতা, দানি এ জীবন
 সুশিক্ষিত করেছ আমার।
 সেই হেতু ধনী আমি তব কাছে।
 তব দানে, তোমারি শিক্ষায়
 শিখিয়াছি শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে তব পায়—
 এই মাত্র কর্তব্য আমার তোমা প্রতি।
 মাত্র কত্যা তব ছিন্ন এত দিন।
 কিন্তু হের, বিদ্যমান পতি হেথা মম।
 জননী আমার তব প্রতি
 যে কর্তব্য করিত পালন,
 আপন জনক হ'তে শ্রেষ্ঠ মানি তোমা,
 স্বামী, প্রভু মম,
 সেই সেবা অধিকার তাঁর—
 মুক্ত কণ্ঠে কহি আমি।

ব্রাবান্। ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন। সভ্যগণ,
 আমার কার্য শেষ হয়েছে। সামন্তরাজ রাজ-
 কার্যে মনোনিবেশ করুন। আজ আমি জ্ঞান-
 লাভ করলেম, অল্পজ্ঞ সন্তানের চেয়ে পোষ্যপুত্র
 ভাল। ওহে কালো বীর! এ দিকে এস।
 আমার অনিচ্ছায় যা তুমি নিয়েছ, স্বেচ্ছায় আমি
 তোমায় তা দান করলুম। [কিন্তু রাখতে
 পারলে তোমায় দিতুম না। আর তুমি কতাদিত্ব।
 তোমার আচরণে মনে হয়, স্ত্রুথের বিষয়, আমার
 আর সন্তান নাই। থাকলে তোমার এই বিদ্রো-
 হের জন্ত অত্যাচারী হয়ে তাদের পায় বেড়ী
 দিতুম। প্রভু, আমার কার্য শেষ হয়েছে।

সা-রাজ। মন্ত্রিবর, তোমার বিচার তুমি করেছ।
 এখন যাতে কতাজামাতার প্রতি তোমার মন না
 বিরূপ হয়, সেজন্ত আমিও গোটাকতক কথা
 বলি। যে দুঃখের প্রতিকার নাই, বড় আশায়
 নিরাশ হলেও, তার জন্ত শোক করা বুধা।
 অতীত আপদের জন্ত অল্পশোচনা করলে, নতুন
 আপদ ডেকে আনা হয়। যা নিয়তির কবল
 হ'তে রক্ষা করবার উপায় নাই, তার জন্ত
 ধৈর্য ধারণ ক'রে অনিষ্টকে উপেক্ষা করাই
 শ্রেয়ঃ। অপহৃত হয়ে যে হাসতে পারে, তার
 কাছে অপহারীও হারে; আর সেজন্তে যে
 নিষ্ফল খেদ করে, সে আত্মাপহারী হয়।

ব্রাবান্। তবে তুরস্কবাসীরা সাইপ্রাস-দ্বীপ
 অধিকার করুক, অপহৃত হয়ে আমরা খুব হাসতে
 থাকি। তা হ'লে আর আমাদের ত কোন ক্ষতি
 বোধ হবে না। যে দুঃখে যার সম্পর্ক নেই,
 অজস্র সাস্ত্রনাবাক্য ধৈর্য ধ'রে শোনা তার পক্ষে

সহজ। কিন্তু দুঃখ যখন অনিবার্য, ধৈর্য নিষ্ফল,
 সেখানে দুঃখও যেমনি দুর্ব্বহ, উপদেশও তেমনি
 দুঃসহ। নিলিপ্ত হয়ে উপদেশ দেওয়া সহজ,
 কিন্তু সে উপদেশের ফল অনিচ্ছা—অবস্থাগুণে
 কখন কটু, কখন মিষ্ট। কথা—কথা।
 বিধাতা যার হৃদয়ে যা দিয়েছেন, কথা তার
 কর্তব্য। ভেদ ক'রে হৃদয় স্পর্শ করে না।
 আমার মিনতি, রাজকার্যের আলোচনা আরম্ভ
 হোক।

সা-রাজ। তুর্কীরা বিপুল বল নিয়ে সাইপ্রাস
 আভিমুখে গমন কচ্ছে। সেনাপতি, সে স্থানের
 বল তুমি বিশেষ অবগত। [যদিও সেখানে
 আমাদের এক জন সুযোগ্য প্রতিনিধি আছেন,
 কিন্তু জন-সাধারণের মতে তুমিই এখন সে
 স্থানের যোগ্যতর প্রতিনিধি। কার্য-
 পারচালনায় সাধারণের মতামতই সর্ব-নিয়ন্তা।]
 সে জন্ত তোমার প্রতি আদেশ—তুমি বিবাহের
 আমোদ-প্রমোদ সম্ভ্রুতি পরিত্যাগ ক'রে কঠোর
 শত্রু-দমন কার্যে অগ্রসর হও।

ওথেলো। উদারমতি সভ্যগণ, অভ্যাগে অল্প-সঙ্কুল
 কঠিন রণক্ষেত্র আমার কাছে কোমল কুসুমশয্যা
 হতেও সুকোমল। [আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার
 করছি যে, স্ত্রুথ অপেক্ষা সঙ্কটে আমার প্রকৃতির
 স্বাভাবিক আকর্ষণ।] তুর্কীদিগের বিপক্ষে এই
 যুদ্ধে আমি নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করলেম। কিন্তু
 আমার বিনীত নিবেদন, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে
 সেনাপতির ভার্য্যার বৈরূপ লোকজন, পদমর্যাদা,
 অর্থ, বসবাস প্রয়োজন, সেইরূপ বিধানের
 আদেশ দিন।

সা-রাজ। ইচ্ছা কর ত সে তার পিতৃ-গৃহে বাস
 করতে পারে।

ব্রাবান্। আমি কখনও তা অনুমোদন করব না।

ওথেলো। আমিও না।

ডেজ। আমিও না। নিরন্তর অপ্রীতিকর স্মৃতি
 উদ্বোধন ক'রে আমার পিতার চক্ষুঃশূল হ'য়ে
 আমি পিত্রালয়ে বাস করতে ইচ্ছা করি না।
 মহামতি সামন্ত-রাজ, সদয় হয়ে অধীনীর
 প্রার্থনায় কর্পাত করুন। [আমি অশিক্ষিতা
 নিকোঁধ রমণী, এই মহাসভার উৎসাহ পেলে
 আমার প্রার্থনা নির্ভয়ে প্রকাশ করি।]

সা-রাজ। কি প্রার্থনা তোমার, ভদ্রে?

ডেজ। যার অনুরাগে আমি সর্বত্যাগিনী হয়েছি, স্ত্রুথে
 দুঃখে তাঁর সঙ্গ আমি কদাচ পরিত্যাগ করব না।

[ভাগ্যকে উপেক্ষা করে আমার বিদ্রোহাচরণ সংসারে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করেছে। আমার হৃদয় একান্তই আমার পতির গুণমুগ্ধ। আমি তাঁর বাহুরূপ দেখিনি, অন্তরের রূপ দেখে মোহিত হয়েছি। তাঁর বীরত্ব-গৌরবের পক্ষপাতিনী হয়েই তাঁর পায় আমার ভাগ্য, হৃদয়, সব সমর্পণ করেছি। তিনি যখন বীর-কার্যে যুদ্ধে গমন করবেন, শান্তি-সুখাভিলাষী পতঙ্গের মত যদি আমি হেথা অবস্থান করি, তা হ'লে আমি আমার সহধর্মিণীর অধিকার হ'তে বঞ্চিত হব। তাঁর নিদারুণ অদর্শনে কালযাপন করা আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য হবে। আমায় তাঁর সহগামিনী হ'তে অমুমতি দিন।

ওথেলো। সভাস্থলে আমারও নিবেদন, আমার পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ হ'ক, [ভগবান্ সাক্ষী, নারীর সঙ্গ-লালসায় আমি এরূপ প্রার্থনা করছি না। আমার দেহে উষ্ণ যৌবনের প্রভাব এখন অভাব। প্রৌঢ় বয়সে যৌবনের ভোগবিলাসে বা আত্মতৃপ্তিসাধনে আর আমার অমুরাগ নাই। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জেতাই আমি আপনাদের অমুমতি ভিক্ষা করছি। যে গুরুতর মহৎ কার্যে আপনারা আমায় নিয়োগ করছেন, আমার স্ত্রী সঙ্গে থাকলে সে সম্বন্ধে যে কোন বিষয় ঘটবে, সে আশঙ্কা নাই। যদি কামদেবের ক্রীড়া-পুস্তলি নিয়ে আমি তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে অন্ধ হয়ে থাকি, বিলাসে আমার কার্যশক্তি ক্ষয় হয়, স্বেচ্ছাচার কর্তব্য কলুষিত করে, তা হ'লে এই বীরভূষণ শিরদ্বাণে যেন রমণীর রক্তনপাত্র নিশ্চিত হয়। আর যেন অতি হয়ে জঘন্ত দুর্গতি আমার স্মরণ কলঙ্কিত করে।]

সারাজ। তোমার স্ত্রীর যাওয়া বা থাকা সম্বন্ধে যেকোন ইচ্ছা, তোমরা আপনারা স্থির করো। কার্যের যেকোন সত্তর আহ্বান, অবিলম্বে তার কাছে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।

১ম সভা। আজ রাত্রেই তোমায় যাত্রা করতে হবে। ওথেলো। সর্বাস্তঃকরণে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য।

সারাজ। কাল প্রাতে ন'টার সময় আবার আমরা সকলে এখানে একত্রিত হব। সেনাপতি, তোমার এক জন কর্মচারীকে রেখে যেয়ো, তার দ্বারা তোমার নিয়োগপত্র আর তোমার সম্বন্ধ-মর্যাদার জ্ঞাপক কিছু আবশ্যক, সব পাঠিয়ে দেব।

ওথেলো। প্রভু, এই আমার যুদ্ধ-পতাকাবাহী, এ অতি বিশ্বাসী আর সজ্জন। আমার স্ত্রীকে এই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে আপনারা আমার জ্ঞাপক কিছু আবশ্যক বিবেচনা করবেন, তাও নিয়ে যাবে।

সারাজ। বেশ, তাই হবে। এখন বিদায়, মন্ত্রিবর। গুণ যদি হৃদয়ানন্দকর সৌন্দর্যের আধার হয়, তা হ'লে কে বলে তোমার জামাতা কদাকার? ১ম সভা। বীরবর, বিদায়! তোমার ভবিষ্যৎ আচরণ যেন তোমার স্ত্রীর স্মৃতি হই।

ব্রাবান্। মুঢ়,—

থাকে যদি চক্ষু তব, তবে অমুক্ষণ রেখো তব পত্নী-পরে সতর্ক নয়ন। পিতৃ সনে প্রতারণা করে যেই নারী, পতি-প্রবঞ্চনা নহে অসম্ভব তারি।

[সামন্তরাজ, সভাসদগণ এবং

রাজকর্মচারিগণের প্রস্থান।

ওথেলো। অসম্ভব কথা! এই সরলা বিশ্বাসঘাতিনী হবে! কখনও না—আমার জীবন-পণ! ইয়োগে, আমার স্ত্রীকে সাইপ্রাসে নিয়ে যাবার ভার তোমার উপর। আর আমার অমুরোধ তোমার স্ত্রী যেন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যাতে দু'জনের কোন কষ্ট না হয়, তেমনি সমস্ত সুবন্দোবস্ত করে নিয়ে যেয়ো। এস, প্রিয়ে! এক ঘণ্টা পরেই আমায় যাত্রা করতে হবে। প্রেমালাপ বা সাংসারিক ব্যবস্থা করবার এই ক্ষণিক সময় মাত্র অবকাশ। কালের আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

[ওথেলো ও ডেজ্‌ডিমোনার প্রস্থান।

রডা। বন্ধু!

ইয়া। কি লুকুম, দেলুদার?

রডা। এখন কি করা যায় বল দেখি?

ইয়া। কেন বন্ধু? বরাবর বিছানায় গিয়ে গা ঢাল গে—তার পরে ক'বে নাক ডাকাও।

রডা। না। আমার আর সহ হচ্ছে না। আমার এখনই জলে ডুবে মরাই ভালো।

ইয়া। তা যদি কর, তুমি ম'লে তোমার পীরিতে একেবারে এস্তবা দেব! তুমি এমন আহাম্মুক! কেন বল দেখি, কি দুঃখে মরবে?

রডা। আহাম্মুক! যন্ত্রণার ভার নিয়ে বেঁচে থাকাই আহাম্মুকি! যম যেখানে চিকিৎসক, সেখানে এমনই ব্যবস্থাপত্র।

ইয়া। দুর্দশা আর কি। চার সাত আটাশ বছর আমার বয়স হয়েছে—এত দিন ধরে সংসার দেখে আসছি। যত দিন থেকে ভালমন্দ এই দুটোর ভেদ বুঝবার মত বুদ্ধি হয়েছে, এমন একটা লোক দেখলুম না, যে জানে নিজেকে কেমন ক'রে পেয়ার করতে হয়। একটা বেষ্টার পীরিতে জলে বাঁপ দেব, এ কথা বলবার আগে আমি মনুষ্য থেকে নাম খারিজ ক'রে বাদরের দলে ভিড়তুম।

রডা। আর উপায় কি বল? স্বীকার করি, পীরিতে এত পাগল হওয়া লজ্জার কথা। কি করব তাই, এ থেকে যে শোধরাব, তা আমার ধাতোও নেই—ধর্মেও নেই।

ইয়া। ধর্ম। বাজে কথা। ভাল হওয়া মন্দ হওয়া সব আমাদের নিজেদেরই হাতে। [এই যে শরীর-খানি দেখছ, এটি একখানি বাগান, আর তার মালী হচ্ছেন—ইচ্ছা। এতে কাঁটা-ঘাস রোও, আনাঙ্গ-তরকারী কর, গন্ধী গাছ-গাছড়া লাগাও, আগাছা নিড়োও, এক রকম, কি রকম রকম শাক-সবজী পোতো, আভিষ্টি ক'রে পতিত ফেলে রাখো, বা যত্নের সার দিয়ে জমিখানিকে হাঁসিল কর, সব সেই ইচ্ছা মালীর হাত। যদি পীরিতের চেয়ে বুদ্ধির পাল্লাটা ওজনে বেশী ভারি না হ'ত, তা হ'লে আমাদের কি দুর্গতিই হ'ত? কেবল এই বুদ্ধি-বিচার-শক্তি আছে বলেই আমাদের গরম রক্ত ঠাণ্ডা হয়, স্বভাব থেকে কুপ্রবৃত্তির কাঁটা তুলে ফেলা যায়, আর এই পীরিতের পক্ষিরাজটির মুখে লাগাম কষা থাকে। তুমি যাকে বলছ প্রেম, তা হয় কাম-বৃক্ষের কলম, নয় চারা।

রডা। তা কি হয়?

ইয়া। এই যে প্রেম প্রেম যাকে বলছ, রক্তের ব্যামো ছাড়া আর কিছুই নয়। এর জন্মদাতা খেয়াল। [শোন, ছেলোমানুষী করো না। জলে ডুববে। ডোবাতে হয়, কুকুর বেড়াল ধরে ডুবিয়ে মার গে।] [আমি তোমাকে বন্ধু বলেছি। তোমাকে যোগ্য লোক মনে ক'রে খুব শক্ত শেকল দিয়ে আপনার সঙ্গে আঁট ক'রে বেঁধেছি। তোমার বিশেষ উপকার করতে পারব, এত দিন পরে এমন সময় সুযোগ এসেছে। কিন্তু টাকা যোগাড় কর। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে চল। পর-চুলো দাড়ি প'রে চেহারাটা বদলে ফ্যাল। কিন্তু আগে টাকা যোগাড় কর। ঐ সুন্দরী নাগরী

যে ঐ দুবমন চেহারা নাগর নিয়ে খুব বেশী দিন ভুলে থাকবে, তা মনেই কোর না। তুমি টাকার যোগাড় কর দিকি। ও হাবসীটাও ঐ সুন্দরীর কাছে বেশী দিন বাঁধা থাকবে না। এ পীরিতের ভেউড় যেমন আচম্কা গজিয়েছে, তেমনি এক বাটিকায় তার মূলোচ্ছেদ হবে। তুমি টাকা যোগাড় কর। এই যে হাবসীর জাত দেখছ, এদের খেয়াল আজ একরকম, কাল একরকম। খালি টাকা—টাকার যোগাড়ই হ'ল মূল। [অমৃত ব'লে আজ যা খাচ্ছে, কাল তা তিতকুটে ব'লে খুখু ক'রে ফেলে দেবে। সুন্দরী যুবতী ঐ আধবুড়োটাকে নিয়ে কদিন থাকবে?] তার পর ঐ সুন্দরী যুবতী, নতুন বোঁক একটু কাটলেই আপনার ভুল বুঝবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এক জন বুঝবে খুঁজবে। এ হতেই হবে, সেই জন্তে বলছি, টাকার যোগাড় কর। যাহাঙ্গমে যাবার জন্তে যদি কোয়ার বেঁধেই থাক ত জল-পথে যাবে কেন? পীরিতের পথ ধরে যাও, কিন্তু টাকা চাই। যদি আমার বুদ্ধি আর সত্যতানের ফন্দী ব্যর্থ না হয়, তা হ'লে ঐ বর্কির ভবঘুরের সঙ্গে ঐ বিষম চতুরা স্ত্রীলোকের ধর্মবন্ধন টেকে না। তুমি ধরেই রাখ, ও মেয়েমানুষ তোমার মুঠোর ভেতর। কিন্তু টাকা চাই। খামখা জলে বাঁপ দিতে বাবে কেন? তোমার শত্রু জলে বাঁপ দিক। মরবে ত পীরিতের দড়ি গলায় দিয়ে বোলো।

রডা। বেশ। তুমি যা বলছ, তা পরীক্ষা করবার জন্তে যদি আপাততঃ আমি মরবার লক্ষ্য ছেড়ে দি, তুমি আমার সহায় হবে?

ইয়া। তার সন্দেহ আছে? সে তুমি নিশ্চিত থেকে। তুমি টাকার যোগাড় কর। তোমাকে বারবার ক'রে বলেছি, আর এখন বলছি, এই হাবসীটার উপর আমার বিজাতীয় আক্রোশ। সে আক্রোশ আমার বুকে জাঁতার মত জেঁতে ব'লে আছে; ধরতে গেলে তোমারও ত তাই। দু'জনে একজোট হয়ে বেটার সর্কনাশ করব। যদি ওর পরিবারটিকে হস্তগত করতে পার, তাহলে তোমার যেমন সুখ, আমার তেমনি আনন্দ। [ভবিষ্যতের গর্ভে অনেক ব্যাপার রয়েছে, ক্রমে বাচ্ছা বিয়োবে।] নাও, কুচ কর। টাকার যোগাড় করা চাই। কাল এ সম্বন্ধে আরও কথাবার্তা হবে, এখন বিদায়।

রডা। কাল সকালে কোথায় দেখা হবে?

ইয়া। আমার বাসায়।

রডা। আমি ঠিক সময় যাব।

ইয়া। বেশ! ভায়া, শুনুছ?

রডা। কি বল?

ইয়া। জলে বাঁপ দেওয়া কি, জলের ধার দিয়ে
যেয়ো না, বুঝলে?

রডা। আবার! তুমি আমাকে আক্কেল দিয়ে
দিয়েছ। আমি এখন নতুন মানুষ। যাই,
জায়গা-জমিগুলো বেচে ফেলে টাকার যোগাড়
করি গে।

ইয়া। হাঁ—টাকা চাই—যত পার, যোগাড় কর।
[রডারিগোর প্রস্থান।]

ইয়া। এমন সব আহাম্মুকগুলো আমার টাকার
খলি। সংসারে যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, তাতে
বুঝি, এ সব আহাম্মুকদের জন্তে সময় নষ্ট করাও
আহাম্মুকী! তবে কি না, এতে আমোদ, লাভ—
দুই-ই আছে। এই হাবসীটার ওপর আমার
বিজাতীয় ঘৃণা। কানা-ঘুষো শুনে পাই—ইনি
আমার শয্যায় আমার স্থান অধিকার করেছেন।
সত্যি মিথ্যে কে জানে, সন্দেহ! কিন্তু হক সন্দেহ,
সন্দেহকেই আমি সত্যি বলে ধরে নেব। সেনা-
পতি আমাকে খুব সংলোক বলে জানে। উত্তম!
তাতে আমার মংলব আরও সহজে সিদ্ধ হবে।
সহকারীর চেহারাটি চমৎকার! বেশ, বেশ!
তার পর? তার পদটি অধিকার করতে হবে।
শুধু তাই নয়, বাহাদুরী ক'রে দুটো মংলব
খাটিতে হবে। কেমন ক'রে? কেমন ক'রে?
রোস, রোস, দেখি! সময়ে সেনাপতির কাণে
বিব ঢালতে হবে, তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে
সহকারীর একটু মাখামাখি বেশী। সহকারীর
চেহারা, চোখ হাবভাব, সবই সন্দেহ করবার
মত। সবই যেন মেয়েমানুষকে মজাবার জন্তেই
সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি সাদাসিধে, প্রাণ-খোলা
লোক। নিজের মনে কোরকাপ নেই, লোকের
মনের কোরকাপও বুঝতে পারে না। ভণ্ডকে
ভাবে সাধু। গাধার মতন নাকে দড়ী দিয়ে
ঘোরাবার জন্তে যেন একেবারে ঠিক তৈরী হয়ে
রয়েছে। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! মংলব
পেয়েছি! মংলব পেয়েছি! ঠিক হয়েছে।

এবে, জগল্পে জাত মস্তিষ্কে আমার—

যবে, বাহিরিবে নারকী নিশায়—

চমকিবে লোক হেরি বিভৎস আকার।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস্ বন্দর

(মস্টানো ও দুই জন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

মন্। সমুদ্রের উপর কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?

১ম ভদ্র। কিছুই না, কেবল বড় বড় চেউ; জল
আর আকাশ ধূধু কচ্ছে। পালের চিহ্নও দেখা
যাচ্ছে না।

মন্। কাল রাত্রে কি ভীষণ ঝড়! ঝটকাগুলো যে
রকম ভূর্জন-গর্জন ক'রে আমাদের কেলাটাকে
বাঁকুনি দিয়েছিল, যদি সমুদ্রের ওপরও তেমনি
হাঙ্গামা ক'রে থাকে, তা হ'লে একখানাও
জাহাজ টেক্বে না। চেউ ত নয়, মাথার
উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়লে কাঠের প্রাণ কতক্ষণ
টেকে? কি সংবাদ আসে কে জানে।

২য় ভদ্র। সংবাদ আসবে, তুর্কীদের নৌ-বাহিনী এই
ঝড়ে ছোড়ভক্ত হয়ে গেছে। [ফেনিল সাগরতীরে
দাঁড়িয়ে একবার দেখ দিকি। মনে হবে যেন
হাওয়ার তাড়নায় চেউগুলো মেঘের গায় ঘা
মারছে। সাগর যেন হুপিয়ে উঠে জটা নেড়ে
তাল ঠুকে চলেছে—উজ্জল সপ্তর্ষিমণ্ডলকে
ভাসিয়ে দিতে। মংলব—যেন অটল ক্রব-
লোকটাও নিবিয়ে দেয়। সমুদ্রের এমন সর্ব্বনেশে
রাগের ঘটনা, লগুভণ্ড কাণ্ড আমার জ্ঞানে
দেখিনি।]

মন্। তুর্কীদের জাহাজ যদি কোন নিরাপদ বন্দরে না
চুকতে পেরে থাকে, নিশ্চয় ডুবেছে। এই দুর্ভিক্ষ
ঝড়ের ধাক্কা কখনই সামলাতে পারবে না।

(তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ)

৩য় ভদ্র। স্ব-খবর, ভায়া! ঝুড় শেষ। ঝড়ের
উৎপাতে তুর্কী-বাহিনীর এমন দুর্দশা ঘটেছে যে,
তাদের মংলব হাঁসিল হবার আর উপায় নাই।
ভেনিস থেকে একখানি জাহাজ আসছিল, সে
দেখে এসেছে, তুর্কীর ভাল জাহাজগুলিই ভেঙ্গে
চুরমার হয়ে গেছে।

মন্। বল কি? খবর ঠিক ত?

৩য় ভদ্র। খুব ঠিক। সে জাহাজ আমাদেরই
বন্দরে লেগেছে। সহকারী সেনাপতি বেশিয়ো
তাতে এসেছেন। কিন্তু সেনাপতি ওথেলোর

জাহাজ এখনও পৌঁছেনি। তিনিই এই দ্বীপের
শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন।

মন্। অতি সুখের সংবাদ! ওথেলো যোগ্য লোক।
৩য় ভদ্র। সহকারী সেনাপতি তুর্কীদের সম্বন্ধে
আশঙ্কিত হলেও, তাঁর মনে স্ফুর্তি নেই। সেনাপতির
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না। দু'জনের
জাহাজ একগুদে আসছিল। তার পর, এই
দুর্দান্ত ঝড়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে ওথেলোর জাহাজ
যে কোথায় গেল, তার পাত্তা নেই।

মন্। ভগবান্ সেনাপতিকে রক্ষা করুন। আমি
তাঁর অধীনে কর্ম করেছি, যথার্থ বীর বটে।
চল, সাগরের ধারে যাওয়া যাক। যে জাহাজ
এসেছে, সেখানাও দেখব, আর সেনাপতির
জাহাজের প্রতীক্ষায় সকলে চোখ পেতে থাকুব
—[যতক্ষণ না জলে আকাশে মিশে একসা হয়ে
আমরা ঝাপসা দেখি।]

৩য় ভদ্র। চলুন, তাই যাওয়া যাক। [প্রতি
মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, নতুন জাহাজ আসছে।]

(কেশিয়োর প্রবেশ)

কেশি। এই বীরভূমির বীর জাতিকে শত সহস্র
ধন্যবাদ। আমাদের বীর সেনাপতির কদর এরা
জানে। ভগবান্ ভীষণ দুর্ভাগ্যে তাঁকে রক্ষা
করুন। ঝড়ে আমি তাঁকে দারুণ সঙ্কটাপন্ন
দেখে এসেছি।

মন্। তাঁর জাহাজ বেশ মজবুত ত?

কেশি। জাহাজও মজবুত, আর তার নাবিকও দক্ষ
—সেই বিশেষ ভরসা। (নেপথ্যে—ঐ দূরে
মাস্তুল দেখা দিয়েছে। পাল দেখা যাচ্ছে।)

(চতুর্থ ভদ্রলোকের প্রবেশ)

কেশি। কিসের গোল?

৪র্থ ভদ্র। সফর উজাড় ক'রে সব লোক
সাগরকূলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাস্তুল দেখা যাচ্ছে
ব'লে তারাই গোল করছে।

কেশি। বোধ হয়, এই সেনাপতির জাহাজ এল।
(তোপধ্বনি।)

২য় ভদ্র। ভোপের আওয়াজ ক'রে আমাদের
অভিবাদন করছে। তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের
বন্ধু জাহাজ।

কেশি। মহাশয়, কেউ অনুগ্রহ ক'রে যান, আমায়
সঠিক সংবাদ এনে দিন—কে এসে পৌঁছল।

২য় ভদ্র। যে আজ্ঞে, আমি চললাম।

[প্রস্থান।]

মন্। মহাশয়, আমাদের সেনাপতি কি বিবাহিত?
কেশি। হাঁ, তাঁর সে সৌভাগ্যের কথা আর কি
বলব। যে নারীর ত্র তিনি লাভ করেছেন, তার
আর তুলনা নাই।

[রূপের আদর্শ।—যারে

বর্ণিবারে বাক্য হারে,

যে সব রূপের কথা রূপকথা কয়—

তুলনায় মানে পরাজয়।

স্তুতি মৌন স্তুতিগানে,

শিল্পী নাহি পায় ধ্যানে,

তুলিতে তুলিতে মুখ অধোমুখ হয়।]

(২য় ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ)

২য় ভদ্র। সেনাপতির পতাকাধারী ইয়াগো এসে
পৌঁছলেন।

কেশি। ভাগ্যে-ভাগ্যে খুব শীঘ্র এসে পৌঁছেছেন।

[প্রবল ঝড়, প্রমত্ত বাতাস, উত্তাল তরঙ্গ, চোরা
বালি, গুপ্ত পাহাড়, জাহাজের যত রকম
বিশ্বাসঘাতক শত্রু আছে, তাহাও যেন সৌন্দর্য্য-
মুগ্ধ হয়ে, হিংস্র-স্বভাব ভুলে দেবী-প্রতিমা
ডেজ্‌ডিমনাকে নিরাপদ পথ দিয়েছে।]

মন্। কাকে, মশাই? কে তিনি?

কেশি। বীর কথা আমি এতক্ষণ বলছিলুম। যিনি
আমাদের সেনাপতির সেনাপতি। এঁকে
আনবার ভার রাজ-পতাকা-বাহক ইয়াগোর
উপর দেওয়া হয়েছিল। এত শীঘ্রই যে এ
জাহাজ এসে পৌঁছবে, আশা করিনি। আমি
ভেবেছিলুম, অন্ততঃ সপ্তাহ পূর্বে কিছুতেই
আসতে পারবে না। [ভগবান্ সেনাপতিকে
নিরাপদে রক্ষা করুন, অল্পকাল বাতাসে তাঁর দূত
জাহাজ শীঘ্র এখানে এসে উপস্থিত হোক।
নববিবাহিতা স্ত্রীকে প্রেমপাশে বন্ধন ক'রে সুখী
হ'ন, আর আমাদের নির্জীব হৃদয়ে নবীন উৎসাহ
সঞ্চার করুন। যেন তাঁর আগমনে এখানকার
ছোট-বড় সকল প্রজার মুখ-স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়।
দেখুন! দেখুন!—]

(ডেজ্‌ডিমনা, এমিলিয়া, ইয়াগো, রডারিগো
এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

দেখ, দেখ! রত্নাকর কি উজ্জ্বল রত্ন বহন
ক'রে এনেছে। সাইপ্রাস্বাসিগণ, সকলে

নতজাহ্ন হয়ে এই দেবীকে অভ্যর্থনা কর।
দেবী, দেব-করুণা রক্ষা-কবচের ত্রায় অভেদ
আবরণে আপনাকে রক্ষা করুক।

ডেজ্‌। বীরবর, তোমায় সহস্র ধৃত্যবাদ। তোমার
প্রভুর কোন সংবাদ জান কি?

কেশি। প্রভু এখনও এসে পৌছান নাই। কিন্তু
তিনি কুশলে আছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই এসে
পৌছুবেন।

ডেজ্‌। কিন্তু আমার মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না।
তোমাদের জাহাজ ত একসঙ্গে আসছিল?
ছাড়াছাড়ি হ'ল কেমন ক'রে?

কেশি। ঝড়ে। কিন্তু ঐ গুহুন—জাহাজ পৌছেছে
ব'লে কোলাহল উঠছে।

(নেপথ্যে—ঐ মান্ডল দেখা যাচ্ছে—ঐ মান্ডল
দেখা যাচ্ছে।)

(তোপধ্বনি)

২য় ভদ্র। তোপধ্বনি ক'রে আমাদের দুর্গকে
অভিযাদন করছে। সম্ভব, এও আমাদের বন্ধু
জাহাজ।

কেশি। কে এল, খবর নিন্‌—

[দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রস্থান।

নমস্কার, ভায়া! নমস্কার। ঠাকরুণ, আপনিও
ভালোয় ভালোয় পৌছেছেন দেখে খুব খুসী
হয়েছি। ভায়া, আমাদের দেশাচারমত
তোমার পরিবারের সঙ্গে এখানে অসঙ্কোচে
আলাপ করছি ব'লে বিরক্ত হয়ো না। এ নুখু
শিষ্টতা, কোন দৃষ্ট অভিপ্রায় নেই।

ইয়া। বন্ধু, আমি ওঁর রসনার বতটুকু অসঙ্কোচ
আলাপ পেয়েছি, তুমি যদি ততটুকু পেতে,
তোমার আলাপের লক্ষ একেবারে মিটে যেত।

ডেজ্‌। বিলক্ষণ, ও ত বোবা বললেই হয়। মুখে
কথাই নেই।

ইয়া। আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন, কথাই নেই—নয়,
কথার কামাই নেই। যখনই আমার ঘুম
আসে, তখনই তার বেশ পরিচয় পাই। তবে
আপনার সামনে এখন জিবটির লাগাম কষেছেন
বটে, কিন্তু রাগে মনে মনে আমার উপর কষ-
কষ করছেন।

এমি। মিছে বোক না।

[ইয়া। চেপে যাও না। গুণাগুণ প্রকাশ
কোরব? তোমরা সাধারণের চক্ষে দেখতে

যেন শাস্ত-শিষ্ট ছবিখানি। মজ্‌লিসে মিষ্টভাষিণী,
দাসদাসীর শাশনে বিভালরূপিণী—আঁচড়াতে
কামড়াতে খুব খরতরা। রাগলে সন্ন্যাসী,
আর লোকের সর্কনাশ করবার সময় দেখাও
যেন একটি তপস্বিনী। ঘরের কাজ-কর্মে
কুড়ে, কিন্তু মশারির ভিতর গিন্নীপনা কর তুড়ে।

ডেজ্‌। ছি, ছি, তুমি এমন বিশ্ব-নিন্দুক!

ইয়া। দোহাই বলছি, আমার একটি কথাও মিথ্যে
নয়। এঁদের গিন্নীপনা যত বিছানায়, আর
জেগে উঠে দিনটা কাটান কেবল খেলায় আর
খেলায়।

এমি। আমার মৃত্যুর পর যেন তোমার উপর
আমার গুণকীর্তন করবার ভার না পড়ে।

ইয়া। না, তাতে বড় সুবিধে হবে না।

ডেজ্‌। আচ্ছা, সত্যি বল। তোমার যদি আমার
যশোগান করতে হয়, তা হ'লে কি লেখ?

ইয়া। ভদ্রে, সে ভারটা আমায় দেবেন না। আমি
সমালোচকের জাত, কেবল খুঁত ধরা হাত—
নইলে ধাত-ছাড়া হই।

ডেজ্‌। ভাল, একটু চেষ্টাই কর না।] বন্দরে
কেউ খবর আনতে গেল কি?

ইয়া। হাঁ দেবি।

[ডেজ্‌। আমার মনে ক্ষুধা নেই। কিন্তু মনের
অনুখ ঢাকবার জন্তে লোক দেখান একটু
আমোদ করি। চুপ ক'রে রইলে কেন?
আমার যশোগান কি করবে কর।

ইয়া। চেষ্টা করছি, কিন্তু আটাকাটির আটার মত
কথাগুলো মগজের ভেতর জড়িয়ে যাচ্ছে,
বেরুতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, এইবার শুরু
করি। নারী যদি হয় সুন্দরী আর বুদ্ধি-
মতী, সেই বুদ্ধিবলে করতে পারে আপনার
সদগতি।

ডেজ্‌। চমৎকার। কিন্তু যদি হয় বুদ্ধিমতী আর
কালো?

ইয়া। বুদ্ধিমতী আর কালো? ধলো খুঁজে এনে,
কালোয়-ধলোয় জোড় মেলাবে ভালো।

ডেজ্‌। ক্রমেই নিন্দার ভাগ বেড়ে যাচ্ছে।

এমি। আর রূপসী যদি হয় আহাম্মুক?

ইয়া। রূপসী কখন কি হয় আহাম্মুক। যদি হয়,
আহাম্মুকি ক'রে দেখতে পায় সোণার-চাঁদের
মুখ।

ডেজ্‌। এ সব মদের মজলিসে বেকুব হাসাবার
মন্ত সেকলে হেঁয়ালি। যে আহাম্মুক আর

কুৎসিত, তার জন্ত তোমার কি স্ততিবাদ
তোলা আছে ?

ইয়া। কুরূপা হ'লেও এত আহান্যুক কি কেউ হয়

—যার কুকীর্তি রূপসী বুদ্ধিমত্তীর সমান নয় ?

ডেজ। কি নির্বোধ ! যে সকলের চেয়ে মন্দ,
তুমি তাকেই বলছ ভাল। আচ্ছা, ধর, যদি
এমন স্ত্রীলোক হয় যে, যথার্থই নারীনােমের
গৌরব, হিংসা-সম্মতান স্বয়ং কুৎসা করতে পারে
না, তার কথা কি বল ?

ইয়া। যার রূপ আছে, দেখাক নাই ; করলে
করতে পারে, তবু করে না বড়াই ; ধনী হয়ে
গেরস্তের মত সাজ-পোষাক পরে ; উপায়
থাক্তে যার মনের সাধ মনেতেই মরে ; শত্রুকে
হাতে পেয়েও যে জন্ম করতে চায় না ; কেউ
ক্ষতি করলেও যার মনে রাগ থাকে না ; যে
এতটুকু বুদ্ধি ধরে, যে রাজা-মুড়োর তফাৎ
বঝতে পারে ; মনের কথা মনে রাখে, মুখ ফুটে
বলে না কাকে ; যারা ভেড়োর মত পাছে
ফেরে, তাদের পানে চায় না ফিরে। এমন
যদি কেউ থাকে, ত সে খুব মজ্জ্বল।

ডেজ। কি করতে ?

ইয়া। ছেলে পালতে আর ঘর-খরচার হিসাব
রাখতে।

ডেজ। কথার না আছে মৃগ, না আছে মাথা।
কোথা থেকে গড়াল এসে কোথা। সখি,
তোমার গুরুজন হলেও এমন গুরু-মশায়ের
পোড়ো হয়ো না। তুমি কি বল, সহকারী
সেনাপতি ? এঁর যতগুলি উপদেশ, সব অশিষ্ট
আর সম্মতানের মত কি না ?

কেশি। দেবি, এমনি আঁতে যা দিয়ে কথা বলা
এঁর স্বভাব। পড়া নয়, লড়া এঁর বিত্তা।]

ইয়া। (স্বগত) বাঃ বাঃ ! কেমন হাতখানি
বাগিয়ে ধরলে ! কেমন কাণের কাছে ফুসফুস
করলে ! তোফা ! কর বাবা ফুসফুস !
মাকড়সার এই ছোট্ট জালে ফেলে সহকারী-
সেনাপতির মত রাজামাছি শীকার করব।
হাসো—হাসো—আরও হাসো। দোছাই
বলছি—হাসো। বাবা, এই নাগরালিই তোমার
চোরাবালি হবে, ডুববে ! যা বলছ—বল না,
ঠিকই ত বলছ ! তাই বটে ! জানতে যদি,
চাঁদ। এই আটকাটি তোমাকে কি রকম ক'রে
এঁটে ধরবে ! তোমার সহকারীর পদ, সাজ-
পোষাক পাখীর পালকের মত বড়বে। তা

হ'লে ফিটফাট নাগরটির মত অমন ক'রে
চুমকুড়ি দিতে না। [বাঃ ! তারিফ ! তারিফ !
এই ত চাই ! আবার চুমকুড়ি ! আবার ! বাবা,
কোথায় গড়াবে, জান্লে এ মজা ওড়াতে না !
এই পিরীতের বেনো জল ঢুকিয়ে তোমার
ঘরের জল বেরবে !]

(নেপথ্যে তুরী-রব।)

(প্রকাশ্যে) নিশ্চয় সেনাপতি, আমি তাঁর
তুরীর আওয়াজ চিনি।

কেশি। সত্য। তাঁরই তুরীরব বটে।

ডেজ। চল, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা
ক'রে আনি।

কেশি। আর যেতে হবে না, দেখুন, তিনি আপনিই
এসে উপস্থিত।

(ওথেলো এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

ওথেলো। সুলোচনা, বীরাদনা মম।

ডেজ। প্রভু, দাসী তব।

ওথেলো। প্রিয়ে, মম অগ্রে তব আগমনে

মগ্ন আমি আনন্দ-বিস্ময়ে।

আনন্দরূপিনি,

যদি প্রতি বাটিকার অন্তে

হেন রমণীয় শাস্তি হয় সমাগত,

ক্ষতি কিবা,

বহুক প্রলয়-বাড় জাগায় মরণ।

উত্তাল তরঙ্গমালা,

উৎপীড়িত ক্ষুদ্র পোত লয়ে

খেলুক কন্দুক-খেলা স্বর্গে রসাতলে।

কি সুখ মরণে প্রিয়ে,

মৃত্যু যদি আসে এইক্ষণে !

মনে হয়,

জীবনের পরম সময় এই মম—

চরম আনন্দময়।

তাই বাসি ভয়, সুহাসিনি,

অনিশ্চিত ভবিষ্যতে অদৃষ্টে আমার,

অতুল আনন্দ হেন নাহি বুঝি আর !

ডেজ। না—না—

দেবতার বরে বয়সের সনে

প্রেমপ্রীতি বৃদ্ধি হবে দিন দিন, প্রভু !

ওথেলো। যেন তাই হয়—

আশীর্বাদ কর, দেবগণ !

প্রাণ মম আনন্দে বিভোর আজি প্রিয়ে,

কেমনে বর্ণিব ?

মুক হৃদি—ভাষা না যোয়ায়।

অতি—অতি সুখে সুখী আমি আজি।

সতি, যেন এই প্রীতি

কছু নাহি হয় অবসান।

চুখন-কলহ বিনে

নাহি জানি অশাস্তি কখন।

ইয়া। (স্বগত) প্রাণে প্রাণে একতানে বাজে দুই
তার।

কিস্তি রহ রহ। করি শিখিল কীলক

ঘুচাইব যন্ত্রধ্বনি

সত্য যদি সত্যসঙ্গ আমি।

ওথেলো। চল, সকলে দুর্গে বাই। হাঁ, সুসংবাদ।

আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তুর্কী-বাহিনী

এখন অতল-তলে। আমার এখানকার পুরাতন

বন্ধুবান্ধবরা সব কেমন আছেন? [প্রিয়ে,

আমি এখানকার প্রজাবর্গের খুব প্রিয়। আমার

আদরে তুমি হেথা, সকলের সমাদর পাবে।

আজ আমার এত আনন্দ যে, সদাচার-বিরুদ্ধ

কেবল নিজের মুখ-সাম্রাটের কথাই কইছি]

বীরবর! তুমি জাহাজে গিয়ে আমার জিনিষ-

পত্র নামিয়ে নিয়ে এস, অমনি কাপ্তেনকে

সমাদর ক'রে কেল্লার নিয়ে যেকো। সে খুব

উপযুক্ত লোক, সমাদর পাবার যোগ্য।

এস প্রিয়ে, পুনঃ কহি—

কি মুখের মিলন হে আজি।

[ওথেলো, ডেজডিমোন এবং পরিচারকগণের প্রস্থান।

ইয়া। একটু পরে আমার সঙ্গে বন্দরে দেখা

কোরো। আর শোনো, শুনেছি—প্রেমের

উত্তেজনার অতি হীন নির্ভণ ব্যক্তিও উদার

গুণশালী হয়—তাতে তোমার যদি সাহস

এসে থাকে, যা বলি, মন দিয়ে শোন। আজ

রাজ্যে সহকারী সেনাপতি কেল্লার প্রধান

শাস্ত্রী-মহলে পাহারায় থাকবে। কিন্তু প্রথম

কথা, তোমার প্রণয়িনী সহকারীর প্রেমে

পড়েছেন।

রডা। সহকারীর? অসম্ভব!

ইয়া। মিছে বোক না! টোট দুটোয় কুলুপ দাও

—এমনি ক'রে। তার পর যা বলি, শাস্ত-শিষ্ট

পোড়োর মত চুপ ক'রে শুনে যাও। কথা-

গুলো বেশ ক'রে বোঝ, ঐ কালা হাব-সীটার

পিরীতে ঘাড়মোড় গুঁজে পড়েছিল; কেবল

কতকগুলো পাহাড়-পর্বত মিথ্যে কথা আর

বাজে আশ্বালন শুনে! তুমি কি ঠাওরাও,

কেবল যা তা ব'লে সেই পিরীত বরাবর জীয়ে

রাখতে পারবে? মনের কোণেও ঠাঁই দিও

না, বেশ ক'রে বুঝে দেখ। ভায়া, মেয়েমানুষের

চোখের খোরাক চাই, তা কি ঐ কালা

পিশাচটার মুক্তি দেখে ওর চোখ জুড়বে?

[ভুরি ভোজনের প্রথম বোঁকটা কাটলেই মুখ

বদলাবার জন্তে কচিকর চাটনী খুঁজবে। রূপ,

যৌবন, হাবভাব—এ সব কি ঐ পোড়াকাঠের

আছে? মেয়েমানুষের মন ত? এ সব না

পেলে ক্রমেই নিরাশ হয়ে মনে করবে, ঠকেছি।

তার পর পিভি জ'লে গিয়ে পোড়া কাঠে

অকুচি ধরবে, শেষে চক্ষু:শূল হবে। মেয়ে-

মানুষের স্বভাব যাবে কোথায়? তার ক্ষিধে

জাগান চাই, মুখের তার বদলানো চাই-ই

চাই। কেমন, এর উপর ত আর কথা নেই?

এ যুক্তি যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি অকাট্য।

এখন বোঝো, মেয়েমানুষের স্নানজরে পড়বার

মত সৌভাগ্য সহকারীর চেয়ে আর কার আছে?

শঠ, লম্পট, বাইরে বেশ কেতা-দোরস্ত—যেন

কত সৎ, কত উদার! কিন্তু এ সব কেবল

চাকুরীটি বজায় করবার, আর পিরীত রোগটি

চাকবার জন্তে। এখন তুমিই বল, পিরীতে

পড়তে হ'লে ও ছাড়া আর এখানে কে আছে?

কেউ না, কেউ না। ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক সুযোগ

পেলে ছাড়ে না, আর নাও যদি পায়, ত' যেমন

ক'রে পারে, সুযোগ ক'রে নেয়। পাক্সা

সম্মতান। রূপ, যৌবন, চেহারা—কাঁচা বয়সে

পিরীতবাজ মেয়েমানুষ বা চায়, সহকারীর তা

সবই আছে। নথ থেকে মাথার চুল অবধি

পেজোমোতে ভরা, আর এরই উপর তোমার

প্রণয়িনীর সত্তা চোখ পড়েছে।]

রডা। এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে

পারলুম না। তার মত সতী স্ত্রীলোক জগতে

অতুল।

ইয়া। অতুল না—ডুমুরের ফুল! তারও রক্ত-

মাংসের শরীর। তার পর খাম-খেলানী মেয়ে-

মানুষ না হ'লে ঐ পোড়াকাঠকে পছন্দ করে?

জগতে অতুল—না প্রতুল! কচির খোরাক!

সোহাগ ক'রে হাতে হাত দেওয়াটা একবার

দেখনি নাকি? চোখ দুটো ছিল কোথা?

রডা। কেন দেখব না, সে সৌভাগ্য ছাড়া আর

কিছু নয়।

ইয়া। সৌজন্ত নয়, সেই পিরীতের চিহ্ন—নিশ্চয়।
মনে মনে গুপ্ত পিরীতের পত্তন। [হুস্ হুস্ করলে,
ঠোটে ঠোটে ঠেকল না বটে, নিষেহে নিষেহে
প্রেমালিঙ্গন হলো। বদমায়েসি মৎলব, বন্ধু।
গোড়ায় যখন এমনি ক'রে স্তব্ধ হয়, তখন
জেনো, গড়াতে আর বড় বেশী দেৱী থাকে না।]
কিন্তু তোমার এত কথায় দরকার কি? তোমায়
যা বলি, শোন। তোমার জন্ত আমি দায়ী—
আমি তোমায় দেশ থেকে বিদেশে এনেছি।
আজ রাত্তিরে তুমি তাকে চোকি দেবে। যা
করতে হবে, পরে বলে দেব। সহকারী তোমায়
চেনে না। আমি তোমার কাছেই থাকব।
যেমন তেমন একট' ছুতো ক'রে সহকারীকে
রাগিয়ে দিতে হবে। চেষ্টামেটি ক'রেই হ'ক,
আর তার জঙ্গী আদব-কায়দার নিন্দে ক'রেই
হোক—যে উপায়ে হোক, যেমন সুযোগ পাবে,
তেমনি করবে।

রডা। বেশ, আমি রাজি।

ইয়া। লোকটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, হঠাৎ চ'ড়ে উঠে চাই
কি তোমায় ঘা-কতক দিয়ে দিতে পারে। তুমি
খুঁচিয়ে মার থাকবে। সেই তিলটুকুকে আমি
তাল ক'রে তুলব। এখানকার লোকদের
বিদ্রোহী ক'রে বেগড়াব। কেশিয়াকে পদচ্যুত
না করলে তাদের রাগ কিছুতেই পড়বে না। ও
স'রে গেলে আমি অনেক উপায় করতে পারব।
[যাতে তোমার বাঞ্ছিত ফল আরও হাতের
কাছে আসবে। তোমার প্রেমের পথে এই বাধা
সরাতে না পারলে আমাদের মৎলব সিদ্ধ
হবে না।]

রডা। সে রকম সুযোগ যদি পাই, তবে ত।

ইয়া। নিশ্চয় পাবে, তুমি শীঘ্র কেল্লায় আমার সঙ্গে
দেখা কেরো। জাহাজ থেকে আমার সেনা-
পতির জিনিস-পত্র আনতে যেতে হবে; এখন
তুমি যাও।

রডা। আচ্ছা, বিদায়—

[প্রস্থান।

ইয়া। ডেজডিমোনা রূপণী রমণী—
অমুরাগী কেশিয়ো নিশ্চয়।
সুন্দরের অমুরাগী হইবে সুন্দরী,
আশ্চর্য্য নহে ত কিছু—
প্রত্যয়ের যোগ্য এই কথা।
সেনাপতি—হ'ক মম বিরাগভাজন—

কিন্তু,
দূচচেতা, উচ্চমতি, অতি স্নেহশীল,
প্রাণপণে তুবিবে বনিতা—
সংশয় নাহিক ভায়।
এই নারী—আমারও প্রেমসী,
নহে শুধু তীব্র লালসায়—
(যদিচ নিষ্পাপ নহি আমি)
কিন্তু প্রতিশোধ বুভুক্ষায়
সমধিক প্রিয় গণি তারে।
হেতু তার—সন্দেহ আমার,
মম শয্যা অধিকার
করিয়াছে কামুক হাবসী।
এ সংশয় অহরহ
জারিছে অন্তর মম—
বিষময় তীব্র ক্ষাররূপে।
ঋণশোধ, তৃপ্তি বোধ না হবে তাহার
ভাৰ্য্যা পরিবর্তে ভাৰ্য্যা বিনা।
কিন্তু যদি হয় সঙ্কল্প বিফল,
প্রেমপাত্রে দিব হলাহল,
প্রবল রিষের বিষে
ছন্নমতি হবে সেনাপতি—
হিতাহিত বিবেক-বিহীন।
অপদার্থ রডারিগো—
আমিষ-লোভুপ। কুকুর সমান,
যদি অঈর্ষ্যের বেশে
নাহি ধায় শীকার উদ্দেশে,
চলে বলে উপদেশে মম,
প্রতিফল পাইবে কেশিয়ো।
মন্দ মনে, মম ভাৰ্য্যা সনে
নিশীথ-নটের লীলা করে এই জন।
ব্যভিচার কুৎসিত কুৎসায়,
লেপিবে কেশিয়ো নাম—
যাহে বাম হবে সেনাপতি
সহকারী প্রতি,
দিবে যোরে প্রীতি আলিঙ্গন—
নির্বোধ গদিত বনি দিবে পুরস্কার—
সুখশান্তি বিসর্জনে উন্মত্ত হইয়ে।
এখনও বদ্ধ হেথা মূর্তি জড়িমার
ব্যাভারে শঠতা ধরে সুস্পষ্ট আকার।

[প্রস্থান।



5882
598

(ঘোষণাপত্র হস্তে দূতের প্রবেশ, পশ্চাতে জনমণ্ডলী)

(ওথেলো, ডেজ্‌ডিমোনা, কেশিয়ো এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

দূত। মহামহিম প্রতাপশালী সাইপ্রাসের শাসন-
কর্তা ও সেনাপতি মহাশয়ের আদেশ যে, শত্রুর
নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার সংবাদ
আগমনে নগরবাসী প্রজা সকলে নৃত্য, গীত,
আনন্দ ও আতসবাজী প্রভৃতির আয়োজন
করিয়া নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে আমোদ
আহ্লাদ করেন। এই আনন্দের আয়োজন
কেবল যুদ্ধ-শান্তির জন্ত নয়, তৎসঙ্গে সেনাপতির
বিবাহ-উৎসবও সংশ্লিষ্ট। এখন ৫টা হ'তে রাত্রি
একাদশ ঘটিকা পর্যন্ত দুর্গে আহাৰ্য্য প্রস্তুত
থাক্বে। সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ, সকলে তথায়
গিয়ে পান-ভোজন করবেন। ভগবান এই
দ্বীপবাসী প্রজাপুঞ্জের এবং আমাদের বীর
সেনাপতির কল্যাণবিধান করুন।

[প্রস্থান।

১ম নাগ। * ওহে, আমাদের বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি
আজকের যুদ্ধজয় করতে পারেন, তবে বলি বীর।

২য় নাগ। আজ আবার যুদ্ধ কোথা? শত্রু ত
পাতালপুরে।

৩য় নাগ। পাতালপুরে নয়—অন্তঃপুরে। আজ-
কের রণ দুঙ্গর। রণস্থল—বাসর। ভুবন-
বিজয়িনী নারী—বিপক্ষ, আর অস্ত্র—কটাক।

১ম নাগ। কন্দর্পের কাছে কারুর বীরদর্প খাটে না।
ঐ দেখ না, মম্বথের সেনা সব দিগ্বিজয়ে
বেরিয়েছে।

(মুসজ্জিতা নাগরিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

নয়নে নয়নে—

সোহাগ রাগ হাসি মাখা বদনে—

খেলে দুজনে।

আবেশে আপনহারা,

যৌবন মাতুরারা,

আদর করে কর, অবশ কলেবর,

পিয়াস-কাতর অধর ব্যাকুল মিলনে।

(ইয়োগোর প্রবেশ)

কেশি। চল, বন্ধু, আর দেয়ী নয়, পাহারায় যাই।

ইয়া। এখন কি? এখনও রাত দশটা বাজেনি।

নতুন প্রেমের তাড়নার কর্তা আমাদের তাড়া-

তাড়ি বিদায় করলেন। তাতে তাঁকে দোষ

দেওয়া যায় না। [বিবাহের পর একদিনও

আমোদ-আহ্লাদ করেননি—আর এমন দেব-

ভোগ্য রমণী।]

কেশি। রমণীর মণি।

ইয়া। আর পিরীতের খনি।

কেশি। একেবারে টাটকা সুকোমল ফুলটি।

ইয়া। কি চোখ। নিঃশব্দে যেন প্রেম-যুদ্ধে সন্ধি
প্রার্থনা করছে।

কেশি। চোখ দু'টি সুন্দর, লোভনীয়, কিন্তু আমার

মনে হয়, দৃষ্টি অতি সলজ্জ।

ইয়া। কথা কয়, মনে হয়, যেন ঘুমন্ত পীরিতকে

চেতিয়ে তুলছে।

কেশি। সত্যই নারী-রত্ন।

ইয়া। ভগবান এঁদের সুখী করুন।] এস বন্ধু,

কিঞ্চিৎ সরাবও যোগাড় ক'রে রেখেছি। আর

দুটি এ-দেয়ী বুবা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাদেরও ইচ্ছা, সেনাপতির কল্যাণে কিঞ্চিৎ

মধুপান করে।

কেশি। না ভায়া, আজ রাত্রে আর নয়। মদ
আমার স্নান না। আমার মাথা ভারি দুর্বল।
সত্য জগৎ থেকে নেশার আমোদটা উঠে
যাওয়াই ভাল।

ইয়া। যুবক দু'টি আমাদের আলাপী বন্ধু। তাদের
কি অমনি-মুখে ফেরানো ভালো দেখাবে? তুমি
একটুখানি খাবে, তার পর আমি তোমার হয়ে
চালাব।

কেশি। আজ এক পাত্তর খেয়েছি, তাও খুব জল
মিশিয়ে। তাইতেই দেখ, আমাকে যেন বদলে
ফেলেছে। আর আমার লোতে পড়তে সাহস
হয় না।

ইয়া। আরে কও কথা। আমোদ-প্রমোদের দিন,
তাতে দু'জন ভদ্রলোক আমোদ করতে এসেছে।

কেশি। কোথায় তাঁরা?

ইয়া। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি ভেতরে
ডেকে নিয়ে এস।

কেশি। তা আনছি। কিন্তু আমার, তাই, মন
লাগছে না।

[প্রস্থান।]

ইয়া। ইয়ার যা টেনেছেন, তার ওপর যদি আর
এক পাত্তর চড়িয়ে দিতে পারি, তা হ'লে খেকী
কুকুরের মত খামকা খেয়ো-খেয়ি ক'রে
আঁচড়াবে কামড়াবে—ওর স্বভাব আমি জানি।
তার পর হতাশ প্রেমিক রডারিগো একে ত
পীরিতে ওলোট-পালোট, তার ওপর নেশায় তরু
—ভাবী মিলন-আশায় পিপেকে পিপে ওজড়
করেছে—এও থাকবে পাহারার জায়গায়। আর
তিনজন এখানকার সার সম্ভ্রান্ত বংশের ছোকরা;
মস্ত তেজীমান, বংশ-গরিমার দেমাকে ফেঁপে
রয়েছে—সামান্য ছুতো পেলে হয়। এদেরও
বেশ ক'রে নেশায় তাতিয়ে রেখেছি—এরাও
রডারিগোর পাহারার সাথী। জোট-পাট সব
ঠিক হয়েছে। সহকারীকে এই মাতালের দলে
ছেড়ে দিয়ে এমন একটা ফ্যাগাদ বাধাতে হবে—
যাতে সহরশুদ্ধ ফেঁপে ওঠে। এই যে সব আসছে।

ফলে যদি ফল, মনে যেইরূপ গণি,

অমূল্য স্রোত বায়ু—চলুক তরঙ্গী।

(কেশিয়ো, মনুটানো ও ভদ্রলোকদ্বয়ের প্রবেশ)

কেশি। সত্যি বলছি, আমার মাথা একটু বেশী হয়ে
গিয়েছে।

মনু। কিছু না, কিছু না। আমিও সত্যি বলছি,
কতটুকুই বা খেয়েছ।
ইয়া। এই! সরাব ঢালো।

গান

চম্ চম্ চম্কে লালী পিয়াল।

বাঞ্জে হুঁ হুঁ হুঁ, নাচে কিরণ অরুণ রঙ্গীল।

কে জানে কখন নিবে জীবন-বাতি

এলে আঁধারী রাত্তি, হবে হিম ছাতি,

পিয়ো আমোদে মাতি—

বীর কুধির মাতোয়াল।

চালাও, চালাও, স্মৃতি কর!

কেশি। ভগবান্ সাক্ষী, চমৎকার গান।

[ইয়া। এ গান আমি ইংরেজের দেশে প্রথম
শিখি। মদ খেতে ইংরেজের মতন মজবুত
পাত্তর আর নাই। দিনেমার বল, জার্মান বল,
আর নাদাপেটা ওলন্দাজই বল—পিয়াল ভরো
—তোমার ইংরেজের কাছে কেউ নয়।

কেশি। তোমার ইংরেজ কি নেশায় এমন
লায়েক?

ইয়া। লয়েক ব'লে লয়েক! ইংরেজের গোলাপী
নেশা না হ'তে হ'তে তোমার দিনেমার মুন্দের
হয়ে পড়ে। জার্মানকে ত তুড়ি মেরে কাৎ
করে। আর ইংরেজ এক পাত্তর শেষ করতে না
করতে তোমার ওলন্দাজ বমি ক'রে ঘর ভাগিয়ে
দেয়।]

কেশি। আম্বন, সেনাপতির কল্যাণে সকলে পান
করি।

মনু। বেশ, ওতে আমি কখন কুপণতা করি না।

[ইয়া। আহা, ইংলণ্ডের মতন দেশ কি আছে?

গান

গুণের পাজা, রাজার রাজা, কেছা মজাদার।

পাঁচ পয়সায় খরিদ করে পা'জামাটা তার।

দর যাচাতে বুঝলে সাঁচা দরজী-চাচা জোঁক।

আধলা গোটা ঠকায় বেটা—এমনি ছোটলোক।

দিন-দুনিয়ার মালিক সে—তার মুলুক-জোড়া নাই।

কাঠ-কুড়নীর বেটা তুমি—দিনরজুরী কাম।

সোণার দেশটা ডুবে গেল হাম-বড়ামী দোহে।

গরদা কাগী আবরু করে কুত্তি কর কোলে।

সরাব ঢালো।

কেশি। ভগবান্ সাক্ষী! এ গান আরো চমৎকার।
ইয়া। আবার গাইব, শুনবে?

কেশি। না, যে ও-রকম করে, তাকে আমি ভারি অপদার্থ মনে করি। দৈবর সবারই মাথার ওপর রয়েছেন বটে, কিন্তু সবাই কি স্বর্গে যাবে? কতকগুলি লোক ভরবে, আর কতক প'ড়ে থাকবে।

ইয়া। ঠিক বলেছ, বন্ধু!

কেশি। আমার নিজের কথা বলতে পারি—কেউ মনে করবেন না, আমি সেনাপতিকে কি সম্মানযোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাক্সিল্য করছি—কিন্তু আমি স্বর্গে যাবার বিশেষ ভরসা রাখি।

ইয়া। আমিও রাখি, ভায়া!

কেশি। ঠিক! কিন্তু মাপ কর ভায়া, আমার আগে নয়, কিছুতেই নয়! আগে সহকারী, তারপর পতাকাধারী! সহকারীর আগে পতাকাধারী? কিছুতেই না! ও কথা যাক্ বন্ধু, চল, যে যার আপনার আপনার কাজে যাই! তগবান্ ক্ষমা করুন! কাজে চলুন। মহাশয়রা মনে করবেন না যে, আমি মাতাল হয়েছি!—এই দেখুন—এই আমার পতাকাধারী—আর দেখুন, এই আমার ডান হাত—এই আমার বাঁ হাত—দেখলেন? এখনও আমার একটু নেশা হয় নি। আরও প্রমাণ চান? এই দেখুন, বেশ দাঁড়াতে পারছি। বেশ কথা কইতে পারছি।

সকলে—বাঃ বাঃ! তারিফ! তারিফ!

কেশি। এখন বুঝুন। আপনারা কিছুতেই মনে করতে পারবেন না যে, আমার নেশা হয়েছে। [প্রস্থান।]

মন্। চলুন সবাই, পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে দিই গে।

ইয়া। এই যে ব্যক্তি চ'লে গেল, ওকে দেখলেন ত? জগৎবিজয়ী বীরের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্ত চালনা করতে পারে—এতবড় ক্ষমতা রাখে, কিন্তু দেখুন কি দুর্দিশ। বত গুণ আছে, এই এক দোষ—তার সমান পাল্লা কি আপ'শোষ! সেনাপতি এর উপর যে রূপ বিশ্বাসের ভার দিয়েছেন, আমার ভয় হয়, মাতাল হয়ে কোন দিন একটা বিষয় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

মন্। সর্বদাই কি এই অবস্থা হয় নাকি?

ইয়া। মদ না খেলে ওর ঘুম আসে না। দিন-রোতে চক্ষিণ ঘটীর ভেতর এক মুহূর্ত চোখ বজতে পারবে না।

মন্। তা হ'লে এ কথা ত সেনাপতিকে বলা উচিত। বোধ হয়, তিনি এটা লক্ষ্য করেন নি। আর নয় ত নিজের সজ্জন ব'লে ওর দোষ বুঝতেই পারেন নি—গুণেই মুগ্ধ, কি বল?

(রডারিগোর প্রবেশ)

ইয়া। (জ্ঞানান্তিকে) এখানে এলে কেন? সহকারীর পেছনে পেছনে যাও—যাও!

[রডারিগোর প্রস্থান।]

মন্। যার এমন দুর্বল চিত্ত, সদাশয় সেনাপতি তাকে সহকারীর পদ দিয়েছেন—বড়ই দুঃখের বিষয়! তাঁকে এ সব কথা আমাদের বলা উচিত।

ইয়া। আমা হ'তে সে কাজ হবে না। [এই ধীপটা যদি আমায় কেউ লেখাপড়া ক'রে দেয়, তা হ'লেও নয়।] সহকারীকে আমি ভারি ভালবাসি। যাতে ওর এ স্বভাব শোধরায়, তার জন্য আমি সব করতে পারি।

(নেপথ্যে গোলমাল)

কিন্তু—ও কি! কিসের গোলমাল!

(নেপথ্যে—খুন—খুন—রক্ষা কর—রক্ষা কর)

(রডারিগোকে অনুসরণ করিয়া কেশিয়ার প্রবেশ)

কেশি। পাজি—বদমায়েস!

মন্। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

কেশি। ভগু বেটা, আমার গুরুগিরি করতে এসেছ! বেটার এত বড় আশ্পদ্বী! বেটাকে খুড়ে হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করব।

রডা। মারবে নাকি?

কেশি। আবার কথা কচ্ছিস, নচ্ছার!

(রডারিগোকে আঘাত)

মন্। আহা, করেন কি? করেন কি? (কেশি-য়াকে বাধা প্রদান) মশায় রক্ষে করুন, আর হাত চালাবেন না!

কেশি। ছেড়ে দাও আমাকে, নইলে তোমারও মুণ্ডপাত করব।

মন্। যান—যান—আপনার বেজায় নেশা হয়েছে।

কেশি। কি! আমার নেশা! (উভয়ের যুদ্ধ)

ইয়া। (জ্ঞানান্তিকে) দেয়ি কোর না, এই বেলা ছুটে যাও! বিদ্রোহ বিদ্রোহ ব'লে চীৎকার কর গে।

[রডারিগোর প্রস্থান।]

আছা! সহকারী মশাই! আপনারা করছেন
কি? ভায়া, ভায়া, মশাই, মন্টানো,
মশাই—ওখানে কে আছ? শীগগির এস,
আমি যে একলা সামলাতে পারছি নি।
খুব পাহারার বন্দোবস্ত হচ্ছে! (ঘণ্টাধ্বনি)
ভাল বিপদ! আবার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে কে?
এ কোন সময়তানের কাজ! এখনি সহর-শুদ্ধ
জেরে উঠবে! দোহাই সহকারী-মশাই, রক্ষে
করুন। থামুন! এমন করলে আপনাকে
ভারি অপদস্থ হ'তে হবে!

(ওথেলো এবং পরিচারকগণের প্রবেশ)

ওথেলো। গুগুগোল কি হেতু হেথায়?
মন্। আমার গা দিয়ে এখনও ভয়ঙ্কর রক্ত পড়ছে।
সাংঘাতিক আঘাত—

(মূর্ছা-)

ওথেলো। ক্ষান্ত হও, জীবনে যতপি থাকে মায়া।
ইয়া। ক্ষান্ত হও! সহকারী মশাই—মন্ট্যানো—
মশাই, মশাই! আপনাদের পদমর্যাদা, কর্তব্য
সব ভুলে গেছেন? করেন কি? সেনাপতি
কি বলছেন, শুনুন! ক্ষান্ত হ'ন! ক্ষান্ত হ'ন!
কি লজ্জা!

ওথেলো। এ কি,
বিসদৃশ ব্যবহার তোমা সবারকার!
কেমনে কি হেতু এই অনর্থ সৃজন!
পরিণত অসভ্য বর্করে সবে?
হানাহানি হিংসা পরস্পরে—
দেবতার বরে,
শত্রু-করে নহিল যে কাজ!
ধিক্ ধিক্, ধার্মিক আচার!
হেয় দ্বন্দ্ব কর পরিহার!
আপন জীবন তুচ্ছ করি,
আত্মকোষ তুষ্টি-হেতু
যে করিবে অস্ত্রের চালনা,
এক পদ হবে অগ্রসর—
নিশ্চয় মরণ তার!

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

নিবার বিকট ঘণ্টাধ্বনি!
প্রজাপুঞ্জ জাগিবে এখনি,
হবে মতিচ্ছন্ন সবে অনর্থ-শঙ্কায়
কহ, কি ব্যাপার?
ইয়াগো, সজ্জন তুমি,

অনামুষ্টি হেরি ক্ষোভে মৃত প্রায়,
পাণ্ডুগণ্ড রয়েছ দাঁড়ায়ে।
প্রভুভক্তি যদি তব থাকে—
তুমি কহ, কে করিল এ অনর্থপাত?
ইয়া। কেমনে জানিব প্রভু!
বাসগৃহে বন্ধু সবে মুহূর্তেক আগে,
গলাগলি ঢলাঢলি ভাব—
যেন বাসরের বর-ক'নে!
পুনঃ, আঁখি পালটিতে,
ক্ষিপ্ত-গ্রহ-কোপে যেন,
মতিচ্ছন্ন সবারকার!

কোষমুক্ত তরবার,
বক্ষে হানাহানি—প্রাণপণ প্রাণনাশে!
নাহি জানি কেমনে উদ্ভব
অকস্মাৎ রক্তপাত—দ্বন্দ্ব নিরর্থক!
[হায় কেন না হইল বিচ্ছিন্ন চরণ
গৌরব আহবে কোন,
হেন অপকীর্তি মাঝে
কে আনিত বহন করিয়ে তবে!]

ওথেলো। ছিঃ ছিঃ কেশিয়ো, কি ক'রে তুমি এতদূর
আত্মবিশ্মিত হ'লে?
কেশি। প্রভু, মার্জনা করুন! আমি কথা কইতে
পারছি নি!

ওথেলো। (মন্ট্যানোর প্রতি) আর তুমি,—
মন্ট্যানো। তুমি ত কখন এমন উচ্ছৃঙ্খল ছিলে
না! তোমার বুঝা বয়সের গাঙ্গীর্ঘ্য, শাস্ত স্বভাব
—লোক-বিস্মাত। বিচক্ষণ ব্যক্তির তোমার
অপরিমিত প্রশংসা করেন। কিসের জ্ঞান স্মরণ,
সুনাম, সব বিসর্জন দিয়ে এই মত্ততার দুর্নাম
কিন্তু? আমার কথার উত্তর দাও।

মন্। সেনাপতি, আমার বিষয় আঘাত লেগেছে।
আপনার কর্মচারী ইয়াগোর মুখে সব শুনবেন।
রক্তপাতে আমি অত্যন্ত দুর্বল। যা জানি, সব
কথা বলা আমার পক্ষে কর্তব্য হবে। আজ
রাত্রে এই ব্যাপারে কথায়, কাজে—আমি
কোনই অগ্রায় করিনি। তবে আঘাতের
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা যদি অপরাধ হয়, তা হ'লে
আমি অপরাধী।

ওথেলো। ওঃ, দুঃসহ এ আচরণ!

ধৈর্যের বন্ধন

শিথিল করিছে ক্রমে উত্তপ্ত শোণিত—
হিতাহিত বিবেচনা পরাজিত ক্রোধে।
আরে হীনমতি সবে,

শূর, বীর যে আছে হেথায়,
পাণ্ডুগণ্ড হবে মম অঙ্গুলি হেলনে !
কহ, কে ঘটালে,
কেমনে ঘটিল এই জঘন্য ব্যাপার ?
হবে সপ্রমাণ অপরাধ যার—
হয় যদি সহোদর যমজ আমার—
তাজ্য হবে মম—নিশ্চিত এ কথা ।
কি আশ্চর্য্য !
রণ-বিত্তীষিকা এখনও নগরে,
আক্রমণ-ভয়ে—
শঙ্কায় আকুল প্রজাকুল, হেনকালে,
গৃহ-দ্বন্দ্ব, হানাহানি দুর্গের মাঝারে—
শান্তি-রক্ষক-মহলে—নিশাভাগে ।
বর্ষরতা অধিক কি আর !
ইয়াগো,—

শীঘ্র কহ, কে করিল অনিষ্ট স্মৃচনা ?

মন্। কোন পক্ষে পক্ষপাত ক'রে সহযোগীর খাতিরে
প্রকৃত কথা যদি গোপন কর, তা হ'লে জানুব—
তুমি কাপুরুষ ।

ইয়া। দেখুন, আঁতে যা দেবেন না। কেশিয়ো
আমার বন্ধু । ও মুখে তার বিরুদ্ধে কোন কথা
উচ্চারণ হওয়ার আগে জিব কেটে ফেলে দেব ।
কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্যি কথায় তার কোনই
ক্ষতি হবে না । হজুর, আমি যা জানি, নিবেদন
করছি । এতে আর আমাতে ব'সে গল্প-গুজব
করছিলুম, হঠাৎ “খুন খুন” ব'লে একটা লোক
ছুটে এল, আর পেছনে পেছনে তলোয়ার খুলে
শাসাতে-শাসাতে সহকারী-সেনাপতিও ছুটে
এলেন । এই ভদ্রলোক মধ্যবর্তী হয়ে কেশি-
য়াকে নিবৃত্ত হবার জন্তে অনেক অমুনয়-বিনয়
করতে লাগলেন । যে লোকটা “খুন খুন” ক'রে
ছুটে পালালো, আমি তার পেছনে-পেছনে ছুটে
গেলুম—পাছে তার চীৎকারে সহরে একটা
আতঙ্ক উপস্থিত হয় । তাকে ধরবার অভিপ্রায়ে
দৌড়লুম, কিন্তু ধরতে পারলুম না,—প্রাণপণে
দৌড়ে পালালো । তার পর এদিকপানে সহকারী
সেনাপতি মহাশয়ের তর্জ্জন-গর্জ্জন আর অস্ত্রের
ঝনঝন শুনে আমি ছুটে এলুম । পূর্বে আর
কখনও তাঁকে এমন ধারা দেখিনি । তখনই
ফিরে এসেই দেখি, দু'জনে লড়াই হচ্ছে ।
তার পর আপনি সবই জানেন । আপনি এসে
থামিয়ে দিলেন । আর আমি বেশী কিছু জানি
না । কিন্তু মাহুঘ—মাহুঘ । যদিও কেশিয়োর

একটু অত্যাচর হয়েছে, তা সৎলোকেরও কখন
কখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়—আর রাগে অন্ধ হ'লে
বন্ধুকেও শত্রু মনে ক'রে আঘাত করে । আমার
বিশ্বাস, হজুর, যে পালিয়েছে, সে সহকারী
সেনাপতিমহাশয়কে নিশ্চয় ভয়ানক অপমান
করেছিল, তাই রাগ বরাদ্দান্ত করতে পারেন মি ।
ওথেলো । আমি বুঝছি । ইয়াগো, তুমি অতি
সৎলোক, তাই বন্ধুস্নেহে এত বড় অপরাধকে
লঘু ক'রে বলছ । কেশিয়ো, তুমি আমার অতি
স্নেহের পাত্র, কিন্তু আজ থেকে তুমি আর
আমার সহকারী নও ।

(ডেজ্ ডিমোনা এবং পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

এই দেখ, অত্যাচর শাস্তিভঙ্গে আমার প্রিয়তমা
পত্নীও ভয়ে ছুটে এসেছে । লোক-শিক্ষার জ্ঞাত
তোমার দণ্ডের প্রয়োজন ।

ডেজ্। কি হয়েছে ?

ওথেলো । ভয় নেই, তুমি যাও প্রিয়তমে, শয়ন
কর গে । মন্ট্যানো, তোমার কোথায় আঘাত
লেগেছে, আমি স্বয়ং শুশ্রূষা করব । একে নিয়ে
এস । (ইয়াগোর প্রতি) খুব হ'সিয়ার হয়ে
নগর ভ্রমণ করে দেখ, এই জঘন্য ব্যাপারে যারা
উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তাদের ঠাণ্ডা কর গে ।
এস প্রিয়ে,

সৈনিক-জীবন হায়, অশান্তি প্রবল,
সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করে দ্বন্দ্ব কোলাহল ।

[ইয়াগো এবং কেশিয়ো ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ইয়া । তোমার কোথাও চোট লেগেছে ?

কেশি । লেগেছে, কিন্তু তা চিকিৎসার অতীত ।
ইয়া । অঁ্যা, বল কি ।

কেশি । সুনাম—সুনাম—সুনাম । ওঃ, আমি
সুনাম হারিয়েছি । আমার দেবত্ব চ'লে গেল,
রইল কেবল পশুত্ব । আমার সুনাম, বন্ধু,—
আমার সুনাম ।

ইয়া । ধর্ম রক্ষে ! তোমার কথা শুনে আমার
ভয় হয়েছিল ; বুঝি, তোমার শরীরে কোথাও
আঘাত লেগেছে । বন্ধু, সুনামের চেয়ে শরীরের
চোটটাই বেশী লাগে । সুনাম একটা কথার
কথা—বাজে পোষাক বৈ ত নয় । কোন গুণ
না থাকলেও হয়, আবার বিনা দোষেও খোয়া
যায় । তুমি নিজে যদি হারিয়েছ—হারিয়েছ ব'লে
আপশোষ না কর, তা, হ'লে তোমার সুনাম
নষ্ট হবে কেন ? ভাবছ কেন, বন্ধু ! ঢের উপায়

আছে, যাতে তুমি আবার সেনাপতির প্রিয়পাত্র হতে পারবে। [রাগের মাথায় তোমায় জবাব দিয়েছেন, তার ভেতরে একটা অভিপ্রায় আছে—তোমার ওপর জাতক্রোধ নয়। পশুরাজ সিংহকে ভয় দেখাবার জন্তে লোকে কখন-কখন বিনা-দোষে কুকুরকে প্রহার করে।] একটু ধরাধরি কর, যেমন ছিল, ঠিক তেমনি হবে। ভয় কি? তুমি ক্ষমা চাইলেই পাবে।

কেশি। চাইলে যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমার ঘৃণা ভিক্ষা করা উচিত। আমার মত অপদার্থ, মাতাল, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কর্মচাগ্রী, তাঁর মত সদাশয় প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করলে তাঁকে প্রতারণা করা হবে। আমি তাঁর দয়ার যোগ্য নই। [ওঃ, মাতলামো, দিব্যি-দিলেসা, ইতরমো, তোমার মত নিরর্থক বকা, ভর্জন, গর্জন, আক্ষাণন, বীর-রসের অভিনয়—আপনার ছায়ার সঙ্গে। সুরা, তোমার অশরীরী শক্তি সন্নতান নামেরই যোগ্য। মানব-ভাষায় তোমার উপযুক্ত নাম আর নাই।]

ইয়া। তলোয়ার নিয়ে যাকে তাড়া করেছিলে, সে লোকটা কে? তোমার কি করেছিল?

কেশি। আমার কিছুই মনে নাই।

ইয়া। কও কথা! মনে নেই কি?

কেশি। স্পষ্ট কিছুই মনে করতে পারছিনি। সব ঝাপসা। কেবল কতকগুলো এলোমেলো গোলমলে কথা মনে আসছে। একটা বিবাদ হয়েছিল, কিন্তু কেন, তা কিছুই মনে হচ্ছে না। [হা ভগবান! মানুষের কি দুর্বুদ্ধি! জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, হরণ করবার জন্তে এই শত্রুকে মানুষ মুখ দিয়ে মস্তিষ্কের প্রবেশদ্বার দেখিয়ে দেয়। আমোদ করে, আহ্লাদ করে, উৎকট উল্লাস করে, বাহাদুরী মনে করে আপনাকে পশুত্ব পরিণত করে।]

ইয়া। আচ্ছা, এখন ত দেখছি, তোমার নেশা নেই। এখনই ছুটে গেল কেমন করে?

কেশি। সুরা শয়তানীর স্থানে ক্রোধ শয়তান এসে বসেছে। [একটাকে দিয়ে আর একটা দুর্বলতার পরিচয় পাচ্ছি—আর মনে মনে আপনার ওপর বুকপোরা ঘৃণার উদয় হচ্ছে!]

ইয়া। ভায়া, তোমার যে তারি কঠোর নীতিজ্ঞান দেখছি! স্থান, কাল, আর এখানকার বর্তমান অবস্থায় অবশ্য কাণ্ডটা না ঘটলেই ভাল ছিল;

কিন্তু যখন ঘটেছে, তখন আর চারা কি! প্রতিকারের উপায় কর।

কেশি। আমি আর কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াব। আমার কর্ম আমি যেমন ফিরে পাবার প্রার্থনা করব, তিনি মুখের ওপর বলবেন—তুমি মাতাল। যদি আমার অনন্ত মুখ থাকে, এই এক কথায় সব চূপ হয়ে যাবে। [কি আশ্চর্য, মানুষ কি! এই যেন কত জ্ঞানবান, কত বুদ্ধিমান—এই নির্বোধ, তখনি তখনি আবার একটা জানোয়ার! যে পাত্র পান করে মানুষ অতিভূত হয়—সে সুরাপাত্র নয়, সন্নতান-প্রদত্ত অতিশয় বিষ-পাত্র।]

ইয়া। না, না, এমন কথা বোল না। ব্যবহার করতে জানলে উত্তম সুরা আমাদের দোস্ত। তার অত করে নিন্দা কোর না।] আচ্ছা, ভায়া, বিশ্বাস কর ত, আমি তোমায় আন্তরিক ভালবাসি?

কেশি। আমি তার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। উঃ, আমি মাতাল।

ইয়া। তুমি একলা কি! শরীর ধারণ করলেই মাঝে মাঝে এমন মাতলামো হয়ে পড়ে। এখন তোমার কি করা উচিত, তাই শোনো। আমাদের সেনাপতিমহাশয়ের স্ত্রীই এখন প্রকৃত সেনাপতি। [কেন জান? সুন্দরী পত্নীর রূপগুণ তন্ন-তন্ন করে দেখা আর ধ্যান করা ভিন্ন সেনাপতির মনে এখন আর অন্য কোন চিন্তা স্থান পায় না।] তুমি কত্রীকে গিয়ে সব কথা খুলে বল। বারবার কাকুতি-মিনতি করে ধর, যাতে তোমার সহায় হয়ে তিনি তোমাকে বজায় করেন—তাই কর। কত্রী আমাদের খুব উদার, পরহুঃখকাতর, দিলদরিয়া, খোসমেজাজী। যে যা চায়, তার অতিরিক্ত দিতে না পারলে তাঁর মন খুঁৎখুঁৎ করে। একগুণ চাইলে দশগুণ পাবে। [তোমার ওপর সেনাপতির এই যে মনভঙ্গ—“আমায় জুড়ে দাও” বলে নিজেই সে জোড় করে তাঁকে মিনতি করবে। জোড়াকি, বন্ধু? আমার যথাসর্ব্বস্ব বাজি, জোড়াত লাগবেই, বরং আরও রেক্তার গাঁথুনি হবে।]

কেশি। তোমার পরামর্শ অতি উত্তম বটে।

ইয়া। আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসি।

তোমার ব্যথায় ব্যথা, বন্ধু।

কেশি। আমি প্রাণেপ্রাণে তা জানি। আমি কালই খুব সকালে গিয়ে কত্রীকে অমরোদ

করব। আমার হয়ে তাঁকে প্রভুর কাছে দু'কথা
বলতেই হবে। এই আমার উন্নতির মুখ,
এখানে ধাক্কা খেলে সর্বনাশ! আমার উঠতি
মুখ, আশা-ভরসা সব যাবে।

ইয়া। ঠিক বুঝেছ। এখন তবে পাহারায় যাই,
নমস্কার!

[কেশিয়োর প্রস্থান।]

ইয়া। হা—হা—হা—

কে বলে পাষণ্ড আমি, দুর্ভাগ্য, দুর্জ্ঞান!

এই স্তব্ধ সাধু উপদেশ—

সজ্জন-সম্মত,

কষ্ট প্রভু তুষ্ট-হেতু নহে কি অমোঘ?

ডেজ্‌ডিমোনা

সহজে সম্মত হবে পর উপকারে,

সৎকার্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার।

উদার-প্রকৃতি এই গুণবতী নারী,

মুক্তহস্ত দানে—সুফলা প্রকৃতি সম,

অসীম প্রভু তার সেনাপতি পরে।

সেও,

পত্নী-তরে অনায়াসে দিতে পারে

ধর্ম, কর্ম, পরকাল-আশা বিজ্ঞান।

প্রেমের নিগড়ে বদ্ধ দুর্বল পতিরে

ডেজ্‌ডিমোনা ইচ্ছামত করিবে চালনা—

দেবতা যেমতি

মানব-নিয়তি লয়ে খেলে।

তবে কিসে আমি দুর্বৃত্ত দুর্জ্ঞান?

বিপন্ন কেশিয়ো—

দানিয়াছি হেন উপদেশ, যাহে

মম সম স্বার্থ তার হবে ফলবতী।

নারকী বিধান!

নরকের পতি সন্তান যবে

ঘোর প্রলোভন-পাপে মজায় মানবে,

মম অমুরূপ—

দেবদূত সম ধরে আকৃতি স্তম্ভর।

সরল স্বভাব এই নিকোঁধ যখন

প্রতিকূল ভাগ্যের সংস্কার হেতু

করিবে করুণা-ভিক্ষা প্রভুপত্নী পাশে,

মার্জনার আশে সদয়া মহিলা যবে

করিবে মিনতি পতি-পদে,—সেই ক্ষণে

ঢালিব শ্রবণে তার ভীত বিষরাশি—

পরপ্রেম অভিলাষী পত্নী তব,

তাই যাচে তব কাছে দোষীর মার্জনা।

কেশিয়োর হেতু

পত্নীর আগ্রহ যত,

পতির সংশয় তত হবে দৃঢ়তর।

গুণ হবে দোষের আকর—

অমল চরিত্র ব্যাপ্ত করিবে কালিয়া।

গুণ-সূত্রে বিনাইল জাল

যাহে বদ্ধ হবে সবে সমভাবে।

(রডারিগোর প্রবেশ)

কি হে, তুমি এমন সম ?

রডা। এই যে নীকার চলেছে, আমি তার অনুচর
মাত্র। আমি তাতে শিকারী নই, কেবল দলে
ভিড়ে সোরগোল করছি। টাকাগুলি ত প্রায়
নিঃশেষ হয়ে এল। তার উপর আজ রাত্রে
বেশ উত্তম-মধ্যম আহারও হল। ফল যা হবে,
তা ত বুঝতেই পারছি। বিস্তর কষ্ট পেয়ে যৎ-
কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ। তার পর সর্বস্ব দিয়ে
কিঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জন করে দেশে ফেরা।

ইয়া। হা ভগবান! একটু ধৈর্য্যও যাদের নেই,
তারা বাস্তবিকই নিঃস্ব। দাদা, কোন চোট
কোথায় তখনি তখনি জুড়েছে? আমার ত
যাদুবল নয়, কেবল বুদ্ধি বল—তাতে একটু
দেবী হবে বৈ কি, বন্ধু! তোমার ভারি ক্ষতি
হয়েছে, না? যা কতক মার খেয়েছ, তাতে
তুমি মরনি, মরেছে কেশিয়ো। সূর্য্যের তেজে
যে গাছ যতই বাড়ুক না, যার আগে ফুল ধরবে,
তারই ফল আগে পাকবে। দু'দিন সবুর কর।
তাই ত, ফরসা হয়ে এল যে! আমোদই হ'ক,
আর কাজের তোড়েই হ'ক, সময় যে কোথা
দিয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। যাও, যাও,
শোও গে, বাসায় যাও! যাও হে, এর পর
কথাবার্তা হবে এখন। আরে যাও না, দাঁড়িয়ে
রইলে কেন? [রডারিগোর প্রস্থান।]

দু'টো চাল একসঙ্গে চালতে হবে। আমার
স্ত্রীকে দিয়ে কেশিয়োর জন্তে কর্তীর কাছে
অনুরোধ করার, সেই সময় একটা অছিলে করে
সেনাপতিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার পর
কেশিয়ো যখন কর্তীর কাছে অনুন্নয়-বিনয় করতে
থাকবে, কর্তাকে ঠিক সেই সময় সেখানে এনে
খাড়া করে দেব।

অগ্রসর হও স্ত্রী, এইমাত্র পথ,

বিলম্বে বিফল নহে হবে মনোরথ। [প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস দুর্গ-সম্মুখ

(কেশিয়ো এবং বাদকগণের প্রবেশ)

কেশি। এইখানে রাজ্যও। বেশ খুশী ক'রে
বখশিস দেব। লড়াচওড়া নয়, একটা ছোটখাট
কিছু রাজ্যও। আগে সেনাপতির জয়গান
কর।

(বাদন)

(রজদারের প্রবেশ)

রজ। কোন্ গম্মা-খাদার দেশ থেকে এ গোনা
আওয়াজ আমদানী করেছ, বাপুধন? বাবা,
যন্ত্রধ্বনি ত নয়, যেন একঝাড় ভূত-পেঙ্গী নাকী
মূরে প্রেমালোপ করছে।

বাদক-দলপতি। কেন মশায়, কেন?

রজ। বলি, এগুলি কি সব ফুঁয়ের যন্ত্র? ফুঁ
দিলেই বাজে?

দলপতি। আজ্ঞে, হাঁ মশায়।

রজ। তবে ত আর বালাই নাই। এই নাও
তোমাদের বখশিস। জাঁদরেলসাহেব তোমাদের
বাজনা শুনে এত মসৃণ হইয়েছেন যে, আর
বেশী বাজালে সব গুলিয়ে যাবে। তাই বলছেন,
আর গোলমালে কাজ নেই। আর রাজ্যও যদি,
তাঁর কাণের ছাদাটুকু বুজে যাবে। তা হ'লে
ভবিষ্যতে আর তোমাদের বাজনা তাঁর কাণে
চুকবে না।

দলপতি। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, তবে আর
বাজিয়ে কাজ কি?

রজ। কাজ নেই কেন? তোমাদের যদি এমন
কোন যন্ত্র থাকে যে, আওয়াজ না ক'রে বেশ
নিঃশব্দে বাজে, তা শুনে জাঁদরেলসাহেবের
কোন আপত্তি নেই। তোমরাও তা প্রাণভরে
বাজাতে পার। লোকে বলে, জাঁদরেলসাহেব
এ সব বাজনা শুনে ভালবাসেন না।

দলপতি। আজ্ঞে, বে-আওয়াজে বাজে, এমন যন্ত্র
ত আমাদের কাছে নেই।

রজ। তবে যেগুলি আছে, সেগুলিকে থলিতে
গুটিয়ে নিয়ে গুটি গুটি সরে পড়। সেনাপতি
খুব খুশি হবেন।

[বাদকদলের প্রস্থান।]

কেশি। বন্ধু, বন্ধুলোকের একটা কথা শুনেবে?
রজ। বন্ধুলোকের কথা কেন খামকা শুনে যাব?
তবে আপনার যদি কিছু কথা থাকে ত শুনে
রাজি আছি।

কেশি। মস্তুরা রাখ। এই যৎকিঞ্চিৎ ধর। আর
এক কাজ কর, কেল্লার ভিতর যাও।
তোমাদের কর্তা ঠাকুরাণীর সহচরী যদি উপস্থিত
থাকেন, বল গে, বাইরে কেশিয়ো ব'লে একজন
ভালোক তাঁকে একটা কথা বলতে এসেছে।
কেমন, পারবে?

রজ। পারব না কেন মশায়। বেশ পারব।
এখানে তিনি যেমন উপস্থিত হবেন, অমনি
তাঁকে আপনার কথা বলব।

কেশি। তাই যাও, বন্ধু।

[রজদারের প্রস্থান।]

(ইয়োগোর প্রবেশ)

ঠিক সময় এসেছে, ভায়া।

ইয়া। একটুও শোওনি তবে?

কেশি। শুন্ম আর কখন বল? আমাদের মজলিস
ভাঙবার আগেই ত রাত পুইয়ে গেল।
তোমাকে না ব'লে একটা কাজ করেছি, ভায়া।
তোমার পরিবারকে এখানে একবার ডেকে
পাঠিয়েছি। সে যদি দয়া ক'রে কর্তার সঙ্গে
আমার একবার দেখা করিয়ে দেয়।

ইয়া। আমি এখনি গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
আর আমি একটা রকম ক'রে সেনাপতিকে
সরিয়ে নিয়ে যাব, যাতে তুমি নিরীক্সে কর্তাকে
দুঃখা বেশ গুছিয়ে বলতে পার।

কেশি। আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

[ইয়োগোর প্রস্থান।]

এত দয়া সততা আমাদের জাতে নাই।

(এমিলিয়ার প্রবেশ)

এমি। নমস্কার, সহকারী সেনাপতিমশায়। কর্তা
আপনার ওপর বিরক্ত হয়েছেন শুনে, আমার
ভারি কষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোন চিন্তা নাই, সব
মজল হবে। সখী খুব দৃঢ়ভাবে আপনার পক্ষ
অবলম্বন ক'রে কথা বলতে লাগলেন। সেনাপতি
বড় মুস্থিলে পড়েছেন। বললেন, আপনি
যাকে যেয়েছেন, তিনি এখানকার একজন
জানিত লোক। বড় ঘরোয়ানা। দেশকালপাত্র

বিবেচনায় আপনাকে আপাততঃ 'না' বলা ছাড়া উপায় নাই। আপনার জন্তে কাউকে ওকালতি করতে হবে না। তিনি বারবার ক'রে বলেছেন, আপনি তাঁর স্নেহের পাত্র। একটু নিরাপদ সুরোগ পেলেই, তিনি আপনি আপনাকে ডেকে নেবেন।

কেশি। সে ঠিক। তবে আমার মিনতি, যদি অতায় বিবেচনা না করেন, আর অসম্ভব না হয়, কর্তার সঙ্গে আমার একবার নির্জনে দেখা করিয়ে দিন।

এমি। অমুগ্রহ ক'রে ভেতরে আসুন। আমি নিরিবিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। আপনি বেশ ধীরে-স্নেহে আপনার মনের কথা খুলে বলবেন।

কেশি। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব।
[উত্থানের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ

(ওথেলো, ইয়োগো, কতিপয় সন্ত্রাস্ত লোকের প্রবেশ)

ওথেলো। এই পত্রগুলি মালিককে দাও গে। ব'লে দিও, আমার অভিবাদন জানিয়ে এগুলি যেন রাজ-সভায় দেয়। আমি দুর্গপ্রাসাদে একটু বেড়াতে যাচ্ছি। তুমি কাজটা সেরে, সেইখানে আমার কাছে এস।

ইয়া। যে আস্তা।

ওথেলো। আসুন, সকলে মিলে দুর্গটি পরিদর্শন করি।

ভদ্র। যথা অভিক্রটি, প্রভু।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গস্থ উদ্যান

(ডেজ্‌ডিমোনা, এমিলিয়া এবং কেশিয়োর প্রবেশ)

ডেজ্‌। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার জন্ত আমি সাধ্যমত ক্রটি করব না।

এমি। সখি, এ দয়াকটুকু তোমায় করতেই হবে। তোমায় সত্যি বলছি, আমার স্বামীর মনেও

ভারি ব্যথা লেগেছে। সহকারী-মশায়ের লাহুণায় যেন তিনি নিজেই লাহিত।

ডেজ্‌। ওঃ, তোমার স্বামীর মত সজ্জন কি আর হয়। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, কেশিয়ো, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি যেমন প্রভুর প্রিয়-পাত্র ছিলে, আবার তেমনি হবে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

কেশি। দেবি, আপনার অসীম দয়া! আমার ভাগ্যে যা-ই হ'ক না কেন, মনে রাখবেন, আমি চিরদিন আপনাদের দাস।

ডেজ্‌। তা কি জানিনি। তুমি সেনাপতিকে কি রকম শ্রদ্ধা কর, তাও জানি। আর তোমাদের পরিচয় ত দুদিনের নয় যে, চিরদিন তোমায় পর ক'রে রাখবেন। তুমি ভেব না, সে জন্ত আমি দায়ী। তবে, দেশকাল-পাত্র বুঝে যেটুকু কাল-বিলম্ব প্রয়োজন, তার আর চারা কি?

কেশি। দেবি, সে কথা ঠিক। কিন্তু সেই দেশ-কাল-পাত্র বুঝতে বুঝতে এত রকমের খেয়াল, অসার উপকরণ, কি দৈবঘটনা সব এসে জুটবে যে, অকারণ বিলম্ব হু'তে থাকবে। ক্রমে কার্যগতিকে আমিও হয় ত দূরে থাকব, আমার জায়গায় আর একজন এসে বসবে, আর সেনাপতি আমার এত দিনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, কাজ-কর্ম সব ভুলে যাবেন।

ডেজ্‌। না, না, তাও কি কখনও হয়। আমার এই সখীর সাক্ষাতে তোমায় কথা দিলুম। তুমি মনে ঠিক দিয়ে রাখ যে, তোমার কাজ ফিরে পেয়েছে। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি যখন কথা দি, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করি। তুমি কি মনে কর, সেনাপতিকে আমি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে দেব? খেতে শুতে, নড়তে চড়তে কেবল তোমারই কথা কইব। যতক্ষণ না পোষ মানে, ঘুমতে দেব না, কেবল তোমারই পড়া পড়াব। তুমি আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেড়াও। তোমার পক্ষে যতক্ষণ না জয়লাভ হয়, তোমার উকীল প্রাণপণ করবে।

এমি। সখি, এই যে প্রভু এদিকে আসছেন।

কেশি। দেবি, তবে আমি এখন বিদায় হই।

ডেজ্‌। কেন কেন? তুমি দাঁড়াও না। শোন না, আমি কি ক'রে তোমার ওকালতী করি।

কেশি। ক্ষমা করুন। এখন আমি চললুম। আমার মন ভাল নেই, কি বলতে কি ব'লে ফেলব।

ডেজ্‌। বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ।

[কেশিয়োর প্রস্থান।

(কাগজের ভাড়া-হস্তে ওথেলো এবং ইয়োগোর প্রবেশ)

ইয়া। এ কি। এত ভাল নয়।

ওথেলো। কি বললে?

ইয়া। আন্তে না, কিছু না—তবে কি না—আমি ও কিছু না।

ওথেলো। কে ও? কেশিয়ো চলে গেল না?

ইয়া। কেশিয়ো? না, তিনি কখনই ন'ন। তিনি আপনাকে দেখে অমন চোরের মত পাশ-কাটিয়ে পালাবেন কেন?

ওথেলো। না, আমি ঠিক দেখেছি, সে-ই বটে।

ডেজ্‌। কি হয়েছে, প্রভু? এইমাত্র একজন ভিক্ষুক এসেছিল। কে জানো? তোমার অপ্রিয় হয়ে যে মনস্তাপে দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

ওথেলো। কে, কার কথা বলছ?

ডেজ্‌। কেন? তোমার সহকারী। প্রভু, আমার ওপর যদি তোমার এতটুকু দরদ থাকে, আমার কথার কোন দর থাকে, তোমার দয়া উদ্রেক করার অণুমাত্র শক্তি থাকে, আমার মুখ চেয়ে অনুতপ্তকে ক্ষমা কর! আমি সত্যি বলছি, সে সজ্জন, আর তোমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তার মুখ দেখে তাকে কখনই কুটিল ব'লে মনে হয় না। সে যা দোষ করেছে, স্বৈচ্ছায় নয়—না বুঝে দৈবাৎ ক'রে ফেলেছে। তুমি তাকে মাপ কর, ডেকে পাঠাও।

ওথেলো। এইমাত্র সে এসেছিল না?

ডেজ্‌। হাঁ। এইমাত্র চ'লে গেল। প্রভু, সে গেছে, কিন্তু তার বুকতরা বেদনা আমার কাছে রেখে গেছে—তার হয়ে কাদবার জন্ত। প্রভু, দাসীর মিনতি রাখ, তাকে ডাক।

ওথেলো। প্রিয়ে, এখন নয়! আর এক সময় ডাকাব।

ডেজ্‌। বল, বিলম্ব হবে না? শীগ্‌গীরই ডাকবে?

ওথেলো। এমন সুভাষিণী যার উকীল, তার আর ভাবনা কি! শীগ্‌গীরই তাকে ডাকাব।

ডেজ্‌। ঐ ব'লে ফাঁকি দিলে হবে না! বল, কখন ডাকবে? আজ সন্ধ্যার পর—কেমন? খাবার সময়?

ওথেলো। আজ থাক, আজ আর নয়।

ডেজ্‌। তবে কাল—কেমন? কাল খাবার-দাবার সময়।

ওথেলো। কাল এখানকার ঐশ্ব্যাক্ষেরা সব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কাল ত আমি বাড়ীতে থাক না। তাদের সঙ্গে একত্রে আহার করব—দুর্গে।

ডেজ্‌। বেশ, তবে কাল রাত্রিবেলা, কি বল? আচ্ছা, না হয় পরশু সকালবেলা—না হয় দুপুরবেলা? আচ্ছা, আচ্ছা, রাত্তিরে—কেমন? তাতেও কথা কইছ না? আচ্ছা, বুধবার সকালে। তবু চুপ ক'রে রইলে? একটা সময় ঠিক ক'রে বল। কিন্তু তিন দিনের বেশী না হয়। [তুমি বিশ্বাস করছ না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তুচ্ছ অপরাধ হ'লেও, তার পরিতাপের সীমানেই। কিন্তু আমরা ত মনে করি, সে দোষ সামান্য তিরস্কারেরও যোগ্য নয়। তবে এখন যুদ্ধবিগ্রহের সময়—এই যা বল। লোকে বলে, এ সময় ভাল লোকও সামান্য দোষ করলে গুরুদণ্ড দিতে হয়। তা হ'ক্‌]—কখন তাকে আসতে বলব, বল। চুপ ক'রে আছ কেন? অবাক করলে! এত কি ভাবছ? তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে, আমি কি 'না' বলতে পারতুম, না, এত ক'রে ভাবতুম? আশ্চর্য্য। তোমরা দুজনে একই সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলে। যখনই আমি তোমার কোন দোষের কথা তুলেছি, কেশিয়ো তখনি তোমার হয়ে আমার কত বুঝিয়েছে। কি আশ্চর্য্য! তার জন্তে এত সাধ্য-সাধনা করতে হবে? আমি হ'লে তার জন্তে কি না করতুম।

ওথেলো। প্রিয়ে, এ সব কথা এখন থাক। তার যখন ইচ্ছে, আসবে। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?

[ডেজ্‌। কেন, আমি কি ভিক্ষে চাইছি না কি? তোমারই কর্তব্য তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমার নিজের শরীররক্ষার জন্তে যদি বলি, ভাল ক'রে খাও, ঠাণ্ডা লাগিয়ে না—তাতে কি এমন ক'রে সাধাসাধি করতে হবে! এও ত তেমনি। এ তোমারই কাজ। হঁ—আমার নিজের জন্ত যখন কিছু আব্দার করব, তখন কি এত সোজায় পার পাবে? তখন জেন, তোমার ভালবাসার পরীক্ষা—এমন দারুণ আব্দার করব যে, রাখা তোমার পক্ষে দুষ্কর হবে।

ওথেলো। বেশ, তা কোর। বলেছি ত, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই।] এখন আমার

একটা আব্দার শোন। আমার একটু এখন
বিশ্রাম করতে দাও।

ডেজ্। আমি তোমার কোন্ আব্দার না শুনি।
এই আমি চলুম।

ওথেলো। এস, প্রিয়ে, আমিও একটু পরেই যাচ্ছি।
ডেজ্। সখি, এস, আমরা যাই! তোমার যখন
যেমন মনের সাধ, তাই কর। আর যাই কর,
আমি তোমার চিরদাসী।

[ডেজ্ ডিমোনো ও এমিলিয়ার প্রস্থান।]

ওথেলো। নিরুপমা, নিরুপমা তুই,
আরে ভিখারীর ধন!

যেই দিন ভুলিব তোমায়,
নিবিড় নিরয়-নিশা আচ্ছাদিবে মোরে!
যেইক্ষণ ভুলিব প্রণয়,
প্রলয় উদয় হবে পুনঃ।

ইয়া। প্রভু!

ওথেলো। কি—কি বলছ?

ইয়া। হজুর, কর্ত্তীর সঙ্গে যখন আপনার প্রথম
পরিচয়, কেশিয়ো কি সব কথা জানতেন?
ওথেলো। জানত বৈ কি! আগাগোড়া সব কথাই
জানত! কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?
ইয়া। না—তাই বলছি। কথাটা এমনি মনে হ'ল
—তাই, আর কিছু নয়।

ওথেলো। এমনি মনে হ'ল কেন বল দিকি?

ইয়া। আমার ধারণা ছিল, কর্ত্তী ঠাকুরগের সঙ্গে
তার পূর্ব-পরিচয় ছিল না।

ওথেলো। ছিল বৈ কি! কতবার সে আমারও দূত
হয়েছে, তারও দূত হয়েছে।

ইয়া। বটে!

ওথেলো। বটে! বটেই ত। কেন, তাতে হয়েছে
কি? কেশিয়ো কি সংলোক নয়?

ইয়া। সংলোক—হজুর!

ওথেলো। হাঁ, হাঁ—সং—সং—

ইয়া। হজুর, আমি যতটা জানি—

ওথেলো। কি—তোমার মনের কথাটা কি?

ইয়া। মনের কথা, হজুর?

ওথেলো। মনের কথা হজুর! (স্বগত) আমার
প্রতি কথার প্রতিধ্বনি করছে, যেন অন্তরে কি
ভীষণ ভার লুকানো রয়েছে, অতি কুৎসিত ব'লে
প্রকাশ করতে পারছে না। (প্রকাশে) অবশ্যই
তোমার কথার কিছু গূঢ় অর্থ আছে। এই মাত্র
কেশিয়ো যখন আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চ'লে

গেল, তুমি ব'লে উঠলে—‘এ কি! এ ত ভাল
নয়!’—কি ভাল নয়? তার পর যখন আমার
কাছে শুনলে যে, বিবাহের পূর্বে সে আমার
মনের কথা সব জানত, আমার পরামর্শ দিত,
তুমি বললে—‘বটে!’ এমনি ভাবে কপাল
সিঁটকে জুঁকুঁকে বললে, যেন তোমার মাথার
ভেতরে কোন কদর্য ভাব লুকিয়ে রয়েছে।
আমার উপর যদি তোমার একটুও শ্রদ্ধা থাকে,
আমায় এতটুকু স্নেহ কর, তোমার মনের কথা
স্পষ্ট ক'রে বল।

ইয়া। শ্রদ্ধা করি কি না, হজুর, আপনি তা
জানেন।

ওথেলো। তা ত জানি—তুমি সং, আমার ওপর
তোমার অগাধ শ্রদ্ধা। তুমি বিশেষ বিবেচনা
না ক'রে কোন কথা কও না—তাও জানি।
সেই জন্যই ত, তোমার বাধ-বাধ ভাব দেখে
আমার এত ভয় হচ্ছে। যারা অকৃতজ্ঞ, শঠ,
প্রতারণক, তারা এমনি সব চাতুরী করেই
থাকে। কিন্তু তোমার মত ধর্ম্মভীরু নিষিকার
লোকের এরূপ কুণ্ঠিত ভাব দেখলে মনে হয় যে,
মনের রুদ্ধ কথা বেশ ক'রে ওজন না ক'রে হঠাৎ
প্রকাশ করতে পারছে না।

ইয়া। কেশিয়োর কথা আমি হলপ প'ড়ে বলতে
পারি, হজুর, তাঁকে ধর্ম্মভীরু সম্বন্ধে ব'লে আমার
ধারণা।

ওথেলো। আমরাও ত সেই ধারণা।

ইয়া। হজুর, মানুষের ভেতর বার দুই এক হওয়া
উচিত। নইলে দেখতে বেশ মিষ্টি, কিন্তু হাড়ে
টক, সে ত লোক-ঠকানো মাখাল ফল।
বাইরের মানুষটির যেমন ভাবভঙ্গী, ভেতরের
মানুষটির প্রকৃতি ঠিক তেমনি হওয়াই উচিত।
এর অত্থা হওয়া ভাল নয়, হজুর! যে দেখায়
ভাল, তার সত্য ভাল হওয়াই ভাল।

ওথেলো। সে ত ঠিক। বাইরে, ভেতরে, এক
হওয়াই উচিত।

ইয়া। তা হ'লে ত আমার অনুমান ঠিক, হজুর,
কেশিয়ো বাইরে যেমন, ভেতরেও তেমনি খুব
ভাল লোক।

ওথেলো। তোমার এ কথারও কোন গূঢ় অতিসন্ধি
আছে। আমি তোমায় মিনতি করছি, আমার
কাছে কিছু গোপন কোর না। তোমার মনে
যে ভাবের উদয় হচ্ছে, নিজের মনের সঙ্গে যেমন
ক'রে কথা কও, তেমনি ক'রে আমায় সব খুলে

বল। তোমার মনের ভাব যেমন কুৎসিত হোক, তেমনি কুৎসিত ভাষায় তা প্রকাশ কর।
ইয়া। এ আদেশ করবেন না, হুজুর, এ আদেশ করবেন না। আমার মাপ করুন। যদিও আমি আপনার অধীন, আপনার আদেশ-পালন আমার কর্তব্য; কিন্তু হুজুর, একজন ক্রীতদাসের যে স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতাটুকুও কি আমার নাই? মনের কথা প্রকাশ করতে ক্রীতদাসের ওপর কেউ জোর করতে পারে না। মনের কথা খুলে বলব? ধরুন, আমার মনে যদি কোন কুৎসিত মিথ্যা ভাবেরই উদয় হয়ে থাকে! প্রভু, কোথায় এমন পবিত্র প্রাসাদ আছে, যেখানে অপবিত্র পদার্থ একেবারে প্রবেশ করতে পারে না? কার এমন নির্মল অন্তর—যেখানে সূচিস্তার সঙ্গে কুচিস্তা একাঙ্গনে বসে না? এমন সাদা মন কার আছে, যেখানে কালির দাগ কখন পড়ে না, কখন ময়লা জমে না?

ওথেলো। তুমি বন্ধুদ্রোহী—যদি তার অনিষ্ট হচ্ছে, সন্দেহমাত্র করেও নীরবে থাকো।

ইয়া। প্রভু, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, আমার কুটিল মন কেবল দোষ অবেষণ করে। সংশয় কখন কখন নির্দোষীকেও দোষী মনে করে। তাই, হুজুর, আমার মিনতি, আপনি বিচক্ষণ, আমার মত খুঁতে লোকের কথা ধরবেন না। কখন কি দেখেছি না দেখেছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার মনকে অনর্থক যন্ত্রণা দেবেন না। হুজুর, তাতে আপনার কোন ইষ্ট হবে না, কেবল অশান্তি বাড়বে, আর আমার পক্ষেও ভেদময় কথা বলা ভদ্রতা নয়ই, বুদ্ধিমানের কাজও হবে না, আর মনুষ্যস্বত্ত্বও নয়।

ওথেলো। কি বলছ? এ সব কথার অর্থ কি?

ইয়া। প্রভু, জীবনের সার রত্ন স্মরণ সংসারে।
অর্থ হরি' লয় যেই জন,
হরে মাত্র জগাল কেবল,
মূল্য কিছু নাহি তার।
ছিল অধীন আমার,
আজি তার—
এই ভাবে সেবে অর্থ শত শত জনে।
কিন্তু হায়, হরে যেই স্মরণ রতন,
ময় ধনে ধনী নাহি হয় সেই জন,
কিন্তু করে মোরে দীন হতে দীন।

ওথেলো। যে উপায়ে পারি, তোমার মনের কথা আমি জানবই।

ইয়া। কথখনো পারবেন না। আমার মনটা আপনার মুঠোর ভেতর পুরে দিলেও নয়। আর যতক্ষণ আমার অধিকারে থাকবে, ততক্ষণ ত নয়ই।

ওথেলো। ও—ও—

ইয়া। সাবধান, সাবধান, প্রভু,
সংশয় বিষম শত্রু দাম্পত্য-জীবনে!
এই দুরন্ত রাক্ষস
সর্বনাশ করি—শেষে করে উপহাস।
কুলটার পতি
জানি' আপন দুর্গতি—
অন্ধপ্রায় আঁখি মুদে হাসে,
যারে ভাল নাহি বাসে
অনায়াসে গছে তার প্রতারণ।
কিন্তু হায়,
নরক-যন্ত্রণা পলে পলে সহ—
ভালবেসে যেই জন দহে ঈর্ষানলে!

ওথেলো। ওঃ কি দারুণ!

ইয়া। সম্ভোষ যত্নপি রহে দারিদ্র্যের সনে
দীন—সে ত রাজরাজেশ্বর
কিন্তু,
হারাই হারাই শঙ্কা সদা মনে যার,
অগীম সম্পদ তার
নিষ্ফল বন্ধ্যার প্রায়—
দীন হ'তে দরিদ্র সে জন।
ভগবান, কর ত্রাণ
দুরন্ত ঈর্ষার গ্রাস হ'তে।

ওথেলো। কেন? কেন? ভেবেছ কি মনে
সংশয়ের সনে যাপিব জীবন চির?
প্রতিদিন নবীন সন্দেহ
পালিব হৃদয়মাঝে—ভেব না ভেদময়।
সংশয় উদয় মাঝে
পরীক্ষায় করিব নিশ্চিত।
গুরুতর চিন্তা পরিহরি,
শব্দ অসুমান সম—
বায়ুগুণ্ড অসার কল্পনা
যেই দিন দূর করি' করিব আশ্রয়,
কামাতুর ছাগপশু সনে
তুলনা করিয়ে মোর!
পত্নী ময় রূপবতী,—
আহার-বিহারে,

নৃত্যগীত হান্স-পরিহাসে
ভালবাসে বঞ্চিত সময়,—
নয় সে ত সংশয়-কারণ ?
নিষ্কলঙ্ক নির্মল অন্তর যার,
এ সকল গুণ হয় অলঙ্কার তার।
নাহি রূপ মম রমণী-বাহিত,
নাই—নাই, সে কারণে
সন্দেহ বা ভীত নহি আমি।
অন্ধ সম সে ত
পতি ব'লে বরেনি আমার।
না, না, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বিনা,
কুলটা বলিয়ে
সংশয়ে না হৃদে দেব স্থান ;
পরে পরীক্ষায় করিব নির্ণয়।
পাব যবে নিশ্চিত প্রমাণ
সত্য মিথ্যা অপরাধ তার,
জেনো স্থির,
হয় প্রেম, নয় ঈর্ষা দিব বিসর্জন।

ইয়া। আঃ—বাঁচলুম, হজুর ! প্রভুর প্রতি আমার
কত ভক্তি, কেমন অনুরাগ, কিরূপ কর্তব্য,
অসঙ্কোচে এখন তার পরিচয় দিতে পারব।
আমার হৃদয়, মন, সব আপনার সামনে
উন্মুক্ত ক'রে ধরব। ধরব কেন, এখনই
ধরছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, হজুর, আমি
আপাততঃ প্রমাণের কোন কথাই বলছি না।
আমার কেবলমাত্র অনুরোধ, কর্ত্রীর উপর একটু
সতর্ক লক্ষ্য রাখবেন। কেশিয়োর সঙ্গে কিরূপ
ব্যবহার করেন, ভাল ক'রে দেখবেন। নিশ্চিন্ত
থাকবেন না, কিন্তু সাবধান হবেন, আপনার
দৃষ্টিতে কোনরূপ সন্দেহের লক্ষণ না প্রকাশ
পায়। আপনার উদার হৃদয়, মহৎ প্রকৃতি, তাই
বলেই যে কেউ আপনাকে ঠকাবে, এ কি আমি
সহ করতে পারি ! খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। আমি
আমাদের দেশের নারী-প্রকৃতি খুব ভাল রকমই
জানি। ও দেশের মেয়েদের স্বভাব কিরূপ
জানেন ? ধর্মের দায়ে খালাস হোক না হোক,
স্বামীর চোখে ধুলো দিতে পারলেই হ'ল ! পাপ
কাজ ক'রে ছাপাতে পারলে আর তাকে পাপ
ব'লে মনে করে না।

ওথেলো। বল কি ? এ কি সত্য !

ইয়া। আপনাকে বিবাহ ক'রে বাপের সঙ্গে
প্রভারণা করলেন। আপনাতে যখন তিনি
সত্য মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাবে দেখাতেন

কেমন,—যেন আপনাকে দেখলে তাঁর হৃৎকম্প
হয়।

ওথেলো। ঠিক। সেই রকম ত দেখাত।
ইয়া। এই তবেই বুঝুন। মশাই, সেই কাঁচা
বয়সে তিনি বুড়ো বাপের চোখে ধুলো দিয়ে-
ছিলেন ! আপনার শ্বশুর মশাই ত ভেবে-
ছিলেন, কোন যাতুবিজ্ঞাবলে আপনি তাঁর
কন্যাকে বশ করেছেন। হজুর, আপনাকে
খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, যদি তা অপরাধ হয়,
আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি করি, আমার
মার্জনা করবেন।

ওথেলো। আমি তোমার এ উপকার কখন বিস্মৃত
হব না।

ইয়া। প্রভু, দেখছি, আপনার মন বিচলিত হয়ে
উঠেছে।

ওথেলো। কিছু না—কিছু না।

ইয়া। না, হজুর, আমার ভয় হচ্ছে, আপনি
সত্যই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। শুধু আপনার
প্রতি আমার অনুরাগ ব'লেই মনের কথা ব'লে
ফেলেছি ; কিন্তু দেখছি, প্রকাশ ক'রে ভাল
করিনি, আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন।
আমার মিনতি রাখুন, যা সব বললুম, সহসা
তার কোন দুষ্ট সিদ্ধান্ত করবেন না। মনে
রাখবেন, এখনও আমার সন্দেহ মাত্র, আপনি
আর গুরুতর কিছু ভাববেন না।

ওথেলো। না—কিছু ভাবব না।

ইয়া। তা যদি ভাবেন, তা হ'লে মহা অনিষ্টপাত
হবে। আমার সেক্সপ উদ্দেশ্য নয়, হজুর।
কেশিয়ো আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। এ কি
প্রভু, আপনাকে যথার্থই বিচলিত দেখছি।

ওথেলো। না না, তেমন কিছু নয়। তাকে কি
আমি কুলটা ব'লে ভাবতে পারি।

ইয়া। ভগবান করুন, তিনি চিরদিনই আপনার
বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে থাকুন, এবং আপনারও
মনে চিরদিন এমনি ভাব থাকুক !

ওথেলো। কিন্তু তবু এমন অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি
ত—

ইয়া। ঠিক ঠিক। এই কথা—অস্বাভাবিক
প্রবৃত্তি—প্রভু, সাহস ক'রে একটা নিবেদন
করি—এই ধরুন না কেন,—স্বদেশী, স্ববর্ণ, সমান
অবস্থার লোকের সঙ্গে কত সম্বন্ধ এল গেল,—
সমানে সমানে মিল হয়, এই তো মানুষের
স্বাভাবিক ধর্ম—কিন্তু ছিঃ, এ কি ! এমন জঘন্য

প্রবৃত্তি, অসামঞ্জস্য ভাব, অস্বাভাবিক খেয়াল—
এতে কি মনে হয়?—আমায় ক্ষমা করুন, আমি
কর্ত্রীর সম্বন্ধেই যে এ সব কথা বিশেষ করে
বলছি, তা নয়। কিন্তু আমার ভয় কি
জ্ঞানেন—যদি কখন ভুল বুঝতে পেরে আপনার
সঙ্গে স্বজাতি স্ত্রীর সব যুবাদের তুলনা করে
তার মনে অসুখতাপ হয়? যদি ভাবেন—
আপনাকে বিবাহ করে অতি গহিত কাজ
করেছেন—

ওথেলো। থাক থাক—এ সব কথা এখন থাক!
যদি কখন কিছু তোমার নজরে পড়ে, আমাকে
জানিয়ে। তোমার স্ত্রীকেও বলে দিয়ে, যেন
সে-ও ভাল করে লক্ষ্য রাখে। আচ্ছা, আচ্ছা,
এখন তবে তুমি যাও।

ইয়া। নমস্কার, প্রভু! (গমনোত্তম)
ওথেলো। হায়, কেন আমি বিবাহ করলুম! এ
লোকটা অতি সজ্জন। যা দেখেছে, যা জানে,
তা, সব আমায় বললে না।

ইয়া। (ফিরিয়া) দেহাই প্রভু, এ বিষয় নিয়ে আর
বেশী তোলাপাড়া করবেন না। সময়ে আপনি সব
প্রকাশ হবে। আর এক কথা, কেশিয়ো যদিও
অতি কার্যদক্ষ লোক, তার পক্ষে তাকে এখনই
বাহাল করা উচিত, তবে কিছুদিন টালমাটাল
করে রাখলে হয় না? তা হ'লে তার সম্বন্ধে
অনেক কথা বোঝাবার সুযোগ হবে। দেখাই
যাক না, সে কি করে! দেখুন না, তাকে
বাহাল করবার জন্ত কর্ত্রীই বা আপনাকে কতটা
জোর-জবরদস্তী করেন। এই সব থেকে অনেক
কথা বোঝা যেতে পারবে। ইতিমধ্যে আপনি
আত্মহারা হবেন না। আপাততঃ ধরে নেবেন
যেন আমি ভয়ে সংশয়ে একটু-বেশী ব্যস্ত হয়ে
পড়েছি। আর সম্ভবত তা-ই। সে জন্ত আমার
মিনতি, কর্ত্রীর সঙ্গে আপাততঃ নির্দোষীর মত
ব্যবহার করবেন। কোন বিষয়ে কোন রকম
বাধা দেবেন না।

ওথেলো। তোমার ভয় নেই, আমি ঠিকমত চলব।
ইয়া। তবে নমস্কার প্রভু!

[প্রস্থান।]

ওথেলো। অতি সাধু, সরল-প্রকৃতি এই জন,
বিচক্ষণ সম বুঝে লোক-ব্যবহার।
দ্বিচারিণী বলি
পাই যদি নিশ্চিত প্রমাণ,

ছিন্ন করি হৃদিতন্ত্রী মোর
উড়াইয়ে দিব বিহঙ্গিনী—
স্বৈচ্ছাচারী স্বৈরিণীর গতি।
নির্মম হইয়ে
কুলটায় করিব বর্জন।
কুৎসিত আকৃতি মম,
বিলাসী যুবীর সম নহি মিষ্টভাষী,
বয়স পড়েছে চলি—
নহি তবু স্থবির এখনো—
সম্ভবত এই হেতু প্রভারিত আমি,
কুলটা অঙ্গনা।
প্রবঞ্চনা করেছে আমায়—
ঘৃণাই এখন মম পরম সাধনা।
নিদাক্ষণ অভিধাপ বিধাতার—
পরিণয়ে হয় যাত্রা দেহের বন্ধন।
স্বৈচ্ছাচারী লালসা নারীর
বৃত্তিকায় ভজে অতঃজনে।
বরঞ্চ বীভৎস ভেকরূপে
বিষময় অন্ধরূপে করিব বসতি—
পুতি-বাস্পে পুষ্টি করি বপু—
তবু প্রেমরাজ্যে মম
এক তিল অধিকার না দিব কাহারে।
[কিন্তু হায়,
এই ব্যাধি প্রবল সম্রাস্ত ঘরে;
দরিদ্র সংসার
নাহি জানে হেন ব্যভিচার।
উচ্চ বংশে দুর্নিবার দুর্দৃষ্ট হেন।
ভাগ্যের বিধানে আজ্ঞা-চিহ্নিত
কুলটার পতিক্রমে মোরা।]
ভার্যা মম এই যে আগত।
দ্বিচারিণী—এই দেবী।
যত্নপি সম্ভব,—স্বর্গ-পবিত্রতা
পরিহাস করে আপনার।—
কখন না, কত নাহি করিব প্রত্যয়।

(ডেজুডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রবেশ)

ডেজু। এখানে একলাটি কি ভাবছ? আহা!
প্রস্তুত। তোমার নিমন্ত্রিত সব উপস্থিত—
তোমার প্রতীক্ষা করছে।

ওথেলো। আমার অপরাধ হয়েছে।

ডেজু। কেন এমন মনমরা হয়ে কথা কচ্ছ? কিছু

অসুখ করেছে নাকি?

ওথেলো। হুঁ—মাথাটা বড় ধরেছে।

ডেজ্। হবেই ত, যে কাজের ভিড় ! তা হোক, ও
এখনি সেরে যাবে। এস দেখি, ভাল ক'রে
বঁধে দি, এখনি ভাল হবে।

ওথেলো। তোমার রুমাল যে একটুখানি।

(রুমাল খুলিয়া ফেলিলেন এবং উহা
নীচে পড়িয়া গেল)

ওথেলো। থাক থাক, চল আমরা শীঘ্র যাই।

ডেজ্। তোমার শরীর ভাল নেই, আমারও মনে
স্বুতি নেই।

[ওথেলো এবং ডেজ্ ডিমোনার প্রস্থান।

এমি। ভালই হ'ল, রুমালখানা পড়ে পাওয়া গেল।
এইখানিই সেনাপতির প্রথম প্রণয়-উপহার।
কর্তাটি আমার যা ধরবেন, তা চাই। এইখানি
চুরি করবার জন্তে কত সোহাগ কত আদর,
কত সাধাসাধি। এ দিকে সেনাপতিরও মাথার
দিব্যি, রুমালখানি যেন না হারায়। সেই জন্তে
সখীর এখানি যেন প্রাণের প্রাণ। দিন-রাত
বুকে ক'রে থাকে, এর সঙ্গে কথা কয়, একে
সোহাগ ক'রে কত চুম্ব খাওয়া হয়। ঠিক এমনি
আর একখানা রুমালের পাড় বুনিয়ে নিয়ে
কর্তাকে দেব। এ নিয়ে যে তার কি হবে,
তগবানু জানেন। আর আমার জানবারই বা
দরকার কি ? যেমন ক'রে হোক, কর্তাটিকে
খুসী করতে পারলেই হল।

(ইয়োগোর প্রবেশ)

ইয়া। কি ! তুমি একলা হেথায় কি করছ ?

এমি। ধমকাবেন না মশায় ! আপনাকে একটি
জিনিষ দেব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি।

ইয়া। কাকে ? আমাকে ? জিনিষ ? তা হলেই
বোঝা গেছে, সে জিনিষের কোন দাম নেই।
যেখানে সেখানে মেলে।

এমি। কি, বল দিকি ?

ইয়া। এই তোমার মত, একটি নির্কোষ স্ত্রীলোক।

এমি। তাই না কি ? সেই রুমালখানা যদি তোমায়
দিতে পারি, তবে কি বক্শিস দাও ?

ইয়া। কোন রুমাল ?

এমি। কোন রুমাল ? জানেন না যেন। সেনাপতির
সেই প্রথম উপহার, যা চুরি করবার জন্তে উঠে
বসতে ছ'বেলা আমার জ্বালাতন করেছ।

ইয়া। চুরি করেছ না কি ?

এমি। পোড়া কপাল ! চুরি করতে যাব কেন ?

গিন্নীর হাত থেকে অসাবধানে পড়ে গেল, সুরযোগ
পেয়ে আমিও তুলে নিলাম। এই দেখ।

ইয়া। বাহবা ধনি ! কই দাও, দাও।

এমি। সেটি হচ্ছে না ! আগে বল, এ রুমাল নিয়ে
কি করবে ? চুরি করবার জন্তে আমাকে অত
মাথার দিব্যি দিয়েছিলে কেন ?

ইয়া। (রুমালখানা সহসা কাড়িয়া লইয়া) সে
খবরে তোমার কাজ কি, চাঁদ ?

এমি। দেখ, যদি তোমার বিশেষ দরকার না থাকে
ত আমায় ফিরিয়ে দাও। এ রুমাল না দেখতে
পেলে আমার সখী পাগল হবে।

ইয়া। তুমি ভাব দেখিয়ে, যেন কিছু জান না, এ
রুমালে আমার ভারি দরকার। তুমি আর
এখানে দাঁড়িয়ে থেক না, যাও।

[এমিলিয়ার প্রস্থান।

রাখিব রুমাল ল'য়ে কেশিয়োর বাসে—

যাহে অনায়াসে করগত হয় তার।

অতি তুচ্ছ বায়ুসম অসার প্রমাণ—

সংশয়ী মন

শাস্ত্রবাক্য সম গণে গুরুতর করি।

কে জানে এ হ'তে—হ'তে পারে কিছু কাজ।

চলেছি যে বিষ সেনাপতির শ্রবণে,

ক্রিয়া তার প্রত্যক্ষ এখনি হেরি।

মর্শাস্তিক দুষ্টিস্তাপ্রভাব—

স্বভাবতঃ বিষময়,

কিন্তু

প্রথমে বিশ্বাস তার নহে অমূল্যত।

ক্রমে ধীরে মিশিলে রুধিরে,

অধীর করিয়ে

জলে যেন গন্ধকের খনি—

বলেছি এ কথা।

হের, দেখ আসিতেছে সেনাপতি হেথা।

নাহি হেন মহৌষধি মাদক ধরায়,

তন্ত্র-আকর্ষণকারী পানীয় এমন,

যাহে স্ননিদ্রা আনিবে চক্ষে তব—

কল্যা যাহা ভুঞ্জিয়াছ,

এ জীবনে আর না ভুঞ্জিবে !

(ওথেলোর পুনঃ প্রবেশ)

ওথেলো। ওঃ, আমার সঙ্গে প্রতারণা।

ইয়া। সেনাপতি, এখনও সেই সব মনে করছেন ?
আর কেন ?

ওথেলো। দূর হও, দূর হও তুমি,
কণ্টক-খষায় নিক্ষেপ করেছ মোরে !
সত্য কহি,
হেন অস্পষ্ট ধারণা হ'তে
শতগুণে সত্যের বলহু ভাল।

ইয়া। কি বলছেন প্রভু ?

ওথেলো। ছিল কি গোচর মম
গুপ্ত প্রেম-ব্যবহার তার ?
দেখি নাই, ভাবি নাই মনে কোন কথা,
এ দারুণ ব্যথা ছিল না অন্তরে মম—
কি অনিষ্ট ছিল মম তায় ?
বঞ্চিতাম আমোদে প্রমোদে,
সুনিদ্রায় হ'ত মম সুপ্রভাত নিশি।
প্রণয়ীর গোপন চুষন—
পাই নাই পরিচয় অধরে তাহার।
হৃত ধন যার, যদি সেই জন
নষ্ট-দ্রব্য-অভাব না করে অহুতব,
চৌধা-কথা না শুনিলে কাণে—
অপহৃত নহে সে ত আর ?

ইয়া। আপনার কথায় আমি মর্ম্মাহত হচ্ছি।

ওথেলো। [ওহো]

সমগ্র শিবির সনে পাপ আচরণে
ভাষ্য মম কলঙ্কিত হ'ত যদি,
না জানিলে আমি,
রহিতাম অজ্ঞতা-আঁধারে সুখে।]
হায় ! ফুরাইল—
চিরন্তরে সুখ শাস্তি সন্তোষ আমার।
ফুরাইল মহাহব, ভৈরব উৎসব—
বৈরিনাশ-অভিলাষ পূণ্য ব্রত যার।
রগস্থল—সুসজ্জিত চতুরঙ্গ দল,
তুরঙ্গ উল্লাস, ভেরীর উচ্ছ্বাস,
শ্রবণ-বিদারী তুরী'রব
দুন্দুভির উন্মাদিনী ধ্বনি,
আর কি দানিবে আনন্দ অন্তরে মোর !
বিজয়-পতাকা—
বীরগর্ভ অরিখর্ষকর,
মহামার মহা আড়ম্বর—
সমর গৌরব সব ফুরাইল হায় !
জিনি কোটি বজ্রের বহুকার
কঠোর হুকার যার,
জীবঘাতী মহা অস্ত্রচয়,
অভাগায় দেহ চিরবিদায় এখন,
জীবনের ব্রত মম সাদ এত দিনে।

ইয়া। একি সম্ভব প্রভু ?

ওথেলো। নরাধম ! জেনো স্থির,
(গ্রীবাদেশ ধারণ)

কুলটা বলিয়ে
দিতে হবে, দিতে হবে নিশ্চিত প্রমাণ—
চাক্ষুষ প্রমাণ চাহি, নহে সত্য কহি,
ছিল ভাল হতে যদি ঘৃণিত কুকুর।
নরাকারধারী হয়ে
নাহিক নিস্তার ভব
প্রজ্জলিত ক্রোধানলে মোর।

ইয়া। শেষ এই হ'ল।

ওথেলো। চাহি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ,—নহে,
অকাট্য প্রমাণ—
যাহে সংশয়ের স্থান
ভিলমাত্র নাহি রহে।
নহে—জেনো, তব নিকট শমন ?

ইয়া। প্রভু—প্রভু—

ওথেলো। যদি মম নির্ঘাতন যন্ত্রণা-কারণ
ক'রে থাক অলীক এ কুৎসার স্বজন—
জেনো স্থির,
যদি পরিহর দেব-উপাসনা,
দয়া-মায়া দাও বিসর্জন
যদি প্রকট ধরায়—
দানবীয় কল্লনায় তব
আছে যত বিভীষিকা ছবি—
ভয়ঙ্কর হ'তে ভয়ঙ্কর,—
হেরি যাহে শুদ্ধ হবে লোক,
দেব-চক্ষে বহিবে প্রবাহ,
তবু এই নারকীয় কুৎসার অধিক
স্বজিতে নারিবি কিছু,
মজিবারে অনন্ত নরকে।

(ইয়োগোকে ভূপাতিতকরণ)

ইয়া। ভগবান, রক্ষা কর। মশায়, আপনি মায়াবী,
না হিতাহিতচৈতন্যবজ্জিত জড়পদার্থ ? আপনার
মদল হোক ! আর নয়, আমার ইস্তাফা নিন্।
হা রে হতভাগ্য মুঢ় ! অকপট ব্যবহার যেখানে
পাপ, সেখানে তোর জীবন-ধারণ করাই ধিক্।
ইসিয়ার ! ইসিয়ার ! সরলতা, স্পষ্টকথা,
সংসারে নিরাপদ নয়। মহাশয়, আপনাকে
অগণ্য ধন্যবাদ ! আপনি আজ আমার মহা
উপকার করলেন। এখন থেকে সাবধান হব,
কাউকে আর বন্ধু ব'লে গণ্য করব না।
ভালবাসা দেখছি মহা অপরাধ।

ওথেলো। যেয়ো না—দাঁড়াও। আমার মনে হয়, তুমি সজ্জন; কিন্তু তোমার অকপট সত্য বলা উচিত।

ইয়া। তার চেয়ে আমার শিক্ষা হওয়া উচিত, যে সরল ব্যবহার করে সে ঘোর মূর্থ। যার জন্তে চুরি করে, শেষে সেই বলে চোর। যার কার্যে প্রাণপণ করে, শেষে সেই বিমুখ হয়।

ওথেলো। এ কি দ্বন্দ্ব অন্তরে আমার!

বৃণ্যমান মতি—

এই মনে হয় সত্য এই দ্বিচারিণী,

ভাবি সত্য দোষারোপ তব,

মনে হয় মিথ্যা বলি পুনঃ!

প্রমাণ—প্রমাণ চাহি।

নির্মল চন্দ্রমাসম ছিল যার নাম,

এবে কলঙ্ক-কালিমা মাখা—

কুৎসিত বদন সম মোর।

তীক্ষ্ণ অস্ত্র, রজ্জু, কিংবা বহি, হলাহল,

ধ্বাসহর সলিলপ্রবাহ—

শত শত প্রতিশোধ উপায় থাকিতে

অপমান সহিব না কভু।

হায়,

এই দণ্ডে হয় যদি সংশয়-মোচন।

ইয়া। দেখছি, আপনি সর্বনাশী ক্রোধে অভিভূত হয়েছেন। আমার আক্ষেপ হচ্ছে, কেন আপনাকে সব কথা বল্লুম!—সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান?

ওথেলো। চাই কি? নিশ্চিত হব।

ইয়া। ইচ্ছা করলে হ'তে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে কেমন ক'রে? কি রকমে সংশয়মুক্ত হতে চান?

[স্বচক্ষে তাদের প্রেমালোপ দেখে?]

ওথেলো। ওঃ, কোথা মৃত্যু, কোথায় নরক?

ইয়া। আমার মনে হয়, তেমন ক'রে তাদের ধরা স্ককটিন। [এক শয্যা শয়ন, তাদের নিজের চক্ষু ছাড়া আর কোন নরচক্ষুর গোচর হওয়া সম্ভব নয়।] এত বর্বর তারা নয়। তা হ'লে উপায়? কি ক'রে ধরা যায়? কি বলব? সংশয়মুক্তির তা হ'লে কি কোন উপায় নাই? [মাতাল, মূর্থ, কি জন্তুর মত নিতান্ত লজ্জাহীন হলেও এক প্রস্থে তাদের হাতে-নাতে ধরবার কোন সম্ভাবনা নাই।] তবু বলি যদি আগাগোড়া সকল অবস্থা বিবেচনা ক'রে এই দোষারোপের সত্যাসত্য নিরূপণ করা যায়,

আর তাতে যদি আপনার সংশয়মুক্তি হয়, সে প্রমাণ দিতে পারি।

ওথেলো। সে যে ভ্রষ্টা—তার জীবন্ত প্রমাণ চাই। ইয়া। দেখুন, কার্যটি আমার মনোগত নয়, তবে নির্বোধের মত সত্যের খাতিরে, আর আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি বলেও বটে, যখন এতটা এগিয়ে পড়েছি, তখন ফিরব না। শুধুন, সম্প্রতি একদিন আমি কেশিয়োর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছিলুম। শুধুম বটে, মশায়, কিন্তু দাঁত-শুলুনির জন্তে সারা রাত ঘুম হ'ল না। আপনার বোধ হয় জানা আছে, কতক-গুলো লোক আছে, যাদের মনের মোটে আঁটলাঁট নেই। কোথায় কবে কি করেছে না করেছে, ঘুমতে ঘুমতে সেই সব কথা বিড় বিড় ক'রে বকতে থাকে। আমাদের সহকারীটিও এই ধাতের। মশায়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বললে কি—“প্রিয়তমে ডেজ্‌ডিমনা, খুব সাবধান, আমাদের এ গুপ্ত প্রেম যেন প্রকাশ না হয়!” তার পর ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল, “হায় রে, অভিশপ্ত নিয়তি কেন তোমায় ঐ কালো ভূতের হাতে অর্পণ করলে?”

ওথেলো। ওঃ, অসহ! অসহ!

ইয়া। বিচলিত হবেন না, স্বপ্ন বৈত নয়।

ওথেলো। হোক স্বপ্ন, এ স্বপ্ন সত্যের পুনরতিনয়।

এ স্বপ্ন মনে ঘোর সন্দেহের উদয় করে।

ইয়া। তা বটে। আর পরে যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাও কতদূর সত্য মিথ্যা বোঝা যেতে পারে। আর ক্ষীণ প্রমাণকে ত দৃঢ়তর করেছে।

ওথেলো। আমি সে কুলটাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেলব।

ইয়া। স্থির হোন, বিশেষ বিবেচনা ক'রে কাজ করতে হবে। চাক্ষুষ প্রমাণ এখনো কিছু পাওয়া যায়নি। এখনো প্রমাণ হ'তে পারে, হয় ত তিনি নির্দোষ সত্য। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার স্ত্রীর হাতে কখনো কি একখানা রুমাল দেখেছেন? বেশ সুন্দর কাজ করা, লতাপাতা ফুলতোলা।

ওথেলো। সে রুমাল ত আমিই তাকে দিয়েছি।

আমার প্রথম প্রণয়-উপহার।

ইয়াগো। সে কথা আমি জানিনে মশাই, কিন্তু তেমনি একখানা রুমাল—সেখানা আপনার

স্বীরই বটে—আজ দেখলুম, তা দিয়ে কেশিয়ো
দাড়ি সাফ করছেন !

ওথেলো। যদি সত্য সেই ক্রমাল হয়—
ইয়া। সেইখানাই হোক, কি আপনার স্বীর আর
কোন ক্রমালই হোক, অত্যাচার প্রমাণের সঙ্গে
এটাকে ত খুব গুরুতর বলেই ধরতে হবে।

ওথেলো। হায়, থাকিত যতপি
শত সহস্র জীবন দুরাচার,
ক্ষুদ্র এক প্রাণ, মম প্রতিহিংসানলে
অতি তুচ্ছ আছতি সে।
সত্য অপরাধ,
নাহিক সংশয়মাত্র আর।

হে স্নহৃদ,
হের, এই দণ্ডে হৃদি হতে মম
সব প্রেম, বাতুলতা
করি দূর একই ফুৎকারে।
অস্তিত্ব নাহিক মাত্র তার।
ওঠ, ওঠ জিঘাংসা করাল।
নরকের শূন্যগর্ভ হতে !
এস ঘৃণা অত্যাচার সনে
মম হৃদি-সিংহাসনে,
মুকুটিত প্রেমরাজ্য কর অধিকার।
বিস্ফারিত হও হৃদি হলহল-তেজে,
বক্ষ মম সর্বের বিবর !

ইয়া। স্থির হোন, স্থির হোন !
ওথেলো। ক্রধির—ক্রধির—ক্রধিরপিপাসী প্রাণ !
ইয়া। ধৈর্য ধরুন, আপনার মন এখনও পরিবর্তন
হতে পারে।

ওথেলো। কখনো না।
প্লাবন-প্রবাহ যবে প্রচণ্ড বেগেতে
ছোটে ধ্বংস লক্ষ্য করি,
মমতায় ফিরে নাহি চায়,—
জেন, সেইরূপ ক্রধির-পিপাসা মম।
পুনঃ প্রেম-মমতায় ফিরে না চাহিবে,
যতদিন প্রতিশোধ বিশাল কবলে
নাহি গ্রাসে দুই জনে।
শোন শপথ আমার—

(হাঁটু গাড়িয়া)

সাক্ষী হও উজ্জল গগন,
বাক্য মম কভু নাহি হইবে লঙ্ঘন।
ইয়া। (হাঁটু গাড়িয়া) তিষ্ঠ ক্ষণকাল এই ভাবে
মহাশয়।
সাক্ষী হও চিরোজ্জল তারকামণ্ডল,

জল স্থল পবন গগন—
ভুবন বেঁঠন করি বিরাজিত যারা—
সাক্ষী হও,
আজি হতে প্রাণ মন বুদ্ধি-বল মম।
ব্যথিত প্রভুর কার্য্যে করিছ নিয়োগ
দিয়ে বিসর্জন
দয়া মায়ী হিতাহিতজ্ঞান,
আজি হ'তে অসঙ্কোচে করিব পালন
রুধিরাক্ত আদেশ তাঁহার।

ওথেলো। তবে অমুরাগে
পাইলাম পরম সন্তোষ।
ধন্যবাদ মুখের কথায় নছে,
কৃতজ্ঞতা করিব জ্ঞাপন—
বিশ্বস্ত কার্য্যের ভার করিয়ে অর্পণ
এই দণ্ডে তবে পরে।
আজি হ'তে তৃতীয় দিবসে
দিতে চাও নিশ্চিত সংবাদ—
বিশ্বাসঘাতক প্রতারক
জীবিত নাহিক আর।

ইয়া। তবে আশ্রয় করিব পালন—
নিশ্চিত মরণ বন্ধুর আমার।
কিন্তু, প্রভু, নারীবধে নাহি প্রয়োজন।

ওথেলো। উচ্ছন্ন, উচ্ছন্ন যাক্ কাম্বুকী প্রেতিনী !
চল যাই, নির্জনে করিব স্থির—
দেবীকৃপা পিশাচীর
স্বরা মৃত্যু সাধিব যেক্রমে।
আজি হ'তে
মম সহকারিপদে বরিহু তোমারে।
ইয়া। আমি তবে ক্রীতদাস চিরদিন তরে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গ-সমীপে

(ডেজ্‌ডিমনা, এমিলিয়া এবং রত্নদারের প্রবেশ)
ডেজ্‌। ওরে, তুই সহকারী-সেনাপতির ঠিকানা
জানিস ?
রত্ন। ওরে বাপ রে, আমার তেমন বুকের পাটা
নয়, মাঠাকরুন।
ডেজ্‌। কেন রে, কেন ?
রত্ন। তিনি সেপাই মাছব, তাঁর ঠিকানা করতে
গেলে আমাকে একেবারে ঠিকানায় পৌঁছতে
হবে।

ডেজ্। আহা, বল না, তিনি থাকেন কোথায় ?
রদ। আজ্ঞে, যেখানে তিনি থাকেন, ঠিক সেইখানে।

ডেজ্। তার মানে তুই জানিস নে।

রদ। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন। ঠিকানা জানিও না, ঠিকানা করতেও পারব না।

ডেজ্। শোন না, কাউকে জিজ্ঞাসা করেও ঠিক করতে পারবি না ?

রদ। আজ্ঞে জিজ্ঞাসা করতে পারব, ঠিক করতে পারব না।

ডেজ্। শোন, তুই তাঁর ঠিকানা খুঁজে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবি, একবার এখানে আসতে। আর বলিস, সেনাপতিকে তাঁর কথা বলেছি, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। পারবি ?

রদ। আজ্ঞে, মনে হচ্ছে পারব। চেষ্টা ক'রে দেখি।]

[প্রস্থান।

ডেজ্। রুমালখানা কোথা ফেল্‌লুম, বল দেখি ?

এমি। তাই ত সখি !

ডেজ্। রাশি প্রমাণ অর্থ হারালে আমার অত দুঃখ হ'ত না। আমাকে বড় ভালবাসেন তাই, নইলে সন্ধি লোকদের মত তাঁর যদি নীচ মন হত, তিনি কি ভাবতেন ! হয় ত কত কি সন্দেহ করতেন !

এমি। কর্তার মনে সংশয়-বিষ নাই না কি ?

ডেজ্। কার ? তাঁর ? না, সে বিষ তাঁর খাতে নেই। তিনি যে দেশে জন্মেছেন, সে স্থানে সর্বপাপহর সূর্য্যদেবের প্রথর প্রভাব। তাঁর নির্মল করে তাঁকেও নির্মল করেছে।

এমি। ঐ যে প্রভু আসছেন।

ডেজ্। আসুন না, আজ্ঞে কেশিয়াকে যতক্ষণ না ডাকিয়ে আনাচ্ছেন, ততক্ষণ আমি ছাড়ছি নে।

(ওথেলোর প্রবেশ)

এখন কেমন আছ ?

ওথেলো। বেশ আছি। (স্বগত) ওঃ—কেমন ক'রে এর সঙ্গে ছলনা করি !—কি দুন্দর !

(প্রকাশে) তুমি কেমন আছ ?

ডেজ্। বেশ আছি।

ওথেলো। দেখি, তোমার হাত দেখি—বাঃ, এ যে দিব্যি রসাল হাত—খুব সরস !

ডেজ্। বার্তিক্য কি শোক-তাপের সঙ্গে ত এখনো এ হাতের পরিচয় হয় নি।

ওথেলো। এ হাত খুব মুক্তহস্ত ! যার এমন হাত, তার হৃদয় খুব উদার—যেমন নরম, তেমনি গরম। এ হাতকে তোমার অতি কঠোর সংযমে রাখা উচিত। কঠোর তপ, পূজা অর্চনা, উপবাস এর বিধান। চঞ্চল উদ্দাম লালসার বশে সহজেই এ হাত প্রলোভনে ভুলতে পারে। বেশ হাত তোমার, খুব দরাজ !

ডেজ্। এ কথা তুমি বলতে পার। এই হাতখানি ত তোমাকে আমার হৃদয় দান করেছে।

ওথেলো। হাঁ, হাতখানি উদার বটে ! সে কালে হৃদয়ই দাতার কাজ করত—হৃদয়ই পাণি দান করত ; এ কালের নূতন বিধান। হাতে কেবল পাণিই দান করে, হৃদয় নয়।

ডেজ্। এখনকার বিধান আমি জানি না ! এখন তোমার কথা রাখো।

ওথেলো। কি কথা, প্রিয়ে ?

ডেজ্। আমি কেশিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছি, তার কথা সে এসে বলবে।

ওথেলো। আমার সন্ধি হয়ে চোখ দে জল পড়ছে। ভারি কষ্ট হচ্ছে ! তোমার রুমালখানা দাও দিকি।

ডেজ্। এই নাও।

ওথেলো। না, না, ও রুমাল নয়। যেখানা আমি তোমায় দিয়েছিলুম।

ডেজ্। সেখানা এখন আমার কাছে নেই।

ওথেলো। নেই ?

ডেজ্। না, সত্যই নেই।

ওথেলো। কি সর্বনাশ ! সে রুমাল এক বুদ্ধা আমার মাকে দিয়েছিল। সে যাহুকরী ছিল। [লোকের মনের কথা বুঝতে পারত। সেই যাহুকরী] আমার মাকে বলেছিল, যতদিন রুমাল তাঁর কাছে থাকবে, ততদিন তিনি স্বামি-সোহাগিনী হয়ে থাকবেন, আর আমার পিতাকেও সম্পূর্ণ বশে রাখতে পারবেন। কিন্তু রুমালখানি হারালে কি ইচ্ছা ক'রে কাউকে দিলে মা পতির বিরাগভাগিনী হবেন, আর আমার পিতাও নূতন প্রেমে আসক্ত হবেন। মৃত্যুকালে মা আমাকে রুমালখানি দিয়ে ব'লে গিয়েছিলেন, যদি কখন বিবাহ করি, আমার স্ত্রীকে সেখানি দিতে। আমি তোমায় সেখানি দিয়েছি। খুব সাবধান ! সেখানি অতি প্রিয় বস্তুর মত চোখে-চোখে রেখো। যদি হারাও, কি কাউকে দাও, তা হলে ঘোর অমঙ্গল হবে।

ডেজ্। বল কি? এ কি সম্ভব?

ওথেলো। সম্ভব কি? সত্য। [সে রুমালের স্মৃত্যে স্মৃত্যে পাকে পাকে কুহক জড়ানো। দু'শ বৎসরের এক বৃদ্ধা কুহকিনী—তার ওপর যখন দেবতার ভর হয়েছিল, সেই সময় সে রুমাল বুনেছিল; মস্তপূত কীট থেকে তার রেশম তৈরী হয়। আর সে রেশম মৃত্যু কুমারীর হৃৎপিণ্ড-রসে রঞ্জিত।]

ডেজ্। বাস্তবিক, এ কি সত্য?

ওথেলো। সত্য—সত্য—সত্য—খুব সত্য! সে রুমাল সাবধানে রেখো, যেন কখন হারায় না।

ডেজ্। এমন জিনিষ আমার হাতে কেন দিলে?

ওথেলো। কেন বল দেখি? হয়েছে কি?

ডেজ্। তুমি এমন উগ্র, উত্তেজিত হয়ে কথা কইছ কেন?

ওথেলো। সত্যি করে বল, নুকিয়ো না! তুমি সে রুমাল নিশ্চয় হারিয়েছ—আর পাওয়া যাবে না।

ডেজ্। ভগবান রক্ষা কর।

ওথেলো। তবে সত্যিই হারিয়েছ?

ডেজ্। না, হারায় নি। আর যদিই বা হারিয়ে থাকে—

ওথেলো। কেমন করে হারাল?

ডেজ্। হারায় নি ত বলছি—

ওথেলো। কই, নিয়ে এস, আমি দেখি।

ডেজ্। মনে করেছ, আমি খুঁজে আনতে পারব না? পারি—কিন্তু কখন ত আনব না। বুঝেছি, বুঝেছি—এই ছল করে আমার কথা চাপা দিচ্ছ। তা হবে না। তুমি এখনি কেশিয়াকে তার কাজে নিযুক্ত কর।

ওথেলো। তুমি যাও, আগে রুমাল এনে আমাকে দেখাও। আমার মনে নানা আতঙ্ক হচ্ছে।

ডেজ্। যাও, আর অত ভয় দেখাতে হবে না।—কেশিয়োর মত অমন উপযুক্ত লোক আর পাবে না।

ওথেলো। রুমাল—

[ডেজ্। আমার কথা রাখ, কেশিয়োর কথা কও।

ওথেলো। রুমাল—]

ডেজ্। যে তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করে, ভালবাসে; যে মনে জানে তোমার আশ্রিত; যার ভালমন্দ সব তোমার ওপর নির্ভর; একসঙ্গে দুজনের মাথার ওপর দিয়ে কত আপদ বিপদ গিয়েছে—

ওথেলো। রুমাল—

ডেজ্। দেখ, সত্যি কথা বলতে দোষ তোমারই—
ওথেলো। দূর—

[ওথেলোর প্রস্থান।

এমি। সখি, তুমি বলেছিলে না, এঁর ঘাতে রিষ নেই?

ডেজ্। কখনই ত এ রকম দেখিনি। নিশ্চয়ই সে রুমালের কোন গুণ আছে। হায়, কেন হারালুম! আমার তারি দুঃখ হচ্ছে!

এনি। [দুদিন ঘর করেই মানুষ চেনা যায় না। আমরা যেন এদের ক্ষিদের খোরাক। যতক্ষণ ক্ষিদে, ততক্ষণ আদর; তার পর পেট ভরলে ওগরাবার পালা।] এই যে কেশিয়ো এসে হাজির, আমার কর্তাটিও সঙ্গে।

(কেশিয়ো ও ইয়োগোর প্রবেশ)

ইয়া। আর অত উপায় নেই, কর্তাকে দিয়েই কাজ বাগিয়ে নিতে হবে। বাঃ বাঃ, তোমার বরাত সুপ্রসন্ন! কর্তা এখানে উপস্থিত। যাও, একটু জোর করে বল।

ডেজ্। কেশিয়ো, সংবাদ কি?

কেশি। দেবি, নূতন সংবাদ আর কি, সেই পুরানো কথা। আমার দয়া করুন। আপনার প্রভূত সহায়তায় যাতে আমি আমার পূর্ব পদ ফিরে পাই, তার উপায় করুন। আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে থাকে আমি পূজা করে থাকি, তাঁর দয়া থেকে যাতে না বঞ্চিত হই, এ আপনাকে করতেই হবে। [কিন্তু যা-হয় হোক, কাল-বিলম্ব আমার অসহ্য হয়েছে। যদি আমার অপরাধ এমন সাজ্যাতিকই মনে করেন যে, প্রভুর কাছে আমার এতদিনের অমুরাগ, আমার তীব্র অমৃত্যু, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় আমার প্রাণপণ সঙ্কল্প সব নগণ্য হয়, কিছুতেই তাঁর দয়ার উদ্রেক হবে না, কি করব, আমি নাচা। তবে সে কথা আমার জানাই ভাল। তা হলে মনকে কোন রকমে প্রবোধ দিয়ে, আর নিয়তির রূপার ওপর নির্ভর করে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে পারি।]

ডেজ্। কেশিয়ো, তুমি অতি বিনয়ী, অতি নম্র। কিন্তু কি করব। প্রভুর কাছে আমি এখন কোন কথা বললে ফল হবে না। আমার প্রভু আর সে প্রভু নাই। চোখে দেখলে মনে হয় সেই মানুষ, কিন্তু ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম

শাকী! তোমার সম্বন্ধে যতদূর বলবার, বলেছি। কিন্তু আমার জেদে কেবল অসন্তোষভাগিনী হয়েছি মাত্র। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক, আমি এখনও ছাড়ব না, সময় পেলেই আরও বলব। নিজের জন্তে যে সাহস না করি, তোমার জন্তে তা করব। এ ছাড়া এখন আর আমি কি করতে পারি?

ইয়া। সেনাপতি কি রাগ করলেন না কি?

এমি। এই মাত্র ত দেখলেম, ক্রোধে অধীর হয়ে এখান থেকে চলে গেলেন।

ইয়া। কি আশ্চর্য! সেনাপতির রাগ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কামানের গোলায় তাঁর সৈন্তদল ছিন্নভিন্ন হয়েছে—একটা গোলা সন্ন্যাসনের মত এসে তাঁর সহোদর ভাইকে যেন তাঁর হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—কিন্তু সেনাপতির চক্ষে একবার পলক পড়েনি। সেই মানুষের রাগ। যদি হয়ে থাকে ত নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে। আমি সন্ধান নিচ্ছি। সেনাপতির ভাবান্তর কোন তুচ্ছ কারণে হয় নি।

ডেজ। তাই যাও। অগ্রহ করে তুমি একবার সন্ধান নাও, কি হয়েছে।

[ইয়াগোর প্রস্থান।]

নিশ্চয়ই তেনিসের রাজকার্য্যে বিঘ্ন ঘটেছে। আর নয়, এখানকার কোন গুপ্ত বড়যন্ত্র হঠাৎ প্রকাশ হয়ে তাঁর স্থির চিত্ত বিচলিত করেছে। পুরুষ মানুষের এই স্বভাব—মন যখন উচ্চ ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তায় মগ্ন, তখন তুচ্ছ বিষয়ে মিছে রাগরঙ্গ করে। [একটা আঙুলে ব্যথা হলে মনে হয় যেন সর্ব-শরীর টন টন করছে। দেবতা ত আর নয় যে, একেবারে নিরবিকার হবে। আর চিরকালই কি বরের মত বাসরের সোহাগ করবে? সে যে আশা করাই ভুল। থিক্ আগায়! ছি, ছি, তার একটু কঠোর ব্যবহারে মনে মনে কত অভিমান করছি। এই আমি “স্বলোচনা বীরাদনা”—একটুতেই নিষ্ঠুর বলে এত অভিযোগ! সত্যি বলছি, সখি, আমার মন তাঁর বিপক্ষে কত কথাই বলেছিল। এখন বুঝেছি, তাঁর সব কথাই মিছে।]

এমি। তাই হোক, সখি! ভগবান্ করুন যেন রাজকার্য্যই হয়। তোমার ওপর মিছে সন্দেহ করে যেন মাথায় রিষের আগুন না জ্বালেন।

ডেজ। আমি ত সন্দেহের কাজ কখন কিছু করিনি।

এমি। কিন্তু যারা সংশয়ী, তারা কি তা শোনে। করা-করিতে কি আসে যায়, সখি! সন্দ করে স্বভাবদোষে—ও একটা বাই। রিষ—রাক্ষস। ও স্বরস্তু—আপনা হতে জন্মায়।

ডেজ। ভগবান্ করুন যেন সে রাক্ষস কখন না আমার প্রভুর মনকে অধিকার করে।

এমি। ভগবান্ তাই করুন।

ডেজ। যাই, একবার দেখি, কি কচ্ছেন। কেশিয়ো, তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর। যদি সুযোগ পাই, তোমার কথা তুলব। আমার সাধ্যমত কোন ক্রটি হবে না।

কেশি। দেবি, আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

[ডেজ, ডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রস্থান।]

বিয়াঙ্কার প্রবেশ।

বিয়া। বেঁচে থাক, বন্ধু!

কেশি। বাড়ী ছেড়ে এখানে কি মনে করে? কেমন আছ, সুন্দরি। সত্যি বলছি, আমি তোমারই কাছে যাচ্ছিলুম।

বিয়া। আমিও তোমার বাসায় যাচ্ছিলুম। একেবারে এক হুণ্ডা দেখা নেই—সাত দিন সাত রাত। আট কুড়ি আট ঘড়ি! যাকে বসে-বসে এমনি করে সময় গুণতে হয়, সেই জানে, সময় ক্রুরেতে চায় না—একদিন মনে হয়, এক যুগ!

কেশি। রাগ কোর না ভাই! এ কদিন ভারি দুর্ভাবনায় দিন যাচ্ছে। তা হোক, সুদিন পেলে এ বিরহ-ঋণ সুদ-সুদ্র শোধ দেব, সুন্দরি, (রুমাল প্রদান করিয়া) এইখান্নির মত এক-খানি রুমাল আমায় বুনে দাও দিকি।

বিয়া। বন্ধু, এ রুমাল কোথা থেকে এল? ও, বুঝেছি, বুঝেছি! কার সঙ্গে নূতন ভাব হয়েছে—এ তারই উপহার। ও, তাই ত বলি, এত দিন দেখা নাই কেন? আমিই কেবল ভেবে মরেছি। শেব এই হল। বেশ, বেশ।

কেশি। যাও, আর জালিয়ো না। নূতন প্রণয়িনীর উপহার মনে করে তোমার রিষ হচ্ছে। ও সব সন্ন্যাসনের ফোস্ফ্যানি গুন না। এ সন্ন্যাসিনী বুদ্ধি সন্ন্যাসনের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলে দাও। তোমার দিবি, তোমার সন্দ মিছে।

বিয়া। এ রুমাল তবে কার?

কেশি। তা ত জানিনি, ভাই, আমার ঘরে পড়ে ছিল—পড়ে পাওয়া ধন। কিন্তু যে ফেলে গেছে,

সে আজ না হয় কাল সম্ভবতঃ ফিরে চাইবে।
এর কাজটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, তাই
ফিরে দেবার আগে এমনি একখানি তোমায়
দিয়ে বুনিয়ে নেব, ঠিক করেছি। তুমি এখানি
নিয়ে যাও। দেখে, একখানি আমার বুন
দিয়ে। আর এখন এখান থেকে সরে পড়।

বিয়া। সরে পড়ব—কেন?

কেশি। আমি এখানে সেনাপতির সঙ্গে দেখা
করব বলে অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের
মূলরূপ দেখতে পান, সেটা ইচ্ছা করিনি।
তাতে আমার যে খুব সম্মানবুদ্ধি হবে, তাও
মনে করিনি।

বিয়া। তার মানে?

কেশি। তার মানে এ নয় যে তোমায় ভালবাসিনি।

বিয়া। অর্থাৎ—ভালবাস না। বুঝেছি। তা না
হয়, আমার দু'পা এগিয়ে দাও না! তাও
পারবে না? আজ রাত্রেই দেখা পাব কি না,
বল।

কেশি। আমি ত তোমার সঙ্গে বেশী দূর যেতে
পারব না। এখানে আমার সেনাপতির জন্তে
অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমি শীগ্গিরই
তোমার ওখানে যাচ্ছি।

বিয়া। বেশ! যখন পারবেই না, তখন আর
চালা কি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস দ্বীপ—দুর্গ-সম্মুখ

(ওথেলো ও ইয়োগো)

ইয়া। এতে কি মনে হয়?

ওথেলো। মনে হয়? মনে আর কি হতে পারে?
গোপন-চুষন নির্দোষ? এ যে সব সন্ন্যাসিনের
ওপর সন্ন্যাসিনী। মন নিষ্পাপ হলেও একরূপ
ব্যবহার প্রলোভনের উদ্দীপক। সে প্রলোভন
থেকে স্বয়ং ভগবান্ও রক্ষা করতে অক্ষম।

ইয়া। মনে পাপ না থাকলে নিশ্চয় ক্ষমার যোগ্য।
কিন্তু, ধরুন, আমার স্ত্রীকে যদি আমি একখানা
কুমাল দি—

ওথেলো। তাতে কি?

ইয়া। তাতে আর কি—তা হলে ত সেখানা তার
জিনিস—সে যাকে ইচ্ছে তাকে দিতে পারে
না কি?

ওথেলো। তার ধর্মও তার নিজস্ব সম্পত্তি। তাই
বলে তাও কি সে বিলিয়ে দিতে পারে?

ইয়া। ধর্মের কথা, হজুর, আলাদা। সে বস্তু
অশরীরী—চোখে দেখা যায় না। যাদের নেই,
প্রায়ই তারা দেখায় যেন কত আছে! ধর্মের
কথা নয়। কিন্তু কুমালখানা—

ওথেলো। আঃ, আবার সেই কুমাল? ভগবান্,
একেবারে যদি মন থেকে মুছে ফেলতে পারতুম।
হাঁ, তুমি বলেছিলে বটে—মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন গৃহে
অমঙ্গলের অগ্রদূত বায়সের মত আমার স্মৃতিকে
অভিভূত করে আসছে।]—সেই কুমাল
কেশিয়াকে দিয়েছে।

ইয়া। তা দিলেই বা, হজুর।

ওথেলো। বেসুর, বেসুর! এ সুর আগেকার মত
নয়।

ইয়া। যদি বলেই থাকি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সে
আপনার সর্বনাশ করেছে। যদি স্বকর্ণে শুনে
থাকি, সে নানা কথা রটাচ্ছে। [এমন পাশও
অনেক আছে—যারা, হয় প্রেমের ধান্দায়
স্ত্রীলোককে নাছোড়বান্দা হয়ে ভজে, আর নয়
গায় পড়া স্ত্রীলোকের পাশ-ধরায় মজে,—এরা ত
দায় পড়ে নানা কথা রটাবেই।]

ওথেলো। কিছু বলেছে?

ইয়া। বলেছে। কিন্তু, প্রভু, নিশ্চয় জানবেন, যা
উগরেছে, তা ফের গিলে ফেলবে।

ওথেলো। কি রটাচ্ছে?

ইয়া। আজ্ঞে, রটাচ্ছে যে—[সে—যে—কত কি—
জানিনি কি—]

ওথেলো। কি—কি?

ইয়া। নির্জনে আয়োদ-প্রয়োদ—

ওথেলো। আমার স্ত্রীর সঙ্গে?

ইয়া। সঙ্গে বলুন, আর যা-ই বলুন, আপনার যা
অভিযুক্তি।

ওথেলো। কি—কি—আয়োদ-প্রয়োদ—কুমাল
স্বীকার—কুমাল—কবুল—ফাঁসি—আগে বুলুক,
তার পর প্রমাণ। না—না—সর্বশরীর খর
খর করে কাঁপছে—হাওয়ার কাঁপে না—ছাওয়ার
কাঁপে না—কারণ নইলে কার্য হয় না। শুধু
কথায় কাঁপছি নি—আদর—চুষন—ধিক! নাক

—কাণ—ঠোট—এতদূর। সত্যি কি সম্ভব?
কবুল—স্বীকার—কমাল—সমতান—সমতান—
(মুচ্ছা)

ইয়া। ধরেছে—ঔষধ—

বহ বহ গরল-প্রবাহ শিরে শিরে—
সরল বিশ্বাসী নির্বোধ এমনি মজে!
সাধী সত্যি নির্দোষ রমণী
হয় মিথ্যা কলঙ্ক-ভাগিনী।
মহাশয়, মহাশয়—

(কেশিয়োর প্রবেশ)

কেশিয়ো, এ সময়?

কেশি। এ কি ব্যাপার?

ইয়া। সেনাপতির মুচ্ছা হয়েছে। মৃগী-রোগ—
কালও একবার এমনি হয়েছিল।

কেশি। রগের কাছটা বেশ ক'রে ঘসে দাও দিকি।
ইয়া। না, না। জোর করে মুচ্ছা ভাঙলে মুখ দিয়ে
গাঁজলা ভাঙতে থাকবে। দেখতে দেখতে বিকট
উন্মাদের লক্ষণ সব দেখা দেবে। এই নড়ে
উঠেছেন। তুমি একটু সরে যাও। এখনি বেশ
জ্ঞান হবে। সেনাপতি সুস্থ হয়ে এখান থেকে
উঠে গেলে তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ
পরামর্শ আছে।

[কেশিয়োর প্রস্থান।]

হজুর, কি ব্যাপার বলুন দিকি? [আপনার
মাথায় আঘাত লাগেনি ত?]

ওথেলো। ঠাট্টা করছ?

ইয়া। ঠাট্টা, হজুর? দোহাই বলছি—না। আমি
চাই—নিয়তির বজ্রাঘাত আপনি মাহুঘের মত
মাথা পেতে নিন।

ওথেলো। মাহুঘ! কুলটার পতি মাহুঘ নয়—
কিছুতকিমাকার পশু।

ইয়া। তাহলে, হজুর ঠিক বাছতে গাঁ ওজড় হয়।
এই সহরের ঘরে ঘরে সব পশু।]

ওথেলো। কেশিয়ো সব কথা স্বীকার করেছে?

ইয়া। মশায়, মাহুঘ্য বিষজ্ঞান দেবেন না। [তবে
দেখুন, যার স্ত্রী আছে, তারই আপনার মত দশা
ঘটতে পারে। কলঙ্কিত শয্যা পবিত্র মনে করে
কত লোক আরামে শয়ন করছে। আপনার ভ
বরাত ভাল। সত্যি ভেবে কুলটাকে নিঃসংশয়ে
সোহাগ করা—সমতানের নারকীয় উপহাস।
না, হজুর, এমন ভেড়ো আমি হতে চাইনে।

আমি ঠিক জানতে চাই, আমার স্ত্রী সত্যি কি
অসত্যি। আমার সঙ্গে সে যে রকম ব্যবহার
করবে, তেমনি ঠিক কড়ায় গণ্ডায় শোধ
পাবে।

ওথেলো। তুমি অতি বিচক্ষণ! ঠিক বলেছ।]

ইয়া। আপনি একটু আড়ালে যান দিকি। মনের
চারিদিকে বেশ করে ধৈর্যের বেড়া দিন।
আপনি যখন নিদারুণ মনঃকষ্টে—আর তাও
বলি, এতটা বাড়াবাড়ি দেখানো আপনার মত
লোকের পক্ষে ভাল নয়—মনঃকষ্টে এখানে
অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় কেশিয়ো
এসেছিল। কি করি। আপনার মৃগী-রোগ
বলে কোনরকমে তাকে সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু
পরামর্শ আছে বলে এখনি আবার তাকে ফিরে
আসতে বলেছি। সেও বলে গেছে, আসছি।
আপনি এইখানটায় একটু লুকিয়ে থাকুন। তার
ভাবভঙ্গী বেশ করে লক্ষ্য করুন। দেখবেন,—
ঠাট্টা, বটকেরা, টিটুকিরি, হেনস্তার ভাব সুস্পষ্ট
যেন সমস্ত মুখখানা জুড়ে বসে রয়েছে। আমি
কৌশল করে আবার তার পেটের কথা সব বের
করে নেব। কোথায় কখন, কেমন করে, কতদিন
ধরে, কতবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে গুপ্তলীলা
চলছে, আবার কবে হৃদয়ের দেখাশোনা হবে।
আপনি খালি তার ভাবভঙ্গীতে বেশ ক'রে লক্ষ্য
করবেন। কিন্তু সাবধান—সহিষ্ণুতা। নৈলে
বুঝব, প্রতিহিংসায় আপনার মাহুঘ্যকে একে-
বারে জেরে ফেলেছে।

ওথেলো। শোন শোন,—শৃংগালের সহিষ্ণুতা,

কিন্তু বুঝিয়াছ?

ধৈর্যে ঢাকা সাংঘাতিক রুধির-পিপাসা।

ইয়া। মন্দ কথা নয়—বেশ। কিন্তু হঠাৎ কিছু
করে বসবেন না যেন। এখন লুকুন।

[ওথেলোর অন্তরালে গমন।]

ইয়া। (স্বগত) কেশিয়োর সঙ্গে তার সেই রক্ষিতা
বেশাটার কথা কইব। [দেহ বেচে বিবির পেট
চলে, কিন্তু কেশিয়োর জন্তু পাগল। বেশাদের এই
রোগ—অনেককে মজায়, কিন্তু একজনের জন্তে
মজে।] প্রণয়িনীর কথায় ছোকরা একেবারে
হেসে লুটোপুটি খায়। এই যে ইয়ার আসছেন।
কেশিয়ো যত হাসবে, সেনাপতি তত ক্ষেপবে।
এর ভাবভঙ্গী, হাসি, ছাবলাম সব বেকুব
সংশয়ীর মত উলটে বুঝবে।

(কেশিয়োর পুনঃ প্রবেশ)

আম্নন, সহকারী-সেনাপতি মহাশয়, খবর কি বলুন ?

কেশি। সহকারী-সেনাপতি। একে ত মরেই আছি, তার ওপর আবার তুমি ঠাট্টা করছ—ভাল থাকি কি ক'রে বল ?

ইয়া। কর্তাকে বেশ করে বাগাও না, তোমার সহকারিপদ যায় কোথায় ? (অহুচ্চ স্বরে) আচ্ছা ভায়া, বাহালু করবার তার যদি তোমার প্রণয়িনীর একতারে থাকত, কত শীগগির কাজ আদায় হত, বল ?

কেশি। আঃ—সে হতভাগীর কথা আর বোল না !

ওথেলো। (স্বগত) ওঃ, প্রসঙ্গ উদয়মাত্রে হের হাশ্বট !

ইয়া। মেয়েমানুষ যে পুরুষমানুষকে এত ভালবাসে, তা আমি ত কখন দেখিনি।

কেশি। আহা, বেচারি বোধ হয় সত্যিই আমার ভালবাসে।

ওথেলো। (স্বগত) মুখে অস্বীকার—
যেন হাসিয়া উড়াতে চায় কথা !

ইয়া। ভায়া, শুনছ ?

ওথেলো। (স্বগত) এইবার গোপন ব্যাভার—
প্রকাশিতে করে অমুরোধ।

চমৎকার, চমৎকার।

ইয়া। বিবি ত চারিদিকে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তুমি তাকে বে করবে। তোমার মংলব কি বল ত ভায়া ?

কেশি। হা—হা—হা—

ওথেলো। (স্বগত) বটে, বটে। এত দস্ত, এত আশ্ফালন !

কেশি। আমি বে করব তাকে ? সেই বেছাকে ? ভায়া, আমাকে এতটা বর্বর ভেব না। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে বলে মনে কোর। হা—হা—হা—

ওথেলো। (স্বগত) বটে, বটে, বটে, বটে।

জিত যার, সেই হাসে !

ইয়া। সে কি ? চারিদিকে চেউ উঠেছে, তুমি তাকে বে করবে।

কেশি। দোহাই দাদা। অমন আবোল-তাবোল বোক না।

ইয়া। যদি মিথ্যে বলি ত আমি পাজির পাজি।

ওথেলো। (স্বগত) লেপিয়াছ কলঙ্কের কালি মম ভালে—ভাল ! ভাল !

কেশি। এ সেই বাদরীর কাজ—সেই রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [নিজের অন্ধ ভালবাসায় আত্ম-প্রতারিত হয়ে মনে করে, আমি তাকে বে করব। আমি তাকে কোন কথাই বলিনি।

ওথেলো। (স্বগত) ইয়াগো ইঙ্গিত করে—
এইবার বলবে আমূল বিবরণ।

কেশি। এই খানিক আগে এইখানে এসেছিল। যেখানে যাব, পেছনে পেছনে ছুটবে ! সেদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জন কয়েক ভঙ্গলোকের সঙ্গে কথা কছি, ওঁ মশায়। আহ্লাদি সেইখানে গিয়ে হাজির ! গিয়েই আমার গলা জড়িয়ে ধরা—

ওথেলো। (স্বগত) হের রঙ্গ অভিনয়,—

যেন হাবভাবে কম—

‘প্রিয়তম, প্রাণপ্রিয়’ মম।

কেশি। তার পর, মশায়, এই সোহাগ, এই কান্না, এই টানাটানি, হা—হা—হা—

ওথেলো। (স্বগত)

হরে লয়ে গিয়েছিল কক্ষে মোর
আরে দুর্কৃত্ত পামর।

হেরি নাসিকার আশ্ফালন তোর—

কিন্তু কোথা সে কুকুর,

হবে সুখ-ভক্ষ্য যার !]

কেশি। নাঃ, ওর সঙ্গ আমার ত্যাগ করতে হবে—

ইয়া। আর ত্যাগ করতে হবে ! ঐ দেখ কে আসছে !

কেশি। [আর কে ! কামাতুর গন্ধ-গোকুল ! তবে, এর গন্ধে দিক্ আমোদিত !]

(বিয়াকার প্রবেশ)

তোমার মতলবটা কি ? আমার পেছনে এমন করে ঘুরে মর কেন ?

বিয়া। আমার দায় ! যম সঙ্কুপ্তি তোমার পেছনে ঘুরুক ! এ ক্রমালখানা আমাকে দেবার তোমার মংলবটা কি ? আমাকে বোকা পেয়ে বোকা বুঝিয়ে দিলে, আমি তেমনি নিয়ে গেলুম। বললে, আমার ক্রমালে এমনি ফুল তুলে দিতে হবে। সব ভাঁওতা ! ঘরে পড়ে ছিল ! কে ফেলে গেছে—জানেন না। নিশ্চয় এ কোন সুন্দরীর উপহার ! আমি এর নকল তুলব !

এই নাও, তোমার পেয়ারের রুমাল-ওয়ালীকে
রুমাল ফিরে দাও গে। যেখান থেকেই পাও,
আমি এর একটা বুটো তুলব না।

কেশি। আরে ছি ছি, সুন্দরি, রাগ করলে।
ওখেলো। (স্বগত) ভগবান, এই সেই রুমাল
নিশ্চিত।

বিয়া। আজ সন্ধ্যার পর তোমার খাবার তৈরি
থাকবে, খেতে ইচ্ছা হয়—খেলো। আর না যাও
ত তোমার সঙ্গে এই পর্যন্ত। আবার যখন
আয়োজন করব, তখন যেয়ো।

[বিয়াঙ্কার প্রস্থান।

ইয়া। যাও, যাও, রাগ করে চলে গেল।
কেশি। তাই ত। কাজেই যেতে হ'ল, নইলে
চেষ্টায়ে রাস্তা মাং করবে।

ইয়া। আজ রাত্তিরে ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে
না কি?

কেশি। হাঁ, তাই ত মনে করেছি।
ইয়া। বেশ, আমিও গিয়ে জুটতে পারি। তোমার
সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

কেশি। দেখো ভাই, আশা দিয়ে নিরাশা কোর
না যেন! আসবে?

ইয়া। আরে যাও, অত করে বলতে হবে না।

[কেশিয়ার প্রস্থান।

ওখেলো। (প্রকাশ হইয়া) বল, কি উপায়ে এই
দুরাত্মকে বধ করব?

ইয়া। দেখেছিলেন, কি নির্লজ্জ। অপকার্য করে
আবার হাসির ধুম কি।

ওখেলো। ওঃ!

ইয়া। রুমাল খানা লক্ষ্য করেছিলেন ত?

ওখেলো। আমারই রুমাল ত?

ইয়া। তার আর সন্দেহ আছে?—আমি হলপ করতে
পারি। আর আপনার আহম্মুক স্ত্রীর ওপরও
হোকরার ভাব-ভক্তিতা বুনুন, হজুর। রুমাল-
খানা তিনি দিলেন ওকে, আর ও দিলে ওর
রক্ষিতা বেষ্ঠাকে।

ওখেলো। এক ঘর নাহি হবে শোধ।

তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরি

মৃত্যু আশ্বাদন করাইব দুরাত্মায়।

আর পত্নী মম?—নারীরত্ন—সুখার আধার।

ইয়া। আর কেন? তার গুণের কথা ভুলে যান।

ওখেলো। সত্য! সে জাহান্নমে যাক, নরকে পচুক।

আজ রাত্রেই তার জীবনের শেষ। এই দেখ,

আমার বুক প্রাপ্তরের মত কঠিন, আমি আঘাত

করছি, আমার হাতে লাগছে! ওঃ! কিন্তু কি
রূপ! কি মাধুরী! অতুলনা নারী। সস্ত্রাটের
অঙ্কশায়িনী হবার যোগ্য! রাজরাজেশ্বর তার
দাসত্ব করে ধত্ত হতে পারে।

ইয়া। হজুর, সে সব ভুলে যান, নৈলে মনুষ্যত্ব
হারাবেন।

ওখেলো। ভুলেছি। পাপিষ্ঠার গলায় দড়ি। কিন্তু
যা সত্য, তাই বলছি। কি কারুকার্যনিপুণ [কি।
মিষ্ট স্বর। গান শুনেলে ক্ষিপ্ত পশুও শান্ত হয়।]
হাস্ত-পরিহাসে কথায়-বার্তায় কি অপরিণীম
প্রতিভা।

ইয়া। এত গুণ আছে বলেই ত হজুর, সাদায়
কালোর দাগ আরও বিস্ত্রী দেখায়—

ওখেলো। সহস্রবার, সহস্রবার। আর স্বভাব এতই
মধুর—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, অতি মধুর।

ওখেলো। যা বলছ ঠিক। কিন্তু, হায়, হায়, ওঃ!
বুক ফেটে যায়।

ইয়া। হজুর, আপনার স্ত্রীর অপরাধ যদি আপনার
এতই মিষ্ট লেগে থাকে, তা হলে একখানা
পরোয়ানা দিন, তিনি নির্ভয়ে যা ইচ্ছা
তা-ই করুন। আপনার যদি না কিছু মনে লাগে,
তা হলে অল্প কারুর কি ক্ষতি।

[ওখেলো। পাপীষ্মীকে কুচিকুচি করে কাটিব।
আমার ঘরে ব্যভিচার।

ইয়া। ছি ছি, কি কুৎসিৎ কথা।]

ওখেলো। আমার কর্মচারীর সঙ্গে।

ইয়া। উঃ আরও কুৎসিৎ!

ওখেলো। আমায় কোন রকম বিষ এনে দাও—
আজই রাত্রে। এসব কথা নিয়ে তার সঙ্গে
আর আলোচনা করব না। কি জানি যদি
মায়াবিনীর মায়ামন মন টলে যায়। বিষ—বিষ
এনে দাও। বিলম্ব নয়, আজই রাত্রে।

ইয়া। বিষ নয়, বিষ নয়, যে শয্যা সে কলঙ্কিত
করেছে, সেই শয্যায় তাকে গলা টিপে মারুন।

ওখেলো। চমৎকার। চমৎকার। অপরাধের
উপযুক্ত দণ্ড। অতি চমৎকার।

ইয়া। আর কেশিয়ার তার আমার। দুপুর রাত্রে
এসে সব কথা আপনাকে জানাব।

(নেপথ্যে তুরীরব)

ওখেলো। বেশ! বেশ! কিসের এ তুরীরব?

ইয়াগো। নিশ্চয় রাজ্যের কোম সংবাদ হবে।

এই যে রাজদূত আসছেন। কর্ত্তাও সঙ্গে
রয়েছেন দেখছি।

(লডোভিকো, ডেজ্‌ডিমোনা এবং
পরিচারকগণের প্রবেশ)

লডো। নমস্কার, সেনাপতি! ভগবান্ আপনার
মঙ্গল করুন!

ওথেলো। নমস্কার, আমিও সর্বান্তঃকরণে আপনার
কুশল কামনা করি।

লডো। সামন্তরাজ আর পাত্র-মিত্র সকলে
আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন, আর এই
পত্র দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

ওথেলো। রাজলিপি আমার শিরোধার্য।

(পত্রপাঠ)

ডেজ্‌। সেখানকার কি খবর দূতবর?

ইয়া। নমস্কার, আপনার দর্শনে বিশেষ আপ্যায়িত
হলুম।

লডো। ধন্যবাদ। নমস্কার! সহকারী সেনাপতি
কেমন আছেন?

ইয়া। এই একরকম বেঁচে আছেন।

ডেজ্‌। সেনাপতির সঙ্গে সহকারীর মনান্তর
হয়েছে, আপনাকে সেটি মিটিয়ে দিতে হবে।

ওথেলো। ঠিক জানো?

ডেজ্‌। আশায় কি কিছু বললে?

ওথেলো। (পত্র পাঠ) “ইহাতে যেন ক্রটি না
হয়। যে হেতু তুমি”—

লডো। আপনাকে নয়—পত্র পড়ছেন। সহকারীর
সঙ্গে সেনাপতির মনান্তর?

ডেজ্‌। হাঁ, শোচনীয় মনান্তর। সে মনান্তর দূর
করবার জন্তে আমি সাধের অতিরিক্ত করতেও
প্রস্তুত। কেশিয়াকে আমি সত্যই ভালবাসি।

ওথেলো। ওঃ, নরকের আগুন।

ডেজ্‌। কি—কি?

ইয়া। আপনি কি উদ্ভাদ হয়েছেন?

ডেজ্‌। কেন, কেন? কি হয়েছে? রাগ করেছেন?

লডো। বোধ হয়, পত্র পড়ে বিচলিত হয়েছেন।

আমার অহুমান, পত্রে একে দেশে ফিরে যাবার
জ্ঞাত আদেশ হয়েছে, আর সহকারী এখানকার
শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছেন।

ডেজ্‌। সুসংবাদ! আমি যথার্থই সুখী হলুম।

ওথেলো। বটে!

ডেজ্‌। প্রভু!

ওথেলো। তোমার বাতুলতায় আমিও খুব সুখী।

ডেজ্‌। প্রিয়তম—

ওথেলো। পিশাচী—(প্রহার)

ডেজ্‌। প্রভু, প্রভু, দাসী নিরপরাধ—

লডো। মহাশয়, আজ বা স্বচক্ষে দেখলুম, দেশে
গিয়ে এ কথা হলপ করে বললেও কেউ বিশ্বাস
করবে না। ওঃ, দারুণ লাঞ্ছনা। আশ্চর্য্য!
এই মর্ম্মভেদী রোদন দেখেও আপনি নিশ্চিন্ত
রয়েছেন! অন্ততঃ একটা মিষ্টি কথা বলে
এঁকে শান্ত করুন।

ওথেলো। প্রেতিনী, সয়তানী! নারীর কপট
অশ্রু—প্রতিবিদু প্রভারণাময়! আমার সম্মুখ
হতে দূর হও।

ডেজ্‌। প্রভু, শিরে ধরি আদেশ তোমার—
নাহি রব তব চক্ষুঃশূল হয়ে।

(গমনোত্তত)

লডো। আহা, যেন ক্রীতদাসী! মশায়, মিনতি
করি, ঠুকে ফিরে ডাকুন।

ওথেলো। ফিরে এস, ঠাকুরণ।

ডেজ্‌। কি আদেশ প্রভু?

ওথেলো। এই এসেছে, আপনার কি প্রয়োজন,
বলুন।

লডো। আমার প্রয়োজন?

ওথেলো। কার তবে? কিরিয়েছি তব অহুরোধে।

মহাশয় আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই নারী—

গভাগতি বিচিত্র শক্তি।

ফিরে বার বার, তবু যায়।

আর নয়ন-ধারায়

ভাসাইতে পারে ধরা রোদন-নিপুণা।

আর অহুগত—

সত্য তব অহুমান—অতি অহুগত।

কাঁদ, কাঁদ, না হও বিরত।

মহাশয়,—এই পত্রের বিষয়—

কি সুলভ অশ্রু-অভিনয়।—

রাজ্যদেশ মম প্রতি ফিরে যেতে সেথা—

যাও হেথা হতে, সত্ত্বর ডাকিব পুনঃ—

মহাশয়, রাজ্যদেশ শিরোধার্য্য মম—

যথ-আজ্ঞা করিব গমন।

যাও, দূর হও।

[ডেজ্‌ডিমোনার প্রস্থান।

মম পদে মনোনীত কেশিয়ো হেথায়।

মহাশয়,

কৃপা করি নিমন্ত্রণ করুন গ্রহণ,

আজি রাত্রে একত্র করিব পানাহার।
তব আগমনে আপ্যায়িত আমি।
জঘত পাশবাচার।

[ওথেলোর প্রস্থান।

লডো। আদর্শ-চরিত্র ব'লে আমাদের রাজসভায়
এই মহাত্মার এত আদর! ইনি অক্লোষ,
রিপু-পরবশ নন? [আর দুর্দ্দেবের প্রহরণ,
হুনিমিত্তের শরাঘাত ঐর ধর্ম-বর্ম ভেদ করতে
পারে না?]]

ইয়া। আর মশায়, সেনাপতির এখন বিস্তর
পরিবর্তন ঘটেছে।

[লডো। ক্ষেপে যান নি ত? মাথা ঠিক আছে ত?
ইয়া। ও, মশায়, ঠিক-বেঠিক এখন যেমন দেখছেন
তাই। পরের কথা—আমার কোন মতামত
প্রকাশ করা উচিত নয়। বেঠিক যদি হয়ে
থাকে, ভগবান করুন যেন ঠিক হয়।]

লডো। জীর গায় হাত তোলা?

ইয়া। সত্যই কাজটা বড় ভাল হয় নি। তবু যদি
ঠিক বুঝতুম এই হাত-তোলাই চরম—তা হলে
নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।

লডো। ঐর কি এমনি স্বভাব, না, পত্র পড়ে
মেজাজ গরম হ'য়ে এই কাণ্ড ঘটল?

ইয়া। আহা, আহা, আমায় আর জড়ান কেন?
আমি যা দেখেছি, যা সব জানি, তা প্রকাশ করা
আমার উচিত নয়! আপনি ওঁকে লক্ষ্য করলে
ওঁর ব্যাভারেই বুঝতে পারবেন। কি করেন
না করেন, আমায় কিছু বলতে হবে না। আপনি
যান না, দেখুন না, এর পর কি করেন।

লডো। বড় দুঃখের বিষয়, লোকটাকে যা ভাবতুম,
তা নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তরে কক্ষ

(ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ)

ওথেলো। তোমার চোখে কখন কিছু পড়েনি?
এমি। না। পড়েনি, কখন কিছু শুনিও নি।
সন্দেহও করিনি।

ওথেলো। আচ্ছা, তুমি ত অনেকবার দুজনকে
একত্র দেখেছ?

এমি। দেখেছি, কিন্তু তাতে কখন কিছু দৃশ্য
দেখিনি। দুজনে যা কথাবার্তা হয়েছে, আমি
অন্ধরে অন্ধরে শুনেছি।

ওথেলো। কখন চুপি চুপি কথা হয়নি?

এমি। কখন না।

ওথেলো। কখন কোন ছলে তোমাকে ঘর থেকে
চলে যেতে বলেনি?

এমি। কখন না।

ওথেলো। এই, ঘর, হাতপাখাখানা কি এমনি
কোন তুচ্ছ সামগ্রী আনবার জ্ঞে?

এমি। কখন না, কখন না।

ওথেলো। আশ্চর্য!

এমি। প্রভু, আমি সত্য বলছি, ঠাকুরাণী নিষ্পাপ।

মিছে বলি ত আমার যেন ইহ-পরকাল নষ্ট হয়।
যদি আপনার কোন সন্দ হয়ে থাকে, তা দূর
করুন। আপনার নির্মল হৃদয়ে তা স্থান পাবার
যোগ্য নয়। যদি কোন মল লোক আপনার
অন্তরে এ সন্দ তুলে দিয়ে থাকে, সে যেন নরকস্থ
হয়। [ঠাকুরাণী যদি কপট, অবিশ্বাসী, ধর্মভ্রষ্টা
হন, তা হলে জানবেন, পুরুষমাত্রেয়ই কপাল
পোড়া—স্বথের ভাগ্য কার নয়। সতী-সাম্বীর
মধ্যে যে হীরের টুকরো, সেও জানবেন—কয়লা।]
ওথেলো। আচ্ছা, তোমার কর্ত্তাকে এখানে একবার
ডেকে দাও। যাও।

[এমিলিয়ার প্রস্থান।

বাক্য সুপ্রচুর—আশ্চর্য্য কি।

অতি অল্পবুদ্ধি দূতী নিপুণা এ কাজে,

ছলনা-প্রবীণা এ ত চতুরা কুলটা...

গুপ্ত পাপ-কথা

অন্তরে আবদ্ধ রাখে চাবি-তালা দিয়ে।

তবু আচরণ করে ধাম্বিকার মত—

দেখিয়াছি কতবার।

(এমিলিয়া ও ডেজ্‌ডিমোর প্রবেশ)

ডেজ্‌। প্রভু, ডেকেছ আমায়?

ওথেলো। এস, প্রিয়ে, এস মোর কাছে।

ডেজ্‌। কেন, কেন?

ওথেলো। দেখি, দেখি আঁখি তব—

চাহ মুখ তুলে মম পানে।

ডেজ্‌। এ কি অনাস্থি খেয়াল তোমার।

ওথেলো। (এমিলিয়ার প্রতি) তুমি দরজার বাইরে
থাক গে—কেউ যেন এসে আমাদের বিরক্ত না

করে। দরজা ভেজিয়ে রেখো; কেউ এলে একটু কেসো, কি কোন রকম ইঙ্গিত কোর। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছ কি? তোমাদের যে পেশা—আর কিছু নয়। শীঘ্র যাও।

[এমিলিয়ার প্রস্থান।]

ডেজ্। তোমার পায় ধরি, বল, এ সব কি বলছ? তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে, কিন্তু কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছিনি।

ওথেলো। বলতে পার, তুমি কি?

ডেজ্। আমি তোমার স্ত্রী—সহধর্মিণী—দাসী।

ওথেলো। ধর্ম সাক্ষী করে বল—সহধর্মিণী। নরকের পথ পরিষ্কার কর, নৈলে তোর এই দেবীমূর্তি দেখে নরকের দূত তোকে স্পর্শ করতে ভীত হবে। পাপাচার ছলনায় আবরণ করে তোর পাপের মাত্রা বৃদ্ধি কর। শপথ করে বল—তুই নিরপরাধ!

ডেজ্। প্রভু, আমার অন্তর্যামী জানেন।

ওথেলো। হাঁ, তোর অন্তর্যামী জানেন, তুই ভ্রষ্টা।

ডেজ্। ভ্রষ্টা। কিসে আমি ভ্রষ্টা, প্রভু? কার সঙ্গে?

ওথেলো। আরে অভাগিনী, যাও, যাও, থেক না হেথায়।

ডেজ্। কি ছদ্দিন আজি।

প্রভু, কেন কঁাদ অধীর হইয়ে?

হায়, হায়, দাসী কি এ অশ্রুপাত-হেতু?

যদি সন্দ মনে, মম পিতার কারণে,

ঘটে থাকে পদচ্যুতি-অপমান তব,

গঞ্জনার ডালি

কেন দেহ মম শিরে তুলি?

যেই শত্রু তব—হক পিতা—অরি সে

আমার।

ওথেলো। বিধাতা যদি কেবল কঠোর দুঃখ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করতেন; যদি হৃদয়ের ক্ষত, অপমান, লাজনা-গঞ্জনা অবাধে আমার অনাবৃত মস্তকের উপর জলধারার মত বর্ষিত হত; দারিদ্র্যে আকর্ষিত নিমজ্জিত হয়ে থাকতুম; কারাবাসে হতাশাসে আমার দিন যেত,—সে সব সহ্য করবার জ্ঞান অন্তরে কোথাও না কোথাও এক-বিন্দু ধৈর্য্য খুঁজে পেতুম! কিন্তু হায়, কালপটে ঘৃণার অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট স্থির প্রতিমূর্তি হয়ে একটি একটি দিন গণনা—তাও অনায়াসে সহ্য হত, সুখ সৌভাগ্যের মত। কিন্তু যেখানে আমার হৃদয়ের আশ্রয়, জীবন-মরণের নির্দিষ্ট স্থান, যে উৎস

হ'তে আমার প্রাণের প্রাণ প্রবাহিত, নয় শুকিয়ে যায়—সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হব, নয় স্বচক্ষে দেখব সে বাঞ্ছিত আশ্রয় জঘন্য কুমিকীটের স্মৃতিকালয়—এতে ধৈর্য্যেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়! [সে দেব শিশুর কুসুমকাস্তি নরকের কালিমায় ব্যাপ্ত করে।]

ডেজ্। প্রভু, আশা করি, তুমি আমার পতিব্রতা বলে জান।

ওথেলো। হাঁ, হাঁ, আমিষ-লোলুপ নিদামক্ষিকা

তখন প্রসবে পুনঃ তখন গুর্কিণী—

অবগাদ নাহি জানে যথা—

সেইরূপ পতিব্রতা তুমি।

হা রে অভাগিনী বিষলতা—

মুঞ্জরিত মাধুরী-আবার।

অতি উগ্র মদির সৌরভ যার—

পশি শিরায় শিরায়

পীড়ে ইন্দ্ৰিয়-নিকর—

ছিল ভাল না জন্মিতে যদি।

ডেজ্। হায়,

অজ্ঞাতে কি অপরাধ করেছে অধীনী।

প্রভু, কি করেছি আমি?

ওথেলো। সুন্দর এ গ্রন্থ, এই শুভ্রপত্র

স্বজিত কি লিখিবারে

কুৎসিত কুলটা নাম?

কি করেছি?—করেছি?

আরে আরে সামান্য বনিতা!

কহিতে কুকীর্তি তোর—

অগ্নি-দীপ্ত গণ্ডে মোর

লজ্জা হবে লাজে ভস্মীভূত!

কি করেছি? পেলে তব অপরাধ-ভ্রাণ

দেবলোক ফিরাবে বদন ঘৃণাতরে!

কলঙ্কের ভয়ে শশাঙ্ক মুদিবে আঁখি।

লম্পটের শিরোমণি নির্ঘণ্য পবন—

বিলাস চুষন যারে-তারে—

লুকাইবে মেদিনী-জঠরে,

পাছে পশে কাণে জঘন্য কাহিনী তোর!

কি করেছি? নির্লজ্জ গণিকা!

ডেজ্। ধর্ম সাক্ষী মম—মিথ্যা তব দোষারোপ।

ওথেলো। নহিস গণিকা তুই?

ডেজ্। কখন না—শপথ তোমার।

যদি কায়মন

পতিপদে করিয়ে অর্পণ,

পরস্পর্শ-পাপ হতে রক্ষিতে শরীর—

গণিকা-লক্ষণ নাহি হয়,
নহি আমি দ্বিচারিণী কভু।

ওথেলো। [নহি দ্বিচারিণী ?

ডেজ্। কভু নহে। মিথ্যা কহি যদি
স্বর্গ-পথ রুদ্ধ হক মম।]

ওথেলো। এ কি সম্ভব ?

ডেজ্। ভগবান্ কমা কর, প্রভু।

ওথেলো। তবে কমা কর, পুণ্যবতী সতী।

ভেবেছিহু তুমি সেই চতুরা গণিকা।

যেই,

বরেছিল পতিরূপে এক অভাগারে।

শুন প্রহরিনি,

স্বর্গদ্বার-রক্ষকের

বিপরীত আচরণে

রক্ষ যেই নিরঙ্গ-তোরণ

শোন, শোন।

(এমিলিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

হাঁ, হাঁ—তুমি—তুমি—তোমারেই কহি—

কার্য শেষ, লহ পুরস্কার,

রুদ্ধ কর দ্বার—কোর না প্রকাশ কথা।

[ওথেলোর প্রস্থান।

এমি। কর্তার আজ এ কি ভাব। এ কি সখি।

এমন হয়ে রয়েছ কেন ? কি হয়েছে ?

ডেজ্। ওঃ, আচ্ছন্ন ঘুমের ঘোরে।

এমি। কর্তার আজ কি হয়েছে ?

ডেজ্। কার ?

এমি। প্রভুর ?

ডেজ্। কে তোমার প্রভু ?

এমি। যিনি তোমার প্রভু—তিনিই আমার প্রভু।

ডেজ্। আমার প্রভু কে ? আমার কেউ নেই।

আমাকে এখন কিছু বোল না। আমার বকের
ভিতর কেবল কেঁদে কেঁদে উঠছে। কিন্তু কাঁদতে
পারছিনি। চোখের জল ছাড়া আর আমার
কোন উত্তর নেই। সখি, আজ রাত্রে আমার
বিছানায় আমার সেই বাগরের চাদরখানি
পেতে দিয়ে। ভুল না। তোমার স্বামীকে
একবার ডেকে আন।

এমি। কি হল। কেন এমন হল। এ কি ওলোট-
পালোট !

[এমিলিয়ার প্রস্থান।

ডেজ্। সমুচিত যোগ্য ব্যবহার—

কিন্তু সম্ভব নহে ত ববু—

শুধু অপরাধ যদি করে লঘু জ্ঞান।

(ইয়োগো সহ এমিলিয়ার প্রবেশ)

ইয়া। কি আদেশ, দেবি। আপনি কেমন আছেন ?

ডেজ্। বলতে পারি না। যারা ছোট ছেলেদের

শিক্ষা দেয়, তারা কি কঠোর শাসন করে ? তবে

আমায় শাসন করতে এত লাজনা কেন ? ভীক-
শিশু সামান্য শাসনে বশ হয়, আমিও তেমনি।

ইয়া। কি হয়েছে, দেবি ?

এমি। প্রভু আজ সখীকে গণিকা বলে অপমান

করেছেন। আরও যে সব কদর্য কথা বলেছেন,

নির্দোষী হয়ে কখন তা সহ্য করা যায় না।

ডেজ্। ঐ কি আমার নাম ?

ইয়া। কি নাম, দেবি ?

ডেজ্। যা তিনি বলেছেন ?

এমি। বলেছেন—দ্বিচারিণী। ছোটলোক মাতালও

জঘন্য গণিকার সঙ্গে এমন ব্যাভার করে না।

ইয়া। কেন এমন বলছেন ?

ডেজ্। আমি কিছুই জানিনি—কেবল এইমাত্র

জানি, আমি নিরপরাধ।

ইয়া। আহা, আর কাঁদবেন না, কাঁদবেন না, শান্ত

হ'ন।

এমি। কত উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ ত্যাগ করে, বাপ, স্বজন,

স্বদেশ সর্ব্ব্ব ছেড়ে আসা কি এই লাজনার জন্ত ?

এতে কাঁদবেন না।

ডেজ্। সখি, তাঁর অপরাধ নেই, সবই আমার

অদৃষ্টের দোষ।

ইয়া। ধিক্ তাঁকে। তাঁর মাথায় এমন অনানুষ্টি

খেয়াল উঠল কেমন করে ?

ডেজ্। ভগবান্ জানেন।

এমি। এ যদি কোন কুটিল, কুচক্রী, নারকী

সন্ন্যাসনের কাজ না হয় ত আমি গলায় দড়ি

দেব। কোন নীচ, প্রতারক, তোষামোদ করে

সেনাপতির কাছ থেকে কাজ আদায় করবার

জন্ত এই কুৎসা সৃষ্টি করেছে।

ইয়া। পাগল না কি ! এখানে এমন কে আছে ?

অসম্ভব।

ডেজ্। যদি থাকে, ভগবান্ তাকে কৃপা করুন।

এমি। ভগবান্ কৃপা করুন। ফাঁসীকাষ্ঠ তাকে কৃপা

করুক। গণিকা। গণিকার মত কি দেখেছে যে

বলবে ? কার সঙ্গে নির্ভজ্ঞের মত আলাপ করে ?

কোথায়? কবে? ফুলটার লক্ষণ কি দেখেছে
যে সন্দ করবে? এ নিশ্চয় কোন নীচ, নরাধম,
ঠক, বদম্যাস সেনাপতির চোখে ধুলো
দিয়েছে। ভগবান করেন, এই সব পাষণ্ডদের
মুখের মুখসগুলো খসে পড়ে—আর তাদের
বিবস্ত্র করে কষাঘাতে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে
আর একপ্রান্ত অবধি ছুট করান হয়।

ইয়া। আরে চোঁচাও কেন? আস্তে কথা
কও না।

এমি। এদের শত ধিক! এমনি এক ভদ্রলোকই
ত আমার নামে নানা কথা বলে তোমার মাথা
গুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি সেনাপতিকে পর্যাস্ত
সন্দ করেছিলে।

ইয়া। আরে যাও, যাও! কোথাকার আহাম্মুখ!

ডেজ্। হায় মতিমান, কহ মোরে,
কি উপায়ে করি দূর প্রভুর বিরাগ?
হও তুমি স্নহদ আমার,
যাও তাঁর কাছে।
হায়, অভাগিনী আমি, সত্য কহি,
নাহি জানি কোন্ অপরাধে
হারিয়েছি গুণমণি মম।
বোল তারে—
কহি জাহ্নু-পাতি—
ধ্যানে জ্ঞানে কিংবা আচরণে
যদি পতিপ্রেম বিনে
করে থাকি পর-আকিঞ্চন,
নয়ন, শ্রবণ, অস্ত্র ইন্দ্রিয় আমার
যদি সুখ-আশে
পতি বিনা অস্ত্র করে ভজে থাকে কভু—
যেন সুখ-শাস্তি
না পাই জীবনে কোন দিন।
ভালবাসি—
দাসী তাঁর জীবনে মরণে—
অকুল পাথারে
দেন যদি ভাসাইয়া মোরে,
ঘটিবে বিচ্ছেদ, কিন্তু—
প্রেম মম অবিচ্ছেদ রবে চিরদিন।
মর্মভেদী নির্দিয় আচার—
নিষ্ঠুর ব্যাভার
হরে যদি জীবন আমার,
মম প্রেম পুণ্য পারাবার
কলুষিত নহিবে কখন।
[জড়িত রসনা মম কহিতে 'ফুলটা'—

নাম উচ্চারণে
ঘণার উদয় হয় মনে,
হেন প্রোভন কিবা ধরে এ ধরনী
যার তরে হব দ্বিচারিণী।]

ইয়া। দেবি, শান্ত হ'ন। এ ক্ষণিকের বিকার
শীঘ্রই দূর হবে। বোধ হয় রাজাদেশের জ্ঞাত
সেনাপতির মন উত্তপ্ত হয়েছে, তারই কতকটা
ঝাঁজ আপনার ওপর পড়েছে।

ডেজ্। ভগবান করুন যেন তাই—

ইয়া। তাই বৈ আর কিছুই নয়। আমি নিশ্চিত
জানি। [ঐ শুদ্ধন, তৃপ্তবানি হচ্ছে! রাজ-
দূতগণ ভোজনের অপেক্ষা করছেন।] যান,
চোখের জল মুছে অতিথি-সৎকারে প্রস্তুত হ'ন।
যেমন ছিল, আবার সব তেমনি হবে।

[ডেজ্ ডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রস্থান।

(রভারিগোর প্রবেশ)

আরে, এস বন্ধু, খবর কি?

রডা। তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত কুব্যবহার করছ।

ইয়া। কি কুব্যবহার করছি?

রডা। কেবলই একটা না একটা অছিলে ক'রে
আমায় দিন দিন স্তোক দিচ্ছ। তোমার ব্যবহারে
আশাপূর্ণ হওয়া ত দুয়ের কথা, বরং মনে হচ্ছে,
যেন দিনে দিনে সব ভরসা ফরসা হয়ে আসছে।
আর আমার ধৈর্য্য মানছে না। তোমার
চাতুরীতে ভুলে এতদিন চুপ করে সহ্য করছি,
আর করব না।

ইয়া। আমার একটা কথা শুনবে?

রডা। তোমার কথা চের শুনেছি। তোমার
কাজে-কথায় কোন সম্বন্ধ নেই—আসমান-
জমিন তফাৎ।

ইয়া। তুমি আমার ঘাড়ে অস্ত্রায় দোব চাপাচ্ছ।

রডা। একটুও অস্ত্রায় নয়, সব সত্য। টাকাকড়ি
সর্ব্বস্ব খুইয়েছি। ডেজ্ ডিমোনাকে উপহার
দেবে বলে আমার কাছে থেকে যে সব হীরে-
জহরৎ আদায় করেছ, তাতে একজন তপস্বিনীর
মন টলটল হয়। তুমি আমায় বলেছ যে, সে
আমার উপহার সব গ্রহণ ক'রে আশা দিয়েছে,
শীগ্গীরই আমার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন
করবে। কহি, কাজে ত কিছু দেখছিনি।

ইয়া। বেশ ত! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

রডা। বেশ? নিশ্চিন্ত থাকো। এ ফাঁকা
আওয়াজে আর মন মানছে না। বেশ কি?

মোটাই বেশ নয়, বরং তোমার নীচতা।
আমার ক্রমে ধারণা হচ্ছে, আমি ঠকেছি।

ইয়া। বেশ!

রডা। আবার বলে, বেশ! বেশ কোন্‌খানটা?

ডেজ্‌ডিমনোর কাছে আমি সব কথা প্রকাশ করে দেব। আমার হীরে-জহরৎ যা নিয়েছে, সে যদি ফিরে দেয়, আমিও তার আশা ছেড়ে দেব। পরস্পর লোভ করে যে পাপ করেছি, তার জন্তে ঘরে বসে অনুতাপ করব। আর সে যদি না দেয়, তাহলে তোমার কাছ থেকে সব আদায় করে নেব—বলে দিচ্ছি।

ইয়া। এখন এই ত তোমার কথা?

রডা। কথাও এই, কাজেও তাই দেখতে পাবে,— নিশ্চয়।

ইয়া। আরে বাঃ! এতদিন ধরা দাওনি, বন্ধু, যে তোমার ভেতর এত তেজ আছে! দেখ, আজ থেকে তোমার ওপর আমার ধারণা এই এতখানি উঁচু হয়ে গেল। হাতখানা দাও, বন্ধু। ঠিক বলেছ, ভায়া, তুমি অত্যাঁয় দোষ দাওনি। কিন্তু আমিও তোমার দিব্যি বলছি, বন্ধু, আমিও বাঁকা পথে চলিনি। তোমার সম্বন্ধে ঠিক সিঁথে পথে চলছি।

রডা। এ পর্যন্ত ত তা বোঝা যাচ্ছে না।

ইয়া। বোঝা যাচ্ছে না, স্বীকার করি। আর তোমার সন্দেহও যে খুব যুক্তিসঙ্গত, তাও স্বীকার করি। কিন্তু, ভায়া, আজ যে সাহস বীৰ্য্য প্রতিজ্ঞার আভাস দিচ্ছ, তা যদি সত্য হয়, তা হলে আজই রাত্রে তার পরিচয় দাও। তারপর কাল রাত্রে যদি না তোমার প্রণয়িনীর সঙ্গে আলাপ করতে পাও, তাহলে আমাকে পৃথিবী থেকে সরাবার যত রকম কলকৌশল ফন্দি করতে হয়, কোর।

রডা। কি, কথাটা কি? অত্যাঁয়, অসম্ভব কিছু নয় ত?

ইয়া। সামন্তরাজের হুকুম এসেছে, কেশিয়ো এখানকার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছে।

রডা। বল কি! তা হলে ত তোমার সেনাপতি জীকে নিয়ে এখান থেকে আমাদের দেশে ফিরে চল।

ইয়া। উঁহু! সেনাপতি যাবে তার জন্মভূমিতে। জীকেও নিয়ে যাবে—অবশ্য যদি একটা পাক-চক্র করে না আটকানো যায়। তার একমাত্র নিশ্চিত উপায়—কেশিয়োকে সরানো।

রডা। সরানো! তার মানে?

ইয়া। মানে—শাসনকর্তা হবার স্বকৃতি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া—অর্থাৎ তার মৃগপাত করা।

রডা। সেই গুণ্ডার কাজ তুমি আমাকে করতে বল?

ইয়া। নিশ্চয়—যদি নিজের হিত করতে চাও, আপনার ত্রাণ অধিকার স্থাপন করবার ইচ্ছে থাকে। শোন, আজ রাত্রে সে এক বেজার বাড়ী খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ করবে। তার সৌভাগ্যের কথা সে এখনও শোনেনি। আমি তার সঙ্গে সেই বেজা-বাড়ী দেখা করতে যাব। যাতে রাত দুপুর থেকে একটার ভেতর সে বাড়ী ফিরে, সেই রকম ব্যবস্থা করব। তুমি পথে ওৎ পেতে থাকবে, অন্যায়গে কাজ ফতে হবে। আমি তোমায় গুচি দেবার জন্তে তোমার কাছেই থাকব। দুজনের একজনের হাতে পড়বেই। হয় তুমি, নয় আমি, একজন কাজ হাঁসিল করতে পারব। এস, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে! আমার সঙ্গে চল। কেশিয়োকে সরানো দরকার। আমি যখন বেশ করে তোমাকে বুঝিয়ে দেব, তখন বুঝবে, এ কাজ তোমার না করলেই নয়। রাত হচ্ছে, খাবার-দাবার সময় হয়ে এল। এখন যাও, তদ্বির করগে।

রডা। আমাকে কিন্তু ঠিক করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ইয়া। নিশ্চয়। একেবারে নিখুঁত করে বুঝিয়ে দেব।

[উভয়ের গ্রন্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

সাইপ্রাস—দুর্গ-কক্ষান্তর

(ওথেলো, লডোভিকো, ডেজ্‌ডিমনো, এমিলিয়া ও পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

লডো। আর কেন আপনি কষ্ট করে আসছেন?

ওথেলো। তা হ'ক, তা হ'ক। বেড়ালে আমি ভাল থাকি।

লডো। তবে বিদায় হই, তদ্রে, নমস্কার।

ডেজ্‌। আপনি এসে পর্যন্ত খুব আনন্দে দিন কেটেছে।

ওথেলো। মশায়, চলুন তবে। এই যে ডেজ্‌ডিমানো!

ডেজ্‌। প্রভু?

ওথেলো। তুমি এখনি যাও, শোওগে, আমি এলেম ব'লে। এমিলিয়াকে আজ ছুটি দিয়ে। দেখো, ভুল না।

ডেজ্‌। না, প্রভু!

[ওথেলো, লডোভিকো ও পরিচারকবর্গের গ্রন্থান।

এমি। কি ব্যাপার বল দিকি? এখন যেন সে মাহুঘই নয়, বেশ ঠাণ্ডা মুক্তি!

ডেজ্‌। বলে গেল, এখনই ফিরে আসবে। আমার বললে, শয্যায় যেতে, আর তোমায় ছুটি দিতে।

এমি। সে কি, আমার ছুটি দিতে!

ডেজ্‌। তাই বলে গেল। সখি, আমার শয্যার পরিচ্ছদ দিয়ে তুমি ঘরে যাও। এখন কিছতে ওরে বিরক্ত করা হবে না।

(প্রসাধনরতা) এমি। তুমি যাই বল, সখি! আমার মনে হয়, এমন লোকের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হলেই ভাল হত।

ডেজ্‌। আমার তা মনে হয় না। আমি ওকে এত ভালবাসি যে, ওর মন্দ ব্যাভার, তিরস্কার, ক্রোধ, সবই—সখি, এই বাঁধনটা খুলে দাও—সবই আমার সুন্দর, সুমিষ্ট মনে হয়।

এমি। বিছানায় যে চাদর পাততে বলেছিলে, তাই আজ পেতেছি।

ডেজ্‌। সবই মিছে। সত্য, মনে কখন কি যে খেয়াল ওঠে! সখি, যদি তোমার আগে আমার মৃত্যু হয়, সেই বাগরের চাদরে আমার শবদেহ ঢেকে দিয়ে।

এমি। হিঃ, ও কথা বলতে আছে!

ডেজ্‌। আমার মায়ের একজন দাসী ছিল,—তার নাম বারবারা—সে তার স্বামীকে বড় ভালবাসত। তার স্বামী পাগল হয়ে তাকে ছেড়ে কোথায় চলে যায়। সেই দাসী একটি গান শিখেছিল। গানটি অতি প্রাচীন, কিন্তু শুনলে মনে হত যেন তার জীবনভরা ব্যথার কাহিনী। অস্তিম শ্বাস পর্যন্ত সে গানটি তার মুখে লেগে ছিল। সেই গান আজ কেবলই আমার মনে পড়ছে। কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে, সেই দাসীর মত নিরালস্য বসে, তেমনি করে হাতের ওপর মাথা রেখে কেবলই গানটি গাই। সখি, শীঘ্র সেরে নাও।

এমি। তোমার শয্যার পরিচ্ছদ আনিগে?

ডেজ্‌। না, এই বাঁধনটা খুলে দাও। যে রাজদূত এসেছিল, সে অতি সুশ্রী পুরুষ।

এমি। খুব সুপুরুষ।

ডেজ্‌। কথাবার্তাগুলিও চমৎকার।

এমি। আমি একটি যুবতীকে জানি, যে একবার—মাত্র তাঁর চূষন-লালসায় নয়পদে সমস্ত পুণ্ড্রী পর্যটন করতে পারত।

ডেজ্‌।

(গীত)

তরুতলে একাকিনী বসি বামা বিমলিনী—
অনিলে মিলায় ঘন শ্বাস—

হৃদিভরা দারুণ নিরাশ।

নতশির জাহুপর হৃদয়ে অর্পিত কর
যেন শোক-প্রতিমা প্রকাশ—

হৃদিভরা দারুণ নিরাশ।

রোদন বেদনা ভরে নদী প্রতিধ্বনি করে,
মরমর স্বরে তার মরম উচ্ছ্বাস—

হাহাকার দারুণ নিরাশ।

কমল নয়ন জলে, কঠিন পাষণ্ড গলে,
মলিন পল্লবজালে বেড়া কেশপাশ—

এগুলি রেখে দাও— (গীত)

হৃদে জলে দারুণ নিরাশ।

সখি, বিলম্ব কোর না, এখনি সে আসবে।—

(গীত)

ছেড়ে গেছে সে আমারে, গঞ্জনা দিয়ে না তারে,
কণ্ঠহার মম তার স্মৃণা উপহাস।

না, না, তা ত নয়—কে ও? দ্বারে কে আঘাত করে?

এমি। ও কেউ নয়, বাতাস।

ডেজ্‌।

(গীত)

কপট কহিয়ে, হায়, বিদায় দিয়েছি তায়,
চলে গেছে সে আমার ছিঁড়ি প্রেমফাঁস—

হৃদিভরা দারুণ নিরাশ।

বরি যদি অশ্রু নারী, হবে তুমি স্বেচ্ছাচারী,
পুরাইতে প্রেমের পিঙ্গাশ—

এইবার তুমি যাও। আমার চোখ যেন কবুক
করছে, বোধ হয় জলের ভারে—অনেক কাঁদতে হবে।

এমি। না, না, ও সব বাজে কথা।

ডেজ্‌। সেইরকম ত প্রবাদ শুনেছি। ছি ছি, পুরুষমানুষের মন—সখি, সত্য করে বল দেখি—অধর্ম করে স্বামীর মনে ব্যথা দেয়, এমন জ্বীলোক কি আছে?

এমি। আছে বই কি।

ডেজ্‌। যদি পৃথিবীর ঐশ্বর্য পাও, তুমি কি এমন অত্যাচার করিতে পার?

এমি। তুমি কি পার না, সখি?

ডেজ্‌। না—এই চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করে বলিতে পারি—

এমি। আমিও সখি, চাঁদের আলোয় পারিনি, কিন্তু অন্ধকারে বেশ পারি।

ডেজ্‌। যদি পৃথিবীর সম্পদ পাও, তুমি এমন অধর্ম করতে পার?

এমি। সখি! পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড জিনিষ, একটুখানি অধর্মের তুলনায় মত্ত প্রলোভন।

ডেজ্‌। আমার বিশ্বাস, তুমি কখনই অধর্ম করতে পার না।

এমি। আমারও বিশ্বাস, আমার করা উচিত। সে অধর্মের প্রতিকার আছে। আমি অবশ্য খুব কম দরে বিকতে চাইনি। কিন্তু পৃথিবী পেলে। কেন! স্বামীর চোখে একটু ধূলো দিয়ে যদি তাকে পৃথিবীর সম্রাট করে দিতে পারি—ভালই ত! তার জন্তে আমি নরকে যেতেও রাজি।

ডেজ্‌। আমি কিন্তু কিছুতেই পারিনি—পৃথিবী পেলেও নয়।

এমি। কেন? পাপ ত পৃথিবীর চক্ষে? সেই পৃথিবী তোমার হলে, তখন অধর্মটুকুও মুছে ফেলবার উপায় হবে।

ডেজ্‌। না সখি, আমার মনে হয়, এমন জ্বীলোক নেই।

এমি। আছে, বিস্তর। এত আছে যে, পাপে পৃথিবী অর্জন করে আবার পাপের ফলে তা ভরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, তাও বলি, জ্বী অধর্ম করে স্বামীর দোষে। ধর, যদি স্বামী আপনার ধর্ম না রাখে; আমাদের প্রাপ্যটুকু পরকে বিলোম; মিছেমিছে সন্দ করে পায় বেড়ি পরায়; এই ধর—মারলে; আক্রোশ করে খরচপাতি বন্ধ করলে; আমাদের কি রাগ আক্রোশ নাই? জ্বীলোকের মন যেমন গলে, তেমনি জলে। পুরুষদের ভাবা উচিত যে, আমরাও মারীর পুতুল নই। আমাদেরও চোখ আছে, নাক আছে। আমাদেরও জিহবার তার

আছে—টক-মিষ্টি বুঝি। একটাকে ছেড়ে যখন তারা আর একটাকে নিয়ে মজে, সেটা কি? খেলা? খেলাই ত! সেটা কি বৌক? তাই বটে! মনের দুর্বলতা? নিশ্চয়! আর আমাদের বুঝি তাদের মতন খেলবার সাধ নাই? বৌক, মনের দুর্বলতা নাই? তবে? পুরুষ, হয় জ্বর সঙ্গে ভাল ব্যাভার করুক, নয় বুলুক, জ্বীলোক মন্দ হয় তাদেরও মন্দ ব্যাভারে।

ডেজ্‌। যাও, বিভূপদে করি আকিঞ্চন,
মন্দ হতে মন্দ কভু না করি গ্রহণ,
মম ক্রটি যেন তায় হয় সংশোধন।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস—দুর্গসমুখ

(ইয়োগো এবং রডারিগোর প্রবেশ)

ইয়া। এই কানালের আঁড়ালে লুকিয়ে থাক। কেশিয়ো এল ব'লে। তরোয়ার খুলে রাখ। একেবারে মোখাম্ কোপ বাড়বে, যেন এক বায়েই সাবাড় হয়। যাও, যাও, লুকোও। ভয় নাই! আমি কাছেই আছি। মনে রেখো, আজ—হয় জয়, নয় ক্ষয়। এই মনে করে বুক বাঁধ।

রডা। তুমি কাছেই থেকো। আমার হাত থেকে যদি ফসকে যায়।

ইয়া। আমি কাছেই আছি। কোন ভয় নেই। যাও।

(ইয়োগো লুকায়িত হওন)

রডা। ও ত বেশ বোঝালে দোষ নেই। কিন্তু তবু কেন ষিধা হচ্ছে? এমন কি ক্ষতি। এই বৃহৎ সংসারে একটা লোক রইল আর গেল—তাতে ক্ষতি কি!—যম এসে বস অসি-মুখে।

(লুকায়িত হওন)

ইয়া। ঘবে ঘবে এ ছোকরাকে বেশ করে তাতিয়ে তুলেছি। এখন ও কেশিয়োকে মারুক, কি কেশিয়োই ওকে খুন করুক, আর নয়—দুটোই কাটাকাটি করে ধ্বংস হ'ক, আমার সুবিধে সব দিকে। ডেজ্‌ভিয়োনাকে দেব বলে রডারিগোর

কাছ থেকে যে সব হীরে-জহরৎ হাতিয়েছি, ও
না মলে সেগুলো ফিরে দাবী করবে। তা
কিছুতেই হবে না। আর কেশিয়ো যদি জীবিত
থাকে, ওর মহত্বে আমার চিরদিন হীন, ঘৃণ্য
হয়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া সেনাপতিও সব
ঘটনা প্রকাশ করে দিতে পারে, তাতেও বিপদ
সমূহ। কেশিয়োর মৃত্যু অতি আবশ্যক। কিন্তু
চূপ! তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

(কেশিয়োর প্রবেশ)

রডা। কেশিয়োর পদশব্দ—আমি ঠিক চিনি—
সেই। নরাদম, তোর যম নিকট।

(কেশিয়োকে আক্রমণ ও আঘাত)

কেশি। যম নিকট হয়েছিল বটে, কিন্তু আমার
অদ্রোণ আমাকে রক্ষা করেছে। এখন পরীক্ষা
করি, তোমার রক্ষক কেমন।

(অস্ত্রাঘাত)

রডা। খুন করলে! খুন করলে!

(পশ্চাৎ হইতে ইয়োগোর দ্রুত আগমন ও
কেশিয়োর পায় আঘাত করিয়া পলায়ন)

কেশি। ওঃ, জন্মের মত পা গেল। কে আছ, রক্ষা
কর, খুন—খুন—খুন!

(পতন)

[(ওথেলোর প্রবেশ)]

ওথেলো। কেশিয়োর আর্ন্তস্বর—ইয়োগো সত্যবাদী।]

রডা। ওঃ, আমি মহাপাপী, নরাদম!

[ওথেলো। নিশ্চয়।]

কেশি। কে আছ, কে আছ, আলো, আলো। শীঘ্র
কেউ একজন ডাক্তার ডাক।

[ওথেলো। কেশিয়োর স্বর।]

সাবাস, ইয়োগো! সাধু তুমি, জায়বান।

মহৎ প্রকৃতি তব,

সখার ব্যাধার ব্যাধী, সখা,

ভাল শিক্ষা দিলে যোরে।

আরে রে সৈয়গী,

দেখ আসি প্রাণশূন্য প'ড়ে ধরাতেলে

প্রাণের প্রণয়ী তব।

তোরেও ডাকিছে স্বরা নরকে নিয়তি।

রহ, রহ রে কুলটা, আসিতেছি আমি!

চিন্ত হতে গেছে মুছে কুহক তোমার—

আর নাহি মজাবে নয়ন।

কলঙ্কিনী রক্তধারে আজি স্নানিচ্ছিত,
কলঙ্কিত শয্যা তব হবে স্মরঞ্জিত।

[প্রস্থান।]

(লডোভিকো এবং গ্রাটিয়ানোর প্রবেশ)

[কেশি। এ কি! এখানে পাহারা, লোকজন
কেউ নেই! কে আছ—খুন—খুন—ওঃ!
গ্রাটি। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে—শুনছ
আর্ন্তনাদ।]

কেশি। আমার মৃত্যু নিকট, কেউ আমায় দেখ।

[লডো। ঐ শোন।]

রডা। হতভাগ্য, নরাদম আমি!

লডো। দু'তিন জনের আর্ন্তস্বর! ঘোর অন্ধকার।
কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! এই সব আর্ন্তস্বর ছলনা হতে
পারে। লোকজন সংগ্রহ না ক'রে এগুনো
নিরাপদ নয়।]

রডা। কেউ এল না? যে রক্ত ছুটছে—তাতেই
মারা যাব।

লডো। ঐ শোন।

গ্রাটি। এই যে শোবার পোষাকেই অস্ত্র-শস্ত্র আলো
নিয়ে কে আসছে।]

(ইয়োগোর প্রবেশ)

[ইয়া। কে ওখানে? খুন—খুন ক'রে কে ঘন
ঘন চীৎকার করছে?

লডো। জানিনি, মশায়।

ইয়া। আপনারা চীৎকার শুনতে পাননি?

কেশি। এই দিকে, এই দিকে। দোহাই তোমাদের,
আমায় রক্ষা কর।

ইয়া। কি, ব্যাপার কি?

গ্রাটি। লোকটাকে মনে হচ্ছে যেন সেনাপতির
পতাকাধারী—ইয়োগো।

লডো। সেই বটে। ও খুব সাহসী।]

ইয়া। কে তুমি? এমন করে আর্ন্তকণ্ঠে চৈচাচ্ছ
কেন?

কেশি। কে, ইয়োগো? আমার ভাবি জখম
করেছে—কতকগুলো বদমায়েস মিলে।
আমাকে রক্ষা কর।

ইয়া। কি সর্বনাশ, কেশিয়ো! এ কোন
দুর্ভাগ্যবশতের কাজ?

কেশি। বোধ হয়, তাদের একজন এইখানেই
কোথাও লুকিয়ে আছে—পালাতে পারিনি।

[ইয়া। আরে বিশ্বাসঘাতক নরাদম-সব। ওখানে

দাঁড়িয়ে তোমরা কারা? এগিয়ে এস, আমার সাহায্য কর।]

রডা। ওঃ! এ দিকে এসে আমাকে সাহায্য করুন। কেশি। ঐ সেই দলের একজন।

ইয়া। আরে নরঘাতী ছুরাত্মা, আরে নরাধম!

(অস্বাভাব্য)

রডা। আরে বেইমান, নর-পিশাচ।

(মৃত্যু)

ইয়া। অন্ধকারে নরহত্যা। বদমায়েস্ চোর বেটারা লুকাল কোথায়? উঃ, কি নিস্তরঙ্গ, সহরে টু শব্দ নেই! কে আছে? খুন—খুন হয়েছে!

তোমরা কারা? এদেরই দলের, না ভদ্রলোক?

লডো। আমাদের ব্যাভারেই বুঝতে পারবেন।

ইয়া। দূতবর!

লডো। আজ্ঞে হাঁ।

ইয়া। চিন্তে পারিনি, মাপ করবেন মশায়! কতকগুলো বদমায়েস কেশিয়াকে জখম করেছে।

গ্রাটি। কেশিয়াকে!

ইয়া। কোথায় লেগেছে, ভায়া?

কেশি। আমার পা একেবারে ছুরানা করে দিয়েছে।

ইয়া। কি সর্বনাশ! [আপনারা একটা আলো আনতে পারেন? আপাততঃ আমার জামা ছিঁড়ে পা বেঁধে দি।

(বিয়াক্বার প্রবেশ)

বিয়া। কিসের গোলমাল! চৈচাচ্ছিল কে?

ইয়া। হুঁ। চৈচাচ্ছিল কে!

বিয়া। এ কি! কেশিয়ো! কেশিয়ো! প্রিয়তম! কি হল! কি হল! কি হল!

ইয়া। আরে জঘন্ত গণিকা! ভায়া, তোমার কাউকে সন্দেহ হয়, কে জখম করেছে?

কেশি। না।

গ্রাটি। আপনার এ দুর্দশা দেখে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। আমি আপনাকে খুঁজতেই গিয়েছিলুম।

ইয়া। কেউ আমাকে একটা বাধবার কিছু দিতে পারেন? আপাততঃ এই রকম থাক। এইবার একখানা চোঁকি—তা হলেই ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়।

বিয়া। রোস, রোস! আহা, মুচ্ছা গিয়েছে! ওগো, কথা কও, কথা কও!

ইয়া। সকলে শুনুন, আমার ঘোর সন্দেহ, এই ব্রষ্টা এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে। ভায়া, একটু স্থির

হয়ে থাক।] আলো, আলো! এ কি! এ মুখ কি চেনা? না,—হ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি! আমাদের দেশের লোক! এ যে আমাদের বন্ধু রডারিগো! না—হ্যাঁ—সেই ত বটে! কি সর্বনাশ! রডারিগোই ত বটে!

গ্রাটি। কে, ভেনিসের রডারিগো?

ইয়া। আজ্ঞে হুঁ, সে-ই। আপনি একে চিনতেন?

গ্রাটি। চিনতুম বৈ কি!

[ইয়া। ওঃ, আপনি—গ্রাটিরানো। চিনতে পারিনি, মাপ করবেন, মশায়! এই সব রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আমার মাথা গুলিয়ে গেছিল। নমস্কার।

গ্রাটি। নমস্কার।

ইয়া। ভায়া, এখন কেমন বোধ হচ্ছে? ওরে, কে আছিল? একখানা চোঁকি নিয়ে আয়?

গ্রাটি। রডারিগো।

ইয়া। আজ্ঞে হুঁ; সে-ই বটে—সে-ই। এই যে খাটিয়া এনেছিল—বেশ করেছিল। কেউ সাবধানে একে এখন হ'তে উঠিয়ে নিয়ে যাও। আমি সেনাপতির চিকিৎসককে ডেকে আনছি। আর তুমি, ঠাকরুণ, তোমার গলাবাজি এখন রাখ! ভায়া, যার মৃত-দেহ এখানে পড়ে রয়েছে, সে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তোমাদের ভেতর কোন রেবারেখি ছিল?

কেশি। কিছুই না। আমি ওকে চিনিই না।

ইয়া। (বিয়াক্বার প্রতি) এই যে ঠাকরুণের মুখ একেবারে পাঙাস হয়ে গেছে! একে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাও।

(কেশিয়ো ও রডারিগোকে স্থানান্তরিত করা)

আপনারা অহুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান ত। তারপর রদ্রিগি, মুখে যে এক ফোঁটা রক্ত নেই! মশায়রা চোখ দেখছেন—মড়ার মত! শুধু ফ্যালফ্যাল করে চাইলে কি হবে! আসল কথা বেশীক্ষণ চাপা থাকবে না। মশায়রা দেখুন, অহুগ্রহ করে ওর মুখের ভাবখানা একবার দেখুন, দেখছেন! ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। জিবকে লাগাম কষলে কি হবে! পাপ চোখ দিয়ে কথা কয়।]

(এমিলিয়ার প্রবেশ)

এমি। গোলমাল কিসের? কি হয়েছে?

ইয়া। একদল বদমায়েস যুটিয়ে রডারিগো কেশিয়াকে অন্ধকারে আক্রমণ করেছিল। বদমাঙ্গুলো

পালিয়েছে। রডারিগো খুন হয়েছে, আর
কেশিয়ো আধমরা।
এমি। অঁ্যা, সর্বনাশ! আহা, কেশিয়ো আধমরা,
রডারিগো খুন।
ইয়া। বেখাগতির এই পরিণাম। তুমি যাও,
কেশিয়োকে জিজ্ঞাসা করগে ত আজ রাত্রে
কোথায় খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। কি। কথা
শুনে যে হৃৎকম্প হচ্ছে।
বিয়া। খাওয়া-দাওয়া আমার বাড়ীতেই করেছিল,
কিন্তু সেজন্ত ত আমার কাঁপুনি ধরেনি।
ইয়া। বটে, বটে। তোমার ওখানেই খাওয়া-
দাওয়া করেছিল? এ কাজ তুমিই করেছ—
পালিয়ে না, আমার সঙ্গে এস।
[এমি। ধিক্, ধিক্ তোকে, কুলটা।
বিয়া। আমি কুলটা নই। যিনি আমাকে গাল
দিচ্ছেন, তিনি যেমন—আমি তেমনি সতী।
এমি। আমার মতন সতী। ধিক্, ধিক্ তোকে!]
ইয়া। মশায়রা, অনুগ্রহ করে চলুন। কেশিয়ো
বেচারার পা বাঁধবার ব্যবস্থা করা যাক গে।
এস রত্ন, প্রেমের পালা ছেড়ে এখন আর এক
পালা গাইতে হবে। (এমিলিয়ার প্রতি) তুমি
শীঘ্র দুর্গে গিয়ে সেনাপতি আর কর্তাকে খবর
দাও। আপনারা অনুগ্রহ করে এগোন,
আমি চিকিৎসক নিয়ে যাচ্ছি। (স্বগত)
আজ রাত্রে আমার ভাগ্য-পরীক্ষা—হয় জয়,
নয় ক্ষয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয়নকক্ষ—ডেজ্‌ডিমনো নিদ্রিত।

একটি দীপ-প্রজ্জ্বলিত।

(ওথেলোর প্রবেশ)

ওথেলো। যেই হেতু—

জান তুমি অন্তর্যামী মম—যেই হেতু
এ কঠিন ব্রত আজি করেছি গ্রহণ।
কহিতে সে কলঙ্ক-কাহিনী,
নির্মল তারকামালা নিবিবে গগনে—
অনিবার্য যেই হেতু ত্রায়-দণ্ডান।
তবু
না করিব রক্তপাত, না দিব আঘাত

তুষার-ধবল শিলা জিনি
সুচিকণ, শুভ্র অঙ্গে তার।
কিন্তু মৃত্যু সুনিশ্চিত—
নহে মায়াবিনী আরও যজ্ঞাবে মানবে।
আগে নিবাই আলোক—
জীবন-আলোক তব নিবাব পশ্চাতে।
নিবাইয়ে তোরে, ক্ষোভ যদি হয় মনে,
রে উজ্জল কিরণ-শরীর,
জালিবারে পারি তব আলোক আবার।
কিন্তু হায়, সুসমা-প্রতিমা।—
নিপুণ সজ্জনে যার আপনার সীমা
লজ্জিয়াছে আপনি প্রকৃতি,—
নিবিলে আলোক তব,
হেন বহি নাহি কোন স্থলে,
যার বলে জলিবে জীবন-দীপ পুনঃ।
বৃন্তচ্যুত করিলে গোলাপ—
সজ্জীবনী শক্তি দিতে কেবা পারে ফিরে?
না শুকাতে শ্রেয়ঃ তবে
জীবন্ত তরুর পরে ভুঞ্জিতে সুবাস।
কি সুরতি স্বাস—(চুসন)
স্পর্শে যার কঠিন হৃদয় গলে,
তায়দণ্ড খসে পড়ে দৃঢ় মৃষ্টি হতে।
তৃপ্তি নাহি চিতে—আর একবার
আরও একবার।
যদি মালিন্য তোমার—মৃত্যু পরে
নাহি হরে পবিত্র সুসমা তব
বধি তোরে, আদরে ধরিব হৃদে পুনঃ।
আর একবার—শেষ বিদায়-চুসন।
কে জানিত প্রাণহর মধুর এমন।
বহে অশ্রু—
কিন্তু বজ্রসম নির্মম সে ধার।
পবিত্র এ শোক—
প্রিয়জনে দণ্ড দিয়ে ব্যথা করুণার।
আগে এইবার—

ডেজ্‌। কে? প্রভু?

ওথেলো। হাঁ।

ডেজ্‌। শয়ন করবে?

ওথেলো। আজ শয়নের পূর্বে ভগবানকে স্মরণ
করেছিলে?

ডেজ্‌। অবশ্য, প্রভু।

ওথেলো। যদি তাঁর চরণে সম্প্রতি এমন কোন
অপরাধ করে থাক, যার জন্ত মার্জনার
প্রয়োজন, এখন তা ভিক্ষা কর।

ডেজ্‌। এ কি কথা, প্রভু ?

ওথেলো। বুধা বাক্য। যদি ক্রমা-ভিক্ষার প্রয়োজন থাকে, শীঘ্র কর। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করছি। মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হও। মৃত্যুর পরে তোমার অধোগতি হয়, আমার তা ইচ্ছা নয়।

ডেজ্‌। মৃত্যু ?

ওথেলো। হাঁ।

ডেজ্‌। কৃপাময়, কৃপা কর অবলায়।

ওথেলো। বেশ, সর্বাস্তঃকরণে আমিও বলি, কৃপাময় কৃপা কর অবলায়।

ডেজ্‌। প্রভু, কৃপাপাত্রী যদি বুঝে থাক মোরে, তবে কেন বধিবে অধীনী ?

ওথেলো। হাঁ।

ডেজ্‌। কিন্তু তবু ভয় বাসি হেরিয়ে তোমায়।

ঐ মত ঘূর্ণিত নয়ন—

সাম্ভাবিতিক লক্ষণ তোমার।

নিষ্পাপ অন্তর মম, নহি অপরাধী,

তবু হৃদি আতঙ্কে শিহরে।

ওথেলো। ভাব তব অপরাধ।

ডেজ্‌। মনে প্রাণে ভালবাসে অধীনী তোমায়

এই যদি অপরাধ হয়—

ওথেলো। সেই অপরাধ আর দণ্ড তার—মৃত্যু।

ডেজ্‌। হায়, কে কোথায় শুনেছে এমন

মৃত্যু-দণ্ড ভালবাসা অপরাধে।

এ কি ভয়ঙ্কর রক্ত-মুক্তি তব।

ক্ষণে ক্ষণে অধর চাপিছ দাঁতে,

সম্ভাবিতিক উত্তেজনা-বশে—

কম্পমান কলেবর তব।

সর্বনাশ স্মৃচনা এ সব।

প্রভু, প্রভু,

মম শির লক্ষ্য করি গর্জে কি অশনি ?

ওথেলো। চুপ। স্থির হও।

ডেজ্‌। হব স্থির, কিন্তু কিবা অপরাধ মম ?

ওথেলো। যে আদরের বস্তু তোমায় আমি আদরে উপহার দিয়েছিলুম, সেই ক্রমাল তুমি কেশিয়াকে প্রণয়োপহার দিয়েছ।

ডেজ্‌। না, কখন না। তুমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

ওথেলো। সাবধান, সাবধান, সূধ্যমুখি। মিথ্যা বোল না—জেন, এ তোমার মৃত্যুশয্যা।

ডেজ্‌। হোক, কিন্তু আজই নহে মৃত্যু উপস্থিত।

ওথেলো। এই দণ্ডে—

তাই কহি অকপটে ব্যস্ত কর পাপ।

জেন স্থির,—

দারুণ শপথে—প্রতি কথা।

অক্ষরে অক্ষরে যদি কর অস্বীকার,

নারিবে চালিতে সেই স্মৃদুত প্রত্যয়—

যাহে ভারাক্রান্ত অন্তর আমার।

মৃত্যু সুনিশ্চিত তব।

ডেজ্‌। অন্তর্যামী ভগবান্

কৃপা কর নিরুপায় অবলায়, প্রভু।

ওথেলো। উত্তম।

ডেজ্‌। তুমি প্রভু মম,

তুমিও কর হে কৃপা হয়ো না নিদয়।

ধ্যানে জ্ঞানে শ্রীচরণ বিনে নাহি জানি,

কহি সত্য বাণী—

নিদোষ নির্মল স্নেহ বিনা

প্রেম কিম্বা প্রেম-নিদর্শন

কত নাহি দিছি তারে।

ওথেলো। আরে ছলনাকুপিত,

স্বচক্ষে দেখেছি নিদর্শন তার করে।

[ছিল মনে, নির্ধুরতা করি পরিহার

শ্রায়-দণ্ডে দণ্ড দিব তোরে—

বলিরূপে করিয়ে অর্পণ ;

কিন্তু তোর প্রভারণা ভাবে

শিলাময় হৃদয় আমার

জিঘাংসা করিছে উত্তেজনা।]

কেশিয়োর হাতে দেখেছি ক্রমাল আমি।

ডেজ্‌। নহে দান মম—পেয়েছিল কোনরূপে।

প্রেম দূত আনিবারে তারে,

সত্য কথা করিবে স্বীকার।

[ওথেলো। করেছে স্বীকার।

ডেজ্‌। কি ?

ওথেলো। তোর গদে ব্যবহার তার—

ডেজ্‌। পাপ ব্যবহার ?

ওথেলো। নিশ্চয়।

ডেজ্‌। কখন না। হেন কথা কখন না কবে।]

ওথেলো। না।

বাক্যের দুয়ার তার রক্ত চিরতরে—

বিশ্বস্ত ইয়াগো তার করেছে বিধান।

ডেজ্‌। প্রভু, প্রভাবিত তুমি হয়েছ নিশ্চয়—

কহে অন্তরাগ্না মম।

নাহি জীবিত কেশিয়ো ?

ওথেলো। প্রতি কেশ হত যদি পরমায়ু তার—

মম প্রতিহিংসা বিশাল কবলে

স্বচ্ছন্দে লভিত স্থান সবে।

ডেজ্‌। হায়, প্রভাষণ মজায়েছে তায়,
সর্বনাশ সাধিয়াছে মোর।

ওথেলো। নির্লজ্জ কুলটা,
প্রণয়ীর হেতু
কর শোক সম্মুখে আমার?

ডেজ্‌। মের না, মের না প্রাণে—
দেহ চির-বিদায় আবারে।

ওথেলো। আরে দ্বিচারিণী—
ডেজ্‌। কর ক্ষমা আজিকার মত—
বধো কালি—

ওথেলো। আরে যদি কর বল—

ডেজ্‌। দেহ অর্ধ দণ্ড মোরে—

ওথেলো। অনেক দিয়েছি—
আরদ্ধ ক্রিয়ায় বিলম্ব না সম আর।

ডেজ্‌। ক্ষণমাত্র—স্মরি ভগবান্।

ওথেলো। গেছে বহুকণ—
(ডেজ্‌ ডিমোনার শ্বাসরোধ করণ)
(নেপথ্যে এমিলিয়া) প্রভু, প্রভু, নিরন্তর কেন?
প্রভু, প্রভু!

[ওথেলো। কোথা হতে আসে শব্দ?
নহে স্তব্ধ? এখনও জীবিত?
দুর্বল হস্তের ক্রিয়া
নহে সম্পূর্ণ এখনও।
প্রস্তরে বেঁধেছি বৃক,
তবু পূর্ণ কোমলতা?
নিবারিব যন্ত্রণা তোমার—যাও, যাও।]
(নেপথ্যে—এমিলিয়া) প্রভু, প্রভু!

ওথেলো। কে ও?
(নেপথ্যে এমিলিয়া। প্রভু, মিনতি করি, আমি
একটা বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছি।
ওথেলো। ওঃ, এমিলিয়া, একটু অপেক্ষা কর।—

ফুরায়েছে!—
যুঝি, আসে দিতে
কেশিয়োর হত্যা সমাচার—
শুনেছিহু এইখানে স্বর—
এবে নিম্পন্দ নিথর—
সমাধির অভ্যন্তর নিস্তব্ধ যেমন।
নড়ে বুঝি—না, না,—
খুলে দিব দ্বার?—
এমিলিয়া

আসি হেথা কবে কথা পত্নী সনে মম।
পত্নী মম? পত্নী মম! কে সে?
নাই পত্নী মম।

ও হো, দুর্বল সময় ভার!
কি বিকার—বিকট আঁধার!—
যেন রাহ বিশাল কবলে
গ্রাসে রবি শলী,
কক্ষচ্যুত হবে ধরা—
আতঙ্কে শিহরে!

(নেপথ্যে এমিলিয়া) দোহাই প্রভু, দ্বার খুলে
দিন, একটা কথা বলব।

ওথেলো। ও, তুমি?—ভুলেছিহু।
রহ রহ, দিব খুলে।—
করি আবরণ।—
কোথা তুমি?

(দ্বার মোচন)

(এমিলিয়ার প্রবেশ)

কি সংবাদ?

এমি। প্রভু, কেল্লার বাইরে খুন হয়েছে।

ওথেলো। সে কি! এখন?

এমি। এইমাত্র।

[ওথেলো। পথভ্রান্ত স্মৃধাকর—মত্ততা আকর—
হয়ে তবে ধরা সন্নিহিত
উন্মাদ করিয়ে সবে
খেলে এই সংঘাতিক খেলা।]

এমি। কেশিয়ো রডারিগোকে হত্যা করেছে।

ওথেলো। রডারিগো কেশিয়ো দুজনেই হত?

এমি। না, প্রভু, কেশিয়ো জীবিত।

ওথেলো। কেশিয়ো জীবিত! নহে হত?

বেশ্বর হত্যার সুর!

[স্মৃধুর প্রতিহিংসা গান
কর্কশ বায়স স্বর সম।]

ডেজ্‌। ও—ও—মিথ্যা অপবাদ—হত্যা—

এমি। এ কি আর্ন্তস্বর!

ওথেলো। স্বর? কি স্বর?

এমি। নিশ্চয়—নিশ্চয় আমার সখীর স্বর। কে
আছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর! শীঘ্র এস।
সখি, প্রিয়সখি, কথা কও! আর একবার কথা
কও!

ডেজ্‌। নিরপরাধ—মৃত্যু—

এমি। হায়, কে এ সর্বনাশ করলে!

ডেজ্‌। কেউ না—আমি আপনি! সখি, বিদায়।

প্রভুকে বোল, যেন অভাগিনীকে কখন স্মরণ
করেন—সখি, চিরবিদায়! (মৃত্যু)

ওথেলো। সে কি! হত্যা কি করে সম্ভব?

এমি। অন্তর্যামী জানেন।

ওথেলো। শুনেছ? বললে—আমি না।

এমি। শুনেছি। যা সত্য, আমাকে তা-ই বলতেই হবে।

ওথেলো। সত্য নয়, মিথ্যাকথা। মৃত্যুকালে মিথ্যা ব'লে জলন্ত নরকে গেছে। আমিই হত্যা করেছি।

এমি। নরাক্ষয়, তোমার জন্ত মিথ্যা ব'লে সে স্বর্গে গিয়েছে। [সে দেবী, আর তুমি নর পিশাচ।

ওথেলো। পাপিষ্ঠা কুলটা ছিল।

এমি। তুমি মিথ্যাবাদী সয়তান।

ওথেলো। চপল প্রকৃতি—নীচগামী জলের মতন—

এমি। তুমি উগ্রমতি—আগুন যেমন,

তাই কহ নীচগামী—

সাক্ষী সত্য দেবীর মতন।]

ওথেলো। অতল নরকে হবে না আমার স্থান, যদি প্রাণদণ্ড ক'রে থাকি অস্তায় কারণে।

—স্বামী তব জানে সব কথা।

এমি। আমার স্বামী।

ওথেলো। হাঁ, তোমার স্বামী।

এমি। আমার স্বামী জানে ঐশ্বর্য ব'লে?

ওথেলো। হাঁ, কেশিয়োর সঙ্গে। [ঐশ্বর্য যদি না হ'ত—তগবান্ সুব্রহ্মণ্য হীরকখণ্ড দিয়ে আমাকে আর একটা পৃথিবী গড়ে দিলেও আমি সে রত্ন বিনিময় করতেম না।]

এমি। আমার স্বামী?

ওথেলো। হাঁ, সেই সর্বাঙ্গে আমায় বলে।

[নির্মল প্রকৃতি, সাধু—পাপাচার চক্ষুঃশূল তার]

এমি। আমার স্বামী।

ওথেলো। বারবার এক কথা—বলছি তোমার স্বামী।

এমি। সখি, সখি! প্রবঞ্চক

প্রবল প্রণয়-মত্ত

দুর্বল হৃদয় লয়ে

করিয়াছে খেলা।

আমার স্বামী বলেছে অসত্য?

ওথেলো। হাঁ, তোমার স্বামী, তোমার স্বামী, বুঝেছ—তোমার স্বামী।

[যম পরম সুহৃদ—সাধু সজ্জন ইয়োগো।]

এমি। যদি সেই ক'রে থাকে দুর্নাম রটনা, দণ্ড হ'ক তিল তিল নরক-দাহনে।

ঘোর মিথ্যা কথা।

সখী যম

প্রাণ বিনিময়ে ঘৃণ্য আবর্জনা

অমূল্য রতন সম ধরেছিল হৃদে।

ওথেলো। এতদূর।

এমি। যতদূর শক্তি তব, কর মম প্রতি,

নাহি ডরি—ক'ব উচ্চ করি—

নহ তুমি যোগ্য পতি তার,—

স্বর্গ-যোগ্য নহে যথা এ কুকীর্তি তব।

ওথেলো। নিজ হিত বাঞ্ছ যদি

কর সংযত রসনা।

এমি। নাহি জান সহি কি যজ্ঞা—

নাহি শক্তি তব, দণ্ড দিতে তা হ'তে অধিক।

আরে কাণ্ডজ্ঞানহীন মুঢ়,

প্রভাবিত আরে রে বর্বর,

অপদার্থ আবর্জনা সম!

করেছ যে কাজ—

অশ্রুভয় কি দেখাও মোরে?

মুক্তকণ্ঠে করিব প্রচার,

যায় যদি বিংশতি জীবন।

এস শীঘ্র কে আছ কোথায়,

কদাকার রাক্ষস হেথায়—

বধিয়াছে ঠাকুরাণী মম!

এস শীঘ্র—খুন—খুন।

(মন্টানো, গ্রাটিয়ানো এবং ইয়োগোর প্রবেশ)

মন্। কি—কি হয়েছে? সেনাপতি!

এমি। স্বামী যম, আসিয়াছ তুমি?

করেছ উত্তম কার্য—

যাহে আততায়ী জন

নিজকৃত হত্যা করে আরোপ তোমায়।

গ্রাটি। কি—ব্যাপার কি?

এমি। কহে এই নরাক্ষয়,

ঐশ্বর্য জ্ঞানেছিল তোমার কথায়।

প্রত্যয় না হয়—

হবে তব এ হেন দুর্দ্যতি।

যদি তব মহুয্যস্ত থাকে এক রতি,

কহ এই দুরাচারে—“মিথ্যাবাদী তুমি।”

নীরব কি হেতু? বল, বল,

ওঃ, গুরুভার অন্তরে আমার।

ইয়া। আমার যেমন মনে হয়েছিল, তেমনি বলেছি।

সেনাপতি আমার কথার যেটুকু চাক্ষুষ প্রমাণ

পেয়েছেন, আমি তার এক তিল বেশী

বলি নি।

এমি। তুমি কখন বলেছ কি না—সে ঐশ্বর্য?

ইয়া। হাঁ, বলেছি।

এমি। তুমি মিথ্যাবাদী। ঘোর নারকী মিথ্যাবাদী।

ধর্ম সাক্ষী, আমার অন্তরাঙ্গী সাক্ষী। তোমার

কথা মিথ্যা—জঘন্য মিথ্যা। অষ্টা? কেশিয়োর
নাম করেছ?

ইয়া। হাঁ, কেশিয়ো। চূপ—
নাহি কর রসনা চালনা।

এমি। চূপ? কখন না।
কর্তব্য আমার
শত রসনায় করিবে চালনা।
অস্তিত্ব শয্যায় ঠাকুরাণী মম—
চিরস্থির আততায়ী করে!

সকলে। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!
এমি। আর তুমি সেই সর্বনাশের কারণ।
ওথেলো। আপনারা বিস্মিত হবেন না—মিথ্যা
নয়—সত্য কথা।

গ্রাটি। যদি সত্য হয়—অদ্ভুত সত্য!
মন্। কি ভয়ঙ্কর কার্য্য!
এমি। প্রতারণা, প্রতারণা—নারকী ছলনা!

সন্দ নাহি আর—
স্বতি-ভরি জাগে সব কথা।
বুঝেছি এখন!—অন্তর্যামী মন—
হয়েছিল সংশয় তখনি।
ও হো, অমৃততাপে হব আত্মঘাতী—
হায়, হায়, নিদারুণ প্রতারণা!

ইয়া। কি বলছ? পাগল হয়েছ? কথা শোন,
গৃহে যাও।

এমি। দয়া করি দেহ অমৃতমতি সবে—
সমক্ষে সবার
হৃদি-ভার করিব মোচন।
উচিত পালন স্বামীর আদেশ মম—
কিন্তু গুরুতর কর্তব্য সম্মুখে।
বুঝি স্বামি-গৃহে আর না ফিরিব।

ওথেলো। ও—ও—ও—

এমি। কাদ, কাদ—নুটায়ে অবনী!
বিলাপের ধ্বনি উঠুক গগন ভেদি।
আরে রে অভাগা!
বখিয়াছ যারে—
ছিল মধুময় নির্মল কুসুম—
সত্যোজাত শিশু সম নিষ্পাপ অন্তর।

ওথেলো। কখন না—কে বলে, এ কথা!

ছিল অষ্টা দুষ্চারিণী।
(গ্রাটিয়ানোর প্রতি) মহাশয়,
দেখি নাই এতক্ষণ।
অদূরে আত্মীয়া ভব নিজায় মগন,
প্রাণ-বায়ু-পথ সত্ত্ব রুদ্ধ মম করে।

ভয়ঙ্কর বীভৎস এ কাজ
জানি আমি ভাল মতে।

গ্রাটি। আরে অভাগিনি, তোমার পিতা জীবিত
নাই, পরম সুখের বিষয়। [তোমার বিবাহে
তিনি মর্মান্বিত হয়েছিলেন। নিদারুণ শোক
তার আত্ম-স্বত্ব ছিন্ন করেছে। আজ জীবিত
থাকলে এই হৃদয়ভেদী দৃষ্ট দেখে ধর্ম, নরকের
ভয় তুচ্ছ ক'রে নিশ্চয় তিনি আত্মঘাতী হতেন]
ওথেলো। হৃদয়ভেদী ঘটনা—কিন্তু আমার এই
কর্মচারী জানে যে, আমার জ্বর চরিত্র কলুষিত
হয়েছিল। কেশিয়ো নিজমুখে সে কথা স্বীকার
করেছে। আমার স্বীকে আমি যে প্রথম প্রণয়ো-
পহার দিয়েছিলুম, সেই ক্রমাল এই দুষ্চারিণী
সেই পাপাত্মাকে প্রণয়োপহার দিয়েছিল।
আমি স্বচক্ষে তার হাতে সে ক্রমাল দেখেছি।
[সে ক্রমাল অতি প্রাচীন নিদর্শন। আমার
পিতা আমার মাকে উপহার দিয়েছিলেন।]

এমি। হায়, ভগবান!

ইয়া। শোন, চূপ কর।

এমি। চূপ!—

উত্তপ্ত অন্তর করে জিহ্বায় তাড়না—
বাক্য মম বাঙ্কাসম অবোধে বহিবে—
স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল যদি
সমস্বরে করিয়ে চীৎকার,
ছিছি বলি করে তিরস্কার—
না রব নীরব তবু!

ইয়া। শোন, অবুঝ হরো না, বাড়ী যাও।

এমি। কখন যাব না।

(ইয়াকে এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করিতে উত্তত)

গ্রাটি। ছিছি নারীদেহে অস্ত্রাঘাত?

এমি। আরে মৃত! সে ক্রমাল আমি দৈবাৎ
কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্বামীকে দিয়েছিলুম।
এই তুচ্ছ জিনিষ হস্তগত করবার জন্তে ওর বিষম
ভেদ হয়েছিল। চুরি করবার জন্তে বারবার
আমায় সাধ্যসাধনা করেছে।

ইয়া। পাপিষ্ঠা কুলটা!

এমি। ঠাকুরাণী কেশিয়োকে ক্রমাল দিয়েছিল।
মিথ্যা কথা। আমি কুড়িয়ে পেয়ে আমার
স্বামীকে দিয়েছিলুম।

ইয়া। হুনিয়ার ইল্লৎ তোর মিথ্যা কথা।

এমি। তিল মিথ্যা নয়, কর প্রত্যয় সকলে।

আরে নরঘাতী আত্মস্তরী মৃত!

ওথেলোর আদর কিবা বুঝিবে বর্ধর!

(ওথেলো ইয়োগেকে আক্রমণ—ইয়োগে পশ্চাৎ
হইতে এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন)
ওথেলো। আকাশের অস্ত্রাগার হ'তে কি অসময়ে
বজ্রাঘাত হয় না? আরে নর-প্রেত! নরকের
অমূল্য রতন!

গ্রাটি। দেখ, দেখ, এ স্ত্রীলোক ঢলে পড়ল!
নিশ্চয় সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে।

এমি। ই। ঠাকুরাণীর পাশে আমায় শুইয়ে দাও।

গ্রাটি। ছুরাঘাত স্ত্রী-হত্যা ক'রে পালাল।

মন্। [ও একটা ডাকসাইটে বদমায়েস।] এই
অস্ত্র নিন্। সেনাপতির হাত থেকে কেড়ে
নিয়েছি। কেউ দ্বার রক্ষা কর। একে বাইরে
যেতে দিয়ে না। যাবার জন্ত দোর করেন,
বধ কোর। আমি সে দুর্বৃত্তকে ধরবার জন্ত
চলুম। নরকের ক্রীতদাস!

[মন্টানো ও গ্রাটিয়ানোর প্রস্থান।]

ওথেলো। লাজনার অধিক লাজনা!

কাপুরুষ আমি—

নহে, বীরকরে অসি হরে তুচ্ছ জন!

গেছে সুনাম সৌরভ,

বীর-গৌরব মিছে।

কিবা ক্ষোভ—হ'ক সব অবসান।

এমি। [সখি,

করেছিলে মরণ-সূচনা মৃত্যুগানে।

মানব-বচন যদি পশে তব কাণে—

শোন সখি,

আমিও গাইব সেই গান—

গানে প্রাণ হ'ক অবসান!]

রে নিষ্ঠুর! সতী ছিল জায়া তব—

তোমা বিনা জানিত না কারে।

কহি সত্য কথা—করি সত্যাশ্রয়

স্বর্গধামে করিব গমন।

মৃত্যু করি আলিঙ্গন—

সত্য ব্যক্ত করি মনোভাব। (মৃত্যু)

ওথেলো। ছিল অস্ত্র অসি এই কন্কে—

অতি তীক্ষ্ণধার। এই যে হেথায়।

মহাশয়,

কক্ষান্তরে আছে মম প্রয়োজন।

(নেপথ্যে) গ্রাটি। যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার
ইচ্ছা থাকে, তবে বেকুবের চেষ্ঠা কোর। মনে
থাকে যেন তুমি নিরস্ত্র।

ওথেলো। তিতরে এসে আমায় দেখে কথা ক'ন,
নইলে নিরস্ত্র আমি আপনাকে আক্রমণ করব।

(গ্রাটিয়ানোর পুনঃ প্রবেশ)

গ্রাটি। ব্যাপার কি?

ওথেলো। হের অসি—বীরকরে বীরের ভূষণ।

ছিল দিন—

যবে এই ক্ষুদ্র করে

ক্ষুদ্র অসি ধ'রে হলে অগ্রসর,

তোমা সম শত শত জন

রোধিতে নারিত মম পথ।

কিন্তু হায়, বুধা গর্বি। কে বারে নিয়তি।

নাহি সেই দিন—

নাহি ভয়, অস্ত্র হেরি না হও শঙ্কিত।

ক্লান্ত পাহ—পর্যটন শেষ আজি মম।

জীবন-ভরণী—

উপনীত মহাকাল-সাগর-সীমায়।

পাণ্ডু-গণ্ড কেন হেরি তব?

বুধা ভয়।

তৃণদণ্ড করিলে উত্তত,

এ ভগ্ন হৃদয়

না স্পর্শিতে লইবে বিদায়।

পত্নীঘাতি, মৃত্যু অস্ত্রে কোথা যাবে তুমি?

হা হতভাগিনি,

মহানিদ্রাঘোরে ধরেছ কি রূপ, বালা?

ওহো, তুষার-পাণ্ডুর মুখ।

যবে পরলোক-বিচার-ভবনে

মিলিব দুজনে,

হেরি এ মুরতি তব

তখনি হইব স্বর্গচ্যুত।

নরকের দূত

ক্ষিপ্র করে তাড়িবে আমায়।

হিম—হিমকায়—

তুষার সমান অমল ধবল,

নির্মল সতীত্ব তব যথা।

আরে নরকের ক্রীতদাস।

হেন স্বর্গদূত দরশনে

নাহি তব অধিকার।

পিশাচনিচয়।

কশাঘাতে কর মোরে দূর।

দুরন্ত বাণায় কর তাড়না আমায়।

দগ্ধ কর উত্তপ্ত গন্ধকে।

স্বর্গভীর অগ্নিহুদে রাখ ডুবাইয়ে।

ওহো, প্রিয়তমে!

কোথা তুমি। নাই—নাই—নাই!

ও—ও—ও—

(লডোভিকো, মন্টানো, চেয়ারে উপবিষ্ট কেশিয়ো, কর্মচারীগণ এবং বন্দিবেশে ইয়োগোর প্রবেশ)
লডো। হঠকারী সে অভাগা কোথায়?
ওথেলো। ওথেলো আছিল যার নাম—এই যে
হেথায়।

লডো। আর সে কালসর্প কৈ? দুরাভ্যাকে সম্মুখে
নিরে এস।

ওথেলো। শুনিয়াছি,

সম্মতান—পশুসম খণ্ডিত চরণ,

কিন্তু সত্য নহে—গল্প কথা।

সত্য যদি ছায়াদেহী প্রেত তুই,

মম অস্ত্রে না হবি নিধন।

(ইয়োগোকে অস্ত্রাঘাত)

লডো। অস্ত্র কেড়ে নাও।

ইয়া। মহাশয়, আমার সাজ্জাতিক আঘাত লাগেনি।

কেবল রক্তপাত হচ্ছে।

ওথেলো। নহি ক্ষুর আমি, রহ দীর্ঘজীবী হয়ে।

বুঝিয়াছি ভালমতে,

জীবন যন্ত্রণাময়, মৃত্যু সুখকর।

লডো। ছি ছি, সেনাপতি। তোমার মত বিচক্ষণ

সজ্জন এই নরাধমের চক্রান্তে জড়িত হল?

তোমাকে আর কি বলব।

ওথেলো। যথা অভিক্রটি তব।

হত্যাকারী—শ্রায়-দণ্ডধারী—

ইচ্ছা যদি মনে।

করি নাই নারীহত্যা হয়ে দীর্ঘাবশে।

ধর্মজ্ঞানে করেছিল শ্রায়দণ্ড দান।

লডো। এই নরাধম কতকংশে নিজের দোষ স্বীকার

করেছে। কেশিয়োর হত্যার জন্ত তোমরা

কি দুজনে ষড়যন্ত্র করেছিলে?

ওথেলো। হাঁ।

কেশি। প্রভু, প্রভু, আমি আপনার চরণে কোন
অপরাধ করিনি।

ওথেলো। সে কথা এখন আমি সম্পূর্ণ বুঝেছি।

তুমি আমায় মার্জনা কর। আর তোমায়

মিনতি করি, এই নরপিশাচকে জিজ্ঞাসা কর,

আমার ইহপর্য্যকাল কেন এমন ক'রে নষ্ট করলে?

ইয়া। আমাকে মিথ্যা জিজ্ঞাসা। যা জেনেছ, তা'

জেনেছ। এই মুখ বন্ধ করলুম, আর একটা

কথাও বেরবে না।

লডো। ভগবানের নামও নয়?

গ্রাটি। দণ্ডের যন্ত্রণায় তোমার মুখ খুলবে।

ওথেলো। নীরব থাকাই তোমার পক্ষে ভাল।

লডো। যা ঘটেছে, আপনি শুনুন। বোধ হয়, এর
ভিতরকার চক্রান্ত আপনি কিছুই জানেন না।
রডারিগোর যখন মৃত্যু হয়, তার কাছে
দুখানি পত্র ছিল। তার একখানিতে প্রকাশ,
রডারিগো কেশিয়োকে হত্যা করবে।

ওথেলো। নরাধম।

কেশি। নৃশংস পামর।

লডো। আর এই পত্রখানি রডারিগো এই দুর্কৃত

পাষণ্ডের কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্যে লিখেছিল।

এতে ইয়োগোর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা

আছে। তার পর, সম্ভব, ইয়োগো তাকে হত্যা

করে সকল কথার চরম উত্তর দিয়েছে।

ওথেলো। আরে দুর্ষ্ট হীনমতি! কেশিয়ো, আমার

স্বীর ক্রমাল তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

কেশি। আমার ঘরে পড়েছিল। এই পাষণ্ড এই-

মাত্র স্বীকার করেছে, যে উদ্দেশ্যে সে ক্রমাল

আমার ঘরে রেখেছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে।

ওথেলো। ওঃ—মূঢ়—মূঢ়—মূঢ়।

কেশি। রডারিগোর পত্রে আরও প্রকাশ যে,

ইয়োগোই তাকে আমার সঙ্গে বন্ধে উত্তেজিত

করেছিল। তার জন্ত এই পত্রে বিস্তারিত বিবরণ

আছে। সেই বন্ধের কারণে আমি পদচ্যুত হই।

রক্তপাতে রডারিগো অনেকক্ষণ মুচ্ছিত হয়ে-

ছিল। চেতন হবার পর মুখেও সে স্বীকার করেছে

যে, আমাকে হত্যা করবার জন্ত ইয়োগোই তাকে

উত্তেজিত করেছিল। আর তাকেও আঘাত

করেছে এই নরপ্রেত।

লডো। ওথেলো, এ কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে তুমি এখন

আমাদের সঙ্গে চল। তোমার পরিবর্তে কেশিয়ো

এখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ল। যদি এমন

কোন নির্ভর দণ্ড থাকে, যাতে এ পামরের

যন্ত্রণায়ও অবশি থাকবে না, অথচ জীবনও শীঘ্র

শেষ হবে না—এর জন্ত সেই দণ্ড নির্দিষ্ট রইল।

ওথেলো, রাজদ্বারে তোমার অপরাধ যত দিন না

জ্ঞাপন করা হয়, তুমি কারাগারে আবদ্ধ থাকবে,

নিরে এস।

ওথেলো। তিষ্ঠ ক্ষণকাল, মহাশয়।

আছে কিছু বক্তব্য আমার।

মম সাধ্যমত সাধিয়াছি রাজহিত কিছু,

জানে সব—

আলোচনা নাহি প্রয়োজন তার।

এক মাত্র মিনতি আমার—

যবে নিদারুণ সমাচার

রাজ্যেশ্বরে করিবে প্রেরণ—
 অবিকল যথাযথ করিয়ে বর্ণনা,
 নাহি কর দোষ আবরণ, কিংবা
 দ্বেষ-ভরে রঞ্জিত কাহিনী অভাগার।
 বোল, প্রেমাক্ত বাতুল—কিন্তু
 ভালবাসা ছিল তার অতুল জগতে।
 নহে স্বভাবের দোষে,
 কুচক্রীর ছলে পড়ি সংশয়-কবলে
 হয়ে মতিচ্ছন্ন—
 হারিয়েছে হিতাহিতজ্ঞান।
 তাই না করি যতন
 দুর্ভাগ্য সে মুকুতা-রতন—
 জঞ্জাল যেমন,
 দেছে ফেলে বর্ষরের মত।
 বোল—অশ্রুহীন নীরস নয়ন
 গলে নি কখন যার,
 আজি নিদারুণ ঘায় বর্ষে বারিধার,
 বনস্পতি রস যথা অজস্র ধারায়।
 রাজপদে নিবেদিয়ে এ সব বারতা।
 আর এক কথা—
 একদিন আলিপো নগরে,
 উজ্জীব-মণ্ডিত দুই তুর্কী একজন,
 অপমণ ঘোষিয়ে রাজার,
 করেছিল রাজভক্ত প্রজায় গ্রহণ।
 ধরি গ্রীবা তার—
 উপেক্ষিয়ে নিশ্চিত মরণ—
 দিছি সে কুকুরে আমি দণ্ড এই মত।
 (বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ)

লডো। হায়, হায় কি নিদারুণ পরিণাম!

গ্রাটি। আমাদের সকল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হ'ল।
 ওথেলো। চুষনে দিয়েছি শেষ বিদায় তোমায়,
 জীবনে মরণে সমভাব—
 এই মাত্র পথ—
 মৃত্যুর মিলনে দেহ, সতি, চুষন আমায়।
 (ডেজ্‌ডিমোনোর মৃতদেহের উপর পতন
 ও মৃত্যু)

কেশি। আমার এই আশঙ্কাই ছিল। সেনাপতির
 হৃদয় অতি উচ্চ, অতি উদার! কিন্তু এঁর কাছে
 যে অস্ত্র ছিল, সে কথা একবারও মনে হয় নি।
 লডো। আরে নারকী কুকুর!

শোক সর্বনাশী বুভুক্ষা রাক্ষসী,
 কিংবা সর্বগ্রাসী সাগর হইতে
 হ্রস্ব শোণিত-তৃষা তোর।
 দেখ, কীষ্টি তব—
 শবভারে শয্যা নিপীড়িত।
 দৃশ্য বিষময়—শীঘ্র কর আচ্ছাদন।
 (গ্রাটিয়ানোর প্রতি)

মহাশয়, তব তার রক্তিতে আগার।
 মৃত সেনাপতি ছিল আত্মীয় ভোমার,
 বিষয়-সম্পদ তার অধিকার তব।
 (কেশিয়োর প্রতি)

রাজ-প্রতিনিধি।
 হুরাত্মার দণ্ডভার
 তব করে করিহু অর্পণ।
 স্থান, কাল, নির্ধাতন,
 বিধিমত করিবে বিধান।
 রাজ-সম্মিধানে আমি চলিহু এখনি,
 শোকাভূর চিতে দিতে শোকের কাহিনী।

যবনিকা

ভেনিসের বণিক

(The Merchant of Venice)

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার প্রণীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

চরিত্র

	পুরুষ	ল্যঙ্গিলট্ গব্বো	...
ভেনিসের ডিউক	...	বুদ্ধ গব্বো	...ভাঁড়
মরক্কোর রাজপুত্র	}	লিয়োনার্দো	...ঐ পিতা
আরাগনের রাজপুত্র		বালথাজার	...বাসানিয়োর ভৃত্য
অন্তনিয়ে		ষ্ট্রফানো	}
বাসানিয়ে	... ভেনিসের বণিক		
গ্রাসিয়ানো	... ঐ বন্ধু		...পোশিয়ার ভৃত্যদ্বয়
শোলানিয়ে	}	নারী	
সালারিনো		পোশিয়া	...খনাচ্য কুমারী
	...অন্তনিয়ে ও	নেরিসা	ঐ সহচরী
	বাসানিয়োর বন্ধু	জেশিকা	...শাইলকের কন্যা
লরেন্সো	...জেশিকার প্রণয়-পাত্র	ভেনিসের ওমরাহবর্গ ;	বিচারালয়ের কর্মচারীগণ ;
শাইলক	...ইহুদী	কারাধ্যক্ষ ;	প্রহরী ; ভৃত্য ও অস্থচরগণ ।
তুবাল	...ঐ বন্ধু ; ইহুদী	সংস্থান :—	কিয়দংশ ভেনিসে ; অবশিষ্ট অংশ বেলমন্টে

ভেনিসের বণিক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—রাজপথ

(আন্তনিয়ো, সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রবেশ)

আন্তনিয়ো। সত্য, মনে কেন এই বিষাদের ছায়া
বুঝিতে পারি না বন্ধু ! বিষাদে মলিন
হেরি মোরে তোমরাও হয়েছ কাতর।
কিন্তু কেন বিষাদের এ মলিন মেঘ,
কোথা হতে এলো, তার কিছু নাহি বুঝি।
মনের এ-রূপ দেখি, সত্য কহি সখা,
নিজেরে চিনিত্তে—যেন তাও পারি নে কো।

সালারিনো। দোলে মন সাগরের তরঙ্গ-দোলায়—
যে-তরঙ্গ বহি তব বাণিজ্য-তরঙ্গী
বাতাসে পুরিয়া পাল চলে রক্ত-ভরে।
ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত কোনো নাগরিক পথে
চলে যবে উচ্চশিরে প্রমত্ত গৌরবে—
দীন-জন সসম্মুখে নোয়াইয়ে মাথা
পথ ছেড়ে সরে যায় ; ক্ষুদ্র তরী করে
বাণিজ্য-তরীয়ে তব তেমনি সম্মুখ !

শোলানিয়ো। আমি তবে সত্য কহি, শুন হে বান্ধব,
পণ্য মোর জল-পথে থাকিত যত্নপি
এমনি সঙ্কট-শঙ্কা-সংশয়ে জড়িত,
আমার সকল চিন্তা প্রীতি-আশা সহ
সুদূর সাগর-বক্ষে বেড়াতো ভাসিয়া ;
আমি হেথা নিরাশায় বসিয়া নীরবে
তুণপত্র উপাড়িয়া বাতাসে উড়িয়ে
দেখিতাম, বায়ু বহে কোন্ দিক্ দিয়া !
মানচিত্রে খুলি কতু তার পানে চাহি
খুঁজিতাম, কোথা পথ, কোথায় বন্দর,
কোথায় বস্ত্রিকা-ঘর, সেতু, সিদ্ধ-তীর।
বাড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত—যে-কোনো বিপদে
পণ্যের অহিত-শঙ্কা জাগিত এ-মনে ;
তাদের কল্পনা মাত্র জাগিলে হৃদয়ে
হতেম চিন্তায় ক্লিষ্ট, বিষাদে কাতর।

সালারিনো। যে-বায়ু উত্তপ্ত ভোজ্যে করে সুশীতল,

করে রক্ষা, সুরসাল অগ্নি-পরশে—
সেই বায়ু আনে বাজা সিদ্ধবক্ষ'পরে
পণ্যভার-সহ তরী ডুবায় নিমেষে,
এ চিন্তায় ব্যথা মোর হতো নিদারুণ।
বালু-ঘটি-যন্ত্র পানে পারি না চাহিতে—
মনে হয়, জল-তলে গুপ্ত বালু-চর—
সে বালুর চরে বুঝি বাণিজ্য-সম্ভার-
পূর্ণ মোর পোত 'এণ্ড্রু' লভিল সমাধি—
উচ্চ শির ডোবে তার মরণের পাকে।
মনিরে যাইতে ডরি— আছে শিলা-বেদী,
সে শিলা-বেদিকা হেরি ভয়ে বুক কাঁপে,
কোথা সিদ্ধ-বক্ষে আছে প্রচ্ছন্ন এমন
পাষণ-গিরির দেহ—পরশে তাহার
চূর্ণ হয়ে যাবে মোর বাণিজ্য-তরঙ্গী
বক্ষে লয়ে কত শত মহার্ঘ্য সম্ভার—
মণি-রত্ন, স্নাকোমল কোষের বসন,—
তরী-ভঙ্গে তরঙ্গের অঙ্গে রঙ্গে সব
কোথায় ডুবিবে হয়, কিছু রহিবে না।
সাগরের বুকে ছিল এতেক ঐশ্বর্য
চকিতে কোথায় গেল ! সকলি হারানু !
এ চিন্তা নিয়ত মনে রহিলে জাগিয়া
কেমনে প্রসন্ন রবো ? ভুলিব বিষাদ ?
হুশিয়ার রাশি...কিন্তু মোর কথা থাক ;
বুঝিয়াছি, কেন বন্ধু, ম্লান, সকাতির,
এমন মলিন-মুখ তব আন্তনিয়ো—
বাণিজ্য-তরঙ্গী লয়ে যত মাথা ব্যথা।

আন্তনিয়ো। না, না, না—প্রত্যয় করো। সে
কারণ নয়।

ভাগ্য মানি, আমাব এ বাণিজ্য-বেসান্টি
হু'একটি তরী লয়ে—হু'এক প্রদেশে
নিবদ্ধ সে কতু নয়। একক বর্ষের
ইষ্টানিষ্টে ব্যবসয়ে লাভ-ক্ষতি নাই।
বৎসরের ফলাফলে সম্পত্তি-নির্ভর
রাখি নাই কোনো দিন ; এ সংশয় লয়ে
চিন্তা তাই কোনো দিন নহে বিচলিত।

সালারিনো। তাহলে এ প্রেম-ব্যাদি।

আন্তনিয়ো। নহি কো বাতুল।
 সালারিনো। প্রেম নয় ? তাহলে এ বিবাদের তব
 একটি কারণ আছে। অর্থাৎ তোমার
 মন খুশী নয়, তাই রয়েছ অসুখী।
 কিন্তু হাসি-খেলা—সে তো সহজ মূলভ।
 খুশী হও ;—বুঝি, গেছে মনের বিষাদ।
 দ্বি-শির জেনাশ দেব ভীষণ খেলালী।
 মাহুব গড়েছে, দেখি, বেয়াড়া অদ্ভুত।
 কেহ চায় মিটি-মিটি নয়নের আড়ে ;
 তোতা-পাখী সম কেহ হাসে অটুহাসি
 যেন বা বাজায় তেঁপু। কেহবা আবার
 কাঁচু-মাচু মুখ সদা যেন কালি-ঢাল—
 হাসি পেলে দাঁতে দাঁত জোরে চেপে থাকে—
 দশন বা দেখে কেউ। গাভীরা ঠাকুর—
 সেও যদি বলে, হাসো,—তবু হাসেনা কো।

(বাসানিয়ো, লরেঞ্জো ও গ্রাসিয়ানোর প্রবেশ)

শোলানিয়ো। আসে বাসানিয়ো—তব প্রাণের স্বজন।
 সন্ধে তার গ্রাসিয়ানো লরেঞ্জোও আছে।
 আমরা বিদায় লই, যোগ্যতর সদী—
 তাহাদের সাহচর্যে রাখিয়া তোমায়।
 সালারিনো। নিরানন্দ এই তব অবসাদ-ভাব
 যে-অবধি না ঘুচিত, রহিতাম হেথা—
 যোগ্যতর কাম্য বন্ধু না আসিত যদি।
 আন্তনিয়ো। তব সঙ্গ সম-কাম্য চিহ্নদিন মোর।
 বুঝিয়াছি, আছে বুঝি, কোথা অল্প কাজ,
 যেমন সুযোগ পাও, করো পলায়ন।

সালারিনো। সুপ্রভাত, বন্ধুগণ !
 বাসানিয়ো। বহু সুপ্রভাত ! বহু সুপ্রভাত !
 বলো তো হাসিব কবে ? করিব প্রমোদ ?
 বলো, বলো, তোমাদের সকলি অদ্ভুত।
 একসঙ্গে হাসি-গল্প—অবসর নাই !
 হাসি খুশী বন্ধ রবে—সে কি ভালো কথা ?
 সালারিনো। আসিব যেমনি পুনঃ পাই অবসর।

[সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রস্থান।]

লরেঞ্জো। ওগো বন্ধু বাসানিয়ো, পেয়েছো যখন
 আন্তনিয়ো-বান্ধবের, মোরা দেখি পথ।
 কিন্তু মনে আছে, রাত্রে ভোজনের লাগি'
 সকলে মিলিব কোথা ?

বাসানিয়ো। মিলিব নিশ্চয়।

গ্রাসিয়ানো। আন্তনিয়ো, তোমারে দেখিয়া মনে হয়,
 সুস্থ নহ দেহে-মনে ; খ্যাতিমান ভূমি,

ধরণীরে ছাখো বহু সম্মানের চোখে।
 বেশী মূল্য দিয়া হেথা যা কিছু কিনিবে,
 খ্যাতি বলে, পণ্য বলে,—তার ক্ষয় বাজে।
 করহ প্রত্যয়, হেরি রূপান্তর তব।
 আন্তনিয়ো। ধরণী যেমন, তারে দেখি সেই-মত
 সাদা চোখে। এ ধরণী যেন নাট্যালা।
 জনে-জনে অভিনয় নানা ভূমিকায়।
 করুণ ভূমিকা মোর—তাই ম্লান ছাখো।
 গ্রাসিয়ানো। তাই যদি, দিয়ো মোরে মূর্খের ভূমিকা।
 মূর্খ ভাঁড়—হাস্তে রঞ্জে কেশ যেন পাকে।
 বার্কিক্য ঘনায় যেন সে হাস্য-কৌতুকে।
 দিবানিশি হা-হতাশ, গুমরিয়া কাঁদা—
 তার চেয়ে শতগুণে আমি ভালো মানি
 সুরা-রসে তপ্ত যদি হয় এ যকুৎ।
 দেহে যবে তপ্ত রক্ত, রহিবে মাহুব
 পাথরের মত জড় পিতামহ প্রায় ?
 জাগিয়া ঘুমাবে ? রাগে সদা খিটি-মিটি—
 পাণ্ডুরোগ দেহে শেষে করিবে আশ্রয় ?
 ভালোবাসি আন্তনিয়ো ; তাই বলি, বন্ধু,
 একদল লোক আছে—তাহাদের মুখ
 বন্ধ জলাশয় সম শ্রাওলায় ঢাকা—
 গাভীরো গুমট সদা—রহে চূপচাপ !
 সে মুখে সরে না ভাষা ! জানাইতে চায়
 শুধু সেই মৌনতায় বৃদ্ধির জোলাশ—
 ভারী যেন জ্ঞানী—মুত্তিমান অহঙ্কার !
 কতু যদি মুখ খোলে, এক ভাষা সরে,
 এক মাত্র বলি—“হাঁ হাঁ, মস্ত জ্ঞানী আমি।
 এ মুখে ফরিলে ভাষা—সাবধান ওরে,
 একটা কুকুর যেন কোথাও না ডাকে।”
 জানি ভালো আন্তনিয়ো, এই লোকগুলো—
 মৌনী, কথা কহে না কো, তাই বিজ্ঞ-খ্যাতি।
 জানি স্থির—মুখে ভাষা যদি কতু সরে—
 সে ভাষায় ছনিয়ার কানে ধরে তাল।
 যে শুনিবে সেই ভাষা, তখনি কহিবে,
 হস্তিমূর্খ এই ব্যক্তি। এ জ্ঞানীর তত্ত্ব
 কহিব আরেক-দিন অবসর-মত।
 কিন্তু শোনো, কথা রাখো, দোহাই তোমার—
 বিরাট এ ম্লান মৌন ভাষাহীন টোপে
 এমন বিজ্ঞতা-খ্যাতি কুড়াতে চেয়ো না।
 এসো হে লরেঞ্জো। থাকো আরামে সকলে।
 আহ্বারের শেষে পুনঃ এ দীর্ঘ-বক্তৃতা
 ধরিয়া করিব শেষ—টানি পূর্ণচ্ছেদ।
 লরেঞ্জো। আসি তবে—দেখা হবে ভোজনের কালে।

এত কথা কয়ে গেল এই গ্রাসিয়ানো—

তিলেকের অবসর দিল না আমারে

বলিতে একটি কথা ! মোনী-বাবা সাজি

এই মূখ্য বিজ্ঞদলে বুঝি, বিজ্ঞ বনি !

গ্রাসিয়ানো। দু'বছর যোর সাথে রহ অবিরাম—

ভুলে যাবে অ'পনারে কথার ঠালায়।

আন্তনিয়ো। বেশ, তবে আজ হতে হইব বাচাল।

গ্রাসিয়ানো। ধন্যবাদ। জানো বন্ধু, এ মৌনতা সাজে

গাভীর বিশুদ্ধ জিতে ; আর সাজে, জেনো,

ষোড়শী সে কুমারীরে। অপরে সাজে না।

[গ্রাসিয়ানো ও লরেঞ্জোর প্রস্থান

আন্তনিয়ো। তারপর—কি খবর ?

বাসানিয়ো। আজ্ঞে-বাজ্ঞে এত বকা গ্রাসিয়ানো বকতে

পারে। বাপ,। বাজ্ঞে বকুনিতে সারা ভেনিসে

ওর জোড়া যদি আর একটি লোক খুঁজে পাবে।

এমন যা-তা বকে যে, ওর কথায় যুক্তি খোঁজার

মানে, যেন এক বোড়া তুষের মধ্যে দু'দানা ঘব

বেছে বার করা। সারা দিন বসে খোঁজো—

কোনো যুক্তি পাবে না। যদি-বা এক-রতিটাক্

পাও—তা পেয়ে আর তখন কোনো লাভ নেই।

আন্তনিয়ো। ভালো কথা, বলে ছিলে, আমারে কহিবে,

কোনু নারী-তীর্থে তুমি গেছিলে গোপনে।

সে কথা খুলিয়া বলো। এমন শুনিব।

বাসানিয়ো। আন্তনিয়ো, জানো তুমি, নহে তা গোপন,

অবস্থার অতিরিক্ত আচার-ব্যাভারে

কেমনে করেছি নাশ আমার বিভব।

আম হতে ব্যয় বেশী—অহুচিত কাজ।

কষ্ট পাই। বুঝি। তবু নাহি প্রতিকার।

অহুচিত-ব্যয় আজো পারি না ছাড়িতে।

কিন্তু সত্য কহি, এই ঋণ-তার আর

বহিতে পারি না শিরে ; ঋণে মুক্তি চাই।

আর চাহি—যে-বিহনে শাস্তি নাই মনে।

এ দুই শৃঙ্খলে চিত্ত স্বাচ্ছন্দ্য বিহীন।

তুমি বন্ধু—ঋণ তব পরিশোধ্য নয়—

অর্থে আমি চির-ঋণী আছি তব পাশে।

সে ঋণের মুক্তি নাই ; মোচনে অক্ষম।

এত দোষে দোষী—তব ভালোবাসো যোরে।

মনে তাই যে-বাসনা জাগে, সবিশেষ

ভোমারে কহিতে আসি। ভেবেছি যা মনে,

যটে যদি, ঋণে মুক্তি পাবো, মনে হয়।

আন্তনিয়ো। কি বাসনা প্রকাশিয়া বলো বাসানিয়ো।

ভোমারে সম্মত করি আজো—জেনে রাখো।

যে-বাসনা মনে তব—হীন নাহি হলে

দেহ দিয়া, মন দিয়া, অর্থ যোর দিয়া—

আমার সর্বস্ব দিয়া করিব পূরণ।

বাসানিয়ো। বাল্যে যবে বিভ্রালয়ে করিতাম পাঠ,

খেলা-চ্ছলে কত তীর ছুড়িতাম তবে,

সে-তীরের কোনোটা সে খুঁজে নাহি পেলে

সম-লক্ষ্যে হানিতাম যুগ্ম-তীর পুনঃ,—

প্রথম তীরের পিছে শেষ দুই তীর—

তা দিয়া প্রথম তীরে পেতাম ফিরায়ে।

বাল্যের কাহিনী বলি—হাসিবে তা শুনি—

তেমনি সরল ভাবি আজি এ প্রয়াস।

ঋণী আমি তব পাশে। সে ঋণ শুধিব,

কোনো আশা নাহি তার। যে অর্থ দিয়াছ,

ফিরায়ে পাইবে তাহা, হেন আশা নাই।

তবু বলি, যেই তীর করেছ নিক্ষেপ—

সে-তীরের সন্ধানতে অত্র তীর পুনঃ

যদি বা ছুড়িতে পারে—শৈশব-খেলায়

যোর সেই তীরক্ষেপ—তাহারি মতন,

হয়তো সে হারা-তীরে পুনঃ ফিরে পাবে।

দুটি ঋণ শুধিবারে যদি নাহি পারি—

শেষ-ঋণে ঋণী কভু-রহিব না। ঋণী

রহিব প্রথম ঋণে ; এ-ঋণ শুধিব।

আন্তনিয়ো। মোরে তুমি জানো ভালো—

সখ্য-প্রীতি লয়ে

ঋণ-তর্ক—তাহে শুধু বুঝা কালক্ষেপ।

সে ঋণ-সংশয়ে আমি মনে ব্যথা পাই।

বাক্য-জাল বুনিবার প্রয়োজন নাই।

স্পষ্ট ভাবে কহ মোরে—কি-বা তুমি চাও ?

কি করিতে হবে মোরে ? কহ প্রকাশিয়া।

আমি কি করিতে পারি,—তুমি তাহা জানো।

করিব তা। বলো শুধু কি করিতে হবে।

বাসানিয়ো। বেলমণ্টে আছে বালা ধনীর হুহিতা—

অতুল ঐশ্বর্যময়ী—রূপে আর গুণে।

রূপের তুলনা নাই। 'রূপ'-কথাটুকু

সে-রূপের পাশে যেন ম্লান, অর্থহীন।

রূপগীর নয়নের দৃষ্টির ইজিতে

পেয়েছি নীরব ভাষা। নাম পোশিয়া।

কেটো-কত্কা, ক্রটাক্শের প্রিয়তমা জায়া,

সে-পোশিয়া হতে ননু তিল-মাত্র আন।

মূল্য তাঁর বিশ্বে কারো নহে অবিসিত।

নিখিলের চারিদিক হতে নিত্য আসে

প্রার্থিয়া তাঁহার পাণি বহ যোগ্য পাত্র ;

রবি-রশ্মি-সমুজ্জল সোনালি অলক

তঁাহার ললাটে দোলে—যেন স্বর্ণ-তরী।
বেলমন্ট হইয়াছে পুণ্য পীঠ আজি—
শুধু সে তঁাহার লাগি। জেশনের দল
স্বর্ণ তরী-বন্ধে আসে লভিতে তঁাহারে।
আন্তনিয়ো, সত্য সখা—থাকিলে বিভব,
তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়া যেতাম
সে পুণ্য-মন্দিরে আমি সে লক্ষ্মী লভিতে।
কি জানি, কে কহে যেন অন্তরে আমার—
ভাগ্য মম সুপ্রসন্ন—সেখা যেতে পেল
নিমেষে অতীষ্ট মম হইবে পূরণ।

আন্তনিয়ো। জানো বন্ধু—যত কিছু সম্পদ আমার—
ভাগিছে সাগর-বন্ধে। গৃহে অর্থ নাই।
পণ্য নাই—যাহে ভর করি লই ঋণ।
যাও তুমি—ত্যাখো, যদি কর্জ কোথা মেলে।
আছে মান, ইজ্জৎ আমার—এ ভেনিসে।
ত্যাখো যদি, করিয়া বিশ্বাস তার'পরে
অর্থ কেহ কর্জ দেয়—প্রয়োজন-মত।
যদি কেহ দেয় ঋণ,—সে অর্থ তোমার।
সে অর্থ লইয়া তুমি যাও বেলমন্টে
রূপসী পোশিয়া যথা কামনার ধন।
ত্বর্য্য করো। অর্থ পেলে সন্তে বাঁধিবে না।
সে ঋণে আমার দায়। নহে, বলো তুমি
এ ঋণ আমার—অর্থ কর্জ লবো আমি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলমন্ট—পোশিয়ার গৃহের কক্ষ

(পোশিয়া ও নেরিসার প্রবেশ)

পোশিয়া। সত্যি বলচি নেরিসা, দুনিয়ার ভার
আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

নেরিসা। অসহ্য হতো সখি—যদি ঐশ্বর্য্যের মত
তোমার দুঃখও প্রচুর হতো। দুনিয়ার মজা এই,
যার অনেক আছে, সে যেমন; আবার যার কিছু
নেই—সেও তেমনি। অর্থাৎ দুজনেই সমান-
দুঃখে দুঃখী। কাজেই দুয়ের মাঝামাঝি ধারা
থাকে, তারাই আরাম পায়। বাড়াবাড়িতে
চিরদিন বিপত্তি ঘটে। যাদের অনেক আছে,
ভাবনায় তাদের চুল শীর্ণগির পাকে—যাদের
দশা মাঝামাঝি, তারাই বেশী দিন বাঁচে।

পোশিয়া। কথার মত কথা বলেছিল নেরিসা।

সত্যি, তোর কথার দাম আছে।

নেরিসা। কথার দাম আরো বাড়তো, সে-কথা
মেনে মান্বব যদি চলতে পারতো।

পোশিয়া। কি উচিত তা জানা—আর তা মেনে
চলা—দুটো কাজ যদি সমান হতো, তাহলে
বক্তৃতামঞ্চগুলো আজ মন্দির হয়ে উঠতো, আর
গরীবের কুঁড়ে হতো রাজার প্রাসাদ। যিনি
শিক্ষা দেন, তিনি নিজে যদি সে শিক্ষা-উপদেশ
মেনে চলতে পারতেন, তাহলে বটে তাঁকে
বলতেম—সাধু। বিশজনকে ডেকে খুব ভালো
শিক্ষা আমিও দিতে পারি; কিন্তু সে বিশজনের
একজন হয়ে আমার সে-উপদেশ আমার পক্ষে
মেনে চলা ভয়ঙ্কর শক্ত—ব্বালি! রক্ত ঠাণ্ড'
রাখতে মগজ খাটিয়ে খাশা বিধি-নিয়ম তৈরী
করতে পারি, নেরিসা, কিন্তু মেজাজ যদি
বিগড়ায় তো সে বিধি-নিয়ম মানা সম্ভব হবে
না। আমাদের যা বয়স,—সে-বয়সটা যেন
খরগোশ—বিধি-নিয়মের বেড়া টপ্কাতে তার
কোথাও বাধে না। কিন্তু থাক, এ-সব তর্কে
তো আমার বর মিলবে না। বর মিলবে কি?
নিজের মন বুঝে পছন্দ করবারো উপায় আমার
নেই! মন যাকে চাইবে, তাকে নেবার
যেমন উপায় নেই, তেমন আবার মন যাকে
বিষ দেখবে, তাকেই স্বীকার করে মেনে নিতে
হবে। বাবা মারা যাবার সময় এমন উইল
করে গেছেন, যে বিষের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা-
অনিচ্ছায় কিছু এসে-যাবে না। এ কি কম কষ্ট
নেরিসা? বর—তাও আমি নিজে পছন্দ করতে
পাবো না। আবার অপছন্দ হলে তাকে
বিদায় দেবো, সে শক্তিও আমার নেই।

নেরিসা। বাবা ছিলেন ধার্মিক মানুষ। মরবার
সময় সাধু-পুরুষদের দিব্য-জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান
হওয়ার দরুণই না তিনি ঐ সোনার রূপোর
আর শীসের তিনটে কোটো তৈরী করিয়ে
গেছেন। সেই কোটো তিনটে পরখ করে আসল
কোটোটির সন্ধান যিনি পাবেন—হবেন তিনি
তোমার মালা নেবার যোগ্য অধিকারী। তুমি
নিশ্চিন্ত থাকো সখি—যিনি তোমাকে যথার্থ
ভালোবাসবেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমায়
পাবেন না।...কিন্তু না, সত্যি, বলো তো, এই
যে নিত্য এত হোমরা-চোমরা পাত্র এসে উদয়
হচ্ছে, এদের মধ্যে কাকে তোমার মনে
ধরে?

পোশিয়া। এক-এক করে তুই সকলের নাম বল—

আমি টাকা করে বুঝিয়ে দেবো! তা থেকে
তুই আমার মনের সন্ধান পাবি।

নেরিসা। বটে! আচ্ছা, প্রথমে ধরো—ঐ
নেপোলিটান রাজপুত্রটি।

পোশিয়া। কে? ঐ ঘোটক-রাজ। ঘোড়া ছাড়া
যার মুখে আর কোনো কথা নেই। মস্ত জাঁক,
—নিজের হাতে তিনি ঘোড়ার পায়ের নাল
বেঁধে দেন। আমার ভয় হয় নেরিসা,—ও
ভদ্রলোকটির মায়ের সঙ্গে হয়তো কোনো
কামারের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল।

নেরিসা। আচ্ছা, তার পর ধরো ঐ গের্মো
জমিদার পালাটিন...

পোশিয়া। তিনি! কপাল তিনি কুঁচকেই আছেন
দিব্য-রাত্রি। মনের ভাব—আমায় যদি না
পাও তো করবে কি? হাসির গল্প বলো—
গভীর। হাসতে জানেন না। এই বয়সে এমন
গুমট-মুখ—আর একটু বয়স হলে তো কেঁদেই
দিন কাটাবেন—ঠিক সেই দার্শনিকদের মত।
দুনিয়াকে ভূয়ো ভেবে ভেবে ধাঁরা একেবারে
অস্থির হয়ে আছেন! এঁদের কাকেও বিয়ে
করার চেয়ে কঙ্কালের গলায় মালা দেওয়া
চের ভালো নেরিসা!

নেরিসা। তাহলে ঐ ফরাসী ওমরাওটি?

পোশিয়া। মাহুঘের মত হাত-পা-মুখ এঁটে বিধাতা
মাহুঘ সৃষ্টি করেছেন—কাজেই ঠুঁকে মাহুঘ
বলতে হয়।...মাহুঘকে ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করলে
পাপ হয়, জানি—তবু সখি, সত্য বলচি, এঁরও
ঘোড়া-রোগ আছে—সে-ঘোড়া নেপোলিটান
রাজপুত্রের ঘোড়ার চেয়ে বড়। ইনিও কপাল
কৌচকান—সে-কৌচকানো জমিদার পালাটিনের
চেয়ে অনেক বেশী। এক কথায় বলতে কি,
মাহুঘ হয়েছে ইনি মাহুঘ নন। শালিক পাখী
কিটির-মিটির করলে ইনি উঠে নাচতে শুরু
করেন—নিজের ছায়া দেখে তার সঙ্গে করেন
তলোয়ার খুলে লড়াই! এঁকে বিয়ে করা আর
বিশজন পুরুষকে একসঙ্গে ভজন্য করা—তুই
সমান। ইনি যদি আমায় দেখে নাক কৌচকান
তো আমি ভাগ্য বলে মানবো। আর যদি
আমায় ভালোবেসে উন্মাদ হন, তবু ঠুঁর সে
ভালোবাসা আমি নিতে পারবো না, সখি।

নেরিসা। আচ্ছা, ঐ ইংরেজ ব্যারন ফকনব্রিজ?

পোশিয়া। জানিস্ তো, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো
কথা হয়নি। তিনি আমার কথা বুঝতেও পারেন

না। না জানেন তিনি লাতিন ভাষা—না ফরাসী
ভাষা, না ইতালীয়ান ভাষা। আর আদালতের
মত হলফ, পড়তে হলে, হলফ পড়ে
তোকেও এ কথা মানতে হবে যে আমি
ইংরেজি জানি না। জানি না—হয়তো লোকটি
ভালো কিন্তু আমার কাছে ভাষাহীন ছবির
মাহুঘ! কেউ কারো কথা বুঝবে না।
তাহাড়া ঠুঁর পোষাক দেখেচিস? মনে হয়,
কোটটা কিনেচেন ইতালীতে, মোজা জোড়া
কিনেচেন ফ্রান্সে, টুপি জার্মানিতে; আর
আদব-কায়দা, চাল-চলন,—সে-সব জোগাড়
করেচেন নানা রাজ্য থেকে!

নেরিসা। আচ্ছা, ঠুঁর প্রতিবেশী ঐ স্বচ লর্ড
বাহাদুরটি?

পোশিয়া। যোগ্য প্রতিবেশী বটে! ইংরেজের
কানমলা খেয়ে উনি কুখে আছেন, সময় পেলে সে
কানমলার শোধ দেবেন। আমার মনে হয়, ঐ
ফরাসী ভদ্রলোকটি ঠুঁর জামিন হতে পারেন।

নেরিসা। সাক্ষিনির ডিউকের ভাইপো ঐ জার্মান
যুবা—তাঁর কথা কি বলো?

পোশিয়া। সকালে যখন জ্ঞান থাকে, তখন রীতি-
মত বর্ষর; বিকেলে যখন মদের নেশায়
অজ্ঞান, তখন একেবারে অপদার্থ। যখন ভালো
থাকেন, তখন মাহুঘ নন; যখন বেগড়ান,
তখন জানোয়ারের চেয়ে একটু উঁচু-ধাপে
থাকেন। আমার ভাগ্য যদি নেহাৎ বিক্রপ হয়
—তবু ঠুঁকে না পেলেও দিন আমার আরামে
কাটবে, নেরিসা।

নেরিসা। উনি যদি ঠিক কোটোটি বেছে নিতে
পারেন, তাহলে তুমি বাবার উইল অমান্য
করবে? ঠুঁর গলায় মালা দেবে না?

পোশিয়া। সেই ভয়েই তোকে মিনতি করচি
নেরিসা, ও-পাত্রটিকে তুই রেনিশ-মদে টুটুস্থল
করে চুবিয়ে রাখ। ঠিক বলতে পারি, পাত্রে
যদি মদ ঢাখে তো মদের লোভে সেই মদের
পাত্রই বেছে নেবে। ঐ মদের পিপের হাত
থেকে বাঁচবার জন্ত আমি বোধ হয় সব-কিছু
করতে পারি।

নেরিসা। ভয় নেই সখি—এ মহাপুরুষদের মধ্যে
কাকেও তোমায় বরণ করতে হবে না। ঠুঁদের
যা বাসনা, আমায় তা জানিয়েচেন। অর্থাৎ
ঠুঁরা বলেচেন,—তোমায় বিরক্ত না করে
যে যার দেশে ফিরবেন। তোমায় বাবার সন্ত

মানা ছাড়া অত্ৰ কোনো উপায়ে যদি তোমায় পাওয়া যায়, তাহলে গুঁরা সেই উপায় দেখবেন।
পোশিয়া। বাবার উইলের সৰ্ত্ত অমাত্ৰ করে আমি বিয়ে করবো না—এতে যদি শিবিলার মত আইবুড়ো হয়ে মরি—ডায়েরার মত সতী-নিষ্ঠা নিয়েই মরবো। কিন্তু যা শুনলেম, এ সব পাত্রের এমন সুবুদ্ধি হয়েছে,—শুনে আরাম পেলেম। সত্যি নেরিসা, এদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে-বিহনে বুক আমার বেদনায় উথলে উঠবে। ভগবানের অমুগ্রহে এঁদের যাত্রা-পথ শিব হোক, শুভ হোক—কায়-মনে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

নেরিসা। আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে, বাবা তখন বেঁচে, ভেনিস থেকে একটি ভদ্রলোক...সেই যে গো, আমাদের বয়সী—মানে, অল্প বয়স—খুব পণ্ডিত, ভয়ঙ্কর যোদ্ধা—মতফোরাতের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন?

পোশিয়া। ও—হাঁ। তাঁর নাম বোধ হয় বাসানিয়ো।

নেরিসা। সত্যি সখি, এ পর্যন্ত যতগুলি লোক দেখলেম, তাঁদের সকলের চেয়ে তিনি ভদ্র—সুন্দরীর মালা পাবার যোগ্য।

পোশিয়া। তাঁকে মনে আছে নেরিসা। তোর এ সুখ্যাতি তাঁকে সাজে।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

কি রে?

ভৃত্য। বিদেশী সে চারজন ভদ্রলোক বিদায় নিয়েছেন। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর মরক্কো রাজকুমারের দূত এসেছে। খবর এনেছে, তার মনিব আজ রাতে এখানে এসে পৌঁছুবেন।

পোশিয়া। এ চারজনকে যেভাবে বিদায় দিচ্ছি, এটিকে যদি তেমনি খুশী-মনে অভ্যর্থনা করতে পারতেন! এঁর মন যদি হয় সাধুর মত, আর চেহারার দৈত্যের মত, তা হলেও যেন আমার মালা না নিয়ে তিনি ছুটি দেন। আয় নেরিসা, তুই আগে আগে চল...

একটি করে বিদায় দিয়ে আঁটছি দোরের খিলু;
আবার একটি দোরের হাজির—এ যে মুস্তিল।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস—সাধারণ স্থান

(বাসানিয়ো ও শাইলকের প্রবেশ)

শাইলক। তিন হাজার ড্যাকট। বেশ!

বাসানিয়ো। তিন মাসের কড়ারে।

শাইলক। তিন মাসের কড়ারে! বেশ!

বাসানিয়ো। হ্যাঁ। আর আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, এ ঋণের জন্ত আস্তনিয়ো খৎ লিখে দেবেন।

শাইলক। হাঁ! আস্তনিয়ো নিজে খৎ লিখে দেবেন! বেশ!

বাসানিয়ো। টাকা দিতে পারবেন? দিয়ে আপ্যায়িত করবেন? জবাব পাবো?

শাইলক। তিন হাজার ড্যাকট—তিন মাসের কড়ারে—আর আস্তনিয়ো নিজে খৎ লিখে দেবেন!

বাসানিয়ো। হ্যাঁ, কি বলেন? দেবেন টাকা?

শাইলক। আস্তনিয়ো একজন মহাশয়-ব্যক্তি!

বাসানিয়ো। তাঁর দুর্নাম কখনো শুনেচেন না কি?

শাইলক। এ্যাঁ। না, না, না। তা নয়। তাঁকে

যে মহাশয়-ব্যক্তি বলছি, এর মানে, আপনাকে

বোঝাবার জন্ত—তিনি একজন খাঁটি লোক—

তাঁর কথার দাম আছে...যদিও তাঁর বিষয়-আশয় আছে কাগজে-কলমে অর্থাৎ কল্ললোকে।

তাঁর একখানি জাহাজ গেছে ত্রিপোলিতে, আর

একখানি গেছে ভারতবর্ষে। তা ছাড়া বাজারে

শুন্টিলেম তিন-নম্বর জাহাজ গেছে মেক্সিকোয়;

চার নম্বর জাহাজ গেছে ইংলণ্ডে। তা ছাড়া

আরো ক'খানা জাহাজ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে

আছে। কিন্তু জাহাজ! সে তো কখানা মাত্র

তত্ত্বা—তার মাঝি-মাল্লারাও মানুষ! তা ছাড়া

ডাক্কায় যেমন ইঁহুর আছে, জলেও তেমনি

ইঁহুরের উৎপাত। ডাক্কায় চোর-ডাকাত, জলেও

তেমনি চোর-ডাকাত—যার নাম বোঘেটে।

তার উপর আছে তোমার জল-বাড়, চেউ, চোরা

পাহাড়ের ধাক্কা। তা হোক, তা হলেও হ্যাঁ

আস্তনিয়ো লোকটি খাঁটি। তাঁর সংস্থানও

আছে বেশ ভালো রকম—এ কথা স্বীকার

করবো বৈ কি! হ্যাঁ—তা কত বললে?

তিন হাজার ড্যাকট...? আমি বোধ হয় তাঁরি

হাতের খৎ পাবো!

বাসানিয়ো। হ্যা, তাঁর খৎ পাবেন—সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

শাইলক। ভালো, ভালো! তাঁ খৎ পেলে নিশ্চিত হবো বৈ কি। নিশ্চিত হবো বলেই চিন্তা করছি! তা, হ্যা, আস্তানিয়ার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা হতে পারে?

বাসানিয়ো। যদি অনুগ্রহ করে আমাদের ওখানে আজ ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন!

শাইলক। কি—শূরের মাংসের গন্ধ শুঁকতে! তোমাদের মহাত্মা প্রভু যে-শূরের দেহ ভুজের আস্তানা করে তুলেছিলেন!...বাপু হে, তোমাদের সঙ্গে দেনা-পাণ্ডার কারবার করতে পারি, আর তা করবো; তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও কইবো, বেড়াবো-চেড়াবো...সব কিছু করবো! কিন্তু খাওয়া? উঁহ, ঐটি নয়। খেতে পারবো না! খাওয়া-দাওয়া চলবে না! কোনো কালে নয়—পুজো-আর্চাও চলবে না!...কি হলো বাজারের খবর? এ দিক পানে কে আসে যেন...

(আস্তানিয়ার প্রবেশ)

বাসানিয়া। ভদ্র আস্তানিয়ো।

শাইলক। (স্বগত) চোখের চাহনি ত্যাগে! যেন চাটুকার।

সরাই-ওয়ালা আমি! ঘৃণা করি
কীরীস্থানে—তাই ঘৃণা করি এ কাকের।
আরো ঘৃণা—কর্জ দেয় অধমর্ণ-জনে
বিনা-সুদে...সারল্যের মন্ত আবরণ!
মোদের সুদের হার অল্প ভেনিসেতে
শুধু ওর বিনা-সুদে ধার-দওয়া হেতু।
একবার পাই যদি কবলে এ জনে
পুরানো আক্রোশ যত মিটাই আমার।
আমার পবিত্র জাতি—তারে ঘৃণা করে;
পণ্যশালে সম্মিলিত বণিকের দল—
সেখা মোরে গালি পাড়ে, —গালি কারবারে!
সহুপায়ে উপার্জন—অর্থ করি লাভ—
'হেয় সুদ' বলি দুষ্ট বিধে ব্যঙ্গ-বাণে!
এ-জনে করিলে ক্ষমা, মোর কুল-মানে
যেন অভিশাপ লাগে! দুষ্ট কটু-ভাষী!

বাসানিয়ো। শোনো শাইলক...

শাইলক। পুঞ্জির হিঙ্গাব কবি,
মনে পড়ে যতখানি। দেখি, পারি কি না
তিন হাজার দিতে আজি ত'বিল হইতে।
নিজের না থাকে যদি—না, না, চিন্তা নাই—

স্বজাতি তুবাঁল আছে—ধনাঢ্য ইহুদী—
সেই দিবে অবশিষ্ট! কিন্তু হ্যা, কি বলিলে?
ক'মাসের মেয়াদ কজের?

(আস্তানিয়ার প্রতি) আপনার
কুশল মশায়? হেঁ-হেঁ—মশায়ের কথা—
তাই নিয়ে আমাদের চলে বাক্যালাপ।

আস্তানিয়ো। অর্থ লয়ে লেন-দেন—শোনো শাইলক,
করিনে কো আমি—সুদে, কিম্বা বিনা-সুদে।

তথাপি বন্ধুর আজি অর্থ-প্রয়োজন—
তারি লাগি বিধি ভাঙ্গি।

(বাসানিয়ার প্রতি) জানে শাইলক
কত মুদ্রা প্রয়োজন?

শাইলক। হেঁ হেঁ...তিন হাজার
ড্যাকট...না?

আস্তানিয়ো। ঋণের মেয়াদ তিন-মাস।

শাইলক। হাঁ, হাঁ, তুলেছি! তিন মাসের কড়ার!

হাঁ হাঁ—তাও বলেছেন ইনি। আরো শুনি,
আপনি দিবেন খৎ! বটে! বটে! দেখি...

কিন্তু কি বলিতেছিলেন? হাঁ—শুনি যেন,
দরে-হারে সুবিধা সে যতই মিলুক—
নিজে কর্ত্ত নাহি দেন—নাহি লন কতু।

আস্তানিয়ো। কতু নহে।

শাইলক। কাহিনী পড়িল মনে,—বলি।
জেকবের খুড়া ছিল লাভান। সে বুড়া।
লাভানের মেস ছিল—সংখ্যায় প্রচুর;
তাইপো জেকব তাঁর সে মেস চরাতো;
পুজ্য আব্রামের ইনি নাতি...হাঁ, নাতিই!
আব্রামের নাতি এই জেকব স্মজন—
তঁাহার মাতার পুত্র—তৃতীয় গর্ভের।

আস্তানিয়ো। সে কথার হেতু? জেকব নিতেন সুদ?

শাইলক। না, না—সুদ নয়। মানে সুদ যারে বলো,
তা নয়! শোনো,—দৌহে কি সর্ভ সে ছিল।

জেকব চরাতো মেস—শ্রম-মূল্য লাগি
মেসের শাবক হতো,—নিত তাহা হতে
বিচিত্র বর্ণের, গুলা—সর্ভ জেকবের।

জেকব করিল কি? না, শাখাপত্র ভাঙ্গি
ক্ষেতে রাখে বিছাইয়া; যত মেস-মেসী
আহারের লোতে আসে—মেলে কতুহলে;

মিলনের ফলে মেসী প্রগবে শাবক,—
জেকবের মহা-লাভ চলে সমারোহে।

বুদ্ধি যার—উন্নতির দ্বার মুক্ত তার—
মিতব্যয়ে জয়—যদি চুরি বাদ থাকে।

আস্তানিয়ো। ইহাতে কৃতিত্ব কি-বা? বিধির বিধান!

মেঘের শাবক হয়—বিধাতার হাত !
মাহুঘের হাত তাহে এতটুকু নাই !
সোনা-রূপা ধার দিয়া—ধারে সুদ লওয়া—
তার সাথে—মেঘ হতে শাবক-সংগ্রহ—
এ উপমা মাজেনা কো।

শাইলক । সুদে টাকা বাড়ে ;
পশু-পক্ষী হতে যথা বাচ্চা হয় লাভ ।
তবু বলি, শোনো...

আন্তনিয়ো । মজা ছাখে বাসানিয়ো,
অভিসন্ধি-প্রয়োজনে শাস্ত্র-বাক্য শত
উচ্চারণে কতখানি পটু দুষ্ট জন !
দেবতারে সাক্ষ্য ডাকে দুঃস্বাস্থ্য যখন—
তখন দৈত্যের মুখে যেন হাসি দেখি !
সুপক্কে অপেল যথা ভিতরেতে পচা,
কাপট্য ঢাকিতে চায় ভদ্র আবরণে !

শাইলক । ড্যাকট—হাজার তিন ; অনেকটা টাকা—
তিনটি মাসের ম্যাদ—সুদ কবি কত ?

আন্তনিয়ো । শুনিছ হে শাইলক, দোঁহে দায়ী রবে।

শাইলক । আন্তনিয়ো, সাধু, ভদ্র, মহাশয় তুমি—
বারে-বারে র্যালটোয় করিয়াছ মোরে
তিরস্কার রূঢ় ভাষে—মোর অর্থে গ্লানি ।
সুদ লই, সেই সুদে করো নিন্দাবাদ !
নীরবে সে-অপমান সহিয়াছি আমি ।
সহ করা—সে আমার জাতের স্বভাব ।
কহিয়াছ, ভণ্ড আমি, অবিদ্যাগী আমি !
কহিয়াছ, গলা কাটি কুকুরের মত !
ইহুদী—পরনে মোর ইহুদীর বেশ—
সে-বেশে করেছ তুমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ !
আমার যা-কিছু, তার অতি-ঘৃণা তব ।
আজ দেখি, চাহো মোরে, দায়ে রক্ষা করি !
আমার প্রসাদ চাও । খুব ভালো কথা !
আজ আসি কহো মোরে—শোনো হে শাইলক,
টাকা চাই আমাদের । ওই মুখে বলো—
যে-মুখের নিষ্ঠীবন দেহ আশ্রয়পরে ।
তারে কহো—কুকুরের মত পায়ে যারে
নিত্য ঠালালে ঘরে পেয়ে,—টাকা ধার চাই !
বলো, কি উত্তর দিব ? বলিব তোমায়—
কুকুর যে—তার কি হে অর্থ কত থাকে ?
কুকুর কি দিবে ঋণ তিনটি হাজার
ড্যাকট ? সম্ভব কি তা ? কিম্বা নত শিরে
অম্লগত ভৃত্য সন্ম, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
বিনয়ের নম্র ভাষে কহিব তোমায়—
“ওগো শিষ্ট ভদ্র সাধু, গত বুধবারে

গায়ে মোর থুহু দেহ ; আর-এ কদিন
কুকুর বলেছ মোরে ! এত শিষ্টাচার !
তার বিনিময়ে আমি অর্থ ধার দিব ?”
আন্তনিয়ো । এ-আচারে কোনোদিন হবে না অত্যাচার—

পুনঃ নিষ্ঠীবন দিব—করিব এ ঘৃণা ।
যদি মোরে ঋণ দাও—ভাবিয়ো, সে ঋণ
বন্ধুরে না দিয়া দাও পরম-শত্রুরে ।
সখ্য যথা—ধাতুখণ্ড অতি তুচ্ছ সেথা—
সুদ চলে নাকো সেথা ; এ ঋণ শত্রুরে ।
যদি সর্ব ভদ্র হয়—রবে না সঙ্কোচ—
হাসি-মুখে খেদারৎ গুণে লবে তুমি !

শাইলক । আহা, আহা, চটো কেন ? তিরস্কার কেন ?
আমি চাই, সখ্য করি তোমাদের সাথে ।
স্নেহ চাই ; প্রীতি চাই ; চাই ভুলিবারে
যে-ঘৃণা, যে-অপমান করিয়াছ মোরে ।
প্রার্থনা পূর্যাবো তব—লইব না সুদ ।
শুনিছ আমার কথা—আমার প্রস্তাব ?
আন্তনিয়ো । এত কুপা !

শাইলক । সেই কুপা দেখাবো তোমারে ।
শুধু মোর সাথে যাবে উকীলের বাড়ী—
খণ্ড লিখে সহি দিবে রহস্তের ছলে—
নির্দিষ্ট তারিখে যদি নিরুপিত স্থানে
ঋণ তুমি না করিতে পারো পরিশোধ—
অর্থ-বিনিময়ে তবে অঙ্গ হতে তব
যথা-ইচ্ছা অঙ্গ সের মাংস লবো কাটি ;
তাহে ঋণ শোধ হবে ।

আন্তনিয়ো । রাজী আছি সর্ব্বে ।

এ খণ্ড লিখিয়া দিব । কহিব সব্বারে,
ইহুদীর প্রাণে আছে মহত্ত্ব, কক্ষণ !

বাসানিয়ো । না, না, হেন খণ্ড তুমি কত লিখিবে না ।

অভাব রহক মোর—চাহি না মিটাতে ।

আন্তনিয়ো । কোনো ভয় নাই । মাংস
যাবে না কো কাটা ।

খতের তারিখ, জেনো, বুধা কাটিবে না ।

দুঃমাসে—অর্থাৎ ম্যাদ ফুরাবার আগে—

তারো এক মাস আগে, এ ঋণের টাকা

তিন গুণ হয়ে ফিরে আসিবে আমার ।

শাইলক । হায় পিতা আব্রাহাম ! খুঁটানরা কী !

নিজেরা যেমন রচ, সন্দিক্ত সদাই—

অপরের সাধুতায় তাই এ সংশয় ।

ভালো কথা, আমারে বুঝাও দেখি, বাপু,

এ সর্ব্বে—এ খেদারতে আমার কি লাভ ?

মাহুঘের অঙ্গ হতে আধ সের মাংস—

মেষ নয়, ছাগ নয়,—গোমাংসের দাম
 ঢের বেশী—তাও নয়! মানুষের মাংস।
 কাটিয়া কি হবে, বলো? মিছা এ সংশয়।
 এ সর্বের অর্থ, আমি চাই ওঁর প্রীতি—
 সখ্য চাই—তার বেশী অল্প সাধ নাই।
 এ সর্ব সন্মত থাকো, অর্থ দিতে পারি;
 নচেৎ বিদায় লহ। এক কথা বলি,
 দোহাই, সঙ্কল্পে মোর ভুল বুঝিয়ে না।
 আস্তনিয়ো। শাইলক, শোনো, তব সর্বের রাজী আছি।
 এ খং লিখিয়া দিব—পরম আনন্দে।
 শাইলক। তাহলে এখন এসো উকীলের বাড়ী।
 তাঁহাকে বলিবে এসো এ খং লিখিতে।
 এ ভারী মজার খং! আমি অর্থ আনি
 গৃহ হতে! গৃহ মোর সেখা রক্ষা করে
 ভয়ে ভয়ে মুঢ় ভৃত্য—ভারী অকর্মণ্য।
 অর্থ লয়ে হেঁ-হেঁ আমি এখন ফিরিব।
 আস্তনিয়ো। সাধু, সাধু, হে ইহুদী।

[শাইলকের প্রস্থান।

আজ দেখিতেছি

ইহুদীর চিত্তে মায়া। খুঁটান বনিবে।
 বাসানিয়ো। শঠের কপট চিত্ত—মুখে মধু ভাষা—
 প্রাণে বড় শঙ্কা জাগে—খারাপ লক্ষণ।
 আস্তনিয়ো। এসো, এসো—কোনো চিন্তা
 রাখিয়ো না মনে,—
 ফিরিবে জাহাজ মোর মাসেক সময়।
 [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার গৃহের কক্ষ

অমুচরবর্গ সহ মরক্কো-রাজপুত্রের প্রবেশ;

পোর্শিয়া, নেরিসা ও সহচরীগণ

(যন্ত্র-বাৎ)

মরক্কো। অন্ধের এ কালো বর্ণে ফিরায়ো না মুখ।

তপনের তীব্র তাপ—তার প্রতিবেশী;

সে-তপন-স্পর্শে হেন কালো বর্ণ মোর।

উত্তর-রবির কর তুষারের দেহে

পশিতে না পারে যথা, সেখায় জনম,

তুষারের গুহ্র-কান্তি—হেন-জনে আনো—

যারে খুশী—ছাখো তার বক্ষ-তল ভেদি,—
 তার রক্তে, মোর রক্তে করো পরিমাপ—
 কার রক্ত তব প্রেমে বেশী রাঙা—ছাখো।
 এ আমার কালো বর্ণে, শোনো লো সুন্দরি,
 ত্রস্ত বহু শূর-বীর! তোমার শপথ,
 দেশে মোর দৈন্যালী শ্রেয়সী কুমারী
 যতেক ঘোড়শী—তারা এ রূপে ফিহল!
 তোমারে না পাই পাছে—সেই হেতু; নয়
 এই কালো বর্ণে মোর কোনো দুঃখ নাই।
 অল্প বরণেতে মোর তিল নাহি লোভ!
 কালো বর্ণে তুষি আছি—কহি সত্য বাণী।
 পোর্শিয়া। মন মোর বণে নয়। বরণ করিব
 কুমারী-নয়নে যারে হেরিব সুন্দর,—
 হেন অধিকার নাহি! ভাগ্য লয়ে খেলা—
 স্বেচ্ছায় বরিতে নারি মনোমত জনে।
 পিতৃ-পণে বদ্ধ আমি। পিতার সে-পণে
 যেই জন জয়ী হবে, সে আমার পতি।
 এ-পণে আত্ম যদি নাহি রহিতায়,
 সত্য কহি স্পষ্ট ভাষা—কৌত্তিমান রাজা,
 অপর কাহারো চেয়ে হীন নহ তুমি—
 প্রেম-অর্থ্য দিতে নাহি হতাম কাতর।
 মরক্কো। চলো তবে, কোথা আছে সে বাহু-সম্পূট?
 অদৃষ্ট পরীক্ষা করি। অসি সাক্ষ্য থাক্—
 যে-অসিতে হত সক্ষি—পারশ্ব-কুমার;
 সুলতান সে সুলেমানো তিন-তিন বার
 যে-অসি হারালো—সেই অসি সাক্ষ্য রবে।
 তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া—যে-দৃষ্টির বাণে
 শূর-হৃদি কেঁপে ওঠে,—ধাক্কা-মাতা-বক্ষে
 ধাক্কা-শিশু কাঁপিত সে, মত্ত পশুরাজ
 আক্ষালি গরজে—তারে বন্দী করি যথা—
 তোমার পিতার কূট-পণ ভেদ করি
 তোমারে তেমতি আজি লভিব নিশ্চয়।
 কিন্তু মহা বিড়ম্বন! হার্কু লিশ যদি
 পাশা খেলে লিচাশের মনে—ভাগ্য-বশে
 অকুশল হস্তে তার ভালো দান পড়ে—
 শ্রেষ্ঠ হবে পরাভূত! দৈবের কৌতুক!
 তাই ভৃত্য-পাশে হারে পটু আলসেতিনা।
 ভয় হয়—অদৃষ্ট সে অন্ধ চিরদিন!
 তার বশে যোগ্য আমি—হবে পরাজয়—
 আমা হতে শতগুণে অযোগ্য যে-জন
 হয়তো সে জয়ী হবে—অসম্ভব নয়!
 পোর্শিয়া। ভাগ্য যথা, ফল তার হয় অমুরূপ।
 নহে বুঝা কেন এ-উভোগ-আয়োজন!

ভাগ্য-পরীক্ষার পূর্বে সত্য করো রাজা,
পরাজয় হয় যদি, কহিবে না মোরে
প্রণয়ের কোনো কথা। উচিত যা ভাবো,
করো তাহাই এখন।

মরকো। সত্যে বদ্ধ হই—

প্রণয়ের কোনো কথা কবো না এ-মুখে,
হৃদেই তেমনি যদি ভাগ্যে ঘটে মোর।
লয়ে চলো—নিজ-ভাগ্য করিব পরখ।

পোর্শিয়া। তার আগে মন্দিরেতে চলো যুবরাজ।

ভাগ্যের পরীক্ষা হবে ভোজনের পরে।

মরকো। ভাগ্য বলবান,—দেখি, কি আমার হয়।

মহা-মুখী, কিম্বা চির-অভিশপ্ত ক্ষোভে।

[সকলের প্রস্থান। বাস্তবধনি।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(ল্যানসিলট গোবোর প্রবেশ)

ল্যানসিলট। আমার মন বলচে, তোর ইহুদী
মনিবের কাছ থেকে তুই সরে পড়। আবার
ছুটি হাত ধরে মন এ কথাও বলচে—“গোবো,
ল্যানসিলট গোবো, সাধু গোবো, ধর্মিষ্ঠ গোবো,
চরণ দুখানির গতি করো বাবা, হুম দাও—
মানে, পালাও।” একবার মন বলে, যা।
আবার বলে,—না সাধু ল্যানসিলট, হুঁশিয়ার।
খবদার! পালিয়ে না। গোড়ালি যদি ছুটতে
চায় তো তাদের চেপে ধরে এই মাটিতেই
পড়ে থাকো।...বিপদে পড়েছি। একবার
মন বলচে, গুটাও তল্লী, তল্লী গুটিয়ে সরে
পড়ো। চাঙ্গা হও, চাঙ্গা হও—হয়ে পালাও।
যদি বাপের বেটা হও তো পালাও। এক মিনিট
আর এখানে থেকে না। কানে দেখছি যেন দুটো
দতি বাসা বেঁধেচে। একটা বলচে, সরে পড়ো
এখনি। আর একটা তখন কান টেনে বলচে—
না, খবদার, পালাস্ নে। ইহুদী হলেও মনিব।...
আমি বলি, ভালো রে ভালো, খুব শলা দিচ্ছ
বটে। মনিব যে এ দিকে সাক্ষাৎ শয়তান! এই
শয়তানের কাছে থাকবো?...কিন্তু না, যখন
একটা দতি বলেচে, সরে পড়ো—তখন ভাবচি,
তার কথাই শুনি; শুনে দি লম্বা।

(বুড়া গোবোর প্রবেশ; তার হাতে বুড়ি)

গোবো। ওগো ছোকরা বাবুসায়ের, বলতে পারো,
আমাদের ইহুদী-সাহেবের বাড়ীতে কোন্ দিকে?

ল্যানসিলট। (স্বগত) আরে বাস—এ যে দেখচি
স্বয়ং আমার গর্ভধারিণী পিতে ঠাকুর। এ্যা—
চোখে ছানি পড়েছে—দেখতে পায় না—
আমায় চিনতে পারবে না। মজা করি একটু।
গোবো। বলি ও ছোকরা-সায়ের, বলো না বাবু,

হজুর-ইহুদী-সাহেবের বাড়ীটা কোন্ পথে?

ল্যানসিলট। ডাইনে যাও। তারপর মোড় নেবে—

নিয়ে চলে যাবে বা হাতি—তার পরের মোড়ে

আর কোনো হাতে ফিরতে হবে না—একেবারে

সোজা হুজি ঢুকে পড়বে ইহুদী সাহেবের বাড়ী।

গোবো। এ তো ভারী কঠিন হলো, দেখচি।

আচ্ছা, বলতে পারো বাপু, সে বাড়ীতে

ল্যানসিলট বলে কেউ থাকে?

ল্যানসিলট। ও। আমাদের ল্যানসিলট দাদাবাবুর কথা

বলচো। (স্বগত) এবারে মজা করা যাক—চোখে

বস্ত্রা বইয়ে দেবোঁখন। (প্রকাশ্যে) আমাদের

ভাই-সাহেব ল্যানসিলট?

গোবো। হজুরের দোস্ত বুঝি? ই্যা, সেই

ল্যানসিলটের কথাই বলচি।

ল্যানসিলট। আঃ—পষ্ট করে খুলে বলো না বাপু।

আমাদের ভাই-সাহেব ল্যানসিলট তো?

গোবো। ই্যা। ল্যানসিলটের কথা বলছি সাহেব।

ল্যানসিলট। ঐ হজুর-ল্যানসিলট?—ল্যানসিলটের

কথা আর বলো না। বরাত। আহা, যাকে বলে,

নিয়তি! সেই নিয়তির ফেরে সে বেচারী

সরে পড়েছে। অর্থাৎ সাদা কথায় তিনি স্বর্গগে

গেছেন।

গোবো। বলো কি। না, না—যাট। সে যে

আমার বুড়ো-বয়সের বৃষ্টি—সে যে আমার

ভর করে দাঁড়াবার খুঁটা।

ল্যানসিলট। আমায় দেখলে ভাই মনে হয়? আমি

খুঁটা? লাঠি? ডাঙা?...আমায় চিনতে

পারচো না বাবা?

গোবো। আমি অন্ধ, বাবা—কি করে তোমায়

চিনবো?

ল্যানসিলট। তোমার চোখ থাকলেও আমায় চিনতে

পারবে না। যে-বাপের বুদ্ধি আছে, সে-ই শুধু

নিজের ছেলেকে চিনতে পারে...আচ্ছা

শোনো, তুমি বুড়ো মানুষ—তোমার ছেলের খবর

তোমায় আমি বলচি। (নতজানু হইয়া) আমায়

আশীর্বাদ করো। মানুষের ছেলের খোঁজ বচবে

না মিললেও, খুন-খারাপীর খবর ছাপা থাকে

না। যা সত্যি, সোজা-সুজি তা ফাঁশ হয়ে যার

গোকো। তুমি ওঠো তো বাপু—দাঁড়াও দিকিনি।
আমার মনে হচ্ছে, তুমিই আমার ছেলে।

ল্যানসিলট। আর চালাকি নয়—বাবা, সত্যি বলচি
আমি ল্যানসিলট—তোমার ছেলে। মানুষের
যেমন ছেলে হওয়া উচিত, আমি তোমার
তেমনি ছেলে।

গোকো। কিন্তু আমার যে পেত্যয় হচ্ছে না বাবা,
তুমি আমার ছেলে।

ল্যানসিলট। এ কথাটা কাণে ভালো শোনাচ্ছে
না, বাবা। তুমি যদি পেত্যয় না করো,
তাহলে আমি সে-কথা কি করে পেত্যয়
করাবো?...আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে...
ভালো প্রমাণ দি। আমি তোমার ছেলে
—কেমন তো? আমার নাম ল্যানসিলট—
তোমার ছেলে আমি—ইহুদী মনিবের কাছে
চাকরি করি। আমার মা-ঠাকরুণ অর্থাৎ তোমার
ইস্তিরী গো,—আমার জননী—তার নাম হলো
মার্জারী।

গোকো। ঠিক বলেচিস—তার নাম মার্জারীই
বটে। তা হ'লে পেত্যয় হচ্ছেক,—তুই আমার
ছেলে ল্যানসিলট বটে—আমারি রক্ত-মাংসয়
বটেক নিছক গড়া! বিধেতার ইচ্ছেয় তাই
হোক। কিন্তু ইং—তোমার মুখে এত দাড়ি
গজিয়েচে—এঁয়া! আমার ঘোড়া ডবিন—
তার ল্যাঞ্জেও যে এত বালামচি নেই রে, এই
যাতোখানি তোর দাড়ি লম্বা।

ল্যানসিলট। ডবিনের ল্যাজ গজিয়েছে তার মুখের
উর্টো—মানে, পিছন দিকে। তবে আমি যখন
এখানে আসি, তখন দেখে এসেছি, তার ল্যাঞ্জে
চের বেশী বালামচি—আমার এই দাড়ির মত—
চাই কি, দেখে এসেছি আমার দাড়ির চেয়ে তার
ল্যাজ যেন চের বেশী লম্বা আর পুরু।

গোকো। তুই তাহলে ভদ্রকর বদলে গেছিস্ তো
বটে! তারপর মনিবের সঙ্গে কেমন বনচে?
তার জন্তে কিছু ভেট এনেছিলেম। দেখা হবে
তেনার সাথে?

ল্যানসিলট। বটে! বটে!...কিন্তু আমি যে মন্তলব
করেছি, এখন থেকে পিটুটান দেবো। যত দূরে
পারি। মাঠ-বন পেরিয়ে গিয়ে তবে থামবো—
তার আগে নয়।...মনিব আমার—যাকে বলে,
হাড় ইহুদী! তাকে দেবে তুমি ভেট! আরে
হেঃ! তার চেয়ে তার গলায় ফাশির রশি টেনে
দাও যে, ঠিক হবে। তার চাকরিতে ঢুকে ইস্তক

শুকিয়ে চিম্বে হয়ে গেছি! আমার হাড়-পাঁজরা-
গুলো কি রকম ঝাঁক তুলে খাড়া হয়ে উঠেচে—
তা হাত দিলেই মানুস করবে'খন।—সত্যি
বাবা, তুমি এসেচো, এতে আমি ভারী খুশী
হয়েছি। ভেট এনেচো—বেশ, সে ভেট দাও তুমি
ঐ বাসানিও সাহেবকে। মানুষের মত মানুষ।
বনেদীঘরের ছেলে—কি বকশিশ যে দেন তাঁর
চাকর-বাকরদের। চাকর-বাকররা কেমন রকমারী
দামী পোষাক পরে। হুঃ! তাঁর কাছে যদি
চাকরি মেলে, তাহলে এ-তল্লাট ছেড়ে এখনি লম্বা
দি...ঐ তিনি আসচেন। বাবা, বাবা, তুমি
এগোও...যাও একেবারে ওঁর সামনে—সত্যি
বলচি বাবা, আমি যদি আর ইহুদীর কাছে
আর একটি দিন চাকরিকরি—তাহলে—তাহলে
আমি ইহুদী...আমার বাপ ইহুদী...আমার
চোদ্দপুরুষ ইহুদী হয়ে যাবে। হ্যাঁ।

(বাসানিয়ো, লিয়োনার্ডো প্রভৃতির প্রবেশ)

বাসানিয়ো। বেশ, তাই করো। কিন্তু একটু
চটপট—বুঝলে। পাঁচটার মধ্যে খাবার-দাবার
যেন তৈরী থাকে।—আর এ চিঠিগুলো বিলি
করে দিয়ে...চাকর-বাকরদের কাপড়-চোপড়
তৈরী করিয়ে দিয়ে। আর গ্রাসিয়ানোকে খবর
দিয়ে। সে যেন আমার ওখানে নিশ্চয়
আসে—বুঝলে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

ল্যানসিলট। বাবা, বাবা—ইনিই...বুঝলে...

গোকো। সেলাম সাহেব! বিধেতা আপনার মঙ্গল
করুক।

বাসানিয়ো। ধন্যবাদ! সেলাম। আমার সঙ্গে
কোনো কথা আছে?—কি চাও?

গোকো। এটি আমার ছেলে হজুর—বেচারী।

ল্যানসিলট। বেচারী নই হজুর। ঐ মস্ত পয়সাওলা
ইহুদী—তার বাড়ীতে আমি চাকরি করি—
বাবার সে বলা উচিত ছিল।

গোকো। ওর বড্ড ছোঁয়াচে রোগ আছে, হজুর—
যার নাম, চাকরি করা।

ল্যানসিলট। মানে, আমার বাবা বলতে চাইছে,—
আমি ইহুদীর কাছে চাকরি করি কি না, তা
আমার ইচ্ছে—সেই ইচ্ছের কথাই বাবা
বলতে চায়।

গোকো। মনিবের সঙ্গে ওর পোষাচ্ছে না।
আপনাকে ও ভারী খাতির করে হজুর।

ল্যানসিলট। মানে, আসল কথা—ইহুদী মনিব আমার সঙ্গে ভারী খারাপ ব্যাভার করছে—তার দরুণ...মানে, যা হয়ে থাকে, বাবা আপনাকে বলবে খন...

গোকো। আমি হুজুর এক-ঝুড়ি ঘুঘু পাখী এনেছি—ভেট—হুজুরের পায়ে দিতে চাই। মানে, আমি চাই কি...

ল্যানসিলট। এক কথায় বলতে গেলে, হুজুর—আমি যা চাই, তা আমার নিজের মুখে বলা গাঞ্জে না। তাই আমার বাবা—মানে, আমার বাবা ভারী ভালো লোক...বুড়ো মানুষ...বাবা নিজেই আপনাকে সে-কথা বলবে। বুড়ো হলে হবে কি, বাবা আমার ভারী গরীব।

বাসানিয়ো। দুজনেই একসঙ্গে বকবে? কি চাও? ল্যানসিলট। আপনার কাছে চাকরি করতে চাই, হুজুর।

গোকো। এই আর কি আসল কথা, হুজুর।
বাসানিয়ো। তোমায় আমি চিনি,—বেশ,—তোমার চাকরি মঞ্জুর করলেম। আজই তোমার মনিব শাইলক আমার কাছে তোমার কথা বলছিল—তোমার স্মৃতি কত ছিল। তবে, শাইলকের মত বড়মানুষ মনিবের চাকরি ছেড়ে আমার মত গরীবের কাছে চাকরি—তোমার পছন্দ হয় যদি, বেশ, করো আমার কাছে চাকরি।

ল্যানসিলট। আপনি আর আমার মনিব শাইলক—দুজনের সম্বন্ধে সেই কথাটা চমৎকার খাটে, হুজুর। আপনি পেয়েছেন ভগবানের কৃপা হুজুর—আর শাইলক পেয়েছে টাকা।

বাসানিয়ো। ভালো কথা বলিয়াছ। যাও দুজনায় পিতা-পুত্র—পুরাতন প্রভুর নিকট; বিদায় লইয়া এসো। করিয়ো সন্মান, কোথায় আমার গৃহ।
(ভৃত্যের প্রতি) দিবে তুমি এরে অপরের চেয়ে ভালো উজ্জল বসন।
এ মোর আদেশ তুমি পালিবে নিশ্চয়।

ল্যানসিলট। বাবা—না...তুমি যাও। চাকরি করা আমার পোষাবে না। আমার বুদ্ধি একেবারে অষ্টম্ভা! (কর-তল দেখিয়া) অথচ সায়্যাহরে সঙ্কলের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেখলে হৃদয় নিয়ে সঙ্কলকে বলতে হবে, আমার বরাতের জোর সর্ব্বায়ের চেয়ে বেশী! বুঝচো... এই যে দেখচো—সাদা দাগ—এটা হলো আমার আয়ু-রেখা। আর এই যে কতকগুলো হিজিবিজি,

এগুলোর মানে ইস্তিরী! মানে, আমার পনেরোটি ইস্তিরী লাভ হবে। তা, পনেরোটি ইস্তিরী আর কত-কটি! তার মধ্যে এগারোটি বিধবা ইস্তিরী; নটি কু-সারী! একজন মানুষের পক্ষে তো শাকের আঁটি;—তবে ও হ্যাঁ, তিনটি ফাঁড়া আছে জলে ডোবার—পেরানটার বিপদ আপদও ঘটবে!—অদেই ঠাকরণ যদি মেয়ে নোক হয় তো নোকটিকে ভালো—তা বলতে হবে। বাবা, বাবা, ইহুদীর কাছ থেকে চাকরি চুকিয়ে এখনি আমি আসবো নতুন মনিব সাহেবের কাছে।

[ল্যানসিলট গোকোর প্রস্থান।
বাসানিয়ো। শোনো তুমি লিওনার্দো রাখিয়ো থেয়াল।

জিনিষ-পত্তর যেন কেনা হয় ঠিক,
যেমন বা বলিয়াছি। স্বরা করো তুমি।
রাত্রে আজ ভোজ আছে—যতক বান্ধব
সে ভোজে আসিবে। তুমি বিলম্ব করো না।
লিওনার্দো। যথাসাধ্য তব আজ্ঞা করিব পালন।

(গ্রাসিয়ানোর প্রবেশ)

গ্রাসিয়ানো। কোথা প্রভু তব?
লিওনার্দো। পথে এই রয়েছেন।
[প্রস্থান।

বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো।
গ্রাসিয়ানো। একটি প্রার্থনা আছে।
বাসানিয়ো। বলো।

প্রার্থনা পূর্য্যবো তব।
গ্রাসিয়ানো। পূর্য্যণো তা চাই।

তব সাথে বেলমন্টে হবো সহগামী।
বাসানিয়ো। বাসনা যখন, তাহা মিটিবে নিশ্চিত।
কিন্তু এক কথা বন্ধু—শোনো গ্রাসিয়ানো,
স্পষ্ট তব ভাষা হয় অপ্রিয়, কঠিন,
রূঢ় কড়—মোরাজানি—অন্তর তোমার—
আমাদের কাছে তাই সেই রূঢ় ভাষা
মানিয়া সাজিয়া যায়; কিন্তু অগ্র জন—
তোমার মনের সাথে নাহি পরিচয়—
ও কঠিন ভাষা তব অনন উদ্দাম
ভাদের আঘাত দিবে; সে আঘাত হেতু
তোমারে বুঝিবে ভুল। তাই অমুরোধ,
উদ্দাম বচনে তব করিবে সংযত;—
যারে যথা ইচ্ছা, তথা কহিবে না কথা;
বিনয়-নম্রতা-রেশ মাখায়ো বচনে—

নহে তব সে ভাষায়, যদি বা অপরে—
আমারেও বোঝে ভুল, যেথা চলিয়াছি
তথাকার কোনো প্রাণী—চূর্ণ হবে আশা।

গ্রাসিয়ানো। বাসানিয়ো, ভদ্র, তবে শোনো মোর
কথা।

যদি মোর চিত্ত আমি শাস্ত নাহি করি,
ভাষায় সঙ্গম ভরি' বিনয়ে ভূষিত—
মাবো মাবো অতি মুহু শপথের বাণী—
পকেটে না রাখি মোর ধর্ম-পুঁথি-পত্র,
গম্ভীর না যদি রই—পুণ্য-কথা শুনি
শির-আবরণ খুলি 'আমেন' না বলি,
ভদ্রতার বিধি যদি না করি পালন,
বিরাট গাভীর্য মুখে দুরন্ত বালক
ঠাকু' মারে করে যথা অতি-পুলকিত—
কখনো বিশ্বাস তবে করো না আমারে।

বাসানিয়ো। ভালো, ভালো, দেখা যাবে তব আচরণ।

গ্রাসিয়ানো। আজিকার রাত্রিটুকু শুধু বাদ দিয়ে।

আজি রাত্রে যাঁহা করি, তাহা দিয়া তুমি
বিচার কোরো না যেন মোর আচারের।

বাসানিয়ো। সে বিচার করিব না। হবে নিষ্ঠুরতা।

বন্ধুদলে আজি রাত্রে—এ মোর প্রার্থনা
কোতুকে প্রমোদ বহা বহাইয়া দিয়ে;
যেহেতু বান্ধব-জন আমোদ-পিয়াসী।
কিন্তু আর কথা নয়...বিদায় এখন।
কাজ আছে।

গ্রাসিয়ানো। যাই আমি লরেঞ্জোর পাশে;
সেথায় বিশ্রাম লবো। পরে যথা-কালে
ভোজ-পর্কে পুনরায় ভেটিব সবারে।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস—শাইলকের গৃহ-বক্ষ

(জেশিকা ও ল্যান্সিলেটের প্রবেশ)

জেশিকা। ননে সত্য ব্যথা পাই, ছেড়ে চলিয়াছি।

এ গৃহ নরক যেন। তুমি হেথা ছিলে
হাসি মুখ দৈত্যসম! নিরানন্দ পুরী—
সে পুরীতে ছিলে তুমি আনন্দের জ্যোতি।
আজিকে বিদায় চাও—হউক কুশল।

লহ এ ডাক্যুট মুদ্রা, পুরস্কার তব।

ভালো কথা, ল্যান্সিলেট—ভোজের আসরে
নতুন প্রভুর গৃহে দেখা পাবে তুমি

লরেঞ্জোর...এই পত্র দিয়ে তোরে তথা,
গোপনে। বুঝিলে কথা! এসো এবে তুমি।
এই কথা—ইদ্রিতে-ভদ্রীতে পিতা যেন
নাহি জানে!...

ল্যান্সিলেট। চললেম দিদিমণি! কি আমি বলবো,
জানি না। আমার কান্না পাচ্ছে। ইহুদীর
ঘরে এত স্নেহ-মমতা, এমন ভালো মন—রূপে-
গুণে এমন মেয়ে জন্মায়, কে তা বিশ্বাস করবে
দিদিমণি, তোমায় না দেখলে! কীরীস্তানের ঘর
তোমার রূপে-গুণে—তুমি যদি না আলো করো
...তো কি বলেছি। চললেম দিদিমণি—চোখের
জলে সত্যি ভুলে যাচ্ছি যে আমি পুরুষ মানুষ—
আমার চোখে জল সাজে না। আসি দিদিমণি।
জেশিকা। এসো ল্যান্সিলেট।

[ল্যান্সিলেটের প্রস্থান।]

কি জ্বালায় অহনিশি জলে মোর মন!
করিয়াছি কত পাপ! ঘৃণা হয় মনে,
এমন পিতার পুত্রী আমি! বিড়ম্বনা!
পিতৃ-রক্তে জন্ম, মন তাঁর মন-ছাড়া!
লরেঞ্জো...লরেঞ্জো যদি কথা রাখে তার—
সত্য যদি কহে, থাক সত্য নিষ্ঠা প্রেমে,
অন্তরের দাহ ঘানি করিব মোচন...
হইব খুঁঠান তব প্রেমসী বনিতা।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

ভেনিস—রাজপথ

(গ্রাসিয়ানো, লরেঞ্জো, সালারিনো ও শোলানিয়োর
প্রবেশ)

লরেঞ্জো। না—না, ঠিক ভোজ-ক্ষণে পঁহুঁছি তথা;
তার পর গৃহে ফিরি ধরি ছদ্মবেশ
প্রহরাদিকালে পুনঃ আসিব ফিরিয়া।

গ্রাসিয়ানো। আয়োজন পুরাপুরি হয়নি মোদের।

সালারিনো। মশাল-বাহীর লাগি করিব উছোগ।

শোলানিয়ো। বিধি-মতে কার্য যদি না হয় সাধন,

সে বড় বদর্য্য হবে। তার চেয়ে বলি,

কাজ নাই। ব্যর্থতায় বহু বিড়ম্বনা।

লরেঞ্জো। চারিটা বেজেছে মাত্র। দুটি ঘণ্টা বাকী।

দু'ঘণ্টায় আয়োজন খুব পাকা হবে।

(পত্র লইয়া ল্যানসিলটের প্রবেশ)

এসো, এসো, ল্যানসিলট, কি তব সংবাদ ?
ল্যানসিলট। এর শীলমোহর ভেঙ্গে দেখুন, সব
খবর পাবেন।

(পত্র দিল)

লরেঞ্জো। জানি, কার হস্তাক্ষর ! সুশ্রী সুকুমার—
যে কাগজে লিখিয়াছে তার চেয়ে বেশী
সুন্দর অন্ধান কিবা সে হাতের লেখা।

গ্রাসিয়ানো। প্রেমের সন্দেশ—তায় নাহিক সংশয়।
ল্যানসিলট। তা'হলে আমার ছুটি মঞ্জুর, হজুর ?

লরেঞ্জো। কোথায় চলেছ তুমি ?

ল্যানসিলট। আজ্ঞে, পুরানো ইহুদী মনিবের কাজে
জবাব দিতে,—তার পর সেখান থেকে যাবো
নতুন ক্রিস্তান মনিবের ভোজে পাত পাড়তে।

লরেঞ্জো। রহ। কথা শোনো, তুমি বলো জেশিকারে—
যেমন হয়েছে কথা—কাজ ঠিক হবে।

কোনো ক্রটি হবে নাকো—বলিয়ো গোপনে।

বুঝিয়াছ ? যাও এবো।

[ল্যানসিলটের প্রস্থান।]

আজি রাত্রে অভিনয়-দৃশ্য-আয়োজন
করিতে প্রস্তুত আছ ? মশাল-ধারীর
পেরেছি সন্ধান আমি। প্রস্তুত সকলে ?

সালারিনো। অচিরে যাইব তথা।

শোলানিয়ো। আমিও যাইব।

লরেঞ্জো। তাহলে আসিয়ো দৌঁহে গ্রাসিয়ানো-গৃহে
মিলিতে মোদের সনে ক্ষণ-কাল পরে।

সালারিনো। সেই ভালো। সেথা হবে

নিশীথ-ভোজন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

গ্রাসিয়ানো। রূপসী জেশিকাবুঝি চিঠি লিখিয়াছে ?
লরেঞ্জো। সব কথা বলিব তোমারে। লিখিয়াছে।

করেছে নির্দেশ,—কেমনে তাহারে আমি
পিতৃ-গৃহ হতে তার করিব উদ্ধার।

কত মণি-মুক্তা-ধন রাখিবে মজুত
কিশোর বালক-বেশে রহিবে সাজিয়া।

বড় ভালো মেয়ে এই সুন্দরী জেশিকা—

যদি তার ইহুদী এ বাপ স্বর্গে যায়,

যাবে সে মেয়ের পুণ্যে। দুর্ভাগ্য কখনো

জেশিকার পাশে জেনো, পশিতে নারিবে।

তবে যদি কখনো সে ডাকে কোনো ছলে

ডাকিবে সে ইহুদীর তনয়া বলিয়া।

চলে এসো। পথে যেতে পড়ো তুমি নিজে
এই চিঠি। জেশি হবে মশাল-ধারিণী।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

ডেনিস—শাইলকের গৃহ-সম্মুখ।

(শাইলক ও ল্যানসিলটের প্রবেশ)

শাইলক। ভালো, ভালো—চোখ আছে। সে চোখে
দেখিস্,—

বাসানিয়ো-শাইলকে কত সে ভকাত্ !

কৈ ? কোথা কত্যা জেশি ? শোনো মোদ্দা বাপু,
হেথায় উদর-পুষ্টি করিতে যেমন,

তেমন হবে না নব মনিবের ঘরে।

জেশিকা—ওরে, ও জেশি,—তাও বলি বাপু,

নাসিকা-গর্জনে আর চলিবে না ঘুম।

জেশিকা। জেশিকা। আঃ, ডেকে খুন হই।

ল্যানসিলট। কোথায় জেশিকা দিদি ? ওগো দিদিমণি।

শাইলক। কে তোরে হুকুম দেছে ডাকিতে রে পাজী ?

আমি বলি নাই কতু—ডাক্ জেশিকারে।

ল্যানসিলট। হজুর আমায় বলতেন—কোনো কাজ
না বললে আমি করতে পারি না...

(জেশিকার প্রবেশ)

জেশিকা। আমায় ডাকিছ বাবা ? কিবা প্রয়োজন ?

শাইলক। শোন—আজি ভোজে মোর নিমন্ত্রণ আছে।

এই নে আমার চাবি। (চাবি দিল)

কিন্তু কেন যাবো ?

স্নেহ-প্রীতি-বশে নহে মোর নিমন্ত্রণ।

আজ ভারী খোঁসামোদ—তুষ্টি মিষ্ট ভাবে।

যাবো মনে ঘুণা লয়ে—উড়ুনে-মেজাজ

লক্ষীছাড়া খুষ্টানের অন্ন ধ্বংসিবারে।

জেশিকা—শোনু কথা, খু-উব হুঁশিয়ার,

ঘর-ঘার চৌকি দিবি। মন নাহি চায়,

ঘর ছেড়ে যেতে। মনে, কি জানি, কি ভয়,

মনে হয়, কি যেন কি বিপত্তি ঘটবে—

মনের যা সুখ-শান্তি সব হবে লোপ।

সোনার থলির স্বপ্ন দেখিয়াছি রাতে।

ল্যানসিলট। যান, হজুর, যান। আমার নতুন মনিব

সেখানে আপনার পথ চেয়ে আছেন।

শাইলক। আমিও তাঁর পথ চেয়ে আছি।

ল্যানসিলট। ওরা সকলে মিলে শলা করছিল হজুর,

মুখোস-পরা যাদের দেখবেন, তারা বহরুপী...
কিন্তু থাক, আমি বলবো না। যদি না দেখেন,
তাহলে সেই অমাবস্তার সোমবারে মিছি মিছি
কি আমার নাকে রক্ত পড়েছিল। তবে গিয়ে চার
বছর আগে সেই ধোঁয়াটে বুধবার—সেদিনও
বেলা চারটের সময় আর একবার...

শাইলক। বটে! আছে ছদ্ম-মুখোসের অভিনয়।
জেশিকা—শোন মা, ঘারে এঁটে দিস্ তালো—
পথে যেই সুর হবে ঢাকের আওয়াজ
কিন্তু কাণ-ফুটো-করা বাঁশীর ফুৎকার—
আসিসনে খবদার জানালার ধারে—
মাথাটি বাড়িয়ে পথে দেখিস নে চেয়ে—
রঙ মেখে রাঙা যত ক্রীস্তানের মুখ
দেখা ভালো নয়! তাতে মহা পাপ হয়।
ঢাক-ঢোল আওয়াজের ডামাডোল শুনে
আমার বাড়ীর কাণ দিবি বন্ধ করি—
কাণ মানে, ঘর-জান্না ফোকর-নর্দমা—
কবে বন্ধ করে দিস্—কথাটা বুঝিলি।
আমার ধর্মের ঘরে সে শব্দ না ঢোকে।
জেকবের লাঠি—তার শপথ আমার,
রাত্রি-ভোজে বাইবার মোটে ইচ্ছা নাই।
তবু যাই। যেতে হবে। তুই আগে চল—
ল্যান্সলট, গিয়ে বল যেতেছি এখন।

ল্যান্সলট। আমি আগেই যাচ্ছি। দিদিমণি,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পথের বাগে চেয়ে,
চাইলে দেখবে...
পথে একজন কীরীস্তান লোক—
দেখে খুশী হবে ইহুদীনির চোখ।

[প্রস্থান]

শাইলক। গো-সাপের বাচ্ছাটা বিড় বিড় করে ও
কি ছড়া বলে গেল রে?

জেশিকা। বলে গেল—“দিদিমণি,—চল তবে
আমি।”

ছড়া আর আমারে সে কি বলিবে, বলো?

শাইলক। বোকা ভাঁড়—মন্দ নয়। কিন্তু খেতো খুব।

কচ্ছপের মত চলে। সারা দিন ঘুম—

কুন্তকর্ণ হার মানে ঘুমের বহরে।

কুড়ে গরু—এ গোয়ালে ঠাই নাই তার।

তাই আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ছাড়ার কারণ,

লক্ষ্মী-ছাড়া বাউলুলে ক্রীস্তান ব্যাটার

খশা গাঁটেকুর কড়ি। ধার লওয়া কড়ি

খশুক যতটা খশে! স্বস্তি আছে তাতে।
জেশিকা, ঘরেতে যা। এখনি ফিরিবা।
যা বলিছ, মনে আছে?—খুব হুঁশিয়ার।
সদর করে দে বন্ধ, ঘারে আঁট তালো—
বন্ধ ঘরে নিরাপদে থাকে ঢাকা-কড়ি।
কথা আছে,—এঁটে যদি বন্ধ রাখো ঘর—
ঢাকা বেঁচে থাকে লক্ষ-কোটকুর বছর।
শাস্ত্র-কথা—এ কথার দাম খুব বেশী।
এ কথা যে মানে, তার জীবনে অতাব
ঢাকার হয় না কত। দু’ঠাই দুজনে
হবো—তায় নাহি ভুল।

[প্রস্থান]

জেশিকা। এসো তুমি।

ভাগ্য মোর যদি নাহি হয় প্রতিকূল...

তরী বেয়ে যাবো দৌঁছে—নাহি তায় ভুল।

[প্রস্থান]

যষ্ঠ দৃশ্য

তেনিস—পূর্বদৃশ্য

(ছদ্মবেশে গ্রাসিয়ানো ও সালারিনোর প্রবেশ)

গ্রাসিয়ানো। এই সে বারান্দা—যার তলে আমাদের
লরেঞ্জো বলিয়া দেছে, দাঁড়িয়ে থাকিতে।

সালারিনো। সান্সাতের কাল—তাও উত্তীর্ণ হলো যে।

গ্রাসিয়ানো। আশ্চর্য্য বিলম্ব তার। প্রেমিকের দল
সময়ের আগে আগে চলে—এই শুনি।

সালারিনো। নব প্রেম-প্রতিশ্রুতি করিতে পালন
অতনুর দূত যত পারাবতগুলা

নক্ষত্রের বেগে ওড়ে। তবু এ বিলম্ব?

গ্রাসিয়ানো। দারুণ সমস্যা! কহ, যেই ক্ষুধা লয়ে

মানুষ ভোজনে বসে—সেই তীব্র ক্ষুধা

থাকে কি ভোজন-শেষে? যে উদ্যম বেগে

যাত্রা শুরু করে অশ্ব, সে বেগ তাহার

ফিরিবার কালে কতু রহে না তেমন।

তেমনি সকল বস্তু পাবার আগেতে

বাসনা সে অতি-তীব্র হয় চিরদিন—

যেমনি তা পাওয়া, বলো, ভোগ-সুখ তায়

কতটুকু মিলে আর? বিধির বিধান!

তীর ছাড়ি তরী যবে পাড়ি দেয় জলে

পালে বাতাসের দোলা—চলে ঢেউ ভাঙ্গি,—

কি মধুর গতি-ভঙ্গী। ফিরে আসে তরী—

জীর্ণ পাল কাষ্ঠ-অস্থি করে নড়বড়
চেউ খেয়ে বিমলিন শীর্ণ দেহ লয়ে—
বাতাসে শিহরি কাঁপে, বুঝি প্রাণ যায়।

(লরেঞ্জোর প্রবেশ)

সালারিনো। এই যে লরেঞ্জো আসে। পিছনে তাহার
দেখি ক্রমে আরো কিবা হয় বা প্রকাশ।
লরেঞ্জো। বহু ধৈর্যে প্রতীক্ষিয়া আছ মোর পথ—
এ বিলম্ব ক্ষমা করো হে প্রিয় সুহৃদ—
ঘটনার পাকচক্রে বিলম্ব ঘটিল।
হরণে প্রেমসী-লাভ করিবে যখন,
আমিও এমন রব প্রতীক্ষিয়া পথ।
কে ? কে ? কে আছ এ গৃহে ? ওগো...

(কিশোর-বেশে জেশিকার প্রবেশ)

জেশিকা। কে ডাকিছে ?
সত্য পরিচয় কহ। স্বরে অনুমানি—
এ কণ্ঠ আমার পরিচিত।

লরেঞ্জো। প্রিয়তমে,
আমি...আমি লরেঞ্জো তোমার...আসিয়াছি।
জেশিকা। লরেঞ্জো ! আমার তুমি। সত্য বলিতেছ ?
এত ভালো আর-কারে বাসিনিকে কতু।
তুমি মোর—ভালো কথা। কিছু নাহি জানি,
তুচ্ছ জেশি—সে তোমার—তোমার সে সত্য ?
লরেঞ্জো। দেবতা জানেন, তুমি একান্ত আমার।
জেশিকা। ধরো এই পেটি তবে। খুব বেশী দাম।
রাত্রি কাল—খুশী আমি। দেখিবে না চোখে
আমারে এ বেশে তুমি। বেশে লজ্জা পাই।
কিন্তু কি করিব ? প্রেম অন্ধ দৃষ্টিহীন—
যে ভুল প্রেমিকে করে, দেখিতে না পায়
সে ভুল প্রেমিক নিজে। তা যদি দেখিত,
মোর এ পুরুষ-বেশে হেরিয়া মলিন
লজ্জায় হতেন নিজে অন্তঃ-দেবতা।

লরেঞ্জো। নেমে এসো দীপ হাতে—হবে আলোধারী।
জেশিকা। আমি ধরি আলোক-বস্ত্রিকা। সে কি কথা।
লজ্জা-হীন লজ্জা পরে ধরিব এ আলো।
আপন-আভায় লজ্জা আপনি বিকাশে।
আলো সে আমারে ভালো করিবে প্রকাশ।
গোপনে থাকিতে আমি চাহি প্রিয়তম।
লরেঞ্জো। গোপন হয়েছ প্রিয়ে—এই ছদ্মবেশে।
কিশোর বালক-সাজে কে চিনে তোমারে ?
এসো স্বরা—যামিনী যে হয় অবসান।
আমাদের যেতে হবে বাসানিয়ো-গৃহে,
নিমন্ত্রণ আছে সেথা।

জেশিকা। দ্বার বন্ধ করি।
আরো বহু স্বর্ণমুদ্রা ডাকট লইয়া
অচিরে মিলিব আসি তব সনে, প্রিয়।

[বারান্দা হইতে প্রস্থান।]

গ্রাসিয়ানো। সত্য কহি, এ বালিকা ইহুদিনী নয়।
লরেঞ্জো। প্রত্যয় করিবে ? আমি বড় ভালো বাসি।
বুঝিয়াছি যত দূর,—বালা বুদ্ধিমতী।
আঁখি যদি সত্য কয়—রূপসীর মণি।
প্রেমে নিষ্ঠাবতী সতী—পেয়েছি প্রমাণ।
আমার অন্তরময়ী—জীবন-রূপিনী।

(জেশিকার প্রবেশ)

এই যে এসেছ, প্রিয়ে। চলো, যাই সব ;
যত রঙ্গ-সঙ্গী সেথা চেয়ে আছে পথ।

[জেশিকা, লরেঞ্জো ও সালারিনোর প্রস্থান।]

(আন্তনিয়োর প্রবেশ)

আন্তনিয়ো। কে আছ হেথায় ?
গ্রাসিয়ানো। এ কি ! ভদ্র আন্তনিয়ো !
আন্তনিয়ো। ছি ছি গ্রাসিয়ানো !—
আর সব কোথা গেল ?
নাটা বাজে—প্রতীক্ষায় বসিয়া সকলে।
রঙ্গ-অভিনয় আর হবে না কো আজি।
বায়ু বহে ; বাসানিয়ো চড়িবে জাহাজে—
বিশ জন অমুচরে পাঠিয়েছি আমি
দিকে দিকে তোমাদের করিতে সন্ধান।
গ্রাসিয়ানো। শুনিয়া হলেম খুশী। তুলে দিক পাল—
এই রাজে যদি পাড়ি দিতে পারি জলে,
তার বেশী সুখ বলো, কিসে আর পাই ?
[সকলের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার বক্ষ

(পোর্শিয়া, মরক্কোর রাজপুত্র ও অমুচরবর্গের প্রবেশ)
পোর্শিয়া। যাও হোথা—যবনিকা কর উন্মোচন—
সম্পূট-আধার তিন। আসল সম্পূট—
বিচারে বাছিয়া লহ কুমার ধীমান।
মরক্কো। প্রথম সম্পূট দেখি সুবর্ণে রচিত।
লেখা তায়—“আমারে যে করিবে গ্রহণ

পাবে সে যা বহু-জন-বাহিত ধরায়।”
 দ্বিতীয়টি রোপ্যে রচা—লেখা ফোদা ভায়—
 “মোরে নিলে পাবে তুমি যোগ্য যা পাবার।”
 তৃতীয় সীসায় গড়া। বাঁকা লেখা দেখি—
 “আমারে চাহিলে, যাহা আছে, তা হারাবে।”
 তাইতো, এ তিন পেটি—কেমনে জানিব ?
 আসল সম্পূটটির কি দিয়া বাছিব ?
 পোশিয়া। এ তিন সম্পূট আছে—একটির মাঝে
 আছে মোর চিত্র ; যদি বেছে নিতে পারো
 সে সম্পূটে, আমি তবে হইব তোমার।
 মরকো। দেবতারে ডাকি মোর সহায় হইতে।
 দেখি—তিন লেখা পড়ি—করিব বিচার।
 সীসার সম্পূটে লেখা—এ কথা অদ্ভুত।
 “আমারে চাহিলে যাহা আছে, তা হারাবে।”
 হারাবে ? কিসের লাগি ? সীসা তুচ্ছ অতি—
 যা আছে, তা হারাইব ? এ যে বিভীষিকা।
 সর্বস্ব হারাতে যদি চাহে কোনো জন—
 তার বিনিময়ে—চাহে লভ্য সেই-মত।
 তুচ্ছ সর্বভ্যাগ—সে যে প্রচণ্ড মূঢ়তা।
 উচু সে নজর যার—হীনে নাহি ভোলে।
 তুচ্ছ সীসাখণ্ড লাগি কিছু দিতে নারি।
 যা আছে, করিব ভ্যাগ তুচ্ছ সীসা-লোভে—
 এমন বেকুব নহি। রূপার সম্পূট—
 এই যে নির্মল-দীপ্তি—এতে লেখা আছে,
 “মোরে নিলে পাবে তুমি যোগ্য যা পাবার।”
 যোগ্য যা পাবার ? ধীরে ধীরে হে মরকো,
 আপনার মূল্য আগে করো নিরূপণ।
 নিজ-মূল্যে পরিমাপ করো যদি তব—
 সে মূল্যে কুমারী-লাভ—সে মূল্য যদি-বা
 অপ্রচুর হয়ে যায় কুমারী লভিতে—
 নিজ-মূল্য হবে হ্রাস—কত্যা নাহি পাবে।
 এই তো রূপসী বধু—কুলে-শীলে-ধনে
 রূপে-গুণে সর্ব অংশে যোগ্য তার আমি—
 তারো চেয়ে বড় মূল্য মোর ভালোবাসা—
 সে ভালোবাসার মূল্য কেন নাহি পাবো ?
 কিন্তু মিছা এই তর্ক। আমার বিচারে
 আমি যোগ্য এ-কত্তার। যোগ্যে যোগ্য লাভ।
 বিচারে কিসের দ্বিধা ? কেন বা সংশয় ?
 তবু দেখি আর-বার স্বর্ণপেটি-লেখা—
 এই যে,—“আমারে যে করিবে গ্রহণ,
 পাবে সে যা বহু-জন বাহিত ধরায়।”
 বহু জনে বাহা করে এই রূপসীরে—
 চতুর্দশ বিশ্ব হতে দলে দলে আসে।

কত না বিচিত্র পাত্র—তীর্থ-যাত্রী প্রায়
 এ পুণ্য-মন্দিরে চাহি জীবন্ত প্রতিমা।
 কোথায় সে হাশিনিয়া মরুর প্রান্তর—
 স্রুদুর আরব কোথা ঘন বনে ঘেরা—
 কত রাজ্য-রাজপুত্র পোশিয়ার পাণি
 প্রার্থিয়া হেথায় নিত্য আসে আশা লয়ে।
 দ্রুতর জলধি-বক্ষ তরঙ্গ-সঙ্কুল—
 বরুণের পাশ-অস্ত্রে বরবিছে জল
 বাবা রিয়া বিদৌর্ণ অঘরে—বাধা নাই—
 সে জলধি পার হয়ে অবহেলা-ভরে
 পোশিয়ার রূপে মুগ্ধ আসে দলে দলে।
 এ তিন সম্পূট—এব একটিতে আছে
 ত্রিদিব দেবীর চিত্র ! সম্ভব কি কভু
 কদম্ব সীসায় ঢাকা রহিবে সে ছবি ?
 এ চিন্তা নীচের—ছি ছি—তা কি হতে পারে ?
 রূপসীর ছবি রবে নীচ সীসা-তলে।
 রূপার পেটিতে ছবি ? কিন্তু হীন রূপা—
 স্বর্ণ হতে মূল্য তার দশগুণ কম।
 এ চিন্তায় লাগে পাপ। অমূল্য রতন—
 স্বর্ণ হতে নীচ ধাতু-পাত্র—তার ছবি
 কভু না রহিতে পারে। না, না, অসম্ভব।
 শুনিয়াছি, ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা চলে—
 তার প’রে ফোদা থাকে দেবতার ছবি।
 হেথায় উপরে নয়—সম্পূটের তলে
 স্রবর্ণ-শয়নে আছে পুণ্য-দেবী ছবি।
 দাও চাবি। স্বর্ণপেটি আমি বাছিলাম।
 দেবতা, কামনা মোর পূর্ণ করো প্রভু।
 পোশিয়া। লহ চাবি। পেটি-বার মুক্ত করো, রাজা—
 ছবি মোর পাও যদি, পাইবে আমারে।
 মরকো। (চাবি দিয়া পেটি খুলিল)
 এ কি—এ কি। এ যে হেরি প্রত্যক্ষ নরক !
 মৃত-শির-কঙ্কাল। হেথায় অন্ধি-কঙ্কে
 লিখন রয়েছে আঁটা। পড়ি এ লিখন—
 (লিখন-পাঠ) :—
 “এ কথা কি কানে হয়নি শোনা ?
 চক্-চকালেই হয় না সোনা !
 বহু বেকুবে বেচেছে প্রাণ
 দেখতে আমার ঢাকনি খান।
 গোরের সোনা—পোকার খাঁচা—
 জোয়ান দেহ ; বয়স কাঁচা—
 বুদ্ধি-সাহস হলে তুল্য তার—
 পড়তে হতো না এ লিখন আর।
 এখন সরে পড়ো—না-মঞ্জুর।

বধুর আশা তব ফাঁশিয়া চুর !
খাটুনি হলো মিছে—অসার প্রাণ ।
গরম ঘুচে শীতে কাঁপলো জান্ন !
পোশিয়া, বিদায় দাও—মন বড় ভার !
ব্যথায় বিদায় লই—হলো মোর হার ।

[সাহুচর প্রস্থান ।

পোশিয়া । নিখাস ফেলি ! ঘুচেছে দায় !
রাখ সম্পূর্ণ ঢেকে পর্দায় ।
আর যারা গড়া এরির ছাঁচে—
বাছে যদি হেন পরাণ বাঁচে !

[প্রস্থান ।

অমর্ত্য দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রবেশ)

সালারিনো । তবু তুমি শুনিবে না ? স্বচক্ষে দেখেছি,
পাল-ভরে চলে তরী ; সে তরীর 'পরে
বাসানিয়ো চলিয়াছে ; সাথে গ্রাসিয়ানো ;
লরেঞ্জো নাহিক সেই তরী'পরে—স্থির ।
শোলানিয়ো । পাজী সে ইহুদী বুড়া চীৎকারের চোটে
ব্যতিব্যস্ত ডিউকেরে আনিল টানিয়া—
যে-তরীতে বাসানিয়ো যায় তৃপ্তি-ভরে ;
ডিউক তালানী নিল নিজে সে-তরীর ।

সালারিনো । বিলম্বে আসিল সেথা স্মৃতি ডিউক—
তরী সে পাল-ভরে জলে ভেসে যায় ।
কিস্ত কে কহিল ? ডিউক শুনিল কোথায়—
জেশিকারে লয়ে এক-গণ্ডালোয় চড়ি
লরেঞ্জো দিয়াছে পাড়ি ? দেখিয়াছে লোকে
দুজনারে গণ্ডালোয় ? বিশেষ আবার,
আন্তনিয়ো আসি কহে বুঝিয়ে ডিউকে—
লরেঞ্জো-জেশিকা—দৌছে তরী-বক্ষে নাই ;
আন্তনিয়ো নিজে তাহা জানে ভালো-মতে ।

শোলানিয়ো । এমন চণ্ডাল রাগ দেখিনিকো কভু ।
হেন বুদ্ধি-বিপর্যায় ! এমন চীৎকার !
রুত ভাষা—ক্ষণে ক্ষণে উলটি-পালটি
আরো রুতর হয় ! বাপ, কি ভীষণ !
কান যেন ফেটে যায়—কোথা লাগে ঢাক ।
জানো, পথে বুড়া সেই ইহুদী-বুকুর
ভগ্ন কাংস্ত-কণ্ঠে কহে কি ভাষা চীৎকারি—

বলে, “ওরে লক্ষ্মীছাড়ী—হতভাগী মেয়ে !”
বলে, “ওরে টাকা মোর—সোনার ড্যাকট !”
“মেয়ে—মেয়ে” ! “ওরে মোর সোনার মোহর !”
“ক্রীষ্টানের সাথে সব হলো জলাঞ্জলি !”
“ক্রীষ্টান ড্যাকট মোর ! বিচার ! বিচার !”
“আইন ! আইন চাই !” “ড্যাকট, কতায় !
খলি-ভরা টাকা—বাবা, দুটো খলি-ভরা !”
“গোটা খলি একেকটা মোহরেতে ভরা !”
মোহরের কাঁড়ি নিয়ে ভেগে গেছে, বাবা !
মণি-মুক্তা—এক কাঁড়ি গহনা ! মাণিক !
বড় বড় হুটা হীর—লক্ষ টাকা দাম ।
বাপের সর্বস্ব—ছা রে, মেয়ে করে চুরি !
বিচার—বিচার চাই ! আইন ! কাছারি ।
ধরে আনো মেয়েটাকে—করোরে গ্রেফতার !
সব নিয়ে গেছে, বাবা—সব টাকা-কড়ি ।
এত মণি, এত হীর—গহনার কাঁড়ি !”

সালারিনো । ভেনিসের ছেলে মেয়ে—সবে পাছু নেছে
চীৎকার করিছে—টাকা-মণি-রত্ন-মেয়ে !

শোলানিয়ো । উচিত—সতর্ক হোক আন্তনিয়ো এবে ।

কথার খেলাপ হলে, ইহুদীর রোষে
এ-সবের খেঁশার করিবে আদায় ।

সালারিনো । ভালো কথা বলিয়াছ ! কাল অকস্মাৎ

সে এক ফরাশী সনে-হইল আলাপ ;
কহিল সে,—ফরাশী ও ব্রিটিশ-মূলক—
হু'দেশের মাঝে আছে ছোট ষে-সাগর—
সে-সাগর-জলে এক জাহাজ ডুবেছে—
বহু পণ্য-ভরা না কি ইতালীর পোত !

এ কথা শুনিহু যবে, মনে হলো মোর—
বন্ধু আন্তনিয়ো—তার জাহাজের কথা !
পরক্ষণে কোন-মতে প্রবোধিহু মনে,—
কেন অমঙ্গল-চিন্তা ? এ পোত সে নয়—
বন্ধু আন্তনিয়োর সে পণ্যে ভরা তরী !

শোলানিয়ো । শুনেছ যা—উচিত তা বলা আন্তনিয়ো ।

কিস্ত ভাবি, অকস্মাৎ এ বারতা বলা
উচিত কি ? হইবে সে চিন্তায় কাতর ।

সালারিনো । এমন দরদী প্রাণ বিধে দেখি নাই !

বাসানিয়ো আন্তনিয়ো—দুজনে বিদায়—
সে দৃষ্ট দেখেছি চোখে । বাসানিয়ো কহে,
তরায় ফিরিতে বলা ? আন্তনিয়ো বলে,
“না, না, মোর লাগি মিছা করিয়ো না ক্ষতি !”
কার্য-সিদ্ধি যতদিন না হয়, তথায়
রহিবে ; অতথা তার করিয়ো না কভু ।
ইহুদীর ধ্বংস—তার চিন্তা মনে

আনিয়ো না প্রণয়ের স্বপনের মাঝে ।
 চিন্তাহীন খুশী-মনে—প্রেম-সাধনায়
 চিত্ত তব রেখো মগ্ন । এক চিন্তা শুধু—
 প্রিয়ার প্রাণের প্রীতি—কিসে লাভ হবে ।
 কেমনে প্রিয়ারে পাবে—সেই ধ্যান-জ্ঞান ।
 অত্র চিন্তা মনে কভু নাহি দিয়ো ঠাই ।
 বলিতে বলিতে কথা—দেখিয়াছি আমি,—
 দুটি চক্ষু জলে ভরে । ফিরায় বদন ।
 পিছু হতে হাত রাখি বাসানিয়ো-হাতে,—
 স্তমধুর মিষ্ট ভাবে বিদায়-সম্বাদ !
 কি করণ সে বিদায়-ক্ষণের আলাপ !
 শোলানিয়ো । ভাবি আমি,—ধরণীরে
 ভালোবাসে, তাই
 সর্ব মর্ত্য-জীবে আস্তনিয়ো ভালোবাসে ।
 চলো, খুঁজি, দেখি, কোথা আছে আস্তনিয়ো ।
 চিন্তায় আচ্ছন্ন মন, বেদনা-কাতর—
 মিষ্ট বাক্যে যদি তারে তৃপ্তি দিতে পারি ।
 সালারিনো । ভালো কথা বলিয়াছ । চলো,
 তাই যাই ।
 [উভয়ের প্রস্থান ।

নবম দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার কক্ষ

(নেরিসা ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

নেরিসা । ওরে, ওরে, স্বরা কর । পদাধনা তোল ।
 আরাগন-রাজপুত্র পড়েছে হলফ—
 এখন আসিবে পেটি করিতে বাছাই ।

(আরাগন-রাজপুত্র, পোর্শিয়া ও অল্পচরগণের প্রবেশ)

[বাস্তবধনি]

পোর্শিয়া । যুবরাজ, ওই হোথা তিনটি সম্পূর্ণ ।
 যার মাঝে ছবি যোর—সেটি যদি তুমি
 বাছিয়া লইতে পারো,—জানিবে নিশ্চিত,
 আমাদের পরিণয় হবে সম্পাদিত ।
 না বাছিতে পারো যদি, কোনো কথা নয়,
 নিঃশব্দে এখান হতে লইবে বিদায় ।
 আরাগন । তিনটি শপথে আমি বদ্ধ হইলাম ।
 প্রথম, কারেও নাহি করিব প্রকাশ
 কোন পেটি বাছি আমি । দ্বিতীয় শপথ,
 ঠিক-মত বেছে নিতে যদি নাহি পারি,

এ জীবনে কারেও না করিব বিবাহ ।
 শেষ পণ—যদি হায়, বিধির নিগ্রহে
 ব্যর্থ হয় মনোরথ, লইব বিদায়—
 এখানে তিলেক আর বিলম্ব না করি ।
 পোর্শিয়া । মোর সম অযোগ্য-জনেরে চাহি যে-রা
 আসে হেথা, সেই করে এ পণ গ্রহণ ।
 আরাগন । বুঝিয়াছি । মনে রেও তাই বুঝিয়েছি ।
 এখন ললাট-লিপি । হৃদয়ের আশা
 যদি মুঞ্জরিত হয় । সোনা, রূপা, সীসা—
 ‘আমারে চাহিলে যাঁহা আছে, তা হারাবে ।’
 হারাবো কি ? তার আগে হও চারুতর—
 নহে কে হারাতে চায় তুচ্ছ-পরিবর্তে !
 স্বর্ণ-পেটি কি বা বলে ? দেখি, ভালো করে—
 বক্ষে লেখা, ‘আমারে যে করিবে গ্রহণ,
 পাবে সে যা বহুজন-বাহিত ধরায় ।’
 ‘বহু-জন’ ? তার অর্থ, ‘নির্কোষের দল’—
 সংখ্যা যার অফুরাণ বিপুল ধরায় ।
 বাহিরের রূপে ভোলে । চোখে দেখে ভালো,
 ভিতরে কি আছে বোঝে, হেন বুদ্ধি নাই ;
 হেন শিক্ষা পায়নিকো ! যথা মুঢ় পাখী
 মার্জলেত, বাঁধে নীড় বাহির-প্রাচীরে !
 বুষ্টি-ঝড়ে সে নীড়ের কি দুর্গতি হবে,
 কভু সে বোঝে না, হায়—নিতান্ত নির্কোষ ।
 বহু জনে যেই বস্ত করে অভিলাষ,
 তাহে মোর রুচি নাই । সাধারণ জন
 লাখে-লাখে—তাহাদের দলে আমি নই ।
 মুঢ় তারা, হীন তারা, বর্বর,—তা জানি ।
 দেখা যাক, রোপ্য-রচা রতন-ভাণ্ডার...
 তার বকে কোন্ ভাষা, কি বারতা লেখা—
 ‘মোরে নিলে পাবে তুমি, যোগ্য যা পাবার ।’
 বেশ কথা ! ভালো কথা । মনের মতন !
 যোগ্যতা নহিলে হেথা কোন সুধী-জন
 ভাগ্য-পরীক্ষার লাগি বা’র হয় পথে ?
 যোগ্যতা নহিলে কার আছে অধিকার
 গৌরব-অর্জনে, কিম্বা সম্পদ-বিজয়ে ।
 অযোগ্য যে, গৌরব সে পায়নি জগতে !
 উচ্চ রাজপদ, মান, কার্য বা উপাধি
 অসাধু উপায়ে যেন কেহ নাহি পায়—
 অযোগ্য না করে বাঞ্ছা সম্মান-গৌরবে !
 তা যদি সম্ভব হতো, মানে-উচ্চ শির
 কত যে আনত হতো ! শিরোপা-ভূষণ
 কত শির হতে আজি পড়িত খসিয়া !
 আদেশ করিছে যারা—মানিত আদেশ—

হীনজন সাথে আজি গণ্য বহু জন
সন্মান-ভূষায় হতো সমাজ-ভূষণ।
কালচক্রে স্বর্ণ ভগ্ন কত স্তূপ হতে,
ধূলি-আবর্জনা হতে কত তুষ-কুঁড়া
গৃহে আজি পেতো ঠাই মহিমা-রঞ্জিত।
কিন্তু থাক সেই কথা। পেটি লই বাছি।
“মোরে নিলে পাবে, তুমি যোগ্য যা পাবার।”
আমার বাঞ্ছিত বাহা—যোগ্য য’ পাবার।
যোগ্যে যোগ্য—তাই লবো। দাও মোরে চাবি
সম্পূর্ণের সাথে খুলি সৌভাগ্যের দ্বার।

(রোপ্য-পেটিকা উন্মোচন করিল)

পোর্শিয়া। পাবে যা—আমারে তাহা করিবে দুর্ভাগ্য।
আরাগন। একি দেখি। এ যে এক নিকোঁধের ছবি—
আমারে শুনাতে চায় কয় ছত্রে লেখা।
কি লেখা এ ছত্রে...করি তাহা পাঠ।
পোর্শিয়া হইতে চিত্রে কতখানি ভেদ।
মোর আশা-বাসনার বিপরীত ছবি।
“মোরে নিলে পাবে তুমি যোগ্য যা পাবার।”
বিমূঢ় জনের মাথা—তার যোগ্য আমি?
এই মোর পুরস্কার? এর চেয়ে যোগ্য—
নাহি অধিকার তাহে? হায়, দগ্ধ ভাগ্য।

পোর্শিয়া। দোষ-ক্রটি আলোচনা; এবং বিচার—
সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু; স্বভাব-বিরোধী।

আরাগন। (লিখন-পাঠ) লেখা কি এ?

“আগুনে দেদার খেয়েছে পোড়—
অটুট বৃত্তিতে চলে না ফোঁড়।
এ কথা সাবদ—নাই তায় ভুল,
আছে বহু লোক,—ছায়ায় মশগুল।
ছায়ায় চায় সুখ—ছায়ায় কামা—
দেখে সে পৃথিবীকে বেবাকু মায়া।

অনেক বোকা আছে—বাহিরে তার
রূপার জৌলুশ—ভিতরে ক্ষার।
যারে খুশী—বিয়ে করো সাতের পাকু—
আমায় পাবে? আশা মাথায় থাক।
বুদ্ধি বোঝা গেছে ঘরেতে ফেরো।
আশার গলে ফাঁশ—দড়ির গেরো।”
এর পরে থাকি যদি হেথায় আর—
বনিব আরো বোকা, ভুল নাই তার।
নিরেট একটি মাথা বহিতে বাড়—
নিরেট দু’মাথায় ভাদবে হাড়।
বিদায় স্নানরি—আসি। রাখি মোর পণ—
দারুণ নৈরাশ্র বহি নিঃশব্দে গমন।

[অনুচরণ লহ আরাগনের প্রস্থান।

পোর্শিয়া। পতঙ্গ এমনি পোড়ে দীপের শিখায়।
এই মূঢ়-দল করে বিচার-প্রয়াস—
বুদ্ধিহীনতায় চূর্ণ হয় সর্ব-আশ।
নেরিসা। সেই যে গো কথা আছে—নহে মিথ্যা ছল
—ধন আর পত্নী-লাভ,—বরাতের ফল।
পোর্শিয়া। পর্দা ফেলে দে নেরিসা। আর।

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। কোথা দেবী?
পোর্শিয়া। এই যে! কিবা আজ্ঞা, কহ।
অনুচর। দ্বারে উপনীত দেবি, জনেক তরুণ;

ভেনিসে তাঁহার বাস—দূত-মুখে শুনি;
বার্তা আনে, প্রভু তার তরুণ সূজন
আসে পিছে; আপনার কুশল-সন্ভাবে।
বিনয়ে বচনে ভাব—আনে উপহার—
চের বেশী তার। দেখি নাই আমি
প্রণয়ের হেন শিষ্ট বার্তাবহ কভু।
এ তরুণ অগ্রদূত যেমন মধুর—
এমন মধুর বেশে ফাগুন-প্রভাত
কখনো আসেনি বিশ্বে বহিয়া পুলক—
হেন সুখ-হর্ষাভাস আনে অগ্রদূত।

পোর্শিয়া। থাক, থাক—বহু বাক্য বলিয়াছ তুমি।
ভয় হয়, বলিবি বুঝি, এ অগ্রদূত
তোর সে আপন-জন! হেন স্ততি-ভাষা—
আশ্রয়ন ভিন্ন কেহ কহে না অপরে।
আয় তো নেরিসা, দেখি, মদনের দূত
কেমন সে—এত শিষ্ট যাহার আচার!
নেরিসা। হে অতনু, এ ঘেন সে বাসানিয়ো হয়।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(শোলানিয়ো ও সালারিনোর প্রবেশ)

শোলানিয়ো। রায়াল্‌টোর খবর কি?
সালারিনো। কেন,—অনেক টাকার জিনিষপত্র শুদ্ধ
আন্তনিয়োর জাহাজ ডুবি হয়েছে বলে, যে খবর
রটেছে, সে খবর মিথ্যা গুজব বলে মনে
হচ্ছে না। যেখানে জাহাজ ডুবেচে সে জায়গার
নাম নাকি গুড্‌উইন্স—সে জায়গা ভয়ানক

বিশ্রী। শুনচি, এর আগেও নাকি সেখানে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবেছে। গুজব মিথ্যা বলে তো মনে হচ্ছে না।

শোলানিয়ো। গুজব অমন অনেক রটে। সেই যে গুজব রটলো—তিন নম্বর খশমের জন্তে তার স্ত্রী চাঁৎকার তুলে কেঁদে পাড়া-পড়শীদের উদ্বাস্ত করে তুলেচে—শেষে দেখা গেল—ভেজপক্ষের স্বামী গট্ হয়ে দেশে ফিরলো। তবে এ গুজব সম্বন্ধে... ভাবনার কথা বটে। এত ভালো আন্তনিয়ো... এমন ভালো যে, তার নামের সঙ্গে খাপ খায়, এমন বিশেষণ অভিধানে খুঁজে পাই না...

সালারিনো। থাক, ও-কথার এইখানেই ইতি করে।

শোলানিয়ো। কিন্তু কোনো কথা যে আজ আর মনে আসচে না। অর্থাৎ মোকদা কথা হলো—আন্তনিয়োর জাহাজ জলে ডুবেছে, সত্যি।

সালারিনো। এইখানেই যদি লোকসানের শেষ হয়...

শোলানিয়ো। আছা, তাই হোক। এই যে সশরীরে মুক্তিমান দৈত্য একেবারে সামনে উদয় হচ্ছেন।

(শাইলকের প্রবেশ)

খবর কি শাইলক? কারবার-পত্তর কেমন চলছে?

শাইলক। সে খবর তোমাদের চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না কি? আমার মেয়েটা যে এই ভেগে গেল, জানো না বাপু, সে খবর?

সালারিনো। তা জানি বৈ কি! যে পাখায় ভর করে' তোমার মেয়ে উড়েচে, সে-পাখা যে কারিগর তৈরী করেছে, সে কারিগরকে পর্যন্ত জানি।

শোলানিয়ো। শাইলক নিজে না কি জানতো,—তার পাখীটির ডানা গজিয়েছে এবং পাখা গজালে বাচ্ছা-পাখী ধাড়ির কাছ-ছাড়া হয়, এ কথা কে না জানে।

শাইলক। সে-পাখীর সর্বনাশ হোক।

সালারিনো। ভূত-প্রেতে যদি বিচার করে, তাহলে তোমার এ মন্নি তাকে লাগবে বৈ কি!

শাইলক। আমার নিজের রক্তে জন্ম—সেই মেয়ে এমন হলো। বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো যেন জলে যাচ্ছে।

সালারিনো। ধামো! তোমার ও বুড়ো হাড়ে কি আছে যে জ্বলবে। পচা ঘুণ-ধরা হাড়।

শাইলক। আমার মেয়ে—আমার রক্তে তার জন্ম নয়? সালারিনো। তোমার রক্ত আর তার রক্ত—দু'য়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ, বাপু। কালো ঘুড়ি আর হাতীর দাঁতে যে তফাৎ—ঠিক ততখানি তফাৎ। রাঙা নদে আর ধেনোয় যত তফাৎ তেমনি তফাৎ। কিন্তু সে কথা যাক—জলে জাহাজ ডুবে আন্তনিয়োর যথাসর্ব্ব নাকি গেছে—এমন কথা তুমি শুনেচো?

শাইলক। ঐ ছাখো না, বরাতে আর এক বিল্লাট ঘটলো। উড়নচণ্ডী দেউলে...বাজারে তার আর মুখ দেখাবার উপায় আছে। পথের ভিখিরী। সেজেগুজে বাহার দিয়ে বাজারে আসতেন, এখন একবার খংখানা উল্টে দেখুন গিয়ে! আমায় বলতেন, সুদখোর চামুণ্ডী। খংখানা পড়ে দেখুন। বদাত্ত কীরীস্তান। টাকা ধার দিতেন লোককে দয়া-ধর্ম্ম করে'—খংখানা এখন একবার ভালো করে উল্টে দেখুন।

সালারিনো। ঠিক-তারিখে যদি টাকা দিতে না পারে, তুমি তার গায়ের মাংস কেটে নেবে না কি—সত্যি? তাতে তোমার লাভ?

শাইলক। মাছ ধরবার টোপ করবো গো—টোপ! তার মাংস টোপ। আর কোনো লাভ না হোক—শোধ নেওয়া তো হবে!...আমায় কম অপমান করেছে। আমার প্রায় পঞ্চাশ লাখ মোহর লোকসান করিয়েছে—করিয়ে সে-লোকসানে দাঁত মেলে হেসেছে! আমার লাভে গাল পেড়েছে—আমি ইহুদী বলে' জাত তুলে নাক সিঁটকেচে! তামাসা করেছে। আমার বন্ধুদের করেছে দুশমন—দুশমনদের দিয়েছে তাতিয়ে। কেন? না, জাতে আমি ইহুদী। কেন রে বাপু,—ইহুদীর কি চোখ নেই? নাক নেই? ইহুদীর কি হাত নেই? পা নেই? মাথা নেই? পেট নেই? বুক নেই? শরীর নেই? কান নেই? মাথা নেই? সুখ নেই? দুঃখ নেই? স্নেহ নেই? মমতা নেই? তোমাদের যত ক্ষিদে পেলে সে খায় না? যে অস্ত্রে তোমরা জখম হও, সে অস্ত্রে সে জখম হয় না? যে শীতে তোমাদের হাড়ে কাঁপুনি ধরে, সে শীতে ইহুদীর হাড় কাঁপে না? যে গ্রীষ্মে তোমরা ভাজাভাজা হও, সে গ্রীষ্মে সেও ভাজাভাজা হয় না? আমার গায়ে যদি কাঁটা ফুটোও, রক্ত পড়বে না? কাতুকুতু দিলে আমরা হাসি না? আমাদের

যদি বিষ খাওয়াও, আমরা মরি না? আমাদের যদি অনিষ্ট করে—তার শোধ আমরা নেবো না? তোমাদের সঙ্গে সবভাবে যদি মিল থাকে তো এতেও থাকবে। কোনো ইহুদী যদি কোনো কীরিস্তানের মন্দ করে—তার সঙ্গে তোমরা কি ব্যবহার করো? তার শোধ নাও! যদি কোনো কীরিস্তান কোনো ইহুদীর মন্দ করে—তাহলে কীরিস্তানী কেতায় তার শোধ কেন না নেবো, বলতে পারো? যে পেজেমি তোমাদের করতে দেখি, সে পেজেমি তোমাদের সঙ্গে কেন করবো না বাপু? যে-শিক্ষা তোমাদের কাছে পেয়েছি, —তার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষা তোমাদের দেবো...দেখে নিয়ো।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আমার প্রভু আন্তনিয়ো আপনাদের ডাকচেন—জরুরি কথা আছে। তিনি বাড়ীতেই আছেন।

সালারিনো। আমরাও তাঁকে খুঁজছি।
শোলানিয়ো। এই যে আর একটি সুগোত্র আসচে—
তা তেরস্পর্শ-যোগ পাবে না—অবশ্য শয়তান
নিজে ইহুদীর বেশে যদি এসে এখন উদয় না হয়।
[শোলানিয়ো, সালারিনো ও ভৃত্যের প্রস্থান।

(তুবালের প্রবেশ)

শাইলক। খবর কি তুবাল? জেনোয়া থেকে কোন খবর এলো? আমার মেয়ের সন্ধান?
তুবাল। যেখানে তার এতটুকু খবর পেয়েছি,
সেইখানেই গিয়ে হাজির হয়েছি—কিন্তু কোথাও
খবর পেলুম না।

শাইলক। কেন? এখানে—ওখানে—সেখানে—
সব জায়গায়! একখানা দামী হীরে গেল
ফ্রান্সফোর্টে—দাম পড়েছিল দু'হাজার মোহর।
এমন গেরোয় কখনো পড়ি নি। এর আগে এমন
চুগ্রহ কখনো ভোগ করিনি। দু'হু' হাজার
মোহর দাম—ইয়া পেল্লার মন্ত হীরে—তার সঙ্গে
দামী এক-কাঁড়ি মণি-জহরৎ। এর চেয়ে মেয়েটা
মরে আমার পায়ের উপরে যদি মুখ গুঁজড়ে
পড়তো—হীরে-জহরৎ কাণে গুঁজে। আরে, এর
চেয়ে সে মলো না কেন? ও সব হীরে-জহরৎ
আমি তার সঙ্গে তার গোরের মাটিতে গেড়ে
দিতুম যে। পাত্তা নেই! ব্যস্ রে! ব্যস্
রে—এই পাত্তা নিতে কম পরয়া খরচ হলো।

ওঃ জানো—লোকসানের উপর লোকসান।
চুরি করে সম্পত্তি নিয়ে গেল এত—তার উপর
সে চোরের সন্ধান করতে তার পিছনে খরচ
হলো কাঁড়ি-কাঁড়ি মোহর। তবু পাত্তা নেই—
চিহ্ন নেই! আমার ঘাড়ে বসে সব মজা
করছে! কারো নিশ্বাস পড়বে না—কারো
চোখে জল বরবে না—আমিই শুধু বুক চাপড়ে
কঁদে ককিয়ে মরবো!

তুবাল। না হে—অন্ত লোকের বরাতেও সর্বনাশ
ঘটেছে! ঐ যে আন্তনিয়ো—জেনোয়ায় শুনে
এলেম...

শাইলক। কি? কি? কি? বলো তো! তার আবার
কি সর্বনাশ ঘটলো?

তুবাল। ত্রিপোলি থেকে তার একখানা জাহাজ
আসছিল; জাহাজে বহু দামী মাল...

শাইলক। আঃ—ভগবান তাহলে আছেন!...
কিন্তু সত্যি? সত্যি খবর?

তুবাল। কজন মাঝি-মাল্লার মুখে এ খবর
শুনলেম। তারা সেই জাহাজে ছিল—কোনো-
মতে প্রাণে বেঁচে ডাকায় উঠেচে।

শাইলক। আঃ! বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো তুবাল।
তারী জবর খবর এনেছো!...ই্যা, তালো কথা,
এ খবর কোথায় পেলে, বললে? জেনোয়ায়?

তুবাল। ই্যা। শুনলেম, তোমার মেয়ে জেনোয়ায়
ছিল। এক রাত্রে কত খরচ করেছে, জানো?
আশী মোহর।

শাইলক। এ্যা—বলো কি তুবাল! আমার বৃকে
তুমি ছুরি গুঁজে দিলে, দাদা! আশী মোহর!
এক রাত্রে খরচ করেছে! ওরে বাবা, আশী
মোহর! উঃ! আমার সে মোহর কি আর
ফিরে পাবো? হায়, হায়, হায়, হায়, হায়!

তুবাল। সেখান থেকে আমার সঙ্গেই এলো—
আন্তনিয়োর যত পাওনাদার...এক-বাঁক, একে
বারে। তারা বলছিল—এ দায় থেকে আন্তনিয়ো
রক্ষা পাবে না—মাথা গুঁজে পড়বে নির্ধাত।

শাইলক। আঃ—খুশী...তারী খুশী হলেম এ খবরে!
তার সর্বনাশ হোক! নিপাত যাক ব্যাটা!
তাকে আমি ছাড়বো না। যে-হাল করবো—
ওঃ! তারী খুশী—সত্যি, তারী খুশী হয়েছি এ
খবর শুনে।

তুবাল। একজন আমায় একটি আংটি দেখালে।
তোমার মেয়ে সেই আংটি দিয়ে একটা বানর
কিনেছে তার কাছ থেকে।

শাইলক। সর্বনাশ হোক হতভাগা মেয়ের!
তুবাঁল, ওঃ, মনে ভারী চোট পেলেম এ খবরে।
আমার সেই নীলার আংটি নিশ্চয়। তখনো
আমার বিয়ে হয়নি...ও আংটি লিয়া আমার
দিয়েছিল। জঙ্গল-ভরা রাজ্যের বানর পেলেও
ও আংটি আমি দিতেম না, দিতেম না।

তুবাঁল। আস্তনিয়ো কিন্তু এবার গেল!
শাইলক। জ্বর কথা বলেছো তুবাঁল। জ্বর কথা।
আঃ, এ খবরের দাম লাখ টাকা। তুমি এখন
এসো তুবাঁল। কাছারির কোনো অফিসারকে ফী
দিয়ে এন্‌গেজ করে রাখো। দু হপ্তা আগে থেকে
তৈরী হওয়া যাক। ঠিক তারিখে আস্তনিয়ো
যদি টাকা দিতে না পারে—নেবো তার গায়ের
মাংস খেয়ার। হ্যাঁ!...আমার নাম শাইলক...
আমি ইহুদী। একবার যদি তাকে এই ভেনিস-
ছাড়া করতে পারি, তাহলে আমার কারবার
ফলাও করে তুলতে কতক্ষণ! হুঁঃ! তুবাঁল,
কাছারির দিক থেকে এসে আমার সঙ্গে তুমি
দেখা করো। যাও, যাও, দেয়ী নয়। মন্দিরে
ফিরে এসো। সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে।
যাও, যাও তুবাঁল। দেয়ী করো না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার বন্ধ

(বাসানিয়ো, পোর্শিয়া, গ্রাসিয়ানো, নেরিসা
এবং অল্পচরগণের প্রবেশ)

পোর্শিয়া। ধরো এ মিনতি—করো দু'দিন সবুর।
কি জানি, অজানা লক্ষ্যে যদি ভুল হয়!
পণে যদি হার হয়, চলে যেতে হবে।
হারাবো তোমার মিষ্ট মধু সঙ্গটুকু।
দুদিন বিলম্ব করো। এত ভরা কেন?
কে যেন অন্তর-মাবে কহিছে আমারে—
প্রেম নয়! তবু আমি হারাতে না পারি
তব সঙ্গ; হারাইতে নাহি চাই আমি।
তুমি ভালো জানো, মন হইলে বিরূপ
এ ভাষা কহিব কেন? কহে কত মন?
তব পাছে ভুল বোঝো (হায়, যে কুমারী
মুখে ভাষা নাহি ফোটে, মনে রয় সাধ!)
জানো, মন চায় কি সে? আমারে লভিতে

ভাগ্য-পরীক্ষায় তুমি নামিবার আগে
রহ হেথা এক মাস কিস্বা মাস দুই।
কত বার মনে হয়, বলি স্পষ্ট ভাবে
বাছিলে সম্পূর্ণ কোন্ পাইবে আমারে!
কিন্তু স্মৃকটিন পণ—তাহে বন্ধ আমি—
ইদ্বিতে সুধাতে নারি। ভাগ্য অকারণ!
সে কথা প্রকাশে হবে মহা-প্রত্যাবার।
আঁখি মেলি ভালো করি চাহো মোর পানে—
দৃষ্টি তব দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে মোরে;
এক খণ্ডে আমি, অত্র শুধু তোমায়।
এই যে আমার খণ্ড—এ তোমার হলে
তাহে আমি খুশী হবো! খুশী কান্নে-মনে!
দুই খণ্ড তোমারি সে। আমিও তোমার।
এমনি কালের লীলা! নাহি রবে ভেদ
অধিকারী-অধিকারে! আমি যে আমার
আমিত্ব সঁপিয়া তোমা' হবো তোমায়—
তোমার আমার মাঝে যেই ব্যবধান—
দৌহ-মাঝে ব্যবধান চূর্ণ করে দাও।
ভাগ্য সে নিরয়ে যাক—চাহি নাকো আমি—
তোমারে না পেলে পাবো নিরয় যাতনা!
কিন্তু বহু কথা কহি—বাহিতে সময়;
অতি দীর্ঘ বিলম্বিত হোক অবসর
ভাগ্য-পরীক্ষায় তব ঘটক বিলম্ব!
অক্রব-অশুভে যত পারি, করি রোধ।

বাসানিয়ো। ভাগ্য পরীক্ষিতে দাও। এ যেন রয়েছে
অস্থির ভঙ্গুর কাষ্ঠ-পাটাতন পরে।

পোর্শিয়া। কাষ্ঠ-পাটাতনে আছ অস্থির-ভঙ্গুর?
বলো তবে বাসানিয়ো, তোমার এ প্রেমে
কতখানি ছিল মেশা?

বাসানিয়ো। এক তিল নহে।

এ শুধু সংশয়ে-ভয়ে আমি বাক্য-হার।
প্রকাশিতে নারি প্রেম—স্বদয়ের ভাষা!
জীবনে-মরণে জেনো ভেদ যতখানি,
হিমে ও অনলে ভেদ আছে যতখানি—
আমার প্রণয়ে আর বচনে ছিলনা—
ততখানি ভেদ জেনো, আমি স্মৃচরিতে।

পোর্শিয়া। বন্ধ কাষ্ঠ-পাটাতনে, বলিলে না তুমি!
সেখা হতে নর শুধু কহে শেখা বুলি
নিতান্তই দায়ে পড়ি—অন্তরের যোগ
সে সব বচনে কত রহে নাকো তিল!
বাসানিয়ো। দিবে প্রাণ, সত্য করো।

বলি সত্য বাণী।
পোর্শিয়া। তাই হবে। সত্য বলো। আত্ম দীর্ঘ হবে।

বাসানিয়ো। একমাত্র সত্য জানি মনে ও বচনে—

ভালোবাসো! ভালোবাসি। অল্প সত্য নাই।
যাতনা এ—তবু নুখ! যাতনা যে পাই—
যাতনার মুক্তি কিসে—মন তা শিখায়।
কিন্তু মন নাহি মানে...লয়ে চলে মোরে—
কোথায় সম্পূট। চাহি ভাগ্য পরখিতে।

(সম্পূট সম্মুখস্থ যবনিকা উন্মোচন হইল)

পোর্শিয়া। এসো তবে আঁখো চোখে সে তিন সম্পূট।

একটির মাঝে আমি রয়েছি বন্দিনী।
ভালো যদি বাসো মোরে, খুঁজে বার করো।
নেরিসা, তোরাও সবে আয় হেথা, দাঁড়া।
গান হোক। পরে হবে সম্পূট-বিচার।
যদি পরাজয় হয়, সঙ্গীতের তানে
মরালের মত হবো সুরে অবসান।
উপমা মিলাতে মোর নয়নের চিঠি
অশ্রুর সলিলে ভরি বরিবে বার বার—
সে অশ্রু-সলিল-বাস্পে মিশাইবে প্রিয়
স্মৃতির কালের অন্তরালে। কিন্তু কেন?
জয়! জয়! নিশ্চয় হইবে জয়।
সে বিপুল জয়ে এই সঙ্গীতের সুর
ভক্ত প্রজ্ঞা-কণ্ঠে যেন জানাবে বন্দনা
বিজয়ী মুকুট-শিরে আনন্দ-গৌরবে।
ছন্দে-সুরে এ সঙ্গীত প্রেমস্বপ্নাতুর
বরের বিমুক্ত কর্ণে তোলে জয়ধ্বনি—
পুলকের বার্তা ঘোষে। চলিয়াছে বর—
উচ্চ শিরে প্রেমে প্রাণ পূর্ণ করি অই—
বলির লাগিয়া সেই বন্দিনী কুমারী—
উদ্ধার করিতে তারে তরুণ স্নানর
আলুসাইডিশ গেল যথা কোন্ পুরাকালে
কুমারীর প্রেম-প্রীতি অন্তরে বহিয়া।
না, না, তারো চেয়ে ঢের বেশী প্রেম-প্রীতি
অন্তরে বহিয়া চলে প্রিয় বাসানিয়ো।
আমি সে বলির কন্যা—আমিই আছতি।
অপরে দেখিছে দৃশ্য কম্পিত হৃদয়ে—
দার্দিনিয়া-নারীদল দেখিল যেমতি—
সজল নয়ন, মুখ বিধাদে মলিন
সুদূর অতীত যুগে সে মত্ত সংগ্রাম।
যাও বীর হার্কুলিশ,—বাঁচিলে বাঁচিব।
যেই বস্ত্র বক্ষে তুমি ভাগ্যে দাও রণ—
তারো চেয়ে বস্ত্র বক্ষে আমি তা নিরখি।
(সম্পূটগুলি দেখিয়া বাসানিয়ো মনে মনে
চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত। গান চলিল)

গান।

ভোমরা বলো গো বলো,
প্রেমের জনম কোথায়, কোথায়?
হিয়ার গোপন তলে কি?
না, সে জাগে শিরে শির-ভুষায়?
প্রেমের জনম কোথা গো?
তার লালন কোথা সে হলো?
বলো, বলো গো, বলো, বলো
বলো, ভোমরা বলো!
প্রেমের জনম নয়নে—
দিষ্টি-দিষ্টিতে ওঠে সে ভরি;
তার নয়নে-নয়নে লালন—
নয়ন-দিষ্টিতে মরে সে বরি!
যেথা উদয়, বিলয় তথা সে!
গাছো প্রেমেরি গাছো গো গান—
আমি সুরতে ধরি এ তান—
প্রেমের উদয়-বিলয়—সুর-ছায়।
রিনি-রিনি-রিনি-রিনি-রিনি-রিনি!
বিনি-বিনি-বিনি-বিনি-বিনি-বিনি রে!

বাসানিয়ো। বাহিরের আড়ম্বর নিতান্ত অসার।

চটকে আজিও বিশ্ব মরে বঞ্চনায়।
আইনের কুটতর্ক—যুক্তিহীন হেতু
মিষ্ট মধু বাক্যভরে হয় বিমিশ্রিত—
সে বাক্য নাশিতে যায় যুক্তির দীনতা।
নিজ-কৃটি ধর্মতত্ত্ব—কঠিন গম্ভীর
বাক্য-আবরণে রাখে করিয়া ভূষিত,
ধূলি দিতে চায় মনে। হেন পাপ নাহি
বাহিরে নাহিক যার ধর্মের নিশান।
ভীকু কাপুরুষ যারা—কাপট্য অন্তরে,
চোরাবালি—তাহাদের মুখে শ্রুত রাঞ্জে—
যেন শুর হার্কুলিশ। ক্র কুক্ষিত করে—
যেন মার্ক-সম জ্ঞানী বহু বিচক্ষণ,—
সন্ধান করহ যদি অন্তরে তাহার—
দেখিবে যক্ষ্ম ক্ষীণ, দুগ্ধ-শুল্ক যেন।
বাক্যে ইহাদের কিবা বীরত্ব-দাপট—
ভাবে চায় বুঝাইতে অতুল বিক্রম।
রূপ? তাও ভাবে চায় আপনা বিকালে।
প্রসাধন-ভার অঙ্গে যে যত চাপায়,
তার তত খ্যাতি রটে শ্রেয়সী রূপসী।
আভরণ-হীন রূপে কে করে আদর?
অথচ রূপসী সে-ই—আভরণ যার;
রূপের ছটায় দীপ্তি কিছুমাত্র নাই।

কুক্ষিত কেশের রাশি দোলে বায়ু-ভরে
 লীলাছন্দে স্বর্ণময়ী নাগিনীর প্রায়
 রমণীর শিরে দেখি—পর-কেশ-ভার
 নিজ-শিরে আঁটিয়াছে রূপসজ্জা লাগি,—
 কঙ্কালে সে কেশ দিলে সাজিবে তেমতি ।
 উজ্জল সে আবরণ—ভিতরে দীনতা ।
 উত্তাল সাগর—তীরে দিব্য আচ্ছাদন—
 ভয়াল সাগরে করে কাস্ত-রমণীয় !
 স্নানর গুণ্ডন-তলে থাকে কালো-মুখ ।
 বাহিরের সমুজ্জল আবরণে তুলি
 বুগে বুগে মর্ত্যজন হয়েছে বঞ্চিত—
 সত্য-বস্ত্র-লাতে সদা—জানি ভালো মতে ।
 বাহিরের চাকচিক্য ভূলাবার ফাঁদ ।
 অতএব তুমি স্বর্ণ, খাদ্য গুরুপাক
 মিডাস-দেবের । তোমা করি প্রত্যাখ্যান ।
 কাঞ্চনের আবরণে আমি তুলিব না ।
 রূপা, তুমি মানুষ্যের হাতে হাতে দেখি
 নিত্য হও বিমলিন বিবর্ণ বিরূপ—
 তোমাতেও নাহি সাধ, নাহি অভিজ্ঞা ।
 তুমি সীসা, কালো সীসা, অতি দীন সীসা,
 মানবে প্রলুদ্ধ তুমি কখনো না করো,
 আশার উচ্ছ্বাসে কারো না দুলাও মন,
 বাক্য-ছটা নাহি জানো,—না জানো বঞ্চনা—
 মলিন সুদীন—তুমি অতি সাদা-সিধা—
 তোমাতে গ্রহণ করি ! হোক মোর জয় !
 পোশিয়া । সর্ব মনোবৃত্তি যেন মিলায় বাতাসে ।
 সকল সংশয়-দ্বিধা আশায়-নিরাশা ।—
 কস্তা ভীতি, ঘেব-হিংসা—সবার বিলয় ।
 ওরে প্রেম, শাস্ত কর,—নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস !
 পুলকে গংঘত কর,—গতি সুমহর ।
 করুণা-আশীষে প্রাণ পরিপূর্ণ মোর—
 এত নয় । ভয়, পাছে বিপরীত ঘটে ।
 বাসানিয়ো । এ কি দেখি ?

(সীসার সম্পূট উন্মোচন)

পোশিয়া—পোশিয়ার চিত্র ।
 কে-বা এই দেব-শিল্পী—হুবহু এঁকেছে
 তুলির লেখায় দিব্য যোহিনী প্রতিমা !
 আঁখির পল্লব দোলে ? আঁকা চোখ চায় ?
 কিখা মোর দিষ্ট ছুঁয়ে জাগিল নয়ন ?
 ছুটি ঠোঁট ব্যবধান—সুরভি নিশ্বাস—
 প্রণয়-বিপুল দুটি সাগরে বিভাগ
 করিয়া রেখেছে যেন ! দীর্ঘ কেশরাশি—

সোনালি তারেতে রচা উর্ণতন্তু-জাল—
 পুরুষ-পতঙ্গে চাহে গ্রাস করিবারে ।
 আর এই আঁখি দুটি—কি করিয়া দেখি ?
 এ চোখ আঁকিল শিল্পী ? এক চোখ আঁকি
 সেই আঁকা চোখে কি সে শিল্পীর নয়ন
 আচ্ছন্ন হয়নি মোহে ? কিসে তা পুরিল ?
 তবু হায়, ছায়া দেখি এমন আকুল !
 ছায়া যার,—তার পানে ফিরিয়া না চাই ।
 ছায়াতে বন্দনা করি—কামা তুচ্ছ করি ।
 আসলে নকল করি খঞ্জ-সম চলি ।
 এই যে কি লেখা পত্রে ! মোর ভাগ্য-ফল
 বুঝি, তার মর্ম এই লিখনে মিলিবে !

(পাঠ)

“চটক দেখে করো না পছন্দ—
 আসল পাবে—পাবে না মন্দ ।
 পেলে যা, তাহে থেকো হে খুশী—
 অস্ত্রে চেয়ে মনে করো না দুষী !
 এ পেয়ে খুশী যদি হয়ে থাকে মন—
 ছেনো হে পেয়েছ সব-সেরা ধন ।
 তাহলে ছাথে ফিরে প্রিয়ার মুখে—
 প্রণয়-চুমু দিয়ে নাও তারে বুকে ।”

সরল লিখন ! প্রিয়ে, দাও অনুমতি !

(চুম্বন)

পত্রে লেখা আছে—প্রিয়ে, এই দেয়া-নেয়া—
 আসি-ছি নিতে প্রেম, দিতে ভালোবাসা ।
 দুজনে বাধিলে রণ পুরস্কার লাগি—
 তখন পরাণ-পণে চলে সে সংগ্রাম—
 সকলে সতয়ে দেখে ; জয়ী হলে কেহ
 বোঝে জয়—জনতার জয়-কলরবে ।
 চারিদিকে সবে দেয় ঘন করতালি ;
 মুখে বলে জয়-জয়—তবু মত্ত মন
 সংশয়ে আকুল, সে যে বুঝিতে না পারে,
 সত্যই হয়েছে জয়ী ? মুচ্ছাতুর মন !
 তেমনি আমরা মন ছলিছে সংশয়ে—
 চেয়ে আছি সম্পূটের পানে অবিচল—
 হয়েছে কি জয় ? তুমি, তুমি বলো প্রিয়ে,—
 তুমি না বলিলে মনে হবে না প্রত্যয় !
 পোশিয়া । আমরা দেখিছ-তুমি,—ভয় বাসানিয়ো,
 যা লয়ে আমার আমি—স্বরূপ আমার—
 এর চেয়ে বড় হতে নাহি অভিজ্ঞা ।
 তবু তুমি চাহো যদি—

রূপে আরো রূপময়ী,—সে সাধ মিটাতে
এর চেয়ে লক্ষগুণ হইব সুন্দরী—
লক্ষগুণ হবো আরো ঐশ্বর্যাশালিনী—
তব তৃপ্তি হেতু হবো সতীত্ব-নিষ্ঠায়,
রূপে-গুণে কায়ে-মনে সকলের সেরা।
নিজ্ঞে আমি কিছু নহি—শূন্য সুবিপুল।
আমি যা—আমার মূল্য তাই। অতি তুচ্ছ।
এর বেশী মূল্য হোক—চাহি না কখনো।
শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, না জানি আচার—
বালিকা! নিতান্ত মূর্থ! আশা এইটুকু—
শিক্ষার বয়স মোর হয়নিকো পার।
আরো আশা, একেবারে বুদ্ধিহীন নহি;
তার চেয়ে বড় আশা, তোমার চরণে
নিজ্ঞেরে সঁপিয়া দেবো। লইয়া শিখায়ে—
তোমার মনের মত হবো সব দিকে।
তোমারে মানিব গুরু,—তুমি প্রভু, রাজা।
আমি,—মোর যাহা আছে—সে-সব তোমার।
আজ্ঞো আমি এ গৃহের ছিন্ন অধিকারী—
দাস-দাসী অমুচর মানিছে আদেশ—
আমি ইহাদের রাণী। এই ক্ষণ হতে।
এই গৃহ, দাস-দাসী—আমি, তার রাণী—
সকলি তোমার হলো। তুমি রাজ্যেশ্বর।
এ সব তোমার হাতে দিলাম তুলিয়া
এই অঙ্গুরীয়-সহ। এই অঙ্গুরীয়
আজীবন সাথী হয়ে রহক তোমার।
যদি কভু অন্তরিত করচ্যাত হয়,—
কিষা ফ্যালো হারাইয়া—জেনো, প্রেম তব
অঙ্গুরী হারানো সাথে—প্রেম অবসান।
সেদিন গঞ্জনা বহু শুনাইব আমি।

বাসানিয়ো। নির্দাক করিলে মোরে অগ্নি সূচরিতা,—
ধমনী বহিয়া মোর বহে রক্তশ্রোত—
সেই রক্ত জানে ভাষা দানিতে উত্তর।
মনে মোর বিপর্যয়—ঘোর কলরব।
বক্তৃতা-সভায় কোনো রাজপুত্র যথা
চার-ভাষে করে সর্ব মানস-রঞ্জন—
মুগ্ধ জনতার স্বতি ওঠে উচ্চ রোলে—
স্বতিরোলে রাজপুত্র যথা বাক্‌হীন,
বন্ধেতে চণল শ্রোত আনন্দে বিশ্বয়ে
বিজড়িত—প্রকাশিতে পারে না উল্লাস,—
প্রচণ্ড উল্লাসে তথা বাক্যহারি আমি!
অঙ্গুরী? অঙ্গুরী এই হলে কর-চ্যুত,
জেনো, তার পূর্বে প্রাণ এ দেহ ত্যজিবে—
বাসানিয়ো মরিয়াছে—জানিবে সেদিন।

নেরিসা। প্রভু, প্রভুপত্নী—দৌহে কর অবধান—
এখন মোদের পালা করি নিবেদন,—
নীরবে এতেক কাল দেখিয়াছি যাহা,
বাগনা পুরেছে—সাধ পূর্ণ সবাঁকার।
উল্লাসে উচ্ছ্বসি কহি, জয় দৌহাঁকার!
গ্রাসিয়ানো। ভদ্র বাগানিয়ো—দেবি, হউক কুশল
অন্তরের গুণ ইচ্ছা করি নিবেদন!
অর্থাৎ দৌহার সাধ-আশা পূর্ণ হোক!
আমা হতে জানি কোনো আশা মিটিবে না—
কিস্তি যবে দৌহাঁকার প্রীতি ভরা প্রাণ
এক স্রুজে বদ্ধ হয়ে দুয়ে এক হবে—
সেই গুণকণে ঠিক আমিও করিব
জেনো, শুভ-পরিণয়—নিতান্ত-নিশ্চিত!
বাসানিয়ো। বধু যদি মেলে বন্ধু, বড় খুশী হবো—
অন্তরের অভিলাষ কহি অকপটে।
গ্রাসিয়ানো। কৃতার্থ হলাম। লহ ধন্যবাদ মোর—
জুটাইয়া দেহ তুমি বধু মনোমত!
তোমার মতন মোর দীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!
দেখেছ কত্রীরে তুমি—আমি দেখিলাম
প্রিয়-সখীটিরে তাঁর! তুমি ভালোবাসো;
আমিও বাসিছ ভালো! সহিল না দেয়ী।
প্রাণ দেয়া-নেয়াটুকু শুধু বাকী ছিল—
দেয়া-নেয়া পর্ব তুমি চুকালে যেমন,
ও-পর্ব চুকাতে মোর বিলম্ব হলো না।
সম্পূর্ণে তোমার ভাগ্য ছিল বদ্ধ হয়ে—
মোর ভাগ্য তার সাথে! গাছে বাজ পড়ে।
জানো ভালো, প্রেম আর সোহাগ-সাধনে
বারে বারে কত শ্রম ঘাম-জল বারা—
চাটুবাণী কত জনে—কতই শপথ—
চিরদিন প্রেম-আশে নিরাশার শ্বাস!
শেষে এই রূপময়ী সখী দিল আশা।
তব ভাগ্যে ঠাকুরাণী যদি মিলে যায়—
অমনি সঁপিবে মোরে জীবন-যৌবন
ত্রীত্রীমতী সহচরী!

পোর্শিয়া। সত্য লো, নেরিসা?
নেরিসা। সত্য কথা। কি করিব? ছাড়িল না
মোরে।
বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো,—এ কথার হবে না
খেলাপ?
গ্রাসিয়ানো। শুনে খুশী হই।
বাসানিয়ো। শুনে খুশী হই।
এ বিবাহে আমাদের বিবাহ-উৎসব—
আরো সে উজ্জল হবে—হর্ষ তীব্র আরো।

কুক্ষিত কেশের রাশি দোলে বায়ু-ভরে
 লীলাছন্দে স্বর্ণময়ী নাগিনীর প্রায়
 রমণীর শিরে দেখি—পর-কেশ-ভার
 নিজ-শিরে আঁটিয়াছে রূপসজ্জা লাগি,—
 কঙ্কালে সে কেশ দিলে সাজিবে তেমতি ।
 উজ্জ্বল সে আবরণ—ভিতরে দীনতা ।
 উত্তাল সাগর—ভীরে দিব্য আচ্ছাদন—
 ভয়াল সাগরে করে কান্ত-রমণীয় !
 স্নন্দর গুণ্ডন-তলে থাকে কালো-মুখ ।
 বাহিরের সমুজ্জ্বল আবরণে তুলি
 বুগে বুগে মর্ত্যজন হয়েছ বঞ্চিত—
 সত্য-বস্ত্র-লাভে সদা—জানি ভালো মতে ।
 বাহিরের চাকচিক্য তুলাবার ফাদ ।
 অতএব তুমি স্বর্ণ, খাত্ত গুরুপাক
 মিডাস-দেবের ! তোমা করি প্রত্যাখ্যান ।
 কাঞ্চনের আবরণে আমি তুলিব না ।
 রূপা, তুমি মানুষের হাতে হাতে দেখি
 নিত্য হও বিমলিন বিবর্ণ বিরূপ—
 তোমাতেও নাহি সাধ, নাহি অভিজ্ঞাষ ।
 তুমি সীসা, কালো সীসা, অতি দীন সীসা,
 মানবে প্রলুব্ধ তুমি কখনো না করো,
 আশার উচ্ছ্বাসে কারো না ছুলাও মন,
 বাক্য-ছটা নাহি জানো,—না জানো বঞ্চনা—
 মলিন সূদীন—তুমি অতি সাদা-সিধা—
 তোমাতে গ্রহণ করি ! হোক মোর জয় !
 পোশিয়া । সর্ব মনোবৃত্তি যেন মিলায় বাতাসে ।
 সকল সংশয়-দ্বিধা আশায়-নিরাশা ।—
 কস্তা ভীতি, দ্বেষ-হিংসা—সবার বিলয় ।
 ওরে প্রেম, শাস্ত কর,—নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস ।
 পূলকে সংযত কর,—গতি স্নমহর ।
 করুণা-আশীষে প্রাণ পরিপূর্ণ মোর—
 এত নয় । ভয়, পাছে বিপরীত ঘটে !
 পানিয়ে । এ কি দেখি ?

(সীসার সম্পূট উন্মোচন)

পোশিয়া—পোশিয়ার চিত্র !
 কে-বা এই দেব-শিল্পী—হবহু এঁকেছে
 তুলির লেখায় দিব্য মোহিনী প্রতিমা !
 আঁখির পল্লব দোলে ? আঁকা চোখ চায় ?
 কিবা মোর দিগ্ধি ছুঁয়ে জাগিল নয়ন ?
 ছুটি ঠোঁট ব্যবধান—সুরভি নিশ্বাস—
 প্রণয়-বিপুল ছুটি সাগরে বিভাগ
 করিয়া রেখেছে যেন ! দীর্ঘ কেশরাশি—

সোনালি তারেতে রচা উর্ণতন্তু-জাল—
 পুরুষ-পতঙ্গে চাহে গ্রাস করিবারে ।
 আর এই আঁখি দুটি—কি করিয়া দেখি ?
 এ চোখ আঁকিল শিল্পী ? এক চোখ আঁকি
 সেই আঁকা চোখে কি সে শিল্পীর নয়ন
 আচ্ছন্ন হয়নি মোহে ? কিসে তা পূরিল ?
 ভবু হায়, ছায়া দেখি এমন আকুল !
 ছায়া যার,—তার পানে ফিরিয়া না চাই ।
 ছায়ারে বন্দনা করি—কায়ো তুচ্ছ করি !
 আসলে নকল করি খঞ্জ-সম চলি !
 এই যে কি লেখা পত্রে ! মোর ভাগ্য-ফল
 বুঝি, তার মর্ম্ম এই লিখনে মিলিবে !

(পাঠ)

“চটক দেখে করো না পছন্দ—
 আসল পাবে—পাবে না মন্দ ।
 পেলে যা, তাহে থেকো হে খুশী—
 অস্ত্রে চেয়ে মনে করো না দুষী !
 এ পেয়ে খুশী যদি হয়ে থাকে মন—
 জেনো হে পেরেছ সব-সেরা ধন !
 তাহলে তাখো ফিরে প্রিয়ার মুখে—
 প্রণয়-চুমু দিয়ে নাও তারে বুকে ।”
 সরল লিখন ! প্রিয়ে, দাও অমুমতি !

(চুম্বন)

পত্রে লেখা আছে—প্রিয়ে, এই দেয়া-নেয়া—
 আসি-ছি নিতে প্রেম, দিতে ভালোবাসা ।
 দুজনে বাধিলে রণ পুরস্কার লাগি—
 তখন পরাণ-পণে চলে সে সংগ্রাম—
 সকলে সত্যে দেখে ; জয়ী হলে কেহ
 বোঝে জয়—জনতার জয়-কলরবে ।
 চারিদিকে সবে দেয় ঘন করতালি ;
 মুখে বলে জয়-জয়—তবু মত্ত মন
 সংশয়ে আকুল, সে যে বুঝিতে না পারে,
 সত্যই হয়েছে জয়ী ? মুচ্ছাতুর মন !
 তেমনি আমারো মন ছলিছে সংশয়ে—
 চেয়ে আছি সম্পূটের পানে অবিচল—
 হয়েছে কি জয় ? তুমি, তুমি বলো প্রিয়ে,—
 তুমি না বলিলে মনে হবে না প্রত্যয় !
 পোশিয়া । আমারে দেখিছ-তুমি,—ভদ্র বাসানিয়ে,
 যা লয়ে আমার আমি—স্বরূপ আমার—
 এর চেয়ে বড় হতে নাহি অভিজ্ঞাষ ।
 তবু তুমি চাহো যদি আরো বড় হই,

রূপে আরো রূপময়ী,—সে সাধ মিটাতে
এর চেয়ে লক্ষগুণ হইব সুন্দরী—
লক্ষগুণ হবো আরো ঐশ্বর্যশালিনী—
তব তৃপ্তি হেতু হবো সতীত্ব-নিষ্ঠায়,
রূপে-গুণে কয়ে-মনে সকলের সেরা।
নিজের আমি কিছু নহি—শূন্য সুবিপুল।
আমি যা—আমার মূল্য তাই। অতি তুচ্ছ।
এর বেশী মূল্য হোক—চাহি না কখনো।
শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, না জানি আচার—
বালিকা! নিতান্ত মূর্থ! আশা এইটুকু—
শিক্ষার বয়স মোর হয়নিকো পার।
আরো আশা, একেবারে বুদ্ধিহীন নহি;
তার চেয়ে বড় আশা, তোমার চরণে
নিজেরে সঁপিয়া দেবো। লইয়ো শিখায়ে—
তোমার মনের মত হবো সব দিকে।
তোমাতে মানিব গুরু,—তুমি প্রভু, রাজা।
আমি,—মোর যাহা আছে—সে-সব তোমার।
আজ্ঞো আমি এ গৃহের ছিন্ন অধিকারী—
দাস-দাসী অমুচর মানিছে আদেশ—
আমি ইহাদের রাণী। এই ক্ষণ হতে।
এই গৃহ, দাস-দাসী—আমি, তার রাণী—
সকলি তোমার হলো। তুমি রাজ্যেশ্বর।
এ সব তোমার হাতে দিলাম তুলিয়া
এই অঙ্গুরীয়-সহ। এই অঙ্গুরীয়
আজীবন সাধী হয়ে রহক তোমার।
যদি কভু অন্তরিত করচ্যুত হয়,—
কিষা ফ্যালো হারাইয়া—জেনো, প্রেম তব
অঙ্গুরী হারানো সাথে—প্রেম-অবসান।
সেদিন গঞ্জনা বহু শুনাইব আমি।
বাসানিয়ো। নির্বাক করিলে মোরে অগ্নি সূচরিতা,—
ধমনী বহিয়া মোর বহে রক্তস্রোত—
সেই রক্ত জানে ভাষা দানিতে উত্তর।
মনে মোর বিপর্যয়—ঘোর কলরব।
বক্তৃত-গভায় কোনো রাজপুত্র যথা
চাক্র-ভাষে করে সর্ব মানস-রঞ্জন—
মুগ্ধ জনতার স্তুতি ওঠে উচ্চ রোলে—
স্তুতিরোলে রাজপুত্র যথা বাকহীন,
বন্ধেতে চপল স্রোত আনন্দে বিস্ময়ে
বিজড়িত—প্রকাশিতে পারে না উল্লাস,—
প্রচণ্ড উল্লাসে তথা বাক্যহারি আমি।
অঙ্গুরী? অঙ্গুরী এই হলে কর-চ্যুত,
জেনো, তার পূর্বে প্রাণ এ দেহ ত্যজিব—
বাসানিয়ো মরিয়াছে—জানিবে সেদিন।

নেরিসা। প্রভু, প্রভুপত্নী—দৌহে কর অবধান—
এখন মোদের পালা করি নিবেদন,—
নীরবে এতেক কাল দেখিয়াছি যাহা,
বাসনা পুরেছে—সাধ পূর্ণ সবাকার।
উল্লাসে উচ্ছ্বসি কহি, জয় দৌহাকার!
গ্রাসিয়ানো। ভদ্র বাসানিয়ো—দেবি, হউক কুশল
অন্তরের শুভ ইচ্ছা করি নিবেদন!
অর্থাৎ দৌহার সাধ-আশা পূর্ণ হোক!
আমা হতে জানি কোনো আশা মিটিবে না—
কিন্তু যবে দৌহাকার প্রীতি ভরা প্রাণ
এক সূত্রে বদ্ধ হয়ে দুয়ে এক হবে—
সেই শুভক্ষণে ঠিক আমিও করিব
জেনো, শুভ-পরিণয়—নিতান্ত-নিশ্চিত!
বাসানিয়ো। বধু যদি মেলে বন্ধু, বড় খুশী হবো—
অন্তরের অভিলাষ কহি অকপটে।
গ্রাসিয়ানো। কৃতার্থ হল্যাম। লহ ধন্যবাদ মোর—
জুটাইয়া দেহ তুমি বধু মনোমত!
তোমার মতন মোর দীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!
দেখেছ কত্রারে তুমি—আমি দেখিলাম
প্রিয়-সখীটিরে তাঁর! তুমি ভালোবাসো;
আমিও বাসিছু ভালো! সহিল না দেবী।
প্রাণ দেয়া-নেয়াটুকু শুধু বাকী ছিল—
দেয়া-নেয়া পর্ক তুমি চুকালে যেমন,
ও-পর্ক চুকতে মোর বিলম্ব হলো না।
সম্পূটে তোমার ভাগ্য ছিল বদ্ধ হয়ে—
মোর ভাগ্য তার সাথে! গাছে বাজ পড়ে।
জানো ভালো, প্রেম আর সোহাগ-সাধনে
বারে বারে কত শ্রম ঘাম-জল বারা—
চাটুবাণী কত জনে—কন্তই শপথ—
চিরদিন প্রেম-আশে নিরাশার শ্বাস!
শেষে এই রূপময়ী সখী দিল আশা।
তব ভাগ্যে ঠাকুরাণী যদি মিলে যায়—
অমনি সঁপিবে মোরে জীবন-যৌবন
শ্রীশ্রীমতী সহচরী!
পোশিরা। সত্য লো, নেরিসা?
নেরিসা। সত্য কথা। কি করিব? ছাড়িল না
মোরে।
বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো,—এ কথার হবে না
খেলাপ?
গ্রাসিয়ানো। শুনে খুশী হই।
বাসানিয়ো। শুনে খুশী হই।
এ বিবাহে আমাদের বিবাহ-উৎসব—
আরো সে উজ্জল হবে—হর্ষ তীব্র আরো।

গ্রাসিয়ানো। কার সুখ বেশী—এসো, বাজি খেলে দেখি।

হাজার মোহর পণ।

নেরিসা। এ যে জুয়াখেলা।
গ্রাসিয়ানো। জুয়া নয়—জানি, হবে আমাদের হার।

বেশী টাকা বাজি নয়! কিন্তু ও কে আসে?

লরেঞ্জো! তাহার সাথে পৌত্তলিকী প্রিয়া!

ভেনিসের বন্ধু প্রৌঢ় শোলানিয়ো—সে-ও!

(লরেঞ্জো, জেশিকা ও শোলানিয়োর প্রবেশ)

বাসানিয়ো। লরেঞ্জো, শোলানিয়ো! এসো, এসো, বন্ধু!

হেথা মোর আগমন সত্ত্ব; তব পাইয়াছি

হেথায় যে-অধিকার—তার বলে করি

সাদর সন্তাষ সব—শুভ অভ্যর্থনা।

ভালো কথা, পোর্শিয়া, দাও অনুমতি,

স্বদেশের বন্ধু-জনে করি সম্বর্দ্ধনা।

পোর্শিয়া। আমিও সন্তাষ করি, প্রভু। সুস্বাগত
মোদের ভবনে।

লরেঞ্জো। তোমাদের ধন্তবাদ।

মোর কথা—হেথা আসি করিব সাক্ষাৎ,

সে সঙ্কল্প ছিল না কো? পরে অকস্মাৎ

শোলানিয়ো-সাথে দেখা—তুলিছ আপত্তি।

শুনিল না। বার বার করে অনুরোধ,—

সাথী হয়ে তার সনে হেথায় আসিতে।

শোলানিয়ো। সত্য কথা করিয়াছি বহু অনুন্নয়।

(বাসানিয়োকে পত্র দিল)

বাসানিয়ো। পত্র পড়িবার আগে কহ শোলানিয়ো,

বন্ধুর কুশল সর্ব্বাঙ্গীন?

শোলানিয়ো। দেহ সুস্থ!

মনে সুখ নাই। দেহে নাহিক অসুখ।

কিন্তু পত্রে পাবে তুমি সব সমাচার।

(বাসানিয়োর পত্র পাঠ)

গ্রাসিয়ানো। নেরিসা—বিদেশী বন্ধু। করো তার
সেবা।

করো শুভ সন্তাষণ! বন্ধু শোলানিয়ো,

হাতে হাত দাও। খবর কি ভেনিসের?

বণিক-দলের রাজা রাজ-আন্তনিয়ো—

কি তাঁর সংবাদ? জানি, হবে খুব খুশী,

হেথা মোরা জয়ী—শুনি বিজয় বন্ধুর।

যুগল জেগুন আসি জিনিয়াছি তরী।

শোলানিয়ো! সব ভালো হতো! কিন্তু আন্তনির তরী
সে তরীর যদি দৌহে করিতে উদ্ধার।

পোর্শিয়া। পত্রে লেখা কিবা হেন অশুভ বারতা!

কপোলের বর্ণ দেখি হইল মলিন!

প্রিয়-জন-মৃত্যু-বার্তা? হেন বার্তা বিনা

সহজ ও সুস্থ জনে এমন বিকল

অন্তে না করিতে পারে! কি ঘোর বিপত্তি?

বাসানিয়ো, প্রিয়তম, তব স্নেহ-বশে

আমি তব অর্দ্ধাঙ্গিনী—দাও মোর প্রাপ্য

তোমার দুঃখের অর্দ্ধ-ভাগ! কি বারতা

আনে পত্র দুঃসহ ভীষণ? বলো মোরে।

বাসানিয়ো। পোর্শিয়া, পোর্শিয়া, সুবদনি,—
সুকঠিন

নির্ম্মম ভীষণ বার্তা আনিল পত্রিকা।

এর চেয়ে অগ্রিয় অশুভ বার্তা, প্রিয়ে,

কোনো লিপি বহিয়াছে কভু কি—জানি না।

সুভাষিণি, যেহিঁকণে দিয়াছি তোমায়

আমার প্রেমের পরিচয়, অকপটে

বলিয়াছি, আমার সম্পদ-ধন সব—

আছে ধননীতে—মোর পুণ্য রক্ত-ধারা!

ভদ্রবংশ-জাত ভদ্র আমি। বলিয়াছি

সত্য কথা। তবু সে নিজের দৈন্য—

কত তুচ্ছ অপদার্থ—বলা হয় নাই।

বলেছিছ যবে, মোর নাহি আত্মজন,

বিস্তব-সম্পত্তি নাই—নিঃস্ব রিক্ত আমি—

তখন উচিত ছিল বলিতে তোমায়—

নীচ হতে কত নীচ, কত হেয় আমি—

সত্যে বদ্ধ রাখিয়াছি উদার বান্ধবে—

আমার স্বার্থের লাগি—বদ্ধ ক্রুর সত্যে,

শত্রু-পাশে শুধু আমার স্বার্থের লাগি।

পত্র আছে। পত্র নয়! বান্ধবের দেহ—

পত্রের প্রত্যেক ছত্র—এর প্রতি বাণী—

সে দেহের ক্রুর ক্ষত—প্রাণ-রক্ত-ঝরা।

—কিন্তু এ কি সত্য কথা, বন্ধু শোলানিয়ো?

সব পণ্য পণ্ড হলো? একটিও নাই?

ত্রিপোলি, মেক্সিকো, দূরে ইংলণ্ড দ্বীপ,—

লিশ্বন, বার্বারি—আর সুদূর ভারত—

বণিকের সর্ব্বনাশা সাগর-গিরির

কঠিন আঘাত হতে পায়নি নিস্তার

একখানি পণ্য-তরী? মুক্তি কোনো দিকে?

শোলানিয়ো। একখানি—একখানি পায় নি

নিস্তার!

তাছাড়া শুধিতে ঋণ যত অর্থ দাও—

ইহুদী একটি মুদ্রা স্পর্শ করিবে না !
দেখি নাই কোনো জীব মানুষের চর্মে—
হেন লোভী গৃহ সম চাহে বিড়ম্বিতে !
ডিউকের গৃহে গিয়া সকালে সন্ধ্যায়
উদাস্ত করিছে তাঁরে—শত ক্রটি ধরি
স্বাধীন রাজ্যের কাজে ধরে শত দোষ !
বিচার না পায় যদি রাজ্যে ক্ষুদ্র জন—
কিসের স্বাধীন রাজ্য ? কহে উচ্চ রোলে ।
বিশজন সদাগর, ডিউক আপনি,
নগরের আরো বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন—
কত তারে বুঝিয়েছে ! কত অমুরোধ !
কিন্তু কেহ পারিল না—নিষ্ফল মিনতি !
ঋণের তারিখ গত—খতে সর্ব লেখা—
সে সর্ব-পালন চায়—ছায়ের বিচার !
অর্থ নয়, সুদ নয়,—খেশারৎ নয়—
বুঝাতে কেহ না বাকী রাখিল তাহারে—
নিরস্ত হবার নয়—নিরস্ত হবে না ।

জেশিকা । ছিহ্ন যবে পিতৃ-গৃহে, শুনেছি পিতার
আত্মীয় তুবাং, আর টুশের সকাশে—
শপথ গ্রহণ করি বলিয়াছে ভাষা—
যে অর্থের ঋণ আছে—তার বিশগুণ
অর্থ পেলেও ভায় নাহিক বাসনা !
ক্ৰীতদান দেহের মাংস-খণ্ড—সে মাংসের
চের দাম মুদ্রা হতে—সেই মাংস চায় ।
মুদ্রা সে অসংখ্য দাও—তাহে নাই লোভ !
পিতারে তো জানি ভালো । জানিয়ে নিশ্চিত,
আইন, এক্সিয়ার, শক্তি—অন্তথা না হবে ।
আন্তনিয়োর বড় বিষ । বিপত্তি ভীষণ !

পোর্শিয়া । এ তব বন্ধুর কথা ? তাঁর এ বিপত্তি ?
বাসানিয়ো । মোর প্রিয়তম বন্ধু পুরুষ-উত্তম
মানব-সমাজে করুণার অবতার ।
অতুল ঐশ্বর্যশালী—মোর সর্ব-শুভ—
তার লাগি সদাই উন্মুখ । একমাত্র প্রাণী—
প্রাচীন রোমান মান-মহত্বে ভূষিত ।
সারা ইতালীতে নাই হেন জন আর ।

পোর্শিয়া । কত ঋণ ইহুদীর পাশে ?
বাসানিয়ো । তিন হাজার ডাকট ।

পোর্শিয়া । এই মাত্র ? এর বেশী নয় ?
দাও তারে ছ' হাজার—যাক সব চুকে ।
না হয় দ্বিগুণ আরো—দ্বাদশ হাজার ;—
তাতে নাহি খুশী হয়, আরো তিনগুণ ।
তার লাগি হেন বন্ধু উদার মহান—
কেশাগ্র না হয় নাশ ! চলে, তার আগে

মন্দিরে বিবাহে করো পত্নীরে বরণ—
পরে যাও ভেনিসেতে বান্ধবের পাশে ।
যে অবধি মন রবে চঞ্চল বিকল,
পোর্শিয়ার শয্যা' পরে পাবে না আরাম !
ঋণ শুধিবারে তুমি মাগে লয়ে যাও
বিশগুণ স্বর্ণমুদ্রা—ঋণ শোধ হলে
প্রিয় সে-বান্ধবে লয়ে হেথা এসো স্বরা ।
সদ্দিনী নেরিসা-সনে বিরহ-রজনী—
বিধবা বা কুমারীর বেশেতে যাপিয়া ।
এসো, এসো, যাত্রা করি বিবাহ-বাসরে ।
খুশী-মনে বন্ধুজনে করো আপ্যায়িত,
চিন্তায় মলিন নয় ! মুখে হাসি আনো—
বহু মূল্য-দিয়ে, প্রিয়, পেয়েছি তোমারে—
আদরে-যতনে সীমা রহিবে না, জেনো ।
তার আগে ভালো করে পত্র-বার্তা শুনি ।
বাসানিয়ো । (পত্রপাঠ) “প্রিয় বাসানিয়ো—

আমার সমস্ত জাহাজ বান্চাল নিরুদ্দেশ হইয়াছে ;
একখানিরও সন্ধান নাই । পাওনাদারদের দল
নির্মম । পুঁজি সামান্য । ইহুদীর খতের তারিখ
পার হইয়াছে । খতের টাকা শোধ করিবার
পর আমার পক্ষে বাঁচা আর সম্ভব হইবে না ।
তোমার আমার মধ্যে সমস্ত ঋণ শোধ হইল !
মরিবার আগে তোমার সঙ্গে একবার যদি দেখা
হইত ! যাই হোক, যা ভালো বুঝিবে, করিয়ো ।
নুতন প্রেমের জন্ত আসিতে যদি না পারো—
উপায় কি । চিঠির জবাব দিবার দরকার নাই ।”
পোর্শিয়া । সব কাজ ফেলে রাখো । যাত্রা করো
প্রিয়, এইক্ষণে, এই দণ্ডে ।

বাসানিয়ো । বিদায় সম্ভাব করো
প্রিয়-ভাবে সুভাষিণি,—লগ্ন বহে যায় !
এখনি চলিছ ; দূরে রহি যত দিন—
মোর স্পর্শে কোনো শয্যা হবে না কলুষ,
হুজনে জানিব না কো বিরাম অন্তরে ।
[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(শাইলক, শোলানিয়ো, আন্তনিয়ো ও
কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

শাইলক । রক্ষী, ত্যাগো, ত্যাগো এই লোকটিরে তুমি ।
দয়া, মায়া...না, না...যেন ভুলেও করো না !

জানো, ইনি...ভারী সাধু
বিনা-মুদে ধার ছান্ টাকা—যে-তা চায়।
শোনো রক্ষী, ছাখো, ছাখো, ভালো করে জাখো—
বেশ করে মোতামেন রাখিয়ো পাহারা।
আন্তনিয়ো। তবু শোনো কথা মোর
হে সাধু শাইলক...
শাইলক। খৎ! খৎ! আমার খতের সর্ভ শুধু—
ছপ্রে ছপ্রে মিলাইয়া লবো সেই সর্ভ।
সে সর্ভের বিপরীত কথা বলিয়ো না।
কশম খেয়েছি আমি—খতে যেই সর্ভ—
সে সর্ভ করিব রক্ষা—এক-চুল ভেদ
হবে না খতের সর্ভে। মনে নাই বাপু,
অকারণে মোরে তুমি বলেছ কুকুর?
কুকুর যখন, কেন দাঁত ফুটাবো না?
সে দাঁতের ধারে বিব—রয়ো হুঁশিয়ার!
বিচার চেয়েছি জাখ্য। পাবো সুবিচার
সুযোগ্য ডিউক-হস্তে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য,
তুমি রক্ষী—কড়া জান্।—ইহার কথায়
একেবারে গলে' গলে। প্রাণে মায়া জাগে!
হাজতের বন্দী এই আসামীরে লয়ে
বাহিরে চলিয়া এলে বেমানুম সাফ্।

আন্তনিয়ো। গোনো কথা—কি বলিতে চাই আমি।
শাইলক। খৎ! খৎ! খতে লেখা সর্ভ শুধু জানি।
সেই সর্ভ বুঝে লবো। শুনিব না কথা।
খৎ! খৎ! মিছা কেন বকে মরো বাপু!
সাদা চোখে বোকা-হাঁদা বনিতে নারিব।
মাথা নেড়ে, ঝাস ফেলে, বোকা বনে' আমি
বিনয়ে কুঁকুড়ি হয়ে ক্রীস্তানে মধ্যস্থ
মানিয়া চরণে তার নোয়াবো না শির।
মিছা পাছু নেছ, বাপু—মিছা মোরে ডাকো।
কোনো কথা শুনিব না। খৎ! খৎ বুঝি।

[প্রস্থান।]

সালারিনো। মানব-সমাজে এ যে নির্ণয় কুকুর!
কোনো কথা শুনিবে না। জানে না টলিতে।
আন্তনিয়ো। যেতে দাও। কাজ নাই নিফল বচনে।
পিছে ওর ফিরিয়ো না। চাহে মোর প্রাণ;
জানি তার হেতু সবিশেষ। বহবার
উহাঙ্গি দেনার ভারে জর্জরিত প্রাণী
কৈদে আসিয়াছে কাছে উদ্ধার-কারণে,—
সে ঋণ শুধিয়া দিছি মুক্তি তাহাদের।
তার লাগি ঘৃণা করে আমারে ইহুদী।
সালারিনো। আমার বিশ্বাস,—ওর এ খৎ মঞ্জুর
ডিউক না করিবেন বিচারে বসিয়া।

আন্তনিয়ো। আইন অমান্য করা—সে যে অসম্ভব!
কেমনে ডিউক তার গতি রুখিবেন!
এ ভেনিসে যে-সব বিদেশী করে বাস,—
ভেনিসের বিধি হতে হইলে বঞ্চিত,
বিচারে লাগিবে দোষ। ভেনিস-সমৃদ্ধি
বাণিজ্যে করিছে ভর—সে বাণিজ্য-ভার
ভেনিসের অধিবাসী বহু জাতি বহে।
এসো তুমি। এই ক্ষতি, এতেক দুশ্চিন্তা—
আমারে করেছে শীর্ণ—দেহ রক্ত-হীন!
দেহ হতে অর্দ্ধসের মাংস দি কেমনে
রুধির-পিয়াসী মোর খাতকে—না বুঝি!
চলো রক্ষী,—দেবতারে জানাই প্রার্থনা—
বাসানিয়ো এসে-যেন জাখে নিজ-চোখে
তার ঋণ শোধ করি। কোনো ক্ষোভ নাই!

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার বক্ষ

(পোর্শিয়া, নেরিসা, লরেঞ্জো, বালথামারের প্রবেশ)

লরেঞ্জো। সাক্ষাতে পারিনে কণ্ঠ করিবারে রোধ—
এ কথা বলিব দেবি, অন্তরে তোমার
অসীম করুণা—দেখি দেবতার মত।
স্বামী কাছে নাই; দেখি, স্বামীর বিরহ—
কি অতুল ধৈর্য্যে তুমি সহ সেই ক্রেশ।
কিন্তু যদি জানিতে—সে কত-বড় মন—
কি উদার, কি মহৎ—যারে এ সম্মম
করিতেছ—যার লাগি সহায় প্রেরণ—
আর মোর বন্ধু, তব স্বামী বাসানিয়ো—
কত তারে ভালোবাসে—এই আন্তনিয়ো।
এ ব্রত-পালনে কত লভিবে গৌরব—
তুচ্ছ নয় এ করুণা—তাহাও বুঝিবে—
যে করুণা সর্বজনে এমন সহজ।

পোর্শিয়া। শুভকার্য্যে মনস্তাপ কখনো ঘটেনি—
আজো না ঘটবে মোর। যারা বন্ধুজন,
প্রীতি-সখ্য-ডোরে বাঁধা থাকে এক সাথে—
এক ছন্দে এক কথা—একই আলাপে
যাদের সময় কাটে—অন্তরে-অন্তরে
প্রীতির উচ্ছ্বাস বহে সমানে সমান,—
আচারে-ব্যভাচারে নাহি রহে তিল ভেদ।

ভাবি নাই, স্বামীর এমন অন্তরঙ্গ,
আন্তনিয়ো—কায়-মনে স্বামিতুল্য হবে।
তাই যদি হয়, তবে তাঁহার কল্যাণে
এ আমার শ্রম, মোর এই অর্থব্যয়—
ছঃসহ যাতনা হতে তাঁর মুক্তি লাগি
আপন-হায়ারে রক্ষা করিতে এ মূল্য
কতটুকু! কতটুকু! কিন্তু কথা থাক—

এ যেন নিজের মুখে নিজ-স্তুতি-গান।
এ কথায় কাজ নাই—অত্ন কথা কহ।
লরেঞ্জো, তোমার হাতে গৃহের কর্তৃত্ব
অর্পণ করিছ আমি, যে অবধি না মোর
স্বামী হন প্রত্যাগত; আমি ছুটি চাই।
দেবতা মানত করি' লইয়াছি ব্রত—
বিদেশেতে যত কাল রহিবেন স্বামী,
নেরিসার সনে আমি একান্তে বসিয়া
গোপনে করিব জপ—ধ্যানে মগ্ন রবো।
হেথা হতে এক ক্রোশ দূরে মঠ আছে...
সেই মঠে রবো দৌড়ে। এ দীন প্রার্থনা,—
আশা করি, করিবে না তাহারে নিষ্ফল।
স্নেহ-প্রীতিবশে, আর প্রয়োজনে বটে,
তোমা' পরে এই ভার করিছ অর্পণ।

লরেঞ্জো। অন্তরের নিষ্ঠা-ভরে পালিব আদেশ।

কোনো ক্রটি হইবে না, জেনে রাখো দেবি।

পোশিয়া। জানে মোর পরিজন এ মোর বাসনা।

স্বামী আর মোর স্থলে, তুমি ও জেশিকা

রহিবে প্রতিভূ। তবে করিবে সম্মান,

এ গৃহের অধিকারী মানিবে দৌহায়;

আসি তবে। দেখা হবে অচিরে আবার।

লরেঞ্জো। চিন্তা-জ্ঞান-লগ্ন হোক কল্যাণে ভূষিত।

জেশিকা। পূর্ণ হোক অন্তরের অতীষ্ট তোমার।

পোশিয়া। এ শুভ-কামনা-তরে বহু ধন্যবাদ।

তোমা-দৌহাকার হোক কুশল-কল্যাণ,

আসি বন্ধু। জেশিকা, বিদায় দাও বোন্।

[জেশিকা ও লরেঞ্জোর প্রস্থান।]

ভালো কথা, বালখাশার—

চিরদিন পালো তুমি আমার বচন,

আজ্ঞো তা পালিবে, জানি। এই পত্র মোর,

যত শীঘ্র পারো লয়ে যাও পাছায়।

ভ্রাতা মোর আছে সেথা। নাম বেলারিয়ো—

এ পত্র তাঁহারে দিবে। দিবেন উত্তর;

উত্তরের সাথে তিনি দিবেন যে-বেশ—

সে-বেশ-উত্তর ল'য়ে অতি দ্রুত ফিরি

আসিবে নদীর ঘাটে; সাধারণ ঘাট—
যে-ঘাটে ভেনিস-পণ্য বহি খোলে তরী।
বিলম্ব করো না তিল বুধা বাক্য-জালে।
দ্রুত যাও। বহু পূর্বে পৌঁছিব সেথা।
বালখাশার। দ্রুত চলিছ দেবি।

[প্রস্থান।]

পোশিয়া। আয়লো নেরিসা। হাতে বহু কাজ আছে

সে কাজের কণামাত্র জানিস্ না তুই।

স্বামী সনে দৌহাকার হইবে সাক্ষাৎ—

অচিরে বুঝিলি। আয়, আয় দ্রুত তুই।

নেরিসা। দেখিতে পাইবে তারা মোদের দুজনে?

পোশিয়া। দেখিবে নিশ্চয়; কিন্তু যে-বেশে দেখিবে

স্বভাবে অভাব যেথা, সেভাবে দেখিবে।

বাজি রাখ... দুজনেতে সাজিব যখন

কিশোর পুরুষ বেশে, আমি সুশ্রীতর—

কি সাহসে বক্ষে মোর ধরিব কুপাণ—

বালক-সুবায় মেশা নব কর্তৃস্বরে

কবো কথা, চরণের গতি পুরুষালি

ছন্দেতে ধরিবে কি সে নূতন আকার...

বাকু-সার ঘুবা সম মুখের কথায়

বীরত্বের আশ্চালন, শত মিথ্যা-বানী,

কেমনে সম্ভাস যত কিশোরীর দল

প্রণয় যাচিয়া হয়, নিরাশ-বেদনে

ব্যধিগ্রস্ত মরে সব পটাপট করি।

দেখিস্ বলার ঢঙ! কি দোষ আমার?

আহা-উছ করি ছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি

কহিব—আমার দোষে তারা মরে নাই।

এমনি শতেক মিথ্যা কথা কয়ে যাঁবে

পুরুষে যেমন বলে; লইয়া শপথ

কহিব,—স্থল ছাড়ি—হলো বার মাস।

মনে আছে বাক্য-বীর ঘুবকদলের

হাজার হাজার কথা, মিথ্যা-ফন্দী-ভরা—

ভালো বুঝি, হেন কথা কহিব বিস্তর।

নেরিসা। কিন্তু অকস্মাৎ কেন পুরুষের বেশ?

ও মা! শেষে বনিব পুরুষ।

পোশিয়া।

ছি, ছি, লাজে মরি।

এ প্রশ্ন শুধালি—যেন করিতে চলিস্

হেয় দূতিয়ালী, কোনো হীন অভিগারে!

কিন্তু আমার কথা নন্দ—আয়, দ্রুত করি।

মনে গুঁত অভিসন্ধি, বলিব তা সব,

গাড়ীতে উঠিয়া বসি। গাড়ী আছে হোথা

বাগানের ফটকেতে... যাত্রায় উন্মুখ।

দেয়ী নয়। আয় স্বরা। জানিস কি তুই,
দিতে হবে আজ ঠিক দশ ক্রোশ পাড়ি ?
[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান

(ল্যানসিলট ও জেশিকার প্রবেশ)

ল্যানসিলট। সে কথা সত্যি, বাপের পাপের ছোঁয়াচ
ছেলেমেয়েদের লাগে বৈ কি। খুব লাগে।
তাই না, আমার তোমার জন্তে ভয় হয় দিদি-
মণি। তোমার সামনে চিরটা কাল আমি পষ্ট
কথা কয়েচি, কেমন তো দিদিমণি, ভয়ঙ্কর পষ্ট
কথা—কাজে কাজেই এখনো সেই পষ্ট কথাই
ফের বলচি। কিন্তু ভয় নেই—সত্যি—তোমার
আশা নেই, তুমি গেছ। তবে কি না, এর মধ্যে
একটু আশা দেখছি এই যে—মানে, তোমার
ভালো হবে—এমন আশা সত্যি নেই—তবু
ঐ যে বনু, একটুখানি আশা...

জেশিকা। সে আশা কি—বলে ফ্যাল। শুন।

ল্যানসিলট। মানে,—তুমি মনে মনে ভাবো, তুমি
তোমার বাপের মেয়ে নও দিদিমণি—মানে,
ইছদীর মেয়ে তুমি নও। বুঝলে ?

জেশিকা। তাহলেও তোর আশায় আমার কি
উপকার হবে—শুনি। বাপের মেয়ে না
হলেও মায়ের পেটে জন্মেছি—মায়ের মেয়ে তো
আমি বটে। মায়ের পাপেও তো আমার
ছোঁয়াচ লাগতে পারে।

ল্যানসিলট। তাই না কি ! তাহলে তোমার আর
কোনো ভরসা দেখেচিনে দিদিমণি। মা-বাপ
দুদিক থেকে যদি এমন পাপের ছোঁয়াচ—নাঃ,
তোমার আর তাহলে রক্ষা নেই। এই ছাখো
না, তোমার বাপ—গনুগনে তপ্ত কড়া—
সেটিকে যদি ছাড়লেম তো সঙ্গে সঙ্গে তার নীচে
তোমার মা—বাপ, রে, বানুবানে উল্লুনের মধ্যে
খেলে বাঁপ। এ যে দেখছি এগুলো নির্কণ্ঠশ,—
পেছুলে নির্কণ্ঠশ। দুদিকে চাপ। নাঃ, তুমি
গেছ, দিদিমণি—একদম গেছ।

জেশিকা। গেলেও আমার উদ্ধার করবেন আমার
স্বামী। তিনি খুঁটান। তাঁর ধর্ম নিয়ে আমি
খুঁটান হয়েছি।

ল্যানসিলট। ও ! বটে ! বটে ! বটে ! তাহলে তো
মস্ত দোষ হয়েছে তোমার ঐ স্বামীর !
আমরা অনেক খুঁটান রয়ে গেছি—নিজেরদের
মধ্যে একরকম তালগোল পাকিয়ে যা হোক
বস-বাস করছি,—আমরা হাজার হাজার লক্ষ
লক্ষ ক্রীস্তান মিলে। সে-দলে আমার একজন
ক্রীস্তান গেল নম্বরে বেড়ে। এতে আর কিছু না
হোক, শূর্যের মাংসের দাম চড়ে যাবে। সকলে
যদি শূর্যের মাংস খেতে লেগে যাই, তাহলে যে
কয়লা কেনবার কড়িটিও ট্যাঁকে বাড়ন্ত হয়ে
উঠবে।

জেশিকা। আমার স্বামীকে আমি বলচি তোর
কথা। ঐ তিনি আসচেন।

(লরেঞ্জোর প্রবেশ)

লরেঞ্জো। আমার জ্বর সঙ্গে তুই যদি অষ্টপ্রহর
এমন কোণে বসে ফিশির-ফিশির করে কথা
কোস ল্যানসিলট, তাহলে আমার মনে ভয়ঙ্কর
হিংসা হবে কিন্তু।

জেশিকা। তোমার ভয় নেই গো। আমাদের
দুজনে ঝগড়া হচ্ছিল। ও আমার বলছিল,
স্বর্গের দোর না কি আমি খোলা পাব না—
ইছদীর মেয়ে বলে। আর তুমিও ভালো খুঁটান
নও—ধরে ধরে ইছদীদের খুঁটান করে বাজারে
শূর্যের মাংসের দাম চড়িয়ে দিচ্ছ।

লরেঞ্জো। তার জবাব খুঁটান-সজ্জ্ব আমি দেবো।
কিন্তু সে মুর-মাগীর পেটে যে ছেলে জন্মেচে,
তুই সে ছেলের বাপ—না, ল্যানসিলট ?

ল্যানসিলট। মুর-জাতের যেমন বুদ্ধি। সে মাগীর
রীত-চরিত্তির ভালো নয়, সাহেব—তার কেনার
আমি খোড়াই করি।

লরেঞ্জো। বোকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ
নেই। এখন তুই যা তো,—খাবার-দাবারের
কতদূর কি হলো, খবর নিয়ে আয়।

ল্যানসিলট। আজ্ঞে, খাবার-দাবার সব তৈরী।
সকলেরই পেট আছে—সে পেট পূরণ করতে
সকলেই চায়।

লরেঞ্জো। ব্যাটা কথার জাহাজ। যা—খাবার
দিতে বসু গিয়ে।

ল্যানসিলট। খাবার তৈরী সাহেব—শুধু ঠাই করতে
যেটুকু দেয়ী।

লরেঞ্জো। ঠাই কর তবে।

ল্যানসিলট। ঠাই তো আমি করবো না। আমার
হলো দোশরা ডিউটি।
লরেঞ্জো। সেদিকে ভারী হ'শিয়ার, দেখচি। ডিউটি-
জ্ঞান বেজায়!—শোন তুই, তোর ডিউটি তুই
কবুগে যা। গিয়ে বাবুর্চি-খানশামাদের বলে
দে,—ঠাই করে ডিশ-পেয়ালা যেন টেবিলে
সাজায়—তারপর মাংস-টাংস য' রান্না হয়েচে...
ল্যানসিলট। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সব তৈরী। টেবিলে
এসে খেতে বসলেই হয়। আনুন, আমি তাদের
বলতে চললুম।

[প্রস্থান।]

লরেঞ্জো। নিরেট নিকোঁধ।

তবু ঢের কথা জানে।

মনে বহু কথা আছে—গুহায়ে সে-সব
বলিতে জানে না শুধু—পারে না বলিতে।

এর মত বহু মূর্থ ভদ্র বেশে সাজি
সমাজে জটলা করে—বহু কথা জানে—

সে-কথার যথা-তথা-প্রয়োগে মজবুৎ।

অর্থ শুধু জানে না কো—কি কথা কখন

কি কথার পিঠে দিলে হইবে শোভন।

কথার চটকে সব' হাসাইয়া মারে—

অহেতুক করে গোল! কিন্তু বলি প্রিয়ে,

আছো ভালো? আনন্দে উতল তব প্রাণ?

বলো দিকি, দেখিলে তো পোশিয়ারে হেথা—

কেমন লাগিল তারে?

জেশিকা। বচন-অতীত।

বাসানিয়ো বন্ধু তব—শোনো যা'হা বলি—

মাহুষ যতপি হন—উচিত তাঁহার

এ ভাষ্যার যোগ্য ভর্তা হন যেন তিনি।

শৃঙ্খলিত করা চাই জীবনের গতি।

এমন বনিতা—এ যে বিধির আশীষ!

মলিন এ মর্ত্যে যেন স্বরগের সুখ।

এ'রে পেয়ে স্বর্গ-সুখ না পেলে ধরায়,

স্বর্গে তব বান্ধবের দ্বার রুদ্ধ হবে।

স্বর্গের দু'দেবতায় যদি বাজি চলে,—

ধরার রমণীকূলে শ্রেয়সী সন্ধানে—

পোশিয়ো হইবে শ্রেষ্ঠ। সমতুল তার—

পোশিয়োর রূপ—যদি তিল তার পায়,

তবু তার সম্মুখেতে দাঁড়াবে, যোগ্যতা

কোনো রমণীর কভু হবে না ধরায়।

পোশিয়োর তুল্য নারী মিলিবে না খুঁজি।

লরেঞ্জো। পত্নীর আদর্শ যথা জানো পোশিয়ারে—

স্বামিকূলে তেমনি আদর্শ জেনো প্রিয়ে,
তোমার এ লরেঞ্জোয়। তুল্য নাই তার।

জেশিকা। মোর কথা শুনিতে না চাও?

লরেঞ্জো। খুব চাই—

তার পূর্বে খেতে চাই। পেটে বড় ক্ষুধা।

জেশিকা। মোর ক্ষুধা নাই? বটে। খাশা স্বামী তুমি

লরেঞ্জো। দুজনেই খেতে যাবো। ভোজনে বসিয়া

যত কথা পারো, বলো। ভোজের সহিত

দেখো সব কথা করি হজম কেমন।

জেশিকা। শুনে খুশী! অতি ভোজ করাবো আজিকে।

বচন-ভোজ্যতে পেট হবে আজ ঠাশা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—বিচারালয়

(ডিউক, অমাত্যবর্গ, আন্তনियो, বাসানিয়ো,
গ্রাসিয়ানো, শোলানিয়ো, সালারিনো ও
অন্য বহু ব্যক্তির প্রবেশ)

ডিউক। আন্তনियो আছে হেথা?

আন্তনियो। হজুরে হাজির।

ডিউক। দুঃখিত তোমার লাগি। আসিয়াছ তুমি

প্রতিবাদী-রূপে আজ দানিতে জবাব

স্বকঠিন অভিযোগে। বাদী যে তোমার—

পাষণেতে গড়া প্রাণ—মহুয্য-হীন,

দয়া-মায়ার-বিবর্জিত—করুণার বিন্দু

নাহি মনে, শূন্য অসার অন্তর।

আন্তনियो। শুনিয়াছি করুণার বশে তুমি প্রভু

করিয়াছ বহু শ্রম। তবু দুর্বিনয়

দুর্কার অটল ক্রুর অভিসন্ধি বশে

তার এই দুষ্ট হিংসা হতে মুক্তি পাবো—

হেন যুক্তি-বিধি নাহি আইনে নজীরে।

মিছা আর বাক্য-ব্যয়। সহিব সকলি—

তার হিংসা, রোষ ঘেষ, সর্ব-কুটিলতা।

ধৈর্য্যে বাঁধিয়াছি বুক। হবো না বিকল।

যত ক্রুর হোক সে-বা নির্দম নিষ্ঠুর—

অবিচল সহিব হে, সর্ব-বর্করতা।

ডিউক। যাও কেহ—আনো হেথা ইহদীরে ডাকি।

সালারিনো। দ্বারে সে দাঁড়ায়ে আছে। ওই দুষ্ট

আসে।

(শাইলকের প্রবেশ)

উটক। ঠাই দাও। আমুক সে সম্মুখে আমার।

শাইলক, শোনো কথা—ভাবে সর্বজন,
তোমার হিংসার রীতি নির্মম কঠোর
ভাণ-অভিনয় মাত্র! শেষ অঙ্কে এবে
অবসান হবে তার—সবার বিশ্বাস।
এবারে মমতা হবে—করুণায় গলি
বিচিত্রে খন্তের সন্তে করিবে বর্জন।
হতভাগ্য বণিকের অঙ্গ হতে কাটা
অঙ্গ সের মাংস তার—প্রাপ্য যা তোমার—
সে প্রাপ্যই ছাড়িবে না; প্রাপ্য অর্থ হতে
অঙ্গ-অংশ করিবে মার্জনা—কারণ,
মানুষ তুমি। মানুষের মন চিরদিন
মমতা-করুণা-স্নেহে হয় বিগলিত।
বণিকের সব গেছে—সেই ক্ষতি বুঝি
করুণা দেখাবে তারে। তবে ধন্ত কবে।
তরী ডুবে যে অনিষ্ট হলো বণিকের—
বেচারার প্রাণ তায় জীর্ণ ভগ্ন আজি।
সে ক্ষতি-স্মরণে মূর, তুর্কি ও তাতার—
সত্যতা-শিক্ষার যারা ধারে না কো ধার—
তাদেরো পরাণ গলে, অশ্রু ঝরে চোখে।
সব কথা প্রকাশিয়া বলিহু তোমারে—
হে ভদ্র ইহুদী, চাহি উত্তর তোমার।

শাইলক। বলিয়াছি—জানো প্রভু, বাসনা আমার ?
পর্বের পবিত্রে দিনে লয়েছি শপথ,—
খৎ-সত্ত্ব শিরোধার্য—টলিবে না মন।
বিচার প্রার্থনা করি বিচার-সভায়।
বিচার না করো যদি, সর্ব বিধি তব
রসাতলে যাক—যাক আইনের মান...
ভেনিসের স্বাধীনতা-গর্ক লোপ হোক!
প্রশ্ন তব—হেন সত্ত্ব কেন করিলাম ?
গাঁটের হাজার তিন সোনার ড্যাকট—
তার বিনিময়ে কেন কদর্য মলিন
অঙ্গ হতে অঙ্গসের মাংস কাটি লবো—
মূত্র-পরিবর্তে ? আমি দিব না উত্তর।
এ আমার অভিক্রটি। ইচ্ছা। এ খেয়াল।
উত্তর পাইলে মোর ? ধরো, গৃহে মোর
একটা মুষিক করে মহা-উপদ্রব,
বিবে তারে মারিবার লাগি, খুশী-মনে
যদি আমি দিই দশ হাজার মোহর—
কাহার কি এসে যায় ? পেয়েছ উত্তর ?
পৃথিবীতে এমন তো বহু লোক আছে—
শূকর কাটিতে দেখি আতঙ্কে আতুর—

প্রমত্ত বিড়ালে দেখে কৌতুকের ভরে।
বাঁশী শুনে কেহ নারে মুখে রোধ করে।
মানুষের মন—তার বিচিত্রে খেয়াল...
কারে সে বা স্নেহ করে, কারে করে দ্রোহ !
এ সবার প্রত্যুত্তর দিব তা সবায়—
কেন কেহ সহে না কো খণ্ডিত বরাহে,
অথচ কৌতুকে দেখে রক্ত বিড়ালের !
যেন বাঁশী শুনে কেহ আকুল অধীর !
ঘৃণা লাগে, তাই মোর ঘৃণা সেই-মত।
আঘাত পেয়েছি, চাই দিতে প্রত্যাঘাত।
এর বেশী হেতু-যুক্তি দিতে নাহি পারি।
আন্তনির'পরে মোর আছে অতি-ঘৃণা
সুদীর্ঘ-সঞ্চিত—তাই এত ক্ষতি মানি
কাহারিতে পেশ করি আমার নালিশ।
শুনিলে তো—কেন ? কেন ? আমার উত্তর ?
বাসানিয়ো। দয়া-মায়ামীনে ওরে দ্রুত দুর্জন,
এ বর্বর নিষ্ঠুরতা ! এ নহে উত্তর।
ক্রুরতার তুচ্ছ ছল খুঁজে বার করা !
শাইলক। উত্তরে তুমি ব তোমা—এমন বাধ্যতা
আমার তো নাই বাপু।
বাসানিয়ো। যারে ঘেঁষ আছে—
তারেই মানুষ মারে—বলিতে কি চাও ?
শাইলক। যারে মারে নাকো, তারে ঘৃণা করে কেহ ?
বাসানিয়ো। অপরাধ,—পূর্বাধি ছেয় নাহি হয়।
শাইলক। চাহো তুমি দুইবার দংশিবে ভুজঙ্গ ?
আন্তনিয়ো। ক্ষমা করো।

ইহুদীরে যুক্তিতে বুঝাবে ?
তার চেয়ে যাও তুমি সাগরের কূলে
উত্তাল তরঙ্গ-দলে কহো,—বেগ তার
তীব্র ও উচ্ছ্বাস সিদ্ধ করো তুমি রোধ।
ব্যাঘ্রে গিয়া প্রশ্ন করো, কাদে যেম-মাতা
কেন অবিরাম ধারে শাবকের লাগি ?
গিরি-বক্ষে উচ্চ তরু পবন দোলায়
ঘন-ঘন তোলে শির—পারো কি কথায়
সঙ্গ সে আন্দোলন রোধ করিবারে ?
পৃথিবীতে স্মৃকঠিন যত কাজ আছে—
যদি বা সাধিতে পারো—পারিবে না কভু
ইহুদীর স্মৃকঠিন ও-মন গলাতে।
দোহাই, মিনতি করি—করো না প্রার্থনা,
গান্ধনয় অহুরোধ এ দুষ্ট দুর্জন।
হে স্মৃতি-বিচারক, বিচারে যা বোঝো
যোগ্য ভাষো যে আদেশ—দ্বয় প্রদানি
করো মোরে ধন্ত—পূর্ণ ইহুদীর আশা।

বাগানিয়ো। তিন হাজার ঋণ। তার পরিশোধ-হেতু

লহ এই ছ'হাজার—রেখেছি মজুৎ।

শাইলক। ছ'হাজার ও ডাক্যট—প্রতিটির যদি

ছয় গুণ বেশী আনো,—সেই ছয়গুণে

আরো দাও ছয়গুণ—একুনে ছত্রিশ—

তথাপি না লবো তার এক কপদিক!

খং—খং—খতে লেখা সর্ভে মোর দাবী।

ডিউক। মার্জ্জনা না করো যদি—নিজ-প্রয়োজনে

মার্জ্জনার আশা তবে রাখিবে কেমনে?

শাইলক। মার্জ্জনা চাহিব কেন? করি নাই কত

কোনো অপরাধ আমি সজ্ঞানে জীবনে।

তোমরা যে বহু জন গৃহে পুষিতেছ

কত নর-নারী—দাস্যে করি তার ক্রয়—

তাদেরে যে পশুসম—গর্দভ-কুকুর,

খচ্চরের সম জাখো—কত হয় ঘৃণ্য

নীচ দাস্যে নিয়োজিত রেখেছো তাদেরে—

আমি যদি বলি বাপু, মুক্ত করে দাও—

নিজ পুত্র-কন্যাসহ দাও তো বিবাহ—

কেন তারা মরে খেটে? শয্যা তাহাদেরে—

তোমাদেরি মত দাও শুভ স্নকোমল—

খেতে দাও চর্ক-চোষা পেয়-ভোজ্য যত—

সে কথায়—কহ, কিবা দিবে হে উত্তর?

বলিবে না—দাস ওরা? হীন দাস-জন?

তেমনি উত্তর মোর—বুঝিলে হে সাধু,

সজ্জন স্নভদ্র সব—অর্ধ সের মাংস—

এঁর এই অঙ্গ হতে চাই, আমি চাই।

বহু মূল্যে ওই মাংস ক্রয় করিয়াছি।

ওই মাংস আমি চাই; আর কিছু নয়।

নাহি দিলে—ধিক থাক তোমার আইনে।

ভেনিস-আইন—তুচ্ছ মানিব তাহারে।

বিচার। বিচার চাই। কহো—তা কি পাবো?

ডিউক। বিচার-সভায় আমি ভঙ্গ দিতে পারি।

আছে মোর অধিকার। আরেকটু দেখি—

আইনেতে দিব্যজ্ঞান বহু বিচক্ষণ

বেলারিয়ো—তার পাশে দূর পাদুয়ায়

দূত পাঠায়েছি—দেখি, আসে সে কখন।

সে আসি এ অভিযোগে করিবে বিচার।

গালারিনো। বাহিরেতে আছে প্রভু, শুন, বার্তাবহ—

বেলারিয়ো পার্থ হতে পত্র আনিয়াছে।

এখন আসিল দূত।

ডিউক। আনো, পত্র আনো—

ডাকো সেই বার্তাবহে।

বাগানিয়ো। ভয় নাই, বন্ধু।

মনেতে সাহস আনো। দৃষ্ট-এ ইহুদী—

তাহারে করিব তৃপ্ত, দিব মাংস মোর।

মাংস শুধু? অস্থি, মেদ, রুধির—সকল—

তব দেহে রক্তবিন্দু করিবার আগে।

আন্তনিয়ো। সমাজের জীর্ণ জীব—জরাগ্রস্ত আমি

শিয়রে মরণ মোর। গাছের যে ফল

পঙ্গু ক্ষীণ—গাছ হতে সেই বারে পড়ে।

আমাদের মরিতে দাও—দাও মরিবারে।

মরণ সাজে না তোমা, মিত্র বাগানিয়ো—

তুমি বেঁচে থাকো। মোর সমাধি-ফলকে

লিখো মোর পরিচয়। হও দীর্ঘজীবী।

(কৌশলীর অমুচরের বেশে নেরিসার প্রবেশ)

ডিউক। আসিছ পাদুয়া হতে? কহ—বেলারিয়ো,

তার কাছ হতে আসো?

নেরিসা। আসিয়াছি প্রভু,

পাদুয়া হইতে আমি,—প্রভু বেলারিয়ো—

তার কাছ হতে আসি। এ পত্রে সজ্ঞাষ

বহু মানে প্রভুরে করেন নিবেদন। (পত্র দিল)

বাগানিয়ো। এত জোরে ছুরিকায় শাণ দাও কেন?

শাইলক। হাল ভাঙ্গা দেনদারের ঋণ শোধ হবে।

গ্রাসিয়ানো। জুতার তলায় এ তো শাণ দেওয়া নয়—

শাণ দেয় অন্তরের কঠিন পাষণে।

কিন্তু ওই ছুরি কেন? হেন ধাতু নাই—

ধার যার বেশী তোর ওই হিংসা হতে?

জন্মাদের খড়্গোত্তেও হেন ধার নাই।

কোনো মিনতিতে তব গলিবে না মন?

শাইলক। যত বিদ্যা ভরে দাও সেই মিনতিতে—

গলিব না—টলিব না এক চুল—জেনো।

গ্রাসিয়ানো। নিপাত—নিপাত যা বিযাক্ত কুকুর।

বিচার-আইন সব যাক জাহান্নমে।

তোরে দেখে আজ মোর টলিল বিশ্বাস।

জ্ঞানবুদ্ধি পিথাগোরাস ঠিক বলে গেছে—

বহু মানুষের ধড়ে পশু বাস করে।

তোর ওই দেহে বসে নেকড়িয়া বাঘ।

মানুষের মাংস খেয়ে পড়েছিল কাটা।

মন তার সেই ক্ষণে মাতৃগর্ভে তোর—

নরকের সম গর্ভে—পশিয়া তখন

তোর দেহে ভর করি রচিল আশ্রয়।

নহে তোর সাধ-বাঞ্ছা, তোর আশা-ভাষা

রুধির পিয়াসী হেন হিংস্র কেন হবে?

মানুষের দেহে হেন মুষিক-হিংসার

বাস কতু দেখি নাই—এ যে সর্বভুক!

শাইলক। খতের এ লেখা যদি টলাতে না পারো,
 বুধা এত কথা কয়ে মুখ ব্যথা করা।
 বুদ্ধি-বৃত্তি করো তুমি মার্জিত—নহিলে
 বিপত্তি ঘটবে। আমি চাহি স্থবিচার।
 ডিউক। বেলারিয়ো পত্র এক লিখে পাঠায়েছে
 তরুণ আইন জীবী বিচার-সভায়।
 কোথা তিনি?
 নেরিসা। বাহিরে। চাহেন অমুমতি—
 বিচার-সভায় প্রবেশের অধিকার।
 ডিউক। সানন্দে দিলাম অধিকার। যাও, যাও,
 তিন চারিজন অমাত্য প্রধান যাও—
 সাদর-সম্মানে আনো বিচার-সভায়।
 ততক্ষণ শুনি পত্রে কি লিখিয়াছেন।
 সভা লেখক। (পত্র পাঠ) “হুজুরের অমুগ্রহ-পত্র
 পাইলাম। আমার শরীর অসুস্থ। যে সময়
 আপনার দূত পত্র সহ আসিল, সে সময়ে
 রোমের একজন তরুণ আইনজীবী আমার
 গৃহে অতিথি ছিলেন। তাঁর নাম
 বালথাসার। ইহুদী ও আস্তনিয়োর এই
 মকদ্দমার সকল বিবরণ তাঁহার কাছে আমি
 প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি। এসম্মুখে আমার
 বৃত্তি এবং মতও তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছি। তার
 উপর তাঁর নিজের জ্ঞান বেশ গভীর
 বলিয়া আমি জানি।—জ্ঞান ও যুক্তির সম্মুখে
 আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি আপনার প্রীতি
 সম্পাদনে সমর্থ হইবেন—সে বিষয়ে আমার
 বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁর বয়স তরুণ—
 সেজন্ত কোনো অসুবিধা ঘটবে না। অল্প বয়সে
 প্রবীণের মত এমন গভীর জ্ঞান ও বুদ্ধি আমি
 পূর্বে কখনো দেখি নাই। আপনার কাছে
 তাঁহাকে পাঠাইলাম। তাঁর কাজে আপনি
 তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির ও কুশলতার প্রচুর পরিচয়
 পাইবেন।”
 ডিউক। শুনিলে সকলে পত্রে লেখা আছে কিবা।
 বিচক্ষণ বেলারিয়ো। এই যে তরুণ
 আনইজ্ঞ মতিমান বিচার-সভায়।

(কৌশলীর পরিচ্ছদে ভূষিত পোশিয়ার প্রবেশ)

হাতে দাও হাত। আসিছ নিশ্চয় তুমি
 বিজ্ঞ বেলারিয়ো পার্শ্ব হতে।

পোশিয়া। সত্য কথা।

তাঁর কাছ হতে আমি আসিতেছি হেথা।

ডিউক। সু স্বাগত! লহ তব আসন দক্ষিণে।

বিচার-সভায় যেই সূত্রটল কুট
 বিধি-গ্রন্থি ঘটয়াছে—সর্ব-বিবরণ
 শুনেছ কি অভিযোগ—বিচার-অধীন?
 পোশিয়া। সব কথা শুনিয়াছি—সব বিবরণ।
 কেবা সে বণিক? কোথা ইহুদী সে-জন?
 ডিউক। আস্তনিয়ো, বৃদ্ধ শাইলক—এসো দৌছে
 দাঁড়াও সম্মুখে।
 পোশিয়া। নাম তব শাইলক?
 শাইলক। শাইলক নাম মোর।
 পোশিয়া। ক্ষুদ্র নালিশ।
 অথচ এ ভেনিসের বিধি যাহা দেখি—
 বিচার চাহিলে তার অত্তথা যে হবে,
 তাহারো উপায় নাই!
 (আস্তনিয়োর প্রতি)
 তুমি আস্তনিয়ো
 শীকার ইহার হাতে? বিপদ দারুণ!
 আস্তনিয়ো। ইহুদী বলিছে বটে!
 পোশিয়া। ঋণ-সত্ত্ব সত্য?
 এ সত্ত্ব স্বীকার করো?
 আস্তনিয়ো। করি তা স্বীকার।
 পোশিয়া। কৃপা বশে ইহুদী না করিবে মার্জনা?
 শাইলক। কৃপা! কৃপা কেন?
 কৃপার হেতু কি, শুনি?
 পোশিয়া। কৃপা ও করুণা—দুটা কথা আছে শুনি।
 বচনে করুণা কতু জাগানো না যায়!
 আকাশ হইতে যথা বৃষ্টি-ধারা বারে,
 করুণা তেমনি বারে মানবের মনে!
 করুণায় দুই পক্ষে সমান কল্যাণ;
 যে জন করুণা পায়, কল্যাণ তাহার;
 করুণা যে করে দান—তাহারো কল্যাণ।
 শ্রেয় হতে শ্রেয়—এর গৌরব মহান!
 রাজার মস্তকে শোভে যে রাজ-মুকুট
 সেই মুকুটের চেয়ে করুণা-ভূষায়
 রাজার সে শোভা হয় অনেক অধিক।
 রাজদণ্ডে রাজদণ্ড—মর্ত্য ধরণীতে
 বিক্রমের কথা করে গরবে প্রচার—
 কিন্তু এ করুণা যদি রাজ-চিত্তে রাজে,
 ধরণীর রাজা হয় স্বর্গের দেবতা।
 বিচার-আগনে রাজা বিচারে বসিয়া
 করুণায় আর্দ্র মনে করিলে বিচার
 রাজার বিচার হয় বিধির বিচার।
 তাই বলি হে ইহুদী, চাহিছ বিচার,
 এ কথা ভাবিয়া ত্যাগো, কঠিন বিচার

করুণা-বিহীন যদি হইত জগতে
কেহ হেথা পাইত না বাঞ্ছিত সম্পদ ।
করুণা প্রার্থনা মোরা নিত্য করিতেছি,
নিজেরা করুণা চাহি, তাই শিখিয়াছি
করুণা করিতে পরে । যে-কথা বলিলু,
বিচার-বাগনা তব লঘু করিবারে ;
নহিলে বিচার যদি চাহো নিষ্করুণ—
ভেনিসের বিধি জেনো, চলিবে বিচার
আইনের চক্র ধরি ; দুর্ভাগা ঋণিকে
শাস্তি দিবে সর্ব-মত—অতথা না হবে ।
শাইলক । যে কর্ম করিছি আমি, তার সর্ব ফল
আমার মাথায় থাক । বিচার—সে চাই,
খতে লেখা সর্ব—সেই সর্ব রক্ষা হোক ।
পোর্শিয়া । ঋণ-মুদ্রা দিতে পারিবে না ?
বাসানিয়ো । আছে মুদ্রা ।
বিচার-সভায় মুদ্রা করিতেছি পেশ ।
প্রস্তুত দ্বিগুণ মুদ্রা দিতে । আরো চায়—
তাও দিব । মুদ্রা দিব আরো দশগুণ—
নিজের এ মাথা, হাত—প্রাণ রাখি বাঁধা—
তাতে এ ইহুদী যদি সম্মত না হয়—
হিংস্রকের কাল-হিংসা সে-ই বড় হবে ?
তাই যদি—এত দ্বেষ, ক্রুর হিংসা যদি—
আমার মিনতি—বিধি রুদ্ধ করো তুমি
একবার শক্তি-বলে—পদ-অধিকারে ;
তায়ের সত্যের মান রাখিতে বারেক
ছোট ক্রটি করো যদি—পাপ নাহি হবে ।
দুরন্তের হিংস্র আশা দাও ব্যর্থ করি' ।
পোর্শিয়া । অসম্ভব বিধি-ভঙ্গ, অমান্য আইনে ।
ভেনিসে এমন শক্তি—কাহারো সে নাই,
চির-প্রচলিত বিধি রোধ করে হেন ।
বিধি-ভঙ্গে, তখন সে রচিবে নজীর—
সেই নজীরের বলে, বহু দোষ-ক্রটি
আইনে মঞ্জুর হয়ে বাড়াবে জঞ্জাল—
অনর্থ ঘটবে বহু । তাহা হইবে না ।
শাইলক । দানিয়েল । দানিয়েল বসেছে বিচারে !
হা, হা, এ যে দানিয়েল ! বিজ্ঞ বিচারক !
বয়সে বালক—কিসে জানাই সম্মান !
পোর্শিয়া । দেখি খৎ—
কিবা সর্ব খতে লেখা আছে ।
শাইলক । এই যে, এই যে খৎ, মাত্র বিচারক !
পোর্শিয়া । তিন গুণ মুদ্রা কিন্তু দিতেছে শাইলক ।
শাইলক । কশম ! কশম খাই দেবতার নামে—
সে কশম ভঙ্গ করি যাবো কি নরকে !

পাপে মগ্ন হবো ? না, না, পেলে এ-ভেনিস,
আমার কশম ভেঙ্গে পাপ করিব না ।
পোর্শিয়া । শোধের তারিখ গত ! খতে সর্ব আছে—
আইনে ইহুদী করে সেই সর্ব দাবী—
বণিকের বক্ষ-পার্শ্ব হতে কেটে লবে
অর্দ্ধ সের মাংসখণ্ড ! কিন্তু দয়া করো,
করুণা—করুণা, বুদ্ধ—তিনগুণ মুদ্রা
লয়ে খুশী হও । আমি ছিঁড়ে ফেলি খৎ ।
শাইলক । ছিঁড়ো—আগে সর্বমত ঋণ হোক শোধ !
বচনে বুদ্ধিতে পটু, বিচার-নিপুণ—
আইনে এমন জ্ঞান—যুক্তি-ব্যাখ্যা শুনি
বুঝি যে কুশলী তুমি । আমি বলি, শোনো—
আইনের স্তম্ভ তুমি বিরাট, অটল—
আইনের মতে তুমি বিচার করিয়া
রায় দাও বিধি-মতে । পণ করিয়াছি,
কঠিন শপথ—কারো রসনায় নাই
হেন সাধ্য পণ হ'তে আমারে টলাবে !
খৎ আছে, সেই খতে আমার নির্ভর ।
আন্তনিয়ো । বিচারক-পার্শ্বে মোর একান্ত মিনতি,
বিচারে হউক দণ্ড—বিহিত আদেশ ।
পোর্শিয়া । আদেশ পড়িয়া আছে । বেশ, তাই হোক !
বক্ষ তব মুক্ত করো ছুরিকার লাগি ।
শাইলক । মাত্র—মাত্র—বহু মাত্র বিচারক ! জয় !
খাশা-বুদ্ধি ! চমৎকার—যদিও বালক !
পোর্শিয়া । কঠিন আইন । সেই আইনের বলে
খতের এ সর্ব-মত দুর্লভ্য আদেশ,
বক্ষ-পার্শ্ব হতে লবে মাংস অর্দ্ধ সের ।
শাইলক । সত্য কথা । ত্রায়া কথা ! ত্রায়ে বিচার !
দেখিতে বালক—বয়স সত্যই কি বেশী ?
পোর্শিয়া । অতএব, বক্ষ-বাস মুক্ত করো তব ।
শাইলক । হৃদয়—তার পার্শ্ব হতে মাংস চাই ।
খতে তাই লেখা আছে । নয় বিচারক ?
ঠিক হৃদয়ের পাশে—এই ত্রাখে লেখা ।
পোর্শিয়া । তাই বটে ! নিক্তি আছে মাংস
মাপিবার ?
শাইলক । এই যে প্রস্তুত ।
পোর্শিয়া । অর্থ ব্যয়-করে এক বৈদ্য আনো ডাকি—
একজন ! নহে এই ক্ষত-রক্তস্রাবে
বেচারার প্রাণ যাবে । বোঝো শাইলক !
শাইলক । সে সর্ব কি লেখা আছে আমার
এ খতে ?
পোর্শিয়া । নাই লেখা থাক । তাতে কিবা এসে যায় !
কৃপা ! এ করুণা—এটা দেখাইবে ভালো ।

শাইলক। না-না, কুপা,—বৈত—এ তো খতে
লেখা নাই।
পোর্শিয়া। হে বণিক, শেষ কথা আছে বলিবার?
আন্তনিয়ো। দুটি ছোট কথা শুধু! আমি তো
প্রস্তুত।

মনে হয়, মোর পত্নী আজ যদি মরে
স্বর্গে যায়—গিয়া সেখা হেন শক্তি পায়,
যে-শক্তির বশে এই প্রেত-ইহুদীর
মনটা টলাতে পারে।

নেরিয়া। খুব বেঁচে গেলে
সে নাই হেথায়—তাই হেন কথা বলি!
তোমার ইচ্ছার এই পরিচয়টুকু
পেতো যদি—গৃহ হতো অশান্তি-আবাস।
শাইলক। এমনি ক্রীস্তান স্বামী বটে। যেয়ে আছে,
বারাবাস বংশের কেহ স্বামী হতো যদি
ক্রীস্তান না স্বামী হয়ে—ঢের ভালো ছিল।
কিন্তু বুধা যাগি কাল! আমার মিনতি,—
বিচার-কাজের এবে হোক সমাপন।

পোর্শিয়া। বণিকের দেহ হতে অর্দ্ধ সের মাংস—
তোমারি সে। আদালত দিতেছে তোমারে;
আইনও তা দিবে, জেনো। নাহিক অত্যাধা।

শাইলক। বিচার! বিচার বটে—নিজির ওজনে!
পোর্শিয়া। এ মাংস কাটিতে তুমি পারো বন্ধ হতে
ভেনিস-আইন করে সে দাবী মঞ্জুর।

শাইলক। মহা-মহা-পণ্ডিত হে ভীষণ বিদ্বান
হাকিম! হাকিম বটে—হাতে তায়-তৌল!
এসো তবে—হাকিমের হুকুম তো পাকা!
পোর্শিয়া। ক্ষান্ত হও ক্ষণ-কাল। কিছু কথা আছে।

মাংস তো কাটিবে, সন্ত খতে লেখা আছে।
রক্ত-বিন্দু পড়িবে—তা খতে লেখা নাই।
লেখা আছে, অর্দ্ধ সের বন্ধ-মাংস শুধু!

মিলায়ে খতের সর্গে লহ মাংস তব
অর্দ্ধ-সের পরিমাণ! কিন্তু সাবধান,
এ মাংস কাটিতে যদি বিন্দু রক্ত পড়ে
ক্রীস্তানের অঙ্গ হতে, জেনো তার ফলে
বিভব-সম্পত্তি-ধন যা আছে তোমার—
ভেনিসের রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হবে।

গ্রাসিয়ানো। তায়নিষ্ঠ বিচারক! তাত্ রে ইহুদী,
কত জ্ঞান, কত বুদ্ধি!

শাইলক। এই কি আইন?
পোর্শিয়া। স্বচক্ষে পড়িয়া তাত্ আইনের লেখা।
নিষ্ঠা-ভরে চাহো তুমি শুধুই বিচার—
সে বিচার পাবে তুমি—চূড়ান্ত-রকম।

গ্রাসিয়ানো। বিচক্ষণ বিজ্ঞ জ্ঞানী পটু বিচারক!
তাত্ রে ইহুদী, তাত্ জ্ঞানের বহর!
শাইলক। পুরানো প্রস্তাব তবে করিছ গ্রহণ।
তিনগুণ টাকা পেলে ঋণ হবে শোধ—
এ-ক্রীস্তানে দিব মুক্তি।

সত্য কহি, চিন্তে মোর নাহি ভয়-বিশ্বা।
বাসানিয়ো, হাতে দাও হাত—বিদায়।
তোমা লাগি মোর তু, তেবে যেন তুমি
ক্ষোভ করিয়ো না বন্ধু। প্রসন্ন অদৃষ্ট।
বাম নহে সনাতন বিধি বশে মোরে।
সে বিধি এমন—হতভাগ্য কোনো ধনী
অর্থনাশ হেতু হলে বিপন্ন দরিদ্র,
কোটর-প্রতি-নেত্র, কুক্ষিত ললাট—
হত-সর্বমানগরুর রহে সে পড়িয়া;
প্রাণে নাহি মারে ভাগ্য, বাঁচাইয়া রাখে।
ভাগ্য বাম নয় মোরে, তাই দেখি আজ
দীর্ঘ এ দারিদ্র্য-দুঃখ করালো না ভোগ—
মানে মানে মুক্তি দিল সেই গ্লানি হতে।
মাননীয় পত্নী তব—কহিয়ো তাঁহারে
আমার বিদায়-বাণী—বিদায়ের কথা।
বলো, ভালোবাসিতাম কতখানি তোমা,
এ বিদায় কথা যবে বলিবে তাঁহারে।
সেই সঙ্গে আরেকটি কথা তাঁরে বলো,
তোমার বান্ধব এক ছিল প্রীতিময়।
হারালে একটি বন্ধু—দুঃখ করিয়ো না,
তব ঋণ শুধিল সে। দুঃখ করিয়ো না।
এ ইহুদী-বৈশী মাংস কাটিস আমার;
আমার সর্বস্ব দিয়া—শুধি তব ঋণ।

বাসানিয়ো। আন্তনিয়ো—আছে পত্নী—প্রাণ হতে
প্রিয়—

কিন্তু মোর এই প্রাণ, প্রাণের প্রেমসী—
সমগ্র নিখিল-বিশ্ব—না হয় তুলনা
তোমার প্রাণের সাথে! মোর প্রাণ, প্রিয়া—
তোমারে পাইতে ফিরে—সে সব এখন
হাসি-মুখে দিতে পারি বিসর্জন, জেনো।
সব বলি দিতে পারি হুবহু নির্মম
ইহুদীর কুপা-মূল্যে, সত্য কহি সখা।

পোর্শিয়া। পত্নী তব হেথা বসি এ কথা

শুনিলে

খুশী হয়ে করিতেন তব সাধু-বাদ।

গ্রাসিয়ানো। মোর এক পত্নী আছে। তারে
আমি খুব
ভালোবাসি প্রাণাধিক—সে কথা বলি না।

বাসানিয়ো।

এই লহ মুদ্রা।

পোর্শিয়া। চূপ।

ইহুদী বিচার চায়; বিচার সে পাবে।

স্বরা নয়! ধীরে। শোনো, বিচার। বিচার।

আর কোনো-কিছুতেই নাহি তব দাবী।

খৎ-সর্গ মতে পাবে মাংস আধ সের।

গ্রাসিয়ানো। ইহুদী, ইহুদী, ওরে বোঝ, ভালো

করে—আয়ের আগ্রহ মূর্তি স্বধী বিচারক।

পোর্শিয়া। প্রস্তুত—প্রস্তুত হও মাংস নিতে কাটি—

রক্ত পাত করিবে না; কিম্বা কাটিবে না

কম-বেশী—অর্দ্ধ সের কাটা চাই ঠিক।

অর্দ্ধ সের হতে যদি বেশী মাংস কাটো—

অতি-তুচ্ছ এক রতি, যদি হেলে তোল—

রতির বিংশতিতম মাত্রা বেশী হয়—

এক চুল ওজননেতে যদি বেশী হয়—

তোমার সম্পত্তি হবে রাজকোষ-জাত।

প্রাণ দিতে হবে, জেনো।

গ্রাসিয়ানো। দানিয়েল। দানিয়েল মূর্তিমান, দেখি।

রে বিধর্মী, ধন্বাদ—দেহিস শিখায়ে

খুব ভালো কথা! দানিয়েল! দানিয়েল!

শাইলক। যে অর্থ দিয়াছি, বেশ, দাও। যাই চলে।

বাসানিয়ো। সে অর্থ মজুত—লও। এখনি দিতেছি।

পোর্শিয়া। বিচার-সভায় স্পষ্ট কহেছ তখন।

অর্থ নয়—বিচার যে চাহ সর্গ মত।

গ্রাসিয়ানো। দানিয়েল—মূর্তিমান দানিয়েল যেন।

রে ইহুদী, ধন্বাদ—শিখালি এ কথা!

শাইলক। যে অর্থ দিয়াছি ঋণ—তাও কি পাবো না?

পোর্শিয়া। খৎ-সর্গ বিনা আর কিছু নাহি পাবে।

সে সর্গ-পালনে সর্ক দায়িত্ব তোমার।

শাইলক। বেশ! তবে, যাক্ সব দানবের পেটে!

আমি হেথা এক পল রহিব না আর।

পোর্শিয়া। থামো, থামো—বিচারের কিছু

বাকী আছে।

আইনের পাকে বদ্ধ—কোথায় যাইবে?

জানো ভেনিসের বিধি? বিধর্মী যে-কেহ

মিথ্যা অভিযোগ যদি করে দরবারে

খৃষ্টধর্মী নাগরিক জনের বিরুদ্ধে—

প্রাণ নিতে চায় যদি অভিযোগ-ফলে

প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষতে; সেই অভিযোগ

মিথ্যা প্রমাণিত হলে—জানো দণ্ড কি-বা?

ভূমি, ধন—যাহা কিছু রহিবে তাহার—

অর্দ্ধ তার বাজেয়াপ্ত হবে রাজকোষে—

বাকী অর্দ্ধ পাবে সেই—মিথ্যা অভিযোগে

কলঙ্কে লঙ্ঘিত যারে মারিবারে চায়।

এমন যে অপরাধী—তাহারে মার্জনা

করিবার অধিকার ডিউকের শুধু;

আর কারো শক্তি নাই করিতে মার্জনা।

আজিকে বিচার-সভা করিল বিচার—

অপ্রত্যক্ষভাবে তুমি আস্তনিয়ো প্রাণ

লইতে আনিয়াছিলে মিথ্যা-অভিযোগ!

প্রতিপক্ষ প্রাণ নিতে এ তব প্রয়াস—

শাস্তি তার প্রাণ-দণ্ড—ভূমি-ধন-নাশ।

বাঁচিবারে চাহো যদি—নতজাহু হয়ে

ডিউকের পায়ে করো মার্জনা প্রার্থনা।

গ্রাসিয়ানো। প্রার্থনা জানাও, যেন নিজ হস্তে তব

ফাঁশি-রজ্জু-গলে টানি পারো হে মরিতে।

তবে মহাবির ঘেঁষি—ভূমি ধন সব

রাজকোষে বাজেয়াপ্ত। হেন কড়ি নাই,

কিনিবে গলার দড়ি!—ভাবনার কথা!

ভাবনা কি? ফাঁশি-কাঠে হবে না কো ব্যয়—

রাজার খরচে দড়ি মিলে যাবে ঠিক।

ডিউক। তোমাতে আমাতে জ্বাখো মনের প্রভেদ!

প্রাণ তুমি ভিক্ষা চাহিবার আগে আমি

মার্জনা করিছ—প্রাণদণ্ড হইবে না।

ভূমি-ধন যাহা তব,—অর্দ্ধেক তাহার

সদাগর-আস্তনিয়ো পাবে খেয়ারং;

বাজেয়াপ্ত বাকী অর্দ্ধ—প্রার্থনায় তব

অর্থদণ্ডরূপে হবে রাজকোষে জমা।

পোর্শিয়া। সেই অর্দ্ধ বাজেয়াপ্ত—তাহা অর্থদণ্ড;

আস্তনিয়ো-অর্দ্ধ নয় জরিমানা, ভেনো।

শাইলক। ওরে বাবা! তাই না কি!

নাও নাও, তবে

আমার এ প্রাণখানা—চাহি নেকো মাপ!

ঘর নেবে, বাড়ী নেবে, জমি-জোৎ সব—

যা আছে যেখানে—মানে,

যাহা কিছু আছে—

কড়ি-কাঠ বরগাটা। প্রাণ রেখে লাভ?

প্রাণ যেথা রক্ষা পাবে—সেই অর্থে পাবে—

সে সব কাড়িলে যদি—প্রাণ রাখো কেন?

পোর্শিয়া। বরুণার কতটুকু, তুমি আস্তনিয়ো,

পারো করিবারে দান এই ইহুদীকে?

গ্রাসিয়ানো। গল-রজ্জু দান—তার মূল্য

চাহি না কো।

তাছাড়া কিছুই নয়। দোহাই ধর্মের!

আস্তনিয়ো। ডিউক ও তাঁর সাথে বিচার-সভার

রূপা-বলে অর্থদণ্ড যদি রোধ হয়,

জেশিকা। এমনি নিশীথে তার সে-প্রেমী লরেঞ্জো
কত না শপথ করে, ভালোবাসি বলে—
সোহাগের শত ভাবে চিত্ত করে চুরি—
সে ভাষার একটিও হয়, সত্য নয়।

লরেঞ্জো। এমনি নিশীথে সেই রূপসী-জেশিকা
প্রেমে ধরে শত ছল ; কঠিন ভাষায়
প্রেমে অপমান করে। তবু সে লরেঞ্জো
ক্ষমা করে রূপসীরে—নাহি করে মান।

জেশিকা। যদি কেহ না আগিত—নিশীথের কথা
তুলে তর্কে হারাতাম—কোনো ভুল নাই।
কিন্তু কে আসিছে বুঝি, শুনি পদধ্বনি।

(ষ্টীফানোর প্রবেশ)

লরেঞ্জো। শুরু রাতে কে এমন আসে দ্রুত পায়ে ?
ষ্টীফানো। বন্ধু জন।

লরেঞ্জো। বন্ধু-জন। কেমন সে বন্ধু ?
কি-বা নাম ? তোমার কি নাম, কহ।

ষ্টীফানো। নাম

মোর ষ্টীফানো। শুভ সমাচার আনি
উষার উদয়-পূর্বে আসিবেন ফিরি
কর্ত্তী মোর বেলমণ্ডে। মন্দিরে মন্দিরে
পুণ্য ক্রশে নতজাহ্নু জানায় প্রগতি
পূজা দেয় তীর্থে তীর্থে, বহু শ্রম গণি—
বিবাহ-বাসর হবে কল্যাণের লাগি।

লরেঞ্জো। সঙ্গে তাঁর আসে কে-বা ?

ষ্টীফানো। শুনি, এক সাধু—

আর তাঁর সঙ্গিনী নেরিসা। ভালো কথা,
প্রভু মোর এসেছেন ফিরে ?

লরেঞ্জো। ফিরে ? তাঁর পাই নাই কোনো সমাচার।
এসো গৃহ-মধ্যে যাই, জেশিকা, আমরা
গৃহের কর্ত্তারে যোগ্য সমাদরে লবো
বরণ করিয়া গৃহে পূর্ণ-আয়োজনে।

(ল্যানসিলটের প্রবেশ)

ল্যানসিলট। কে গো—কে হেথায় ? বলি ওগো—
কে আছ এখানে ?

লরেঞ্জো। কি চাই ?

ল্যানসিলট। ওগো—বলি, দেখেচো তুমি হজুর
লরেঞ্জো সাহেবকে আর তাঁর হজুরাইন
ঠাকরুণকে ? বলি, শুনচো গা ?

লরেঞ্জো। তোমার গো-গো গা-গা ঘ্যাঙনি ছাড়ো,
ল্যানসিলট। আছি, আমরা এইখানে আছি।

ল্যানসিলট। আছ এখানে। কোথায় গো ? কোথায় ?
লরেঞ্জো। এইখানে—তোমার সামনে।

ল্যানসিলট। তাহলে তাঁকে বলো, আমার মনিবের
কাছ থেকে চিঠি এসেছে—সে তো চিঠি নয়—
ভালো খবরের একটি বস্তা বললে চলে। খবরের
গাঁটে ঠাশা। আমার হজুর ভোরের আগেই
এসে পৌঁছুবেন। [প্রস্থান।

লরেঞ্জো। এসো প্রিয়ে গৃহে ফিরি। রহিব সেখায়
সাদর-সন্তোষে দিব মিষ্ট অভ্যর্থনা।

কিন্তু কেন ফিরি গৃহে ? কি-বা এসে যাবে ?

ষ্টীফানো, এ বার্তা তুমি গৃহমধ্যে দাও—

কর্ত্তী তব ফিরে আসে। ডেকে আনো হেথা
যন্ত্রীদের—তালে গানে ভরুক বাতাস।

[ষ্টীফানোর প্রস্থান।

আবেশে ঘুমায় যেন চাঁদিমা-কিরণ

এ কানন-তীরে মায়'-স্বপনে বিবশ।

হেথা মোরা রবো বসি—সদীতের সুর

তুঘিবে শ্রবণ-মন ; নাহি কলরব,

শুরু এ নিশীথ রাত্রি—সুরে সাজে ভালো,

দিকে দিকে চারুতার নব-হৃদ গাঁথা।

বসো প্রিয়ে—চেয়ে ছাখো, গগন-জলাট

উজল-কনক-চীপে সেজেছে কেমন !

লক্ষ লক্ষ স্বর্গবিন্দু—তার মাঝে যেন

এক-একটি পরী বসি গাহিতেছে গান !

ধরণী-আকাশে গেছে ঘুচে ব্যবধান—

এক ছন্দে এক সুরে স্বর্গ-মর্ত্ত্য বাঁধা।

অমর যে আত্মা আছে হৃদয়ের মাঝে,

ঐ সুর সে-আত্মায় বাজে চিরদিন ;

ধরণীর ধূলা-মাটি, শত পাপ-তাতে

আচ্ছন্ন থাকে এ মন—শুনিতে না পাই

অমর সদীত তাই শ্রবণে বা মনে।

(গীত-বাত-কারগণের প্রবেশ)

এসো, এসো, ভালো কর্ত্তে সুমধুর তান—

শুরু রজনীর নিজা দাও ভেঙ্গে দাও।

এ মধুর সুর যেন বাতাসে উচ্ছ্বসি

কর্ত্তারে শুনায় গৃহ-আগমনী-গান,—

পথ হবে মধুময়—পুলক-বাকারে।

(গীত-বাতরব)

জেশিকা। কি পুলকে মুগ্ধ প্রাণ এ সদীত-সুরে।

লরেঞ্জো। চিত্ত তব অন্তর্মুখী—তাই মুগ্ধ এত।

ছাখো না—দুর্ভুত পশু—সংযম না জানে,

চপল চঞ্চল-যন্তি লক্ষ্মে-বাম্পে ফেরে,

প্রমত্ত দুর্বীর গতি, অশান্ত-প্রকৃতি—

তোলে উচ্চ রব—ঘেব, হিংসা, দুর্বলতা—
তপ্ত শোণিতের ধারা পিয়াসে অধীর—
কত যদি বংশীধ্বনি স্পর্শে শ্রুতিমূল
চকিতে চাপল্য ঘোচে—বিভল নয়ন।
শোনে মধু বংশী-রব—থমকি দাঁড়ায়
তখনি ভুলিয়া তার বহু বর্ষেরতা।
সদীতে কি গুণ আছে—আবেশ মধুর।
বনের দুর্দাস্ত পশু গানে বশ মানে।
কবি তাই বলেছেন—অরফিয়াস যবে
গেয়েছিল—গানে তার বিবশ-বিভল
তরু-নদী, গিরি-শিলা মুগ্ধ মোহে ভরি
রোষ-ঘেব উগ্র বেশ সকল ভুলিয়া
পাশে তার এসে থামে নিস্পন্দ নিথর।
সুরে মুগ্ধ যে-মানব হতে নাহি জানে,
সুরে যদি চিন্তে কারো না জাগে বিভ্রম,
জেনো সে রাক্ষস, কুর, ফন্দিবাস্ত, শঠ—
পারে সে করিতে হত্যা, সর্ববিধ পাপ—
প্রাণে তার নরকের জলস্ত অনল,
মনে ঘোর অমানিশা—কালো কালিমায়।
স্নেহ-মায়ী প্রাণে নাই—এরিফাস সম
হেন জনে করে নাকো বিশ্বাস কখনো।
কিন্তু এই কথা যাক। এসো গান শুনি।

(দূরে পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ)

পোর্শিয়া। আলো-শিখা দেখা যায়। ও আলো জলিছে
আমারি সে গৃহ-কক্ষে। অতি ক্ষুদ্র দীপ—
ক্ষুদ্র শিখা—তবু তায় কতখানি আলো।
দ্রষ্ট নষ্ট ধরনীতে মহত্ত্ব এমনি
ধরণীর দশদিক করে সমুজ্জল।
নেরিসা। যতক্ষণ ছিল চাঁদ আকাশ উজলি
ক্ষুদ্র দীপ-শিখাটুকু পড়েনি নয়নে।
পোর্শিয়া। বড় যে-গোরব—রাখে ছোট সে-গোরবে
এমনি ঢাকিয়া চিরদিন। শোভা পায়
সমুজল রাজ্যসনে রাজ-প্রতিনিধি
তত দিন, যতদিন রাজ্য রহে দূরে;
রাজ্য এলে প্রতিনিধি মিলায় কোথায়—
ক্ষুদ্র নদী লয় যথা পায় জলধিতে।
কিন্তু গান শোনা যাক।

নেরিসা। গৃহে গান গায়।
পোর্শিয়া। ভালো লাগে সব শুধু সময়ের গুণে।
দিনের সে-গান হতে নিশীথে এ-গান
ঢের ভালো লাগে কানে।

নেরিসা। নীরব নিশীথ—
স্বকৃত্য এত বেশী মোহ এই গানে।
পোর্শিয়া। পাপিয়ার মত মিষ্ট বায়সেও গায়—
সে গান যখন কেহ কাণে নাহি শোনে।
দিনে যবে ডাকে হাঁস বর্কশ গলায়,
সে সময় গাহে যদি দোয়েল-পাপিয়া—
সে-গান শুনায় যেন সারস-হকার।
স্থান ও কালের ফলে ধরণীতে শুধু
খ্যাতিযোগ্য খ্যাতি পায়—সফল গৌরবে।
কিন্তু কথা রাখ—ত্বাখ, আকাশের চাঁদ
এণ্ডিমান সাথে হোথা সুরে নিদ্রা যায়—
এ-ঘুম না ভাঙে তার মুখের ভাবায়।
লরেঞ্জো। কার বর্ধস্বর শুনি?

কোনো ভুল নাই।
পোর্শিয়ার স্বর, ঠিক।
পোর্শিয়া। জানে যোর স্বর—
অন্ধ যথা বায়সের কণ্ঠ হেঁথা জানে
বর্কশ আরাবে তার।
লরেঞ্জো। স্বাগত এ গৃহে।
পোর্শিয়া। স্বামীর কুশল মাগি
ফিরি তীর্থে তীর্থে—
মন্দিরে মন্দিরে। শুভ হোক দুজনার!
গৃহে তাঁরা ফিরেচেন?

লরেঞ্জো। আসেনি ফিরিয়া।
কিন্তু পত্র-বাহী আনে শুভ সমাচার—
অচিরে আসিয়া তারা পছন্দিবে গৃহে।
পোর্শিয়া। যা তবে নেরিসা,
বলে রাখ, ভৃত্যজনে—
বাহিরে ছিলাম যোরা—এ সংবাদ যেন
প্রকাশ না হয় ঘৃণাকরে! লরেঞ্জো দেখো,
জেশিকা, তুমিও দেখো, না হয় প্রকাশ
আমাদের যাত্রা-কথা।

(নেপথ্যে তুর্ধ্যধ্বনি)

লরেঞ্জো। স্বামী তব দ্বারে।
ওই তার তুর্ধ্য শুনি। ভয় নাই, ভদ্রে,
বাচাল আমরা নহি। এ কথা প্রকাশ
হবে নাকো কণ্ঠ-ভাষে।

পোর্শিয়া। মনে হয় যেন,
রাত্রি নয়,—এ আলোকে দিব্যর বিকাশ!
আলো যেন ছায়া-ঢাকা বিমলিন-প্রায়।
যবে ঢাকা পড়ে সূর্য মেঘের আড়ালে,
এমনি দিবস যেন—করি অসুভব।

(বাসানিয়ো, আস্তনিয়ো, গ্রাশিয়ানো
ও অমুচরগণের প্রবেশ)

বাসানিয়ো । পাতালে কাটাবো দিন,
নীরক্, আঁধারে—

রবির বিহনে যদি তুমি ধরো আলো ।

পোশিয়া । আলো দিই—তার মত লঘু আমি নই ;

লঘু পত্নী হলে স্বামী হয়, ভারী বোঝা—

মোর বাসানিয়ো কভু হবে না কো তাহা—

বিধির বিধানে যোগ্যে মিলে যোগ্যজন ।

এসো স্বামী তব গৃহে—অটল আসনে ।

বাসানিয়ো । কৃতার্থ হলাম, প্রিয়ে । হেথা

বন্ধু মোর—

এ'রি নাম আস্তনিয়ো—যাঁর স্নেহে বন্দী

আজীবন আছি আমি অমোঘ বন্ধনে ।

পোশিয়া । অমোঘ বন্ধনে বন্দী—

উচিত তোমার ।

শুনেছি, তোমার লাগি যে গুরু বন্ধনে

নিজেরে আবদ্ধ হইনি রাখেন কঠিন ।

বাস্তনিয়ো । সে বন্ধন হতে মুক্তি মিলেছে আমার ।

পোশিয়া । এ-কুটীর ধন্ত, তব পদরেণু পেয়ে ।

স্বাগত এ গৃহে, ভদ্র । বচন-বিত্তাসে

পারিব না প্রকাশিতে কি আনন্দ মনে—

তব আগমনে আজি । ভাষা তুচ্ছ অতি ।

গ্রাশিয়ানো । (নেরিসার প্রতি)

চাঁদের শপথ—তুমি মিছা দোষ দাও ।

কৌশলী জবর খুব—তাঁর মুহুরিকে

দিছি সেটি । প্রাণে তব হেন শেল বাজে ।

নিপাতে সে যাক । নয় সে বস্ত্র হারাক !

পোশিয়া । এরি মধ্যে বেধে গেছে বামাবসু—এ কি ।

হয়েছে কি ?

গ্রাশিয়ানো । এতটুকু সোনা—তার কিবা দাম ?

তুচ্ছ সেই আংটিটা দিয়েছিল মোরে,

তাতে লেখা ছিল পণ্ডে একটি ছন্দ—

ছুরির ফলায় যথা ক্ষোদা থাকে, চাখো—

“ভালোবাসো মোরে—কভু করো না কো ত্যাগ ।”

নেরিসা । সোনার বালেখার সে-দাম কেন তোলো ?

শপথ করিয়াছিলে—যবে সেটি দিই,—

যাবৎ জীবন রবে, আঙুলে রাখিবে,—

মৃত্যুকালে দেহসাথে যাবে কবরেতে ;

মোর তরে নাছি হোক—সে শপথ লাগি

সমুচিত ছিল সেই আংটিটা রাখা ।

দিছি সেই মুহুরিকে । ভারী বাহাদুরি ।

আমি জানি, কারে দেহ ! সেটি দেহ যারে,

মুখে তার দাড়ি নাই—গৌফ নাই কণা ।

গ্রাশিয়ানো । না থাক, বয়স হলে গজাইবে দাড়ি ।

নেরিসা । গজাইবে দাড়ি-গৌফ মেয়ে-মানুষের ?

গ্রাশিয়ানো । আরে, আমি নিজ হাতে দিছি মুহুরিকে ।

বয়সে বালক—বেঁটে-খাটো ছোকরাটি—

মাথায় তোমার মত—জজের কেরাণী,

যে-জজের বুদ্ধি-বলে মাংলায় জিত !

বাচাল বালক কিছু দক্ষিণা চাহিল—

ফী...ফী...কথা বোঝো ? চাহিল সেই আংটি—

এতটুকু আংটিটা—‘না’ বলি কেমনে ?

ফিরাতে নারিছ—তাই দিয়ে দিছ সেটি ।

পোশিয়া । তোমারি এ দোষ—

আমি বলি স্পষ্ট কথা ।

পত্নীর প্রথম-দেওয়া প্রীতি-উপহার—

তুচ্ছ ভাবি বিলায়ে তা দেওয়া অত জনে ।

পণে ও শপথে ধরা অঙ্গুলির পরে

সরল বিশ্বাসে রাখা রক্ত-মাংস-সহ ।

আমার স্বামীরে আমি এমনি অঙ্গুরী

দিয়াছি প্রীতির ভরে ! করেন শপথ—

কভু সে অঙ্গুরী নাহি করিবেন ত্যাগ ।

ঐ তো দাঁড়ায়ে স্বামী—জানি আমি কব,

সে-অঙ্গুরী জীবনে না হবে করচ্যুত !

ধরণীর সর্কধন বিনিময়ে তিনি

তারে ত্যাগ কখনো না করিবেন, জানি ।

সত্যে বদ্ধ গ্রাশিয়ানো, পত্নীরে তোমার

অকারণ নিষ্ঠুর এ আচরণে তব

বড় ব্যথা দিলে আজি । হেন দশা মোর

হতো যদি—বেদনায় হতাম উন্মাদ ।

বাসানিয়ো । (স্বগত) মনে হয়, আঙুলটা

যদি কাটিতাম,

এ মুখ রহিত ; তবে কহিতাম ডাকি,

চোরে লুপ্তে নেছে,—রক্ষা করিতে অঙ্গুরী

আঙুল কাটিয়া দিছি—পারিনি রাখিতে ।

গ্রাশিয়ানো । বন্ধু বাসানিয়ো আগে তাঁর অঙ্গুরীটি

দেছেন সে কৌশলীবে—চেয়ে নিল সেটি ।

অঙ্গুরী চাহিতে তাঁর ছিল অধিকার ।

তা দেখে মুহুরি তাঁর—এক ফোঁটা ছেলে—

লিখেছে দলিলপত্র—করে মেহনৎ—

সে নিল বায়না, বলে, তুমি দাও ওগো,

তোমার ও-আংটি মোরে । দিতে হলো তাই ।

যেমন মনিব, তার তেমনি বাহন,—

আর কিছু নেবে না কো আংটিটে ছাড়া ।

পোর্শিয়া। কোন্ অঙ্গুরীয় তাঁরে দেহ, প্রিয়তম ?
আমি যেটি দিছি—সেটি ? নিশ্চয় তা নয়।
বাসানিয়ো। অপরাধ করিয়াছি। সেই অপরাধ
আরো গুরু করিতে না চাহি মিথ্যা-ভাষে।
দেখিছ অঙ্গুলি ময়—নাহি সে অঙ্গুরী ;
দিছি তাঁরে।

পোর্শিয়া। অঙ্গুলি অঙ্গুরী-হীন তব,
কপট আদর তব যথা সারহীন।
যে-অবধি অঙ্গুরী না দেখি অঙ্গুলিতে,
তব শয্যা-ভাগ নাহি করিব গ্রহণ।

নেরিসা। আমিও হবো না তব শয়ন-সঙ্গিনী,
যে-অবধি সে অঙ্গুরী না দেখি আমার।
বাসানিয়ো। প্রেরসি পোর্শিয়া,—যদি বুঝিতে পারিতে
যাঁরে সে-অঙ্গুরী দিছি—যদি বা বুঝিতে,
কারণ লাগি দিছি সেটি,—কিসের লাগিয়া—
কত যে অসাধ ছিল সে অঙ্গুরী দিতে—
কিছু আর লবে না সে ও অঙ্গুরী-বিনা—
তাহলে অপ্ৰীতি হেন হইত না তব।

পোর্শিয়া। তুমি যদি বুঝিতে সে অঙ্গুরীর গুণ—
কিঞ্চি দাম তার, যেবা দিল সে অঙ্গুরী—
দেয়ার সে দামটুকু,—বুঝিতে বা যদি
অঙ্গুরী-রক্ষায় তব কথার কি দাম,—
তাহলে অঙ্গুরী তুমি কখনো দিতে না।
সে অঙ্গুরী না দিবার গুণ হেতু যাহা—
সে কথা বুঝায় যদি বলিতে কখনো,
এমন অল্প জন পৃথিবীতে নাই,
বুঝিত না সেই হেতু। মনে যার দাম,
হেন উপহার কাড়ি লইতে লোনুপ
হতে কেহ নাহি পারে। নেরিসা যা বলে,
প্রত্যয় তা হয় মোর। প্রাণ করি পণ,
নিশ্চয় অঙ্গুরী সেই নেছে কোনো নারী।

বাসানিয়ো। সত্য কহি—মনে-জ্ঞানে,

তোমার শপথ,—

কোনো নারী লয় নাই। আইনে কুশল
বিচার-নিপুণ বুঝা—দিয়াছি তাহারে।
তিন হাজার ডাকট দিতে গেছ তারে—
স্পর্শ করিল না তাহা; চাহিল অঙ্গুরী।
দিব না, বলিছ স্পষ্ট—কুল মনে যায়।
ব্যথা লাগে। বাঁচালো যে প্রাণের স্বজনে,
প্রিয়তম বান্ধবেরে—তারে তুচ্ছ করি।
কি আর বলিব প্রিয়ে! দায়ে পড়ি শেষে
পাঠাইতে হলো সেটি। লজ্জায় ঘৃণায়
আচ্ছন্ন রহিছ। হেন অকৃতজ্ঞ আমি—

যে এত করিল, তাঁরে ক্ষুদ্র দানে হেলা।
অপরাধ ক্ষমা করো—মজল-প্রদীপ
জলে দেখি, অই পুণ্য-দীপ পানে চাহি
এ কথা বলিতে পারি, থাকিলে সেধায়,
নিজে তুমি যোর পাশে তিষ্ঠা চাহি নিতে
সেই অঙ্গুরীয়—তাঁর উপহার লাগি।

পোর্শিয়া। সে-জন কখনো যেন এ গৃহে না আসে।
আমার প্রাণের প্রীতি—প্রেম দিয়া রচা
মণিময় অঙ্গুরীয়—রাখে নিজ পাশে।
এত বড় যেই জন—যার তৃপ্তি হেতু
যে-দ্রব্য রাখিতে তব কত না শপথ,
সেই দ্রব্য দানে তুমি এমন উদার—
না, না, হেন মহাজন আসিলে হেথায়
আমি হবো অহুদার—মহা-দান লাগি।
তাহারে অদৈয় যোর কিছু রহিবে না।
দেহ, মন, স্বামি-শয্যা—সব দিয়ে দেবো।
তব তার পরিচয় লবো—জেনো স্থির।
দিবানিশি থেকো পাশে কাছ-ছাড়া নয়—
অর্গাসের সম যোর প্রহারায় রহ ;
তা যদি না করো—যদি কভু একা রহি,
আমার ইজ্জৎ-মান, নারীত্ব, সম্মান,—
যে-সম্মান, যে-নারীত্ব—আছে অনাস্রাত—
সম্পূর্ণ নিজস্ব যোর—সব দিব তারে—
তার সাথে এক শয্যা করিব গ্রহণ।

নেরিসা। মুহুরিটি আমি লবো। কথা শুনে রাখো।
একা যদি রাখো—তার ফল কি সে হবে।
গ্রাশিয়ানো। তাই করো। কিন্তু তারে রেখো হুঁশিয়ার
ধরা যেন নাহি পড়ে। যদি ধরা পড়ে,
মুচু করে ভেঙ্গে দেবো লেখার কলম।

আন্তনিয়ে। দাম্পত্য-কলহ এই—আমি এর মূল।
পোর্শিয়া। ক্ষোভ করো না কো ভদ্র। স্বাগত হেথায়
তুমি, জেনো। এ কলহ যতই বাধুক।

বাসানিয়ো। অপরাধ ক্ষমা করো, প্রেরণী পোর্শিয়া।
দায়ে পড়ে অপরাধ—ইচ্ছাকৃত নয়।
এখন আসীন এই বান্ধব-সভায়
সত্য করি, শপথিয়া কহি—শুন সব—
তোমার নয়নে এবে আমার নয়ন—
ও নয়নে চেয়ে তাকাও অন্তরে আমার...

পোর্শিয়া। তাকাও, লবে চেয়ে তাকাও—আমার এ চোখে
নিজেরে দ্বিগুণ দেখে—প্রতি চোখে এক ;
হুঁচোখে, হুঁমনে, শোনো, হুঁভাষায় কহে
আবার শপথ-বাণী—মাগিয়া বিশ্বাস।
বাসানিয়ো। কথা শোনো—যাহা বলি। ক্ষম অপরাধ।

অন্তর ভরিয়া কহি, অন্তরে শপথি—
কতু ভাঙ্গিব না পণ—বাক্য ভাঙ্গিব না।
আন্তনিয়ো। অর্থ লাগি দেহ আমি পণে বদ্ধ করি
এক দিন বন্ধু-তরে,—সে দেহ বাঁচিল
বার গুণে,—তাঁর হাতে প্রদানি অঙ্গুরী
বাক্যের করিল অমর্যাদা। পুনরায়
বন্ধু বাসানিয়ো হেথা বাক্যদান করে—
সত্য বাক্য—সে বাক্যের মর্যাদা রাখিতে
চিত্ত মোর বদ্ধ রাখি তোমার সকাশে।
বাক্যে বদ্ধ স্বামী তব বাক্য ভাঙ্গিবে না।
পোশিরা। জামিন হলেন ভদ্র! পরিতৃপ্ত আমি।
এই অঙ্গুরীটি দিন মিত্রে আপনার—
সেটির মতন যেন এটিরে না দেখে—
সযত্নে এটির মান যেন রক্ষা হয়।
আন্তনিয়ো। লহো এ অঙ্গুরী, বাসানিয়ো। করো সত্য,
অঙ্গুরী করিবে রক্ষা—যাবৎ জীবন।
বাসানিয়ো। আশ্চর্য! এ যে সেই অঙ্গুরীয়—
যেটি দিয়াছিহু সেই আইন-জীবীরে।
পোশিরা। তার কাছে পাইয়াছি—লয়েছি চাহিয়া।
ক্ষমা করো প্রিয়তম—অঙ্গুরীর লাগি
মোর শয্যা-অংশ দান করিয়াছি তারে।
নেরিসা। ক্ষমা করো গ্রাশিয়ানো—তাঁর মুহুরিটি—
সেই বেঁটে খাটো লোক। কাল রাত্রি-কালে
আমার শয্যায় তারে যতনে শোয়াই—
শয্যা-ভোগ-হেতু মোরে দিল এ অঙ্গুরী।
এই সে অঙ্গুরী—লহ,—ধরো তব হাতে!
গ্রাশিয়ানো। তাজ্জবের কথা এ যে! যেন গ্রীষ্মকালে
ভান্ডা পথ মেরামত হয়ে গেল তোফা!
বোকা বনিলাম। এ যে অদ্ভুত রহস্য!
পোশিরা। ভয়ে না, বিশ্বয়ে সবে রহিলে স্তম্ভিত।
ছাখে এই পত্র—পড়ো অবসর-মত।
পাছুয়ার বেলানিয়ো—তাঁর পত্র এটি।
এ পত্রে সকল কথা পারিবে জানিতে।
তরুণ কৌশলী—সে আর অতু কেহ নয়—
পোশিরা সে ছদ্ম বেশে; মুহুরিটি তার—
যোগ্য কৌশলীর চর—শ্রীমতী নেরিসা।
লরেঞ্জো রয়েছে শাক্ষী—ক্ষণ-পূর্বে মোরা
গৃহে ফিরিয়াছি আজ। স্বাগত আন্তনি—
আরো শুভ সমাচার আছে তব-তরে—
আশার অতীত সেই শুভ সমাচার।
অবিলম্বে করো মুক্ত পত্রের লেফাফা।
সমাচার পাবে,—তব তিন পণ্য-তরী

পণ্য ভরা নিরাপদে ভিড়েছে বন্দরে;
এ পত্র আমার হাতে আগিল কি করি—
সে বারতা গৃহ থাকু রহন্তে আবৃত।
আন্তনিয়ো। মুক আমি, ভাষা-হীন।
বাসানিয়ো। তুমিই কৌশলী?
চিনিতে না পারিলাম। এ বড় অদ্ভুত।
গ্রাশিয়ানো। আর তুমি মুহুরী সে। ইদারাম আমি
বার-বার দেখে তব নারিছ চিনিতে।
নেরিসা। ইদা বোকা বানাইতে পটু সে মুহুরি!
তুমি যে বনিবে ইদা—বেনী কথা নয়।
নারী সে পুরুষ হলে তারে চেনা দায়।
বাসানিয়ো। হে কৌশলী, শয্যা মম করিয়ো গ্রহণ।
আমি হেথা না রহিলে—প্রয়গী আমার
হবে তব শয্যা-লগ্না।
আন্তনিয়ো। সাধু, সাধু, সাধু।
তুমি মোরে প্রাণ দেছ—দিয়াছ সম্পদ।
এ পত্রে সংবাদ পাই, মোর তরীগুলি
নিরাপদে জল-পথে আসে গৃহ-মুখে।
পোশিরা। কি সংবাদ হে লরেঞ্জো? খুন্সী করো মন—
আমার মুহুরি-পাশে মিলিবে কুশল।
নেরিসা। বিনা-ফীতে সে কুশল দিইব তোমায়।
তুমিও জেশিকা—দৌহে দান পত্র দিই—
বুড়া ইহুদীর সহি মোহর-অঙ্কিত;
বুড়া মারা গেলে তার বিষয়-বিভব
ধন-জন-ভূমি—সব পাবে দুজনায়।
লরেঞ্জো। ক্ষুধার্ত আতুর কণ্ঠে দিলে সুখা ঢালি।
পোশিরা। রজনীর অবসান। প্রভাত-উদয়।
তব সব ঘটনা এ জানিতে অধীর—
বুঝি আমি। এসো সবে গৃহ-মাঝে যাই।
সেথা যার যত প্রশ্ন—করো তা নিক্ষেপ—
সে প্রশ্নের সহুস্তর করিব জ্ঞাপন।
গ্রাশিয়ানো। তাই হোক। কিন্তু মোর গোড়াকার প্রশ্ন—
দু'ঘণ্টা এখনো বাকী আজি এ রাত্রির—
নেরিসা কি শুতে যাবে? অথবা রহিবে
জাগি হেথা কালিকার নিশি যতক্ষণ
উদয় না হয়? দিন যদি আসে—যেন
আঁধারে ভরিয়া আসে। সে আঁধারে আমি
মুহুরিরে লয়ে শয্যা করিব গ্রহণ।
যা হবার হবে, মোদ্ধা, এক কথা বলি—
যতদিন ধড়ে প্রাণ রহিবে আমার—
আর কিছু ডরিব না—প্রাণে সদা তন্ন—
নেরিসার আংটিটা যেন রক্ষা হয়।

রাজা লীয়ার

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ অনূদিত

উৎসর্গ

ইহজগতে সাক্ষাৎ দেবতা পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয়ের

শ্রীচরণ-কমলে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

অর্পিত হইল

চরিত্র

লীয়ার	...	বুটেনের অধীশ্বর	বয়স্ক	...	বিদূষক
ফ্রান্স	...	ফ্রান্সের রাজা	অসওয়াল্ড	...	
বর্গণ্ডি	...	বর্গণ্ডির ডিউক	ডাক্তার, চারণ, ভদ্রলোক, বুদ্ধ, ভৃত্যগণ,		
বর্গওয়াল	...	বর্গওয়ালের ডিউক	সভাসদগণ, সৈন্যধ্যক্ষ, দূতগণ, সৈন্তগণ		
এলবেগী	...	এলবেগীর ডিউক			
কেণ্ট	...	কেণ্টের আল			
গ্ৰষ্টার	...	গ্ৰষ্টারের আল	গনোরিল	} ...	লীয়ারের কথাত্রয়
এডগার	...	ঐ পুত্র	রীগান		
এডমণ্ড	...	জারজ পুত্র	কডিভিয়া		
কিউরান	...	অমাত্য			

সংস্থান—বুটেন

রাজা লীয়ার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ—লীয়ারের কক্ষ

(কেণ্ট, গ্লষ্টার ও এডমণ্ড)

কেণ্ট। আমার বিশ্বাস ছিল, কর্ণওয়ালের চেয়ে মহারাজ এলবেণীকেই বেশী ভালবাসেন।

গ্লষ্টার। আমারও বরাবর তাই মনে হতো। কিন্তু এখন রাজ্যের ভাগ বাটোয়ারা দেখে কাকে বেশী ভালবাসেন, বোঝা শক্ত। বিচার নিখুঁৎ হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলেও ইতর-বিশেষ অনুভব করা যায় না।

কেণ্ট। মশায়, এটি না আপনার পুত্র?

গ্লষ্টার। হ্যাঁ মশায়, আমিই ওকে লালন-পালন করছি। পুত্র বলে একে স্বীকার করতে বহুবার লজ্জা পেতে হয়েছে, কাজেই সে লজ্জা এক-রকম গা-সহ্য হয়ে গেছে। এডমণ্ড, তুমি এঁকে চেনো?

এড। না।

গ্লষ্টার। ইনি কেণ্টের মালিক। এখন থেকে এঁকে আমার একজন খুব মাতৃ বন্ধু বলে জেনে রেখো।

এড। আমি আপনার দাস।

কেণ্ট। তুমি আমার স্নেহের পাত্র,—তোমার সঙ্গে আলাপ আরো ঘনিষ্ঠ করবো।

এড। আমিও আপনার আলাপের যোগ্য হবার চেষ্টা করবো।

গ্লষ্টার। ন বছর উনি বিদেশে ছিলেন, আবার চলে যাবেন। মহারাজ আসছেন। (ভেরী-বাদন)

(লীয়ার, কর্ণওয়াল, এলবেণী, গনেরিল, রীগান, কডিগিয়া এবং ভৃত্যগণের প্রবেশ)

লীয়ার। গ্লষ্টার, ফ্রান্স আর বর্গিণ্ডির অধিপতিদের অভ্যর্থনার জন্ত প্রস্তুত হও।

গ্লষ্টার। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[গ্লষ্টার ও এডমণ্ডের প্রস্থান।]

লীয়ার। ততক্ষণ এসো সবে গৃহ কার্যে হই অগ্রসর;

মানচিত্র মোরে দাও। শুনহ সকলে,

করেছি বিভাগ তিন অংশে রাজ্য মম।

সংকল্প আমার—

এ বৃদ্ধ বয়সে ত্যজি রাজ্য গুরু-ভার উৎকলিকাকুল,

তরুণ সক্ষম করে সমর্পি সে সব;

মোরা সবে ভারহীন মৃত্যু মুখে

ধীরে ধীরে হবো অগ্রসর।

এস পুত্র কর্ণওয়াল,

আর তুমি সমগ্রিয় এলবেণী আমার,

স্থির কল্প মম, কতাদের যৌতুক করি' নিরূপণ

ভবিষ্য-বিরোধ আমি করিব ভঞ্জন।

ফ্রান্স আর বর্গিণ্ডির রাজপুত্রদ্বয়,

কনিষ্ঠা কন্যার প্রেম-দ্বন্দ্বী দৌছে—

বহুকাল হতে প্রেম-প্রবাস হেথায়

করেছে উভয়ে—বহু আশা রাখি মনে।

অন্ত দৌছে দানিব উত্তর।

প্রাণসমা কন্যাগণ, মনস্থ আমার,

প্রদেশ শাসন আর গুরু রাজ্যভার করি পরিহার,

বলো দেখি মোর তরে ভালোবাসা কাহার অধিক?

প্রচুর দানের পাত্রী হইবে সে জন,

যোগ্য যে-বা প্রকৃতি-বিধান।

গনেরিল, জ্যেষ্ঠ তুমি—আগে তুমি কহ।

গনে। পিতা, তব লাগি যেই ভালোবাসা—

ভাষে তাহা প্রকাশি কেমনে?

নয়নযুগল, স্থান, স্বাধীনতা হ'তে

প্রিয় তুমি মোর কাছে;

অমূল্য দুর্লভে নাহি তুলনায় গণি;

স্বাস্থ্য আর সৌজন্ত, সৌন্দর্য-মর্যাদা,

সদৃশগুণিচয়ে যেই জীবন ভূষিত—

তার চেয়ে সমধিক

সন্তানের ভালোবাসা যত হতে পারে,

পিতা যাহা লভেছেন কভু,

স্বাস্থ্য কিম্বা ভাষে অপ্রকাশ,

পরিমাণহীন এত ভালোবাসা মোর তব প্রতি।

কডি। (স্বগত) কি কহিবে কডিগিয়া?

নীর্বে বাসিবে শুধু ভালো!

লীয়ার। এই নীমা হতে সব প্রান্তস্থ প্রদেশ—

নিবিড় অরণ্য আর শ্রামল প্রান্তর,
বহুপ্রস্থ শ্রোতস্বতী জলাভূমি আদি,
সে সবার রাণী অত্ন করিছ তোমায়।

তোমার ও এলবেনীর বংশধরগণে
স্বখে চিরন্তরে রাজ্য করিবে নিয়ত।

কহ কথা মধ্যমা তনয়া,

প্রাণসমা রীগান্ আমার।

রীগান্। সম-উপাদানে গঠিতা হুতনে,

মূল্যে সম দৌছে।

অন্তরের যত ভালোবাসা কহিয়াছে

ভগিনী আমার।

জীবনের যত ভোগ,

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুখ যে ভোগ-আধার,

তুচ্ছ সব মোর কাছে—ভগ্নী মম ন্যূন হেথা;

একমাত্র সুখ মম—তব ভালোবাসা।

কর্ডি। (স্বগত) অভাগিনী কর্ডিলিয়া তবে?

তাই বা কেমনে? জানি স্থনিশ্চিত,

অন্তরে আমার, রসনার অধিক সম্পদ।

লীয়ার। তুমি আর তোমার সর্ব বংশধরগণ;

দ্বিতীয়াংশ রাজ্য মোর করিছ অর্পণ;

মূল্যে সমতুল্য অংশ গণেরিল-সহ।

হৃদয় আনন্দ মোর কনিষ্ঠা তনয়া,

ভালোবাসায় ন্যূন তুমি নও—

নবপ্রেম লভিবারে যার প্রতিদ্বন্দী

ফ্রান্স আর বর্গপ্তির পতি—

তোমার কি বাণী—লভিবারে

সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ আমার? কহ বৎসে।

কর্ডি। ভাষা নাই। মৌন আমি, তাত।

লীয়ার। মৌন?

কর্ডি। মৌন।

লীয়ার। মৌন মুক রহিবে না! কহ স্পষ্ট ভাবে।

কর্ডি। অভাগিনী আমি, মোর মুখে নাই সরে

অন্তরের ভাষা, পিতা। ভালোবাসি আমি—

স্বধ্ব-বিচায়ে। নহে অঙ্গ; নহে তা অধিক।

লীয়ার। এ কি! এ কি! কর্ডিলিয়া! বাক্য

তব কর পরিহার,

নহে হবে সৌভাগ্যের হানি।

কর্ডি। শুন প্রভু।

জনম, পালন, ভালোবাসা,—

সব—সব লভিয়াছি তোমা হতে।

সমভাবে কর্তব্য পালিব,—

যাত্র, ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দানে;

স্বামী প্রতি ভগ্নীদের কোথা ভালোবাসা—

সব যদি তোমারেই করিল অর্পণ—

যে-জনে বরিব আমি—মোর পাণি সহ,

ভক্তি, ভালোবাসা, যত্ন, অর্দ্ধ লবে স্বামী।

সব ভালোবাসা তোমা করিয়ে অর্পণ—

বরিব না তারে প্রভু ভগ্নীদের মত।

লীয়ার। এ তোমার অন্তরের কথা?

কর্ডি। মিথ্যা কতু নাহি জানি, পিতা।

লীয়ার। মায়ানহীন এ কচি বয়সে?

কর্ডি। ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র জীব—তব সত্য্যচারী।

লীয়ার। বেশ, তবে সেই মত যৌতুক তোমার

হবে জেনো। তরুণ তপন-তাপ,

ডাকিনীর বৃষ্টি আর তামসী ত্রিবাণ,

গ্রহচক্রফল, জন্ম মৃত্যু-সংঘটন বাহে—

সবে সাক্ষ্য করি—পিতৃস্নেহে দিছ জলাঞ্জলি।

শোণিত-সম্পর্ক সব করি পরিহার,

অন্তর আমিহ হতে অজানা হইয়ে,

জনমের তরে তোরে দিছ বিসর্জন।

অসত্য বর্কর শক—

অথবা বাহারা স্বীয় বংশধরগণে

উদরে পুরিয়া করে ক্ষুধানল নির্বাপিত,—

চিন্তে মোর ঠাই পাবে তোমা সম সমাদরে।

কেণ্ট। প্রভু।

লীয়ার। থামো কেণ্ট।

হৃদীক্স দানব আর কোপানলে তার

অন্তরাল হয়ো না কো।

বড় প্রিয় ছিল যে আমার,—বড় সাধ ছিল—

বার্ককেয়র ধাত্রী মম করিব উহারে।

যাও, যাও, দূর হও দৃষ্টিপথ হতে।

কবর আমার হোক শাস্তি-নিকেতন!

অন্তর হইতে আমি দিছ বিসর্জন

তোমারে নিশ্চিত আজি।

কে হোণায়?—ডাকো ফ্রান্সে,

বর্গপ্তি-ভনয়ে ডাকো।

কর্ণওয়াল, এলবেনী, মম কণ্ঠাগণ সহ

ভোগ কর রাজত্বের তৃতীয়াংশ দৌছে,—

হোক পরিণয় ওর গর্ভের সহিত—

সরলতা বলি বাখানিছে যায়।

অপিছ এ রাজ্য মম উভয়ের করে

সম্মান-ভূষণ সহ।

শত সভাসদ লয়ে প্রতিপক্ষদ্বয়

পর্যায়ের ক্রমে

উভয়ের আলয়ে যাপিব।

নামে মাত্র রাজা রবো উপাধি-ভূষিত ।
প্রিয় পুত্রগণ, তোমরা দুজনে রাজ্য—
রাজস্ব-গ্রহণ আর কার্য্য-নির্বাহনে
শাসন করহ যথারীতি ; বাক্য-অমুযায়ী
লহ—দি মুকুট দোহাকার শিরে । (মুকুট প্রদান)

কেণ্ট । মহারাজ !

নরমণি বলি সদা করেছি সম্মান—
পিতৃজ্ঞানে করিয়াছি ভক্তি প্রদর্শন
প্রভু-বোধে সর্ব-আজ্ঞা সদা পালিয়াছি,
প্রধান সহায় জানি অরিয়াছি প্রার্থনার কালে ।

লীয়ার । ছুটিয়াছে শল্য নমিত-কার্ষুকগুণ ত্যজি—
সরে যাও লক্ষ্যপথ হতে ।

কেণ্ট । বজ্রসম পড়ুক মাথাঙ্গ,

বিদ্ধ হোক ফলকে অন্তর মম ।

উন্নত লীয়ার যদি—কেণ্ট—সেও রুঢ় ।

এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিতে পারো তুমি ?

মনে কি বিশ্বাস তব

ভয়ে সত্য রহিবে গোপন,

তোমামোদে ভোলে যবে প্রতাপের মন ?

শ্রায় মার্গে ধাইবে সাধুতা—

রাজা যবে কুকর্মেতে মতি দিবে ।

অভিশাপ কর প্রত্যাহার । বিবেচক তুমি—

ভেবে সর্ব-কার্য্য রাজ্য করহ নিশ্চিত ।

বিচারেতে যদি ভুল হয়, জীবন করিমু পণ ।

কনিষ্ঠা ভনয়া তব—

ভালোবাসা—ভয়ে ন্যূন নয় ।

বাক্যে ফোটে না কো—সত্য-নিষ্ঠা

হৃদয়ে তাহার—

শূন্য প্রাণ সেখানেতে নাই ।

লীয়ার । কেণ্ট । জীবনে মমতা যদি থাকে,

শুধু রহ ।

কেণ্ট । আমার জীবন তব শত্রুনাশ-হেতু ;

নাহি ডরি হারাতে জীবন,

তোমার কুশল লাগি ।

লীয়ার ! দূর হও দৃষ্টিপথ হতে ।

কেণ্ট । চক্ষু মেলি দেখ মহারাজ,

ধাকি তব নয়নের লক্ষ্য হয়ে ।

লীয়ার । দোহাই মরীচিমালী ।

কেণ্ট । মিথ্যা তুমি দেবতারে ডাকো ।

লীয়ার । পাপিষ্ঠ । দুর্জন ।

(তরবারি ধারণ করিয়া)

এ-ও-ক । ক্ষান্ত হন প্রভু ।

কেণ্ট । কোষস্থ কর অগ্নি ; বৈতরে করিয়ে হত

দর্শনী অর্পণ কর চুষ্ট ব্যাধি' পরে ।

প্রত্যাহার কর আজ্ঞা । না শুনিলে বাণী,

যে অবধি শক্তি নাহি হয় রোধ,

উচ্চস্বরে জানাবো তোমায়,

“দারুণ অধর্ম্মাচারী তুমি ।”

লীয়ার । শুন রে দুর্জন । রাজভক্তির দোহাই তোমার !

যেহেতু প্রয়াস তব রোধিবারে প্রতিজ্ঞা আমার,

লজ্বিতে যা সাহস আমার নাই—

উচ্চ দর্পে মাতি তুমি পশিয়াছ

মোর আজ্ঞা, আর মোর প্রভুত্বের মাঝে—

প্রতিকূল যাহা

মম প্রকৃতি অথবা মম রাজ-পদ হতে—

ক্ষমতার অমুযায়ী তার, লহ যোগ্য পুংস্কার ।

পঞ্চদিন দিমু অবসর, উপযুক্ত সঙ্গতির তরে

যাহে সংসারের ক্লেশ হবে উপশম ;

ষষ্ঠ দিনে হেয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি

মোর রাজ্য পরিত্যাগ করিবে নিশ্চিত ;

হেরিবারে যত্নপি দশম দিনে পাই,

নির্কাসিত দেহ তব রাজত্ব মাঝারে,

সেই দণ্ডে হারাবে জীবন ।

যাও—জানেন ঈশ্বর । দণ্ড কভু হইবে না রোধ ।

কেণ্ট । বিদায় এক্ষণে, মহারাজ, যথা ইচ্ছা তব ।

স্বাধীনতার স্থান হেথা নাই,

নির্কাসন করিয়াছে পূর্ণ অধিকার ।

(কর্ডিলিয়ার প্রতি)

দেবতা করিবে রক্ষা তোমারে কুমারী ।

যুক্তিমত বিবেচনা তব, বাক্য তার অমুযায়ী ।

(গনোরিল্ ও রীগানের প্রতি)

বচনের পারিপাট্য কার্য্যে যেন হয় পরিণত ।

সুফল ফলে সে যেন এহেন বচনে ।

বিদায় মাগিছে কেণ্ট সবার কার কাছে,

নব রাজ্যে পূর্বভাবে যাপিবে সে কাল ।

[কেণ্টের প্রস্থান ।

(গ্লটার, ফ্রান্স ও বর্গণ্ডির প্রবেশ)

গ্লটার । ফ্রান্স আর বর্গণ্ডি, রাজন !

লীয়ার । বর্গণ্ডির অধিপতি । অগ্রে আমি

সম্ভাষি তোমায়,

মোর কত্কা বরণের লাগি

প্রতিদ্বন্দী তুমি এই রাজত্বের সহ ;

যৌতুক-স্বরূপ শুনি শেষ-কামনা তোমার ।

বর্গ । মহারাজ, নিজ-মুখে হয়েছে প্রকাশ,—

ন্যূন তাহে কভু হইবে না ।

নীয়ার। সদাশয় বর্গগুণি-অধিপ—

প্রিয় যবে ছিল সে আমার

মূল্য তার ছিল অমূল্য ;

এবে ন্যূন হইয়াছে।

শুন মহাশয়, এই তনয়া আমার,

কত্কা বলি' যদি কিছু থাকে তার দেহে—

আমাদের শাপগ্রস্ত আজি।

তাহে যদি যোগ্য তাবো,

লহ তুমি এ-কত্কারে—

আজ হতে হোক সে তোমার।

বর্গ। ভাবা নাহি সরে মুখে।

নীয়ার। এ-কত্কার কোনো গুণ নাই ;

বান্ধব-বিহীন—

ঘৃণার্থ আমার,—

—যৌতুক সে অভিধাপ।

শপথ করিয়া যারে দূর করিয়াছি,

করহ বরণ তায় ; কিছা করো দূর।

বর্গ। ক্ষমা করো প্রভু ! কে চাহে বরিতে—

এমন ব্যাপার যেথা ?

নীয়ার। ত্যাগ করো, যদি সাধ—

শপথ করিয়া আমি যথাযথ বলি।

(ফ্রান্সের প্রতি) শুন হে রাজন,

তব ভালোবাসা-প্রতিদানে

ইচ্ছা নাহি দিতে পরিণয়

ঘৃণিত স্বজন সহ।

প্রার্থনা আমার, যোগ্য জনে করহ বরণ।

কাজ নাই অভাগীর সম্পর্ক স্বীকার ;

পরে বহু লজ্জা পাবে।

ফ্রান্স। মানিছু বিষয়।

অতি-প্রিয় ছিল তব পূর্বে এ তনয়া,

শুনিয়াছি বহু খ্যাতি, বহু স্তুতি—

বার্দ্ধক্যের আনন্দদায়িনী,

অতুলনা বাল্য—প্রাণ হতে প্রিয়—

এমন কুর্কর্মে রত হলো সে কেমনে,

যার লাগি সকলি হারালো ?

কিছা অমুমানি, পূর্বে-ভালোবাসা হারায়েছ তুমি।

কুর্কর্মে বা কদাচারে—মনে না জুয়ায়—

হেন অমুমান, শুধু ভৌতিক লীলায়

সম্ভবে সে—মনে হয়।

কর্ডি। প্রার্থনা আমার—শুন মহারাজ,

তোষামোদ, চাটুবাণ্যে পটু আমি নই,

অন্ত ভাব হৃদয়ে গোপন করি

বচনে প্রকাশি ভিন্ন ভাব।

অন্তরে যা অমুভবি,

বচনে ভিলেক তার আন নাহি জানি।

জানাও সবারে পাপ-চিহ্ন নাহি যে আমাতে,

হত্যা-দোষ, কুৎসিত আচার, কিছা

সতী-নিষ্ঠা লোপ—

সে কলঙ্ক শিরে নাহি ধরি।

যে কারণে হারায়েছি ভালোবাসা তব,

অভাবে বাহার, অমুমানি ভাগ্যবতী আপনায়।

নয়নের হাবে-ভাবে—রসনায় শুধু

প্রকাশিব ভালোবাসা, অন্তরে আধার বিনা—

হেন ভাব নাহি চাহি প্রভু,

যে ভাব-অভাবে তব স্নেহ হারায়েছি।

নীয়ার। হতো ভালো—না লভিলে এমন জনম !

জন্ম লভি অমুখী করিলি মোরে।

ফ্রান্স। বুঝিছ সকলি—প্রকৃতির নম্র গতি এই,

লাজশীলা যোনী বাল্য—মুখে বাক্য নাই,

মর্ম কথা করিবে জ্ঞাপন।

বর্গগুণি পতি, বালিকারে কি তব উত্তর ?

প্রণয়ের স্থান নাই সেথা

প্রণয় যেথায় সম্পত্তির অমুগামী।

চাহ কি বাল্যারে ? যৌতুক আধার বাল্য।

বর্গ। মহারাজ, বাক্য-মত যৌতুক অর্পণ কর—

এখনি উহার পাণি করিব গ্রহণ।

নীয়ার। শপথ করেছি, বাক্য অত্যাধা না হবে।

বর্গ। হারায়েছ পিতা তুমি, হারাইবে পতি।

কর্ডি। ক্ষমা করো বর্গগুণি পতি।

ভালোবাসা মোর প্রতি সম্পত্তি-বিধানে,—

হেন স্বামী কতু নাহি চাই।

ফ্রান্স। অমুপমা বাল্য।

সম্পত্তি-বিহীন, তুমি সম্পত্তি-শালিনী !

পরিত্যক্তা বাল্য, সাগ্রহের ধন—

ঘৃণিতা হইয়া তুমি স্নেহেতে ভূষিতা !

সদৃশের সহ তোমা লইছু আদরে ;

শাস্ত্রে মোর অধিকার লইতে তাহারে—

অন্তে যারে করেছে বর্জন।

দেব, দেব, বিষয় মানিল দাস,

তার পরে ভালোবাসা উদিল হৃদয়ে—

যারে ত্যাগ করেছে সকলে।

শুন রাজা, যৌতুক-বিহীন কত্কা তব—

আজ হতে রাণী মোর—ফ্রান্সের অধীশ্বরী।

জলবাসী বর্গগুণি অধিপতি মিলি,

এ হেন অমূল্য রত্ন লভিবে না কতু।

বিদায় মাগহ বাল্য সবাকার কাছে,

যদিও কাহারো মনে নাহি ভালোবাসা ;
 হারিয়েছ যাহা তুমি ;
 অতঃপর পাবে তুমি উচ্চতর প্রীতি ।
 লীয়ার । লয়ে যাও এর, ফ্রান্স !
 হউক তোমার
 আজি হতে এই কল্পা—
 এ হেন কল্পায় মোর নাহি প্রয়োজন ।
 ও বদন কভু হেরিব না আর ।
 যাও, হেথা হতে যাও, নাহি তব প্রতি
 ভালোবাসা, আশীর্বাদ, স্নেহ এক ভিল ।
 এস হে বর্গগু-রাজ ।

[লীয়ার, বর্গগু, কর্ণওয়াল, এলবেণী,
 মষ্টর ও ভৃত্যগণের প্রস্থান ।

ফ্রান্স । বিদায় মাগহ বালা ভগ্নীদের পাশে ।
 কর্ডি । নয়নের মণি সবে পিতার আমার—
 তাসি নয়নের জলে মাগি যে বিদায় ।
 জানি আমি ভালোমতে তোমাদের রীতি,
 ভগ্নী বলি লজ্জা হয়—মুখে ভাষা নাহি—
 অন্তরের ভাব করে আমারে প্রকাশ ।
 তব শোনো, করো দৌহে পিতার শুশ্রূষা ।
 ভাবে প্রকাশিত-স্নেহ দেখালে যেরূপ,
 রেখে যাই পিতারে সে-স্নেহে তোমাদের ।
 যত্ন করো, সেবা করো, করো সমাদর ।
 পূর্বমত দয়া যদি করেন জনক,
 ইচ্ছা মতে অবস্থান তাঁর অগ্র স্থানে ।
 এখন বিদায় মাগি তোমাদের কাছে ।

রীগান । না চাহি কর্তব্য-শিক্ষা তোমার নিকটে ।
 গনে । প্রেম-প্রতিদানে তৃপ্তি করো তব নাথে ;
 গ্রহণ করেছে তোমা সৌভাগ্যের দানে ।
 পিতৃ-বশ্ততার ঘেরে অভাব তোমার,
 নহ তুমি স্নেহপাত্রী-প্রীতিযোগ্য কভু ।
 কর্ডি । মনের চাতুরী ক্রমে পাইবে প্রকাশ ।
 নিজ-দোষ আবরণ করে যেই জন,
 অবশেষে হয় সেই ঘৃণার ভাজন ।
 সুখী হও সবে ।

ফ্রান্স । এস এস, সুন্দরী আমার ।

[ফ্রান্স ও কর্ডিলিয়ার প্রস্থান ।

গনে । তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে
 বোন । নিজেদের সম্বন্ধে খুব দরকারী কথা ।
 বাবা আজ এখান থেকে যাবেন ?

রীগান । এখন তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন । পরের
 মাসে যাবেন আমার ওখানে ।
 গনে । বুঝলে বোন, বুড়ো বয়সে ওঁর মাথার ঠিক
 নেই, আমরা দুজনে বিশেষ করে তা দেখছি ।
 ছোটকে উনি খুব ভালোবাসতেন । কি-সামান্য
 কারণে তাকে আজ ত্যাগ করলেন, দেখলে তো ?
 রীগান । বুড়ো হলে ভীমরতি হয় । ওঁর মাথার
 ঠিক নেই ।
 গনে । যখন ভালো ছিলেন, তখনো রাগের বশে
 কত কি করেছেন । অনেক দিনের বদ্ অত্যাগ
 শুধু নয়, তার উপর আছে বিশ্রী খেয়াল...
 স্বেচ্ছাচার । মানে, বয়স হলে মানুষের যা ঘটে
 থাকে ।

রীগান । কি রকম বেয়াড়া কাজ করতেন । ছাখে
 না, কেটকে তাড়ালেন ।
 গনে । ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে তাঁর চলে যাবার
 সময় এটা কি ভালো ব্যবহার করলেন ? আমার
 কথা শোনো, দুজনে এক-জোটে হতে হবে ।
 যদি এই ভাবে চলেন, তাহলে আর আমাদের
 রাজ্য পেয়ে কি লাভ হলো, বলো ?
 রীগান । পরে এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করা যাবে ।
 গনে । বুঝে-সুঝে শীগগির যা হয় একটা কিছু
 করতে হবে আমাদের ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মষ্টরের দুর্গ—দর-দালান

(এড্‌মণ্ড)

এড্‌ । হে প্রকৃতি, তুমি আমার আরাধ্যা দেবী,
 আমি তোমার নিয়মের অধীন । কেন তবে সামা-
 জিক কুৎসিৎ বিধিতে বদ্ধ হবো ? কেন জাতীয়
 বিধি-নিয়মের বশে দাদার চেয়ে বয়সে কিছু-
 দিনের ছোট বলে সব হারাবো ? জারজ ! জারজ
 কেন নীচ হবে ? সতীর গর্ভজাত পুত্রের মত
 আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—কোথাও এর অসঙ্গতি
 নেই ।—আমার মনে উদারতা আছে, আমার
 গড়নে সৌষ্ঠব আছে, কেন ওরা আমাকে জারজ
 বলে ঘৃণা করবে ? কিসের জারজ ?...জারজ ।
 এস তুমি ভদ্র সৃজাত এড্‌গার,—তোমার
 দেশ আমি অধিকার করবো । সৃজাত এড্‌গারকে

পিতা যেমন ভালোবাসেন, জারজ এড-
মণ্ডকেও ঠিক তেমনি ভালবাসেন। সুন্দর কথা
'সুজাত'! খুব ভালো কথা, সুজাত! এই চিঠিতে
যদি কাজ হয়—আর আমার মতলব হাসিল
হয়—জারজ এডমণ্ড সুজাতকে হারাবে।
আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। আমি উঠবো।
দাঁড়াবো। হে স্বর্গের দেবতাগণ, এই জারজকে
তোমরা কৃপা করো—তার সহায় হও।

(গষ্টরের প্রবেশ)

গষ্টর। কেটকে দেশত্যাগী করা হলো! ফ্রান্সের
রাজা রাগ করে চলে গেলেন। আজ রাত্রে
মহারাজও চলে গেলেন। তাঁর আধিপত্য দান
করেছেন—কৃপার দানে এখন জীবন-ধারণ
করবেন! আগা-গোড়া খেয়াল! এডমণ্ড যে।
কেমন আছ? কি খবর?

এড। আজ্ঞে না—খবর বিশেষ কিছু নেই।

গষ্টর। তাড়াতাড়ি ও চিঠিখানি জেবে রাখলে কেন?

এড। আজ্ঞে, কৈ, না, আমি তো কিছু জানি না।

গষ্টর। কি কাজ পড়ছিলে?

এড। আজ্ঞে, কৈ—না।

গষ্টর। না! তবে তাড়াতাড়ি জেবে চিঠি
রাখলে,—কিছু না হলে নুকোবার কি দরকার
ছিল?

এড। জোড় হাত করে বলছি মশায়, আমায় মাপ
করবেন। আমার দাদার লেখা চিঠি। সমস্তটা
এখনও পড়া হয় নি। যতটুকু পড়েছি, মানে,
আপনার দেখবার মত নয়।

গষ্টর। চিঠি দেখি।

এড। রাখলে আমার অপরাধ—দিলেও আমার
অপরাধ। চিঠির লেখা যতখানি বুঝতে পেরেছি,
মারাত্মক দোষের।

গষ্টর। দোষের। দেখি।

এড। আমার দাদার হয়ে বলছি, তিনি আমায়
পরীক্ষা করার ভিত্তি এ চিঠি লিখেছেন।
(পত্রদান)

গষ্টর। (পত্র পাঠ)

"বৃদ্ধদের মাস্ত্র করে, আমাদের জীবনের
ভালো সময়টুকু বুঝা কেটে যায়—আমাদের
প্রাপ্য বিষয়-অধিকার পেতে বিলম্ব ঘটে। যখন
সে সম্পত্তি পাওয়া যায়, বার্ষিক্য-দোষে ভোগ হয়
না। বার্ষিক্যের অত্যাচার সহ করা আমার মতে
ভুল—মহা-ভুল। বৃদ্ধের ক্ষমতা-বলে আধিপত্য

করে না, অত্নের অহুমতিতে করে। আমার
কাছে এস। এ বিষয়ে আরও আলোচনা
করবো। আমাদের পিতা চিরনিদ্রিত হলে
তুমি চিরকাল অর্ধেক বিষয় ভোগ করবে এবং
আমার প্রিয় ভ্রাতা বলেই পরিগণিত হবে
ইতি এড্‌গার।" খামো!...এ বিদ্রোহ!
"পিতা চিরনিদ্রিত হলে তুমি চিরকাল অর্ধেক
বিষয় ভোগ করবে,"—আমার পুত্র এড্‌গার!
তার হাত থেকে এ লেখা বেরিয়েছে? তার
মনে এমন চিন্তা উদয় হলো! এ চিঠি কখন
পেয়েচো? কে তোমার কাছে এ চিঠি নিয়ে
এলো?

এড। প্রভু, কেউ আমার কাছে আনে নি—ঐ
টুকুই রহস্য! আমার ঘরের খোলা জানালার
মধ্য দিয়ে ফেলে গেছে।

গষ্টর। এ তোমার দাদার হাতের লেখা, দেখে
তুমি চিন্তে পেরেছ?

এড। প্রভু, লেখার কথা গুলো যদি ভালো হতো—
শপথ করে বলতাম, তারি লেখা—কিন্তু যে
সব কথা এ চিঠিতে লেখা, আমার ইচ্ছা বলি,—
তার লেখা নয়।

গষ্টর। তারই লেখা।

এড। তার হাতের লেখা বটে। কিন্তু মনে হয়,
কথাগুলো তার মনের কথা নয়।

গষ্টর। এ সম্বন্ধে পূর্বে তোমায় সে কিছু বলে নি?

এড। কখনো না। তবে একথা বলতেন যে, পুত্র
যোগ্য হলে এবং পিতা বৃদ্ধ হলে পুত্রের অধীনে
পিতার থাকা উচিত এবং পুত্রই করবে সমস্ত
বিষয়ের উপর আধিপত্য।

গষ্টর। ছুরাছা! ছুরাছা! তার মনের ভাব এ
পত্রে প্রকাশ পেয়েছে প্রতি ছত্রে। নীচ অস্বা-
ভাবিক স্বণিত পশু! না, না, পশুর চেয়েও নীচ!
যাও, তার সন্ধান করো। তাকে আমি চাই।
এই দণ্ডে!...স্বণিত দস্যু! কোথায় সে এখন?

এড। আমি ঠিক জানি না। যদি আপনি অল্পগ্রহ
করে দাদার উপর এ স্বণা রোধ করতে পারেন,
অন্ততঃ যতক্ষণ না তার মনোগত অভিপ্রায় জানা
যায়, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। মানে
আপনি তার অভিপ্রায় ভালো রকম না জেনে
তার বিরুদ্ধে গুরুতর যদি কিছু করেন, তা হলে
আপনার মানের হানি হবে, আর তার বখতারও
হানি হবে। আমি আমার জীবন পণ করতে
পারি, আপনার উপর আমার ভক্তি-পরীক্ষা

করবাব জন্ত সে এ পত্র লিখেছে! এতে বিপদের
আশঙ্কা করবেন না।

শ্রুত। তুমি তাই বিবেচনা করো?

এড। আপনি যদি বলেন, আমি আপনাকে এমন
জায়গায় রাখবো, যেখানে থেকে আপনি
আমাদের কথাবার্তা সব শুনেতে পাবেন এবং শুনে
আসল ব্যাপার বুঝতে পারবেন। বেশী দেয়ী
করার প্রয়োজন কি!—আজই সন্ধ্যার সময়
আপনি সব জানতে পারেন।

শ্রুত। এতখানি পৈশাচিক বৃত্তি তার হবে।

এড। না, না, মিছে এ সব কথা ভেবে কেন আপনি
মন খারাপ করছেন!

শ্রুত। তার জন্মদাতা পিতা,—যে তাকে প্রাণের
চেয়ে ভালোবাসে। স্বর্গ আর মর্ত্য! এডমণ্ড,
তার সন্ধান কর; তোমার উপর যাতে তার
বিশ্বাস খুব বেশী হয়, এমন ব্যবস্থা করে
তার কাছ থেকে সব কথা বার করে নাও—
বেশ কৌশলে কাজ কর। যা ছায়া, এমন কাজ
কবুতে আমি সম্মত বিচার করবো না।

এড। আমি এখনি তার সন্ধান করছি,—সুবিধা-মত
কাজ শেষ করে আপনাকে সব জানাবো।

শ্রুত। গত সূর্য আর চন্দ্রগ্রহণ আমাদের পক্ষে
হানিকর। বিজ্ঞানে এর অর্থ থাকলেও,
মানুষের জীবনে এ গ্রহণ মহা-অশাস্তিকর।
ভালোবাসা শিথিল করা, বন্ধুত্ব নাশ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ,
নগরে-বিদ্রোহ, দেশে অন্ত্রবিরোধ, রাজবাড়ীতে
রাজবিদ্রোহ, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক-ছেদ—সব
অমঙ্গল ঘটে এই গ্রহণের ফলে। আমার এই দুঃস্থ
পুত্রের গ্রহবৈগুণ্য ঘটেছে। পুত্র হয়ে পিতার
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। রাজা স্বভাবচ্যুত হয়েছেন,
—পিতা আজ সন্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।
জীবনে সুখের দিন কেটে গেছে। এখন
শুধু ষড়যন্ত্র, শত্রুতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা। জীবনের
শেষ দিনগুলো অশান্তিতে পূর্ণ করে তার পরে
কবর। এই দুঃস্থের সন্ধান করো। এতে
তোমার কোনো ক্ষতি নেই,—কিন্তু খুব সাবধান।
উদারচরিত সদাগর কেট দেশ থেকে চলে
গেছেন। তাঁর অপরাধ? তিনি সত্যবাদী।
অভুত! অভুত!

[শ্রুতের প্রশ্নান]

এড। জগতে এ এক মজার বুজবুজী। আমাদের
অদৃষ্ট মন্দ হলে (যা আমাদের কর্মফলে ঘটে)

আমাদের দুঃখের জন্ত সূর্য-চন্দ্র আর নক্ষত্র-
গুলোকে করি দায়ী! যেন অদৃষ্ট-দোষে আমরা
দুঃখিন, দেবতার শাপে নির্দোষ, গ্রহের ফলে
জোচ্চোর, চোর, বিশ্বাসঘাতক! গ্রহবৈগুণ্যে
আমরা মাতাল, মিথ্যাবাদী, পরদার-রত।
ভগবানের লেখার ফলেই আমরা যত কিছু অপ-
রাধ করি—অনাচার করি—শত দোষে দুষী
হই। এডগার! বাঃ! সেকলে নাটকের নটের
মত ঠিক সন্ধিস্থলেই

(এডগারের প্রবেশ)

হাজির! ওর আসার পূর্বে আমিও নাগা
ককিরদের মত কাঁদুনি শুরু করি। হায়, হায়,
এই গ্রহণই পারিবারিক-বিবাদের সূচনা করে।
মা—পা—দা—গা—

এডগা। কি ভাই এডমণ্ড—কেমন আছো?
গভীর গবেষণায় নিমগ্ন দেখছি যে।

এড। সেদিন একটা ভবিষ্যৎ-গণনা পড়ে ইস্তক
গত গ্রহণের ফলের কথা ভাবছিলাম।

এডগা। এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ।

এড। যা পড়া গেল, তা যে ঠিক-ঠাক মিলে যাচ্ছে।
কি রকম শুনবে? সন্তান আর পিতা-মাতা—
দুয়ের মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যবহার,—মৃত্যু,
হত্যাকাণ্ড, বন্ধুত্ব-নাশ, রাজ্যে বিরোধ-বিচ্ছেদ,
রাজা আর সভাসদের মধ্যে আতঙ্ক, মিথ্যা
অবিশ্বাস, বন্ধু-নির্দোষ, বিবাহ-বন্ধন-ছেদ—কে
জানে আরও কত কি!

এডগা। কতদিন থেকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তোমার
এমন জ্ঞান হয়েছে?

এড। ও সব কথা বাক! বাবার সঙ্গে এর মধ্যে
দেখা হয়েছিল?

এডগা। কেন? কাল রাত্রে দেখা হয়েছে।

এড। তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল?

এডগা। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে...অনেক কথা।

এড। যখন চলে এলে, তখন তাঁর কথায় বা
মুখের ভঙ্গীতে কোনোরকম বিশেষ কিছু ভাব
লক্ষ্য করেছিলে?

এডগা। কৈ...না।

এড। আমার মনে হয়, তোমার উপর তিনি বিরক্ত
হয়েছেন। আমার কথা শোনো, এখন তাঁর
সামনে ঘেঁষো না, অন্ততঃ যতক্ষণ না তাঁর রাগ
পড়ে। তাঁর এখন এমন রাগ হয়েছে যে, তোমায়
দেখতে পেলে কি যে হবে, তার ঠিক নেই।

এড্‌গা। কোনো বদমায়েস ফন্দীবাঁজ তাহলে
আমার নামে নিশ্চয় কিছু লাগিয়েছে।

এড। আমারও তাই মনে হয়। তবু তোমার আমি
অনুরোধ করছি, যতক্ষণ না তাঁর রাগ পড়ে তত-
ক্ষণ তাঁর সামনে যেয়ো না। আমার কথা
শোনো—এখন আমার ওখানে যাও। সেখানে
আমি তোমাকে তাঁর মনের পরিচয় দেবো।
আমার কথা রাখো, যাও,—এই নাও আমার
চাবি। যদি বাহিরে যাও, শশস্র হয়ে যেয়ো।

এড্‌গা। শশস্র কেন?

এড। তোমার ভালোর জন্তই বলছি, তাই। শশস্র
হয়ে যেয়ো,—পিতা যদি তোমার উপর রাগ না
করে থাকেন, তাহলে আমার মিথ্যাবাদী বলে
জেনো। যেটুকু আমি দেখেছি আর শুনেছি,
তা থেকে বলছি,—সেই দেখা-শোনাতেই আমার
প্রাণ শুকিয়ে গেছে,—তোমাকে জোড় হাত
করে বলছি, তাই, এখন যাও।

এড্‌গা। তুমি শীঘ্র আস্‌চো তো?

এড। নিশ্চয়। আমাকে তোমার সহায় বলে
জেনো।

[এড্‌গারের প্রস্থান।

কান্-পাংলা বাপ, আর উদার তাই! এমন
সুন্দর যার স্বভাব, কাকেও যে সন্দেহ বা
অবিশ্বাস করে না, যার স্বভাবের উপর নির্ভর
করে আমার আজ দিব্যি আরামে দিন কাটছে—
আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, জন্ম লাভ করে যা
পাই নি, বুদ্ধি-বলে আমি তা আয়ত্ত করবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

এলবেগীর গৃহ

(গনৈরিল ও ভৃত্যের প্রবেশ)

গনে। বাবা কি তাঁর বসন্তকে ধমকাবার জন্ত
আমার চাকরকে মেরেছেন?

ভৃত্য। হাঁ, রাণী-মা।

গনে। দিন-রাত আমার জ্বালাতন করছেন।
প্রতি-মুহূর্ত্তে একটা না একটা অপরাধ
করে আমাদের সব কাজে ব্যাধি বাধিয়ে
তোলেন। এ আমি সহ্য করবো না। তাঁর
সভাসদদের নিয়ে জটলা করবেন, আর সামান্য

ছলছুতো ধরে দেবেন আমাদের দোষ। শীকার
থেকে তিনি ফিরে এলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা
কইবো না। বলা, আমার অস্থখ করেছে।
আর আগেকার মত যদি...অর্থাৎ তোমার
কাজে যদি অবহেলা দেখাও—তাহলে ভালোই
হবে। যদি তিনি দোষ ধরেন, আমি তার
জবাব দেবো।

ভৃত্য। ঐ তিনি আসছেন রাণী-মা। ঐ তেরী
বাজে। (ভেরী-নিবাদ)

গনে। তুমি আর অল্প দাস-দাসীরা তাঁর কাজে খুব
ব্যাজার-ভাব দেখিয়ে। তাঁকে আমি জানাতে
চাই, এখানে আমার ব্যবস্থা যদি তাঁর পছন্দ না
হয়, তিনি যেন মেজো-বোনের কাছে যান।
তাঁর মনের ভাব আমি বেশ জানি। আমার
কিছা মেজো বোনের কাছে তাঁর অত আশ্রিত্য
আর চলে না। বুড়ো হয়েছেন—বুদ্ধি লোপ
পেয়েছে—তবু এখনও সাধ, কর্তৃত্ব করবেন!
আমি ঠিক বলতে পারি, বোকা বুড়োরা ঠিক
ছোট ছেলোদের মত—যখন বেগড়ায়, তখন
ধমকে আর আদরে তাদের বাগে রাখতে হয়।
যা বললেম, যেন মনে থাকে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে রাণী-মা।

গনে। তাঁর সভাসদদের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার
করবার দরকার নেই। সে জন্ত ভয় নেই।
তোমার সঙ্গীদের এই কথা বলে দেবে,—এই
নিয়মই আমি সব কথা তুলবো,—মেজোকেও
এখনি চিঠি লিখে আমার মত এমনি ব্যবহার
করতে পরামর্শ দেবো।...খাওয়ার আয়োজন
করো গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দর-দালান

(ছদ্মবেশী কেণ্টের প্রবেশ)

কেণ্ট। আমার গলার আসল স্বরটুকু যদি বদলাতে
পারি, সেই সঙ্গে সাধু-ইচ্ছাটুকু কথার পালিশে
গোপন করতে পারি, তবেই ছদ্মবেশ সার্থক
হবে। নির্বাসিত কেণ্ট। তোমায় নির্বাসিত
করেছেন। যদি তাঁর উপকার তুমি করতে পারো,
তা হলেই তোমার প্রাণের প্রভু—মাকে তুমি

আন্তরিক ভালোবাস,—তোমায় প্রভুভক্ত দাস বলে চিনতে পারবেন।

(ভেরী-ধ্বনি)

(লীয়ার, সত্যসঙ্গণ এবং অমুচরবর্গের প্রবেশ)

লীয়ার। আমি আহারের জন্ত এক মুহূর্ত অপেক্ষা করবো না,—শীঘ্র সব প্রস্তুত করো।

[একজন ভৃত্যের প্রস্থান।]

তুমি কে?

কেণ্ট। মানুষ।

লীয়ার। তুমি কি করো? এখানে প্রয়োজন?

কেণ্ট। আজ্ঞে, বাহিরে আমায় যেমন দেখচেন, কাজেও আমি তাই। অর্থাৎ যিনি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাঁর কাজে আমি প্রাণ পণ করি। যিনি সত্যপ্রিয়, তাঁকে আমি ভালোবাসি; যিনি জ্ঞানী, যিনি অল্প কথা কন, তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা কই, শাস্তিকে চিরদিন ভয় করি,—যখন নিরুপায় হই, তখনই শুধু আমি অস্ত্র ধরি।

লীয়ার। কে তুমি?

কেণ্ট। সাদাসিধে লোক মশায়—আর মহারাজের মতই গরীব।

লীয়ার। রাজা হয়ে তিনি যেমন গরীব, প্রজা হয়ে তুমি যদি তেমন গরীব হও, তাহলে নিশ্চয় তুমি খুবই গরীব। তা, তুমি কি চাও?

কেণ্ট। আজ্ঞে, কাজ করতে চাই।

লীয়ার। কার কাছে কাজ করবে?

কেণ্ট। মশায়ের কাছে।

লীয়ার। আমাকে তুমি চেনো?

কেণ্ট। না মশায়, তবে আপনার মুখে প্রভুত্বের লক্ষণ দেখছি। আপনাকে প্রভু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

লীয়ার। কি লক্ষণ দেখচো?

কেণ্ট। আজ্ঞে, রাজ-লক্ষণ।

লীয়ার। কি কাজ তুমি জানো?

কেণ্ট। আজ্ঞে মশায়, আমি খুব সংপরাশ্রম দিতে পারি,—ঘোড়ায় চড়তে পারি, দৌড়তে পারি, অদ্ভুত গল্প বলবার মুখে মাটি করে দিতে পারি,—খবর দিতে হলে এক-রকম করে তাও দিয়ে আসতে পারি। মোট কথা, সবাই যা করতে পারে, আমিও তা পারি। অর্থাৎ খুব খাটতে পারি।

লীয়ার। তোমায় বয়স কত?

কেণ্ট। আজ্ঞে, তা, বয়স এমন অল্প ভাববেন না যে

কোনো সুন্দরীর মধুর স্বরে মোহাচ্ছন্ন হবো! আবার এমন বুড়োও হইনি যে সুন্দরীর প্রতি-হাব-ভাবে একবারে বিভোর হয়ে যাবো! অর্থাৎ আমার পিঠে এখন আট্টচল্লিশ বছর ওর করেছে।

লীয়ার। বেশ! আমার সঙ্গে তুমি থাকো। আমার কাছে কাজ করতে যদি আহারের পর অনিচ্ছা না হয়, তোমাকে আমি আমার কাছেই রাখবো। খাবার নিয়ে এস। আমার বয়স কত? কোথায়? যাও, আমার বয়সকে ডেকে আনো।

(অসুওয়াল্ডের প্রবেশ)

কোথায় যাচ্ছ দেওয়ান-মশাই! আমার কত্যা কর্ডিলিয়া কোথায়?

অসু। আজ্ঞে...

[প্রস্থান।]

লীয়ার। কি বলে,—ও গাধাটাকে ফেরাও তো! আমার বয়স কোথায়? সবাই মরেছে না কি? কি রকম! কোথায় সে হতভাগা?

সভা। আজ্ঞে প্রভু, ও বলছে, আপনার কত্যা শরীর অসুস্থ।

লীয়ার। নফর বেটাকে ডাকলেম, তা ফিরে তাকালো না! এর মানে?

সভা। আমাকে পষ্ট জবাব দিলে মশায় যে, ও শুনবে না।

লীয়ার। শুনবে না!

সভা। না প্রভু! জানি না, কি হয়েছে,—কিন্তু আমার বিশ্বাস, আগের মত আর মহারাজের আদর-অভ্যর্থনা বা সেবা-পরিচর্যা হচ্ছে না। যত্নের খুব ক্রটি দেখছি। চাকর-বাকর, আপনার জামাই-মেয়ে—সকলেরই দেখছি এক ভাব।

লীয়ার। বলো কি!

সভা। আজ্ঞে, আমার ভুল হলে মাপ করবেন। আমার প্রার্থনা, মহারাজের অমর্যাদা দেখলে কর্তব্যানুরোধে সে কথা আমাকে বলতেই হবে।

লীয়ার। তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস আরও বাড়লো,—ইদানীং আমিও যেন তামুল্য-ভাব লক্ষ্য করছি,—আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব বলেই মনে করছিলাম। কিন্তু এ কথা ভাবিনি যে এর মধ্যে অভিসন্ধি আছে। হঁ, বিশেষ করে দেখতে হবে। আমার বয়স কোথা গেল? তাকে আমি দুদিন দেখি নি।

সভা। আমাদের ছোট-মা ফ্রান্সে যাওয়া অবধি সে যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে।

লীয়ার। সে কথার প্রয়োজন নেই। যা দেখবার, আমিও দেখেছি। যাও, আমার কত্নাকে বলোগে, তার সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই। আর আমার বয়সকে ডাকো।

(অসুওয়াল্ডের পুনঃপ্রবেশ)

মশায়, মশায়, এ দিকে আসুন। আমাকে চিনতে পারেন?

অসু। ও! আমাদের রাণী-মার বাবা-মশায়।

লীয়ার। রাণী-মার বাবা। রাজার দাস। বে-জন্মা কুকুর! ক্রীতদাস!

অসু। আজ্ঞে, ও রকম কথা আমার বলবেন না, মশায়।

লীয়ার। বদমায়েস, আমার সঙ্গে সমানে উত্তর দিল। (প্রহার)

অসু। আজ্ঞে, আমার গায়ে হাত দেবেন না, মশায়। কেণ্ট। গায়ে হাত কি! তোর পা ধরে উল্টে দেবো। (উল্টাইয়া দিলেন)

লীয়ার। বাঃ! বেশ কাজ করেছে,—বেশ! তোমায় আমি মাথায় করে রাখবো।

কেণ্ট। উঠে আস্তে আস্তে পালা। চাকরে-মনিবে কত তফাৎ, তোকে হাড়ে হাড়ে সে শিক্ষা দেবো। পালা—পালা। ফের যদি দড়াম করে পড়বার ইচ্ছা না থাকে, আর ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো পালা।

(ধাক্কা দিয়া অসুওয়াল্ডকে দূরীকরণ)

লীয়ার। বেশ করেছে! তোমার পুরস্কার নাও। (পুরস্কার দান)

(বয়স্কের প্রবেশ)

বয়স্ক। একেও দলে নেওয়া যাক।—পরো বাপধন মাথায় আমার এই গাধার টুপি।

(কেণ্টকে টুপি দিল)

লীয়ার। খবর কি?

বয়স্ক। আজ্ঞে মশায়, আপনার মাথার ঐ টুপিটা দিলেই ভালো হতো।

কেণ্ট। কেন রে বোকা?

বয়স্ক। কেন? মানে, যার সময় মন্দ, তার সঙ্গে যোগ দিলেই আজকালকার দিনে মাল্লব বোকা হয়। জল উঁচু না বলতে পারলেই মুন্সিল,—অমনি বেগ ডালেন। আর বাইরে বসে করো

তুমি ঠাণ্ডা ভোগ! এই আমার টুপি নাও। এ টুপি তোমার মাথায় সাজবে ভালো। দুটি কত্নাকে তাড়িয়েছেন, আর একটিকে ভুলে আশীর্বাদ করে ফেলেছেন। বললেন, তুমি যদি এর সঙ্গে থাকো তোমাকে গাধার টুপি পরতে হবে—কি বলো খুড়ো? তাই ভাবি, আমার যদি দুটো টুপি থাকতো, আর দুটি কত্না...

লীয়ার। কেন? তা হলে কি হতো?

বয়স্ক। দুটি মেয়েকে বিষয়-সম্পত্তি যথাসর্ব্ব্ব দিয়ে, গাধার টুপি দুটি নিয়ে আমি থাকতাম! এই একটা টুপি আছে। নাও এটি! আর একটি তোমার মেয়ের কাছ থেকে ভিক্ষা মেগে নিয়ে।

লীয়ার। চাবুক ভুলে গেছি—না?

বয়স্ক। আজ্ঞে, জগতে শতা বলে যে একটি জিনিস আছে, সে হলো কুকুর; তার গর্ভে থাকা ভালো। তাকে চাবুকে বার করতে হবে, কিন্তু কুকুর-গৃহিণী মহা আদরে আশুনের কাছে থেকে সারা ভুবন গন্ধে ভরিয়ে তুলবেন।

লীয়ার। ওঃ বিব! বিব!

বয়স্ক। খুড়ো, আমি তোমাকে বক্তৃতা শোনাতে।

লীয়ার। শোনাও।

বয়স্ক। তবে ইয়াদ রাখো খুড়ো—

থাকে যেন বেশী, বাইরে যা দেখাও;
জানো যত, তার চেয়ে কম কথা কও;
আছে যত, তার চেয়ে কম ধার দিও;
ইটবার চেয়ে বেশী দূর ঘোড়ায় চেপে যেও;
শেখো বেশী যত বিশ্বাস তার কর আর না কর;
বাজী রেখো কম, তবে বেশী পাশা ছাড়;
বেশী তোমার থাকবে তেমন,
দু'দশ চেয়ে কুড়ি যেমন।

লীয়ার। কিছু হলো না রে বোকা।

বয়স্ক। তবে এ মিনি-পয়সায় উকিলের বক্তৃতা হলো! তুমি তো আর ফী দাও নি খুড়ো! কিছু নয় থেকে, কিছু বার করতে পারো না?

লীয়ার। না। ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না, বাপু।

বয়স্ক। (কেণ্টের প্রতি) বলে দিন তো মশায়, ওঁর এত জমি-জায়গা আছে, তার কত খাজনা উনি পান? সব শূন্য। হুঁঃ, বোকার কথা কে না বিশ্বাস করে!

লীয়ার। এঁকো বোকা।

বয়স্ক। আচ্ছা, বলো দিকি, এঁকো বোকা, আর সরল বোকায় তফাৎ কি?

লীয়ার। জানি না। বলো।

বয়স্তু । যে তোমায় শেখালে রাজা রাজত্ব
ছাড়িতে,—

বসাত্তারে আমার পাশে,
না হয় তুমিও পারো বসিতে ।

নিরেট বোকা আর সরল বোকা—
রাজা এখনি পাবে দেখিতে—

একটি তার বাউল সেজে আছে এখানে,—
আর একটি—এই যে সবাই পাচ্ছেন দেখিতে ।

লীয়ার । তুমি আমার বোকা বলচো ?
বয়স্তু । বলি রাজা, আর আর খেতাব সবই তো
দান করেছ, এখন বাকী আছে শুধু একটি ।

কেট । প্রভু, এ বোকা নয় ।

বয়স্তু । কি করে বোকা হবো, বলো ? আমীর-
ওমরারা কি আমার বোকা হতে দেবে ।
যদি একচেটে বোকার ব্যবসা চালাই, অমনি
বড় লোকগুলো দোকান খুলে হবেন তার
অংশীদার । মেয়ে-জাতটাও ফেলা যায় না
মশাই । তারাও ছেড়ে কথা কয় না । যেখানে
বোকা, সেইখানেই তাঁরা হাত বাড়াচ্ছেন ।
খুড়ো, একটি ডিম দাও দিকি বাবা, আমি
তোমায় ছুটো মুকুট দেবো ।

লীয়ার । কি রকম ছুটো মুকুট ?

বয়স্তু । কেন, ডিম দুটির শাঁস খেয়ে ফেলবো
আর খোলা দুটি হবে দুই মুকুট । যখন তোমার
রাজ-মুকুটখানি হুঁ ভাগ করে দুজনকে দিলে,
তোমাকেই কাদার উপর দিয়ে তোমার গাধা
বহিতে হলো, গাধার পিঠে আর তোমার চড়া
হলো না । তোমার ঐ কোঁ মাথার খুলিতে
কিছু বুদ্ধি নেই বাবা । থাকলে সোনার মাথার
খুলি, তোমার সেই মুকুটটি দান করতে না ।
যদি বোকার মত কথা না কয়ে থাকি, তো
চাবুক লাগাও ।

কখনও বোকার দাম এত কমে নাকো ;
বুদ্ধিমান হলে বোকা—বোকা বাঁচে নাকো ।
তাদের যা বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে,
কোমর বেঁধে বোকার দলে তারা মিশেছে ।

লীয়ার । কতদিন থেকে এমন কবি হয়েছ ?

বয়স্তু । যে দিন থেকে খুড়ো, তুমি তোমার মেয়েদের
মা-ঠাক্করণ বানিয়েছ ।

তাদের হাতে দিলে চাবুক

পিঠের কাপড় তুলে,

সুখের চোটে কেঁদে তাদের চক্ষু গেল ফুলে ।

দেখে আমি পরাণ-ভরে গাইছি তাদের সনে ।

রাজা যখন খেলা করে কচি খোকা বোনে,
বোকা তখন কোমর বেঁধে চোঁচায় আপন-মনে ।
খুড়ো, একটা কাঁজ করো বাবা—

একটা মাষ্টার রাখো,—

তোমার ভাঁড়কে মিথ্যে কথা শেখাবে । মিথ্যে
কথা শিখতে আমার বড় সাধ হয়েছে ।

লীয়ার । মিথ্যা কথা বললে চাবুক লাগাবো ।

বয়স্তু । বুঝতে পারলেম না বাবা মনের তত্ত্ব ।
তুমি আর তোমার মেয়েগুলি কি ধাতে তৈরী
বুঝলেম না । সত্য বললে তারা চাবুক লাগাবে,
আর মিথ্যে বললে তুমি দেবে চাবুক । চূপ করে
থাকলেও নিস্তার নেই । যা হয় একটা কিছু
হবে, আর বোকা বনুচি না । যাই হই মোদ্দা
তা বলে খুড়ো তোমার মত হবো না । তোমার
বুদ্ধি হুঁতাকে ভাগ করেছো, মাঝে আর কিছু
নেই, বাবা । এই নাও, তোমার বুদ্ধির এক
ভাগ যিনি পেয়েছেন, তিনি আসছেন ।

(গনেরিলের প্রবেশ)

লীয়ার । কি মা ? কপালে কাপড় বেঁধেছ কেন ?
রাগে কুঞ্চিত-কপোল হয়েছিলে ?

বয়স্তু । তখন তোমার সময় ভালো ছিল খুড়ো, যখন
মেয়েদের চোখ-রাঙানির তোয়াক্সা রাখতে না ।
এখন খুড়ো, তুমি বেবাক শূন্তি—অক্ষশাস্ত্রের
ভ্রয়ো শূন্তি—নিজের যার কোনো দাম নেই ।
আমিও তোমার চেয়ে ভালো—আমি তব
বোকা । তুমি কি নও ? আচ্ছা, এখন চেপে
যাই । (গনেরিলের প্রতি)

কিছু নাই যার,

বড় দরকার তার—

এই দেখ খোলা-সার ।

গনে । শুনহ রাজন, তব বয়স্তু-বচন নাহি গণি—
বচনে তাহার আছে অধিকার ।

আর যত সভাসদ, দিবারাতি বিবাদে মগন ;

সর্ব কার্যে ধরে দোষ,

মর্যাদা নাশিয়া বাদ-বিসম্বাদে রত ;

মনেতে আছিল—জানায়ো তোমারে,

এ সবের প্রতিকার পাইব নিশ্চিত ।

কিন্তু তব বাক্য আর কার্য হেরি,

সে বিশ্বাস ঘুচিয়াছে ।

এ সবের নায়ক সে তুমি,

উৎসাহে মাতাও সব অমুমতি-দানে ;

অন্ত ভাব হলে তব

শাস্তি হবে পেতো সমুচিত—যুচিত জজাল।
 রাজত্বের শুভাশুভ গণি
 প্রতিকার উচিত ইহার।
 হই যদি অপরাধী তায়—
 রাজ্যরক্ষা—হেতু তাহা করিব নিশ্চিত।
 বয়স। খড়ো, এ সব খাশা হচ্ছে, বাবা।
 কাকের বাসায় কোকিল বাড়িতে থাকে—
 বড় হয়ে সে কোকিল তাড়াইল কাকে।
 বিষয়-সম্পত্তি সাথে গেল আশা-ভাষা—
 এবারে শুকায় তুমি গুঁড়া হও খাশা।
 লীয়ার। তুই কি তনয়া মোর ?
 গনে। স্থির হও। আগে তোমার যেমন বুদ্ধিগুণ
 ছিল, যেমন ভাবে থাকতে, তেমনি থাকো।
 এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করো।
 বয়স। আচ্ছা, গাড়ী যখন ঘোড়া টানে, তখন
 গাধা কিছু টের পায় না ? হেট-হেট বাবা, হেট।
 লীয়ার। বলতে পারো, আমি কে ? কেন আমি
 আর লীয়ার নই ? লীয়ারের চলন কি এমন ?
 তার ভাষা এমন ? লীয়ারের চক্ষু আজ অন্ধ,
 তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। না হয়, বিবেচনা-
 শক্তি নষ্ট হয়েছে। আমি জেগে আছি ? না,
 ঘুমোচ্ছি ? না, এমন হতে পারে না—কে ?
 কে ? কে আমার বলতে পারে, আমি কে ?
 বয়স। তুমি রাজা লীয়ারের ছায়া। আর কিছু
 নও।
 লীয়ার। আমি জানতে চাই, আমার রাজ-লক্ষণের
 বলে—বুদ্ধি কিম্বা জ্ঞানে অমৃত হই যে, রাজা
 লীয়ার আছে ; তার কথা আছে। সম্প্রতি যে
 ব্যবহার পেয়েছি, তাতে কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না।
 বয়স। তারা এখন বাপের ছায়াকে চায়, আস্তা
 মেনে চলুক।
 লীয়ার। ভদ্রে তোমার নাম ?
 গনে। শুনহ রাজন। হেরি এ বিষয় তব
 মনে হয়, চতুর চাতুরী খেলা খেলিছ নুতন।
 প্রার্থনা আমার, অভিপ্রায় বুঝ নিশ্চিত,
 এ বুদ্ধ বয়সে জ্ঞান উচিত তোমার।
 শত সভাসদ আজি রেখেছ হেথায়,—
 অসংখ্যমী, অত্যাচারী, উদ্ধত সকলে ;
 রাজগৃহ করিয়াছে সুরার বিপণি
 হীন ঘৃণ্য অন্ত্যজের আচরণে, দেখি।
 কামাচারী বিলাসীর দল
 মোর গৃহ
 আড়া করিয়াছে—যেন নটীর আলয়।

লজ্জা-ভরে এইক্ষণে চাহি প্রতিকার।
 কথা রাখ, যাচি আমি—
 নহে স্বহস্তে ছেদিব বাধা।
 সংখ্যায় করহ নান দল-বল তব।
 রবে যারা, কার্য্য তারা
 করিবে বুঝিয়া—তোমার বার্তিক্য-মত।
 লীয়ার। কি পাশ। অথ মম কর সুসজ্জিত।
 ডাকো মোর সভাসদগণে,
 অতি নীচ...কথা মোর নোস্ তুই কতু !
 আমা হতে ক্রেশ আর হবে না সহিতে—
 এখনও রয়েছে অস্ত তনয়া আমার।
 গনে। ভৃত্য মোর করেছ প্রহার ;
 অত্যাচারী সঙ্গীদল তব
 প্রভুত্ব খাটায় সবে তাদের উপর।

(এলবেণীর প্রবেশ)

লীয়ার। হতভাগ্য সেই, অনুতাপ করে যে পশ্চাতে।

(এলবেরির প্রতি)

আসিয়াছ মহাশয়, তব অভিমত প্রস্তাব ইহার,
 শুন কথা—অথ কর সুসজ্জিত।
 কৃতঘ্নতা।—পিশাচী পাবাণী তুই !
 আরো ভয়ঙ্কর কুৎসিত আকার হয়
 সন্তানে যখন তুই করিস আশ্রয়।
 সামুদ্রিক জন্তু ক্ষুদ্র তোর তুলনায়।

এল। শাস্ত হন মহারাজ !

লীয়ার। ঘৃণিতা গৃধ্রী তুই !

মিথ্যা-বিষে রসনা পুরিত—
 সঙ্গী মোর সবে মানবের অগ্রগণ্য,—
 জানে তারা কার্য্য বিধিমতে,
 প্রতি কার্য্যে মর্যাদা রাখিছে নিতি ;
 কর্ডিলিয়ার অতি ক্ষুদ্র অপরাধ
 ধরেছিল কুৎসিত আকার—
 যাতনায় স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটিল,
 ভালোবাসা করি দূর।
 লীয়ার। লীয়ার ! লীয়ার।
 আঘাত হানো রে শিরে,
 হেন বিমূঢ়তা স্থান দিল যেবা—

(মস্তকে আঘাত করিয়া)

বিবেচনা করি দূর।

যাও, যাও সবে।

এল। মহারাজ আমি নির্দোষ, আপনার ক্রোধের
 কারণ জানি না।

লীয়ার। হতে পারে, জানো না সকলি।

শুন শুন হে প্রকৃতি, পূজ্য দেবি,

শুন মোর বাণী,

রোধ কর অভিপ্রায় তব—

সন্তানের ভার যদি লিখে থাকে ভালে,

জঠরে বক্ষ্যাহ দাও ;

শুধু কর উৎপাদিকা-শক্তি সমুদয়।

ঘণিত ও-দেহ হতে সন্তান না জনমে কখনো

বাড়াইতে মান ওর জননী বলিয়া।

সন্তান-জনম যদি না পারো রোধিতে,

কুসন্তানে দিক্ স্থান গর্ভেতে উহার,—

জীবিত থাকিতে যেন দিয়ে জলাঞ্জলি

মাতৃস্নেহ, মাতৃভক্তি, মাতৃ-সাধ-আশে—

কাঁদায় উহারে সারা দিবস-রজনী—

তরুণ কপোলে যেন মাখায় কালিমা।

দিবানিশি অশ্রুপাতে

শুধু যেন হয় ওর মুখের লালিমা—

মাতৃ ক্রেশ, যত্ন-স্নেহ

হয় ঘণ্য হয় যেন সবাকার কাছে।

অমুভব করে যেন ওর আশীর্ষ

তীব্রতর দংশনের সম।

দংশিয়ে অন্তরে কৃতঘ্নতা—

হেন হীন সন্তান বাহার।

যাই, যাই।

[প্রস্থান।

এল। হায় ভগবান, কোথা হতে ঘটিল এমন।

গনে। কি কাজ জানিয়া তব কারণ ইহার?

বার্কিকোর ক্রোধ, আপনিই হবে লীন।

(লীয়ারের পুনঃ প্রবেশ)

লীয়ার। এক কথায় আমার পঞ্চাশজন সভাসদকে

তাড়ালে। এক পক্ষ সময় কাটিলো না।

এল। কি হয়েছে মহারাজ?

লীয়ার। শুনবে সকলি,

জীবন-মরণ, লজ্জা হয় চিন্তায় আমার—

(গনৈরিলের প্রতি)

মহুয্য লজ্জা পায় আচারে তোমার।

তপ্ত অশ্রু মোর এই কপোল বহিয়া

ঝরিতেছে হীনমতি কন্ঠার কারণে।

কুস্মাটিকা ঢাকুক তোমায়।

পিতৃশোক-রাশি যেন বিদ্ধ করে তোরে—

অমুভব-শক্তি তোরা

ভঙ্গা যেন হয় ভায়।

বার্কিকোর নয়ন-মুগল।

শোক তব ইহার কারণে—

উখাড়ি নয়ন তোমা দিব বিসর্জন,

নিষ্কেপ করিব জলে এই দণ্ডে তোরে

কালিমাখা কর্দ্দমেরে সিন্ত করিবারে।

হায়, এই ঘটিল কি শেষে।

ঘটুক। এখনো আছে অপর তনয়া,

মুষ্টিমতী করুণা সে শাস্তি-প্রদায়িনী ;—

শুনিলে কাহিনী তব, নখাঘাতে তোরে

খণ্ড খণ্ড করিবেক বাধিনীর সম।

দেখিবি তখন, আবার পেয়েছি

ফিরে সে পূর্ব গৌরব ;

ভাবিস, যা হারিয়েছি—দেখিবি তখন

সব...সব ফিরে পুনঃ পেয়েছি নিশ্চিত।

[লীয়ার, বেণ্ট ও অমুচরবর্গের প্রস্থান।

গনে। শুনিলে তো কথা?

এল। তব প্রতি প্রেম মম সমধিক,

কিন্তু হেন পক্ষপাতী হতে নারি গনৈরিল।

গনে। প্রার্থনা আমার,—ক্ষান্ত হও।

অস্ওয়াল্ড কোথা?

(বয়স্কের প্রতি) কি মশায়, বোকার চেয়ে পাজী

তুমি বেশী—প্রভুর সঙ্গী ঘটে।

বয়স্ক। লীয়ার খুড়ো, লীয়ার খুড়ো, একটু দাঁড়াও

বাবা, তোমার বয়স্কটিকে সঙ্গে নাও—ফেলে

যেয়ো না।

যখন কেউ শেয়াল ধরে,

আর এমন মেয়ে থাকে ঘরে,

সে যেন ঠিক ফাঁশি-কাঠে চড়ে।

আমার টুপির বদলি নিয়ে ফাঁশ-দড়িটা মিললে

পরে এমনি করে, এমনি করে পড়ো বাবা সরে।

[প্রস্থান।

গনে। এ লোকটার বুদ্ধি আছে;—একশো

সভাসদ। তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখা শুধু

নিরাপদের জন্ত। কৌশল। একশো সভাসদ।

হয়তো একটা স্বপ্ন, জনরব, মিথ্যা অনুমান,

সামান্য মনোভঙ্গ—কিছু একটু ঘটলেই এমনি

ওদের জোরে নিজেকে রক্ষা করবেন। আর

আমাদের জীবন নির্ভর করবে ওর দয়ার উপর।

অস্ওয়াল্ড কোথা?

এল। তুমি বড় বেশী ভয় পাচ্ছ।

গনে। এতখানি বিশ্বাসের চেয়ে নিরাপদে থাকা

ভালো। আমি যে ভয় করছি, সে ভয় ঘুচতে

দাও। ভয় আর আমি রাখচিনে। ওঁর মন

আমি খুব ভালো করে জানি। যা বললেন, সব

কথাই মেজো বোনকে লিখে পাঠিয়েছি। এখন
সদত নয় বলেছি, তখন সে কিছুতেই তাঁকে
তার শত সত্যসদশঙ্কু তার ওখানে ঠাই দেবে
না। কৈ, অসওয়াল্ড এখনও এলো না।

(অসওয়াল্ডের প্রবেশ)

সে চিঠি তুমি মেজো বোনকে পাঠিয়েছ ?

অস্। হাঁ দেবি।

গনে। কজন লোক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমার
মেজো বোনের কাছে গিয়ে তাঁকে আমার ভয়ের
কথা খুলে বলো। বলে তার সঙ্গে তুমিও
বৃত্তি-পরামর্শে যা উচিত মনে করবে, বলো—
যাতে তার মন আরো খারাপ হয়। যাও। আর
শীঘ্র ফিরে এসো।

[প্রস্থান।

না, না, প্রভু, যদিও নিন্দা করি না, তবু
এমন সৌজন্ত আর কোমল আচরণ তোমার
সাঙ্গে না। মন তোমার নরম—সেজন্ত সকলে
সুখ্যাতি করে; কিন্তু বুদ্ধিও তোমার এত কম
যে সেজন্ত তোমার শাসন দরকার।

এল। কতদূর দৃষ্টি তব পারি না বলিতে,—

কুশল বিনাশি মোরা সুফল লভিতে।

গনে। না, তবে...

এস। দেখা যাক, কি হয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

এলবেগীর গৃহ—অলিন্দ

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়স্টের প্রবেশ)

লীয়ার। এই পত্রখানি তুমি শীঘ্র গঠর-অধিপতির
কাছে নিয়ে যাও। আমার কন্তাকে কোন কথা
বলবার প্রয়োজন নেই। তবে পত্র পড়ে যদি
কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, জবাব দিয়ো। যদি
শীঘ্র না যেতে পারো, তোমার আগে আমি
গিয়ে পৌঁছবো।

কেণ্ট। আপনার পত্র যতক্ষণ না যথাস্থানে পৌঁছে
দিতে পারি, ততক্ষণ আমার নিদ্রা হবে
না প্রভু।

[প্রস্থান।

বয়স্ট। খুড়ো, কারও মগজ যদি পায়ের গোড়ালিতে

থাকতো, তা হলে মগজে ধরতো আগুন-বাত—
হাঁ কি না, বলো দিকি ?

লীয়ার। হাঁ।

বয়স্ট। হুঁটি করো, খুড়ো, হুঁটি করো—তোমার বুদ্ধি
ঢাকা পড়েছে।

লীয়ার। হাঃ হাঃ হাঃ।

বয়স্ট। তোমার অগ্র কন্ঠাটিও ঠিক এই রকম
ব্যবহার করবে। এ মেয়েটি নোনা, সেটি
আতা,—যা মুখে আসে, আমি তাই বলে ফেলি—
এই আমার মন্ত দোষ।

লীয়ার। কি বলচো ?

বয়স্ট। বলছি, দুজনেই এক ছাঁচে ঢালা। বলতে
পারো খুড়ো, আমাদের মুখের মাঝামাঝি এই
নাকটা কেন আছে ?

লীয়ার। না।

বয়স্ট। নাকের উপরে দুটি চোখ থাকবার জন্ত।
মাহুষ চোখে যা দেখতে পায় না, গন্ধে সেটুকু
জেনে নেয়।

লীয়ার। আমি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি।

বয়স্ট। আচ্ছা; বল দেখি, বিলুপ্ত কি করে গায়ের
খোলা তৈরি করে ?

লীয়ার। জানি না।

বয়স্ট। আমিও জানি না, তবে শামুকের খোলা
আছে কেন, বলতে পারি।

লীয়ার। কেন ?

বয়স্ট। মাথা রাখবার জন্ত। শামুক এমন বোকা
নয় যে, খোলাটি মেয়েদের দিগ্নে নিজে শেষে
মাথা রাখবার জায়গা পাবে না।

লীয়ার। স্বভাবের বিকৃতি ঘটলো। এমন স্নেহময়
পিতা!...আমার ঘোড়া তোয়ের ?

বয়স্ট। তোমার গাধা-চাকরগুলো ঘোড়ার খোজে
গেছে। সাততাই টাপা—সাতটির বেশী নয়
কেন জানো ? সে ভারী মজার কথা।

লীয়ার। বটে। আট তাই নয় বলেই সাত তাই।

বয়স্ট। ঠিক বলেছ। তুমিও একজন পাকা বিদূষক
হবে একদিন।

লীয়ার। হঁ! প্রতিগ্রহ!—কিন্তু বিষম অকৃতজ্ঞতা।

বয়স্ট। তুমি যদি আমার বয়স্ট হতে খুড়ো, তা
হলে এত কম বয়সে বুড়ো হয়েছ বলে তোমাকে
আমি চাবুক লাগাতেম।

লীয়ার। কি রকম ?

বয়স্ট। আক্কেল জন্মাবার আগে তোমার বুড়ো হওয়া
উচিত হয় নি।

লীয়ার। ওঃ! আমাকে পাগল করো না, ভগবান!
শান্তি দাও,--শান্তি! আমার স্বভাবকে রক্ষা কর।
উন্মাদ হতে আমার বাসনা নেই।
(জনৈক তদ্রলোকের প্রবেশ)

অথ প্রস্তুত?

ভদ্র। প্রস্তুত, মহারাজ।

লীয়ার। এসো।

বয়স। কুমারীরা হাসছে ভারী—যাচ্ছি আমি দেখে,
চিরকুমারী থাকবে না কো কালে যদি রাখে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুপ্তের দুর্গ-কক্ষ

(এড্‌মণ্ড ও কিউরানের পরস্পর সাক্ষাৎ)

এড। কল্যাণ হোক!

কিউ। মশায়ের শ্রীবৃদ্ধি হোক! আপনার পিতার
সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি। কর্ণওয়াল-অধি-
পতি আর তাঁর পত্নী রীগান, রাত্রে তাঁর
বাড়ীতে থাকবেন, সে কথাও জানিয়েছি।

এড। এত কেন?

কিউ। তা আমি জানি না মশায়। বোধ হয়, খবর
সব শুনেছেন। আমি গুপ্তবের কথা বলছি।
মানে, প্রকাশ্যে কেউ কোনো কথা কহিতে সাহস
করছে না।

এড। কৈ, আমি তো কিছুই শুনি নি। কি খবর—
বলো দেখি?

কেউ। কর্ণওয়াল আর এলবেগী—হু' রাজায় যুদ্ধ
বাধবার জোগাড় হচ্ছে।

এড। আমি কিছুই জানি না।

কিউ। সময়ে জানতে পারবেন। তাহলে আসি।
[প্রস্থান।]

এড। কর্ণওয়াল-অধিপতি আজ রাত্রে এখানে
আসবেন। ভালো! ভালো! আমার অভিপ্রায়
সিদ্ধ হবার পথ তাহলে পরিষ্কার হচ্ছে। তাইকে
পাহারা দেবার জন্ত পিতা গ্রহরী নিযুক্ত করে-
ছেন। আমার একটা সমস্তার সমাধান করতে
হবে। অর্থাৎ ভাগ্যে নির্ভর রেখে কাজ করতে
হবে! ই্যা, একটা কথা আছে তাই। একবার
এদিকে এসো। শোনো।

(এড্‌গারের প্রবেশ)

রক্ষী আছে পিতার আদেশে।

পরিত্যাগ করো এই স্থান।

গোপন-আবাস ভব হয়েছে প্রকাশ।

রক্তনীর অন্ধকারে কর পলায়ন।

কর্ণওয়াল-প্রতিকূলে কয়েছিলে কথা?

রাত্রে আগিছেন তিনি রীগান-সংহতি।

এলবেগীর সহ তাঁর সময়ের কথা

কর নাই আলোচনা? দেখহ বিচারি।

এড। কতু কহি নাই ছেন।

এড। পিতাও আসেন, শুনি। ক্ষমা করো মোরে।

চাতুরীর ছলে আমি ধরি তরবারি

তব বক্ষ লক্ষ্য করি! ধরো অস্ত্র তুমি—

আত্মরক্ষা লাগি কর কৌশল তুমিও;

মানো পরাতব। লয়ে যাই পিতৃ-পাশে।

আলো! আলো! আলো!

করো পলায়ন।

আলো—আলো—আলো লয়ে এসো ছেথা।

[এড্‌গারের পলায়ন।]

রক্ত-চিহ্ন চাহি কিছু প্রত্যয়ের লাগি।

(হস্ত বিক্ষত করিয়া)

কীড়াচ্ছিলে মত্তপায়ীগণে

এ হতে বিষম কাণ্ড বহু দেখিয়াছি!

পিতা! পিতা! থামো! থামো!

কেহ নাই রক্ষিতে আমায়?

(গুপ্তর এবং আলোক হস্তে ভূত্যগণের প্রবেশ)

গুপ্তর। এড্‌মণ্ড!...কোথা সে দুর্জ্জন?

এড। অন্ধকারে ছিল সে দাঁড়িয়ে,

হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি।

ডাকিনীর মন্ত্র করি উচ্চারণ

সহায়-কারণে আহ্বানিয়া চন্দ্রমারে—

ভাগ্য দেবী তার...

গুপ্তর। গেল কোথা?

এড। রক্তাক্ত শরীর মম তাখো মহাশয়।

গুপ্তর। কোথা গেল পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন?

এড। পলাইয়া গেছে, যবে বিফল বাসনা।

গুপ্তর। অহুসর তারে, ধাও তাহার পিছনে।

[ভূত্যের প্রস্থান।]

বিফল বাসনা কিসে?

এড। বিফল বাসনা তার—

প্রভুর নিধনে মোরে প্ররোচিত করা।

কহিল তাহারে, পিতৃঘাতী-শিরে

বজ্র হানে দেবগণ প্রতিশোধ-তরে।

কহিহু আবার কত স্নেহের বচন—
সন্তান সে থাকে বাঁধা পিতার সহিত।
শুন প্রভু, হেরি মন্দ অভিপ্রায় তার
কর্ণপাত নাহি করি কভু,
ধরি তরবারি করে,—আক্রমিল মোয়ে,
অরক্ষিত বাহিতে সে করিল আঘাত।
সত্য সে বিরোধ যবে
সাহসে হৃদয় মোর উঠিল নাচিয়া,
হু হু আশ্রয়ান—
হেরি তাই, কিষা হয়ে ভীত,
আশ্রয়ের তরে যবে ডাকিহু সবারে,
গেল পলাইয়া।

গষ্টর। যাক! যাক! দূরে যাক পলায়ে দুর্জন।
হেথায় রহিলে বন্দী হবে স্ননিশ্চিত।
বন্দী হলে সর্বনাশ!
প্রভু মোর সমুদার নরপাল
অন্ত রাত্রে আসেন হেথায়।
তাঁহার আদেশে জানাবো সবারে—
যে তাহারে—হত্যাকারী-হীনে
বন্দী করি আনিবে আমার কাছে—
পাবে সাধু-বাদ।

এড। হেরি দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার,
অভিপ্রায় রোধিবারে
রূঢ় ভাষে কহিলাম—করিব প্রকাশ
তব দৃষ্ট অভিসন্ধি। করিল উত্তর,—
সম্পত্তি-বিহীন তুই নটীর সন্তান,—
মনে তোঁর এ বিশ্বাস—আমি বায় হলে
তোঁর বাক্য সত্য বলি করিবে প্রত্যয়?
মুঢ় তুই, তাই তোঁর এমন ধারণা।
আমি যদি জানাই সবারে (জানাবো, হুইলে বাদী)
তোঁর অভিমত আর সকল কৌশল,
আমার মরণে তোঁর সমধিক লাভ,
সেই লোভে মোর প্রতি এমন আচার।
এ কথায় প্রত্যয় না করিলে সকলে
নির্কোষ বুঝিব সবাই।

গষ্টর। অতীব দুর্জন।
এ পত্র সে অস্বীকার করিবে কেমনে?
পুত্র মম নহেক কখনো— (ভেরী-নিবাদ)
ভেরী-নাদ হচ্ছে। জানি না, তাঁর আসবার
কারণ কি। সমস্ত বন্দর আমি বন্ধ করে দেবো,
বদমায়েস পালাতে পারবে না; কর্ণওয়াল-
অধিপতি নিশ্চয় আমার অহুরোধ রক্ষা করবেন।
তার প্রতিকৃতি দেশে দেশে পাঠাবো; সকলে

তার পরিচয় জানবে। তুমি আমার অহুগত;
জারজ হলেও আমার সম্পত্তির অধিকারী।
তোমাকে ধোঁয়া করে তুলতে আমার চেষ্টার
ক্রটি ঘটবে না।

(কর্ণওয়াল, রীগান ও ভূত্যাগণের প্রবেশ)

কর্ণ। উনার-চরিত বন্ধু, সংবাদ কি? এখানে এসে
আমি বড় অদ্ভুত খবর শুনলেম।

রীগান। যদি সত্য হয়, তার যথোচিত শাস্তি দেওয়া
বড় কঠিন। আপনি কেমন আছেন?

গষ্টর। রাস্তি, বৃদ্ধ বয়সে আমার হৃদয় একেবারে
ভেঙ্গে গেছে।

রীগান। আমার পিতার ধর্মপুত্র আপনার জীবন-
হানি করবার চেষ্টা করেছিল? পিতা যার নাম
রেখেছিলেন, আপনার এডগার?

গষ্টর। রাস্তি, লজ্জায় আমার মুখে বাক্য সরচে না।

রীগান। আমার পিতার অসংবদ্য পার্শ্বচরনের সঙ্গে
সে ছিল না?

গষ্টর। তা জানি না। তবে কাজ খুবই গর্হিত।

এড। হাঁ রাস্তি।

রীগান। তার হৃদয় যে কলুষিত হবে, তাতে আশ্চর্য্য
কি। ওরাই তাকে বৃদ্ধের হত্যার জন্ত উত্তেজিত
করেছে তার বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে বলে।
আজ ভয়ীর পক্ষে সমস্ত খবর পেয়ে আমি সন্তর্ক
হয়েছি। যদি তারা আসে, আমার দেখা
পাবে না।

কর্ণ। আমারও দেখা পাবে না। এ-মণ্ড, শুনলেম,
তুমি পিতার প্রতি পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করেছ।

এড। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি মাত্র।

গষ্টর। এ তার দৃষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করে দিয়েছে
এবং তাকে ধরতে গিয়ে জখম হয়েছে

কর্ণ। তার পিছনে লোক গিয়েছে?

গষ্টর। হাঁ প্রভু।

কর্ণ। যদি সে ধরা পড়ে, তাহলে তার কাছ থেকে
আর কোনো অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। তুমি
মনকে স্থির করো—আমার শক্তিতে অচিরে সে
সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে। এডমণ্ড, তোমার নিজের
গুণে তোমার উন্নতি হবে—তুমি আমাদের সঙ্গে
থাকো; তোমার মত বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন
আছে। তোমাকে আমরা প্রথমেই গ্রহণ
করলেম।

এড। আমি আপনার সেবার তার গ্রহণ করলেম।
আর কিছু না পারি, পরম বিশ্বাসে সেবা করবো।

গুপ্তর। সে জন্ত আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

কর্ণ। তুমি জানো না, কেন আমরা তোমার কাছে এসেছি...

রীগানু। এমন অসময়ে অন্ধকার রাত্রে সদাশয় গুপ্তর, কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছি। আমাদের পিতা এবং ভগ্নী—উভয়ে পরস্পরের মনোবিবাদের বিষয় পত্রে লিখেছেন। গৃহ ত্যাগ করে এসে আমরা সে পত্রের উত্তর দিচ্ছি। দূতেরা সে সমাচার বহন করবে। আমাদের সদাশয় বুদ্ধ বন্ধু, স্বদয়ে আনন্দ অমুভব কর। আমাদের পরামর্শ দাও—তোমার পরামর্শ-মত আমরা কাজ করবো।

গুপ্তর। আমি আপনাদের সেবার নিযুক্ত। আপনাদের সাদর-অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুপ্তর দুর্গ।

(কেণ্ট এবং অসওয়াল্ডের দুই দিক হইতে প্রবেশ)

অস্। নমস্কার বন্ধু! তুমি এখানে থাকো?

কেণ্ট। হাঁ।

অস্। আমাদের ঘোড়া কোথায় রাখি?

কেণ্ট। কাদায়।

অস্। যদি আমার উপর মায়া থাকে, শীঘ্র বলো।

কেণ্ট। তোমার উপর আমার কোন মায়া নেই।

অস্। তাহলে আমিও তোমার তোয়াক্কা রাখি না।

কেণ্ট। যদি দারোগার খোঁয়াড়ে পেতেম, আমার তোয়াক্কা তাহলে রাখতে হতো কি না, দেখতেম!

অস্। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করচো কেন? আমি তোমায় চিনি না।

কেণ্ট। আমি তোমায় চিনি।

অস্। আমাকে কি বলতে চাও?

কেণ্ট। একটা পাজী, বদ, অঘল-চাকা, ছোট লোক।

দেমাকে, লক্ষ্মীছাড়া, ভাঁড়ে-মা-ভবানী বহরুপী,

ফোতো নবাব। ট্যানা-পর, পাজী, ভেতো,

মামলা-বাজ, বাঁকার কান্তিক! অষ্টধাতু, বার-

ফটাই, ভেড়ুয়াকা বাচ্ছা, রমণ-দূত! বেটাকে

চাবকে লাল করে দেবো, যদি বেটা এর একটি

খেতাব অস্বীকার করিস।

অস্। কি ভয়ঙ্কর লোক! আমার সঙ্গে চেনা নেই,

শোনা নেই—আমাকে গালাগাল দিচ্ছ!

কেণ্ট। বেহায়্যা গোলাম, আমার তুই চিনিগ না?

হুদিন আগে রাজার সামনে পা ধরে তোকে

উলটে দিয়েছি, মেরেছি। খোল্ তোর তলোয়ার!

খোল্! যদিও রাত্রি-কাল, তবু চাঁদের আলো

আছে,—আমি তোকে মেরে পস্তা উড়িয়ে

দেবো। বেটা নীচ অসভ্য জারজ! খোল্

তোর তলোয়ার।

অস্। যাও, তোমার সঙ্গে আমি লাগতে চাই না।

কেণ্ট। খোল্ পাজী, তোর তলোয়ার খোল্; তুই

বেটা রাজার বিরুদ্ধে চিঠি এনেছিস। তুই বেটা

উলু-খাগড়া, রাজার বিরুদ্ধে লেগেছিস। খোল্,

তলোয়ার খোল্, তোর পাজরায় তলোয়ারের

খোঁচা দেবো। খোল্ তলোয়ার! আয়

এগিয়ে...

অস্। বাবারে,—খুন করলে রে।

কেণ্ট। মার না বেটা, মার। দাঁড়া পাজী, দাঁড়া।

মার মার, বেটা বাবু-খানসামা, মার।

অস্। কে কোথায় আছ? খুন করলে! আমার

খুন করলে।

(এড্‌মণ্ড, কর্ণওয়াল, রীগানু, গুপ্তর ও
অম্বচরবর্গের প্রবেশ)

এড্। কি? ব্যাপার কি? সংএর পুতুল যেন!

কেণ্ট। এসো, তোমার সঙ্গে লেগে যাই। ভারী

সাহসী ছোকরা তুমি। ইচ্ছে হয়, এসো, দু-এক

যা খেয়ে যাও। এস ছোকরা-বাবু।

গুপ্তর। অস্ত্র। তলোয়ার। ব্যাপার কি?

কর্ণ। থামো। প্রাণদণ্ড হবে। যে চালাবে তার

প্রাণদণ্ড হবে। কি হয়েছে?

রীগানু। আমাদের ভগ্নী আর রাজার কাছ থেকে

এই ছুটি দূত এসেছে।

কর্ণ। তোমাদের বিবাদের কারণ?

অস্। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রভু।

কেণ্ট। তার আর আশ্চর্য্য কি। তোর সাহসের

দৌড় খুব দেখিয়েছিস। পাজী ভীতু, তুই কখনো

সম্ভাবে জন্মাস্‌নি। তোকে দর্জিতে বানিয়েছে।

কর্ণ। তুমি পাগল না কি? দরজিতে কখনও

মানুষের তৃষ্টি করতে পারে?

কেণ্ট। হাঁ মশায়, পারে। নূতন ভাস্কর কিম্বা

চিত্রকরও ওকে এতখানি খারাপ বানাতো না।

কর্ণ। বলো তোমাদের বিবাদের কারণ?

অস্। পুরোনো পাপী, মশাই। আমি ওর জীবন

রক্ষা করেছি।

কেণ্ট। জারজ বেটা। বেটা বাঁয়ে শ্রুতি নাম-কাটা
সেপাই। প্রভু যদি অহুমতি দেন, এই
পাজীটাকে মেয়ে আমি কাদা করে ফেলি।

কর্ণ। যুবক। তুমি মান-মর্যাদা জানো না?

কেণ্ট। খুব জানি মশাই, কিন্তু রাগের সময় অত
জ্ঞান থাকে না।

কর্ণ। এত রাগ হলো কেন?

কেণ্ট। হবে না? এই ক্রীতদাস ব্যাটা তলোয়ার
ধরেছে,—মনে ভদ্রতাবোধ নেই। এই রকম দস্ত-
বাগীশ পাজীগুলোই ধর্ম-রজ্জুর শক্ত বাঁধন কেটে
ফেলে; মনিবের রাগের সময় এরা কথা কয়ে
তাদের রাগ বাড়িয়ে দেয়, আগুনে তেল ঢালে।
তাদের রাগ আরও বাড়িয়ে মনিবদের মনে যখন
যে ভাব জাগে, সেই ভাবে ওরা দেয় শায়, যেন
কিছু বোঝে না। কুকুরের মত পায়ে পড়া।—
তোমার ঐ ভেংচানো মুখে মড়ক ধরুক। আমার
কথায় হাসছিস্ বেটা। যেন আমি গাধা।
না? বেটা পাতিহাঁস খানার ধারে যদি পেতেম,
তাহলে প্যাকপ্যাকিয়ে মাঠে ভাড়াতেম।

কর্ণ। তুমি কি পাগল হয়েছ বুড়ো? তোমাদের
বিবাদের কারণ কি? বলো।

কেণ্ট। ওতে আর আমাতে যেমন বিবাদ, দুটো
বিপরীত-স্বভাবও তেমন হয় না।

কর্ণ। তুমি ওকে পাজী বল্চো কেন? ওর অপরাধ?

কেণ্ট। আমি ওর মুখ দেখতে পারি না।

কর্ণ। বোধ হয়, আমারও নয়? এরও না? ওঁর না?

কেণ্ট। স্পষ্ট কথা বলা আমার স্বভাব মশাই;
আমার সময়ে, আমি এখন যা দেখছি, এর
চেয়েও ভাল মাহুষ দেখেছি।

কর্ণ। এ লোকটা স্পষ্টবাদিতার জন্য সুখ্যাতি পেয়ে
ভারী কর্কশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর স্বভাব উন্টো
মুষ্টি ধরেছে। ও খোসামোদ জানে না,—উদার
সরল,—উচিত-বক্তা,—সকলেই তাই বিশ্বাস
করে। অন্ততঃ সাদাসিধে বলে ধরে। এ রকম
বদলোক আমি অনেক জানি,—যাদের সরলতায়
অনেকখানি প্যাচ আছে।

কেণ্ট। মশায়, আমি যথার্থ আন্তরিক সত্য কথা
বলছি, যে, মশায়ের জীবণ প্রতাপে,—যার
প্রভাব দেদীপ্যমান সূর্য্যের পুরোভাগে রক্তবর্ণ
চক্রাকারে...

কর্ণ। তোমার এ সব গুরুগম্ভীর কথার অর্থ?

কেণ্ট। বাজে কথা বকছি। আমার কথা আপনার
ভালো লাগে না মশাই, আমি জানি। তবে

আমি খোসামুদে নই যে আপনাকে মিষ্ট কথায়
তুষ্ট করবো। সে-কাজ করে আসল পাজীরা।
সে জন্য আপনার রাগ হলেও আমি তা করতে
পারবো না।

কর্ণ। তুমি ওর কাছে কি অপরাধ করেছ?

অসু। কোন অপরাধ করিনি। ওঁর প্রভু রাজা
মশাই সম্ভ্রতি ওঁর মুখেই নিন্দাবাদ শুনে
আমাকে প্রহার করেছেন, উনিও তাঁর সঙ্গে
জুটে তাঁর রাগ আরও বাড়িয়ে, আমাকে উন্টে
ফেলে দিয়েছিলেন; ফেলে দিয়ে আমাকে
অপমান আর গালিগালাজ করেছেন। নিজে
বড় চাল চেলে দেখাচ্ছেন, উনি একজন মস্ত
লোক। রাজা ওঁর সুখ্যাতি করলেন, আমি
নিজেই হার মেনেছিলাম। আর এখানে, ওঁর
জীবনে প্রথম এই তলোয়ার ধরে আমাকে জখম
করতে এসেছিলেন।

কেণ্ট। এই পাজী আর ভীতু লোকগুলো এমন
লম্বা-চওড়া কথা বলে যে পয়লা নম্বরের বক-
লেদেরও হারিয়ে দেয়।

কর্ণ। পায়ের বেড়ীটা নিয়ে এসো তো। পুরোনো
বদমায়েস।—বুড়ো পাজী। আমরা তোমায়
শিক্ষা দেবো।

কেণ্ট। বয়স ঢের হয়েছে মশায়। শিক্ষার বয়স
কেটে গেছে। আমার জন্য কষ্ট করে আর
বেড়ী আনতে হবে না। আমি রাজার চাকর,
তাঁরই কাছে আপনার কাছে এসেছি। তাঁর
দুতের পায়ে বেড়ী দিলে তাঁকেই অসম্মান আর
দীর্ঘ করা হবে।

কর্ণ। বেড়ী নিয়ে এসো। দুপুর পর্যন্ত থাকো,
নাহলে আমার মান থাকবে না।

রীগান। দুপুর পর্যন্ত কি? রাত্রি পর্যন্ত।—
সমস্ত রাত।

কেণ্ট। কেন মা? আমি যদি তোমার পিতার
কুকুর হতেম, তাহলেও যে এর চেয়ে ভালো
ব্যবহার করতে।

রীগান। তাঁর পাজী চাকর বলেই এ রকম করছি।
(বেড়ী আনয়ন)

কর্ণ। এ লোকটা,—আমাদের ভগ্নী—যেমন যা
বলেছে, ঠিক সেই ধাতের লোক। নিয়ে এসো
বেড়ী।

রীগান। আমার বিশেষ অহরোধ মশায়, এমন-কাজ
করবেন না। ও অনেক দোষ করেছে—মহারাজ
ওর সমুচিত শাস্তি দেবেন। আপনি যে হীন

শাস্তির বিধান করছেন, তা নীচ লোক, সামান্য চোর, কিম্বা যারা অনধিকার প্রবেশ করে— তাদের যোগ্য। তাঁর দূতকে এ ভাবে আবদ্ধ করে তাঁর উপরেই অসম্মান দেখানো হচ্ছে—মহারাজ এতে ক্রোধ করবেন।

কর্ণ। সে ক্রোধের জবাব আমি দেবো।

রীগান। আমার ভগ্নীর লোককে অপমান করেছে—তাকে মেরেছে। এর সাজা না হলে সে কি ভাবে! লাগাও পায়ে বেড়ী। (বন্ধন) আমুন প্রভু, আমরা যাই।

[কর্ণওয়াল ও রীগানের প্রস্থান।

গষ্টর। বন্ধু, তোমার জন্ত আমি বিশেষ দুঃখিত। কর্ণওয়াল-অধিপতির ইচ্ছা, ওঁর স্বভাব সকলে জানে...ওঁকে উত্তেজিত করে বা ওঁর বিরুদ্ধাচারী হবে, এমন সাধ্য কার আছে! আমি তোমার জন্ত অমরোখ করবো।

কেণ্ট। না মশাই, অমরোধে কাজ নাই। আমি অনেকক্ষণ জেগে আছি—দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছি, খানিকক্ষণ ঘুমোতে চাই। যেটুকু সময় বাকী থাকে, নীষ দিয়ে কাটাও। ভালো মানুষের ভাগ্যও মাঝে মাঝে বেগড়ায়, সেজন্ত জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করা চাই। বিদায়।

গষ্টর। এ অপরাধে কর্ণওয়ালের অনিষ্ট হবে।

[প্রস্থান।

কেণ্ট। মহারাজ করুণার অবতার,—আপনার ভাগ্যেই পুরাতন প্রবাদ সপ্রমাণ হবে। ডাকায় উঠলে বাঘ আর জলে থাকলে কুমীরে খাবে। আলো, আলো—একবার পৃথিবীতে উদয় হও, আমি পত্রখানি পড়ে নিই। দুদিনেই মানুষের ভাগ্যে অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বুঝতে পারছি, এ চিঠি কডিলিয়ার। ভাগ্যবশতঃ তিনি আমার এ ছদ্মবেশের পরিচয় পেয়েছেন। গোলযোগে তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যের যোগ্য প্রতিকার করবেন। বড় শাস্তি বোধ করছি আঃ, চোখ জড়িয়ে আসছে। ভালোই হলো। এমন কদর্য ব্যবহার দেখতে হবে না। ভাগ্য, বিদায় দাও—একবার, একবার শুধু প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখো...তোমার ঐ চক্রখানিকে সচল করো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাস্তর

(এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌। শুনলেম, পলাতক আসাশী বলে আমার নাম রটেছে চারিদিকে। গাছের ফোকরে লুকিয়ে একবার বড় রক্ষা পেয়েছি। আমার জন্ত সমস্ত বন্দর রুদ্ধ। এমন স্থান নেই, যেখানে আমাকে ধরবার জন্ত চরেরা ওৎ পাতেনি। পালানো যতক্ষণ অসম্ভব, ততক্ষণ লুকিয়ে থাকতে হবে। আত্মরক্ষার জন্ত দৈন্তের অধম বেশ ধারণ করবো—যে বেশে পশু লজ্জা পায়, প্রয়োজন হলে সে বেশ-গ্রহণেও উদাস্ত হবে না। মুখে কাদামাটি মাখবো—কোমর পর্য্যন্ত কঞ্চল চাপা দেবো—মাথার চুলে জটার রাশ বাঁধবো, বিদ্যুতের অত্যাচার, নগ্ন দেহে বাতাস আর আকাশ-ঝরা বৃষ্টি...দেখেছি, অনেকভিক্ষুক নীরবে সহ্য করা। বজ্রনিদাদে জ্ঞানহীন, নগ্ন বাহুতে লৌহ-শলাকা, কাষ্ঠকৌলক, নখ বা শেনাকুল-কাঁটা বিধে তারা চরম দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করে। ধানের মরাই, এঁদো পল্লী, যজ্ঞাগার, গোয়াল থেকে কখনও উন্মাদের মত অভিশাপ দেয়—কখনও বা মিনতির জোরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। এখন থেকে আমিও তাই,—আমিও তাই,—আর আমি সে-এড্‌গার নই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গষ্টরের দুর্গ-সম্মুখ

গুমাস্তরালে কেণ্ট

(লীয়ার, বয়স্ক ও জর্নৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

লীয়ার। আশ্চর্য্য। বাড়ী থেকে তারা চলে গেল—আমার দূতকে ফিরে পাঠালো না?

ভদ্র। চলে যাবে বলে কাল রাত্রেও তাদের সঙ্কল্প ছিল না—এ খবর আমি জেনেছি।

কেণ্ট। নমস্কার মহারাজ।

লীয়ার। এ কি নির্লজ্জ তোমার কোতুক।

কেণ্ট। কোতুক নয় মহারাজ!

বয়স্ক। হাঃ! হাঃ! দেখুন, দেখুন মহারাজ, পায়ে এঁটেছে কাঠের মোজা। মানুষ ঘোড়া বাঁধে ঘোড়ার মাথায় লাগামের ফেরতা দিয়ে—কুহুর-ভালুক বাঁধতে হলে রশি লাগায় গলায়,

বান্দরকে বাঁধে কোমরে দড়ি আটকে—আর
মাহুকের পা যখন বড় বেশী গড়গড় করে, তখন
তার পায়ে এঁটে ভায় কাঠের মোজা।

লীয়ার। তুমি কে না জেনে কে তোমার এমন
দশা করেছে?

কেণ্ট। দুজনে মিলে মহারাজ—অর্থাৎ আপনার
পুত্র আর কণা—দুজনে।

বাপ যার ট্যানা পরে—ছেলে তার কাণা;

বাপের দুর্দশা থাকে ছেলের অজানা।

যে বাপের খলি ভরা আছে বহু টাকা।—

তার ছেলে ভালো—মন দরদেতে ঢাকা।

এখন হয়েছে কি মহারাজ? মেয়েদের হাতে
এত কষ্ট পাবেন যে, সে আর শুণে ফুরোতে
পারবেন না।

লীয়ার। আমার বৃকের মধ্যে কি যেন ফুলে ফুলে
উঠছে। আমি কি জ্ঞান হারাবো। আকাশ
আর পৃথিবী জুড়ে কেবলি দুঃখের দীর্ঘশ্বাস।
কোথায় আমার এই কণা?

কেণ্ট। গুপ্তরের সঙ্গে এইখানেই আছেন।

লীয়ার। আমার সঙ্গে যেয়ো না। এইখানে অপেক্ষা
করো। [প্রস্থান।]

ভদ্র। তুমি যা বললে, তার চেয়ে আরো বেশী দোষ
করোনি তো?

কেণ্ট। না। মহারাজ, কিন্তু এত অল্প লোক নিয়ে
এলেন কেন।

বয়স। এমনি প্রশ্ন করো বলেই তোমার পায়ে বেড়ী
এঁটে দিয়েছে। বেড়ী পর্ব্বার যোগ্য লোক
বটে তুমি।

কেণ্ট। কেন এ কথা বলচো বয়স?

বয়স। তোমায় পিপড়েদের পাঠশালায় ভর্তি করে
দেবো, তা হলে শিখবে, শীতকালে কাজ করতে
কতখানি কষ্ট পেতে হয়। বান্দের চোখ আছে,
তার না কে গন্ধ পেলেও চোখে দেখে পথ
চলে; অন্ধের শুধু চোখ চলে না। বিশজনের
মধ্যে একজনেরও এমন নাক দেখি না, দুর্দশা-
দুর্ভাগ্যের বদ গন্ধ নাকে যে টের পায়। বড়
ঢাকা যখন পাহাড় বয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে
নামে, তখন সে ঢাকা ধরো না, ছেড়ে দিয়ে;
না হোলে টানের চোটে তোমার ঘাড় ভাঙবে।
আর যখন পাহাড়ের উপরে চড়বে তোমাকে
টেনে উপরে উঠবে। কোন পণ্ডিত লোক
কখন এর চেয়ে ভাল শিক্ষা দিতে আসবে,
তখন আমার শিক্ষাটুকু ফিরিয়ে দিয়ে। **বাস!**

বদমায়েস, আমি চাই আমার শিক্ষা শুধু তারাই
নিখুঁত। কারণ, এ শিক্ষা দিচ্ছে নিরেট বোকা—
শ্রীমান অহং।

যেই জন সেবা করে জাতের আশায়—

আচার-ভঙ্গিমা মেনে ঠিক-ঠাক চলে।

দুর্দিনে বরিলে বুড়ি সে দিবে চম্পট

ফেলিয়া তোমারে জেনো বাড়ে আর জলে।

আমি রবো। দুর্দিনেতে বোকা শুধু থাকে;

জানীরা পলায় দূরে বিপদের পারে;

পলায়ে দুর্জিন কিন্তু বনে খুব বোকা—

পাজীর সমান সব বোকা হয় না রে।

কেণ্ট। এ সব তুমি কোথায় শিখেছিলে বয়স?
বয়স। আরে বোকা, পায়ে বেড়ী আঁটলে কি
আর এ সব শিক্ষা হয়।

(গুপ্তর এবং লীয়ারের প্রবেশ)

লীয়ার। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাইলো
না। অস্বস্তি করেছে। ক্লান্ত। রাত্রে দীর্ঘ পথ
পর্যটন করেছে। এ প্রবেশনা। বিদ্রোহ!—
গৃহ-ত্যাগ। না, না—উত্তর আনো।—সহুস্তর।

গুপ্তর। মহারাজ, কর্ণওয়াল-অধিপতির উদ্ধত
স্বভাব আপনার অজ্ঞাত নয়। নিজের অভি-
প্রায় সাধনে তাঁর দৃঢ়তা কতখানি, তাও আপনি
জানেন।

লীয়ার। প্রতিশোধ। মহামারী। মৃত্যু।—
বিপর্যয়। সে কি বস্তু?...গুপ্তর, গুপ্তর,—
কর্ণওয়াল—কর্ণওয়াল আর তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি
কথা কহিতে চাই।

গুপ্তর। সে কথা তাঁদের আমি জানিয়েছি, মহারাজ।

লীয়ার। জানিয়েছ। আমার কথা তুমি বুঝতে
পারচো?

গুপ্তর। পারছি প্রভু।

লীয়ার। রাজা, রাজা—রাজা চায় বাক্য কহিবারে;

পিতা চায়, কথা কবে তনয়ার সনে।

করণ মিনতি নয়—আদেশ আমার।

নিশ্বাস! শোণিত! এ কথা বলেছ দৌহা?

উদ্ধত? উদ্ধত সে কর্ণওয়াল?

বলো গিয়া তপ্ত যন্ত দর্পা সে-ডিউকে—

না, না, রহ কর্ণকাল, কর্ণ স্থির রহ—

হয়তো—হয়তো সত্য অসুস্থ শরীর।

অসুস্থ দেহে সমুচিত কর্তব্য-সাধন—

অস্বাস্থ্য—সাধনে বিষ, ঘটায় প্রমাদ;

অসুস্থ হইলে ঘটে বহু বিপর্যয়—

স্বরূপ বিলোপ পায়—স্বভাবে অভাব।
দেহের অস্বাস্থ্যে মন হয় নিপীড়িত।
বেশ বেশ, ধৈর্য্য আমি ধরিব এখন।
অধীর হয়েছি চিত্ত—তাই হৃদয় ঘোর—
স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জনে ভাবি স্বাস্থ্যবান।
রাজ্য রসাতলে যাক। (কেণ্টের প্রতি)
হেথা কেন বসি?

তোমা'পরে রূঢ় এই আচরণ হেরি
মনে হয়, কত্কাগহ জামাতা আমার
মিথ্যাচারে খেলে ঘোর কাপট্য চাতুরী।
দাসে মম মুক্ত করো, যাও—বলো গিয়া—
আদেশ জানাও মোর দৌহাকার কাছে—
আসি হেথা, কি বলে, তা শুনাও আমার।
অথবা এ ধারে তুলি দামামা-নিদাদ
নিজাঘারে মৃত্যু আমি ঘটাবো নিশ্চয়।

গষ্টর। নির্বিরোধ শাস্তি প্রভু, আমার কামনা।
[প্রস্থান।]

লীয়ার। ওরে, ওরে, ওরে প্রাণ, অশান্ত হৃদয়,
ক্ষান্ত হ'রে—ক্ষান্ত হ'রে—হোসনে চপল,
আকুল উদ্বেল হেন।
বয়স্ক। কেঁদে ফ্যালো খুড়ো, কেঁদে ফ্যালো।
বান-বৎস কেঁদেছিল যথা রাধুনীর করে,
মাথায় ডাঙা মেরে যখন তাকে ঠাঙা করে—
বলে, স্নড়-স্নড় ক'রে ঢোক'রে বাছ।
হাড়ীর ভিতরে।

(কর্ণওয়াল, রীগান, গষ্টর ও অমুচরগণের প্রবেশ)

লীয়ার। এসো, এসো। স্বাগত উভয়ে।
কর্ণ। স্বাগত, প্রভু। (কেণ্টকে মুক্তি প্রদান)
রীগান। হরষিত রাজ-দরশনে।
লীয়ার। রীগান! মনে হয়, সত্য হরষিত তুমি!

কেন হেন মনে হয়—হেতু জানে সবে।
অন্তরে আনন্দ তব না হলে উদয়,
সমাধি-শায়িতা-তোর পুণ্যময়ী মাতা—
অসতী বলিয়া তারে করিতাম ত্যাগ।

(কেণ্টের প্রতি)

মুক্ত তুমি—পরে এর করিব বিধান।
প্রিয়কন্যা রীগান! আমার, শোন কথ্য—
ভগ্নী তোর মায়াহীন ভীক্স দস্তদার
গৃধিনীর মত মোর বুকে বসায়ছে।

(বক্ষে হস্ত দিয়া)

কি বলিব? কত নীচ প্রকৃতি তাহার,

বর্ণনে বিশ্বাস তোর হবে না কখনো!

রীগান। রীগান! কন্যা মোর...

রীগান। ধৈর্য্য ধরো পিতা, শোনো বচন আমার—
ভগ্নীর যে কত গুণ বুঝিতে না পারো।
কর্তব্যে এমন নিষ্ঠা—আর কারো নাই।
কারো চেয়ে ন্যূন নয় রাজভক্তি তার।

লীয়ার। এ কি কথা! এ কি কথা বলিস মা তুই!
রীগান। ভগ্নী মোর পিতারে না ভক্তি করে, বাবা,
কর্তব্যে তাহার ক্রটি—বিশ্বাস না হয়।

নিরুপায়ে হয়তো সে রোধিয়াছে তব
সংযমবিহীন মত্ত অমুচরগণে
রাজ্যের কল্যাণ লাগি—নহে অপরাধী।

লীয়ার। শিক্ তার কল্যাণ-ইচ্ছায়!

রীগান। বৃদ্ধ তুমি, জরাগ্রস্ত মতি তব আজ,
প্রকৃতি নহেকো তাই প্রকৃতি-অধীন—
বিবেচক জনে ভালো বুঝিবে, তোমার
ইষ্টানিষ্ঠ কিসে। এবে উচিত তোমার,
তার অনুবর্তী হওয়া সকল বিষয়ে।

শোনো পিতা এ-মিনতি—যাও, ফিরে যাও
ভগ্নী-পাশে—নিজ-ক্রটি করহ স্বীকার।

লীয়ার। মার্জনা মাগিতে হবে পায়ে ধরি তার?
ভেবে তাত্, রাজা আমি, পিতা তার আমি—
এ সাজ সাজিবে ভালো। নতজাহ্নু হয়ে
কছিব, হে প্রিয় কন্যা, বান্ধকের ভারে
ম্যাজ আমি—অকর্মণ্য, অপদার্থ আমি।

(নতজাহ্নু হইলেন)

নতজাহ্নু হয়ে ভিক্ষা মাগি তোর পায়ে—]

দে রে, দে রে অন্ন-বস্ত্র, ঠাই দে রে মোরে।

রীগান। থামো, থামো, চাহি নাই এ হেন বচন।

কি বা কাজ বচন-কোশলে এই? কহ।

এ কথা সাজে না—যাও ভগিনীর পাশে।

লীয়ার। যাবো না, যাবো না, (উত্থানান্তর)

যাবো না রীগান।

অমুচরদলে তুচ্ছ লঘু হৃষ করে—

ক্রুটি কুটিল নেত্রে চাহে মোর পানে,

বাক্যে তার আশীর্ষ—সর্বের মতন

সে বাক্যে আমার বক্ষ বিধেছে পিশাচী!

প্রতিবিধানিব তাহা—ত্রিদিব-সঞ্চিত

হিংসা সে পড়ুক বরি কৃতঘ্নের শিরে।

মত্ত বায়ু-বেগে তার অস্থি চূর্ণ হোক!

কর্ণ। ছি ছি, এ কি কথা! শুনে লজ্জা হয় মনে।

লীয়ার। হে তীর বিদ্যুৎ-রশ্মি, দৃষ্টি-নাশ-কারী

অগ্নিশিখা হানো তার কুটিল নয়নে;

লাবণ্য-সৌন্দর্য তার দাও চূর্ণ করে;
তপন-কিরণাকৃষ্ট কুস্মটিকা বহি
দর্প তার বর্ষ করো, গর্ষ করো নাশ।
রীগান্। দোহাই দেবতাগণ! হেন অভিশাপে
আমারেও জ্বর-জ্বর করিবে তো তুমি—
মোর পরে হেন রোষ হইবে যখন।
লীয়ার। না, না—না রীগান্, তোরে অভিশাপ নয়।

কোমল অন্তর তোর—নোস্ তুই কুর,
তার আঁখি রোষে রক্ত—তীব্র দাহ চোখে—
তোর ও নয়ন দুটি...ও যে শাস্তি-ভরা।
তৃপ্তি পাই। তৃপ্তি, তৃপ্তি—নাহি তাপ-জ্বালা।
স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে মোর ক্লাস্তি নাই তোর—
চাহিস্ না প্রিয় মোর সভাসদগণে
বাক্যবাণে বিধিতে তো—আপন পিতায়
গৃহে পশিবারে দ্বার না করিস্ রোধ।
জানিস্ যে ভালো মতে প্রকৃতি-নিদেশ,
আশৈশব-মায়া, প্রীতি, মেহ, শিষ্টাচার।
কৃতজ্ঞ হৃদয় তোর, ভুলিবি না কভু
অর্দ্ধেক রাজত্ব মোর—দিয়াছি সে তোরে।
রীগান্। কহ পিতা, কি বলিবে,—কি তব বাসনা?
(ভেরী-নিবাদ)

লীয়ার। আমার এই ভৃত্যের পায়ে কে বেড়ি
দিয়েছে, আমি জানতে চাই।
কর্ণ। কার ভেরী বাজে ওই?
রীগান্। তগিনীর মোর।
আগমন-বার্তা ঘোষে পত্রে লেখা-মত।

(অসওয়াল্ডের প্রবেশ)

আসিয়াছে প্রভু-পত্নী তব?
লীয়ার। হেয় দাস! হীন দাস্ত্র্য যার অলুগামী—
স্পর্শে তার নিজ-বক্ষ ভরিয়াছে
সহজ গরবে! দূর হ এখান হতে।
কর্ণ। কি বলচেন, মহারাজ?
লীয়ার। আমার দাসের পায়ে কে বেড়ি দিয়েছে?
রীগান্, আশা করি, তুমি জানো না! কে আসে?

(গনৈরিলের প্রবেশ)

স্বর্গের দেবতা—বুদ্ধে যদি কৃপা করো
সদয় শাসনে তুষ্ট যদি বাধ্য তায়,
প্রাচীন তোমরা যদি, মোর পক্ষ হয়ে—
দূর করো ওরে। হও সহায় আমার।
লজ্জা নাহি হয় হেরি শুভ্র শ্মশ্রু মোর?
(গনৈরিলের প্রতি)

হাতে ধরি সাদরে সন্তাষ করো ভগিনীরে
এ কি উচিত তোমার?
গনে। সন্তাষণ কেন না করিবে?
অপরাধ করিয়াছি কিবা?
বিচার-বিমূঢ় কিষা বুদ্ধ জন বাহে
দোষ দেখে, স্থির-বুদ্ধি দেখে নাকো তায়
কোনো দোষ, কোনো ক্রটি, কোনো অপরাধ।
লীয়ার। এ হৃদয় ভাবিবে না মোর?
এমনি কঠিন হৃদি?
কিন্তু দাসে কে পরালো বেড়ি?
কর্ণ। আমি...আমি...আমি শাস্তি দিয়াছি তাহারে।
দুর্বৃত্ত! অসংযমী! আরো শাস্তি ছিল সমুচিত।
লীয়ার। তুমি? তুমি? তুমি শাস্তি দেহ?
রীগান্। শোনো পিতা, বার্কফোর ভারে জীর্ণ তুমি—
বিচারে দুষিহ তাই, কহ বিচার!
যাও ফিরে ভগিনীর কাছে—
অর্দ্ধ-সংখ্য অহুচর লয়ে, মাগাবধি
করি বাস এলো পুনঃ আমার সকাশে।
গৃহ ছাড়ি অমিতেছি—কোথা পাবো হেথা
যোগ্য উপচার—কহ, তুষিতে তোমারে?
লীয়ার। ফিরে যাবো উহার নিকটে! দূর করি
পঞ্চাশৎ জনে? না, না, তা হবে না।
সর্ব-আশ্রয় তেমাগি প্রান্তরে রহিব,—
যুধি পবনের সনে;
ষিপি-উলুকের সহ বন্ধুত্ব করিব, নিরুপায়ে।
তা বলি যাইব পুনঃ উহার সকাশে?
কেন? উত্তপ্ত-শোণিত ফ্রান্স-রাজ আছে,
যৌতুক-বিহীনা কন্যা—বরিয়াছে তায়—
তার সিংহাসন-তলে
দাস-সম নতজাহ্নু অন্ন ভিক্ষা মাগি।
সে অন্ন রাধিব প্রাণ,—
সেও ভালো! সেও ভালো!
যাবো পুনঃ উহার সকাশে? হইব বরং
কীর্তদাস,—কিষা হবো তার-বাহী—
হেয় অশ্বপাল সেবি, সেবা-অন্ন খাবো।
(অসওয়াল্ডকে নির্দেশ করিয়া)
গনে। যা তোমার ইচ্ছা হয়, করো।
লীয়ার। শোনো, শোনো মিনতি আমার—
উন্মাদ না করিস্ আমায়!
কোন জ্বালা দিব না কো তোরে।
আর কভু দেখা নাহি হবে।
যাই, যাই, চলে যাই। দেখা আর নাহি হবে
তবু...তবু...মোর রক্ত-মাংসে গড়া—

তবু ওরে, তুই কত মোর।

মোর বিনা কি আর কহিব ?

কিষ্কা তুই ব্যাধি অঙ্গে মোর—

বিষাক্ত শোণিতে জাত তুই-কৃত বিস্ফোটক তুই।

না, না, তিরস্কার করিব না তোরে ;

ক্ষণে ক্ষণে পাবি মনে—

মোর বাক্যে লজ্জা নয়—নিজে লজ্জা পাবি।

বজ্র...না, না—বজ্রে ডাকিব না—

ডাকিব না আকাশ-বজ্রে।

ভগবান শ্রায়-অবতার...

না, না, না, এ কথা কত জানাবো না তাঁরে।

ভালো হও। পারো যদি,—শিষ্ট হতে শেখো—

ধৈর্য্য আমি ধরিব নিশ্চিত।

রীগান—রীগানের সাথে বাস করি।

রীগান। অমুচরগণে লয়ে ?

সম্ভব কি হবে তাহা ? এ যে অসম্ভব।

তব যোগ্য অভ্যর্থনা নাহি তো প্রস্তুত।

ভগিনীর কথা শুন—

চাহে যারা রোষে তব বৃত্তি প্রদানিতে—

বার্ছকোর দোষে তারা রুষ্ট হইবে না।

জানে ভগ্নী আপন-কর্তব্য ভালোমতে।

লীয়ার। উচিত এ বাক্য তব ?

রীগান। নিশ্চয় বলিতে পারি,—

পঞ্চাশৎ অমুচর—নহে কি পর্যাপ্ত তাহা ?

তার বেশী কিবা প্রয়োজন ?

কেনই বা এত লোক ?

বিপদে রক্ষার ভার বুদ্ধি পায় সংখ্যা-সনে ;

এক গৃহে কেমনেতে বহুর অধীনে

এত জন রহিবে সম্ভবে।

অতি স্মৃতি, অসম্ভব ইহা।

গনে। সেবিত্তে তোমারে পারে না কি প্রভু,

মোর কিষ্কা ভগিনীর অমুচরগণ ?

কিবা প্রয়োজন তব অস্ত্র অমুচরে ?

রীগান। কার্য্যে যদি ক্রটি করে তারা,

আমরা শাসিব।

ধাকিতে বাসনা যদি আমার আলয়ে,

(বিপদ-আশঙ্কা করি এবে)।

পঞ্চবিংশ অমুচর সহ এস তুমি ;

তার বেশী অমুচর—স্থান কুলাবে না।

লীয়ার। দিয়াছি সকলি।

রীগান। সময়েতে সমুচিত কার্য্য করিয়াছ।

লীয়ার। ছিল স্থির—শত অমুচর-সহ

দৌহার আলয়ে যথাক্রমে নিবসিব।

পঞ্চবিংশ মাত্র লয়ে তোমার আলয়ে

কি হেতু বা বাইব রীগান ?

কিন্তু কহিল হেন কথা ?

রীগান। বলি আমি আর বার ;—

অধিক আনিজে স্থান নাহি হবে।

লীয়ার। অপর পাণ্ডিষ্ঠে হেরি

শ্রেয় বলি হয় জ্ঞান।

মনের চরম সীমা গত নহে বলি,—

বরং প্রশংসা-ভাগী। (গনেরিলের প্রতি)

কহি তবে তোমার নিকটে—

পঞ্চাশৎ যথা পঞ্চ-বিংশতি-দ্বিগুণ—

সেইরূপ তব স্নেহ উহার দ্বিগুণ।

গনে। শুন পিতা, কিবা প্রয়োজন সেথা

পঞ্চবিংশ অথবা দশ-পাঁচ অমুচরে,

সংখ্যায় দ্বিগুণ যথা তব আজ্ঞাধীন ?

রীগান। একক-জনেতে নাহি কাজ আছে দেখি !

লীয়ার। প্রয়োজন যুক্তি নাহি গণে,—

অধম ভিক্ষুক-জনে তুচ্ছ—তাও স্মরণ।

স্বভাবে অভাব মোচন মাত্র হলে,

পশু সম মানবের হইত জীবন।

নারী তুমি,—শীত-নিবারণ যদি উদ্দেশ্য হইত,

কিবা কাজ বস্ত্র-আড়ম্বরে,

নহে যাহে শীত-নিবারণ ?

কিন্তু ত্রাণ প্রয়োজন লাগি

ধৈর্য্য মোরে দাও দেব, ধৈর্য্য মাগি তব ঠাই।

ত্যাখো, আমি নিঃস্বল অভাগা স্থবির,

হুঃখ আর বয়ঃপূর্ণ মোর,

অবজ্ঞাত উভয়ের হেতু।

বিমুখ করিরা যদি থাকো তুমি প্রভু

কত্বারে পিতার প্রতি—

শিখায়ো না মোরে তাহা বিনম্র সহিতে।

শ্রায়-ক্রোধ বন্ধে এস।

নারীর সখল অশ্রুজল

কলঙ্কিত নাহি করে পুরুষ-কপোল।

না, না, না, বিকটা ডাকিনী তোরা,

প্রতিহিংসা লবো আমি দুজন্য পরে,

যাহে জিতুবন—করিব এমন—

কি করিব ? জানি না তা—কিন্তু তয়ে

এ ধরণী উঠিবে কাঁপিয়া।

ভেবেছ কি করিব ক্রন্দন ?

না, না, কাঁদিব না আর।

অশ্রু কারণ আছে আরো বহুতর।

শতধা হইবে চিত্ত মোর—

কিধা অশ্রু বাহিরিবে !

হায় প্রিয় বয়স আমার, বুঝি বা উন্মাদ হই !

[লীয়ার, গুপ্তর, কেণ্ট ও বয়সের প্রস্থান।

কর্ণ। চলো যাই। বাড় আসছে।

(দূরে বাটিকা-নাদ)

রীগান। ক্ষুদ্র এ প্রাসাদ।

অমুচর-সহ বৃদ্ধ কেমনে রহিবে ?

গনে। নিজ-দোষে ঘটিছে সকলি।

স্ব-ইচ্ছায় বিরাম-বর্জিত,

ফল তার ভুঞ্জিবে নিশ্চিত।

রীগান। সাগ্রহে আলানি গুঁরে—

কিন্তু এক-অমুচরে স্থান নাহি দিব।

গনে। সেইমত মোর অভিপ্রায়।

গুপ্তরের অধিপতি কোথা ?

কর্ণ। গিয়াছে সে বৃদ্ধের সহিত। আসে ঐ।

(গুপ্তরের পুনঃপ্রবেশ)

গুপ্তর। মহারাজ রুষ্ট অতি।

কর্ণ। কোথায় গমন তাঁর ?

গুপ্তর। আজ্ঞা দেন অথ আনিবারে।

কোথা যান, কেমনে জানিব ?

কর্ণ। যথা ইচ্ছা করুন গমন।

স্ব-ইচ্ছায় কার্য্য তাঁর !

গনে। রহিবার অমুরোধে নাহি প্রয়োজন।

গুপ্তর। আহা, বড় দুঃখ হয়।

নিশীথ-তিমির আবরিল চারিদিক,

শীত-বায়ু বহিছে দুর্জয়—

বহুদূরাবধি দেখি

তুণচিহ্ন নাহি কোথা আশ্রয়ের তরে।

রীগান। কথার অবাধ্য যারা, স্বেচ্ছা-কৃতফলে

ভালো শিক্ষা পায় তারা।

দ্বার রুদ্ধ রাখো। সঙ্গিগণ ভীষণ দুর্খদ

দিবে কুমন্ত্রণা। কি জানি, কখন

বৃদ্ধেরে করিবে রুষ্ট ;

বুদ্ধি-বিবেচনা লবে হরি।

কর্ণ। আপনি দ্বার বন্ধ করুন মশায়—খুব বেশী

রকম দুর্যোগ দেখছি।

রীগান। ঠিক বলেছ। চলুন, বাড়ের হাত থেকে

সরে যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উষর প্রান্তর

বাটিকা-নাদ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত

(কেণ্ট এবং জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ ;

পরস্পারে সাক্ষাৎ)

কেণ্ট। দুর্যোগে কে আর সঙ্গী হতে পারে ?

ভদ্র। যার মন বাড়ের মত অস্থির।

কেণ্ট। মহাশয়কে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে।

মহারাজ কোথায়—বলতে পারেন ?

ভদ্র। মহারাজ এখন বাড়ের সঙ্গে লড়াই করছেন।

বাড়কে হকুম দিচ্ছেন পৃথিবীকে উড়িয়ে স্তম্ভের

জলে ফেলে দিতে ; আর জলকে হকুম করছেন

সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিতে ! তাঁর ইচ্ছা,

প্রলয়ে সমস্ত একেবারে ধ্বংস হয়ে যাক—নয়তো

জল-প্রাবনে তরঙ্গের উলটপালট ঘটে যাক।

মাথার শুভ কেশ ছিন্ন-ভিন্ন করছেন ; সে কেশ

নিঃফল ক্রোধে বাতাসে যেন উড়ছে—যেন যে-

গুলো অতি তুচ্ছ ! নিজের দেহকে ভাবছেন

প্রকৃতির মত—তাই ভেবে বাড়-বৃষ্টিকে তুচ্ছ

জান করছেন। আজ এ দুর্যোগের রাতে ভল্লুকী

গিয়ে গর্তে সৈঁধিয়েছে—ক্ষুধার্ত সিংহ-ব্যাঘ্র

গহ্বরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। কিন্তু তিনি এ

দুর্যোগ তাচ্ছল্য করে খালি মাথায় ঘুরে বেড়া-

চ্ছেন—জীবনে একেবারে দারুণ হতাশ হয়ে।

কেণ্ট। তাঁর সঙ্গে কে আছে ?

ভদ্র। শুধু তাঁর সেই বয়সটি। হাশু-কোটকে সে

তাঁর মনের কষ্ট নিবারণ করবার চেষ্টা করছে।

কেণ্ট। মশায়, আপনি আমার পরিচিত।

অপনার মুখ দেখে বিশ্বাস হয়—তাই গোপনে

একটি ব্যাপার আপনাকে জানাতে চাই।

এলবেথী আর কর্ণওয়াল-রাজ—দুজনে বেশ

মনোমালিন্য ঘটেছে। কিন্তু বাহিরে সে-ভাবে

মোটে প্রকাশ পাচ্ছে না। ওদের অমুচরেরা

(উচ্চপদস্থ ভদ্র-লোকের অমুচরেরা যেমন

হয়ে থাকে) ফ্রান্সের গুপ্তচর ; তারা এখানকার

সব খবর রাখছে। যতদূর বোঝা যায়,

দুজনের এই অসৌহার্দ্য আর বড়ঘাত

অথবা দয়ালু বৃদ্ধ রাজার উপর নির্ভর

ব্যবহারই এর কারণ। কিধা হয়তো অস্ত

কোনো গুট কারণ আছে,—এগুলি শুধু বাহিরের কারণ মাত্র। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যে ফ্রান্স থেকে সৈন্য এসে হাজির হবে। এই অসাবধানতায় তারা আমাদের দৃঢ়-সংরক্ষিত বন্দরে জায়গা করে নিয়েছে। শীঘ্রই নিশান উড়বে। আমাদের যদি তোমার বিশ্বাস হয় তো সে বিশ্বাসে নির্ভর করে ডোভারে যাও, সেখানে একজনের দেখা পাবে, তাঁর কাছে এখানে কি ভয়ানক অবস্থা চলছে— আর কি দুঃখে মহারাজ কতখানি নিগ্রহ তোগ করছেন, এটুকু জানাতে পারলে সেখানে তুমি খুব খাতির পাবে। আমি উচ্চ বংশে জন্মেছি—ইজ্জতদার বলে আমায় জেনো। ভিতরকার ব্যাপার সব জানি বলে তোমায় এ কাজের ভার দিচ্ছি।

ভদ্র। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন?

কেট। না, কথায় আর প্রয়োজন নেই। আমার চেহারা দেখছেন—তার চেয়ে আমি বেনেদী—একটু বিশ্বাস হবে বলে এই টাকার থলি আপনাকে দিচ্ছি। খুলে দেখুন। এতে যা আছে, নিন। যদি কড়িল্লিয়ার সঙ্গে দেখা হয়, (দেখা হবেই—সে বিষয়ে নন্দেচ নেই) তা'হলে তাঁকে এই অজুরিটি দেখাবে। তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—তোমার সঙ্গী কে? যদিও তুমি আমাকে এখনও চেনো না...নাঃ, বাড় উচ্ছন্ন থাক—আমি মহারাজের সন্ধানে যাচ্ছি।

ভদ্র। আপনার হাত দিন। আর কিছু বলবার নেই?

কেট। অল্প কথা বাকী। কিন্তু হ্যাঁ, মহারাজের দেখা পেলো—সে জ্ঞাত তুমি একটু কষ্ট ক'রে ওদিকে যাও, আর আমি এই দিকে বাই—প্রথমে যে তাঁর দেখা পাবে, চীৎকার করে অপরকে ডেকে সে তখনই খবর জানাবে।

[দুই দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

উষর ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত

বাটিকা-প্রবাহ।

(লীয়ার ও বয়স্কের প্রবেশ)

লীয়ার। বহ, বহ, প্রভঞ্জন মত্ত বেগে—

রুদ্ধ রোবে আফালিয়া বহ তীব্র আরো।

জলন্তস্ত, নিব্বার-প্রপাত—জল-ধারে
নিঃশেষে শুষ্কিা ঢালো ধরণীর গায়ে,
সিক্ত কর মন্দিরের সমুন্নত শির—
সৌধশির-পতাকায় ডুবাও গলিলে।
গন্ধকাগি, পলকে প্রলয় কর তুমি—
ওক-বক্ষ-ভদ-ক্ষম বজ্রাগ্নির দূত,
এস তুমি বালসিতে শুভ্র শির মম।
আর তুমি দেব ইরশ্বদ,
কঠিন স্রুগোল পৃথী—
আঘাতে তোমার সমতল করি দাঁও—
প্রান্তরে বিলীন। প্রকৃতির অহুলিপি
খণ্ড খণ্ড করি,
কর নাশ এককালে—
কৃতত্ত্ব মানব

সন্তানের বীজ-সহ লুপ্ত হয়ে যাক।

বয়স্ক। খুড়ো, বাহিরে বৃষ্টির জলে ভেজার চেয়ে ঘরে একটু খোসামোদ ক'রে শুকনো থাকে ভালো ছিল। বাড়ী গিয়ে খুড়ো, তোমার মেয়েদের কাছে মাপ চাইবে, চলো। এ রাত্রি, জানী হও, আর বোকাই হও, কিছুতেই রক্ত করবে না।

লীয়ার। ভীম নাদে ভরো চারিদিক!

মূর্ছমূহ পড়রে অশনি! বারি-পাত অহরহ!

হে অনিল, 'জ, বহি, বারি—কেহ নহ

আমার তনয়া কেহ নহ ত তোমরা;—

প্রকৃতির প্রহরণ! কঠোর বলিয়া

কেন দোষ দিব তোমাদের?

দিয়াছি কি রাজ্য সঁপি? সন্তান-লিয়া

সম্ভাষ করেছি কভু?

তবে কেন যোরে হায় রক্ষিবে তোমরা?

ভয়ঙ্করী লীলা এবে করহ প্রকাশ!

কীর্তিদাস সম আমি দাঁড়ায়ে হেথায়

নিঃস্ব, দুঃখী, হীন-বল, ঘৃণিত স্থবির!

কিন্তু শুন বানী,—নীচ আজ্ঞাকারী সবে,

হেয় কঠাগণ সহ মিলি শুভ্র শিরে

হেন তীব্র কর রণ! লজ্জার এ কথা!

বয়স্ক। ঘরে মাথা রাখবার যার জায়গা আছে

খুড়ো, তারও একটা মত্তকাবরণ আছে।

মনের যে কাজ, সে কাজ যদি

পায়ের আঙুল করে—

কড়ার জালায় কাঁদবে তবে,

নিদ্রা যাবে ঘরে।

এমন সুন্দরী জীলোক কেউ জন্মায় নি যে

আগতির সামনে না মুখ-ভঙ্গী করেছে।

(কেণ্টের প্রবেশ)

লীয়ার। না, ধৈর্য—আমি ধৈর্য ধরবো। আর
কোন কথা বলবো না।

কেণ্ট। কে ওখানে?

বয়স্তু। এখানে একটি বোকা আর একটি সেয়ানা—
ছুটি লোক রয়েছে।

কেণ্ট। অবস্থান এই স্থানে! হায় মহারাজ!

নিশা-অমুচর যার, এ-নিশিতে তাদেরো বিরাগ।

এ ঘোর দুর্ঘোষ হেরি পলায় সত্যে।

রাতিচর ভয়ঙ্কর পশু-প্রাণী সবে

পশিয়াছে নিজ-নিজ বিবর-ভিতরে।

বহিরাশি, ভয়ঙ্কর বজ্রনাদ হেন

বুড়ি আর বাটিকার ভীষণ প্রকোপ

জন্মাবধি হেরি নাই, স্মৃতি-বহির্ভূত।

মানব-স্বভাব হেন সহিবে কেমনে।

কম্পিত হয়েছে তারা এ প্রলয় হেরি।

লীয়ার। যে-দেবতা ঘটায়েছে আমাদের শিরে

দুর্ঘোষ; নিপাত করুন তিনি শত্রুদলে।

কম্পিত হ' নরাধম অন্তরে নিহিত

যার হেন পাপ সর্ব সীমা অতিক্রমি;

রাখ লুকাইয়া রুধির-রঞ্জিত কর তোর,

মিথ্যাবাদী ব্যভিচারী!

খণ্ড খণ্ড দেহ তোর হোক রে চণ্ডাল,

ঢাকি ধর্ম-আবরণে বন্ধুত্বের ভাণে,

হত্যাকারী তুই যে গোপনে!

অন্তরের পাপরাশি,

বন্ধ বিদারিয়া হোক সুপ্রকাশ,

বৃত্ত করে শাস্তি মাগো তাহাদের পাশে,

বিচারের লাগি মোরে আহ্বানিছে যারা।

পাপের কালিমা-স্পর্শ করে নাই মোরে,

শত অত্যাচার কিন্তু সহিয়াছি শিরে।

কেণ্ট। আহা, নগ্নশির নরবর! রহন কুশলে।

কুটীর আছেয়ে এক নিকটে মোদের,

আশ্রয় দানিবে প্রভু বাটিকা হইতে—

বিশ্রাম লউন সেখা।

যাই পুনঃ নিরদয় গৃহস্বামি-পাশে,

(প্রস্তরে কঠিন গৃহ, তা হতে কঠিন হৃদি।

না দিল আশ্রয় মোরে ক্ষণকাল আগে

আশ্রয় যাচিলু যবে আপনার তরে)

মমতা লভিব বলে—মমতার অভাব যেথায়।

লীয়ার। বিকৃত-মস্তিষ্ক মোর, বুঝি।

এস বৎস। কি দশা তোমার, কহ।

শীতার্ঘ্য? আমিও কাতর শীতে।

কোথা হতে শুষ্ক তৃণ করিলে সংগ্রহ?

বড়ই কৌতুকাবহ প্রয়োজন-বিধি,

সামান্য বস্ত্রও তাহে হয় মূল্যবান।

চল যাই কুটীর-ভিতরে।

শত-ভিন্ন যদি এই; তবু এক-অংশ তার

কাতর তোমার লাগি বয়স্তু আমার।

বয়স্তু। একটু বুদ্ধি থাকলে রে মন।

দুঃ ছাই করে বাদল-বাতাস,

যখন যেমন তখন তেমন,

হোক না বৃষ্টি বারোটা মাস।

লীয়ার। ঠিক বলেচো। এখন চলো, কুটীরে নিয়ে
চলো।

[লীয়ার ও কেণ্টের প্রস্থান।

বয়স্তু। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—

যখন ধর্মঘাচক কথায় দড়,

মদে শুঁড়ি মেশায় জল বড়,

যখন ভদ্র লোকের দর্জি পোড়ো,

ধর্ম ছাড়া পড়ে নাকো,

পুড়ে মরে নটীর ভেড়ো,

যখন আইনে ঠিক সব মামলা,

বীরের নেইকো টাকার জাল,

আর পোড়ে নাকো দেনার জালায়

তার যত নোকরগুলা,

যখন মুখে মুখে কুৎসা না ফেরে,

গাঁট-কাটা না সঁধোয় ভিড়ে,

দেখবে তোমরা দেশে তখন

গোল বাধবে বিলক্ষণ।

দেখবে তখন বাঁচবে যারা পায়ে হবে চলা-ফেরা।

মালিন বলছে এই ভবিষ্যৎবাণী,

কেননা তার আগেই আমি জন্মে গেছি, মানি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গ-কক্ষ

(মষ্টর ও এডমণ্ডের প্রবেশ)

মষ্টর। বড় দুঃখের বিষয় এডমণ্ড, এমন অস্বাভা-
বিক দুর্ক্যবহার আমার ভালো লাগে না। ওদের
কাছে যিনতি জানালেম, মহারাজের উপর একটু
করুণার জন্ত; তার ফলে আমার বাড়ীখানি
আমার কাছ থেকে ওরা কেড়ে নিলে। আর

তার সঙ্গে কথাবার্তা কইলে, তাঁর জন্ত অহুরোধ করলে, কিম্বা কোনরকমে তাঁর সাহায্য করলে তাঁদের বিরাগ ঘটবে, এ কথাও স্পষ্ট বললে।

এড। বড় নিদারুণ! বড় অস্বাভাবিক!

শ্রষ্টর। নিজের কাজে যাও। কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই। দু-জামায়ে বিবাদ বেধেছে—এর চেয়ে আরও দুঃসংবাদ আছে;—আজ রাত্রে একখানি পত্র পেয়েছি। সে চিঠির কথা প্রকাশ করায় বড় বিপদ। আমার ঘরে সে পত্র লুকিয়ে রেখেছি। মহারাজের উপর যে অভিযাচার হয়েছে, তার শোধ ভালো রকমই হবে। কতক সৈন্য ইংলণ্ডে নেমেছে। আমরা অবশ্য মহারাজের পক্ষ হবো, তাঁর সম্মান করবো; আর যাতে তাঁর কষ্ট কমে, তা করবো। তুমি যাও, কর্ণওয়াল-রাজের সঙ্গে কথাবার্তা কও গিয়ে। তিনি যেন আমার কাজ না বুঝতে পারেন। যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলো, আমি পীড়িত, শয্যাগত। এতে যদি আমার মৃত্যু হয়,—তারা তো মৃত্যু-ভয় নিত্য দেখাচ্ছে—তো সে মৃত্যুও স্বীকার, তবু আমি মহারাজের উদ্ধার-সাধন করবোই করবো। একটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার শীঘ্রই ঘটবে। একটু সাবধানে থেকো।

[শ্রষ্টরের প্রস্থান।]

এড। এ সব কথা এখনই কর্ণওয়াল-রাজ শুনবেন। পত্রের কথাও জানতে পারবেন। লাভের মস্ত সুযোগ। পিতা যা হারাবেন, আমি তা পাবো। আর এটাও তো আছে জ্ঞান, বুকের পতন হলেই ঘুবার উত্থান।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

উষর ক্ষেত্র—পর্ণশালা

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়স্দের প্রবেশ)

কেণ্ট। এই স্থানে আশ্রয় মিলিবে প্রভু।
প্রার্থনা আমার—বিরাম লভহ হেথা।
ভয়ঙ্করী নিশীথিনী। রহিলে বাহিরে,
স্বভাবে সবে না কভু।

(বাটিকা-প্রবাহ)

লীয়ার। সন্ধিহীন আছি ভালো।

কেণ্ট। নিবেদন প্রভু—প্রবেশো এখানে।

লীয়ার। হৃদি-ভঙ্গ করিবে আমার?

কেণ্ট। ভেঙ্গে যাক হৃদি মোর একান্ত বাসনা।

আশ্রয় গ্রহণ করুন।

লীয়ার। অহুমান তব, বাটিকার প্রবল প্রবাহ

আঘাতেই দেহে বাহা—বড়ই বিবম?

হতে পারে তোমার নিকট।

বুকে যার যাতনা ভীষণ—

ক্ষুদ্র ব্যাধি বুঝে সে কেমনে।

ভীষণ ভল্লক-ভয়ে পলাইতে গিয়া

উদ্বেলিত সিন্ধু যদি ছাখো সমুখেতে,

ইচ্ছা-ভরে ভল্লকেরে দাও আলিঙ্গন।

অস্তরে পীড়ন যে-বা কভু নাহি জানে,

সেই জন অহুতবে শরীরের ক্লেশ;

বিবম বাটিকাঘাত হৃদয় হইতে

দূর করিয়াছে মোর সর্ব-অহুভূতি;

আঘাত কেবলমাত্র বাজিছে হৃদয়ে!

সন্তান এমন হয়? এমন কৃতঘ্ন?

আহাৰ্য্য প্রদান তরে উত্তোলিত-কর

খণ্ড খণ্ড হয় যথা দশন-আঘাতে।

প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত;

আঁখি-জল আর বহিবে না।

বিতাড়িত গৃহ হতে এ হেন নিশীথে!

বর-বর বরে বৃষ্টি মস্তকে আমার,

শির পাতি সে বৃষ্টি সহিব।

এমন দুর্যোগ্য রাত্রে—রীগান! গনৈরিল!

বুদ্ধ পিতা—এই তার করিলি কি শেষে?

সরল অন্তরে যে-বা দিয়াছে তোদের

আপনার সরবস।

না, না—হেন চিন্তা আর দিব না প্রশ্রয়,—

উন্মাদ হবো।

দূর হও অন্তর হইতে,

এ-কথার নাহি প্রয়োজন।

কেণ্ট। শুন প্রভু, প্রবেশো হেথায়।

লীয়ার। তুমি যাও, আরাম লভহ নিজে।

বজ্র-বজ্রা অবসর দিবে না আমার

চিন্তিবারে হৃদয়ের দারুণ আঘাত।

বেশ, চলো। যাবো আমি। (বয়স্দের প্রতি)

প্রথমে প্রবেশো তুমি—

গৃহহীন দারিদ্র্যের প্রতিকৃতি,—তুমি যাও।

প্রার্থনা করিয়া আমি নিদ্রা যাবো শেষে।

(বয়স্দের কুটীরে প্রবেশ)

দরিদ্র-সন্তান যে যেথায় নগ্ন-তনু—

নির্দয় বাটিকাঘাত সহিছ যাহার্য,
গৃহ-হীন অনাবৃত মস্তক যাদের—
শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল,
স্বমলিন চীর-বাস—

রক্ষিবে কেমনে হেন কাল নিশি হতে ?

হয় নাই কভু হেন চিস্তার উদয় !

সম্পদ—এই যে ঔষধ তার !

দারিদ্র্যের তিক্ত স্বাদ অনুভবি আজ,

ভুক্তি আবদ্ধক মত, করি অতিরিক্ত দান !

আয়-পর বিভূ রাজ্য করহ প্রচার।

এডগা। (কুটার হইতে)

সমুদ্রের জল মাথা কাজ পেয়েছি আমি,

দিবারাতি ক্রোশ-ঘোজন। জানেন অন্তর্যামী !

এস বাবা, আবাগে টম।

(কুটার হইতে বয়স্কের পলায়ন)

বয়স্ক। খুড়ো, খুড়ো, এখানে এসো না বাবা।

পালাও।...ভূত ! ভূত ! ওগো আমার ধরো।

বাঁচাও ! বাঁচাও।

কেণ্ট। ধরো মোর হাত। কে আছ হোখায় ?

বয়স্ক। ভূত গো ভূত ! আবার বলে, ওর নাম
অভাগা টম।

কেণ্ট। কে ও ? খড়ের পিছনে গোঁ-গোঁ করে ?

এসো, বেরিয়ে এসো।

(বাতুল-বেশে এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌গা। পলাও। পলাও। শীঘ্র কর পলায়ন।

ভূত লেগেছে আমার পিছে ;

কাঁটা বনের বিচে বিচে—

যাচ্ছে বাতাস বয়ে, থাকবে কেন সয়ে ?

শোও তুমি বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে।

লীয়ার। দিয়াছ কি কত্যাগণে সর্বস্ব-তোমার ?

এমন দুর্দশা-ভোগ তাই সে-কারণে ?

এড্‌গা। টমকে কিছু দাও গো তোমরা। ভূত মশাই

সঙ্গ নেছে মোর—

পেঙ্গীর আলো ঘোরায় সদা, খানায়-ডোবায়
ঘোর !

যেখায় মোরে পায়—ঘোর টম, ঘোর।

বালিসের নীচে আছে ছুরি,

ঠাকুরের ঘরে গলায় দড়ি,

ঝোলের কাছে বিষের হাঁড়ি,

বিষ দিয়ে খেলে প্রাণটা বাঁচে।

দেমাঁকেতে প্রাণটা ভরা,

সকল সঁকোয় ঘোড়ায় চড়া,

নিজের ছায়াকে তাড়া করা !

বেঁচে থাকুক মোর পাঁচ বুদ্ধি !

ঠাণ্ডা হলো টম ভায়া,

হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ !

ঘুরণ-বাতাস তার-খশা না আসে কাছে,

গরীব টম ভূতের ভয়ে ভিক্ষা মাগিতেছে।

ঐ তো আছে দাঁড়িয়ে ভূত, ঐখানে, ঐখানে,
ঐখানে।

(বাটিকা-প্রবাহ)

সাবধান, দৃষ্ট ভূত ! কথা শোন বাপ-মার,

কথার মত কাজ কর, দিবি গেলো না।

চোখ দিয়ে না পরদ্বীতে, দেমাকে যেয়ো না
ভরে,—

টমের বড় শীত গো, বড় শীত।

লীয়ার। কি আছিলে তুমি ?

এড্‌গা। দাস—কিন্তু দেমাঁকেতে ভরা।

কেশের বিভ্রাস করিতাম কুঞ্চিত করিয়ে ;

কামিনীর হস্তালক পরিতাম শিরদ্বাগে ;

পুরাতাম প্রভু-পত্নী-সাধ ;

তার সহ করিতাম তামসীর লীলা।

প্রতি বাক্যে শপথে তৎপর,

স্বর্গ নামে ভয় করিতাম সে সকল।

ঘুমাতাম কাম-লীলা মানস করিয়ে,

জাগি পুনঃ পূর্ণাঙ্কুরিত দিতাম তাহাতে।

মদিরায় মত্ত মন, সদা দ্যুতকীর্তিগন্ধি,

অভিরুচি কামিনীর কম আলিঙ্গনে।

শঠ, খুনে, কান-পাংলা, আলসে শূকর,

চাতুর্ঘ্যে শৃগাল আর লোভী দ্বিপী লম,

বাতুল কুকুর প্রায়, সিংহ শিকারেতে।

কামিনীর পাছুকার কোমল ধ্বনিতে,

রেশমী বস্ত্রের মুহু মর্ম্মরিত তানে

জানায়ে না মন আপনার।

করিও না পদার্পণ নটীর আলয়ে,

হস্তক্ষেপ করিয়ে না আবরণ-মাবো,

লিখিয়ে না নাম তব উত্তমর্ণ পাশে,

দৃষ্ট ভূতে অবজ্ঞা করিবে।

শীতল বাতাস বয় কাঁটা বন দিয়া ;

গাও সবে সা—রে—গা—মা,—

ডল্‌ফিন ছোকরাটি আমার,

সা—রে—গা—মা...যেতে দাও মোরে।

(বাটিকা-প্রবাহ)

লীয়ার। আকাশের অত্যাচার এ অনাবৃত দেহে সহ
করার চেয়ে কবরে গেলে ভালো থাকতে। মানুষ

এই? এর বেশী আর কিছু নয়? ভেবে আছে,
গুটি-পোকার রেশম তুমি ধারো না, ভেড়ার
পশম ধারো না, বিড়ালের গন্ধ ধারো না।
আহা, বেশ! আমরা তিন জনেই এখানে ভুলে
পড়ে কষ্ট পাচ্ছি। তুমি পশুর প্রতিকৃতি বস্ত্র-
হীন মানব। তোমার মত হতভাগ্য নয়, নখ-
ধারী পশু ভিন্ন আর কিছু নয়। যাও, যাও
তুমি। এসো, জামা খুলে দাও।

(বস্ত্র ছিন্ন করিয়া)

বয়স্ক। মাপ করো খুড়ো, থামো। ভারী সাংঘাতিক
রাত্রি! এখন সাতার কাটা চলে না। এই
ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝখানে একটু আগুন, বুদ্ধ
লম্পটের মনের মত প্রাণে যেন একটু সখের
আগুন জ্বলছে—আর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা। চেয়ে
আছে—চলন্ত আগুন আসছে।

এড্‌গা। এটা গলায়-দেড়ে মান্দো। সাঁঝের বাতি
জলা থেকে কুকড়োর ডাক পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়।
রোগ জন্মে দেয়, চোখ/টেরা করে দেয়, ফল নষ্ট
কবে, আর মাটির পোকাগুলোকে দেয় বাতনা।

ঠাকুর তিনবার দিয়ে মাঠে পা
দেখেছেন ডাইনী তার নটা ছা।

ঠাকুর নামতে বলেছে,
পালাতে বেটা পণ করেছে।

যা যা ডাইনী, শীগিরি যা।

কেণ্ট। মহারাজ এখন কেমন বোধ করছেন?

(আলোক হস্তে মঠের প্রবেশ)

লীয়ার। কে ও?

কেণ্ট। তুমি কে? কিসের সন্ধান করচো?

মঠর। তোমরা কে? তোমাদের নাম?

এড্‌গা। বেচারি টম,—যে খায় জ্যাস্ত ব্যাণ্ড, আর
ডাকার টিকটিকি, জলের মাকড়।

ছুটু ভূত রাগলে পরে, রাগের চোটে গোবর-চাঁট
করে;

আর খায় জলের উপর যে ছ্যাংলা পড়ে।

তারে চাবকে তাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে,

পায়ে বেড়ী দেয় আর পোরে গারদ-ঘরে।

পিঠে তার তিন-মুট কাপড়—গায়ে তার জামা
হটা,

চড়বার তার আছে ঘোড়া, হাতিয়ার বহু খাড়া
খাড়া।

খেড়ে ইঁদুর, নেংটে ইঁদুর আর হরিণের ছানা,

সাত সাত বছর ধরে হয়েছে টমের থানা।

খব্দার! চূপ কর চণ্ড। থাম পাঞ্জী ভূত।
মঠর। মহারাজের কি এর চেয়ে আর ভালো সঙ্গী
জোটেনি?

এড্‌গা। নরকের রাজাও ছিল ভদ্রলোক—তাকে
সকলে খবিস বলে, আর বলে, মান্দো!

মঠর। আমাদের রক্ত-মাংস এত খারাপ হয়েছে
যে, যাতে জন্মেছি, তাকেই ঘৃণা করি।

এড্‌গা। টম ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

মঠর। আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন। কর্তব্যানু-
রোধে আপনার কথাদের অবধা আজ্ঞা প্রতি-
পালনে আমি প্রস্তুত নই। তাদের আজ্ঞা, এই
দুর্যোগে আপনি কষ্ট পান, আর আমার গৃহদ্বার
বন্ধ রেখে আপনাকে যেন সে গৃহে আর প্রবেশ
করতে না দি। সে আজ্ঞা অবহেলা ক'রে
আপনার সন্ধান করছি। যেখানে আগুন
আর খাবার মিলবে, আপনাকে সেইখানে নিয়ে
যাবো।

লীয়ার। প্রথমে আমি এই বিজ্ঞানবিদের সঙ্গে
আলাপ করি। বলুন দেখি, বজ্রের কারণ কি?
কেণ্ট। প্রভু, এঁর প্রস্তাবে সম্মত হন,—এঁর
বাড়ীতে চলুন।

লীয়ার। আমি এই শিব-বাসী পণ্ডিতের সঙ্গে
একটু বাক্যালাপ করি। তুমি কি করো?

এড্‌গা। আজ্ঞে, ভূতের রোজাগিরি আর পোকা-
মাকড় ধ্বংস।

লীয়ার। নির্জনে তোমার সঙ্গে একটু কথা কইবো।

কেণ্ট। প্রভু, গুঁকে আর একবার অনুমোদন করুন।
গুঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হবার লক্ষণ বুঝি।

মঠর। গুঁর আর দোষ কি! মেয়েরা গুঁর মৃত্যু
কামনা করেছে। আহা, উদার কেণ্ট! পূর্বেই
সে বলেছিল, এ ব্যাপার ঘটবে। আহা,
নির্দাসিত রাজাকে পাগল বলছ, তোমায় আর
বলবো কি বন্ধু, আমি নিজেই পাগল হয়েছি।
আমার একটি পুত্র ছিল। সে এখন... আমি
তাকে ত্যাগ করেছি। সে আমার প্রাণ-সংহারে
উত্তম হয়েছিল। বন্ধু, তাকে আমি কি ভালোই
বাসতেম! কোনো পিতা পুত্রকে এত
ভালোবাসে না। সত্য বলতে কি, ওঃ, (বাটিকা-
প্রবাহ) দুঃখে আমরা মস্তিষ্ক স্থির নেই। কি
দারুণ দুর্যোগ, মহারাজ! ভগবানের কাছে
প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি আপনাকে রক্ষা করুন।

লীয়ার। পণ্ডিত তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

এড্‌গা। টমের বড় শীত গো।

গষ্টর। যাও, তুমি ঐ কুটিরে যাও,—ওখানে
নিজেকে গরম করো।

লীয়ার। এসো। সকলে বাই।

কেণ্ট। এই পথে প্রভু।

লীয়ার। ওঁর সঙ্গে যাবো, আমি পণ্ডিতের সঙ্গে
থাকবো।

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে ঠাণ্ডা করুন। ও লোকটাকে
সঙ্গে নিয়ে চলুন।

গষ্টর। ওঁকে সঙ্গে নিন।

কেণ্ট। আসুন মশায়, আমাদের সঙ্গে আসুন।

লীয়ার। এসো জ্ঞানী এথেন্সবাসী।

এড্‌গা। গোল করো না, গোল করো না, চূপ।

শিক্ষানবিস রোলাণ্ড এলো অন্ধকূপ গারদে,
তবু বলে, ছি-ছি-ছি-ছি পড়লেম কি আপদে।
ইংরেজের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি নাকি—নাই সন্দ।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

গষ্টরের দুর্গ-কক্ষ

(কর্ণওয়াল ও এড্‌মন্ডের প্রবেশ)

কর্ণ। এখান থেকে যাবার পূর্বে শোধ দিয়ে
যাবো।

এড। পিতৃভক্তির চেয়ে প্রভুর প্রতি রাজভক্তি
দেখানোয় আমার মনে সংশয় হয়, লোকে কি
ভাববে।

কর্ণ। এখন মনে হচ্ছে, তোমার ভাই যে তার
মৃত্যু কামনা করেছিল, সে শুধু তার বদ স্বভাবের
দোষে নয়; তোমার গুণে তার বদ স্বভাব
আরও জোর পেয়েছিল।

এড। ভাগ্য আমার উপর বড় অপ্রসন্ন,—ভায়
পথে থাকতে মনে এত দুঃখ পেতে হয়। এই
পত্রেই ফ্রান্সের আসবার কথা প্রকাশ করেছে।
ভগবান! এমন রাজদ্রোহ যদি না ঘটতো, কিম্বা
যদি ঘটেছিল, এ বিষয় আমি না জানতে
পারতাম, বড় ভালো হতো।

কর্ণ। আমার সঙ্গে চলো তুমি আমার স্ত্রীর কাছে।

এড। পত্রে যা লেখা, সে খবর সত্য হলে
আপনাকে অনেক কাজ করতে হবে।

কর্ণ। সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, এই পত্র
তোমাকে গষ্টরের অধিপতি করেছে। তোমার

পিতার সন্ধান করো, যেন তাঁর গ্রেফতারে কোন
গোলযোগ না ওঠে।

এড। (স্বগত) যদি তাঁকে মহারাজের গুপ্তচর
দেখি, এর সন্দেহ আরও বাড়বে। (প্রকাশে)
পিতৃভক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটলেও আমি সর্বদা
রাজানুবর্তী থাকবো।

কর্ণ। আমিও তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবো।
আমার ভালোবাসা—পিতৃ-স্নেহের চেয়ে তুমি
চের বেশী অমূল্য করবে।

[প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গ-সম্মিহিত গোলাবাড়ীর ক্ষুদ্র ঘর

(গষ্টর, লীয়ার, কেণ্ট, বয়স্তু ও এড্‌গার)

গষ্টর। খোলা জায়গার চেয়ে এ জায়গা অনেক
ভালো। যতখানি সম্ভব, আরাম করুন। অস্ত্র
জিনিষপত্র সংগ্রহ করে যতদূর পারি, আপনাকে
স্বচ্ছন্দ করবো। বেশীক্ষণ আপনাদের কাছ থেকে
দূরে থাকবো না।

কেণ্ট। আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ওঁর বুদ্ধি
লোপ পেয়েছে। ভগবান আপনার এ কর্মটিকে
পুরস্কৃত করুন।

এড্‌গা। গোমড়া-ভূত আমার ডেকে বলেছে যে,
নীরো নরক-দীঘিতে ছিপ ফেলেছে। বোকা পাঞ্জী
ভূতের হাতে সাবধানে থাকিস্।

বয়স্তু। খুড়ো, বলো তো বাবা, যারা পাগল, তারা
ভদ্রলোক? না, চাষা?

লীয়ার। রাজা। একজন রাজা।

বয়স্তু। হলো না, বাবা। ভদ্রলোক যার ছেলে,
সে হয় চাষা; কেন না, পাগল-চাষাই বেঁচে
থাকতে থাকতে ছেলেকে ভদ্রলোক দেখে।

লীয়ার। লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণায় তারা ভস্ম হয়ে যাক।

এড্‌গা। পাঞ্জী ভূত আমার পিঠ কামড়াচ্ছে।

বয়স্তু। যে পাগল, সেই শুধু বিশ্বাস করে নেকড়ের
পোষ-মানায়, ঘোড়ার খুরে, বালকের ভালো-
বাগায় আর বেষ্টির শপথে।

লীয়ার। এখনই শেষ করবো। সকলকে রাজার
আজ্ঞায় গ্রেফতার করবো। (এড্‌গারের প্রতি)
আসুন, এইখানে বসুন। আপনি একজন বিজ্ঞ
বিচারক। (বয়স্তুের প্রতি) মশায়, আপনিও

এই ? এর বেশী আর কিছু নয় ? ভেবে আছে,
গুটি-পোকাকার রেশম তুমি ধারো না, ভেড়ার
পশম ধারো না, বিড়ালের গন্ধ ধারো না।
আহা, বেশ ! আমরা তিন জনেই এখানে ভুলে
পড়ে কষ্ট পাচ্ছি। তুমি পশুর প্রতিকৃতি বস্ত্র-
হীন মানব। তোমার মত হতভাগ্য নয়, নখ-
ধারী পশু ভিন্ন আর কিছু নয়। যাও, যাও
তুমি। এসো, জামা খুলে দাও।

(বস্ত্র ছিন্ন করিয়া)

বস্ত্র। মাপ করো খুড়ো, থামো। ভারী সাংঘাতিক
রাত্রি। এখন সাতার কাটা চলে না। এই
ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝখানে একটু আগুন, বুদ্ধ
লম্পাটের মনের মত প্রাণে যেন একটু সখের
আগুন জ্বলছে—আর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা। চেয়ে
আছে—চলন্ত আগুন আসছে।

এড্‌গা। এটা গলায়-দড়ে মান্দো। সাঁঝের বাতি
জ্বলা থেকে কুক্কড়ের ডাক পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়।
রোগ জন্মে দেয়, চোখ টেরা করে দেয়, ফশল নষ্ট
কবে, আর মাটির পোকাগুলোকে দেয় বাতনা।

ঠাকুর তিনবার দিয়ে মাঠে পা
দেখেছেন ডাইনী তার নটা ছা।

ঠাকুর নামতে বলেছে,
পালাতে বেটা পণ করেছে।

যা যা ডাইনী, শীগগির যা।

কেণ্ট। মহারাজ এখন কেমন বোধ করছেন ?

(আলোক হস্তে গর্ভের প্রবেশ)

লীয়ার। কে ও ?

কেণ্ট। তুমি কে ? কিসের সন্ধান করচো ?

গর্ভ। তোমরা কে ? তোমাদের নাম ?

এড্‌গা। বেচারী টম,—যে খায় অ্যাস্ত্র ব্যাণ্ড, আর
ডাকার টিকটিকি, জলের মাকড়।

হুঁহু ভূত রাগলে পরে, রাগের চোটে গোবর-চাঁট
করে ;

আর খায় জলের উপর যে ছাৎলা পড়ে।

তারে চাবকে তাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে,

পায়ে বেড়ী দেয় আর পোরে গারদ-ঘরে।

পিঠে তার তিন-মুঠ কাপড়—গায়ে তার জামা
হটা,

চড়বার তার আছে ঘোড়া, হাতিয়ার বহু খাড়া
খাড়া।

ধেড়ে ইঁদুর, নেংটে ইঁদুর আর হরিণের ছানা,
সাত সাত বছর ধরে হয়েছে টমের খানা।

খব্দার ! চূপ কর চণ্ড। থাম পাঞ্জী ভূত।

গর্ভ। মহারাজের কি এর চেয়ে আর ভালো সঙ্গী
জোটেনি ?

এড্‌গা। নরকের রাজাও ছিল ভদ্রলোক—তাকে
সকলে খবিস বলে, আর বলে, মান্দো !

গর্ভ। আমাদের রক্ত-মাংস এত খারাপ হয়েছে
যে, যাতে জন্মেছি, তাকেই ঘৃণা করি।

এড্‌গা। টম ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

গর্ভ। আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন। কর্তব্যানু-
রোধে আপনার কন্ঠাদের অথবা আজ্ঞা প্রতি-
পালনে আমি প্রস্তুত নই। তাদের আজ্ঞা, এই
দুর্যোগে আপনি কষ্ট পান, আর আমার গৃহস্থার
বন্ধ রেখে আপনাকে যেন সে গৃহে আর প্রবেশ
করতে না দি। সে আজ্ঞা অবহেলা করে
আপনার সন্ধান করছি। যেখানে আগুন
আর খাবার মিলবে, আপনাকে সেইখানে নিয়ে
যাবো।

লীয়ার। প্রথমে আমি এই বিজ্ঞানবিদের সঙ্গে
আলাপ করি। বলুন দেখি, বজ্রের কারণ কি ?
কেণ্ট। প্রভু, এঁর প্রস্তাবে সম্মত হন,—এঁর
বাড়ীতে চলুন।

লীয়ার। আমি এই ধ্বংস-বাসী পণ্ডিতের সঙ্গে
একটু বাক্যালাপ করি। তুমি কি করো ?

এড্‌গা। আজ্ঞে, ভূতের রোজাগিরি আর পোকা-
মাকড় ধ্বংস।

লীয়ার। নির্জনে তোমার সঙ্গে একটু কথা কইবো।

কেণ্ট। প্রভু, ঠুকে আর একবার অহুসোধ করুন।

ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হবার লক্ষণ বুঝছি।

গর্ভ। ওঁর আর দোষ কি ! যেকোরা ওঁর মৃত্যু
কামনা করছে। আহা, উদার কেণ্ট ! পূর্বেই

সে বলেছিল, এ ব্যাপার ঘটবে। আহা,

নির্কাসিত রাজাকে পাগল বলছ, তোমায় আর

বলবো কি বন্ধু, আমি নিজেই পাগল হয়েছি।

আমার একটি পুত্র ছিল। সে এখন... আমি

তাকে ত্যাগ করেছি। সে আমার প্রাণ-সংহারে

উত্তম হয়েছিল। বন্ধু, তাকে আমি কি ভালোই

বাসভেয় ! কোনো পিতা পুত্রকে এত

ভালোবাসে না। সত্য বলতে কি, ওঃ, (বাটিকা-
প্রবাহ) দুঃখে আমরা মস্তিষ্ক স্থির নেই। কি

দারুণ দুর্যোগ, মহারাজ ! ভগবানের কাছে

প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি আপনাকে রক্ষা করুন।

লীয়ার। পণ্ডিত তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

এড্‌গা। টমের বড় শীত গো।

গষ্টর। যাও, তুমি ঐ কুটিরে যাও,—ওখানে
নিজেকে গরম করো।

লীয়ার। এসো। সকলে যাই।

কেণ্ট। এই পথে প্রভু।

লীয়ার। ঔর সঙ্গে যাবো, আমি পণ্ডিতের সঙ্গে
থাকবো।

কেণ্ট। প্রভু, ঔকে ঠাণ্ডা করুন। ও লোকটাকে
সঙ্গে নিয়ে চলুন।

গষ্টর। ঔকে সঙ্গে নিন।

কেণ্ট। আসুন মশায়, আমাদের সঙ্গে আসুন।

লীয়ার। এসো জ্ঞানী এথেন্সবাসী।

এড্‌গা। গোল করো না, গোল করো না, চুপ।

শিক্ষানবিস রোলাণ্ড এলো অন্ধকূপ গারদে,

তবু বলে, ছি-ছি-ছি-ছি পড়লেম কি আপদে।

ইংরেজের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি নাকৈ—নাই গন্দ।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

গষ্টরের দুর্গ-কক্ষ

(কর্ণওয়াল ও এড্‌মন্ডের প্রবেশ)

কর্ণ। এখান থেকে যাবার পূর্বে শোধ দিয়ে
যাবো।

এড। পিতৃভক্তির চেয়ে প্রভুর প্রতি রাজভক্তি
দেখানোয় আমার মনে সংশয় হয়, লোকে কি
ভাববে।

কর্ণ। এখন মনে হচ্ছে, তোমার ভাই যে তার
মৃত্যু কামনা করেছিল, সে শুধু তার বদ স্বভাবের
দোষে নয়; তোমার গুণে তার বদ স্বভাব
আরও জোর পেয়েছিল।

এড। ভাগ্য আমার উপর বড় অপ্রসন্ন,—তায়
পথে থাকতে মনে এত দুঃখ পেতে হয়। এই
পত্রেই ফ্রান্সের আসবার কথা প্রকাশ করেছে।
ভগবান! এমন রাজদ্রোহ যদি না ঘটতো, কিম্বা
যদি ঘটেছিল, এ বিষয় আমি না জানতে
পারতাম, বড় ভালো হতো।

কর্ণ। আমার সঙ্গে চলো তুমি আমার দ্বীর কাছে।

এড। পত্রে যা লেখা, সে খবর সত্য হলে
আপনাকে অনেক কাজ করতে হবে।

কর্ণ। সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, এই পত্র
তোমাকে গষ্টরের অধিপতি করেছে। তোমার

পিতার সন্ধান করো, যেন তাঁর গ্রেফতারে কোন
গোলযোগ না ওঠে।

এড। (স্বগত) যদি তাঁকে মহারাজের শুশ্রূষা করতে
দেখি, এঁর সন্দেহ আরও বাড়বে। (প্রকাশে)
পিতৃভক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটলেও আমি সর্বদা
রাজানুবর্তী থাকবো।

কর্ণ। আমিও তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবো।
আমার ভালোবাসা—পিতৃ-স্নেহের চেয়ে তুমি
ঢের বেশী অহুত্ব করবে।

[প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গ-সম্মিহিত গোলাবাড়ীর ক্ষুদ্র ঘর

(গষ্টর, লীয়ার, কেণ্ট, বয়স্তু ও এড্‌গার)

গষ্টর। খোলা জায়গার চেয়ে এ জায়গা অনেক
ভালো। যতখানি সম্ভব, আরাম করুন। অল্প
জিনিষপত্র সংগ্রহ করে যতদূর পারি, আপনাকে
স্বচ্ছন্দ করবো। বেশীক্ষণ আপনাদের কাছ থেকে
দূরে থাকবো না।

কেণ্ট। আর কষ্ট সহ করতে না পেরে ঔর বুদ্ধি
লোপ পেয়েছে। ভগবান আপনার এ কর্ম্মটিকে
পুরস্কৃত করুন।

এড্‌গা। গোমড়া-ভূত আমায় ডেকে বলেছে যে,
নীরো নরক-দীঘিতে ছিপ ফেলেছে। বোকা পাজী
ভূতের হাতে সাবধানে থাকিস।

বয়স্তু। খুড়ো, বলো তো বাবা, যারা পাগল, তারা
ভদ্রলোক? না, চাষা?

লীয়ার। রাজা। একজন রাজা।

বয়স্তু। হলো না, বাবা। ভদ্রলোক যার ছেলে,
সে হয় চাষা; কেন না, পাগল-চাষাই বেঁচে
থাকতে থাকতে ছেলেকে ভদ্রলোক দেখে।

লীয়ার। লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণায় তারা ভস্ম হয়ে যাক।

এড্‌গা। পাজী ভূত আমার পিঠ কামড়াচ্ছে।

বয়স্তু। যে পাগল, সেই শুধু বিশ্বাস করে নেকড়ের
পোষ-মানায়, ঘোড়ার খুরে, বালকের ভালো-
বাগায় আর বেছার শপথে।

লীয়ার। এখনই শেষ করবো। সকলকে রাজার
আজ্ঞায় গ্রেফতার করবো। (এড্‌গারের প্রতি)
আসুন, এইখানে বসুন। আপনি একজন বিজ্ঞ
বিচারক। (বয়স্তুের প্রতি) মশায়, আপনিও

একজন জ্ঞানী, আপনি এইখানে বসুন।

এইবার আর, তোরা বাধিনি।

এড্‌গা। জ্ঞাখা, দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ভদ্রে, বিচারের সময়ে দৃষ্টি-আকর্ষণের সাধ।

(গীত) নদী পেরিয়ে এস প্রাণ আমার কাছেতে।

বয়স। যার নামে আছে ছেঁদা—

তার কথা কহিতে বাধা,

সে কি আসতে পারে, সাহস করে তোমার

কাছেতে?

এড্‌গা। বুলবুলির মত ডেকে পাজী ভূতো গরীব

টমের পাছু লেগেছে। টমের পেটের মধ্যে ছুটো

মাছ খাবার জুত ভূতো কৌ-কৌ করছে। কৌ-

কৌ করো না কাল-ভূতো! তোমায় আমি কি

খাবার দেবো, কিছুই যে নেই বাপধন।

কেণ্ট। কি রকম মনে করছেন, মহারাজ? এমন

ভয়ানক চোখে চেয়ে রয়েছেন কেন? এই

বিছানায় শুয়ে আপনি বিশ্রাম করুন।

লীয়ার। না, না। আগে আমি ওদের বিচার দেখবো।

প্রমাণ আনো। বিচার-ভূষিত মানব, এইখানে,

এই খানে—হ্যাঁ, এইখানে বসো। (এড্‌গার

এবং বয়সের প্রতি) তুমি আমারে তার-বাহী, তুমি

ওঁর পাশে বসো। তুমিও একজন বিচারক।

(কেণ্টের প্রতি) তুমি এইখানে বসো।

এড্‌গা! এস, আমরা আরবিচার করি।

ঘুমিয়ে না জেগে ওহে হুজিবাঙ্গ রাখাল?

তোমার কৈতের মধ্যে মেঘ ঢুকছে পালে পাল।

একবারমাত্র হুঁ দিলে তোমার বাঁশিতে,

কোনো ক্ষতি করবে নাকো মেঘের রাশিতে!

মিউ মিই ডাকছে ঐ কুণো বেড়াল।

লীয়ার। প্রথমে এর বিচার হোক। ওর নাম

গনোরিল। মাননীয় ভক্তবৃন্দের সামনে শপথ

করে বলছি, উনি ওঁর নির্দোষ নিরপরাধ

পিতাকে লাগি মেরে ভাঙিয়ে দেছেন।

বয়স। ভদ্রে, এখানে এসো। তোমার নাম

গনোরিল?

লীয়ার। অস্বীকার করতে পারে না।

বয়স। তাই ভালো! রক্ষা পাই! আমি তোমাকে

একটা কাঠরার জিনিষ মনে করেছিলাম।

লীয়ার। এই আর একজন। এর বক্তৃতা দৃষ্টিতে

অস্তরের ভাব ফুটে বেরুচ্ছে। ধরো, ওকে

ধরো।—অস্ত্র—অস্ত্র! তরবারি! বহি! এ স্থান

কলুষিত হয়েছে! ভণ্ড বিচারক! ঘৃণ খেয়ে

কেন ওকে ছেড়ে দিলি?

এড্‌গা। তোমার পঞ্চ ইঞ্জিয় যেন স্বচ্ছন্দে থাকে,
এই প্রার্থনা।

কেণ্ট। কি দুঃখ! ধৈর্য্য হারাবেন না মহারাজ।

আপনি সর্বদা বলতেন, আপনার ধৈর্য্য অগীম।

এড্‌গা। (স্বগত) আমার চোখের কোণে এত জল
জমে রয়েছে যে, ভয় হয়, পাছে প্রকাশ হয়ে

পড়ে।

লীয়ার। আমার ছোট ছোট কুকুরগুলো আমার
চিনতে না পেরে যেউ-যেউ করে কামড়াতো

আসছে।

এড্‌গা। টম দেবে তার মুণ্ড ফেলে।

দূর দূর থেকে কুকুর।

শাদা মুখ নয়, কালো মিশ,

কামড়ালো যার দাঁতে বিষ।

যত রকম কুকুর আছে,

লেজ খাটো কি ঘোরানো প্যাঁচ,

আমার মুণ্ড ফেলে দিয়ে

টম তাদের দেবে কাঁদিয়ে;

কেঁউ কেঁউ ক'রে জানলা দিয়ে

পালিয়ে যাবে লেজ গুটিয়ে।

সা-রে-রে-রে-রে।

চুপ! চল, যাই হাট-বাজারে।

শুকনো সে টমের শিঁড়ে।

লীয়ার। আচ্ছা, রীগানের শরীর ব্যবচ্ছেদ করো,

জ্ঞাখা, ওর মনে কি ঘটেছে। কি কারণে মানুষ-

ঘের মন এমন কঠিন হয়? (এড্‌গারের প্রতি)

তোমাকে আমার শত অমুচর-দল-ভুক্ত করলেম;

শুধু তোমার বেশভূষা আমি পচন্দ করি না।

তুমি হয়তো বলবে, এটা পারস্ব দেশের পরিচ্ছদ।

যাই হোক, ওটা বদলাও।

কেণ্ট। এখন এখানে শয়ন করে একটু বিশ্রাম

করুন মহারাজ।

লীয়ার। গোল করো না। শব্দ করো না। দাঁও,

মশারি ফেলে দাঁও, ঐ ঐ ঐ রকম ক'রে।

সকালে আমরা সাক্ষ্য ভোজন করবো। ঐ ঐ

ঐ রকম ক'রে।

বয়স। আর আমি মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাবো।

(গঠরের পুনঃপ্রবেশ)

গঠর। বন্ধু, এদিকে এসো। মহারাজ কোথায়?

কেণ্ট। এইখানে আছেন। ওঁকে বিরক্ত করবেন

না। ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

গঠর। বন্ধু, ওঁকে কোলে করে তুলে নাও;—

ওঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুর ষড়যন্ত্র আমি গোপনে শুনেছি।

একখানি ডুলি প্রস্তুত আছে, সেই ডুলি ক'রে
ওঁকে ডোভরে নিয়ে যাও। সেখানে অভ্যর্থনা
আর আশ্রয়—দুই পাবে। তোমার প্রভুকে
তোলো; যদি আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করো,
ওঁর জীবন, তোমার জীবন, আর ষাঁরা ষাঁরা ওঁকে
রক্ষা করছেন, সকলের জীবন নিশ্চয় বিনষ্ট হবে।
তোলো, তোলো,—আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো।
তোমায় কিছু অর্থ দেবো, সে অর্থের জোরে শীঘ্র
শীঘ্র পথ-অতিক্রমের ব্যবস্থা করতে পারবে।
কেণ্ট। শ্রাস্ত আর বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি নিদ্রায় কাতর।
লভিতে বিরাম হেন—
অসংযত স্নায়ু যত হইত সংযত।
দৈব-বশে বিরামের অভাব হইলে
আরামের আশা যাবে দূরে।
এস, প্রভুকে বহন করতে আমায় সাহায্য করো।
(বয়স্কের প্রতি) তুমি পিছনে থেকো না, এসো।
গুপ্তার। এসো, শীঘ্র এসো।

[কেণ্ট, গুপ্তার ও বয়স্ক রাজাকে বহন করিয়া
প্রস্থান।

এড্‌গা। সবে হেরি নিগীড়িত দুঃখের ভারেতে।
উচ্চতর স্থান ষাঁরা করেন গ্রহণ,
নাহি গণি শত্রু বলি আমাদের দুর্দৈব সকলে।
দুঃখরাশি বহিবার সাধী নাই যার—
অন্তরে অধিক দুঃখ বহে সে সত্তত;
সুন্দর সামগ্রী আর আনন্দের ভাব
পরিহার করে সে সকলি;
তুচ্ছজ্ঞানে দুঃখরাশি নিত্য হেলা করে,
দুঃখ-বহনের সাধী পায় সেই জন।
কত তুচ্ছ অমূল্য এই ক্লেশ মোর,
মনে যবে গণি, আমি নত যেই ক্লেশে—
সেই ক্লেশ অভিভূত করেছে রাজারে।
সন্তান পেয়েছে ওই পিতা—যথা আমি।
টম, চল, চল দূরে,
মহাকাণ্ডে মন তব করহ নিয়োগ;
পশ্চাতে করিয়ো তুমি আপনা প্রকাশ।
অলীক রটনা যবে—কলঙ্কিত যাহে—
তব গুণে ছায়-কাণ্ডে হোক তাহা দূর।
যা ঘটে ঘটুক রাজে যোদের কপালে,
মরপতি নিরাপদে রহন কুশলে।
লুকাইয়া রবো আমি।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

কক্ষ।

(কর্ণওয়াল, রীগান, গনেরিল এবং এড্‌মণ্ডের
অনুচরসহ প্রবেশ)

কর্ণ। তোমার প্রভু এলবেগী-অধিপতির কাছে
এখনি যাও। তাঁকে এই পত্রখানি দিয়ে।
ফ্রান্সের সৈন্ত ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছে। দুর্জয়-
গুপ্তারের সন্ধান বরো।

রীগান। ফাঁসি-কাঠে ঝুলাও তাহারে।

গণে। চক্ষু ভার কর উৎপাটন।

কর্ণ। সে পাপাত্মাকে শাস্তি দেবার ভার আমার
হাতে দাও। এড্‌মণ্ড, আমাদের ভগ্নার সঙ্গে
যাত্রা করো। তোমার বিশ্বাসঘাতক পিতার
উপর আমরা যে প্রতিশোধ নেবো, তা তোমার
চোখে দেখা সম্ভব হবে না। এলবেগীর কাছে
গিয়ে তুমি বলো, কোথায় কি গুরুতর কার্যে
বাছ। আমরাও প্রস্তুত থাকবো। দ্রুতগামী
অশ্বে আমাদের সংবাদ দেবে। প্রিয় ভগিনী,
এখন গুপ্তারের নব-অধিপতি। তোমাদের কাছে
বিদায় প্রার্থনা করি।

(অসওয়াল্ডের প্রবেশ)

কি সংবাদ? রাজা কোথায়?

অস্‌। গুপ্তার-অধিপতি তাঁকে অতুল নিয়ে গেছেন;
তাঁর পঁয়ত্রিশ হুত্রিশ জন অনুচর অনুগামী
হয়েছে। তারা গুপ্তার-অধিপতির কজন অনুচরের
সঙ্গে ডোভরের দিকে যাত্রা করেছে। দ্রুততরে
তারা বলেছে, ডোভরে তাদের বন্ধুরা সশস্ত্র
সজ্জিত আছে।

কর্ণ। তোমার প্রভু-পত্নীর জন্ত অশ্ব সজ্জিত করো।

গণে। প্রিয় অধিপতি, ভগিনী, বিদায়।

কর্ণ। এড্‌মণ্ড, বিদায়।

[গনেরিল ও এড্‌মণ্ডের প্রস্থান।

বিশ্বাসঘাতক গুপ্তারের সন্ধান করো, তাকে
চোরের মত হাত-পা বেঁধে এখানে নিয়ে এসো।

[ভৃত্যগণের প্রস্থান।

বিচারের ভাণ না দেখিয়ে ওর প্রাণ নিতে
পারবো না। এ ক্রোধের সামনে আমাদের শক্তি
নত হবে। তাতে লোকে দোষ দেবে বটে—কিন্তু

রোধ করতে পারবে না। কে আসে? সেই কর্ণ। কেন তাকে ভোভরে পাঠালে? এ প্রশ্নের
বিশ্বাসঘাতক?

(অমুচর কর্তৃক অনীত গুপ্তারের প্রবেশ)

কর্ণ। ওর হাত বাঁধো।

গুপ্তার। কিবা অভিপ্রায় তব?

কর কার্য্য বিবেচনা-মত;

অতিথি আমার সবে,—

মোর সনে হেন ব্যবহার সাজে না কো।

কর্ণ। বদ্ধ করো, বন্দী করো এরে।

(ভৃত্যগণের বন্ধন-করণ)

রীগান্। আরো জোরে, আরো জোরে।

বিশ্বাসঘাতক নীচ।

গুপ্তার। অকল্পণা তুমি ভদ্রে—

নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

কর্ণ। কাষ্ঠাসনে বদ্ধ করো ওরে।

দুর্জয়, এখনি জানিবে তুমি—

(রীগান্ শাস্ত্র ধরিল)

গুপ্তার। দেবগণ, রক্ষা করো।

ধরে শাস্ত্র মোর,

এ হতে ঘণিত কাজ কি-বা?

রীগান্। হেন শুত্র শাস্ত্র—তব বিশ্বাসঘাতক।

গুপ্তার। হুগ্ধে, এই মোর শুত্র শাস্ত্রাশি

হস্ত-দানে কলুষিত করেছিস্ যাহা,

জন্মি পুনঃ আরোপিবো দোষ তোরা'পরে;

অতিথি-সৎকার-রত এ আমার মুখ—

দম্ভ্য-সম হস্তে তুই করিস পীড়িত।

কর্ণ। ক্রাস থেকে কি পত্র পেয়েছ—বলো?

রীগান্। আমরা সব জানি,—তুমি অল্প কথায়

বলো।

কর্ণ। যে সব বিশ্বাসঘাতক সম্ভ্রুতি এ রাজ্যে উদয়

হয়েছে, তাদের সঙ্গে কি বড়বন্দ করেছো?

রীগান্। বাতুল রাজাকে কার কাছে পাঠিয়েছ?

গুপ্তার। আমি একখানি পত্র পেয়েছি। পত্রখানি

অজ্ঞান করি শত্রুপক্ষের লেখা; অপর কোন

পক্ষের লেখা নয়।

কর্ণ। চাতুরী।

রীগান্। মিথ্যা কথা।

কর্ণ। রাজাকে কোথায় পাঠিয়েছ?

গুপ্তার। ভোভরে।

রীগান্। কি জন্তে ভোভরে পাঠালে? তোমার

উপর আদেশ ছিল না, আজ্ঞা-লজ্বনে শাস্তি

পাবে?

উত্তর দাও আগে।

গুপ্তার। দণ্ডসনে বাঁধিয়াছ মোরে,—

পলাবার নাহিক উপায়।

কুকুরের আক্রমণ সহিব নিশ্চিত।

রীগান্। কেন ভোভরে পাঠালে? বলো।

গুপ্তার। সাধ নাই হেরিবারে ক্রুর নখাঘাতে

উখাড়িবে আঁখি-তারার বৃদ্ধ জনকের।

কিষা তব ভগ্নী ভয়ঙ্করী

বরাহী-দশনে আঘাতাবে

দিব্য তৈলে একদিন অভিবিক্ত

পিতার যে দেহ—

হেরিব না চোখে তাহা কভু।

নারকীয় ভ্রামসী নিশায় বন্ধাবাত,—

নয়শির তাঁর মুক্তি করেছে বিকল মোরে।

বিশাল বারিধি-বন্ধ হয়ে উদ্বেলিত

নিভাইল তারাদলে তরঙ্গ-আঘাতে।

যাচিল তথাপি বৃদ্ধ অন্তরে তাহার

বৃষ্টি হেতু দেবগণে; হেনকালে যদি

কাতর স্বরেতে ধিপি ডাকিত দ্বারেতে,

দিত আজ্ঞা দ্বারপালে উল্লাটিতে দ্বার

প্রদানিতে আশ্রয় তাহারে।

নিদাক্ষণ নিষ্ঠুরতা হেরি চারিভিতে

মনে হয়, হেরিব নিশ্চিত

আশু দেব-প্রতিশোধ—

বজ্র হয়ে পড়িবে তোমাদের শিরে।

কর্ণ। হেরিতে না দিব তোরে।

ধরো বলে কাষ্ঠাসন।

এই চক্ষু'পরি পদ করিমু স্থাপন।

(গুপ্তারকে বলপূর্বক কাষ্ঠাসনে ধারণ; কর্ণওয়াল
কর্তৃক চক্ষু উৎপাটন ও শুভপরি পদ-স্থাপন)

গুপ্তার। রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে

বৃদ্ধ হতে সাধ যার।

নিদ্রিয় হৃদয় তোরা! দেবগণ, রক্ষা করো।

রীগান্। ওর একটি চোখ অপরটিকে উপহাস

করবে,—ওটিও নষ্ট করুন।

কর্ণ। প্রতিশোধ যদি দেখে থাকে—

ভৃত্য। ক্ষান্ত হন প্রভু।

সেবিয়াছি বটে তোমা বাল্যকাল হতে,

এ হতে উত্তম কাজ কভু করি নাই—

কহি তোমা—‘ক্ষান্ত হন প্রভু’।

রীগান্। কি কহে কুকুর?

ভৃত্য। শাস্ত্র যদি থাকিত ও-বদনে তোমার—

ডাকিতাম যুদ্ধ হেতু।

কর্ণ। আরে আরে ক্রীতদাস!

(তরবারি উন্মোচন করিয়া পশ্চাদ্ধাবন)

ভৃত্য। আয়, তবে রাগের বশে যা করি, তার ফল ভোগ কর।

(পরস্পরে যুদ্ধ, কর্ণওয়াল আহত)

রীগান। (অস্ত্র ভৃত্যের প্রতি) দেহ তব তরবারি, কৃষকে ধরেছে অস্ত্র।

(পশ্চাৎ হইতে আঘাত)

ভৃত্য। প্রাণ যায় প্রভু! এক আঁখি আছে তব

হেরিবারে এদের বিনাশ! ওঃ! (মৃত্যু)

কর্ণ। তবে সেটুকু দেখবার শক্তিও লোপ পাক।

পঙ্কিল জলের ভাঙার- যা, তুই চূর্ণ হয়ে।

কোথায় এখন সেই জ্যোতি?

(গ্লষ্টারের চক্ষু-উৎপাটন ও ভূমিতলে নিক্ষেপ)

গ্লষ্টার। ওঃ! অন্ধকার! সমস্ত অন্ধকার! সুখ-

হীন! আমার পুত্র এড্‌মণ্ড কোথায়? এড-

মণ্ড? স্বভাবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে উত্তেজিত হয়ে

এর শোধ নিল।

রীগান। দূর হ রে বিশ্বাস-ঘাতক নয়াদম।

ডাকিছ যাহারে, ঘৃণা করে সে তোমায়।

প্রকাশ করেছে সে-ই আমাদের কাছে

গুপ্ত এ মন্ত্রণা তোর। সরল অন্তর,

তোর প্রতি দয়া সে-বা কভু না করিবে।

গ্লষ্টার। মুখ আমি। মিথ্যা রটনায় এড্‌গারের

সর্বনাশ করেছে। হে স্বর্গের দেবতা, আমায়

ক্ষমা করো। সুখে রাখো তনয়ে আমার।

রীগান। যাও, যাও, দ্বার হতে করে দাও দূর।

গন্ধে অমূল্য ডোভরের পথ এবে করুক সন্ধান।

[গ্লষ্টারকে লইয়া জটনক অমূল্যের প্রস্থান।

কি প্রভু! কেন হেন ভাব তব?

কর্ণ। পেয়েছি আঘাত। এসো পশ্চাতে আমার;

দূর করো চক্ষুহীন পাণ্ডিষ্ঠ গ্লষ্টারে।

মৃত হীন দাসে ফ্যালো গোময়ের স্তূপে।

রীগান, বহিতেছে নিরন্তর শোণিত-প্রবাহ

অসময়ে পেয়েছি আঘাত অতি। ধরো মোরে।

[কর্ণওয়ালকে লইয়া রীগানের প্রস্থান।

১ম ভৃত্য। এ লোক যদি সেরে ওঠে, তাহলে কোন কুসাজ করতে আমি হঠবো না।

২য় ভৃত্য। রীগান যদি কিছুদিন বেঁচে থেকে বড়ো

হয়, তাহলে দুনিয়ার মেয়ে-জাত হবে রাক্ষসী।

১ম ভৃত্য। চলো, বুদ্ধ রাজার সঙ্গে যাই। পাগলের

মত যেখানে উনি যাবেন, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে

থাকবো। উনি বাতুলের মত হয়তো যা ইচ্ছে

তাই করবেন।

২য় ভৃত্য। যাও, আমি কিছু শোণ আর ডিমের

লালা নিয়ে আসি—ওঁর রক্ত-মাখা মুখে দিতে

হবে। ভগবান ওঁকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উষর

(এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌গা। অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে যেমন,

এ হেন কায়িক ভাব বড়ই উত্তম।

যদিচ মনেতে জ্ঞান ঘৃণিত সবার,

অন্তরেতে ঘৃণ্যতাব পোষণ করিয়ে,

চাটুকরী তোষামোদে কাজ মম নাই।

ভাগ্যহীন দলিত যে সৌভাগ্যের পদে,

নির্ভীক অন্তর তার। আশা তার,

হেরিবারে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন মুখ।

উত্তম হইতে যবে অধমে পতন,

দুর্ভাগ্যের নীমা কোথা আর?

কিন্তু যবে গ্রহ-আবর্তনে

সৌভাগ্য উদ্ভিত হয়। দুর্ভাগ্য নাশিয়ে,

আনন্দের ক্রোড়ে পায় স্থান।

এস তবে সমাদরে আহ্বানি তোমায়

সারহীন-পবন-প্রবাহ, মম দেহ আলিঙ্গিছ যেই!

কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ নহি,

বহু ক্রেশ দিয়াছ আমায়, বহি তাহা নগ্ন বক্ষে।

কে আসে?

(জটনক বুদ্ধ-সাহায্যে গ্লষ্টারের প্রবেশ)

পিতা মোর আসে হীন দুর্ভাগ্যের মত!

সংসার! সংসার! হায় রে সংসার!

বিচিত্র আবর্তে তোর ঘৃণা জাগে মনে—

জীবনে বিরাগ ধরে। কে চাছে বাঁচিতে?

বুদ্ধ। প্রভু, বুদ্ধ হয়ে আমি আপনার পিতার আর
আপনার প্রজা ছিলাম। আমার বয়স হলো
এখন আশী বৎসর।

মষ্টার। যাও, যাও, আমারে বর্জন করো—

শুন বন্ধু, সজ পরিহার করো!

প্রবোধ-বচনে তব কি ফল হইবে?

বু। অহিত হতে পারে প্রভু! আপনি দেখতে পান না।

মষ্টার। পথ-হারি আমি। নয়নেতে কি-বা কাজ?

ছিল যবে আঁখি, পদে পদে ঠেকিয়াছি।

এই শিক্ষা দিন-দিন লভিতেছে জীব,

অভাব না জানে যেবা মানব-জীবনে

অভাবের ক্লেশ সে-বা বুঝিবে কেমনে?

দুঃখ পেয়ে কষ্ট পেয়ে শিখি ভালো মতে

কোথায় কি ছিল ত্রুটি—স্বভাবে অভাব।

হায় প্রিয় পুত্র! হায় এড়'গার মোর।

ভ্রান্ত পিতা—তার কোপে কত না সহিলে।

প্রাণে বেঁচে যদি পুনঃ বৃকের পরশে

পাই তোর—ফিরে পাবো এ অন্ধ-নয়ন।

বুদ্ধ। কে? কে ওখানে?

এড়'গা। (স্বগত) দেবতা! দেবতা!

ভেবেছি, দুর্ভাগ্যের চরম আমার!

ভুল, ভুল! আজ বটে, দুর্ভাগ্য চরম।

বুদ্ধ। পাগুলা টম্ রে পাগুলা টম্—নেহাৎ অভাগা।

এড়'গা। (স্বগত) আরও কি ঘটবে ভাগ্যে—

কে দিবে বলিয়া।

হুমতো চরম আরো—যবে নাহি ঘটে

চরম দুর্ভাগ্য—সে কি, কেমনে বা কহি?

বুদ্ধ। ওহে, বলি, কোথায় চলেছো?

মষ্টার। ও কি একজন ভিখারী?

বুদ্ধ। পাগল বটে, ভিখারীও বটে।

মষ্টার। আছে জ্ঞান—নহে ভিক্ষা কেমনে মাগিবে?

কাল রাতে দরস্ত সে বাড়ের মাতনে

এর মত একজনে দেখিয়াছি।

মানবে ভেবেছি দেখি অতি-তুচ্ছ কাঁট।

সেইক্ষণে পুত্র-স্বতি উদিল মানসে

অপত্য-বিষেব ছিল অন্তরে তখন;—

তার-পরে শুনিয়াছি আরো কত কথা—

দরস্ত বালক-হস্তে পতঙ্গ যেমন

খেলা-হলে হয় নাশ,

দেবতার হাতে মোরা ঠিক সেইরূপ।

একান্ত নির্ধম।

এড়'গা। (স্বগত) কেমনে ঘটিল হেন?

অবস্থা বিবম তার,

ছদ্ম-বেশে দুঃখ-ভার বহিছে যে-জন;

দুঃখ-নীরে ভাসিছে আপনি, ভাসায় সবারে!

(প্রকাশ্যে) প্রভু, দৈব আপনার মঙ্গল করুন।

মষ্টার। এই সেই বস্ত্র-হীন জীব?

বুদ্ধ। হাঁ, প্রভু।

মষ্টার। প্রার্থনা আমার,

যাও এই স্থান ত্যজি,

পূর্বভক্তি থাকে যদি—

অর্দ্ধ কিম্বা এক ক্রোশ দূরে।

ডোভরের পথে পুনঃ হইয়ো মিলিত।

দিয়ো বস্ত্র পরিধান-হেতু বস্ত্রহীন এই জনে;

অমুরোধ করি এরে লয়ে যেতে মোরে।

বুদ্ধ। হায় প্রভু! ও যে বাতুল।

মষ্টার। কাল-বিড়ম্বনা!

অন্ধজনে বাতুল দেখায় পথ।

করো কার্য আজ্ঞামত

কিম্বা যথা অভিকৃতি তব।

সব ছাড়ি, অগ্রে করো এই স্থান ত্যাগ।

বুদ্ধ। আমি ওকে আমার সব-চেয়ে ভালো
পোষাক এনে দেবো।

[প্রস্থান।]

মষ্টার। নগ্ন-জীব, শোনে কথ্য...

এড়'গা। টমের বড় শীত গো! (স্বগত) আর
ভাণ করতে পারি না।

মষ্টার। এখানে এসো তো হে।

এড়'গা। (স্বগত) নিশ্চয় যাবো। ভগবান চোখ

সারিয়ে দিন। আহা, এখনও রক্ত পড়ছে।

মষ্টার। ডোভরের পথ চেনো?

এড়'গা। ফটক চিনি। ঘোড়া-চলা পথ, মামুষ-চলা

পথ—সবই জানি। বেচারি টমের বুদ্ধি-শুদ্ধি সব

লোপ পেয়ে গেছে। পাজী ভুতের হাত থেকে

ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! বেচারি টমের

ঘাড়ে একেবারে পাঁচ-পাঁচটা ভূত চেপেছে গো।

সেই লম্পট ভূত—বোবার রাজা ভূত—চোরের

সদীর ভূত—খুনে ভূত—আর সেই দাঁত-খিচুনে

ভূত, যেটা সোমন্ত দালী-বাদীর ঘাড়ে চাপে।

জয় হোক আপনার!

মষ্টার। লহ, এই অর্থ ধর।

দুর্ভাগ্য তোমায় আনত করেছে। আহা,

অকাতরে বহু দুঃখ সহিবার তরে।

যোর দুঃখে নিজ-দুঃখ তব সে ভাবিবে।

ভগবান! কর পুনঃ এমন বিধান,

ঐশ্বর্য-মদেতে মত্ত কামাচারী নর

সদর্পে লভিয়া তব ঐশ্বরিক বিধি,
 হুঃখরাশি হেরে চারিভিতে,
 নারে বুঝিবারে, অমৃতব-শক্তিহীন;
 স্পর্শে না বলিয়ে তায়,
 যাহে শীঘ্র পারে বুঝিবারে তোমার শক্তি।
 একের আদিক্য বহু ভাগে বিভক্ত হইলে,
 প্রতিজ্ঞনে পাইবে প্রচুর।

ভোভর কোথায়—জানো তো ?

এড্‌গা। আজ্ঞে হাঁ।

গুপ্তার। অতি উচ্চ গিরি এক আছেয়ে সেখায়,

তুঙ্গ শৃঙ্গ যার ভ্রুভঙ্গে চাহিয়া

বাধা দেয় তল-লগ্ন সাগর-প্রসারে।

প্রান্তে তার লয়ে চল।

দিব অর্থ—যাহা কাছে আছে—

দারিদ্র্য ঘুচিবে তব।

সেই স্থান হতে সাধী রহিয়ে না আর।

এড্‌গা। আপনার হাত দিন। অভাগা টম

আপনাকে নিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

এলবেণীর প্রাসাদ-সম্মুখ

(গণেরিল ও এডমণ্ডের প্রবেশ)

গনে। স্বাগত প্রভু।

বিশ্ময় মানিছ সদা-নম্র স্বামী মোর
 করিছে না অভ্যর্থনা আগুসরি হয়ে।

(অপর দিক হইতে অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

কোথা তব প্রভু ?

অস্‌। দেবি, আছেন ভিতরে।

হেরি নাই মানবে কখনো

হেন ভাব করিতে ধারণ।

সৈন্ত-সমাগম-বার্তা জানাইছ তাঁর,

মুহূর্ত্ত হাসে—কর্ণপাত করিল না তায়;

আগমন-বার্তা তব জানাইছ;

কহিলেন—অশুভ সংবাদ অতি।

বিশ্বাসঘাতক গুপ্তারের কথা,

রাজভক্ত পুত্রের আচার তার,—

জানাইছ তাঁহাকে যবে—

মৃত্যুপায়ী বলি করে উপহাস মোরে।

কহেন আবার, মন্দ্রে বৃথেকি ভালো,
 উপযুক্ত যেই কার্যে বিরাগ তাঁহার,
 অহুমান, সেই কার্যে তাঁর অহুরাগ।
 মনোমত হওয়া বাহা উচিত, তাহার
 কু ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন সকলি।
 গনে। কাজ নাই আগুসরি।

(এডমণ্ডের প্রতি)

বুকে যেই ভীক-মন,—তাহার প্রভাবে

সাহস না হয় কার্য করিতে সমাধা।

অত্যাচারে অমৃতব-শক্তিহীন;

প্রতীকার সমুচিত তথা।

আগমন-কালে যে বাসনা করেছি প্রকাশ,

কার্যে যেন হয় তাহা পরিণত।

এডমণ্ড, যাও ফিরে ভ্রাতার নিকটে,

সম্মিলিত কর সৈন্তগণে,

বাহিনী চালনা কর রণক্ষেত্রে পানে।

অস্ত্র আমি ধরিব নিশ্চিত,

তন্তু-যন্ত্র-ভার দিয়া স্বামীর উপর।

অনুগত ভৃত্য এই,

পরস্পরে গুঢ় বার্তা বহিবে নিয়ত।

নিজ-সৌভাগ্যের তরে থাকিলে সাহস,

আজ্ঞা মম এখনি পালিবে। ধর ইহা।

(পুরস্কার প্রদান)

বাক্য-ব্যয়ে নাহি কাজ।

নত কর মস্তক তোমার;

ভাবে প্রকাশিত যদি চূষন আমার,—

নাচিত অন্তর তব শুনিয়া সে-ভাবে।

ভেবে ছাখো—বুঝ কথা। বিদায় এখন।

এড্‌। মরণ না হয় যত দিন,

ততদিন রহিব তোমার।

গনে। প্রিয়তম গুপ্তার আমার।

[এডমণ্ডের প্রস্থান।

মামুষে-মামুষে হয়, কত ভেদ দেখি।

নারী নিজে দিতে চায় সর্বস্ব তাহার

তোমারে যে প্রিয়—হায়, এ আমার দেহ

মুঢ় জনে করে ভোগ।

অস্‌। আসে প্রভু।

[ওসওয়াল্ডের প্রস্থান।

(এলবেণীর প্রবেশ)

গনে। ছিল দিন—যবে মোরে করিতে স্মরণ

সবার আবেগে, জানি।

এল। গনেরিল—গনেরিল—

বাঘু-বেগে ওড়ে ধুলি। সেই ধুলি সম
মূল্য তব অতি-তুচ্ছ—কোনো মূল্য নাই।
তোমারে হেরিয়া আমি সত্য ভয়ে ভীত—
যাহার প্রকৃতি আপন-আধারে ঘৃণা করে,
অসংঘম সীমাহীন তার।
যে সন্তান আপন-ইচ্ছায়
আপনার জনম-আধার হতে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে,
শাখা যথা বৃক্ষ হতে,—
অকালে সে মরিবে শুকায়ে—
পরিণাম ভীষণ তাহার।

গণে। বুধা বাক্য-ব্যয়ে ফল?

এল। মূঢ় তব বাণী। জ্ঞান বুদ্ধি সাধুতা—সে ভাণ,—

মন্দ বলি হয় অনুভব।
আবর্জনা হতে পুতিগন্ধ বাহিরায় সদা।
কি কাজ না করিয়াছ?
বাধিনী...বাধিনী...নহ মানব-তনয়া।
মাগ্ন জন—বার্দ্ধিক্যের ভারে নত;
যার পাশে নত হয় বদ্ধশির ঋক্ষ—
সে-পিতায়, রে নিষ্ঠুরা, করেছ বাতুল—
পশুর অধম তাঁরে ক্রুর আচরণে।
সদাশয় ভ্রাতা মোর,
তার'পরে এমন নিষ্ঠুর আচরণ?
মাঘুষ—তত্পরি অধিষ্ঠিত রাজ-পদে
যে তোমার শত হিত করেছে সাধন—
সেই পিতা—রাজা—তাঁরে এমন ব্যাভার!
এ পাপের শাস্তি দিতে দেবতার। যদি
অচিরে না নেমে আসে—কিরে তবে বুঝি
মানবে মানবে বাধে দুরন্ত সংগ্রাম!
কাটাকাটি হানাহানি চলিবে বিষম।
জলচর নরক সম চলিবে শীকার পরস্পরে।

গনে। ভীক ক্রাব কাপুরুষ!

কপোল তোমার দেখি আঘাতের তরে—
ধর শির অপমান বহিবারে?
ললাটে ও দুটা চোখ—নির্দারিতে নারে
ক্লেশ হতে মধ্যাদা তোমার কত বেশী।
মূঢ় যারা তোমার মতন—তারাই জানায়
প্রীতি-মায়ী দুর্জন পিতারে।
পিতা দুঃখ পায় তার নিজ-কর্মদোষে।
কোথা তব রণ-বাত্ত? শান্ত এ ইংলণ্ডে
ফ্রান্স করে পতাকা উড্ডীন।
পরাতবি তোমারে চাহে রাজত্ব বিস্তার।

আর তুমি! মূঢ়বুদ্ধি! নীতি-জ্ঞানে টলমল
বসে আছ নিশ্চিন্ত হইয়া। মুখে ভাষা,
'হায়, হায়, হেন কার্য্য কেমনে হইল!'
এল। পিশাচি, আপনারে ঘাখে ভালো মতে।
নারী-চিত্তে পশে যবে নারকী বাসন—
সে যত পিশাচ হয়,—পৈশাচী স্ত্রী লয়ে
পিশাচে না হয় তত।

গনে। মদে মত্ত অতি মূঢ় তুমি!

এল। সরমের দোহাই তোমার—
স্বভাবের দোষে ভিন্ন ভাব ধরি,
রাক্ষসীকে নাহি দিয়ে ঠাই—
ক্রোধ-অনুবর্তী হলে
এই হস্তে খণ্ড খণ্ড করিতাম
তোর এই অস্থি-মাংস মেদ-রক্ত।
পিশাচী, পিশাচী তুই রমণীর বেশে!
গনে। দোহাই দেবীর। তোমার পুরুষ—
(দূতের প্রবেশ)

এল। কি সংবাদ?

দূত। শুন প্রভু, গত-জীব কর্ণওয়াল-রাজ—
ভূত্যা তাঁরে করে হত
গঠারের চক্ষু-উৎপাটন-কালে।

এল। গঠারের চোখ!

দূত। তাঁহার পালিত দাস এক
অনুতাপে বিগলিত
বাধা দিল সেই কার্য্যে,
অস্ত্র তোলে দেহ লক্ষ্য করি।
ক্রোধ-ভরে আক্রমিল ক্রীতদাসে,
ভূতলে পড়িল দাস;
সে বিরোধে আহত হইল বীর।
শুধু সে আঘাত—জীবনের হলো অবসান।

এল। ইহাই প্রমাণ!

যথার্থই মাথার উপরে আছেন ঈশ্বর।
ইহলোকে কৃত-পাপে নর,
প্রায়শ্চিত্ত করে ভোগ।
অভাগা গঠার হায়, হারিয়েছে দুটি আঁখি তার?
দূত। দুটি, আঁখি, প্রভু।

দেবি। এই পত্রখানি আপনার ভগ্নীর কাছ
থেকে এসেছে। এখনি এর উত্তর দিতে হবে।
গনে। (স্বগত) কাজ যা হয়েছে, মনের মতন।
কিন্তু ভগিনী বিধবা হয়েছে, আর তার সঙ্গে
আছে আমার এড মণ্ড। তাহলে আমার শূন্য
জীবনে যে আশায় কুঞ্জ রচনা করেছি, তা ভেঙ্গে

যাবে,—দুঃখই সার হবে আমার? যাক্, এখন-
কার খবর মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে) পত্র পড়ে
জবাব দেবো।

[প্রস্থান।

এল্। যখন তাঁর চোখ নষ্ট করলে, তখন তাঁর পুত্র
কোথায় ছিল?

দুত। আমার প্রভু-পত্নীর সঙ্গে তিনি এখানে এসে-
ছিলেন।

এল্! তিনি তো এখানে নেই।

দুত। না প্রভু,—ফিরে যাবার সময় পথে আমার
সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

এল্। এ মর্মান্তিক সংবাদ সে পেয়েছে?

দুত। হাঁ প্রভু, তিনিই গ্লষ্টারের বিরুদ্ধে সংবাদ
দিয়েছিলেন। যাতে তাঁরা মনোমত শাস্তি
দিতে পারেন, সেজন্য স্বেচ্ছায় তিনি সে গৃহ
পরিত্যাগ করে আসেন।

এল্। গ্লষ্টার! জীবিত রয়েছে আমি—
সাধু-বাদ দিতে,—হেন রাজতন্ত্র তুমি।
ও আঁখির ঋণ তব হইবে শুধিতে।
এস বন্ধু! कह মোরে সকল বারতা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ডোভর-সম্মিহিত ফরান্সী-শিবির

(কেণ্ট ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

কেণ্ট। ফ্রান্সের রাজা এত শীঘ্র চলে গেলেন কেন,
বলতে পারো?

ভদ্র। কি বুঝি রাজকার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল, এখানে
আগবার পর সে কথা স্মরণ হয়। রাজ্যে বিষম
ভয় আর বিপদেয় আশঙ্কা। তাই তাঁর শীঘ্র
ফেরবার প্রয়োজন হলো।

কেণ্ট। কাকে সৈন্তাধ্যক্ষ রেখে গেলেন?

ভদ্র। ফ্রান্সের রণবীর ফারকে।

কেণ্ট। তোমার পত্র পড়ে রাণী দুঃখ করলেন?

ভদ্র। হাঁ, পত্রখানি তিনি আমার সামনে
পড়লেন। পড়তে পড়তে দু'গাল বয়ে টস্‌টস্‌
করে জল পড়তে লাগলো। মন তাঁর বিদ্রোহে
ফুঁশে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য মনের সংযম।
সে বিরাগ-বিদ্রোহ প্রকাশ পেলো না।

কেণ্ট। মনে তাহলে তিনি বিষম আঘাত পেয়েছেন!

ভদ্র। ক্রোধ-ভাব নাহি কিছু।

দৈর্ঘ্য আর দুঃখ মিলি আরম্ভিল রণ,
স্বরূপ প্রকাশি লভিতে আধার তাহে।
দেখিয়াছ রোদ্দ-বৃষ্টি এককালে?
মুখে হাসি—চোখে অশ্রু? তেমনি স্নানর!

যেন বিঘাধরে হাসি মধুর উজল—
জানে না নয়ন ভরে অশ্রুর কণায়—
হীরক হইতে যথা বরে মুক্তা-ফল,
অশ্রু তথা—বরে তাঁর দু'কপোল বহি।
অর্থাৎ সংক্ষেপে कहি—
দুঃখ মনোরম ভাব করিল ধারণ।

কেণ্ট। শুধালেন কোনো কথা?

ভদ্র। এক...না, না—দুইবার
দীর্ঘশ্বাসে 'পিতৃ'-নাম বাহিরিল মুখে।
মনে হলো ব্যথা-ভরে, বুঝি বুক তাড়ে!
কহেন আবার—
'ভগ্নি! ভগ্নি! ভগ্নি! কলঙ্কিণী পিশাচী দৌছে!
ভগ্নি! ভগ্নি! ভগ্নি! পিতা! ভগ্নী মোর!'
আঁখি হতে পুতবারি বরিল আবার,
ঘণারশি সেই জলে ধুয়ে মুছে গেল।
তাজি সেই স্থান,—যান
একাকিনী শোক-ভার বহিতে নির্ধ্বনে।

কেণ্ট। গ্রহণ জীবন-আকাশে করে লীলা;
নহে কভু প্রকৃতি-পুরুষ মিলনেতে,
জনমে সন্তান হেন বিভিন্ন প্রকৃতি?
হ্যাঁ, তার পর আর কোনো কথা হয় নি?

ভদ্র। না।

কেণ্ট। রাজা ফিরে আসবার পূর্বে এসব কোনো
কথা হয়েছিল?

ভদ্র। আঞ্জে না। কথা যা হলো, তা তাঁর
আগবার পরে।

কেণ্ট। হুঁ! নিপীড়িত শোকার্ত রাজা এই নগরে
আগছেন। মন যখন ভালো থাকে, আমাদের
আগবার হেতু বুঝতে পারেন; কিন্তু কতবার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে কোনো মতে স্বীকৃত হন না।

ভদ্র। কেন মশায়?

কেণ্ট। লজ্জায় দেখা করতে পারছেন না।
নিজের নির্মমতার জন্তই তো কনিষ্ঠা কন্যাকে
রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছেন। বিদেশে
আগতে তিনি বাধ্য হন; আর সেই কন্যার প্রাপ্য
অধিকার—কুকুরের মত নীচ কন্যাদের দান
করেছেন! এ-সব কথা স্মরণ করে তাঁর মনে
এমন দিক্কার জন্মেছে যে, লজ্জায় কভিলিয়ার সঙ্গে
দেখা করতে পারছেন না।

ভদ্র। বড় দুঃখের কথা।

কেট। এলবেণী আর কর্ণওয়ালের সৈন্ত-সংখ্যা কত, তুমি জানো?

ভদ্র। না, শুধু এইটুকু জানি যে, তারা বৃদ্ধে নেমেছে।

কেট। দেখুন, মহারাজের সেবা-শুশ্রূষার জন্য আপনাকে তাঁর কাছে রাখবো। কোন বিশেষ কাজের জন্য আমাকে এখন গোপনে থাকতে হবে—আমি কে, যখন আপনি জানবেন, তখন আমার সঙ্গে আলাপের জন্য ক্ষুদ্র হবেন না। আমার অমরোখ, দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন। [প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

ডোভর-শিবির

(তুর্ধ্যধ্বনি)

(কডিলিয়া, ডাক্তার ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

কডি। তিনি! তিনি! নিশ্চয় তিনি! এইমাত্র তাঁকে দেখা গেল তরঙ্গায়িত সাগরের মত চঞ্চল। কখনও উচ্চ কণ্ঠে গান গাইছেন, কখনও নানা লতা-পাতা-কাঁটা নিয়ে মুকুট তৈরী করে মাথায় পরছেন। চারিদিকে লোক পাঠাও—শত সহস্র লোক—এখনি। তারা ক্ষেতে-ক্ষেতে বনে-বনে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করুক—তাঁকে আমাদের কাছে নিয়ে আসুক।

[জর্নৈক সৈনিকের প্রস্থান।]

পারে কি মানব-বুদ্ধি সংঘত করিতে পুনরায় বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণে?
আরোগ্য দানিবে যেই,
অদের কিছুই নাহি রহিবে তাহারে।

ডাক্তার। ভদ্রে, আরোগ্যের আছে উপায়।
প্রকৃতির ধাত্রী, বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—
নিদ্রার অভাব তাঁর।

নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন করিতে আছে
বহু লতা-গুল্ম,—

হিত-কারী ওষধি সে-সব,
তার গুণে নাশি মনস্তাপ

নিদ্রা আসি নিমীলিত করিবে নয়ন।

কডি। হিতকারী ওষধি সকল,
অজ্ঞাত ভগতে যাহা—

আমার নয়নে সব হউক প্রকাশ—
পিতার হউক তাহা আরাম-দায়িনী।
করো সব তঁাহার সন্ধান।
অসংযত ক্রোধে যেন
জীবন সংশয় নাহি হয়,—
নিরুপায় জীবন-ধারণে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। শুন ভদ্রে, সংবাদ আমার;
রণ মুখে আশুমান ব্রিটেনের সেনা।
কডি। জানি সব। সুসজ্জিত সৈন্ত মোর—
প্রতীক্ষায় আছে সবে।
পিতা...পিতা...স্নেহেময় পিতা মোর—
তব কার্যে আমি আছি ব্রতী।
সদাশয় ফ্রান্স-অধিপতি,
হেরি সক্রমণ ভাব, নয়নের ধারা মম,
সদয় অন্তরে হন সহায় যোদের।
রাজ্যলাভ-সাধ মনে তিল-মাত্র নাই।
ভালোবাসা; আর প্রিয়-জনকের লাগি
সাধ মনে, অতি নীচ হেরিতে তাঁহার।
[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

গুপ্তারের দুর্গ-কক্ষ

(রীগান ও অসুওয়াল্ডের প্রবেশ)

রীগান। ভ্রাতার সৈন্ত বেরিরেছে?
অসু। হাঁ ভদ্রে।
রীগান। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন?
অসু। অনেক করে তাঁকে নামানো গেছে—
আপনার ভগ্নী তাঁর চেয়ে ভালো যোদ্ধা।
রীগান। তোমাদের ওখানে এডমণ্ডের সঙ্গে
তোমার প্রভুর কোনো কথাবার্তা হয় নি?
অসু। না ভদ্রে।
রীগান। তাঁকে আমার ভগ্নীর পত্র লেখবার অর্থ
জানো?
অসু। আমি জানি না।
রীগান। বিশেষ কাজে তিনি এখান থেকে
গেছেন। গুপ্তারের চোখ যাবার পর, তাকে
জীবিত রাখা অসম্ভব হয়েছে। যেখানে সে যায়,
সেইখানেই সকলের মনে আমাদের বিরুদ্ধে

বিদেহ জাগিয়ে তুলছে। আমার মনে হয়, এড-
মণ্ড তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, নিশা সম তার মুখ-
হীন জীবনের অবসানের জন্ত গেছেন। আর
বিপক্ষের সৈন্ত-সংখ্যা জ্ঞানবার মতলব আছে।
অস্। পত্র সমেত আমি গিয়ে তাঁর সন্ধান নেবো।
রীগান। আমাদের সৈন্ত কাল বেকবে। আজ
এইখানেই থাকুন—পথে বিপদের আশঙ্কা
আছে।

অস্। আমি থাকতে পারি না, দেবি। আমার
প্রভু-পত্নীর এ কাজ শেষ করতে না পারলে
আমার কর্তব্যে ত্রুটি হবে,—তাতে আমার
বিশেষ অনিষ্ট-আশঙ্কা আছে।

রীগান। এডমণ্ডকে তাঁর পত্র লেখবার কি প্রয়োজন?
তাঁর অভিপ্রায় তুমি মুখের কথায় জানাতে
পারতে। আমার অল্প রকম মনে হচ্ছে; ঠিক
বলতে পাচ্ছি না।—আমি তোমায় খুব স্নেহ
করবো, চিঠিখানি খুলে আমায় দেখতে দাও।

অস্। দেবি, আমি বরং...

রীগান। আমি জানি, তোমার প্রভুপত্নী তাঁর
স্বামীকে ভালোবাসেন না; সে বিষয়ে আমার
সংশয় নেই। সেবারে যখন এখানে আসেন, এড-
মণ্ডের পানে যে-চোখে চাইছিলেন—সে অপাঙ্গ-
দৃষ্টি আর ভাব-ভঙ্গী—তার অর্থ আছে। আমি
জানি, তুমি তাঁর গোপন কথা সব জানো।

অস্। আমি জানি?

রীগান। হ্যাঁ, আমি বেশ ভেবেই বলছি,—তুমি
জানো। আমিও জানি। জানি বলেই তোমায়
একথা বলছি। নাও, পুরস্কার নাও। আমার
স্বামী মারা গেছেন। এডমণ্ড আর আমি
পরস্পারে কথাবার্তা কয়েছি—তোমার প্রভু-
পত্নীর চেয়ে আমাকে বিবাহ করা তাঁর
সাজে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আরও অনেক
কথা জানতে পারবে। এটি তাকে দিও। যখন
তোমার প্রভুপত্নী তোমার মুখে কথা শুনবেন—
যেন বুদ্ধি না হারান, এইটুকু বলে দিও।
এখন এসো। যদি সেই অন্ধ বিদ্রোহীর সঙ্গে
তোমার দেখা হয়, তার শির...বুঝলে, তার শির
এনে দিতে পারলে বিশেষভাবে তোমায় পুরস্কার
দেবো।

অস্। তার সঙ্গে যদি একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে
দেখাবো, আমি কোন্ পক্ষে।

রীগান। এসো এখন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডোভর-সম্মিহিত প্রান্তর

(গুপ্তার ও কৃষক-বেশে এডগারের প্রবেশ)

গুপ্তার। আমরা কখন ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবো।
এডগা। এখন আমরা উপরে উঠছি। দেখুন না,
কত কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে।

গুপ্তার। সমতল জায়গা বলে আমার মনে হচ্ছে।

এডগা। ভয়ঙ্কর উঁচু! সমুদ্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

গুপ্তার। কৈ না, পাচ্ছি না তো।

এডগা। চোখের যাতনায় আপনাদের অপর ইন্দ্রিয়-
বোধ লোপ পেয়েছে।

গুপ্তার। হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে, তোমার
কণ্ঠ-স্বরে পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে
অনেকখানি পরিষ্কার ভাষায় তুমি কথা কইছ।

এডগা। আশ্চর্য না, আপনি ভুল বুঝেছেন! পোষাক
ছাড়া আমার আর কিছু পরিবর্তন হয়নি।

গুপ্তার। আমার বোধ হয়, তুমি কথাবার্তা ভালো
কইছ।

এডগা। আসুন মশায়, এই সে জায়গা। স্থির
হয়ে দাঁড়ান। কি ভয়ঙ্কর! নীচের দিকে চাইতে
মাথা ঘুরে যায়। যে সব কাক চিল আকাশে
উড়ে বেড়ায়, তাদের দেখাচ্ছে যেন বি'বি'
পোকা। পাহাড়ে যারা লতা-পাতা সংগ্রহ
করে—ঐ তাদের দেখা যাচ্ছে—অনেকখানি
নীচে। কি ভয়ানক ব্যবসা! লোকটাকে দেখাচ্ছে
এতটুকু। সমুদ্রের কূলে জেলেদের দেখাচ্ছে যেন
ছোট ছোট ইঁদুর। একটু দূরে মস্ত জাহাজ—
সেটাকে মনে হচ্ছে যেন জলিবোট! আর তার
সঙ্গে বাঁধা জলিবোটখানাকে দেখা যাচ্ছে না।
না, আর দেখবো না। মাথা ঘুরে যায়। চোখ
ঝাপসা হয়ে হুড়মুড় করে শেষে পড়ে যাবো।

গুপ্তার। আচ্ছা, যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, এই-
খানে আমায় ছেড়ে দাও।

এডগা। দিন আপনাদের হাত। পাহাড়ের ধার
থেকে একটু দূরে আছেন। পৃথিবীর সমস্ত
সামগ্রী পেলেও ওখান থেকে—ওঃ, না, আমি
লাফাতে পারবো না।

গুপ্তার। হাত ছাড়ো, বন্ধু,—আর এই একটা
টাকার খলি ধরো। এর মধ্যে একটি রত্ন
আছে,—গরীবের পক্ষে তা যথেষ্ট। দেবতার
তোমার সহায় হোন—সৌভাগ্য-সম্পদে তোমায়

তৃপ্ত করুন। তুমি যাও—বিদায় নাও।
তোমায় পায়ের শব্দে আমি যেন বুঝতে পারি,
তুমি চলে গেছ।

এডগা। বেশ, তাহলে আমি চললেম মশায়।

গুপ্তার। সর্কাস্তঃকরণে তোমায় বিদায় দিচ্ছি।

এডগা। (স্বগত) গুঁর নৈরাশ্রে অবস্তা দেখিয়ে এ
নৈরাশ্র দূর করবার চেষ্টা করছি।

গুপ্তার। (জাহ্নু পাতিয়া) শক্তিমান দেবগণ,
জগৎ হইতে আজি নিতেছি বিদায়—
সমক্ষে সবার

ভাজিলাম দুখ-ভার ধৈর্য্য-সহকারে।
আরো দুঃখ সহিবার থাকিলে শক্তি,
রোধ কার অবিরোধী মহা-ইচ্ছা তব,
হেন শিরে পাণ নাহি আনিতাম কভু।
শুদ্ধ জীবাবধার মোর পুড়ে ছাই হতো
তৈলহীন বক্তিকার মত।

তারে আশীর্বাদ করো—এডগারে মোর—
জীবিত সে থাকে যদি।...বিদায় ধরগী।

(লক্ষ্যমান)

এডগা। উল্লক্ষন প্রাণনাশ-হেতু! বিদায়!
না, না, ত্যাগ করিব না কভু,
কি জানি কল্পনা-মোহ লুটে লবে প্রাণ-ধনে
এ দেহ-ভাণ্ডার হতে,
সে-জীবন অপিত যখন।

মনে জ্ঞান-অবস্থান যথ, যদি তথা রহিতেন,
জ্ঞান-হারি হতো এতক্ষণে।

মৃত? না, জীবিত?

শুন মহাশয়! শুন বন্ধুবর!

বাক্য মম পশিছে শ্রবণে? কহ কথা।

মৃত্যু হতে পারে এইভাবে।

জ্ঞান পুনঃ হতেছে সঞ্চার।

মহাশয় কে আপনি?

গুপ্তার। তুমি যাও, আমাকে মৃত্যুতে দাও।

এডগা। আপনি যদি মাকড়সার মতো, পালক,
কিষা বাতাস হতেন, তা হলেও এত উঁচু
থেকে পড়লে ভিমের মত ভেঙ্গে যেতেন।
আপনার নিষ্কাশ বইছে মশায়, রক্ত
পড়ছে না,—আপনি কথা কইছেন, শরীর
ভালোই রয়েছে। দশটা মাস্তুল উপরি-উপরি
দাঁড় করিয়ে দিলেও খাড়াই ঠিক হয় না—তারো
ঠিক নীচে এসে পড়েছেন। অদ্ভুত আপনার
জীবন, এখনো কথা কইছেন!

গুপ্তার। আমি পড়েছি? না, পড়ি নি।

এডগা। এই সাদা খড়ির পাহাড়ের মাথা থেকে
পড়েছেন। কতখানি উঁচু...একবার চেয়ে দেখুন।
চাতক পাখিকেও এত উঁচুতে দেখা যাচ্ছে না,
—কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দেখুন চেয়ে
একবার।

গুপ্তার। আমার কি চোখ আছে। মৃত্যুতেও অভাগার
অধিকার নেই? অত্যাচারীর কোপাগ্নিকে
যদি দুঃখের দাহে পরিহাস করতে পারতেন,
তার উচ্চ অহঙ্কারকে নত করতে পারতেন,
তা হলেও জীবনে কিছু আশা থাকতো।

এডগা। আপনার হাত দিন। উঠুন। হাঁ, এমন
করে। এ কি। এ কেমন? পায়ের উপর ভর
দিচ্ছেন? আপনি দাঁড়ালেন?

গুপ্তার। হাঁ, বেশ দাঁড়িয়েছি। বেশ দাঁড়িয়েছি।

এডগা। এ যে ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ব্যাপার। যেটা
আপনার কাছ থেকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে
গেল, সেটা কি, বলুন তো।

গুপ্তার। কোনো অভাগা ভিক্ষুক।

এডগা। এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি দেখলেম,
আমার মনে হলো, যেন তার চোখ দুটি পুণিয়ার
চাঁদের মত—নাক আছে হাজার টা—শিং দুটো
সমুদ্রের চেউয়ের মত ঘোরালো—নিশ্চয় কোন
অপদেবতা! আপনি বড় ভাগ্যবান মশায়! যে
দেবতার জীবকে অসম্ভব কাজ করিয়ে নিজেদের
মান রক্ষা করেন, তাঁরাই আপনাকে রক্ষা
করেছেন।

গুপ্তার। এখন আমার মনে হচ্ছে, আজ থেকে
নিজে নিজের এ-দুঃখভার বহন করবো, যতক্ষণ
না নিজে ডেকে বলে,—‘যথেষ্ট হয়েছে, আর
নয়, এইবার মরো।’ তুমি যার কথা বলছ,
তাকে আমি মানুষ বলে মনে করেছিলেম। সে
প্রায় বলতো ‘ঐ ভূত, ঐ ভূত।’

এডগা। শান্ত হন। ধৈর্য্যে চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত
করুন। কে আসে?

(বন-কুম্ভমে বিভূষিত লীয়ারের প্রবেশ)

আপনার জ্ঞানে যতখানি কাজ হবে, প্রভুর
দেখবার শক্তি থাকলেও ততখানি কাজ হবে
না। গুঁর জ্ঞান থাকলে কখনো এ বেশে
সাজতেন না।

লীয়ার। না,—টাকা জাল করেছি বলে কখনো
আমায় ওরা ধরতে পারে না! আমি যে রাজা
—খোদ রাজা।

এডগা। কি করণ। বুক ভেঙ্গে যায়।

লীয়ার। সে বিষয়ে শিল্পের চেয়ে স্বভাবই বড়।
এই নাও, দাদন নাও। কাক-তাড়ানো খড়ের
পুতুলের মত ও লোকটা ধনুক ধরেছে। কাপড়-
মাপা গজ-কাঠিটা দাও তো হে। দেখ, দেখ,
একটা ছুঁচো। চুপ, চুপ, এই পনিরটা হলেই ব্যাটা
ধরা পড়বে। এই নাও, এস, তোমায় আমি
যুদ্ধে আহ্বান করছি। যুদ্ধ করতে আমি
প্রস্তুত। আমার ভল্লধারী পদাতিকদের নিয়ে
এস। বাঃ, বাঃ, বেশ উড়ছে এই বাজপাখীটি।
মার মার, ঠিক মার। বল, বল, সঙ্কেত বল।

এড্‌গা। হা ভগবান।

লীয়ার। সরো।

গ্ৰষ্টার। ও-স্বর আমি চিনি।

লীয়ার। হাঃ! হাঃ! গনেনরিল। শুভ শ্রুশ্র।
আমার সঙ্গে কুকুরের খেলা খেললে। আমায়
বললে, কালো শ্রুশ্র হবার আগেই শুভ শ্রুশ্র
গজিয়েছে। আমার প্রতি-কথায় 'হাঁ,' 'না,' 'হাঁ,'
'না,'—বড় ভালো লক্ষণ নয়। তাতে বিশ্বাস-
অবিশ্বাস টের পাওয়া যায় না। যখন বৃষ্টিতে
ভিজছিলেম, শীতে কাঁপছিলেম, আমার হুকুমে
আকাশের বাজ যখন থামছিল না, তখন আমি
তাদের ঠিক বুঝতে পারলেম। তখন সব টের
পেলেম। যাও, ওরা সত্য কথা কয় না। ওরা
বললে, আমি সর্কেসর্কা,—এ সবে রাজা।
মিথ্যা কথা। আমারও কম্পজর হয়।

গ্ৰষ্টার। আমার মনে পড়ছে। মহারাজ—না?

লীয়ার। হাঁ, হাঁ। রাজা, আমি রাজা। ক্রোধে যখন
জড়কী করি, তখনোনি আমার প্রজারা কেমন
কাঁপে। আচ্ছা, এই লোকটার জীবন ভিক্ষা
দিলেম। তুমি কি করেছ? পর-দার-গমন?
না, তোমার নৃত্যদণ্ড হবে না। পরদার-গমনে
মৃত্যু দণ্ড। হয় না।

গ্ৰষ্টার। আপনার হাত দিন—চুষন করি।

লীয়ার। দাঁড়াও। আগে মুছে ফেলি। এতে মরণের
গন্ধ লেগে আছে।

গ্ৰষ্টার। হায়, প্রকৃতির ধ্বংস-মূর্তি! এত-বড় পৃথিবী
এমনি করেই লোপ পাবে।...আমাকে চিন্তে
পারছেন?

লীয়ার। তোমায়? তোমার এই চোখ...হাঁ, আছে,
মনে আছে। তুমি আমাকে জড়কী দেখাচ্ছ?
না, না, যা তোমার সাধ হয়, করো। মদন অন্ধ—
আমি ভাল বাসবো না। এই সময়-আহ্বান,
পত্রখানি পড়ো তো। শুধু লেখাটুকু ত্যাখো।

গ্ৰষ্টার। এক একটা অক্ষর এক একটা সূর্য
হলেও আমি দেখতে পাবো না।

এড্‌গা। (স্বগত) শুনলেও এ কথা আমি বিশ্বাস
করতেম না। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।

লীয়ার। পড়।

গ্ৰষ্টার। কি করে পড়বো? চোখের কোটর দিয়ে?

লীয়ার। ওহো! তুমিও আমার সঙ্গে আছ? তোমার
কপালের উপরে চোখ নেই। থলেয় টাকাও
নেই? তোমার চোখ আছে। তবে খোলে।
পড়ে। টাকা আছে হাঙ্ক! থলিতে। চার দিকে
ঘটনা যা ঘটছে, দেখতে পাচ্ছ তো?

গ্ৰষ্টার। মনস্‌ক্ষে দেখছি।

লীয়ার। তুমি পাগল। চক্ষুহীন, তবু পৃথিবীর সব
ঘটনা দেখতে পাচ্ছ। কান দিয়ে ত্যাখো বুঝি?
এই ত্যাখো, বিচার। হাকিমে চোরের কেমন শাস্তি
বিধান করছে, শোনো, কান দিয়ে শোনো;
বিচারকের জায়গায় চোরকে বশাও, চোরের
জায়গায় বিচারককে। বলতে পারবে না, কোনটি
বিচারক, কোনটি চোর। আচ্ছা, চাষার
কুকুরকে কখনো দেখেছো ভিক্ষুককে তাড়া
করতে?

গ্ৰষ্টার। আজ্ঞে—

লীয়ার। আর কুকুরের কাছ থেকে অত্যাগা ভিক্ষুক
পালাচ্ছে? ওখানে দেখবে প্রভুত্বের বিরাট
বিকাশ। নিজের কোটে তুচ্ছ কুকুরটাও মন্ত।
ওরে এই বিটলে পাদুরি, তোর এই রক্ত-মাথা
হাত নাখা। কেন তুই এই বারান্দাকে চাবুক
মারছিস? নিজের পিঠের কাপড় তোলা।
নিজে এই কাজ চাস—আবার তার জন্ত
লাগাচ্ছিস ওকে চাবুক? সূদখোর চায় ঠককে
ফাঁশি দিতে। বটে!

বাহিরায় ক্ষুদ্র দোষ চীর-বাস ভেদি,

বহুমূল্য পরিচ্ছদ আবরে সকলি।

কাঞ্চনের আবরণে ঢাকো পাপরাশি,

ভগ্ন হবে শ্রায়-ভল্ল না দিয়া আবাত;

চীর-বাসে ঢেকে দাও তায়

বিদ্ধ হবে বামনের তৃণঘাতে।

দণ্ড-আজ্ঞা প্রদানিতে ক্ষমতা আমার,

তাই কহি বাদি-জিহ্বা করিব নির্বাক;

শ্রায়বান বলি অপরাধী করিব তাহায়;

কেহ যেন পাপ নাহি করে।

চোখে দাও আবরণ,

শঠ রাজনীতিবিদ সম ভিন্নভাবে হের সব।

এই—এই—এই—আমার পায়ের জুতো খুলে
দাও। জোরে, জোরে...

এড্‌গা। সধক ও অসধক মিশ্রিত-বচন;
যুক্তি মন্ততায়।

লীয়ার। আমার দুর্ভাগ্য হেরি
নয়নেতে যদি তব বারে নীর;
ধর মোর চক্ষু। জেনেছি তোমায়,
গুপ্তার-অধীপ তুমি—
ধৈর্য্য ধর। কাদিতে এসেছি হেথা
জান না কি তুমি।
ধরাধামে খাস যবে করেছি গ্রহণ,
ক্রন্দন সেদিন হতে?
দিব উপদেশ—শুন মন দিয়া।

গুপ্তার। হায়, কি দুর্দিন আজি!
লীয়ার। জনম লভিছ যবে, কাদিছ তখন—

বাতুলের রদস্থলে আগমন হেতু।
সুন্দর এ শিরস্ত্রাণ। অপূর্ণ চাতুরী।
ঝোড়ার খুরে কাপড় বেঁধে দেওয়া। আমি তার
পরীক্ষা করবো। যখন চুপি চুপি জামাতা-
বাবাজীদের উপর গিয়ে পড়বো, তখন শুধু মার-
মার-মার, কাটি-কাটি-কাটি।

(অনুচরগণসহ জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। এই যে, ইনি এখানে। ধর, ধর। মশায়,
আপনার প্রিয় কণ্ঠা...

লীয়ার। আমায় রক্ষা করে, এমন আমার কেউ
নেই? আমি বন্দী? ভাগ্যদেবীর হাতে
খেলনা? আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো।
আমার যুক্তির জ্ঞান তুমি মূল্য পাবে। একজন
অস্ববৈজ্ঞ ডেকে দাও। আমার মাথায় ক্ষত
হয়েছে।

ভদ্র। আপনি সব পাবেন।

লীয়ার। আমায় সাহায্য করতে কেউ নেই? আমি
এক! এতে যে মানুষকে হুনের মানুষ করে,
তার চোখছটিকে শরৎকালের ধূলো-ধোওয়া
বাগানে জল দেবার বারি বানিয়ে দেয়।

ভদ্র। মশায়—

লীয়ার। বীরের সাহস নিয়ে আমি মরবো। হ্যাঁ।
আমি আনন্দ করবো। নাও, নাও। আমি
রাজা, সে খবর রাখেন মহাপ্রভুরা?

ভদ্র। আপনি মহারাজ,—আমরা আপনার
আজ্ঞাবহ দাস।

লীয়ার। তাহলে এখনও আশা আছে। যদি ভালো
চাও, দোড়াও। সাঁ, সাঁ, সাঁ, সাঁ!
[সবেগে প্রস্থান; অনুচর বর্গের তৎপশ্চাৎ গমন।]

ভদ্র। হেন দৃশ্য নীচ জনে মর্য্যাস্তিক—
কিবা কথা সত্যটির।
যে দুর্দশা হইয়াছে দুই কণ্ঠা হস্তে—
আছে এক কণ্ঠা তব—
দারুণ দুর্দশা হতে উদ্ধারের লাগি।
যত্নে তাঁর সীমা নাই।

এড্‌গা। স্বাগত হে মহাশয়।

ভদ্র। কুশল সকলি। কিবা তব অভিপ্রায়?

এড্‌গা। যুদ্ধ-বার্তা শুনেছ কি কিছু?

ভদ্র। নিশ্চিত। সকলি।

শব্দজ্ঞান আছে যার, সেই শোনে।

এড্‌গা। কিবা অনুমান তব?

কতদূরে অপর বাহিনী?

ভদ্র। আশুমান প্রায়; প্রতি পলে মনে হয়,

প্রধান বাহিনী উপনীত দৃষ্টিপথে।

এড্‌গা। ধন্যবাদ। এইটুকু প্রশ্ন মোর।

ভদ্র। যদিও রাণী বিশেষ কারণে এখানে এসেছেন,
তাঁর সৈন্য ঠিক অগ্রসর হচ্ছে।

এড্‌গা। ধন্যবাদ মশায়।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।]

গুপ্তার। সূচির-করুণাময় হে অমরগণ,
লহ এ জীবন।

দৃষ্ট বুদ্ধি যেন মোরে প্রলুব্ধ না করে

জীবনের অবসানে পুনঃ

দীপ্তিত সে কাল পূর্ণ হইবার আগে।

এড্‌গা। তাত, আমরাও প্রার্থনা তাই।

গুপ্তার। কে তুমি?

এড্‌গা। অতীত দরিদ্র জন,

উৎপীড়িত ভাগ্যের তাড়নে;

শিখিয়াছি সদা দুখ-ভার বহি,

হইবারে পর দুঃখে মলিন কান্তর।

দাও হাত—লয়ে যাই আশ্রয়-ভূমিতে।

গুপ্তার। অন্তরের ধন্যবাদ লহ। বিধাতার

আশীর্বাদ নিত্য যেন বারে তব শিরে।

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

অস্‌। পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। ভারী জবর খবর।
তোমার ঐ চোখ-খাওয়া মাথা—আমার ভাগ্যে

খুব উন্নতি ঘটিয়েছে। বলি, ওরে বুদ্ধ,—হতভাগ্য রাজদ্রোহী, নিজের অতীত জীবনের পাপের জ্ঞাত শোক করো—বিলাপ করো—অনুতাপ করো। এই ভাখো, তোমায় পার করতে আমি খোলা তলোয়ার উঠিয়ে ধরেছি।

গুপ্তার। আঃ—বন্ধুর কাজ করবে! হাতে তোমার প্রচুর শক্তি সঞ্চারিত হোক।

(এডগার বাধা দিল)

অস্। আরে—দেখছি তো চাষা! প্রাণে তোর ভয়-ভর নেই। জানিস, এর নামে রাজার পরোয়ানা বেরিয়েছে? এ রাজদ্রোহী! এর পক্ষ নিচ্চিস—মরবার সাধ হয়েছে বুঝি! শেষে ওর ভাগ্যের ছোয়াচ লেগে তুইও মরবি। ছাড়, ওর হাত ছাড়,।

এডগা। হু মুশয়, মু সহজে ছাড়মু না।

অস্। ছাড়, না হলে মরবি।

এডগা। মুশয় পথ দেহেন—মোদের যাতি দেন। কি ডর দেহান? ডরের তোয়াক্কা রাহি না। বুয়ার কাছে আইসন না, খবরদার। এহনি জাখবেন মোর লাঠি কি তোর মাথা—কোনুডা শক্ত! হঃ—সাফ, কথা মুশয়।

অস্। দূর হ গোবর গাদা!

এডগা। দাত গুরায়ে দিমু মুশয়। আশ্রো, লরায়ে ডর রাহি না।

(পরস্পরে বুদ্ধ, এডগার কর্তৃক আহত)

অস্। ক্রীতদাস—তুই আমায় মারলি। পাষণ্ড, নে আমার টাকার খলি—যদি তোর সময় ভালো হয়, দেহখানা মাটি চাপা দিস। হায় রে, অকালে প্রাণটা গেল। (মৃত্যু)

এডগা। আমি তোকে চিনি। কাজের লোক তুই, পাষণ্ড! তোর প্রভুপত্নীর পাশে সহায়!

গুপ্তার। মরে গেছে?

এডগা। বসুন আর্ধ্য! বিশ্রাম করুন। এর জেব হাতড়াই। যে পত্রের কথা বলছিল, তাতে আমার উপকার হতে পারে। খোলো তো মোড়কের মোম। সমাজ-রীতি, আমার অপরাধ নিষে না। আমাদের শত্রুর মনোভাব জানবার জ্ঞাত তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করতেও আজ প্রস্তুত আছি। তাদের চিঠি-পত্র খোলায় কোন অপরাধ নেই। (পত্রপাঠ)
“আমাদের পরস্পরের শপথ যেন মনে থাকে। তাকে কেটে সাফ করবার প্রচুর সুযোগ পাবে।

যদি তোমার অনিচ্ছা না থাকে, সময় আর স্থানের খুব সুবিধা মিলবে। যদি সে জয়ী হয়ে ফিরে আসে, কোন লাভ নাই। তাহলে আমি বন্দী এবং তার শয্যা হবে আমার কারাগার। সেই ঘৃণ্য স্থান থেকে আমায় উদ্ধার কর,—পুংস্কারস্বরূপ সে স্থান তুমি অধিকার কর।

তোমার স্ত্রী—বড় সাধ বলিতে—

“স্নেহের দাসী”

গনেনরিল।

রমণীর কাম—এমনি সে সীমা-হারা!

সুজন স্বামীর প্রাণ নাশিতে মন্ত্রণা—

তার পরিবর্তে চাহে ভ্রাতারে আমার।

বালুকা-রাশিতে

এই তব দেহ আমি করিব নিহিত।

রহ হেথা, হত্যাকারী ব্যভিচারী-সাথী।

যথাকালে লজ্জাহীন এই পত্র লয়ে

এলবেণীর দৃষ্টি আমি দিব বলসিয়া

তব মৃত্যু-গুপ্ত-তত্ত্ব জানা সমুচিত।

গুপ্তার। উন্মাদ ভূপাল! নীচ-ইন্দ্রিয় আমার অবরুদ্ধ করে নাই জ্ঞান-ধারা মম!

স্বচ্ছন্দে রয়েছি আমি দুখ-ভার বহি!

ছিল ভালো উন্মাদ হইলে—

দুখ হতে চিন্তা মোর পাইত উদ্ধার,

লীন হতো বিকৃত মস্তিষ্কে মোর।

এডগা। দেহ মোরে পাণি—

(দূরে রণ-দামামা)

দূরে শুনি, দাদামা-নিবাদ।

এস ঘরা আগুগরি,

বন্ধু-পার্শ্বে রাখিব তোমায়।

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

ফরাসী-শিবির

শয্যাগীন লীয়ার (সুমধুর বাতৃধ্বনি)

ভদ্রলোক ও অস্বস্তি অনুভব আশীন

(কর্ডিলিয়া, কেন্ট ও ডাক্তারের প্রবেশ)

কর্ডি। সদাশয় কেন্ট মহোদয়,

এ জীবনে কেমনে যে শুধি তব ঋণ!

কণিক জীবন মোর,—

না রবে অধিক কাল,

সব চেষ্টা হইবে বিফল।

কেণ্ট। যোগ্য পুরস্কার—স্বীকারে তা হয় লাভ।

যে কথা বলেছি, তার সত্য সবটুকু—

খরঁ নয়—তিলমাত্র নহে তা রঞ্জিত।

কর্ডি। নব বেশ কর পরিধান—

হেন বেশ পূর্বস্বত্তি জাগায় অন্তরে।

মিনতি আমার রাখো, ত্যজ এই বেশ।

কেণ্ট। কমা করো মোরে ভদ্রে—

এইক্ষণে আপনা-প্রকাশ

অভীষ্টে ঘটবে বিশ্ব।

অনুরোধ মোর,—পরিচয় না হয় প্রকাশ,

যদবধি নাহি হেরি যোগ্য অবসর।

কর্ডি। হবে কার্য্য ভব অভিমতে, মহাত্মন।

কেমন আছেন নর-পতি? (ডাক্তারের প্রতি)

ডা। নিদ্রামগ্ন আছেন এখনো।

কর্ডি। কৃপা করো দেবগণ—রোগে মুক্ত করো।

ক্ষিপ্ত প্রকৃতির ভদ্রে

অসদ্বত বিক্ষিপ্ত এ ইন্দ্রিয়-নিচয়

তব কৃপা-বলে পুনঃ হউক সংযত।

শিশু-সম এবে চিত্ত পিতার আমার।

ডা। অহুমতি হলে নিদ্রা ভাবিব রাজার;

বহুক্ষণ নিদ্রাগত।

কর্ডি। নিজ জ্ঞানে হইবে চালিত;

কর কার্য্য অতিপ্রায়-মত।

দিব্য-বাসে করেছ ভূষিত তাঁরে?

ডা। হাঁ ভদ্রে, নিদ্রা-কালে দিছি নব বাস।

ডা। নিকটে রহন, করি যবে জাগরিত।

জাগরণে হবে পুনঃ জ্ঞানের সঞ্চার,—

নাহিক সন্দেহ তিল।

কর্ডি। তাই হোক।

ডা। আমুন নিকট। উচ্চ কর যন্ত্রধ্বনি।

কর্ডি। পিতা। পিতা। এ মোর জীবন,

সঞ্জীবনী ওষধির সম

উজ্জীবিত করে যেন তোমার ও-মন।

এ মোর চুপনে হোক সম্পূরিত

চরম সে ক্ষতি,—

করিয়াছে বাহা মোর ভগ্নীষ্ম

তব সম মাত্র জন প্রতি।

কেণ্ট। রাজবালা—করণার অবতার তুমি।

কর্ডি। নাহি যদি হতে তুমি জন্মদাতা পিতা,

শুভ্র এ পলিত কেশ অই তব শিরে

তথাপি এ আচরণে হতো সঙ্করণ।

এই মুখ—সে কি পারে সহিবারে কভু

হিম বায়ু-কঠিন আঘাত?

পারে কি রহিতে স্থির ভীমবজ্র-রবে?

তীর-গতি চঞ্চলার চপল আলোকে?

আহা, পরিত্যক্ত—শূন্য শির!

হিংস্র সে কুকুর যদি দংশিত আমায়

সে নিশীথে রাখিতাম তারেও আদরে

চুল্লী-পাশে দিয়ে ঠাই—প্রচণ্ড দুর্ঘোষে।

তুমি কি আমার পিতা। ছিলে হাসি-মুখে

শুকরের সনে হীন গুহার ভিতরে

অধম ভিক্ষুক সনে, তুচ্ছ তৃণসনে?

হায়, হায়, মানি যে বিশ্বাস—

চেতনা-সহিত প্রাণ কেন যায় নাই।

এই জেগেছেন, দেখি। কহি, কথা কহি।

ডা। হাঁ। এই যোগ্য অবসর।

কর্ডি। কেমন আছেন প্রভু,—কিরূপ রাজন?

লীয়ার। আঃ, কি করলে? কেন আমায় কবর থেকে

তুললে? তুমি দেখছি, কোনো সাধুর আত্মা।

কিন্তু আমি যে আগুনের চাকায় বাঁধা রয়েছি,

গরম সীসের মত চোখের জল—সেই চোখের

জলে জলে যাচ্ছি।

কর্ডি। বলুন মহারাজ, আমি কে?

লীয়ার। তুমি। তুমি একটা মুক্ত-আত্মা। জানি, আমি

জানি। কবে তুমি মরেছিলে—বলো দেখি।

কর্ডি। এখনও এখনও মতি চপল বিকল।

ডা। উনি এখনও জাগেন নি। কিছুক্ষণ একা

থাকতে দিন।

লীয়ার। আমি কোথায় ছিলাম? এখন কোথায়

আছি? দিনের আলো? না, না, প্রভারিত

হয়েছি, ইয়া, প্রভারিত। কাকেও আমার মত

দেখলে বোধ হয় করুণায় আমিই গলে যেতেম।

কি বলি, বুঝতে পাচ্ছি না। শপথ করে

বলতে পারি না তো, এ ছুটি আমারই হাত।

আচ্ছা দেখি, এই যে, এ ছুঁচ-বেঁধা আমি টের

পাচ্ছি। হায়, যদি আমার অবস্থা নিশ্চিত

জানতে পারতাম।

কর্ডি। আৰ্য্য, চাও, আমার পানে চাও...না, না, এ

কি বলছ! করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

লীয়ার। এ নহে উচিত তব—পরিহাস মোরে।

মিনতি, মিনতি করি।

অতি মূর্থ, হীনবুদ্ধি, বুদ্ধ আমি,

বয়স অশীতি-উর্দ্ধে—

এক পল উন নয়—নহে কো অধিক।
বলি স্পষ্টভাবে, এখনো সন্দেহ মোর,
স্থির বুঝি নহে মোর মতি।
মনে হয়, জানি তোমা, আর ওই জনে।
তথাপি সংশয় জাগে।
জানি না এ কোন্ স্থান;
স্মৃতিপথে নাহি আসে এ আমার বেশ—
নাহি জানি, গত নিশি কোথায় যাপিছ।
বিজ্ঞপ করো না মোরে। জানি সুনিশ্চিত
এ নারী? এ কর্ডিলিয়া...তনয়া আমার।
কর্ডি। আগি, আমি পিতা, তনয়া তোমার।
লীয়ার। চোখে অশ্রু? না, না, শোনো কথা—
করো না রোদন।

ধাকে যদি তীব্র হলাহল, দাও, পান করি।
জানি ভালো, তুমি ভালো বাস না আমার।
মনে পড়ে, অনেক যাতনা দেছে
ভগিনীরা তব—
বিসদৃশ আচরণে বড় ব্যথা পাই।
অনুচিত নয়। তুমি পারো, তুমি পারো—
তোমার কারণ আছে, যাতনার বিষে
জ্বর-জ্বর করিতে আবারে।
তাদের ছিল না হেতু—হয়নি উচিত।
কর্ডি। নাই, নাই, কোনো হেতু নাই মোর, পিতা।
লীয়ার। আমি কি ফ্রান্সে?
কেণ্ট। না মহারাজ। আপনি নিজের রাজ্যে আছেন।
লীয়ার। বঞ্চনা করো না মোরে।
ডা। শাস্ত হোন ভদ্রে।

সে ভীষণ রোযানল দেহে নির্ঝাপিত।
এখনও বিপদ আছে।
যা কিছু ঘটেছে তাঁর উন্মাদ দশায়—
মহারাজ যেন তার না জানেন কিছু।
কক্ষমাঝে রাখা চাই। যদবধি মতি
শাস্ত নাহি হয়, গুরে ত্যক্ত করিয়ে না।
কর্ডি। যাবেন কি সমীর-সেবনে?
লীয়ার। তুমি যদি পাশে থাকো;
ধর মোর অমরোথ, ক্ষমা কর মোরে—
ভুলে যাও সব কথা,
হতভাগ্য বৃদ্ধ আমি।

[কেণ্ট ও ভদ্রলোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

ভদ্র। কর্ণওয়াল সভ্যই তাহলে ও-ভাবে মায়া
পড়েছেন?
কেণ্ট। সভ্য।

ভদ্র। এখন তাঁর সেনাদের নেতা কে?
কেণ্ট। শুনেছি, গুণ্ডারের জারজ পুত্র এডমণ্ড।
ভদ্র। হুঁ। সকলে বলছে, তাঁর পুত্র এডগার
কেণ্টের সঙ্গে জার্মানিতে আছে।
কেণ্ট। জনশ্রুতি কত রকম শোনা যায়। এবারে
সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের সৈন্য এখন
যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে।
ভদ্র। রক্তস্রোত প্রবাহিত হলে তবে এর নিষ্পত্তি
হবে। বিদায় মশায়।

[প্রস্থান।]

কেণ্ট। সমর-উদ্দেশ্য মোর নির্ণীত এক্ষণে,
ভাল-মন্দ জ্ঞাত হবো আজিকার রণে।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডোভর-সম্মিহিত ব্রিটিশ শিবির।

(তুর্ধ্যক্ষনি)

(এডমণ্ড, রীগান, ভদ্রলোক ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

এড। জানা চাই, এলবেবীর মনে পূর্বভাব
এখনো রয়েছে কি? ঘটেছে ব্যত্যয়।
কি? মতি অনিশ্চিত আপনারে মনি—
স্থির অতিপ্রায় কিবা? আগিয়া কহিবে।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।]

রীগান। ভয়ী যে লোক পাঠিয়েছিল, নিশ্চয় তার
কোন বিপদ ঘটেছে।

এড। তাহাতে সংশয় আছে?

রীগান। জানো তুমি প্রিয়তম, তোমার কুশল,
সাধিতে অন্তর মোর কত না আকুল।
বলো দেখি—বলো সত্য করি
ভালোবাসো কি না তুমি ভগিনীয়ে মোর?

এড। ভালোবাসি বিপুল সন্তমে।

রীগান। মনে রেখো, সে জালা সবো না কভু!
মনে হয়, এক তারে বাঁধা ছুটি প্রাণ—
বুকে বুকে মুখে-মুখে—দুয়ে এক হয়ে
আছো যেন হয়ে তুমি গনৈরিলময়।

এড। না, না, না, পপথ করি—এমন সে নয়!

রীগান। প্রেম যদি নাহি দেখি হৃদয়ে তোমার
তার প্রতি।

এড। সে ভয় করো না তুমি।

আসে ওই ভগ্নী তব—স্বামীর সহিত।

(এল্বেণী, গনেরিল ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

গণে। (স্বগত) যুদ্ধে পরাজয়—সহিব তা;
কিন্তু সহিব না—ভগ্নী মোর করিবে
শিখিল এ প্রেম-বন্ধন!

এল্। প্রিয়তমা ভগিনী মোদের! মূলগ্নে সাক্ষাৎ।

মহাশয়, শুনি বার্তা,
মহারাজ সম্মিলিত তনয়ার সনে,
আরো বহু জন সহ—নির্কাসিত যারা
কঠোর শাসন-বলে।

চিত্ত যেথা শুদ্ধ নয়, সাহস হারাই!
ক্রাসে বিভাড়িত করা উচিত মোদের,—
যুদ্ধে তারা আগুয়ান,—মোদের বিরুদ্ধে;
কিন্তু দেয় আশ্রয় রাজারে, পক্ষ লয়ে;
নির্কাসিত সর্বজনে দিয়াছে আশ্রয়।
তাই তাবি, কি উপায় করিব এখন।

এড। বড় সমুচিত বাণী!

রীগান। তর্কের কি প্রয়োজন?

গনে। কর সৈন্ত সমাবেশ শত্রুনাশ-হেতু।

গৃহ-বিবাদের এবে নহে অবসর।

এল্। রণদক্ষ বীরপাশে মন্ত্রণার তরে
চলো যাই বিধি লইবারে।

এড। পশিয়ে শিবিরে তব করিব সাক্ষাৎ।

রীগান। ভগিনী কি আসিবে মোদের সাথে?

গনে। না।

রীগান। উচিত গমন তব। প্রার্থনা আমার, এসো।

গনে। (স্বত) বুঝিয়াছি রহস্য ইহার। যাবো আমি।

(গ্রন্থান-কালে ছদ্মবেশে এডগারের প্রবেশ)

এডগার। আমার মত গরিবের সঙ্গে যদি আলাপ
করেন, তা হলে একটা কথা শুনুন।

এল্। আমি শীঘ্র আসছি। আচ্ছা, বলো।

[এল্বেণী ও এডগার ব্যতীত সকলের গ্রন্থান।

এডগা। যুদ্ধে নামবার পূর্বে এই পত্রখানি
পড়বেন। যুদ্ধে যদি জয়ী হন, তা হলে এ পত্র
যে এনেছে, তাকে যদি চান তো ভেরী-নিবাদ
করবেন। আমার এমন হীন মলিন বেশ হলেও
আমি এমন সব যোদ্ধা এনে হাজির করবো যে,

এ পত্রে যা যা লেখা আছে, তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ
করবেন। যুদ্ধে যদি মারা যান, আপনার পার্শ্বব
লীলার সঙ্গে সব বড়যন্ত্রের শেষ হবে। ভাগ্যদেবী
আপনার উপর প্রসন্ন হোন—এই আমার
প্রার্থনা।

এল্। দাঁড়াও—আগে পত্র পাঠ করি।

এডগা। তাতে আমার নিষেধ আছে। যথাসময়ে
ভেরীধ্বনি শুনলে আমি নিজে এসে উপস্থিত
হবো।

এল্। আচ্ছা, বিদায়। আমি তোমার এ পত্র
পড়বো।

[এডগারের গ্রন্থান।

(এডমন্ডের পুনঃপ্রবেশ)

এড। শত্রু সম্মুখে। সৈন্ত সজ্জিত করুন। এই
দেখুন অতি সাবধানে,—তাদের সৈন্ত-সংখ্যার
পরিমাণ বোঝা গেছে। কিন্তু আপনাকে
তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে হবে।

এল্। সময়ে অনুগামী হবো।

[গ্রন্থান।

এড। ছুটি ভগ্নীকেই ভালোবাসা জানিয়েছি। অহি-
নকুলের মত তারা পরস্পরে পরস্পরের হিংসা
করে। কাকে এখন নিই? দুজনকে? না।
একজনকে? না। কাকেও না। দুজনেই যদি
বঁচে থাকে, কেউ ভোগে আসবে না। বিধবাকে
যদি গ্রহণ করি, গনেরিল জলে উঠবে!
ওর স্বামী বঁচে থাকতে আরো মতলব হাসিল
হবে না। এখন যুদ্ধের সময় তার সাহায্য নিতে
হবে। যুদ্ধ শেষ হলে নিজেই সে ওর ত্যার
ব্যবস্থা করবে। ওর মরণ সে চায়। লীয়ার
আর কর্ডিলিয়াকে মমতা-ভরে ক্ষমা করবার
দাক্ষণ ইচ্ছা,—কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে যদি তারা
আমার হাতে আসে, তাহলে এ ক্ষমা তারা
পাবে না।

আমার নিজের রাজ্য, নিজেই রক্ষক—
বুধা বাদ-বিসম্বাদে কিবা আবশ্যক!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবিরদ্বয়মধ্যস্থ প্রান্তর।

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি। লীয়ার, কডিলিয়া এবং
সৈন্যগণের রদমঞ্চে প্রবেশ ও অপর দিক
দিয়া সকলের প্রস্থান)

(এডগার ও য়ষ্টারের প্রবেশ)

এডগা। আর্ঘ্য, এই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম
করুন। প্রার্থনা করুন, যেন ধর্মের জয় হয়!
যদি আমি ফিরে আসতে পারি, আপনার
সেবা করবো।

য়ষ্টার। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।

[এডগারের প্রস্থান।]

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

(এডগারের পুনঃপ্রবেশ)

এডগা। পালান, পালান; এ স্থান ত্যাগ করুন।
আমার হাত—নিম্ন—ধরুন। চলুন। রাজা
লীয়ার যুদ্ধে পরাজিত। তিনি আর তাঁর কন্যা
বন্দী। আমার হাত ধরে শীঘ্র আসুন।

য়ষ্টার। আর কোথাও যাবো না। এখানেও একটা
মানুষ মরে পড়ে পচতে পারে।

এডগা। আবার সেই দুশ্চিন্তা! জগতে আসবার
সময় যেমন, যাবার সময়েও তেমনই মানুষকে
অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। প্রস্তুত থাকা
চাই, শুধু। আসুন এখন।

য়ষ্টার। ঠিক কথা বলেছ। [প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

ডোভর-সমিহিত ব্রিটিশ শিবির।

(রণজয়ী এডমণ্ড; বন্দিভাবে লীয়ার ও কডিলিয়া;
রণাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

এড। কজন প্রধান সৈনিক এদের নিয়ে যাও।
যাদের হাতে এদের বিচারের ভার, যতক্ষণ
পর্যন্ত না তাঁদের অনুমতি পাও, ততক্ষণ সতর্ক
পাহারা দেবে।

কডি। সাধু অভিপ্রায়ে হেন মন্দ ফল-লাভ
মোদের অদৃষ্টে—সে তো প্রথম এ নয়!
শুধু তব তরে—হীন অবনত আমি।

নিজ-তরে পারিতাম অবহেলা

করিবারে দুর্ভাগ্যের দারুণ ভ্রুকুটি।

হেরিতে বাসনা ময়,—তব কন্যাগণে—

মোর ভগ্নীদের।

লীয়ার। না, না, না, না! এস, যাই কারাগারে;

পিঞ্জরে বিহঙ্গ সম গাহিব দুঃখনে।

আশীর্বাদ মোর কাছে চাহিবে যখন,
জাহ্নু পাতি কমা আমি মাগিব তখন।

এরূপে কাটাবো কাল প্রার্থনা করিয়া,
গাহি গান পূর্ব-কথা বর্ণনা করিয়া,

হাস্ত করি, নানাবর্ণ প্রজাপতি হেরি,
আর শুনি রাজ্যের সংবাদ।

শঠ যত প্রতারক-পাশে—
শুনিব আবার, কে-বা জিনে, হারে কে বা,

কোন্ পক্ষ প্রাধান্য লভিল,—

কোন্ পক্ষ হারাইল তারে;

জানিব এ-ভাবে জীবের রহস্য যত

বিধাতার গুপ্তচর সম।

যাপিব জীবন দৌড়ে দুর্ভেদ্য কারায়।

উচ্চ নর-শ্রেণী মাঝে নিয়ত অস্থির

যারা, চক্ষুতেজে সমুদ্রের হাস-বুদ্ধি সম।

এড। লয়ে যাও উহাদের।

লীয়ার। মা কডিলিয়া! এমন আত্ম-বিসর্জনে

দেবতারার স্মরণ-পুষ্প বৃষ্টি করেন।

পেরেছি তোমারে; বিভিন্ন করিবে যেই

আমা-দৌড়ে এবে, স্বরগের অনুমতি লভি—

বিবরে প্রদানি বহি

শৃংগালের গ্রাম তাড়াইবে দৌড়ে।

মুছে ফেল অশ্রু নয়নের।

এস মোরা যাই দৌড়ে।

[সুরক্ষিত লীয়ার ও কডিলিয়ার প্রস্থান।]

এড। শুন রণাধ্যক্ষ, এই পত্রখানি

লয়ে যাও কারা-মাঝে। (পত্র প্রদান)

উচ্চতর পদে আমি স্থাপিয়াছি তোমা।

আমার নির্দেশ মত কার্য কর যদি,

সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পাবে স্থান।

জানো ভালমতে, মানব সময়াধীন;

মমতার স্থান নাই অসি-ধারী-হৃদে;

যুক্তি-সিদ্ধান্তের নহে কার্য গুরুতর—

হয়, বলে, করিব পালন—

নহে লও অপর-আশ্রয় লভিতে কুশল।

রণাধ্যক্ষ। অবশ্য পালিব প্রভু।

এড্। যাও তবে; সাধি কার্য্য শুভ বার্তা দিবে।
 এখন এ-কার্য্য করো আমার নির্দেশ-মত।
 রণা। না পারি গাড়ী টানতে, না পারি শুকনো
 ছোলা খেতে।
 মাহুষের কব্বার মত কাজ হলে অবশ্য তা করবো।
 [প্রস্থান।]

(এল্বেনী, গনৈরিল, রীগান্, অপর রণাধ্যক্ষ
 ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

এল্। মহোদয়, বংশের মর্যাদা-রক্ষা করিয়াছ
 আজি।

ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন তব প্রতি।
 অত্কার রণে শত্রু বন্দী তব করে।
 আনো হেথা তাহাদের;
 আমাদের নিরাপদ লক্ষ্য করি,
 কর্মফল লভিবে তাহারা।

এড্। মহাশয়, হেরি বৃত্তিযুক্ত, রেখেছি আবদ্ধ;
 হীনভাগ্য বৃদ্ধ সম্রাটেরে নিয়োজিয়া রক্ষিগণে।
 গুরু বয়োভারে ষাঁর, বিশেষতঃ রাজ-উপাধিতে
 গুপ্ত-মন্ত্র আছে নিহিত,
 যাহে দয়া-ধারে পূর্ণ হবে সাধারণ হৃদি,
 ধরিবেক আজ্ঞাবহ সৈন্তগণে যাহে
 মোদের প্রদত্ত ভল্ল মোদের বিরুদ্ধে।
 আছে রাণী সেই সঙ্গে—
 সেই সে কারণে। প্রস্তুত তাহারা।
 হবে উপনীত বিচারের স্থলে
 কালি কিম্বা নির্দ্ধারিত কালে।
 শ্বেদসিক্ত কলেবর এবে,
 বরিছে শোণিত তাহে;
 মিত্র হারিয়েছে মিত্রে রণে;
 ভুঞ্জে যারা রণক্লেশ,
 রণমদে স্তায়-বুদ্ধে দেয় অভিশাপ।
 কড়িলিয়া-লীয়ারের ভাগ্য-নিরূপণ—
 তার স্থান নহে ইহা।

এল্। ক্ষম যোরে, মহাশয়!
 বুদ্ধে তুমি প্রজা-সম অধীন আমার,
 সমকক্ষ নহে কদাচন।

রীগান্। আমাদের ইচ্ছা'পরে তাহার নির্ভর—
 এতদূর বাক্যব্যয় করিবার পূর্বে
 সমুচিত ছিল তব জানা, মোর অভিপ্রায়।
 ইনি মোর বাহিনী-চালক—
 অধিকার আছে এঁর—
 সমকক্ষ নহে বা কেমনে তব?

গণে। উত্তেজিত হয়ো না এমন—

উচ্চ উনি আপনার গুণে,
 তব বাক্যে বর্ণনার নাহি প্রয়োজন।

রীগান্। মম স্বত্বে যবে স্বত্ববান,
 উচ্চতম সহ উনি সমকক্ষ।

গণে। হতো ভালো, যদি তব পতি হতো!
 রীগান্। রহস্যকারীরা প্রায় ত্রিকালজ হয়।

গণে। চমৎকার! চমৎকার!

দেখেছিল বক্রভাবে কুটিল নয়নে, কহেছিল যেই।

রীগান্। ভদ্রে, অমুস্থ শরীর মোর,

নহে দানিতাম যোগ্য প্রত্যুত্তর।

সেনাপতি, লহ তুমি মোর সৈন্তগণে,

বন্দিগণে, আর পিতৃধনে,

মোর স্বত্বে কার্য্য কর যথা-ইচ্ছা তব।

নিজেরে সঁপিছ—সাক্ষ্য রহিয়ো ধরনী—

এইক্ষণে বরিলাম হে বীর তোমারে—

সর্বময় প্রভু মোর—অধীশ্বর-পদে।

গণে। সাধ বুঝি বিলাস-সন্তোষ।

এল্। শুধু তব ইচ্ছামত কার্য্য হইবে না।

এড্। নহে তব স্বেচ্ছামত।

এল্। হবে রে জারজ, মোর ইচ্ছামতে কাজ।

রীগান্। (এডমণ্ডের প্রতি)

ভক্ত-নাদে এই বার্তা করহ ঘোষণা—

মোর অধিকারে তব পূর্ণ অধিকার।

এল্। ক্ষান্ত হও। বৃত্তি মানি শুন মোর বাণী।

এডমণ্ড, বন্দী করি তোমার এক্ষণে—

রাজদ্রোহ-অপরাধ। আর তব সাথে

সুবর্ণ-সঁপিণী এই সুলন্দরী বন্দিনী।

(গনৈরিলকে দেখাইয়া)

সুলন্দরি ভগিনী মোর, তোমায় ইচ্ছায়

বাধা দিই আমি, মোর অর্দ্ধাঙ্গিনী-হেতু।

এই অধিপতি-সহ বিবাহ-প্রস্তাবে

আবদ্ধ আমার জায়া বহুকাল হতে,

তাই আমি স্বামী হয়ে

বাধা দিই তোমার বিবাহে।

বরিবারে যদি তব সাধ,

যোরে বরো মাল্যদানে।

পত্নী মম অপরের নারী।

গণে। ভিন্ন দৃষ্ট এ যে দেখি।

এল্। এডমণ্ড, অস্ত্রে তুমি সুসজ্জিত।

অতঃপর বাজো ভেরী—

যদি কেহ নাহি আসে করিতে প্রমাণ

ঘণাকর নীচ তব এই রাজদ্রোহ—

লহ এই (হস্তাবরণ উন্মোচন) দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে
 অ'হ্বানি তোমারে ;
 তোমার হৃদয়ে আমি করিব প্রমাণ
 তবে লব অন-জল—
 বলেছি যা, নহ কভু তাহা হতে উন ।
 রীগান । এ আমার কি হলো ! অসুখ করছে ।
 গনে । (স্বগত) নতুবা বিশ্বাস নাহি রাখিব ঔষধে ।
 এড । এই লও । (উন্মোচন) প্রত্যাখ্যান করিহু
 তোমায় ।

নাহি হেরি হেন জন এই ধরণীতে
 রাজদ্রোহী বলি যেবা সম্বোধিবে মোরে—
 পাপাত্মা সে মিথ্যাবাদী—এ কথা যে বলে ।
 ভেরী-নাদে ডাকি তায় । হৃদয়ে সাহস—
 হোক সে-বা অগ্রসর,
 তারে, তোমা, সকলেরে করিব প্রমাণ আমি
 সত্যে ও সঙ্গমে পূর্ণ এই চিত্ত মোর ।

এল । ডাকো চারণেরে ।

এড । চারণ । চারণ ।

এল । একা রণে হও আশুমান ।

মোর নামে সম্মিলিত তব সৈন্তগণ,
 আমার আদেশ-ক্রমে লয়েছে বিদায় ।

রীগান । আমার অসুখ বাড়ছে ।

এল । অসুস্থ নেহারি ওরে,

লয়ে যাও আমার শিবিরে ।

[রীগানকে লইয়া অল্পচরের প্রস্থান ।

(জনৈক চারণের প্রবেশ)

এস হে চারণ,—কর ভেরী-নাদ,
 উচ্চ কণ্ঠে কর ইহা পাঠ ।

রণাধ্যক্ষ । কর ভেরীধ্বনি । (ভেরী-নাদ)

চারণ । (পাঠ) “যদি সৈন্তমধ্যে কোন মর্যাদাসম্পন্ন
 ব্যক্তি গুপ্তরাধিপতি এডমণ্ডকে বিষম রাজদ্রোহী
 বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, তাহা হইলে তৃতীয়
 ভেরী-নিম্নাদে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত
 হও । তিনি আশ্রয়-সমর্থনে প্রস্তুত ।”

এড । বাজাও । (১ম ভেরীধ্বনি)

চারণ । আবার । (২য় ভেরীধ্বনি)

এড । আবার । (৩য় ভেরীধ্বনি)

(নেপথ্যে ভেরী-ধ্বনি)

(তৃতীয় ভেরী-অস্ত্রে সশস্ত্র এডগারের প্রবেশ)

এল । শুধাও ইহারে, কি হেতু তৃতীয় নাদে
 সমাগত হেথা ।

চারণ । কে তুমি ? কি নাম ? কিবা পদ-অধিকার ?
 উত্তরিলে কেন এ আহ্বানে ?

এডগা । শুন, আমি হারিয়েছি নাম মম

রাজদ্রোহী-দংশ্ণাঘাতে,

আর দুই কীটের দংশনে ।

তথাপি আমার প্রতিদ্বন্দীসম

উচ্চ পদে আমি অধিষ্ঠিত ।

এল । কে-বা তব প্রতিদ্বন্দী ?

এডগা । গুপ্তারের অধিপতি । খ্যাত যেবা এডমণ্ড
 নামে ।

এড । আমি সে । কি চাহ বলিতে মোরে ?

এডগা । নিম্বেষিত কর অসি,

মম বাক্য বাজে যদি উদার হৃদয়ে,

বাহ-বলে শ্রায়পক্ষ কর সমর্থন ।

এই ধরলাম অস্ত্র—হের মোর করে,

মর্যাদা, শপথ আর কার্যের গরিমা ।

কর প্রতিবাদ । সামর্থ্য, যৌবন, উচ্চ পদ

যদিচ তোমার—

ধর যদি বিজয়ী কৃপাণ,

দীপ্তিমান নব ভাগ্য প্রসন্ন তোমারে যদি,

থাকে যদি বিচিত্রে সাহস বুকে,

বিশ্বাস-ঘাতক—বিশ্বাস-ঘাতক তুমি ।

দেবতা, পিতা, ভ্রাতা,—সর্বজননে অবিশ্বাসী !

লিপ্ত ঘোর ষড়যন্ত্রে,

মহান্ উদার এই রাজত্ব-বিপক্ষে ।

শিরঃশীর্ষ হতে নিম্নতম লীমাস্ত্র অবধি,

পদ-লগ্ন ধূলি তোমার—পরিপূর্ণ রাজদ্রোহে,

অহি-গাত্রে কৃষ্ণবিন্দু সম । না করি স্বীকার

প্রত্যাহারে বাঞ্ছা যদি,

এই বাহু, তরবারি, আর

সুদৃঢ় অন্তর মোর,

প্রমাণিবে তব বক্ষ'পরি, তুই মিথ্যাবাদী ।

এড । বিচারেতে তব নাম জিজ্ঞাস্ত আমার—

কিন্তু আকার তোমার স্মৃঠাম যোদ্ধার মত—

বাক্যে শিক্ষা স্প্রপ্রকাশ ।

নিজ নিরাপদ-হেতু রীতি-অনুসারে

জানিতে মর্যাদা তব ; বিলম্বনে তুচ্ছ গণি ।

দানি আমি তব শিরে সর্ব অপরাধ,

জীর্ণ হোক তব হৃদি নারকীয় হেন মিথ্যা-ভাষে ।

এ হেন কুকর্মে বিদ্ধ না হলে হৃদয়,

এই মম তরবারি দ্বিধা করি হৃদি

দিবে স্থান যে সকলে,

লভিবারে চির-আশ্রয় তথায় ।
কর ভেরী নাদ, কর ভেরী নাদ । আয় ।
(পরস্পরে বৃদ্ধ । এড্‌মণ্ডের পতন)

এল্ । রক্ষা কর, রক্ষা কর ।
গনে । এই রীতি চির-প্রচলিত,—
অজ্ঞাত বিপক্ষ সনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বাধ্য নহ কভু,
নহ পরাজিত,—প্রতারিত শঠের কবলে ।
এল্ । থামো, ভদ্রে ! নতুবা এখনি
এই পত্রে নিরুত্তর করিব তোমায় ।
ধর পত্র ।
দুরাশ্রা অধম, ভাষা নাই দিতে নাম তোর ।
কর পাঠ আপন-দুষ্কৃতি ।
ভদ্রে, ছি ড়িয়ে না পত্র ।
অমুমানি, জানো কি-বা লেখা পত্রে ।
(এড্‌মণ্ডকে পত্র দান)

গনে । যদি জানি—তোমার কি এসে যাবে ?
ব্যবস্থা আমার,—নহে তব ।
কার সাধ্য, আমারে বন্দি কর
এই পত্র হেতু !
এল্ । পিশাচী ! ওহো, জানো তবে পত্র-মর্শ ।
গনে । কি-বা জানি—কোনো প্রাণ শুধায়ো না ।
[প্রস্থান ।

এল্ । উহার পশ্চাতে যাও । সতর্ক করহ রক্ষা ।
এড্ । যেই অপরাধে অপরাধী করিলে আমারে,
মানি আমি, তা হতে অধিক পাপে
কলুষিত হৃদি মোর,
সমন্বয়ে প্রকাশ পাবে সব ।
গত এবে সব । আমিও যে গত-প্রায় ।
জানিবারে সাধ, কে-বা তুমি—
মোরে ত্যজি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন্য যারে ?
উচ্চবংশ-জাত যদি—কহিহু তোমায় ।
এড্‌গা । এস, করি পরস্পরে বিবাদের শেষ ।
বহে যে শোণিত মোর প্রতি ধমনীতে,
একাশ তা নহে হীন তোমার হইতে ।
এড্‌মণ্ড, শ্রেষ্ঠতর যদি সে শোণিত,—
পেয়েছি তোমার চেয়ে অধিক যাতনা ।
এড্‌গার নাম মোর । পুত্র আমি তোমার পিতার ।
তায়পর দেবগণ, সুখকর পাপরাশি
মূলীভূত যাতনা-প্রদানে ।
কলুষিত তমোময় স্থান সেই,
যেখায় জনম-দান করেন তোমারে—
আঁখি-হীন করিল তাঁহারে ।

এড্ । সত্য, সত্য, সত্য তব বাণী ।
পূর্ণ আবৃত্তিt এবে ভাগ্যচক্রে মোর,
তাই আমি হেথা আজি ।
এল্ । আকার-হীদ্রিতে অনুমান করেছিহু,
উচ্চ-বংশে বিকাশ সম্ভব । এস, করি আলিঙ্গন ।
দ্রুখে হৃদি হউক শতধা
ঘণা-নেত্রে কভু যদি হেরে থাকি,
তোমারে বা পিতারে তোমায় ।
এড্‌গা । হে রাজন, সব আমি জানি ।
এল্ । কোথা তুমি আছিলে অজ্ঞাত ?
কেমনে জানিলে তুমি পিতার দুর্দশা ?
এড্‌গা । তাঁহারে সেবিয়া প্রভু ।

শুন মোর কাহিনী সংক্ষেপে—
সে কাহিনী শুনি বিদীর্ণ হইবে হৃদি ।
মৃত্যুদণ্ড-আজ্ঞা যবে ধাইল পশ্চাতে,
আত্ম-রক্ষা—বিচিত্র এ জীবনের মোহ,
পলে পলে সহে জীব মৃত্যুর যাতনা,
মরিতে না চায় ভব !
শিখালো আমার,
আবরিতে দেহ মোর বাতুলের বাসে,
হেন রূপ করিতে ধারণ—
কুকুরে যে-বেশে করে ঘৃণা ।
হেন বেশে মিলি শেষে পিতার সহিত ।
নয়ন-কোটরে হেরি তাঁর
নব তারা-হার—
অপহৃত মণি যথা কনক-অঙ্গুরী হতে ।
সাধা হয়ে পিছে তাঁর চলি সদা,
মাগি ভিক্ষা তাঁর তরে হই হাত পাতি ;
রক্ষিয়াছি নৈরাশ হইতে ।
কিন্তু হায়, করিহু যে দোষ,
আপনা-প্রকাশ তাঁর করি নাই কভু !
দণ্ডমাত্র পূর্বে, সুসজ্জিত দেহে,
বুদ্ধে জয় না জানি নিশ্চয়,
আশীর্বাদ মাগিলাম—কহিহু সকল ;
ভগ্ন হৃদি তাঁর সহিতে না পারি
সে হর্ষ-বিবাদে দ্বন্দ্ব,
হাস্যমুখে জীবনের হলো অবসান ।
এড্ । বিষম বাজিল বুকে কাহিনী তোমার,
কুশল সম্ভব তাহে ।
কহ, কি হেতু নীরব ?
মনে হয়, আরো কিছু বলিবার আছে ।
এল্ । আরো থাকে, যদি আরো ব্যথা সে কথায় ।
কাস্ত হও, মোর মন গলিবে শুনিয়া ।

এড্‌গা। হৃদি যার দুঃখ সনে পরিচিত—
তার ভরে, হেথা শেষ হতো কাহিনীর।
অন্ত দুঃখ করিলে বর্ণন,
অতিরিক্ত হবে—লজ্জাবে যে সীমা।
পিতৃশোকে উচ্চস্বরে কাঁদিবু যখন,
এলো সেথা একজন; দুর্ভাগ্য এমন,
স্বণিত সংসর্গ মোর গেল যে-বা ত্যজি,
অবশেষে জানিয়া বারতা
দৃঢ় ভুজ্জে আলিঙ্গিল মোরে,
দুঃখ-ভরে কহে উচ্চ স্বরে,
মনে হলো ভাঙ্গিল আকাশ!
পতিত হইল মম পিতার উপরে।
মর্ম্বাতী লীয়ার-কাহিনী জানাইল মোরে,
কর্ণে যাঁহা করেনি প্রবেশ কভু।
উথলিল দুঃখরাশি বর্ণনার কালে,
যেন টুটিবে জীবন-তন্ত্রী।
অতঃপর তুর্য্যধ্বনি শুনি দুইবার
মুচ্ছিত ত্যজিহু তারে!

এল্‌। কেবা সেই?

এড্‌গা। কেণ্ট। নির্বাসিত কেণ্ট, মহোদয়।
ছদ্মবেশে নিজ-শত্রু নৃপতি-সংহতি
ফিরিল সেবিয়া তাঁয়
হেনরুপে—কীতদালে সে সেবা না করে।

(রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। রক্ষা কর। রক্ষা কর। রক্ষা কর।

এড্‌গা। কি চাও? কি চাও তুমি?

এল্‌। বল দ্বারা।

এড্‌গা। রক্তমাখা ছুরির অর্থ?

ভদ্র। এখনো তপ্ত রয়েছে। তপ্ত রক্তের ধোঁয়া
উঠছে। এখনই বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে!
টাটকা তাজা রক্ত। সে নেই—নেই! সে
মরেছে

এল্‌। কে? কে? কে মরেছে? বল—বল!

ভদ্র। আপনার স্ত্রী। আপনার স্ত্রী। তার ভয়ীকে
বিষ খাইয়ে যে মেরে ফেলেছে। মৃত্যু-কালে
সব কথা স্বীকার করেছে।

এড্‌। আমার সঙ্গে তাদের দুজনেরই বিবাহ স্থির
হয়েছিল। এক মুহূর্তে তিন জনের একসঙ্গে
বিবাহ হয়ে গেল!

এড্‌গা। ঐ কেণ্ট আসছেন।

এল্‌। তাদের দেহ নিয়ে এসো। মৃত হোক, জীবিত

হোক! বিধাতার ভয়ঙ্কর বিচারে আমরা
কাঁপছি! মনে করণার লেশ উদয় হচ্ছে না।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।]

(কেণ্টের প্রবেশ)

ওঃ! ইনিই তিনি? এ সময়ে যথাবিহিত সম্মান
করতে পারছি না।

কেণ্ট। আমার রাজা আর প্রভুর কাছ থেকে
আমি বিদায় নিতে এসেছি। এখানে তিনি নেই?
এল্‌। প্রধান কাজেই আমাদের ভুল হয়েছে।
এডমণ্ড, মহারাজ কোথায়? কর্ডিলিয়া
কোথায়? এগুলো কি? দেখছে কেণ্ট...

(গনেরিল ও রীগানের মৃতদেহ আনয়ন)

কেণ্ট। হায়! এ কি! কেন এমন হলো?

এড্‌। এডমণ্ডকে কিন্তু দুজনেই ভালো বাসতেন।

একজন আমার জ্ঞাত অপরকে বিষ খাইয়ে
মারলেন; নিজে শেষে আত্মহত্যা করলেন।

এল্‌। সত্য বটে! দাঁও, ওদের মুখ ঢেকে দাঁও।

এড্‌। আমার নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। যদিও
আমার স্বভাব তা নয়, তবু এখন সংকারণে
ইচ্ছা হচ্ছে। দুর্গে শীঘ্র লোক পাঠাও। লীয়ার
আর কর্ডিলিয়ার মৃত্যু-সাজ্ঞা দিয়েছি—আমি।
এখনি লোক পাঠাও।

এল্‌। যাও। যাও, কে আহ, যাও; দৌড়ে যাও,
—দৌড়ে যাও।

এড্‌গা। কার কাছে, প্রভু? কার আদেশ? ক্ষমার
মঞ্জুরী এই সঙ্গে পাঠান।

এড্‌। ঠিক বলেছ। যাও, আমার এই তরবারি
নিরে গিয়ে রণাধ্যক্ষকে দাঁও।

এল্‌। শীঘ্র যাও। দোহাই! তোমার জীবনের
দোহাই! [এড্‌গারের প্রস্থান।]

এড্‌। কর্ডিলিয়াকে কারাগারে ফাঁসি দেবার হুকুম
দিয়েছি আমি আর আপনার স্ত্রী। নৈরাশ্রে
আত্মহত্যা করেছে বলে রটনা হবে, স্থির
করেছিলাম।

এল্‌। দেবগণ তাকে রক্ষা করুন। যাও, এখান
থেকে ওকে নিয়ে যাও।

(কর্ডিলিয়ার মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া লীয়ার,
এড্‌গার ও রণাধ্যক্ষের প্রবেশ)

লীয়ার। কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ।

পাষণে রচিত তোরা মর্ত্যের মাছুষ!

তোদের মতন যদি হতো এ-নয়ন—
আমার রসনা হলে তোদের মতন—
করিতাম হেন নিয়োজন—
বিদীর্ণ হইত যাহে গগনমণ্ডল।
গেছে, গেছে, চলে গেছে জনমের মত।
জানি আমি জীবন-মরণ—মৃত্তিকার সম মৃত এই।
দাও তো দর্পণ যোরে।
দেখি, হয় কি না হয় নিখাসে মলিন।
তাহলে জানিব আমি জানিব নিশ্চিত
প্রাণ-বায়ু দেহে বহে এখনো...এখনো।
কেট। এই পরিণাম শেষে লেখা ছিল ভালে!
এডগা। কিয় তার প্রতিকৃতি ভীম-ভয়ঙ্করী!
এল। দেবতার কোপে ধ্বংস পাকু আজি সব!
আঁখির পল্লব দোলে! এই যে! এই যে!
লীয়ার। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে।

বেঁচে আছে, দেখি।

যদি তাই—পাসরিব সব দুঃখ ক্লেশ—
যত জ্বালা পাইয়াছি—সকলি ভুলিব!
সব ব্যথা যাবে দূরে, এ যদি সম্ভব।

কেট। (জাহ্নু পাতিয়া) সদাশয় প্রভু!
লীয়ার। মিনতি! মিনতি মোর—ত্যাগ করো
আমায় ত্যাগ করো।

এডগা। তব বন্ধু—কেট মহোদয়।

লীয়ার। হবি তোরা ব্যাগ্রিগন্ত, হত্যাকারী

রাজদ্রোহী সবে।

পারিতাম বাঁচাতে উহায়; চলে গেল জনমের
মত।

কড়িলিয়া! কড়িলিয়া! রহ, রহ, রহ ক্ষণ-কাল।

হা! হা! কি বলো, কি বলো?

নয়, ধীর, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—

রমণীর চাকুত্বা!

হত্যা! হত্যা করিয়াছি দাসে—

যে-বা গলে রজ্জু টেনে দিল।

রণা। সত্য কথা। উনি তাই করেছেন।

লীয়ার। করি নাই? করি নাই কি রে?

ছিল হেন দিন—যবে তীক্ষ্ণ অসিধারে

করিতাম ঋণ-ঋণ বিচূর্ণ সকলি!

বৃদ্ধ এবে, মহা-দুখে জর্জরিত আজি।

কে তুমি? কে? নিশ্চিন্ত নয়ন মোর—

বলিব...বলিব...এখনি বলিব।

কেট। স্নেহ-অঙ্কে ভাগ্যদেবী একে করে তুলিয়া,
ঘৃণা-নেত্রে নেহারি অপরে আপনি গর্বিতা যদি,
উভয়ের অন্ততমে নেহারি সম্মুখে।

লীয়ার। জ্যোতিহীন আঁখি মোর। তুমি কি কেট?
কেট। কেট, কেট—তব দাস,

কোথায় কিয়স্ প্রভু? তব অনুচর?

লীয়ার। ছিল সে সজ্জন অতি—সত্য কথা।

নাই আজ। মরিয়াছে! গলিত কবরে।

কেট। না প্রভু, আমিই সে।

লীয়ার। সে! এর পরে ভেবে দেখবোঁ খন।

কেট। আপনার দুর্ভাগ্যের স্মৃচনা থেকে সে
আপনার অনুগামী।

লীয়ার। স্বাগত হেথায় তুমি।

কেট। সে ভিন্ন আমি আর কেউ নই। সব
নিরানন্দ, অন্ধকার—মরে গেছে। আপনার
বড় দুই কথাও আজ বেঁচে নেই। অপঘাতে
তাদের মৃত্যু হয়েছে।

লীয়ার। হাঁ, আমিও তাই ভাবছি।

এল। উনি কি বলছেন, তা জানেন না। ওঁর
কাছে আমাদের পরিচয় দেওয়া মিথ্যা।

এডগা। অনর্থক।

(রণাধ্যক্ষের প্রবেশ)

রণা। প্রভু, এডমণ্ড মারা গেছে।

এল। সে সংবাদ শুক্ল নহে।

অমাত্য সম্ভ্রান্ত সবে, শুন মোর অভিপ্রায়।

এই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হবে অতঃপর—

শান্তি স্থিতি। যতখানি শান্তি সে সম্ভব—

রাজকার্য হতে এবে সবে অপসৃত—

সব শক্তি অধিকার বর্ত্তে মহারাজে—

যত দিন মহারাজ আছেন বাঁচিয়া।

(এডগার ও কেটের প্রতি)

তোমাদের সর্ব শক্তি, সব অধিকার,

সমগ্র ঐশ্বর্য আর পূর্বযাত্র সহ—

বিপদে সে মাত্র হলো আরো ঢের বেশী—

পূর্বপদে পুনরায় স্থাপিহু দৌহার।

বন্ধুগণে তুষিব যতনে

যথাযোগ্য পুরস্কার-দানে!

যোগ্য শাস্তি শক্তবলে। ওঃ! দেখ, দেখ!

লীয়ার। হায়রে, বাছাকে আমার ফাঁশি দিয়েছে।

চাহি না জীবন, চাহি না জীবন আর!

অশ্ব, বুকুর, মূষিক—তাদেরো জীবন আছে।

আর তুমি কথা মোর—প্রাণহীনা তুমি।

না, না, আসিবে না—কভু আসিবে না ফিরে—

কভু না, কভু না। না, না, না!

করি গো মিনতি—দাঁও, খুলে দাঁও !
 ধন্তবাদ মহোদয় ! দেখছ কি,
 ওর দিকে একবার চেয়ে দেখ,
 ওর ওই ঠোঁটটুটি ! দেখ, দেখ, ঐ দেখ !
 এডগা। মুচ্ছিত ! মহারাজ ! মহারাজ !
 কেণ্ট। চূর্ণ-বিচূর্ণিত হ'বে বক্ষ মোর।
 এডগা। দেখুন মহারাজ, চেয়ে দেখুন।
 কেণ্ট। উন্মত্ত করো না আর স্বর্গীয় আত্মায়।
 যেতে দিন যেতে দিন। বাঁহা যায় হেরিবারে,
 কঠোর সংসারে জীবিত রহিবে রাজা—
 জেনো, মহারাজে তার ঘৃণা সমধিক।
 এডগা। সত্যই চলে গেছেন !
 কেণ্ট। হেন ক্লেশ সহি কেমনে রহিল প্রাণ—
 এই তা বিস্ময় ! বলে যেন রক্ষিল জীবন।

এল। লয়ে যাও হেথা হতে,
 উপস্থিত কার্য্য হেরি শোকের প্রবাহ !
 অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর, তোমরা উভয়ে
 এ রাজ্য শাসন কর—
 ক্ষত রাজ্য-ভার এবে করহ বহন।
 কেণ্ট। শীঘ্র আমি বাহিরিব ভ্রমণের লাগি—
 ডাকিছেন প্রভু মোর—‘না’ বলি কেমনে !
 এল। সময়ের দুঃখ-ভার অবশ্য বহিব ;
 অল্পভবে দি আভাস—উচিত ছাড়িব।
 অশেষ সহিল বৃদ্ধ ; মোরা যুবাগণে
 হেরিব না এত, লতি স্মদীর্ঘ জীবনে।

[সকলের প্রস্থান।]

যবনিকা

দ্বাদশ রজনী

অথবা

যেমন অভিরুচি

Twelfth Night or What You Will.

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার প্রণীত

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য অনুদিত

পাত্র-পাত্রী

আর্গিনো	...	ইলিরিয়ার ডিউক
সেবাস্টিয়ান	...	ভায়োলার ভ্রাতা
আণ্টনিও	...	জাহাজের নাবিক—সেবাস্টিয়ানের বন্ধু
জর্নৈক নাবিক	...	ভায়োলার বন্ধু
ভ্যালেন্টাইন	}	...
কিউরিও		
সার টোবি-বেল্চ্	...	অলিভিয়ার পিতৃব্য
সার এণ্ড্রু এণ্ড্রীক্	...	...
নালভোলিও	...	অলিভিয়ার প্রধান ভৃত্য
ফেবিয়ান	}	...
ফেস্টি—বিদূষক		
অলিভিয়া		অলিভিয়ার ভৃত্য
ভায়োলা		
মেরিয়া	...	অলিভিয়ার সহচরী
অমাত্যগণ, পুরোহিত, নাবিকগণ, গ্রহরিগণ, গায়কগণ ও পরিচারকগণ		

দ্বাদশ রজনী

অথবা

যেমন অভিরুচি

প্রথম ভঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

[ডিউক, কিউরিও ও অমাত্যগণ আসীন ;
সঙ্গীত চলিতেছে]

ডিউক। সঙ্গীত যতপিও স্বধা,
মনের উল্লাসে গাহে হয় প্রাণে ও ভরি
প্রাণ মোর। যেন প্রেম-পিপাসার মত
মুর্ছনায় হয় তার অবসান পুনঃ।
সে সুর-বাহার শুনি! স্নিবিড় হয়ে
চিন্ত করে অভিভূত। মনে, যেন
আসিল সে সুর ধীরে ধীরে অতি চূপে
নদী-তীর-জাত ভায়োলেট-গন্ধ বহি'।
ক্ষান্ত করো সঙ্গীত আবার। হলো গত
পূর্ব-মধুরতা। হে অতল দেব, কত
স্নিগ্ধ, কি চঞ্চল তুমি। সাগরের মত
লহ সকলেরে টানি তব বক্ষপরে—
ভাবনা ক্ষণেক করে ক্ষুদ্রতার দাবী।
ভেমতি প্রেমের গতি—দুর্ভেদ্য অদ্ভুত।

কিউরিও। যাবেন শীকারে, প্রভু?

ডিউক। কি শীকার, কিউরিও?

কিউরিও। মৃগের সন্ধান।

ডিউক। ধরণীতে তিলোত্তমা কুরঙ্গ-নয়না,
তাহারি সন্ধান মোর চিত্ত ফিরে সদা।
অলিভিয়া যবে শোর দৃষ্টি-পথে আসি'
উদয় হইল—যেন স্বর্গ-সুধমার
দশ দিক গেল ভরি। নিমেষে হলো
আমি যেন সেই মৃগ। সাধ-আশা, মোর
বাসনা-কাষনা—যেন শীকারী কুকুর

সেই হতে খেদিছে পশ্চাতে।

(ভায়োলেটাইনের প্রবেশ) কি সংবাদ
কহ স্বরা।

ভায়োলেটাইন। সকলি বিফল হলো প্রভু!
দেখা নাহি পাই তাঁর। সহচরী আসি'
কহিল নিদেশ এই, সপ্তবর্ষ-কাল
এ বহিঃ-প্রকৃতি তাঁর দেখিবে না মুখ—
বিশ্বজনে তাঁর মুখ দেখিবে না, প্রভু!
তাপসীর মত মুখ ঢাকি আবরণে
রহিবেন নিত্য। ভ্রাতৃ-স্মৃতি লাগি নিজ
কক্ষখানি প্রতিদিন আকুল অন্তরে
করিবেন প্রক্ষালিত নয়নের জলে।
এভাবে জাগ্রত রবে ভ্রাতৃ-স্মৃতি সদা
চিন্ত-পটে তাঁর।

ডিউক।

সমগ্র হৃদয় দিয়া।

যেন জাগায়ে রাখে মৃত-ভ্রাতৃ-স্মৃতি,
কত ভালবাসিবে সে—যবে মদনের
পুষ্পধরে হবে বিদ্ধ হৃদয় তাহার?
প্রেম-সিদ্ধি গ্রাসে মগ্ন হবে সাধা হৃদি।
কাননে চলিছে এবে পুষ্পদল-মাঝে;
প্রণয় জাগিয়া রহে কুঞ্জ-অন্তরালে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

(ভায়োলা, জনৈক নাবিক ও অত্যাচারী নাবিকগণ)

ভায়োলা। বন্ধুগণ, এ কোন্ প্রদেশ?
জনৈক নাবিক। ইলিরিয়া—
দেবি।

ভায়োলা। কি করিব হেথা আমি?

ভাই মোর চলে গেছে স্বরগের দ্বারে !
প্রাণ মোরে বারে বারে ডেকে কয়,—আছে,
আছে, বেঁচে আছে এই মর্ত্য-ধরণীতে—
ডুবিয়া সে যায় নাই সাগরের জলে !
তোমার কি মনে হয় ?

১ নাবিক । মনে হয় দেবি,

জল ত্যজি তীরে তিনি উঠিতে সক্ষম ।
ভায়োলা । তা হলে নিরাশা নয় । আছে আশা । বলা,
আমারি মতন তাই—তীরে উঠিয়াছে ?
প্রাণ তার বাঁচিয়াছে ?

১ নাবিক । সম্ভব, তা দেবি—

বিপত্তি হইতে রক্ষা লভি ভ্রাতা তব
আছেন জীবিত । যবে ভাঙ্গিল তরণী
তৎপরে বিচূর্ণ হয়ে—তরী-বক্ষে দেখি
অপরে ভাসিছে ; সাথে তুমি চলো ভাগি—
ক্ষিপ্র মোরা সকলের সাধিহু উদ্ধার ;
তখন স্বচক্ষে দেখি, বিধাতার লীলা
সুদূত মান্ডল সাথে বদ্ধ করি দেহ—
হুজ্জয় সাহস আশা—তাহাতে নির্ভর,
ভেসে চলে সিদ্ধ-বক্ষে—তরঙ্গের সাথে—
যেন সে পরম-সখে—চিস্তা-ভয় নাই ।
শুশুকের পৃষ্ঠে যথা চলে এরায়েন । *

ভায়োলা । এ শুভ বার্তার লাগি, লহ মুদ্রা লহ ।
আমি রক্ষা পাইয়াছি—সে উদ্ধারে মন
আশা করেনিকো ত্যাগ । তোমার কথায়
সে আশা প্রবল হলো । ভালো কথা, তুমি
এ দেশের জানো কিছু ?

১ নাবিক । জানি দেবি । এই
স্থান-সম্মিলনে জনম আমার ।

ভায়োলা । এ রাজ্যের রাজা কে.বা ?

১ নাবিক । ডিউক জনেক ।

নামে-যশে কীর্তিমান উদার-হৃদয় ।

ভায়োলা । কি নাম তাঁহার ?

১ নাবিক । আসিনো তাঁহার নাম ।

ভায়োলা । আসিনো । শুনেছি বটে নাম পিতৃ-মুখে ।

কোথায় বিবাহ তাঁর যেন...

* গ্রীস-দেশীয় গায়ক । প্রবাদ আছে, এক
সময়ে তিনি গিসিলি হইতে বহু অর্থ-সামগ্রী লইয়া
করিহু নগরে নিজ দেশে তরণীযোগে আসিতে-
ছিলেন । নাবিকেরা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা
করিলে তিনি জলে বাঁপ দেন ; তাঁহার সঙ্গীতে
আকৃষ্ট একটি শুশুক তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহিয়া তীর-
ভূমিতে আনিয়া পৌছাইয়া দেয় ।

১ নাবিক । হয় নাই !

কিছুকাল পূর্বে...জানি, হয়নি বিবাহ ।
ছিহু হেথা আমি দেবি, মাসেকের আগে ;
মহাঙ্গন—তাঁর কথা নিত্য আলোচনা
সকলে তো করে,—তাই শুনি, ভালো জানি—
অলিভিয়া রূপসীয়ে করেন কামনা !

ভায়োলা । কে এ রূপসী ?

১ নাবিক । ধর্ম্মে মতি, সুকুমারী, কাউন্ট-তনয়া ।

পিতা স্বর্গগত তাঁর বৎসরেক আগে ।
পুত্র ছিল । ভাই-বোনে কি সে ভালোবাসা ।
এমনি নির্ভর কাল—ভারে নিল টানি ।
ব্রাতৃ-শোক মুহূর্ত্তে অলিভিয়া তাই
কর্ম্ম-কোলাহল হতে লয়েছে বিরাম,
মানবের দৃষ্টি-পথ রহে পরিহরি ।

ভায়োলা । এমন নারীর পায়ে দাসী হতে চাই ।

অবসর চাই আমি কোলাহল হতে ।

নিজের প্রকাশ হবে সময়-সাপেক্ষ ।

১ নাবিক । এ কাজ দুঃসাধ্য, দেবি ।

অলিভিয়া—মানব-সান্নিধ্যে তাঁর নাহি
এক তিল ক্ষতি ।

ডিউকের কথা কিবা—

ভায়োলা । বড় ভালো তুমি !

সুন্দর প্রকৃতি মাঝে থাকে পঙ্কিলতা,
তোমাতে নাহিক তাহা ; সম মধুমাখা
অস্তর বাহির তব । দিব যথোচিত
পুরস্কার তোমা । অহরোধ, হৃদবেশে
দাও আবরিয়া মোরে । দাও আনি মোরে
হৃদবেশ মনের বাসনা-মত্ত । হবো
আমি ভৃত্য ডিউকের । তুমি শুধু মোরে
লয়ে যাবে ডিউকের পাশে ; প্রকাশিবে,
আজ্ঞাবহ হতে চাই আমি । দিব বহু
পুরস্কার তোমা ; সঙ্গীতে নিপুণ আমি ;
সঙ্গীত-আলাপে দিব তৃপ্তি তাঁরে আমি ;
ভাগ্যে যাহা আছে, রবে সূচির-গোপন
কালের কন্দরে তাহা—নীরবেতে শুধু
সম্পূরণ করো মোর চিন্ত-অভিলাষ ।

১ নাবিক । সাজাবো তোমারে আমি

আজ্ঞাবহ বেশে—

সত্য পরিচয় করে কহিব না কভু ।

যদি এ রসনা কভু প্রগল্ভতা-ভরে

বিবাসবাতক হয়, আঁখি অন্ধ হবে ।

ভায়োলা । ধন্যবাদ । লয়ে চল যথা ইচ্ছা তব ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(সার টোবি বেল্চ, ও মেরিয়া'র প্রবেশ)

সার টোবি। আরে, মেয়েটার ব্যাপার কি, বলো তো? ভাই না হয় মরেছে। সেজ্ঞে এত বাড়িবাড়ি কেন বাপু? মাথায় ভাবনা-চিন্তা জাগলে সব মাটি হয়ে যাবে।

মেরিয়া। শুধুন, সার টোবি। আপনি এবার থেকে সকাল-সকাল বাড়ী ফিরবেন। আপনার ভাই-বী আপনার ব্যবহারে ভয়ঙ্কর আপত্তি করেছেন।

সার টোবি। ব্যাপারটা আপত্তিকর, তাতে না হয় আপত্তি জানিয়েছেন। এতে আর বাহাদুরী কি? মেরিয়া। যা মানায়—এমনভাবে আপনার থাকা উচিত।

সার টোবি। ‘মানায়’! এর চেয়ে মানিয়ে থাকা আমার পোষাবে না বাপু! কেন—আমার কাপড়-চোপড় কি এমন বে-মানান যে তা’ পরে’ মদ খাওয়া চলে না? এ জুতো-জোড়া কি অচল? তা যদি হয়, জুতো না হয় খুলে বুলিয়ে রেখে দেবো।

মেরিয়া। এই মদ আর হল্লাতেই আপনার সর্বনাশ হবে দেখছি! দিদিমণি কাল এই কথাই বলছিলেন। আরও বলছিলেন—আপনি না কি কোথাকার এক লড়ায়ে সেপাই এনেছেন—সেই সেপাইয়ের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে দেবেন বলে?

সার টোবি। কে? সার এণ্ডরু এণ্ডটীক?

মেরিয়া। ঐ নাম বটে।

সার টোবি। আরে, তার মত লম্বা-চওড়া লোক সারা ইলিরিয়ায় খুঁজে পাবে না।

মেরিয়া। লম্বা-চওড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কি?

সার টোবি। সম্পর্ক! সম্পর্ক আছে বৈ কি। তার উপর বিশ হাজার টাকা আয়।

মেরিয়া। সে সম্পত্তি তো এক বছরেই ফুঁকে দেবে।

সে হলো একটা গদ্বিত আর উড়নচড়ে।

সার টোবি। না, না, এ কথা বলা চলে না। বেহালা বাজাতে সে ভারী ওস্তাদ। বই না দেখে তিন-চারটে ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারে। তার উপর প্রকৃতিদেবী শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁকে ভূষিত করেছেন।

মেরিয়া। প্রকৃতির সে দান দেখাই যাচ্ছে। সে দানের ফলে সব-চাইতে নিরেট গদ্বিত সে, আর বিশ্ব-কুঁহলে। কৌদলের সখ মেটাতে প্রকৃতি দেবী তাঁকে দান করেছেন—কাপুরুষতা। লোকে বলে, সব দানের সৌভাগ্যই তিনি লাভ করেছেন, বাকী আছে শুধু কবর।—এ দান-টুকুও তাঁর শীঘ্র মিলবে।

সার টোরি। যারা এ কুৎসা রটায়, তারা ছুঁচো, তারা পাজী। তাদের নাম বলো তো।

মেরিয়া। তাঁরা আরও বলেন, তাঁর সঙ্গে প্রতি রাতে আপনার মদের হল্লা চলে।

সাব টোবি। তখন আমরা দু’জনে মিলে আমার ভাই-বীর স্বাস্থ্য পান করি। যতক্ষণ আমার কঠিনালী না বন্ধ হবে, যতক্ষণ ইলিরিয়ায় মদ থাকবে—ততক্ষণ আমি তার স্বাস্থ্য-পান করবো। আমার ভাই-বীর স্বাস্থ্য-পান করে গীর্জার চূড়ার পুতুলের মতন মাথাটা যার বন্বন করে’ না ঘুরবে,—সে ভারী কাপুরুষ, সে তরুণ অশ্রু, সে খুব নীচ! ঐ দেখ! ছুঁড়ি! সার এণ্ডরু এণ্ডটীক আসছেন।

(সার এণ্ডরু এণ্ডটীকের প্রবেশ)

সার এণ্ডরু। এই যে সার টোবি বেল্চ। খবর কি? সার টোবি। কি সৌভাগ্য। আমুন, আমুন সার এণ্ডরু।

সার এণ্ডরু। ভালো আছ সুন্দরী?

মেরিয়া। আপনি ভালো আছেন?

সার টোবি। আলাপী।

সার এণ্ডরু। ইনি কে?

সার টোবি। আমার ভাই-বীর সহচরী।

সার এণ্ডরু। কুমারীটি বেশ সদালাপী। তোমার পরিচয় পেলে কৃতার্থ হবো।

মেরিয়া। আমার নাম মশায়, মেরি।

সার এণ্ডরু। কুমারী মেরি খুব সদালাপী।

সার টোবি। বীর, তুমি ভুল করেছ! কথাটা ঠিক নামের আগে যাবে। আমি বলছি, ঠিক সঙ্গে আলাপ করো, ভাব করো।

সার এণ্ডরু। কি মুন্সিল! এ সব গোলমালে ব্যাপারে আমি নেই। এই কি ‘আলাপে’র মানে?

মেরিয়া। আচ্ছা, আসি হবে।

সার টোবি। সার এণ্ডরু, এভাবে যদি ওকে বিদায় দাও, তাহলে জীবনে তোমার আর হাতিয়ার ধরবার যোগ্যতা থাকবে না।

সার এণ্ডরু। কুমারী তুমি যদি এ ভাবে চলে যাও,
—তা'হলে আমার হাতিয়ার ধরবার যোগ্যতাও
চলে যাবে। সুন্দরি, তোমার সন্ধান কোনো
বিদূষক আছে?

মেরিয়া। আমি মশায়, এখনও আপনার সন্ধান
নিইনি।

সার টোবি। তাই না কি? এই নাও আমার হাত।
মেরিয়া। ইচ্ছা বাধাহীন, মশায়! আপনার
হাতটিকে নিয়ে গিয়ে মন্ত-ভাণ্ডারে ভিজিয়ে
আনুন।

সার এণ্ডরু। কারণ? তোমার কথার অর্থ খুলে
বলো সুন্দরি!

মেরিয়া। নীরস।

সার এণ্ডরু। আমরা তাই মনে হয়। আমি
এমন গদগদ নই যে, আমার হাত আমি শুকনো
রাখতে পারি না। তবে তোমার হৈয়ালীটা
খুলে বলো তো।

মেরিয়া। নীরস, মশায়।

সার এণ্ডরু। তুমি নীরসের বেসাতি করো?

মেরিয়া। নীরসের পশরা আমার হাতেই আছে।
আপনার হাতে দিলেম ছেড়ে। এখন আমার
ভাণ্ডার শূন্য।

[প্রস্থান।

সার টোবি। বীর! তোমার এক পাত্র মন্ত পান
করার। প্রয়োজন হয়েছে। জীবনে তোমায়
এমন কাবু হতে আর কখনো দেখিনি!

সার এণ্ডরু। তা' বটে! তুমি আমায় দেখেছ,
খালি মদে কাবু হতে! অনেক সময় আমার
মনে হয়, সাধারণ লোকের যে বুদ্ধি আছে,
আমার তা নেই। অতিরিক্ত গো-মাংস খাওয়ার
ফলে বোধ হয় আমার বুদ্ধি মোটা হয়েছে।

সার টোবি। অনিবার্য!

সার এণ্ডরু। আমারও ঠিক তাই ধারণা। কাল
বাড়ী যাবো সার টোবি।

সার টোবি। কথং? কথং?

সার এণ্ডরু। “কথং” মানে—যাবো? না, যাবো না?
আমার এই বড় ছুঃখ যে, হাতিয়ার চালানো,
নাচ আর শিকারে যে সময়টা অপব্যয় করেছি,
সে সময়টা যদি ভাষা-শিক্ষায় কাটাতেম! আজ
তাহলে কলা-বিদ্যায়...

সার টোবি। মাথাটি দিব্যি চুলের কেয়ারিতে ভরে
উঠতো!

সার এণ্ডরু। সত্যি, তা হলে আমার মাথায় চুলের
বাহার বাড়তো?

সার টোবি। তা আর বলতে! বুঝতেই পারচো,
শোভা আর সহজে হবে না।

সার এণ্ডরু। কিন্তু এতে তো আমাকে বেশ মানান্স।

সার টোবি। চমৎকার! যেন শোনের হুটী!
কোন দিন বুঝি কোন বুড়ী এসে ওগুলি নিয়ে
পাকাতে বসে যাবে!

সার এণ্ডরু। না, সার টোবি! কাল আমি বাড়ী
যাচ্ছি। তোমার তাই-বীর তো দেখা পাওয়া
যাবে না—যদি বা পাওয়া যায়, সেখানে আমার
আশা নেই। এখানকার কাউন্টই তাঁকে বিয়ে
করচেন।

সার টোবি। কাউন্টকে সে বিয়ে করবে না!
তার চেয়ে যার পদ-মর্যাদা, সম্পত্তি, বয়স আর
বুদ্ধি বেশী, তাকে বিবাহ করবে না। এ কথা
সে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে,—আমি শুনেছি।

সার এণ্ডরু। বেশ—আর এক মাস না হয় থেকেই
যাবো! আমার স্বভাব একটু অদ্ভুত! আমার
ভালো লাগে নাচ, গান, হরুরা—সব যদি এক-
সঙ্গে হয় তো সোনায় সোহাগা!

সার টোবি। এ সব তো তুমি ওস্তাদ!

সার এণ্ডরু। নিশ্চয়! ইলিরিয়ার অগ্র লোকেরা
যেমন যা পারে, আমিও তেমনি পারি। তবে
ওস্তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে চাই না।

সার টোবি। কি-নাচে তোমার বাহাদুরী?

সার এণ্ডরু। পিছন-নাচের কারসাজীতে ইলিরিয়ার
কোন বুবার আমি অসমকক্ষ নই।

সার টোবি। এগুলি চেপে রেখেচো কেন? এত শূণ
তোমার—আর তুমি কিনা সে সব পদীর
আড়ালে ঢেকে রেখেছ! কুমারী মলের * ছবির
মত এগুলো ধুলায় ভরে থাকবে? তোমার উচিত,
এ নাচ নাচতে নাচতে গীজ্জায় যাওয়া—আর
অগ্র রকমের নাচ নাচতে নাচতে বাড়ী ফেরা।
তোমার প্রতি চলন নাচের ছাঁদে নীলায়িত হবে।
তুমি ভাবো, পৃথিবীতে এমন সদৃশ্য ঢেকে রাখা
উচিত? তোমার পায়ের গড়ন দেখলে মনে
হয়, কোন নাচিয়ে-রাশির লগ্নে তোমার
জন্ম।

সার এণ্ডরু। ইঁ, পা দুটো বেশ শক্ত-সমর্থ। আর

* বিদূষক যেমন কাল্পনিক দার্শনিকের নাম
উল্লেখ করেছে, এও তেমনি এক কাল্পনিক ব্যক্তি।

এ পায়ে আগুনে রংএর মোজা পরলে আরো
দেখায় ভালো। কিছু ফুটি-টুটি হবে না কি ?
সার টোবি। নিশ্চয়। তা'হাড়া আর করবার কি
আছে, বেলো ? আমাদের লগ্নে টাওরাস গ্রহ। *
সার এণ্ডরু। টাওরাস। সে তো হৃদয়ের অধীশ্বর।
সার টোবি। না, মশায়, না। তিনি পা আর জজ্বার
অধীশ্বর। নাচো, নাচো—দেখি (সার এণ্ডরুর
নৃত্য) আহা! বাঃ! বাঃ! বেশ! চমৎকার।
[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

(ভ্যালেন্টাইন ও পুরুষবেশী ভায়োলার প্রবেশ)

ভ্যালেন্টাইন। জানো, সিজারিও, ডিউক তোমায়
এ-ভাবে স্নানজরে দেখতে থাকলে তোমার উন্নতি
আর আটকায় কে! মোটে তিন দিনের
পরিচয়—মনে হয়, যেন কত কালের আলাপ!
ভায়োলা। তোমার কথা শুনে মনে হয়—তুমি
ভাবচো, হয় ডিউকের মতি অস্থির, নয় আমার
কাছে বেজার ধরে সব ওলট-পালট করে দেবে।
উনি কি স্নেহে ক্রপণ? ওঁর মতি কি এতই
চঞ্চল?

ভ্যালেন্টাইন। না, তা নয়।

ভায়োলা। ধন্যবাদ! কাউন্ট আসছেন।

(ডিউক, কিউরিও ও পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

ডিউক। ওহে, তোমরা কেউ দেখেছ সিজারিওকে?

ভায়োলা। এই তো আমি, হজুর!

ডিউক। তোমরা দূরেতে রহ ক্ষণেকের লাগি।

সিজারিও! অবগত আছহ সকলি;

হৃদয়ের গূঢ় ব্যথা সব বলিয়াছি।

যাও পুনঃ তাঁর কাছে, সরল ধুবক!

রুদ্ধ-দ্বার দেখি সেথা ফিরিয়ো না যেন;

রহিবে দাঁড়িয়ে তুমি তাঁর গৃহ-দ্বারে;

কহিবে ভৃত্যেরে—বৃক্ষ নভ পদতলে

উদগত হইবে মূল,—দাঁড়িয়ে রহিব,

যাবৎ দর্শন নাহি পাইব তাঁহার।

ভায়োলা। তাহাই হইবে প্রভু! কিন্তু তিনি এবে

ভ্রাতৃ-শোকে অভিভূত—নিরালা কোণেতে

বিরলে যাপেন কাল—কাতর অন্তরে,
দরশন পাবো তাঁর?

ডিউক। করিবে চীৎকার;—

তদ্রতার সীমা লঙ্ঘি—দেখো, তবু যেন

ফিরিতে না হয় মনে ব্যর্থতা বহিয়া।

ভায়োলা। দেখা যদি পাই তাঁর, কি বলিব? কহ।

ডিউক। বুঝাবে আমার প্রেমে কত গভীরতা—

বিস্মিত করিয়ো তাঁরে উদবাটিত করি

মোর হৃদয়ের দ্বার। তুমিই পারিবে

দেখাইতে এ আমার হৃদয়ের ব্যথা,

তোমার এ যৌবনের মাদকতা তাঁরে।

বিহ্বল করিবে তাঁরে; গম্ভীর-প্রকৃতি

কেহ না পারিবে কতু টলাতে তাঁহারে।

ভায়োলা। এ নহে সঠিক প্রভু।

ডিউক। সঠিক। সত্য। যৌবন-অতিথি তুমি

পূর্ণ মানবতা এবে করিয়াছ লাভ

এ কথা যে বলে, সে তো নহে কতু ঠিক।

ডায়ানার ঔটুটি নহে তোমা চেয়ে

আরক্তিম, স্নানস্বর্ণ। কর্ণস্বর তব

কুমারীর কর্ণ সম—মিষ্ট মধুমাখা।

নারীর লালিত্য দেখি তোমাতে বিকাশ।

তব তুল্য যোগ্য নহে কেহ যে সাধিতে।

যাও চারি পাঁচ জনে ইহার সহিত।

ইচ্ছা হয়—সকলে যাইতে পারো। ভালো

ধাকি আমি সঙ্গিহীন। ফিরে এসো সবে

সাক্ষ্যে হইয়া তৃপ্ত—তখন রহিবে

তুমি তব প্রভু-সম স্নেহের সাগরে

তাঁর স্নেহে নিজ স্নেহ ভাবি।

ভায়োলা।

বাহিত্যারে

তব বিচলিতে করিব প্রয়াস। (অনাস্থিত্যে) এ কি

ভীষণতা! যাবো তব বাহিত্যের কাছে!

আমি কিন্তু হব তব প্রিয়া...প্রিয়তমা!

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

অনিভিন্নার গৃহ

(মেরিয়া ও বিদূষকের প্রবেশ)

মেরিয়া। কোথায় ছিলে, এখন বেলো। যদি না
বেলো, তাঁট একটু ফাঁক করে একটা কথা বলে
তোমার জ্ঞান কারো কাছে কাঁছানী গাইতে

* পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে দ্বাদশটি গ্রহ
মানবের ঘেরের এক একটি অংশের অধীশ্বর বলিয়া
খ্যাত।

যাবো না। তুমি এখানে ছিলে না—সে জন্ত দিদিমণি তোমায় ঝুলিয়ে রাখবেন, দেখো।

বিদূষক। ঝুলিয়ে রাখুন, ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে পরের কাঁধে ভর করে যে ঝুলে আছে, তার আর শত্রু-ভয় কোথায়?

মেরিয়া। ভালো, তাই প্রমাণ করো।

বিদূষক। তার যে ভয় করবার কেউ নেই।

মেরিয়া। এ ঠিক জবাব হলো না। শত্রু-ভয় নেই—এ-কথা কোথা থেকে আসচে, আমি বলে দিতে পারি।

বিদূষক। কোথেকে গো, মেরি দেবী?

মেরিয়া। যুদ্ধে। তোমার ভাঁড়ামি দেখাতে তুমি তাই ব্যবহার করে বললে।

বিদূষক। ভালো, যাদের বুদ্ধি আছে, ভগবান তাঁদের আরও বুদ্ধি দিন। আর যারা বিদূষক ভাঁড়, তাদের ভাঁড়ামি করবার অস্ত্র যেন সব সময় শানানো থাকে।

মেরিয়া। এতক্ষণ না থাকার জন্ত তোমার আজ ফাঁসি হবে—নয়তো তোমায় দূর করে দেওয়া হবে। তোমায় দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া যা, আর ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়াও তাই।

বিদূষক। ভালো করে' ঝুলতে পারলে—অনেক সময় একটা যা-তা বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায়। আর দূর করে তাড়িয়েই যদি দেয়, গ্রীষ্মকালে পথে মন্দ কাটবে না।

মেরিয়া। তা'হলে এই স্থির?

বিদূষক। না, তা ঠিক নয়। আমার কিছু বলবার আছে।

মেরিয়া। অর্থাৎ, যদি একজন ভাঙ্গে, আর একজন লটকে থাকবে; কিন্তু যদি দুজনেই ভেঙ্গে পড়ে তো তোমার কথা মাঠে মারা গেল।

বিদূষক। যা বলেছো, এ একেবারে হুবহু সত্য! এখন তুমি তোমার কাজে যাও। সার টোবি যদি মদ ছাড়েন, তা'হলে তোমার মত ইন্ডের রক্ত-মাংসে তৈরী নারী সারা ইলিরিয়ার মধ্যে তিনি আর খুঁজে পাবেন না।

মেরিয়া। চোপরাও পাজী। ও সব কথা কখনও আর মুখে আনবে না। ঐ দিদিমণি আসছেন। কোথায় ছিলে, ভালো করে' এখন তার কৈফিয়ৎ দাও।

[প্রস্থান।

বিদূষক। বুদ্ধি দেবি! দয়া করে' আমার মাথায় ভাঁড়ামির ভালো মশলা জুগিয়ে দাও মা। যে সব

প্রাজ্ঞ মনে করেন, তুমি তাঁদের মাথায় আস্তানা পেতে বসে আছ, তাঁদের মত বোকা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আমি জানি যে, আমি মূর্খ। চাই কি বুদ্ধিমান বলে' চলে যেতে পারি। কুইন্সপেনুস* ঠিক বলেছেন, “নির্কোষ রসিকের চেয়ে রসিক মূর্খ ঢের ভালো।”

(অলিভিয়া ও মানভোলিওর প্রবেশ)

এই যে না, ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করুন!

অলিভিয়া। এ ভাঁড়টাকে দূর করে দাও তো!

বিদূষক। ওরে শুনতে পাচ্ছি, একে দূর করে দে।

অলিভিয়া। আঃ! তুমি ভারী নীরস! তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। তুমি বড় বদ হয়ে পড়েছ।

বিদূষক। মা লান্সি, এই যে দুটি দোষ দিলে, তা' মদে আর সংপরামর্শে দূর হবে। নীরস বিদূষককে মদ খাওয়াও, সে নীরস থাকবে না; বদ লোককে ভালো হবার পরামর্শ দাও, সে যদি ভালো হয়, তা'হলে আর বদ থাকবে না। যদি ভালো না হতে পারে, তা'হলে মুচীর তালি তার উপরে আঁটতে হবে। ছেঁড়া জিনিষে তালি দিয়ে ভালো করতে হয়। সদৃশ যদি পা হড়কে পড়ে, তা'হলেই তাতে দোবের তালি পড়ে গেল। আর পাপ যদি শুধরায়, তা'হলে তার পুণ্যের তালি পড়লো। এই সহজ সিদ্ধান্ত! মনে লাগে—ভালো,—না লাগে, নিরুপায়! আপনি বললেন, ভাঁড়টাকে দূর করে' দাও—তাই আমি বললেম আপনাকে দূর করে দিতে। অলিভিয়া। আমি বলছি, তোমাকে দূর করে দিতে।

বিদূষক। ভুল—মস্ত ভুল! ‘জটাত্তিপাসঃ’। জটা থাকলেই তাপস হয় না। বিদূষকের রং-বেরং-এর পোষাক আমি দেহে ধারণ করেছি, মাথায় সে পোষাক আঁটিনি। মা ঠাকুরপুত্র, আমার অম্মমতি করুন, আমি প্রমাণ করে' দিই, আপনার মোটে বুদ্ধি নেই।

অলিভিয়া। পারবে প্রমাণ করতে?

বিদূষক। একেবারে নিখুঁত রকমে।

অলিভিয়া। বেশ—করো প্রমাণ।

* কাল্পনিক দার্শনিক। এরূপ কাল্পনিক ব্যক্তির নাম লওয়া বিদূষকজাতের রীতি।

বিদুষক। কিন্তু ওগো পুঁচকে পুণ্যবতী, তার আগে তোমার ছুঁচরটে প্রণ করবো—তুমি তার জবাব দাও।

অলিভিয়া। বেশ, হাতে এখন কোন কাজ নেই—তোমার প্রমাণ দেখা যাক।

বিদুষক। তুমি এখন শোকে আচ্ছন্ন কেন মা?

অলিভিয়া। বিদুষক, আমাষ ভাই নেই—মারা গেছেন—তার গুহ।

বিদুষক। আপনার ভাইয়ের আত্মা তো নরকে।

অলিভিয়া। কখনো না, আমার ভাইয়ের আত্মা স্বর্গে।

বিদুষক। তা'হলে তোমার মত বোকা তো তনিয়ার আর নেই। তোমার ভাইয়ের আত্মা স্বর্গে—তবু তুমি শোক করছ!—কে আহিস্ ওরে, এই মুখটাকে দূর করে দে।

অলিভিয়া। কি বলো মালভোলিও, বিদুষকটা একটু গুধরেছে বলে' মনে হয় না?

মালভোলিও। হাঁ, যতদিন না মারা যাবে, ততদিন ওর বুদ্ধির গুচ্ছ চলবে। দুর্বলতা হলো জ্ঞানীর শত্রু, কিন্তু মুখের সে মিত্র।

বিদুষক। ভগবান তোমায় এমন দুর্বলতা দিন—যাতে তোমার মুখতা দিনে দিনে বাড়ে। সার টোবি শপথ করে' বলতে পারেন, আমার মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই—কিন্তু তুমি যে মুখ নও, এ কথা বলতে তাঁর এতটুকু দ্বিধাহবে না।

অলিভিয়া। এবারে কি বলো, মালভোলিও?

মালভোলিও। আশ্চর্য্য যে, আপনি এর মত একটা ছুঁচোর কথায় আনন্দ পান! এই সেদিন পাথরের মত নিরেট এক বোকার কাছে এর হার হয়েছে। ঐ দেখুন, ওর জারিজুরি সব শেষ হয়ে গেছে—আপনি যদি এখন হেসে ওর রসিকতার মশলা বোগান না দেন, ও এখনই বোবা হয়ে যাবে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, যে সব জ্ঞানী লোক এই সব ভাঁড়ের কথায় আনন্দ পান, তাঁরা এদের চেয়েও অধম!

অলিভিয়া। মালভোলিও, তুমি ভয়ঙ্কর আত্মশ্রী! অভৃপ্তির ক্ষুধা নিয়ে তুমি খাতের স্বাদ পেতে এসেছ! একটু উদার হও, নির্দোষ হও, মনকে একটু হালকা করো—দেখবে, যাকে কামানের গোলা ভেবেছিলে, আগলে তা পাখী মারা ছুরা। বিদুষকের কাজ, নির্দোষ গালি-গলাজ—তাকে ভাঁড় বলায় পাপ নেই—অথচ সে ভাবে যে ভদ্র ব্যক্তি তিরস্কার ছাড়া আর

কিছুই করে না—তাকেও গাল দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ।

বিদুষক। মা, তুমি আজ বিদুষকের প্রাণংসা করেছ, সেজ্ঞা মিথ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার রসনায় আবির্ভূত হোন।

(মেরিয়ার প্রবেশ)

মেরিয়া। দিদিমণি, একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে বিশেষভাবে দেখা করতে চাইছেন।

অলিভিয়া। কাউন্ট আর্সিনোর কাছ থেকে আসছে বুঝি?

মেরিয়া। তা বলতে পারি না—তবে দিবি ফুটফুটে ছোকরা, আরো লোক জন আছে সঙ্গে।

অলিভিয়া। কে তাকে বসিয়ে রেখেছে?

মেরিয়া। আপনার পিতৃব্য, সার টোবি।

অলিভিয়া। আচ্ছা, তাঁকে একবার ডাকো দেখি,—উনি আজকাল যা' করছেন, তা রীতিমত পাগলামী! (মেরিয়ার প্রস্থান) মালভোলিও, তুমি যাও। যদি কাউন্টের কাছ থেকে কোন লোক এসে থাকে, “আমি অন্তস্থ” কিম্বা “আমার সময় নেই” কিম্বা এমনি কিছু বলে' তাকে বিদায় দিয়ে। [মালভোলিওর প্রস্থান] এখন দেখতে পারচো, তোমার রসিকতা কি রকম একঘেয়ে হয়ে পড়েছে—লোকেও পছন্দ করছে না।

বিদুষক। মা লক্ষ্মি, তুমি আজ আমাদের পক্ষ নিয়েছ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র যদি নিকোঁধ হয়, তার মাথার খুলির মধ্যে তিনি যেন একটা মস্তক দেন! ঐ দেখ তোমার আত্মীয় আসছেন। গুর মস্তক কিছু দুর্বল।

(সার টোবির প্রবেশ)

অলিভিয়া। কি দুর্ভোগ! এর মধ্যে মদ খেতে শুরু করেছ। দরজায় কাকে তুমি বসিয়ে রেখেছ কাকা?

সার টোবি। একটা ভদ্রলোক।

অলিভিয়া। কি রকম ভদ্রলোক?

সার টোবি। ভদ্রলোক,—তার আবার রকম কি?

মরুক, তা যাক। কি খবর ইয়ার?

বিদুষক। নমস্কার, সার টোবি।

অলিভিয়া। কাকা, তোমার ব্যাপার কি বল তো?

এই সকাল থেকেই তোমার জড়তা হয়েছে!

সার টোবি। দরজায় লোক বসে আছে যে।
অলিভিয়া। তাই জিজ্ঞাসা করছি, সে কে?
সার টোবি। সে নরকের প্রেত হোক—তাতে
আমার কি এসে যায়? আমার কাছে সবাই
সমান।

[প্রস্থান।

অলিভিয়া। বিদূষক, মাতালকে কি আখ্যা
দেওয়া যায়?

বিদূষক। মাতালের তিনটি আখ্যা—জলমগ্ন ব্যক্তি,
নির্কোষ আর বাতুল। তুষার চেয়ে বেশী এক
পাত্র পান করেছ কি তুমি হয়েছ নির্কোষ।
দুপাত্র পান করলে হবে বাতুল—আর তৃতীয়
পাত্র পানে হবে জলমগ্ন ব্যক্তি।

অলিভিয়া। পিতৃব্য এখন তৃতীয় দশায় অর্থাৎ
“জলমগ্ন” যাও, এখন করোনারকে খুঁজে
আনো, এর একটা হেস্তনৈস্ত তদন্ত হোক।

বিদূষক। না মা, না। উনি এখনও ‘বাতুল’
অবস্থায় আছেন; এই ‘নির্কোষ’ এখন ঐ
‘বাতুলের’ ভার নিতে চললো। [প্রস্থান।

(মালভোলিওর পুনঃপ্রবেশ)

মালভোলিও। সে ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা
না করে’ যাবে না। বললেম, “আপনি অন্তঃস্থ”।
সে বললে, সেই জন্তই সাক্ষাৎ করা তার আরো
বেশী প্রয়োজন। আমি বললুম, আপনি
স্বমোচ্ছেন। তাতে বললে, তাই জেনেই তো
সে এসেছে, আর সেই জন্তই সে দেখা না করে
যাবে না! এখন তাকে কি বলবো, বলুন?
সে দেখছি, নাছোড়বান্দা।

অলিভিয়া। বলে’ দাও, তার সঙ্গে আমার
দেখা হবে না।

মালভোলিও। তাও তাকে বলা হয়েছে,—তাতে
সে বললে, জজের হুকুমদারী পেয়াদার মত সে
দরজায় অপেক্ষা করবে; দেখা না করে সে
যাবে না।

অলিভিয়া। লোকটাকে দেখতে কি রকম?

মালভোলিও। তা ঠিক লোকের মতই দেখতে।

অলিভিয়া। বলি, তার ব্যবহার কেমন?

মালভোলিও। ব্যবহার? ভায়ী কদম্ব! আপনি
ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, সে আপনার সঙ্গে
দেখা করবেই।

অলিভিয়া। তার বয়স কত? তাকে দেখতে
কেমন?

মালভোলিও। এখনও তাকে পরিপূর্ণ ঘুবা বলা
চলে না—ঠিক ঐ আপেল আর জাম যেমন
পাকবার আগে ডাঁশিয়ে ওঠে—না কাঁচা, না
—পাকা, তেমনি এ লোকটিও বালক আর ঘুবা
—দুয়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখতে ভালো,
কথা বলে বেশ মিহি সুরে। মনে হয়, যেন
মাতৃহৃৎ তার গলা থেকে এখনও নামেনি!

অলিভিয়া। আচ্ছা, তাকে আসতে দাও।
পরিচারিকাকে ডাকো।

মালভোলিও। পরিচারিকা, কত্রী তোমায়
ডাকছেন।

(মেরিয়ামর পুনঃপ্রবেশ)

অলিভিয়া। মুখাবরণে আমার মুখ ঢেকে দাও।
আর একবার আসিনোর কথা শুনতে হবে।

(ভায়োলার প্রবেশ)

ভায়োলা। এ গৃহের অস্থিষ্ঠাত্রী দেবী কে?

অলিভিয়া। আমায় বলো, আমি তাঁর হয়ে কথা
কবো। তুমি কি চাও?

ভায়োলা। নয়ন-মন-ভুলানো অপূর্ণ স্তম্ভরী।

কৃপা করে বলুন, এ গৃহের অস্থিষ্ঠাত্রী দেবী কে?

পূর্বে কখনো তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য
আমার হয়নি। বড় দুঃখ পাবো, যদি অপরকে
আমার কথা শোনাতে হয়। আমার যা কথা,
তা বেশ সুরচিত। বহু পূর্বেই আমি তা আয়ত্ত
করেছি। স্তম্ভরি, আমায় ঘুণা করবেন না।
আমি ঘুণা-বিজ্ঞপ সহিতে পারি না।

অলিভিয়া। কোথা থেকে আপনি আসছেন?

ভায়োলা। আমার যা সাধ্যের বাহিরে, এমন কোন
কথা আমি বলতে পারবো না,—আপনি যা
জিজ্ঞাসা করলেন, তার জবাব দেবার সাধ্য
আমার নেই! বলুন, আপনি কি সেই দেবী?
তাহলে আমি আমার কাজ আরম্ভ করতে পারি।

অলিভিয়া। আপনি কি হস্তরসের অভিনয় করেন?

ভায়োলা। না, তা করি না। তবে এটুকু নিশ্চয়
করে বলতে পারিব,—আমি যা অভিনয় করি,
তা আমি নই। আপনি এ গৃহের কত্রী?

অলিভিয়া। যদি আত্ম-প্রবঞ্চনা না করি, তাহলে
হ্যাঁ, আমিই।

ভায়োলা। যদি আপনি সত্যই তিনি হন—আমি
মুক্তকণ্ঠে বলবো, আপনি আত্ম-প্রবঞ্চনা করছেন।
কারণ, আপনার যা দান করা উচিত, তা আপনি

আঁকড়ে নিষ্পন্ন বসে আছেন। এ কিন্তু আমার বক্তব্যের বাহিরে। প্রথমে আমি আপনার প্রশংসা করবো, তার পরে আমার বক্তব্যের যা মূল কথা, তা আপনাকে জানানো।

অলিভিয়া। প্রশংসাটা না হয় নাই শুনলেম। এখন আপনার বক্তব্যের সার মর্মটুকু বলুন দিকি।

ভায়োলা। তা কি হয়? বহু কষ্টে আমি সেগুলি আয়ত্ত্ব করেছি। সে কথায় বেশ একটু কবিত্ব আছে।

অলিভিয়া। তাহলে দেখছি, সে কথা মিথ্যার জাল। আপনাকে অমরোদ্ধ করছি, কবিত্বটুকু বাদ দিন। শুনলেম, দরজার বাহিরে আপনি ভারী অভদ্র ব্যবহার করেছেন—লোকজনদের নাকি খুব তাক লাগিয়ে দেছেন! যদি আপনার মাথা খারাপ হয় তো সরে পড়ুন,—আর যদি বিবেচনা-শক্তি থাকে তো ছোট্ট করে বক্তব্য সরে নিন। লম্বা কথা শোনার মত সময় আর মেজাজ আমার নেই।

মেরিয়া! নিন মশায়! আপনার সামনে মস্ত রাস্তা পড়ে আছে, আপনি পাল তুলে সরে পড়ুন।

ভায়োলা। না, জাহাজের পাটাতন এখনো পাইনি। আমি এখন কিছুক্ষণ এখানে নোঙ্গর করে থাকবো। ভদ্রে, আপনার রক্ষণীকে একটু শাস্ত হতে বলুন। এইবার আদেশ দিন—আমি দূত মাত্র।

অলিভিয়া। যখন এমন ভীষণ ভূমিকা সূত্র করেছেন, তখন নিশ্চয় কোন দুঃসংবাদ আছে। বলুন, যা বলতে চান।

ভায়োলা। সংবাদ শুধু আপনার শোনার জন্ত! তবে আমি কোন বিপদের বার্তা নিয়ে আসিনি। কিম্বা কোন জুলুম করতে আসিনি। আমি এনেছি হাতে বয়ে শাস্তির পাতাকা, আমার কথার ভিতর-বার শাস্তির সুবাস-মাখা।

অলিভিয়া। কিন্তু তবু আপনি বড় রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন। আপনি কে? আপনার অভিপ্রায় কি?

ভায়োলা। আমার রূঢ়তার জন্ত দায়ী আপনার লোকজন। আমি কে আর আমার অভিপ্রায় কি—তা আপাততঃ গোপন থাকবে। আপনার কাছে তা বেদের স্বস্তির মত শ্রবণ-দুর্লভ—অপরের কাছে পাপ।

অলিভিয়া। আচ্ছা, বেশ, এ ঘর থেকে সকলে চলে যাও। আপনার বেদের স্বস্তি এবারে শুনি।
[মেরিয়ার প্রস্থান।]

নিন মশায়, এখন বলুন আপনার স্বস্তি।

ভায়োলা। মঞ্জুভাবিণি—

অলিভিয়া। তবু ভালো, সান্ত্বনার কথা। যদিও এ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। এখন বলুন, আপনার স্বস্তি কোথায়?

ভায়োলা। আগিনোর চিত্ত-গ্রন্থমাঝে!

অলিভিয়া। আগিনোর চিত্তমাঝে! তার চিত্ত-গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে?

ভায়োলা। যে ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, সে ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, তার চিত্ত-গ্রন্থের একেবারে সর্ব-প্রথম অধ্যায়ে।

অলিভিয়া। সে আমি পড়ে দেখেছি—নাস্তিকতায় ভরা! এ ছাড়া আর কিছু বক্তব্য আছে?

ভায়োলা। দেবি, আপনার মুখখানি একবার দেখবো।

অলিভিয়া। আমার মুখকে বলবার মত এমন কোন সংবাদ আপনার প্রভুর কাছ থেকে এনেছ না কি? এবারে দেখছি, তুমি তোমার স্বস্তির বাহিরে গিয়ে পড়েছো! ভালো, মুখের পদ্ম সরালেম—দেখে নাও মুখছবি। দেখুন মশায়, ঘোমটার আড়ালেও এ মুখ ঠিক এই রকম ছিল। কেমন লাগলো?

ভায়োলা। যদি মুখের মাধুরীর সবটুকুই ভগবানের দান হয়, তাহলে বলতেই হবে, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না!

অলিভিয়া। যা দেখছেন, স্বাভাবিক মশায়! রৌদ্র, বৃষ্টি—কিছুতেই এ মুখের মাধুরী নষ্ট হবার নয়।

ভায়োলা। মাধুরী মিলেছে বটে অতীব মধুরে!

প্রকৃতি নিপুণ হস্তে মিশিয়েছে কিবা দুগ্ধ সাথে অলঙ্কার-রাগ। দেবি, তুমি অতি অকরণ, যদি তুমি নাহি রাখো এ রূপের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর বুকে।

অলিভিয়া। ক্ষান্ত হন মশায়! এতখানি অকরণ আমি হবো না। সে প্রতিজ্ঞা আমার নেই।... আমার রূপের নানা ছবি আমি রেখে যাবো। উইলে এ সবার প্রতি অংশ—প্রত্যেকটির উপরে লেবেল এঁটে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন ধরুন—এক নম্বর, এ দুটি ঠোঁটের লালিমা! দু নম্বর, দুটি ধূসর আঁখি, তাতে পল্লব আছে।

তার পর এই গ্রীবা, চিবুক—এইভাবেই সব থাকবে। আপনি কি এখানে আমার স্তুতি গান করতে এসেছেন ?

ভায়োলা। দেখিতেছি স্বরূপ তোমার—গরবিনী আপন গরবে তুমি। পিশাচিনী হতে যদি, তব আমি কহিতাম, সৌন্দর্যের রাণী তুমি। করেছেন প্রভু মোর তব পাশে প্রেম-নিবেদন। রূপের প্রতিমা—তার কাছে সে প্রেমের প্রতিদান আছে, জেনো সুনিশ্চিত।

অলিভিয়া। প্রকাশিয়া কহ শুনি
প্রণয়ের স্বরূপ তাঁহার।

ভায়োলা। আছে পূজা
প্রণয়েতে তাঁর ; আছে অশ্রু অবিরাম ;
আছে অশনির কাতর গর্জন, আর
আছে আহবের দীর্ঘশ্বাস।

অলিভিয়া। প্রভু তব
আছেন বিদিত মনোভাব মম। পারি
নাকো দিতে তাঁর প্রণয়ের প্রতিদান।
জানি তাঁরে ধর্ম-চূড়ামণি ; জানি তাঁর
উদারতা ; জানি তাঁর উদার্যের কথা ;
জানি তাঁরে দোষ-লেশহীন, স্নিগ্ধতায়
ভরা ; দ্বিধাহীন মন তাঁর বীরত্বের
খনি ; সুশিক্ষিত ; প্রশংসা-মুখর
লোকে তাঁর গাহে যশ ; অতি অভিরাম
সুজন সে জন ; সুকুমার দেহ-শোভা—
প্রকৃতির দান ; তথাপি না পারি আমি
করিতে গ্রহণ তাঁর প্রেম-উপহার।
এই ধর্ম-কথা গ্রহণ—উচিত এ ছিল
পূর্ব হতে তাঁর।

ভায়োলা। প্রভুর হৃদয় দিয়া
যদি ভালো বাসিতাম তোমারে সুন্দরি,
অশেষ যাতনা সহি জীবনের করি
বিষময়—ব্রিতে না পারিতাম কভু
এ উপেক্ষা তব।

অলিভিয়া। কি করিতে তুমি—শুনি।
ভায়োলা। তব গৃহদ্বারে পর্ণের কুটীর রচি
রহিতাম সেথা ; উপেক্ষিত প্রণয়ের
প্রেম-গাথা করিয়া রচনা, সঘোষিয়া
সে গৃহের প্রাণ-প্রতিমারে স্তব্ব রাতে
উচ্চকণ্ঠে গাহিতাম গান। পর্কতের
গুপ্ত রক্ত মাঝে সে-স্বরের প্রতিধ্বনি
উঠিত উচ্ছ্বসি। বাতাসের হা-হা-শ্বাসে

জাগাইয়া তুলিতাম “অলিভিয়া” নাম ;
পৃথিবী ও শূন্যমাঝে পারিতে না তুমি
রহিতে স্থির ; করিতে করুণা মোরে।
অলিভিয়া। হইতে সক্ষম তুমি। কহ এবে তব
বংশ-পরিচয়।

ভায়োলা। বর্তমান হতে শ্রেয়ঃ ;
আছয়ে মর্যাদা-মান ; ভদ্রবংশ-জাত।
অলিভিয়া। ফিরে যাও তুমি তব প্রভুর সকাশে।
তাঁরে প্রেম নিবেদিতে একান্ত অক্ষম।
আজ্ঞাবহ পাঠাবারে করিয়া নিষেধ।
এস তুমি বারেকের তরে পুনরায়—
কহিতে প্রভুর তব কিবা দশা হয়
মোর এ উপেক্ষা শুনি। বিদায় এখন।
এই তব শ্রম লাগি বহু ধন্যবাদ।
করহ কৃতার্থ মোরে—লয়ে মোর হাতে
দীন উপহার।

ভায়োলা। অর্থের প্রত্যাশী নহি ;
আজ্ঞাবহ আমি। অর্থের পেটিকা তব
ফিরাইয়া লহ। নহি আমি প্রভু মোর,—
চাবো প্রতিদান ; যাহারে বাসিবে ভালো,
তাহার হৃদয় হোক পাবাণ-কঠিন।
তারে তব প্রেম নিবেদন মোর প্রভু-মত
উপেক্ষায়—অবজ্ঞায় ভরি' ওঠে যেন।
বিদায় পাবাণী, অগ্নি রূপসি নিষ্ঠুর।

[প্রস্থান।]

অলিভিয়া। “কিবা বংশ পরিচয় ?” বর্তমান হতে
কহে, শ্রেয়ঃ ; আছয়ে মর্যাদা মান ; ভদ্রবংশে
জন্ম মম।’ সঠিক কহিতে পারি, উচ্চ
বংশে জাত তুমি ; তব ভাষা, তব মুখ,
প্রতি অঙ্গ, গতি ভাব-ভঙ্গিমা সকল—
কহিতেছে উচ্চ ভাবে—উচ্চ বংশ-জাত
তুমি। এ কি, এ কি ! এত দ্রুত। ধীরে, ধীরে !
ভৃত্যে যদি প্রভু হতে আজি প্রণয়ের
আকর্ষণ এত দ্রুত চলে। মনে হয়,
যুবকের যতক সম্ভাব—অগোচরে
নয়নেতে মোর বাসা নেছে ! ভালো ! ভালো !
তাই হোক। কোথা মালভোলিও ? এস !

মালভোলিও। আদেশ করুন, দেবি।
অলিভিয়া। যাও, দ্রুত যাও
ডিউকের আজ্ঞাবহ যুবকের পিছে,
সম্মতি না লয়ে মোর রাখিয়া গিয়াছে
অঙ্গুরীয় হেথা। তাহারে কহিয়া তুমি,

বৃথা যেন নাহি করে আশ্বাস-প্রদান
প্রভুরে তাহার। অমুরাগী নহে মন
ডিউকের পরে। যতপি যুবক আসে
কলা পুনঃ হেথা, বুঝায়ে বলিব তারে
সকল কারণ আমি। যাও, দ্রুত যাও।

মালভোলিও। বৃথা আশ্বাস তব।

অলিভিয়া। কি কাজ করিতে ছুটি—

বুঝিতে না পারি! আঁখি মোর চাঁটুবাঁক্যে
তুষিতেছে মনে। অদৃষ্ট, তোমার হস্তে
আপনারে করিহু অর্পণ। কর—যে বিধান
সমুচিত তাহা তুমি। আমি বুদ্ধিহারা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

(আর্টনিও ও সেবাষ্টিয়ানের প্রবেশ)

আর্টনিও। তুমি তা' হলে সত্যই চলে যাবে?
আমি যে তোমার সঙ্গে থাকুবো—তাও পছন্দ
হচ্ছে না?

সেবাষ্টিয়ান। না, উপায় নেই। আমার উপর
অশুভ গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। যদি একসঙ্গে থাকি,
আমার অমঙ্গল তোমাকেও স্পর্শ করবে। তাই
আমার অমুরোধ, আমার ভাগ্যের সঙ্গে আমাকে
একলা সংগ্রাম করতে দাও। তুমি আমার যে
উপকার করেছ,—তাতে তোমাকে আমার
অমঙ্গলের সঙ্গে জড়াতে পারবো না।

আর্টনিও। আচ্ছা, বেশ। কোথায় যাচ্ছ, জানতে
পারি?

সেবাষ্টিয়ান। প্রয়োজন নেই। সমুদ্র-তীরে আমার
সাধ। তবে তোমার মনে এমন সারল্য আছে,
যাতে তুমি আমাকে গোপন-কথা প্রকাশে
অমুরোধ করিবে না। আর সেই জন্তই তোমাকে
সব কথা খুলে বলা আমার উচিত। এতদিন
তোমার কাছে আমি রোডেরিগো নামে নিজের
পরিচয় দিয়েছি—আজ থেকে জেনে রাখো,
আমার নাম সেবাষ্টিয়ান। থেসলিনীর সেবাষ্টি-
য়ানের নাম শুনে থাকবে—তিনি আমার পিতা।
আমাকে আর আমার যমজ ভগ্নিকে রেখে তিনি

মারা যান। ভগ্নীটি আমার জন্মের এক ঘণ্টার
মধ্যেই জন্ম-গ্রহণ করে। ভগবান ইচ্ছা করলে
ভেমনি এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের জীবনের
লীলা শেষ হতে পারতো। তুমি অত রকম
ঘটিয়ে তুললে। সমুদ্র থেকে আমাকে যখন
তুমি উদ্ধার করলে, তার কিছু পূর্বে সেই
সমুদ্রেই আমার ভগ্নী জীবন হারিয়েছে।

আর্টনিও। কি দুর্ভাগ্য!

সেবাষ্টিয়ান। আমার মত দেখতে হলে কি হয়—
সকলেই আমার ভগ্নীকে মন্দরী বলতো।
আমাদের দুজনের দেহে আশ্চর্য মিল ছিল, তা'
হলেও স্বীকার করবো যে, অতি-বড় শত্রুও তার
মনটিকে নির্মল না বলে থাকতে পারতো না।
আজ আমি চোখের লবণাক্ত জলে তার স্মৃতি
ডুবিয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছি।

আর্টনিও। ক্ষমা করো বন্ধু, তোমার যোগ্য আদরে
আমি অভ্যর্থনা করতে পারিনি।

সেবাষ্টিয়ান। বন্ধু আর্টনিও, তোমার উপকারের
জন্ত আমি তোমার কাছে চিরঞ্চী থাকবো।

আর্টনিও। স্নেহের আতিশয্যে আমার বিদায়
দিয়ো না; আমাকে তোমার সহচর করো, সাথী
করো।

সেবাষ্টিয়ান। তোমার কৃত কর্মকে যদি পণ্ড করতে
না চাও, আমার যত্ন কামনা যদি না করো,
তাহলে ও-আন্টার করো না। এখানেই তোমার
কাছে বিদায় নিলেম। করুণায় আমার বুক
ভরা। আমার মায়ের স্নেহ আমার মনে
রয়েছে। আর কিছু ঘটলে আমার চোখে সব
প্রকাশ হয়ে পড়বে। এখন আমি কাউন্ট
আসিনোর সত্য চলুলাম। বিদায়।

[প্রস্থান।

আর্টনিও। বিধাতার শুভাশিষ্য হোক তব সাথী।

আসিনোর সভাস্থলে বহু শত্রু আছে—
নতুবা সাক্ষাৎ সেখা হতো মোর মনে।
বা' হবার হোক তাই। বিপদের হাতে
আমরা সকলে অতি ক্ষুদ্র ক্রীড়নক!
বাই আমি—অন্তরালে হবো অন্তগামী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(ভায়োলার প্রবেশ—পশ্চাতে মালভোলিও)

মালভোলিও। এইমাত্র আপনি কাউন্টের
অলিভিয়ার কাছে ছিলেন না ?
ভায়োলা। হা, এইমাত্রই বটে ! ধীরে ধীরে এই
পথটুকু আসতে যা সময় লেগেছে !
মালভোলিও। শুধু নয়, তিনি এই অঙ্গুরীটি
ফেরত দিলেন। দয়া করে যদি আসবার সময়
এটি নিয়ে আসতেন, তাহলে আমার আর এ
কষ্ট ভোগ করতে হতো না। তিনি বলতে
বললেন যে, আপনি স্পষ্ট ভাষায় আপনার
প্রভুকে বুঝিয়ে দেবেন, তিনি তাঁর অঙ্গুরাগিণী
নন। আর-এক কথা, এ-সব কথাবার্তা নিয়ে
আপনি আর আনাগোনা করবেন না। আপনার
প্রভু এটি নিয়েছেন, এ সংবাদটুকু বরং দিতে
আসতে পারেন। এই নিন।
ভায়োলা। এ অঙ্গুরী তিনি আমার কাছ থেকে
গ্রহণ করেছেন—এ আমি ফেরত নেবো কেন ?
মালভোলিও। নিন মশায়—এটি আপনি তাঁর প্রতি
নিষ্কেপ করেছিলেন। এখন তাঁর ইচ্ছা, আপনি
এটি ফেরৎ নেবেন। আপনার চোখের সামনে
এই রইলো,—নীচু হয়ে নিতে চান, নিন—না
নেন, যে কুড়িয়ে পাবে, আংটি তার হবে।

[প্রস্থান।]

ভায়োলা। কোনো অঙ্গুরীয় আমি দিই নাই তাঁরে।
তবে এ কি। কি করেছে স্থির নারী নিজ-
মনে-মনে। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস !
মুগ্ধ হলো শেষে মোর বাহিরের রূপে ?
আবরণ-তলে কি-বা কিছু না বুঝিয়া।
আমারে দেখেছে তীক্ষ্ণ আঁখি-মন দিয়া,
বাক্য শুনিয়াছে। হায়, নয়নে হেরিয়া
ভুলে গেল—রসনার ভাষে লক্ষ্য নাই।
যে কথা কহিল—যেন অতি-ভোলা মন—
প্রেমে মোর মুগ্ধা হলো ! হারে অভাগিনী !
প্রেম-হলে আমন্ত্রণ পাঠায় এ-ভাবে !
অঙ্গুরী এ নয় কতু প্রভুর অঙ্গুরী।
করেন নি তিনি কোনো অঙ্গুরীয় দান।
আমার উদ্দেশ্যে এটি পাঠায় স্বন্দরী।
তাই যদি হয়, তবে কি উপায় হবে ?
হায় নারি, স্বপনেনে ভালোবাগা ছিল

এর চেয়ে ভালো, ভালো, ঢের ভালো সে যে।
ভালো সত্য আবরণে এই ছদ্মবেশ ! ইহা
নিষ্ঠুর নির্মম ফুর। এ বেশ-সাহায্যে
শত্রুরূপে দেখা দিই মানবের মনে
কুহকী দানব আমি। অনায়াস প্রেম
কোমলা নারীর—হায়, সহে সে বঞ্চনা !
এ প্রেমের লাগি দায়ী—রমণীর মন ;
সহজে দুর্বল অতি—আর কেহ নহে।
আমি যা, তাহাই রবে—আপন-স্বরূপে।
কিস্তি এর পরিণতি ? প্রাণ দিয়া প্রভু
তারে ভাল বাসিতেন, রাক্ষসীর ক্রুদা
মোর বৃকে—আমি তাঁর প্রেমোত্তে বিহ্বল !
নারী অলিভিয়া পুনঃ—আমাকে আসক্ত
লাস্তি-বেশ হলো ! কিবা পরিণতি এর ?
পুরুষ-হিসাবে প্রভুর প্রণয়-বার্তা
বহনের লাগি যোগ্য মোরে ভাবে প্রভু ;
নারী আমি—মোর লাগি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
অলিভিয়া রূপসীর চিত্ত ভেদ করে !
বাতাসে মিলাবে তারে দহি নিরন্তর।
ভাগ্য,—তব করে তপ্ত সর্ব-শুভাশুভ,
তুমিই খুলিবে পরে এ-গ্রন্থি কঠিন !

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(সার টোবি ও সার এণ্ডরু প্রবেশ)

সার টোবি। এগিয়ে আসুন, সার এণ্ডরু ! শেষ
রাত্রে জেগে থাকো যা, আর সকাল সকাল ঘুম
থেকে ওঠাও তাই ! কথায় বলে, সকাল সকাল
শয্যা ত্যাগ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
সার এণ্ডরু। অত-শত আমি বুঝি না। শুধু এইটুকু
জানি যে, শেষ রাত্রে জেগে থাকার মানে
জেগে থাকা।
সার টোবি। ভুল ! ভুল ! শূন্যপাত্র যেমন আমি
অপছন্দ করি, এও সেই রকম। মাঝ রাত্রি
পর্যন্ত জেগে থেকে তার পর ঘুমোনের মানে,
সকাল-সকাল শোওয়া। কাজে কাজেই মাঝ
রাত্রির পর ঘুমোতে যাওয়া ঠিক। আমাদের
জীবনে চারটি জিনিষের প্রয়োজন হয়।
সার এণ্ডরু। লোকে তাই বলে বটে,—তবে আমার
ধারণা—পান আর ভোজন ছাড়া জীবনে আর
কিছুর প্রয়োজন নেই।

সার টোবি। তুমি মহা পণ্ডিত! তবে এস, আমরা
পান-ভোজন শুরু করি। এই মেরিয়া, সরাপ,
সরাপ লে আও।

সার এণ্ডরু। এই যে বিদূষক! এসো।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। বন্ধুগণ, “আমরা তিনটি ইয়ার” এর ছবি
দেখবে?

সার টোবি। স্বাগত হে গর্দভ, স্বাগত! একখানা
গান ধরো।

সার এণ্ডরু। সত্যি বলছি, বিদূষকের গলা ভারী
মিষ্টি। আমি পাওয়া-টাকা খরচ করতে রাজী
আছি, যদি ওর মত নাচবার পা আর গাইবার
গলা পাই। কাল রাত্রে বেশ মজাদার গল্প
শুরু করেছিল, সেই ভেপিয়ানদের পিগ্রে-
গ্রমিটস্ কুইবকের রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।...
ভারী ভালো লেগেছিল। খুশী হয়ে তোমার
প্রণয়িনীর জন্য আমি একটা আধুলি বকশিস
দিয়েছিলাম।

বিদূষক। আমি সসম্মানে সে আধুলি পকেটস্থ
করেছি। তবে স্তম্ভিত এই যে, মালভোলিওর
নাসারকে, ভ্রাণ-শক্তি থাকলেও তাতে চাবুকের
হাতল নেই,—গৃহিণীর হাতহুটিও সাদা; আর
লোকজন মদের আড্ডার লোক নয়।

সার এণ্ডরু। চমৎকার বলেছ। রসিকতার মত
রসিকতা! এখন সব শেষ। এবার একটা
গান হোক!

সার টোবি। এই নাও, একটা আধুলি দিচ্ছি—
একখান গান ধরো।

সার এণ্ডরু। আমিও একটা দিচ্ছি। একজন যদি...

বিদূষক। কি গান চাই? প্রেমের গান? না,
ধর্ম-সঙ্গীত?

সার টোবি। প্রেমের গান,—প্রেমের গান।

সার এণ্ডরু। আরে ছো! ধর্ম-চর্চের ধার আমি
ধারি না।

(গান)

বিদূষক। কোথায় ঘুরিছ, সখি!

কাছে বসো এসে, কথা কও হেসে,
গাইবে প্রাণের পাখী।

মোহিনী আমার যেয়ো না কো চলে,—
চলা শেষ হবে প্রাণ-বঁধু এলে;

এ কথা বুঝিবে না কি?

সার এণ্ডরু। বাহবা! বেশ!

সার টোবি। চমৎকার।

(গান)

বিদূষক। প্রণয় কিবা সে?—জানো না এখনো?

কেবল ক্ষুধা, হাসিটি মাখানো;
দেয়ী হলে সখি, পাবে না প্রচুরে,
দাও চুমা তরা শতকের বারে;
যৌবনে নাহি ফাঁকি।

সার এণ্ডরু। ভারী মিঠে গলা!

সার টোবি। ছোয়াচ-ধরা সুর।

সার এণ্ডরু। ঠিক। মিঠে আর ছোয়াচ-ধরা।

সার টোবি। এ গান শুনে নাচের ছোয়াচ লাগে।
কি করবো, সারা আকাশকে নাচিয়ে দেবো
না কি? এখন একটা দোয়ারকী ধরি, এসো—
যাতে করে রাত-পেঁচা যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে
ওঠে—আর বোকা তাঁতীর বুকের খাঁচা ভেঙ্গে
যেন তার আত্ম-পাখী বেরিয়ে এসে সে গান
শুনতে বসে।

সার এণ্ডরু। তাই করি, এসো। আমি দোয়ারকী
দিতে খুব মজবুত।

বিদূষক। সে কাজ অনেক কুকুরেও পারে।

সার এণ্ডরু। নিশ্চয়! “ওরে পাজী” গানটা ধরা
যাক।

বিদূষক। “চোপরও, চোপরও। ওরে ছুঁচো পাজী”
সেই গানটা? কিন্তু তোমাকে যে তা’হলে
পাজী বনতে হবে।

সার এণ্ডরু। ও কিছু নয়। তুমি সবার আগে
আমাকে পাজী বলছ। না? নাও, শুরু
করো—“চোপরও, চোপরও।”

বিদূষক। “চোপরও। চোপরও” বলছেন—সুর
ধরবো কি করে?

সার এণ্ডরু। বটে! সে-চোপরও নয়। আচ্ছা,
শুরু করো।

(গান আরম্ভ ও মেরিয়ার প্রবেশ)

মেরিয়া। কি মাতলামীর হল্লা লাগিয়েছ এখানে!
দিদিমণি এতক্ষণে মালভোলিওকে ডেকে নিশ্চয়
তোমাদের দূর করে দিতে বলছেন।

সার টোবি। আরে ছো! তোর দিদিমণি আবার
একটা মাহুষ। আমরা হচ্ছি রাজনীতিজ্ঞ।
আর মালভোলিও হচ্ছে একটা ছুঁচো নচ্ছার।
(সুর করিয়া) “তিনটি সখের ইয়ার আমরা।”

সে কি আমার আত্মীয় নয়? আমাদের শরীরে কি একই রক্ত বইছে না? ওঃ! মহিলা হয়েছেন, বটে! (স্বর করিয়া) “মহিলা আছিল এক ব্যাবিলন দেশে।”

বিদূষক। বাঃ! ভারী রগড় তো!

সার এণ্ডরু। মনে করলে ও বেশ রগড় করতে পারে। আমিও পারি। তবে ওর রগড় হলো মানানসই, আমার রগড় অ-স্বাভাবিক।

মেরিয়া। ভগবানের নাম করে বলছি—তোমরা থামো।

(মালভোলিওর প্রবেশ)

মালভোলিও। মশায়রা, আপনারা কি পাগল হয়েছেন? এ সব কি হচ্ছে? এত-রাত্রে মাতালের মত চীৎকার করছেন,—আপনাদের কি বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুমাত্র নেই? আমার মনিবের বাড়ী কি মাতালের আড্ডা যে, আওয়াজে সামঞ্জস্য না রেখে চামারের মত সকলে চীৎকার করে গান ধরেছেন! আপনাদের কি স্থান-কাল-পাত্র—কিছুর মাত্রা জ্ঞান নেই?

সার টোবি। কি বললে, গানে আমাদের মাত্রা-জ্ঞান নেই? আরে ছেঃ!

মালভোলিও। সার টোবি, আপনাকে স্পষ্ট বলছি, শুনুন। কর্তা বলতে বললেন যে, আত্মীয়-বিধায় তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন; তা বলে আপনার এ বদ চাল তিনি বরদাস্ত করবেন না। আপনি যদি আপনার বদ চাল ছাড়েন, তাহলে এখানে আদর পাবেন। আর যদি তা'না পারেন, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তিনি বিদায় দিতে প্রস্তুত।

সার টোবি। (স্বরে) “বিদায়—বিদায় প্রাণ, যেতে হবে চলে।”

মেরিয়া। থামুন সার টোবি!

বিদূষক। “জাঁখিতে করুণ ব্যথা, বিদায়ের কালে।”

মালভোলিও। বটে! তাই নাকি?

সার টোবি। “মরিব না আমি সখি!”

বিদূষক। “কথাটা নিছক ফাঁকি।”

মালভোলিও। তোমার সাহস তো খুব দেখছি!

সার টোবি। “দিব কি বিদায় তবে?”

বিদূষক। (স্বরে) “রাখিয়া কি ফল হবে?”

সার টোবি। “দিব বিদায়—বিদায় তবে রুচ কথা বলে?”

বিদূষক। “দিয়ে না দিয়ে না ব্যথা, কিবা ফল ছলে।”

সার টোবি। মাত্রা-জ্ঞান নেই আমাদের! মিথ্যা কথা! তুমি তো বাপু সরকার ছাড়া আর কিছু নও! তুমি মনে করো, নিজের ধর্ম-পত্নীর বলে আর কেউ মদ খাবে না, বা ফুটি করবে না?

বিদূষক। আর আদার ঝাল মুখে লাগবে না?

সার টোবি। ঠিক বলেছ। যাও, যাও, তেঁতুল দিয়ে ছবি সাফ করোগে যাও। মেরিয়া, এক পাত্র মদ, বাবা।

মালভোলিও। মেরি। দেবি। যদি কর্তার বিদেহ না চাও তো' ও-সব অভদ্রতার প্রশয় দিয়ে না। এই-মুহুর্তে তাঁকে আমি সব কথা বলছি গিয়ে।

[প্রস্থান।

মেরিয়া। আরে, যাও, কান নাড়োগে যাও!

সার এণ্ডরু। যখন ক্ষুধা থাকে, তখনই খাওয়া উচিত! আমার মনে হচ্ছে, ওকে দন্দ-বুদ্ধি আহ্বান করি—তারপর ওর সঙ্গে কথা না রেখে ওকে গাধা বানিয়ে ছেড়ে দি।

সার টোবি। তাই করো বীরবর। তোমার হয়ে আমি না হয় আহ্বান-পত্র লিখে দিচ্ছি। বলো তো, মুখে তোমার আহ্বান শুঁকে গিয়ে জানিয়ে আসি।

মেরিয়া। লক্ষ্মী সার টোবি, আজ রাত্রে মত কাস্ত দিন। কাউন্টের সেই ছোকরাটি আসা-ইস্তুক দিদিমণির মেজাজ ভালো নেই। মালভোলিওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন—আমি যদি ওকে সাধারণের কাছে হাস্তাস্পদ না করতে পারি, তো' জানবেন যে শয্যা সরলভাবে শয়ন করবার বুদ্ধিটুকুও আমার নেই! আমি কি করতে পারি, তা' আমি জানি।

সার টোবি। আরে বলো, বলো, একটু তো শোনাও।

মেরিয়া। মশায়, অনেক সময় ও একটু ধর্মভাব দেখায়!

সার এণ্ডরু। আরে, তা' জানলে আমি ওকে কুকুর মারা করতাম।

সার টোবি। কেন, ওর ধার্মিক হওয়ার জন্ত?

তোমার মনোগ্রাহী যুক্তিটুকু বুঝলেম না বীর।

সার এণ্ডরু। আমার যুক্তি মনোগ্রাহী না হোক, সুন্দর বটে।

মেরিয়া। ঝোঁড়া ধার্মিক বটে! কিন্তু একটা মস্ত-বড় স্বার্থাঘেবী লোক, উদ্ধত গর্দভ! বড় বড় কথা মুখস্থ করে' আউড়ে যেতে ভালোবাসে। নিজেকে এত বড় ভাবে যে, ও মনে করে, ওকে দেখলেই

মেয়েরা ওর প্রেমে পড়বে। ওর ওই দুর্কলতার
উপর দিয়েই আমি এ সমের শোধ নেবো।

সার টোবি। কি করবে, শুনি ?

মেরিয়া। ওর পথের সামনে আমি একখানি
প্রেম-পত্র ফেলে রাখবো। সেই চিঠিতে লেখা
থাকবে, ওর চুলের রং, ওর পায়ের গড়ন, ওর
চলন-ভঙ্গি, ওর চোখের চাউনি, ওর গায়ের
রং...তা' থেকে ও ভাববে, ওকেই উদ্দেশ্য করে
পত্রখানি লেখা। আপনার ভাইবীর হস্তাক্ষর
আমি হুবহু নকল করতে পারি। অনেক সময়
সে লেখা দেখায় একেবারে হুবহু এক।

সার টোবি। চমৎকার! এবার বুঝছি।

সার এণ্ডরু। আমিও গন্ধ টের পাচ্ছি।

সার টোবি। তোমার চিঠি পড়ে ও বুঝবে, চিঠি-
খানি লিখেছেন আমার ভাইবী। শানে, ভাইবী
ওর প্রেমে পড়ে গেছে—এই আর কি।

মেরিয়া। আমার চালটা ঐ ধরনের—ঘোড়ার
চালের মত।

সার এণ্ডরু। তোমার ঘোড়া ওকে গাধা বানিয়ে
ছাড়বে।

মেরিয়া। তাতে সন্দেহ নেই।

সার টোবি। খুব মজার হবে, মোদ্দা।

মেরিয়া। একেবারে সেরা মজা দেখবেন,
আমার এ ওষুধ কথা বলিয়ে ছাড়বে। যেখানে
চিঠি ফেলবো, তার এ পাশে ওপাশে আপনাদের
দুজনকে আর বিদূষককে লুকিয়ে থাকতে হবে।
কি ব্যাখ্যা সে করে, আপনারা নিজেরাই শুনতে
পাবেন। আজ রাত্রের মত ঘুমোন। কাল যা
বাবে, সে ঘটনার স্বপ্ন দেখুন। বিদায়!

[প্রস্থান।

সার টোবি। আচ্ছা এমাজনদের * রাগী, বিদায়।

সার এণ্ডরু। ছুঁড়ি বেশ।

সার টোবি। ওস্তাদ শিকারী-কুকুরের মত। আমার
ভারী ভক্তি করে। কিন্তু তাতে কি ?

সার এণ্ডরু। আমার উপরেও এক দিন ভক্তি
দেখিয়েছিল।

সার টোবি। শুইগে চলো। বীরবর, তুমি আরও
কিছু টাকা আনতে পাঠাও।

সার এণ্ডরু। তোমার ভাইবীকে যদি না পাই,

তাহলে আমার ইতো লষ্ট: ভতো নষ্ট:।

সার টোবি। টাকা আনাও। টাকা। তারপরে

যদি না পাও, আমার নিকোঁধ বলো।

সার এণ্ডরু। তা আমাকে বলতেই হবে—তুমি

তাতে ষাই মনে করো।

সার টোবি। আরে এস, এস। আর একটু মাল

টানা থাক। অনেক রাত হয়ে গেছে, শুতে

গিয়ে আর কাজ নেই। এস, এস।

[প্রস্থান।

(———)

চতুর্থ দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

(ডিউক, ভায়োলা, কিউরিও প্রভৃতির প্রবেশ)

ডিউক। সঙ্গীতের আলাপন চাছি। সুপ্রভাত,

বন্ধুগণ। সিজারিও, শুনিতে বাসনা

পুনঃ অই পুরাতন অভিনব গান,

গত রাত্রে শুনিয়াছি যাহা ; মনে হলো,

মুছে গেছে প্রণয়ের ব্যথা। একালের

লঘু সুরে বাঁধা কথা হতে বহু শ্রুণে

শ্রেষ:। সে গানের এক কলি কিউরিও,

শুনাও আবার।

কিউরিও। গায়ক এখানে নেই প্রভু।

ডিউক। কে সে ?

কিউরিও। সে একজন বিদূষক। তার নাম

ফেষ্টি। লেডি অলিভিয়ার বাবা তার রসিকতা

শুনতে বড় ভালবাসতেন। সে এ বাড়ীর এ-

ধারে ও-ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ডিউক। তাকে খুঁজে আনো। ততক্ষণ সুর ধরো।

[কিউরিওর প্রস্থান, বাত্ম আরম্ভ।

সিজারিও, এসো কাছে যদি ভালোবাসো

কারে তুমি কভু, প্রণয়ের ব্যথা-সাধে

ভাবিয়ে আমার কথা। প্রকৃত প্রণয়ী

যারা মোর মত হবে,—প্রেমসীর চিন্তা

ছাড়া সকলি বিচ্ছিন্ন, সকলি চঞ্চল।

লাগিছে কেমন এই সুরের আলাপ ?

ভায়োলা। প্রণয়ের সিংহাসন-তলে বাজে যেন

প্রতিধ্বনি তার।

ডিউক। বলেছো সুন্দর কথা।

নিশ্চয় কহিতে পারি, বালক হলেও

* 'এমাজন'—পুরাণোক্ত এক শ্রেণীর নারী-
যোদ্ধা। মেরিয়ার ক্ষুদ্র কায়াকে বিজয় করিয়া
এখানে ইহা বলা হইয়াছে।

তুমি যেন ভালো বাসিয়াছ কারে। গত
কি এ কথা ?

ভায়োলা। সত্য। প্রভুর করুণা সে যে।

ডিউক। তারে দেখিতে কেমন ?

ভায়োলা। আপনার মত।

ডিউক। নহে তব উপযুক্ত ? কি তার বয়স ?

ভায়োলা। বয়সে প্রভুর সম।

ডিউক। আরে ছি। অতি

বৃদ্ধা তবে। উচিত নারীর, হইবারে

পরিণীতা নিজ হতে বেশী-বয়সীতে।

তাহে তার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে

স্বামীর হৃদয়ে সদা। বড়ই চপল

জেনো, আমরা পুরুষ ; স্নেহ-ভালোবাসা

আমাদের বকে জেনো, সকলি চঞ্চল,

সব ধোঁয়া-মাখা। নারীদের নহে তাহা

কভু।

ভায়োলা। মনে হয়, তাই ঠিক।

ডিউক। প্রণয়িনী হবে তব অল্প-বয়সী।

তবেই পাইবে শাস্তি জীবনে তোমার।

রমণী গোলাপ ফুল—হলে বিকশিত

বারে পড়ে ধীরে ধীরে মাধুরী তাহার।

ভায়োলা। সত্য বুঝি। বড়ই দুখের কথা, প্রভু !

বারে যায় রূপ তার হলে প্রস্ফুটিত।

(বিদূষকের সহিত কিউরিওর প্রবেশ)

ডিউক। এস, এস, গাহ পুনঃ সে চারু সঙ্গীত—

কাল রাত্রে গেয়েছিলে সেই যেই গান,—

অতি পুরাতন ! রোদ্রে বসি কুমারীরা

জীবনের সাথে গাহিত যে গান ; গাহে

সুখে যতক সুবতী যবে সেই গান—

গাঁথিতে গাঁথিতে মালা। অতি-সাধারণ

সেই গান ; বৃদ্ধমত প্রেমের সারল্য

লয়ে খেলা করে সে যে।

বিদূষক। আপনি প্রস্তুত ?

ডিউক। হাঁ, গাও।

(গান)

বিদূষক। এসো গো এসো স্বরায় এসো,

মরণ, আমার মরণ।

তোমার লাগি' করিব আমি

তরুণ-শপ্পে বরণ।

নিশ্বাস মোর বাহিরিয়া যায় ;

নিষ্ঠুর আঘাত করেছে আমার ;

শেত-বসনে ঢাকিয়া এ-তরু

লহিব তোমার শরণ।

এ তরু আমার সুবাসে-ভরা

দিয়ো না কুমুমে ঢাকিয়া,

আপনার জন যেন নাহি আসে

শ্মশানেতে মোর লাগিয়া।

এ-দেহ রাখিবে এমন চিতায়

ব্যর্থ-প্রণয়ী যেন গো সেখায়

দীর্ঘ নিশ্বাসে না পারে কাঁপাতে

আমার শেষের শয়ন।

ডিউক। এই নাও তোমার পরিশ্রমের মূল্য !

বিদূষক। এতে আর পরিশ্রম কি ! গান গাওয়ার

আমি আনন্দ পাই।

ডিউক। বেশ, তা'হলে মনে করো—তোমার

সেই আনন্দের জন্তই দিলেম।

বিদূষক। এ কথা খুব সত্য যে, যখনই হোক,

আনন্দের একটা সার্থকতা আছে।

ডিউক। আচ্ছা, তোমরা এখন আসতে পারো।

বিদূষক। দুঃখের দেবতা আপনার উপর প্রসন্ন

হোন। আপনার মনটি ওপাল-মণির মত

স্বচ্ছ—তাতে সব রঙের দীপা দেখি। দেহটিও

আপনার তেমনি পরিবর্তনশীল—রেসমের

পোষাকে আবৃত হোক। আপনার মত লোকের

কর্মভূমি সর্বত্র—আপনার বাসনা বহুমুখী।

[প্রস্থান]

ডিউক। বিনায় লইতে পারো তোমরা সকলে।

[কিউরিও ও সহচরগণের প্রস্থান]

সিঁজামিও যাও পুনঃ বারেকের তরে

সেই নিষ্ঠুরার কাছে। কহিয়ো তাহারে

মোর প্রণয়ের বাণী—পৃথিবী হইতে

তাহা বহ উচ্চতর। বিভব, সম্পদ

তার করি না কামনা ; অতি তুচ্ছ তাহা !

মোহিনী সে নারী-রত্ন, তারে চায় শুধু

এ মোর হৃদয়—প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান !

ভায়োলা। সে যদি তোমাতে প্রভু—

ডিউক। শুনিব না।

এ কথা তাহার।

ভায়োলা। শুনিতে হইবে তাহা।

হয়তো বা আছে হেন নারী, ভালোবাসে

তোমারে যে প্রাণ-মন দিয়া,—তুমি
যথা ভালোবাসো অলিভিয়া সুন্দরীরে ;
গ্রহণের যোগ্য নহে প্রণয় তাহার
তব কাছে ; তব 'না' বলিবে তাহারে ?
ভালো তুমি নাহি বাসো, প্রভু ?

ডিউক । রমণীর

প্রেম কভু হতে নাহি পারে মোর সম
এমন গভীর ! নাহি পারে এত প্রেম
ধরিবারে রমণী-হৃদয় ; ধারণের
শক্তি নাহি রমণীর । রমণীর প্রেম
ক্ষুধার মতন ; আশ্বাদনে তৃপ্তি পায়
ভারা ; মিটে যায় রসনার সাধ ।
প্রচুর পাইলে মনে জাগায় বিরোধ ।
আমার এ প্রেম-তৃষা সাগরের মত
বিপুল বিরাট ; তাহা যত দাও মোরে
তৃপ্তি নাই ; আরো চাই । অলিভিয়া-প্রতি মোর
যত ভালোবাসা, তত ভালোবাসা কোনো
নারী দিতে পারে মোরে, বিশ্বাস না হয় !

ভায়োলা । জানি আমি—হায় !

ডিউক । কি বা জানো ? কহ, শুনি ।

ভায়োলা । জানি আমি স্থির, রমণী-হৃদয়ে আছে
সুগভীর প্রেম ; নারীও প্রণয় দানে
পুরুষের মত ! আছিল তনয়া এক
পিতার আমার, দিয়াছিল ভালোবাসা
পুরুষে তেমতি, যেমন দিতাম তোমা
হইলে রমণী আমি ।

ডিউক । কি-বা হলো তার ?

ভায়োলা । সব ব্যর্থ প্রভু ! প্রকাশ করেনি কভু
তাহার প্রণয় । গোপনে গুমরি উঠি
প্রেম তার কোরকের হৃষ্ট কীট সম
লালিম কপোলে তার আঁকিল কালিয়া ।
চিস্তায় শুকায়ে গেল । নিজ-দুঃখ-ভারে
হইয়া পীড়িতা তবে, দেবী-বন্ধুস্থিতা
মুক্তিমতী ধৈর্য্য-দেবী পেয়ে শোক-ভারে
অধরে বহিয়া হাসি রহে তথা বসি—
ইহা কি প্রণয় নয় ? পুরুষ আমরা
বহু ভাবে কহি কথা রঞ্জিত করিয়া ।
অল্পভব করি যাহা, তাহার অধিক
দেখাতে প্রয়াস পাই । মুখেতে জানাই
প্রণয়ের যত কথা হৃদয় জানে না ।

ডিউক । মৃত্যু তবে ভয়ী তব প্রণয়ের লাগি ?
ভায়োলা । পিতৃ-কুলে প্রভু, জীবিতের সংখ্যা ধরি
জানিলো নিশ্চিত—আত্ম-ভয়ীগণ মাঝে

একাই জীবিত আমি । তথাপি অ-জ্ঞাত !

যাবো না কি অলিভিয়া-পাশে ?

ডিউক ।

যাও, বৎস !

দিয়ে তোরে মণি-উপহার । বলো তারে

প্রেম মোর উপেক্ষা স'বে না তিল ।

পঞ্চম দৃশ্য

অলিভিয়ার উদ্ভাৱন

(সার টোবি, সার এণ্ডরু ও ফেবিয়ানের প্রবেশ)

সার টোবি । এসো ফেবিয়ান, এসো !

ফেবিয়ান । আজ্ঞে, আমি নাচবো বলেই এসেছি ।

যে-মজা চলেছে, তার একটি ফোঁটা পাছে বাদ
পড়ে, সেই ভাবনাতেই আমি মারা যাবো ।

সার টোবি । ঐ গোমড়া-মুখে, হতচ্ছাড়া পাঞ্জীটাকে
এমনি ভাবে ঠাণ্ডা করলে তুমি খুশী হবে ?

ফেবিয়ান । আমি তা'হলে নাচবো । একটা কুকুর
আর ভাল্লকের লড়াই * নিয়ে ওই তো দেখে
ঠাকরণের মেজাজ চটিয়ে ।

সার টোবি । ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্ত ওকেই আমরা
বানাবো ভাল্লুক । ওকে আমরা গাধা-মার্কী
দিয়ে তবে ছাড়বো । কি বলো, সার এণ্ডরু ?

এণ্ডরু । 'তা' যদি না পারি তো এ দুঃখ জীবনে
যাবে না ।

সার টোবি । ঐ সেই ক্ষুদে-শয়তান আসছে ।

(মেরিয়ান প্রবেশ)

কি খবর গো—ভারতের স্বর্ণ-খনি ?

মেরিয়া । তোমরা তিন জনে ঐ গাছের আড়ালে
লুকোও । মালভোলিও এই পথে আসছে ।
এই আশ ঘন্টা ধরে যোদে বসে নিজের ছায়া
দেখে আদব-কায়দা রপ্ত করছিল । মজা
দেখবার জন্ত ওর উপরে নজর রেখো । আমি
জানি, এ চিঠি পেলে নিরেট আহাম্মকের মত
কাঠ হয়ে ভাবতে বসে যাবে । ঘেঁষাঘেঁষি
দাঁড়াও । এটা এইখানে থাকুক (পত্র স্থাপন) ।

* একপ্রকার নিষ্ঠুর ক্রীড়া । ইহাতে একটি
ক্লান্ত ভাল্লুককে কাণ্ডে বদ্ধ রাখিয়া তাহার দিকে কুকুর
লেলাইয়া দেওয়া হইত । গোড়া ধার্মিকদের কাছে
ইহা অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রথা বলিয়া বিবেচিত হইত । সে
হিসাবে ইহা মালভোলিওর কাছে বিসদৃশ ছিল ।

কাংলা মাছ আসছে—ওকে খেলিয়ে ভালমাস তুলতে হবে।

[প্রস্থান।

(মালভোলিওর প্রবেশ)

মালভোলিও। সবই ভাগ্যের ফল। মেরিয়া একবার আমায় বলেছিল যে, আমার উপর ঠাঁর একটু টান আছে। তাঁর কাছে আমি এইটুকু মাত্র শুনিছি, যদি তিনি বিয়ে করেন তো তাঁর সে-স্বামীর গায়ের রং হবে আমার মতন।—তার উপর আর পাঁচজন্যের সঙ্গে আমাকে একটু তফাৎ করে দেখেন। এরই বা মানে কি?

সার টোবি। আরে খেলে যা। ছুঁচো কোথাকারের। ফেবিয়ান। আঃ, থামুন। ভাবতে ভাবতে কেমন মোরগের মতো হলো—যেন পালক ফুলিয়ে ডাক ছাড়ছে।

সার এণ্ডরু। দি এক চড় কষিয়ে।

সার টোবি। থামো—থামো।

মালভোলিও। কাউন্ট মালভোলিও হবো—

সার টোবি। ওরে পাঞ্জী।

সার এণ্ডরু। গুলি মারো, গুলি মারো।

সার টোবি। থামো, থামো।

মালভোলিও। তবে এর নজির আছে। ষ্ট্যাচারি মহিলা তাঁর রাজ-কামরার পরিচারককে যে বিবাহ করেছিল।

সার এণ্ডরু। তোর নজিরের কাঁধায় আঙুন।

ফেবিয়ান। থামুন। দেখুন, কেমন আঁকড়ে ধরেছে—কল্পনা কেমন ফেঁপে উঠেছে।

মালভোলিও। বিবাহের তিন মাস পরে—তখতের উপর বসে...

সার টোবি। একটা গুলতি পেলে পাথরকুঁচি মেরে ওর চোখছোটো দি কাণা করে।

মালভোলিও। নম্রা—কাটা ভেলভেটের পোষাক পরে বান্দাদের ডাকবো অলিভিয়ার কাছ থেকে এসে—

সার টোবি। তোর মাথায় বাজ পড়ুক।

ফেবিয়ান। থামো! থামো।

মালভোলিও। তার পর গদীয়ান হয়ে বসে—কুপা করে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাদের বলবো—আমি কে, তা আমি জানি? তাদের উচিত জেনে রাখা—তারা কে! তাদের যোগ্যতা কতখানি। তারপর আমার আত্মীয় টোবিকে ডেকে পাঠাবো।

সার টোবি। তোমার মাথায় বজ্রপাত হোক উজ্জ্বল পড়ুক।

ফেবিয়ান। থামুন, থামুন—দেখুন সবটুকু।

মালভোলিও। আমার সাত জন বিশ্বস্ত সহচর

তখন তাকে আনবার জন্ত দৌড়বে। আমি

তাকে দেখে একটু জুটুট করবো। হয়তো

ঘড়িটায় দম দেবো—না হয় ধরো, আমার কো

মণি-রত্ন নিয়ে একটু খেলা করবো। টোবি

আসবে। এসে আমায় অভিমান করবে—

সার টোবি। আরে, এটা বাঁচবে তো?

ফেবিয়ান। যদিও চুপ করে থাকা শক্ত, তবু চুপ করে থাকুন।

মালভোলিও। এই ভাবে তার দিকে আমি আমার

হাত দেবো বাড়িয়ে—মুখের হাসি চেপে মুখবে

করবো একটু কঠিন—

সার টোবি। আর টোবি তখন তোমার ঠোঁটে

উপর একটা ঘুষি বসিয়ে দেবে—না?

মালভোলিও। বলবো, “আত্মীয় টোবি, আমার ভাগ

তোমার তাইবীর ভাগ্যে মিশে এক হাওয়া

এ কথা বলবার আমার অধিকার আছে।”

সার টোবি। কি কথা?

মালভোলিও। “তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।”

সার টোবি। তবে রে হারামজাদা!

ফেবিয়ান। আরে থামুন, নাহলে আমাদের মন্তল

যাবে তুল হয়ে।

মালভোলিও। “তার উপর একটা গর্দভের সঙ্গে তু

তোমার মূল্যবান সময় মিশে নষ্ট করছে।”

সার এণ্ডরু। আমায় বলছে, ঠিক।

মালভোলিও। “এণ্ডরু নামে—”

সার এণ্ডরু। আমি জানি, আমার কথা—কেন

অনেকেই আমাকে নীরেট বলে।

মালভোলিও। এখন কি করা যায়?

(পত্র কুড়াইয়া লইল)

ফেবিয়ান। বাছাধন এবার জালে পড়েছেন।

সার টোবি। থামো, থামো—শয়তানের মো

পড়ে টেচিয়ে না যেন। খবদার!

মালভোলিও। আরে এ দেখছি, ঠাকুরপের হাতে

লেখা। এই তাঁর “জ”; এই তাঁর “উ”; এই তাঁ

“শ”; এই ভাবে তিনি “শ্র” লিখেন। তাঁ

লেখা—না, কোনো সন্দেহ নেই।

সার এণ্ডরু। তাঁর “জ,” তাঁর “উ,” তাঁর “শ্র”—

মানে?

মালভোলিও। (পড়িতে লাগিল) “অজানা প্রণয়ীর
উদ্দেশ্য আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।” হবহ তাঁর ভাষা।
দেখি। দাঁড়াও,—ধীরে ধীরে। এই যে, কাগজে
তাঁর মোহরের ছাপ। তাঁরই লেখা। কাকে
উদ্দেশ্য করে এ কথা তিনি লিখলেন?

ফেবিয়ান। এইবারে প্রেমের জয় হলো।
মালভোলিও (পাঠ) “দেবতা জানেন, তাঁরে
ভালোবাসি আমি।

কেবা সেই গুণময়—যিনি মোর স্বামী?
ওঠ, তুমি রহ স্থির—কয়ো না সে কথা;
মানবে জানিবে না কো প্রণয়ের ব্যথা।”
“মানবে জানিবে নাকো প্রণয়ের ব্যথা।”—তার
পর হৃদ আবার বদলে গেছে। “মানবে জানিবে
নাকো মালভোলিও, এ লোকটি যদি তুমি হও?
সার টোবি। হতভাগাকে ধরে ফাঁসিকাঠে
লটকে দাও।

মালভোলিও। (পাঠ)

“আদেশ করিব পুঞ্জিছি যাহারে,
শুধু রাখিব গোপন হিয়ারে;
হৃদয়ের ক্ষত হবে রক্তহীন,
ম-ও-ভ ল মোরে করিবে নবীন।”

স ফেবিয়ান। হেঁয়ালির মত হেঁয়ালি।
সার টোবি। ছুঁড়ী খুব কাজের, বটে।
মালভোলিও। “ম-ও-ভ ল মোরে করিবে নবীন—”
না, এটা কি রকম হলো? রোসো, দেখি।

স ফেবিয়ান। ওঃ, কি বিষের কালিয়াই ওর জন্তে
তৈরী হয়েছে।

স সার টোবি। কোন্ ডানা দিয়ে বাজপাখীকে খেদিয়ে
রাখে, দেখি।

স মালভোলিও। “আদেশ করিব পুঞ্জিছি যাহারে”—
কেন? তিনি তো আমার আদেশ করতে
পারেন। আমি তাঁর আজ্ঞাবহ—তিনি আমার
কর্তা। এ খুব স্বাভাবিক ঘটনা—এতে কোন
বাধা-বিপত্তি চলতে পারে না। শেষের দিকে
বর্ণ-মালার সমাবেশে কি বোঝাচ্ছে? যদি ওটাকে
আমার দিকে ঘোরাতে পারি, দেখি, এ কথার
বিচার করে ম-ও-ভ ল—

সার টোবি। ওটা মিলিয়ে নিতে সব বুঝি বা ঘুলিয়ে
যায়।

ফেবিয়ান। যত বড় ধূর্ত হোক, ভাল শিকারী
কুকুরকেও এর জন্ত মাথা খুঁড়তে হবে।

মালভোলিও। “ম”—মালভোলিও। “ম”—হাঁ,
তাই তো, এ যে আমার নামের আত্মকর।

ফেবিয়ান। আমি বল্লেম, ও ঠিক ধরতে পারবে।
কুকুর গন্ধে-গন্ধে ঠিক মানুষ করে!

মালভোলিও। “ম”—কিন্তু তার পরে যে আর
মিলছে না। না, এ ঠিক খাপ খাচ্ছে না “ও”
শেষে হবে। এখানে কেন?

ফেবিয়ান। ভয় নেই—শেষেই “ওঃ” হবে।
সার টোবি। বেত মেরে ওকে “ও” বলিয়ে তবে
আমি ছাড়বো।

মালভোলিও। “ল” আসছে শেষে।

ফেবিয়ান। লক্ষ্য তোমার পিছনে থাকলে দেখতে
পেতে, সামনের এ সৌভাগ্যের চেয়ে শেষের দিকে
তোমার জীবনে অশেষ দুর্গতি-ভোগ আছে।

মালভোলিও। ম-ও-ভ ল! হৃদ্যবেশ আগের মত
খুলতে পারি না—তবে একটু মুচড়ে দেখলে
মনে হয়, যেন আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে।
কেন না এ সব অক্ষরগুলো আমার নামেতে
আছে। আচ্ছা, দেখি—এবার গন্ত মুরু হলো—

(পাঠ) “যদি তোমার হাতে পড়ে,
বিবেচনা করে দেখো। গ্রহ-বশে আমি তোমার
উচ্ছে আছি। তবে মহত্ব দেখে ভয় পেয়ো
না। কেউ মহত্ব নিয়ে জন্মায়; কেউ-বা জন্মে
মহত্ব লাভ করে; আবার কারো উপরে
বা মহত্ব আরোপ করা হয়। তোমার
ভাগ্য তোমায় আশ্রয় দিচ্ছে—তোমার প্রাণ
আর মন দিয়ে সে আশ্রয় গ্রহণ করো। তুমি
যা হতে যাচ্ছ—সে পদের গৌরব রক্ষার জন্ত
তোমার খোলস ত্যাগ করে তুমি নবীন হও।
আত্মীয়ের প্রতিকূলতাচরণ করবে, পরিচারকদের
কাছে রুচ হবে। ভাষায় তোমার মহত্বের
বন্ধার থাকবে, তোমার ব্যবহারে থাকবে
স্বাভাব্য। তোমার প্রেমে পাগলিনী আজ
তোমায় এই উপদেশ দিচ্ছে। মনে রেখো,
কে তোমার ঐ হরিজ্ঞাবর্ণের মোজার প্রশংসা
করেছে; কে তোমায় ফুলের মতন ভদ্রীতে
গাটার বাঁধতে বলেছে। আবার বলছি, মনে
রেখো। তুমি চাও তোমার ভাগ্য ফেরাতে।
—না চাও, তুমি থাকবে চিরদিন অগ্র পরি-
চারকদের মত—সেই সরকার—ভাগ্য-দেবীর
অঙ্গুলি স্পর্শ করবার যোগ্যতা যার নাই।
বিনায় দাও, তাঁরে যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বদল
করতে চায়—
অস্বখী ভাগ্যবতী”

দিনের আলোয় লেখা...এর চেয়ে স্পষ্ট আর কিছু হতে পারে না। এ একেবারে নিশ্চিত, আমি বড় হবো—আমি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পড়বো—সার টোবিকে উচ্ছেদ করবো! ছোট লোকের সংগ্রহ আর রাখবো না। যেমন বলছে, আমি ঠিক ভেমনি হবো। প্রত্যেক ব্যাপারে স্থির দেখা যাচ্ছে কর্তা আমার ভালোবাসে। সম্প্রতি তিনি আমার হলদে রঙের মোজার প্রশংসা করেছেন। আমার ফুলের মত ভদ্রীতে গাটার আঁটা—তাও তাঁর পছন্দ! এই সব বলে আমার উপর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আর হুকুমও এক রকম করেছেন যে, আমি যেন এই ভাবের পোষাকই পরি। আমার ভাগ্যকে আমি ধন্যবাদ দিই—আজ আমি সুখী। ফুলের মতন করে গাটার এঁটে, হলদে রঙের মোজা পরে আমি মহত্ব প্রকাশ করবো। ভগবান, তোমায় ধন্যবাদ! এই যে আবার একটা 'পুনশ্চ' রয়েছে—

(পাঠ) “আমি কে, তা বুঝতেই পারচো। আমার প্রেমের প্রতিদান দিতে যদি চাও—তা হলে হাসিতে সে-ইচ্ছা প্রকাশ করো। হাসলে তোমায় বেশ মানায়। সুতরাং প্রিয় আমার সব সময় আমার সামনে হাসি-মুখে থাকবে!” ভগবান, তোমায় ধন্যবাদ! হাসবো! আমি হাসবো। আমার যা' যা' হুকুম করেছে, সব তামিল করবো

[প্রস্থান।

সার টোবি। পাশা-খেলায় আমার স্বাধীনতা পণ রেখে আমি তোমার কৃতদাস হতে প্রস্তুত! সার এণ্ডরু। আমিও!

সার টোবি। এমন নেশায় তাকে মজিয়ে তুলেছো যে, নেশা কাটলে ও বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে।

মেরিয়া। সত্যি বলুন—খুব মজা হয়নি?

সার টোবি। ধাইয়ের কাছে ব্রাণ্ডী যেমন কাজের, এও ঠিক ভেমনি।

মেরিয়া। এ মজার যদি শেষ দেখতে চাও, তাহলে দিদিমণির কাছে ও যখন আসবে, তখন ওর রকম-সকমের দিকে নজর রেখো। হলদে মোজা পায়ে এঁটে অসুবে'খন—আর দিদিমণি ও রং চুচক্ষে দেখতে পারে না। তার উপর ফুলের ধরনে গাটার আঁটা—তাও তাঁর হু'চক্ষের বিষ। তাঁর সামনে এসে হাসতে শুরু করা। দিদিঠাকুরপোর মেজাজ এখন যা হাফে আছে, হাসি একেবারে ভয়ঙ্কর বিস্তী বোমানান হবে; কাজেই দিদিমণি যাবে চোটে—সে মজা যদি দেখতে চাও তো এসো।

সার টোবি। তোমার মত রূপসী যদি সঙ্গে থাকে, নরকের ফটক পর্যন্ত আমি তাহলে যেতে পারি!

সার এণ্ডরু। আমিও পারি। সত্যি বলছি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ভায়োলা ও বেহালা-হস্তে বিদূষক আসীন)

ভায়োলা। থামান মশায়, আপনার বাজনা থামান। আপনি কি বেহালা বাজিয়ে দিন গুজরানু করেন?

বিদূষক। না—আমি গির্জায় দিন কাটাই।

ভায়োলা। আপনি গির্জায় কাজ করেন?

বিদূষক। তা ঠিক নয়—তবে গির্জার দোহাই দিয়ে আমার চলে। আমি থাকি আমার বাড়ীতে, আর সে বাড়ী হলো ঐ গির্জার পাশে।

ভায়োলা। তাহলে একথা তুমি বলতে পারো যে, রাজ-প্রাসাদ ভিখারীর বাড়ীর পাশে; অতএব রাজা থাকেন ভিখারীর পাশে। তেমনি গির্জার

ফেবিয়ান। এ রকম রগড় দেখতে যদি পারন্তোর বাদশাহের হাজার টাকা বৃত্তি ত্যাগ করতে হয়—তাতেও আমি রাজী।

সার টোবি। এ মজা দেখানোর জন্ত ছু'ড়ীকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি—সত্যি।

সার এণ্ডরু। আমিও পারি।

সার টোবি। কোন রকম যৌতুক চাই না; শুধু এমনি মজা আর-একটু

সার এণ্ডরু। আমিও তাই।

ফেবিয়ান। এই আসছে আমার বাজ-ধরা পাখী।

(মেরিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। আমার গলায় রাখো তোমার ঐ চরণ ছুখানি।

সার এণ্ডরু। আমার গলাতেও।

পাশে তোমার বেহালা তুমি রাখো বলে গিঞ্জা
আছে তোমার বেহালার পাশে।

বিদূষক। আপনি ঠিক বলেছেন ভদ্রে। দুনিয়া কি
রকম চতুর হয়ে উঠেছে—একবার দেখুন।
কতকগুলো কথা মিলে একটি পদ—আবার সেই
পদ হচ্ছে রসিকতার সুন্দর শয্যা। কত
নীচ মন্দ দিকটা উল্টে দেওয়া যায়, বলুন তো।
ভায়োলা। তা বটে। প্রতি দিন ধারী কথা নিয়ে
খেলা করেন, ঐ কথা নিয়ে তাঁরা যা-তা করতে
পারেন।

বিদূষক। তাই আমার মনে হয় যে, আমার ভয়ীর
যদি কোন নাম না থাকতো।

ভায়োলা। তার কারণ?

বিদূষক। কারণ আর কি, ভদ্রে? নাম তো একটা
বাক্যমাত্র। বাক্যের আজ-কাল ঘে রকম
অধোগতি হয়েছে, তাকে আর বিশ্বাস নেই।

ভায়োলা। তার মানে?

বিদূষক। মানে দেখাতে গেলেও বাক্যের প্রয়োজন।
বাক্য আজ-কাল ভারী বিশ্বাসঘাতক হয়েছে;
কাজেই তা দিয়ে মানে দেখানো চলে না।

ভায়োলা। দেখছি, বেশ ফুষ্টি-বাজ লোক তুমি,
কোন-কিছুর তোয়াক্কা রাখো না।

বিদূষক। তা নয়। কিছু-না-কিছুর তোয়াক্কা
নিশ্চয় রাখি। তবে আমার জ্ঞানে আমি
আপনার কোনো তোয়াক্কা করি না। তাতে
যদি কোন-কিছুর তোয়াক্কা না করা হয়,
তাহলে আপনাকে অদৃশ হতে হবে।

ভায়োলা। আপনি কি লেডী অলিভিয়ার বিদূষক?

বিদূষক। না ভদ্রে, না। লেডি অলিভিয়ার এতখানি
বোকাগি নেই। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি
বিদূষক রাখবেন না। স্বামীগুলো বিদূষকের
সামিল কিনা—তফাৎ যা, তা' ঐ বাটামাছে
আর পুঁটি মাছে যেমন তফাৎ, তেমনি।
স্বামীর একটু বড় দরের বিদূষক। আমি তাঁর
বিদূষক নই, তবে তাঁর কথার দার-প্যাচ দেখছি।

ভায়োলা। সম্ভ্রান্তি কাউন্ট আর্সিনোর বাড়ীতে
তোমাকে দেখেছি—না?

বিদূষক। বিচিত্র নয়। বিদূষক সূর্য্যের মত পৃথিবীর
চারিদিকে ঘোরেন ভদ্রে,—সর্বত্র সে কিরণ দেয়।
কি করবো বলুন, নিরোধ বিদূষক—আমাকে
আমার কত্রীর কাছে থাকতে হয়, আবার
আপনার প্রভুর কাছেও যেতে হয়। আপনার
বন্ধির পরিচয় সেখানে পেয়েছি।

ভায়োলা। বটে, এবার আমার নিয়ে ভাঁড়ামি শুরু
হলো! নাও, সরে পড়ো। এই নাও তোমার
বখশিস!

বিদূষক। এর পরের রপ্তানিতে ভগবান যেন
আপনাকে এক জোড়া গৌফ-দাড়ি পাঠিয়ে
দেন!

ভায়োলা। এক জোড়া গৌফ-দাড়ির আমার খুব
দরকার হয়েছে। (জনাস্তিকে) অবশ্য আমার
মুখে দাড়ি গজিয়ে উঠুক, তা আমি চাইছি
না। (প্রকাশে) তোমার কত্রী আছেন?

বিদূষক। না, আপনার আর জোড়া নেই, দেখছি।

ভায়োলা। মাথা খাটাতে পারলে মেলে বৈ কি।

বিদূষক। আমি যদি তা হতে পারতাম! ফ্রিজিয়ার
লর্ড পাণ্ডারস হয়ে ক্রেসিডাকে ট্রয়লসের কাছে
এনে দিতে পারি। *

ভায়োলা। বুঝেছি—তুমি তার উপযুক্ত।

বিদূষক। ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুগম্ভীর নয়—
ভিখারীর কাছে শিক্ষা চাওয়ার মতো।
ক্রেসিডা রিক্তা, ভিখারী। হ্যা, কত্রী আছেন,
কোথা থেকে আপনার আগমন, তা আমি
ওদের বুঝিয়ে দেবো। আপনি কে, আর
আপনার মন্তব্য কি, সে আমার জ্ঞানের
বাইরে। গম্ভী বলা উচিত ছিল, তবে কথাটা
ব্যবহারে বড় পুরোনো হয়ে গেছে।

ভায়োলা। বিদূষক-উপযোগী শক্তি আছে বটে।

কার্যকরী শক্তি হয় করিতে নিয়োগ।

মানব-খেয়াল, তথা স্থান-পাত্র কাল

এ-সবেতে লক্ষ্য রাখা অতি প্রয়োজন

রসিকতা-কালে;—খোন লক্ষ্য রাখে যথা

দৃষ্টি-পথারুত প্রতিপক্ষপরে। বহু

আয়েসেতে এতে হয় সিদ্ধিলাভ, যথা

জ্ঞানধান করে শিক্ষা বহুল অভ্যাসে।

বিদূষক-রসিকতা অতি তৃপ্তিকর;

বুদ্ধিহীন শিক্ষিতের কথা হাস্যকর।

(সার টোবি ও সার এণ্ডরু প্রবেশ)

সার টোবি। নমস্কার মহাশয়।

* ক্রেসিডা অবিবাহিতা স্ত্রী—ট্রয়লস সত্য-প্রণয়ী।
ক্রেসিডার পিতৃব্য লর্ড পাণ্ডারস ট্রয়লস ও ক্রেসিডার
মিলন সম্ভবপর করেছিলেন। এ সম্বন্ধে চশারের
(Chaucer) একখানি কাব্য ও সেক্সপীয়রের
একটি নাটক আছে।

ভায়োলা। নমস্কার।

সার এণ্ডরু। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ভায়োলা। আমিও আপনাকে সেই শুভ ইচ্ছা

জানাচ্ছি—আমি আপনার দীন ভৃত্য।

সার এণ্ডরু। আমাকেও আপনার ভৃত্য বলে জানবেন।

সার টোবি। এ গৃহে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে কি? আপনি আসেন, আমার তাইবীর ইচ্ছা—অবশ্য তাঁর কাছে যদি আপনার প্রয়োজন থাকে।

ভায়োলা। তাঁর কাছেই আমি এসেছি। এবং তিনিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য।

সার টোবি। আপনার পা-দুটিকে একবার পরীক্ষা করুন—তাদের গতিশীল করুন।

ভায়োলা। পা দুটোকে পরীক্ষা করবার কথা যা বললেন, তা আমি যত না বুঝি—আমার পা দুটো তার চেয়ে ঢের বেশী বোঝে, মশায়।

সার টোবি। আমার বক্তব্য আপনি শুধুন, ভিতরে প্রবেশ করুন।

ভায়োলা। বেশ, চরণদুটিকে গতি দিন গৃহ-প্রবেশ করে। উত্তর দিলেম, কিন্তু যাওয়া হলো না।

(অলিভিয়া ও মেরিয়ার প্রবেশ)

অগ্নি গুণবতী দেবি, ভগবান তোমার জীবন সুখমায়ম করুন।

সার এণ্ডরু। ছোকরার কথা বলবার বেশ কায়দা আছে। “সুখমায়ম”—হঁ।

সার টোবি। “অধীর”, “সুখমা”—কথাগুলো মুখস্থ করতে হবে।

অলিভিয়া। বাগানের ফটক বন্ধ করো—এঁর কথা আমায় শুনতে দাও। (সার টোবি, সার এণ্ডরু ও মেরিয়ার প্রস্থান) আপনার হাত দিন মশায়।

ভায়োলা। সে আমার কর্তব্য, দেবি, অতি তুচ্ছ কাজ।

অলিভিয়া। আপনার নাম?

ভায়োলা। সৌন্দর্যের রাণি, আপনার এ ভৃত্যের নাম সিজারিও।

অলিভিয়া। মম ভৃত্য! মহাশয়, আনন্দ-মুখর নহে এ পৃথিবী যথা বিনয়ের ভাগ।

বুবা, তুমি আসিনোর হও আত্মবাহ।

ভায়োলা। তিনি আপনার, বাহা কিছু আছে তাঁর—

আপনার তাহা। আপনার ভৃত্য তিনি;

তাঁর ভৃত্যরূপে আমি আপনার দাস।

অলিভিয়া। বলো তাঁরে—স্থান তাঁর

নাহি মোর কাছে—

মোর স্থিতি মুছে যাক তাঁর হৃদি হতে।

ভায়োলা। তাঁর প্রতি তব মতি ফিরাবার লাগি আসিয়াছি আমি দেবি, তোমার নিকটে।

অলিভিয়া। ক্ষমা কর বুবা, অমুরোধ তব প্রতি—

তাঁর কথা মোর কাছে कहিয়ো না আর।

তুমি যদি নিজ হতে চাহ মোরে আজি—

শুনিব তোমার কথা প্রাণ-মন দিয়া;

চাহিব না আকাশের উদাত্ত সঙ্গীত।

ভায়োলা। দেবি!

অলিভিয়া। অমুরোধ মোর, কথা শোনো তুমি।

সেবারে আসিয়া যাহু করে গেলে কি যে—

পাঠাইছ অঙ্গুরীয় তব তরে আমি।

ভব সনা করেছি আমি সেদিন সবারে—

তোমারে-আমারে, আর ভৃত্যেরে আমার।

সরম-সঙ্কোচ-ভরে চাতুরী করিয়া

পাঠাই অঙ্গুরী মম জানিতে সে ভালো,

সে অঙ্গুরী রাখো নাই আমার নিকটে।

হীন তুমি তাবো মোরে—ক্ষতি তাহে নাই!

জানিনা তেবেছ কি-বা! অকরুণ হৃদি

তব রমণীর সম্মান-সরম সব

খেদিয়ে দিয়াছে অতি অবজ্ঞার ভরে,

শিকারী কুকুর সম, তব চিন্তা ক্রুর।

বলেছি অনেক কথা—তুমি বুদ্ধিমান।

বন্ধ নহে,—বস্ত্র শুধু হৃদয়ের মোর

রেখেছে আবৃত। এবে কহ তব কথা।

ভায়োলা। হায় নারি!

অলিভিয়া। শুনি, ইহা প্রেমের লক্ষণ।

ভায়োলা। এ নহে প্রেমের চিহ্ন। সাধারণ ভাবে

শরুরেও করি হেন অল্পকম্পা আমি।

অলিভিয়া। হয়েছে সময় এবে হাসিবার তবে।

গর্কে কি উদ্ধত হয় দীন-হীন যে-বা?

ভক্ষ্য যদি হতে হয় হিংস্র স্বাপদের—

ধাক হতে পশুরাজ—বহুগুণে ভালো।

(ঘড়ি বাজিল)

ঘটিকা कहিছে মোরে, বুখা কালক্ষেপ

করি আমি। ভীত ত্রস্ত হবে তুমি,

নাহি তার হেতু; তোমারে চাহি না আমি।

বুদ্ধি ও যৌবন যবে হবে পরিণত,

পাবে বটে পত্নী তব তোমারে মধুর।

সমুখেতে যুক্ত পথ—যেয়ো পশ্চিমেতে।

ভায়োলা। চলিছ পশ্চিমে তবে। হৃদয়-মাধুরী
শোভা তব পাক নিত্য। প্রভুরে আমার
বলিবার কিছু নাই তবে?

অলিভিয়া। অমরোদ্য,—
তিষ্ঠ কণকাল; কিরূপ ভেবেছো মোরে—
কহ তাহা, শুনি।

ভায়োলা। ভাবিতেছি, নহ যাহা—
তাহাই স্বরূপ তব।

অলিভিয়া। তাই যদি
ভাবি আমি—জেনো, তুমিও তা নহ কভু
যে-ভাব দেখালে হেথা।

ভায়োলা। অতি সত্য কথা।

নহি আমি—তুমি মোরে দেখিছ যেমন।
অলিভিয়া। হতে যদি—মোর মন চাহে যেই মতো।
ভায়োলা। হতো কি এতই ভালো?

আমি যাহা আছি,
তাহা হতে অল্প যদি হতে পারিতাম।
বিমূঢ় যুবক আমি এবে তব পাশে।

অলিভিয়া। ওঠেতে অঙ্কিত রোষ, বিরাগের ভাব,
বিতৃষ্ণ ভরা তব মাধুরী মধুর।
হত্যা-অপরাধী রাখে লুক্কায়িত পাপে
সজোপনে যথা—প্রেম করে সেই মত
গোপন প্রেমিক-জনে। প্রেমের নিমীষ
হয় দিবা-দ্বিপ্রহরে। বসন্ত-গোলাপ,
আমার কোমার্য, মান সম্ভব-নিষ্ঠার—
শপথ লইয়া আমি কহিতেছি তোমা,
এত ভালো বাসি তোমা, বুদ্ধি-বিবেচনা
তব দৃষ্ট ভাবে মোর সকলি বিফল।
পারিনাকো প্রেম মোর করিতে গোপন—
তব কাছ হতে। ভাবিয়ে না কভু ইহা,
তোমাতে করেছি বলে' প্রেম-দান মোর,
তুমি নাহি দিতে পারো প্রতিদান মোরে
তোমার প্রেমের। বাধাহীন চিন্তা লয়ে
এ-কথা ভাবিয়ে—চাহিলে পাইবে প্রেম;
অবাচिता দিতে পারি প্রেম স্নমধুর।

ভায়োলা। সারল্য, যৌবন মোর—সবার শপথ—
তোমাতে এ-সত্য কহি,—আছে মোর—জেনো,
একটি হৃদয়, এক বক্ষ, এক সত্য;
কোন নারী পায়নিকো তাহা, পাবে না তা
কোন দিন। আমি বিনা অস্ত্রে কেহ কভু
অধিকারী হবে না তাহার। বিদায়,
জানাবো আসিয়া পুনঃ তোমাতে হেথায়
প্রভুর হৃদয়-ব্যথা অশ্রু-নিপীড়িত।

অলিভিয়া। তব এসো। মনে হর, মনের বিরাগ—
অমুরাগে ভরে' দিতে তুমি যোগ্য জন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(সার টোবি, সার এণ্ডরু ও ফেব্রিয়ানের প্রবেশ)

সার এণ্ডরু। না, আর এক মুহূর্ত আমি এখানে
থাকবো না।

সার টোবি। কারণ কি যাহ? কারণ শুনি।

ফেব্রিয়ান। কারণ আপনার দেখানো উচিত সার
এণ্ডরু।

সার এণ্ডরু। তোমার ভাইবী সেই কাউন্টের
লোকটাকে এত আদর-যত্ন করতে লাগলো—
যে, তেমন যত্ন আমার কখনো করেনি।
বাগানে এ-ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সার টোবি। সে তোমায় দেখেছিল?

সার এণ্ডরু। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল...আমি
যেমন তোমায় দেখছি।

ফেব্রিয়ান। এ থেকে তো তোমার উপর তাঁর
ভালোবাসার প্রমাণ পাচ্ছি।

সার এণ্ডরু। আরে ছো। আমার গাধা বানাবে
না কি?

ফেব্রিয়ান। বিচারে আমি প্রমাণ করে' দেবো।

সার টোবি। নোয়া নাবিক হবার আগে থেকেই
ওরা বিচার-কার্য করছে।

ফেব্রিয়ান। তিনি যে সেই ছোকরাটিকে অমুগ্রহ
দেখিয়েছিলেন—তার উদ্দেশ্য, আপনাকে ক্ষেপিয়ে
দেওয়া। আপনার স্ত্রী মহুয্যত্বকে জাগিয়ে
তোলা। আর আপনার বুকে সাহসের আগুন
ফুটিয়ে রাখা। আপনার উচিত ছিল তখন
তাঁর সঙ্গে আলাপ করা—আর সন্ত-তৈরী টাক-
শালের আনুকোরা টাকার মত তাজা রসিকতার
ছোকরাকে বোকা বানিয়ে দেওয়া। আপনার
কাছ থেকে এইটে আশা করা গিয়েছিল—
আপনি তা' উপেক্ষা করেছেন। হৃদিকে সোনালি
রং-করা এমন সুযোগ—আপনি তা ছেলার
হারিয়েছেন। আপনার সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা
ছিল, তাতে আপনি উত্তরে হাওয়া বইয়ে
দিয়েছেন। সাহস বা মতলব দেখিয়ে ভাবি
করবার মত একটা কিছু কাজ যদি এখন না

করতে পারেন তো ওলন্দাজদের দাড়িতে বরফের
গুঁড়োর মত আপনি ঝুলতে থাকবেন।

সার এণ্ডরু। যদি কোন উপায় থাকে তো সাহস।
মতলব অন্ত-মত আমি বুঝি না। রাজনৈতিক
হবার চেয়ে রবার্ট ব্রাউনের দলে মিশে গোঁড়া
বক-ধার্মিক হওয়া ভাল।

সার টোবি। তবে আর কি, সাহসের উপর তোমার
সৌভাগ্যের সৌধ নির্মাণ করো। কাউন্টের
ছোকরার কাছে ধন্দ-মুন্দের আহ্বান-লিপি
পাঠাও। তাকে গাত জায়গায় আঘাত করবে।
আমার ভাইবী সেগুলো খুঁটে-খুঁটে দেখবে।
পুরুষের প্রশংসায় নারীর চিত্ত-হরণ করতে হলে
তার শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে
সব চাইতে পাকা রকমের ঘটকালী।

ফেবিয়ান। সার এণ্ডরু, এ ছাড়া আর অত্ন রাস্তা
নেই।

সার এণ্ডরু। তোমরা কেউ আমার সে আহ্বান তার
কাছে পৌঁছে দেবে?

সার টোবি। যাও—বেশ বড় বড় অক্ষরে লিখে
আনো। ভাষা হবে খুব সাদাসিধে আর ধারালো।
তাতে রসিকতা থাক্ আর নাই থাক্, তাতে
থাকা চাই নবীনতা। কালির আঁচড় দিয়ে যত
পারো খোঁচা দিয়ে, যদি তিনবার তুই-তোকায়ী
করতে পারো, খুব ভালো। যদি * ওয়্যার-এর
শয্যার মত কাগজখানা লম্বা-চাওড়া হয়, তাতে
যত পারো মিথ্যা কথা ভরিয়ে দেবে।—যাও,
তৈরী হও। পালকের কলমে লিখলেও তাতে
যেন বেশ ধার থাকে। নাও, ওঠো।

সার এণ্ডরু। তোমাদের পাবো কোথায়?

সার টোবি। তোমার ঘরেই আবার তোমার সঙ্গে
গিয়ে দেখা করছি। [সার এণ্ডরুর প্রস্থান।]

ফেবিয়ান। বেশ প্রাণের লোকটি পেয়েছেন তো।

সার টোবি। ছুটি হাজার টাকা খসিয়ে তবে প্রাণের
জন করেছে।

ফেবিয়ান। একখান মজার চিঠি মোদ্দা দেখা
যাবে। চিঠি পাঠাবে তো?

* বিখ্যাত ওক-কাঠের পালঙ্ক। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে
১১ ফুট এবং উচ্চতায় ৭।০ ফুট। বারো জন লোক
এই পালঙ্কে আরামে শয়ন করিতে পারিত।
হার্টফোর্ডশায়ারে Ware নামক স্থানে Sarocen's
Head নামক সরাইয়ে ইহা বহুকাল অবস্থিত ছিল।
এখনও ইহা সংরক্ষিত আছে।

সার টোবি। নিশ্চয়। তবে ছোকরার কাছ থেকে
একটা জবাব আদায় করতে হবে। আমার মনে
হয়, বলদ আর দড়ি ওদের দুজনকে টেনে তুলতে
পারবে না। এণ্ডরুকে কেটে ফেলে যদি দেখতে
পাও যে, মোমাছির পা আটকে যায় এমন
এতটুকু রক্ত ওর দেহে আছে, তবে তার বাকী
দেহতরুটুকু আমি গুলে খেয়ে ফেলতে পারি।
ফেবিয়ান। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরার চেহারায়
নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
সার টোবি। ঐ দেখ, রেণ-পাখীর * নটা বাচ্চার
ছোটটি এই পথে আসছে।

(মেরিয়ার প্রবেশ)

মেরিয়া। যদি মুর্ছা যেতে আর হেসে ফেটে যেতে
চান তো আমার সঙ্গে আসুন। ছুঁচো
মালভোলিও একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।
সরল-বিশ্বাসী এমন কোন খ্রীষ্টান নেই যে সহজে
বিশ্বাস করবে, মালভোলিও এমন নিরেট
বোকা। সে হলদে রঙের মোজা পায়ে দেছে।

সার টোবি। ফুলের প্যাটার্নের গার্টার এঁটেছে?
মেরিয়া। একেবারে ছুঁচোর মত—ঠিক যেন গীজার
পাঠশালার গুরুশায়টি। খুনের মত আমি
তার পিছু পিছু ঘুরেছি। আমার সেই চিঠির
কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। হাসির চোটে
মুখে এমন দাগ করেছে যে, ভারতবর্ষের
নতুন মানচিত্রেও † অত দাগ নেই। এমনটি
আর কখনও দেখেন নি। আমার তো তাকে
দেখলে তার দিকে কোন জিনিষ ছুঁড়ে তাকে
মারতে ইচ্ছা করছে। দিদিমণি নির্ধাত মেরে
বসবেন। মারেন যদি, ও হাসতে আরম্ভ করবে।

* Wren (রেণ) পক্ষী সাধারণতঃ নয় দশটি
ডিম্ব প্রসব করে। সর্বশেষে যে শাবকটি ডিম্ব হইতে
নির্গত হয়, সেটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল হয়। মেরিয়ার
ক্ষুদ্র আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে।

† সম্ভবতঃ Mollineux নামক জনৈক ইংরাজ
যুবকের ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত
মানচিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। Hakluyt's
Voyages নামক গ্রন্থে কোন কোন স্থলে ইহা
সম্মিষ্ট আছে। ইহাতে ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ ও
সাধারণতঃ পূর্ব দেশগুলির সম্মিষ্টে সূচ্যরূপে
প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিনব রেখাপাতের জন্য এই
মানচিত্র বিখ্যাত।

ভাববে, মার খেয়ে মস্ত অমুগ্রহ-লাভ করছে।
সার টোবি। চল, চল, নিয়ে চল,—কোথায় সে ?
[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(সেবাষ্টিয়ান ও আণ্টনিওর প্রবেশ)

সেবাষ্টিয়ান। বাঙা করি নাই, তুমি ভুঞ্জিবে দুর্ভোগ।
দেখিতেছি, দুর্ভোগেরে করেছ সুন্দর
আনন্দের বারি দিয়া। ক্লত বাক্য আর
বলিতে না পারিব তোমায়।
আণ্টনিও।

তব পিছে

নারিছ রহিতে; দুর্দম বাসনা মোর
চুষক-মণির মতো আনি দিল মোরে
সম্মুখে তোমার। শুধু ভালোবাসা নয়—
যদিও তাহার ভরে যেতে পারি দূর-
দূরান্তরে! মনেতে উদিল চিন্তা, একা
তুমি কি করিবে হেথা। জানো না এ দেশ।
অজ্ঞাত পথিকে হেথা পেলে বন্ধুহীন
হয় না কো অধিবাসী অতিথি-বৎসল।
অমঙ্গল-চিন্তা ভাবি, শুধু স্নেহ-বশে,
আসিয়াছি তোমার সন্ধানে।

সেবাষ্টিয়ান। আণ্টনিও,

স্বপ্নদয় বন্ধু মোর, ধৃত্বাদ বিনা
কিছু না প্রদেয় আছে; বহু ধৃত্বাদ
তোমাতে জানাই আমি। স্নাকার্যের দেখি
পরিণতি হয় হীন! বৈভব আমার
থাকে যদি, বিবেকের বশে যথোচিত
ব্যবহার পাবে তুমি মোর কাছে, জেনো।
এবে কি করিব? যাবো নগরেতে না কি—
দেখিতে কি আছে দর্শনীয়?

আণ্টনিও। কাল হবে

সে সকল। তার পূর্বে বাসস্থান লাগি
করহ সন্ধান, ভালো।

সেবাষ্টিয়ান। নহি ক্লান্ত আমি—

সন্ধ্যার বিলম্ব আছে। নয়নেরে তৃপ্ত
করো দেখায়ে আমারে শ্রুতি-স্তুত আর
প্রখ্যাত ষত ষা-কিছু—যাহার কারণে
এ দেশের এত খ্যাতি সমগ্র ভুবনে।
আণ্টনিও। ক্ষমা কর মোরে, রাজপথ ভ্রমণিতে
বিপদ আশঙ্কা করি। পূর্বে আমি এক
সমুদ্র-সংগ্রামে কাউন্টের বিরোধিতা

করেছি সাধন; তাহার কারণে, ধৃত
যদি হই হেথা আমি, পাবো না নিষ্কৃতি।
সেবাষ্টিয়ান। বহু লোক-হত্যা বুঝি করেছো সাধন?
আণ্টনিও। রক্তের সম্পর্ক নাই সে বিচ্যুতি-মাঝে।

কলহের বিশিষ্টতা এনেছিল তব
বাদ-প্রতিবাদ আর বুখা-রক্তপাত।
সে অবধি মোরা সব দিয়াছি ফিরিয়ে
যাহা কিছু লয়েছিছ বাণিজ্যের তরে।
করিল এ কাজ অন্তে—আমি শুধু শির
নত করিলাম মোর। ভুঞ্জিব যাতনা,
যদি হেথা ধরা পড়ি।

সেবাষ্টিয়ান। ভ্রমিবে না তবে?

আণ্টনিও। সাজে না কো তাহা। তব কাছে
রাখো বন্ধু,

অর্থের পেটিকা মোর। পাবে উপযুক্ত
বাসস্থান দক্ষিণ-সহরে; আছে সেথা
চটী এক এলিফ্যান্ট নামে। আমি যাই
আহার্য্য-সন্ধানে! এবে নগর-দর্শনে
জ্ঞান-ক্ষুধা তব বন্ধু মিটাও তোমার।
সেথা তুমি পাইবে আমারে।

সেবাষ্টিয়ান। কেন আমি

অর্থের পেটিকা তব রাখি নিজ কাছে?
আণ্টনিও। নয়নে পড়িলে পরে সখের সামগ্রী
কিনিতে হইবে সাধ; তোমার ভাণ্ডারে
অর্থ যাহা আছে, সখ মিটাবার তরে
প্রচুর তা নয়।

সেবাষ্টিয়ান। হইব তোমার আমি পেটিকা-বাহক।

ঘটিকার তরে লই বিদায় এখন।

আণ্টনিও। মনে রেখো, এলিফ্যান্ট চটী।

সেবাষ্টিয়ান। মনে রবে।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

অলিভিয়ার উত্থান

(অলিভিয়া ও মেরিয়ার প্রবেশ)

অলিভিয়া। আসিতে বলেছি তারে; বলেছে,
আসিব।

কি দিয়া তুষিব তারে? মূল্য বিনা নাই
মিলে যৌবনের দান; শিক্ষা আর ধন
মিলাতে না পারে তাহা। কথা আমি কহি
বড় উচ্চ রবে। কোথায় মালভোলিও?

গম্ভীর প্রকৃতি তার, অথচ বিনয়ী ;
তার মত আশ্রয়বহু প্রয়োজন যৌর।
মেরিয়া। সে আসছে দিদিমণি। কিন্তু সে ভারী
বেয়াড়া রকমের পোষাক পরেছে। বোধ হয়,
তাকে ভুতে পেয়েছে।
অলিভিয়া। কেন, ব্যাপার কি? যা-তা বন্ধে
না কি?
মেরিয়া। না, দিদিমণি, খালি হাসছে। আপনি
একটু সাবধানে থাকবেন। তার মাথায় নিশ্চয়
কিছু গোল হয়েছে।
অলিভিয়া। কহ তারে আসিবারে আমার নিকটে।
বাতুলতা অধিকার করেছে আমার;
সুখ-দুঃখ-মাখা বুঝি ব্যাধি হয় কিছু।

(মালভোলিওর প্রবেশ)

কি বর মালভোলিও?
মালভোলিও। সুধাময়ী-দেবী। হাঃ হাঃ হাঃ।
অলিভিয়া। তুমি হাসচো? দুঃখে আমার মেজাজ
বড় খারাপ। তোমায় ডেকে পাঠালেম—
মালভোলিও। দুঃখ! তুমি দুঃখ পেয়েছ। বিধা-
দিনী, আমিও দুঃখিত হবো। এই ফুলের
মত করে গাটার বাঁধার জন্ত রক্ত-চলাচলে একটু
বাধা ঘটছে। ঘটুক। তাতে যদি একজনের
নয়নের তৃপ্তি হয়, আমার কাছে তাহলে সেই
গানের কথা সত্য হবে, “একে যদি তৃপ্ত হয়,
সবে তৃপ্ত তবে।”

অলিভিয়া। বলা কি! তোমার কি হয়েছে?
মালভোলিও। পায়ে আমার হলদে রং থাকলেও
মনে এতটুকু কালি নেই। ঠিক-হাতেই সেটা
পড়েছে। স্মরণ্য হুকুম তামিল করতে হবে।
সেই মধুমাখা লেখা—সে লেখা আমি চিনি।

অলিভিয়া। তুমি শোবে, মালভোলিও?
মালভোলিও। শোবো?
অলিভিয়া। ভগবান তোমায় শান্তি দিন। তুমি
এত হাসচো কেন? আর এত ঘন-ঘন নিজের
হস্ত চুষনই বা করছো কেন?

মেরিয়া। এ কি এ মালভোলিও?
মালভোলিও। তোমার আদেশ! একটা পাখী
ডাকলে আর-একটা পাখী তার জবাব দেয়।
মেরিয়া। এমন অভূত সাহস নিয়ে দিদিমণির
সাহসে তুমি এলে কি বলে?
মালভোলিও। “মহত্ব দেখে ভয় পেয়ো না”—কি
সুন্দর লেখা।

অলিভিয়া। কি বকছো, মালভোলিও?
মালভোলিও। “কেউ মহত্ব নিয়ে জন্মায়—”
অলিভিয়া। এঁা।
মালভোলিও। “কেউ বা জন্মে মহত্ব লাভ করে।”
অলিভিয়া। কি বলছো?
মালভোলিও। “আবার কারো উপরে বা মহত্ব
আরোপ করে’ দেওয়া হয়”।
অলিভিয়া। ভগবান তোমায় নিরাময় করুন।
মালভোলিও। “মনে রেখো, কে তোমার হলদে
রঙের মোজার প্রশংসা করেছে।”
অলিভিয়া। তোমার হলদে রঙের মোজা।
মালভোলিও। “কে তোমায় ফুলের মত করে’
গাটার বাঁধতে বলেছে।”
অলিভিয়া। গাটার বাঁধা।
মালভোলিও। “মনে রেখো, তুমি চাও তোমার
ভাগ্য তোমার করায়ত্ত করতে।”
অলিভিয়া। আমার ভাগ্য।
মালভোলিও। “না চাও, তুমি থাকবে অস্ত পন্ডি-
চারকদের মত—সেই সরকার।”
অলিভিয়া। এ দেখছি ভোর-গরমের বাতুলতা।

(পরিচারকের প্রবেশ)

পরিচারক। মা, কাউন্ট আর্সিনোর সেই ছোকরা
ভদ্রলোকটি ফিরে এসেছেন। অনেক কষ্টে
তাকে ফিরিয়ে এনেছি। তিনি অপেক্ষা
করছেন।
অলিভিয়া। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[পরিচারকের প্রস্থান।]

মেরিয়া এটাকে একটু ত্যাগ তো। পিতৃব্য
কোথায়? লোকজনদের বল,—এখানে এর
উপর একটু বিশেষ নজর রাখতে। একে
প্রকৃতিস্থ করার জন্ত আমি আমার অর্ধেক
মৌতুক ব্যয় করতে দ্বিধা করবো না।

[অলিভিয়া ও মেরিয়ার প্রস্থান।]

মালভোলিও। ওঃ! এতক্ষণে আমার বুঝতে
পেরেছে। টোবি ছাড়া আবার অস্ত্র কার উপর
আমার অভ্যর্থনার ভার পড়বে? চিঠির সঙ্গে
হবহ মিলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে আমার
কাছে পাঠাচ্ছে—আমি যেন তাকে দেখে কঠিন
হই। চিঠিতেও আমাকে এই বলে উৎসাহ
দিয়েছে—“তোমার খোলাশ ত্যাগ করে’ নবীন
হও”। আর কি ভাবে তা করবো,—তাও

খুলে বলেছে—“আত্মীয়ের প্রতিকূলভাচরণ করবে, পরিচারকদের কাছে রুচ হবে; ভাষায় তোমার মহত্বের বঙ্কায় থাকবে—ব্যবহারে থাকবে স্বাভাব্য।” করতে হবে আমার গোমড়া-মুখ, দেখাতে হবে সম্মান-সুলভ ভাব, ভাদতে হবে আমার জিভের আড়ষ্টতা, আর বজায় রাখতে হবে একটু মহত্ব-ব্যঙ্গক হাস-ভাব—এই সব। আমি ঠিক ধরেছি। ভগবানের খেলা। এ জন্ত তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাবার সময় বলে গেলেন—“এটাকে একটু দেখা-শুনা কর।” “এটা!” মালভোলিও নয়! ‘এটা’ বললে,—সব মিলে যাচ্ছে। এক ফোঁটা গরমিল নেই। কোন বাধা নেই, কোথাও অসরল বা গোলমালে কিছু নেই। কি বলতে চায়? আমি আর আমার আশার পরিণতি—এ দুয়ের মাঝে কোনো বাধা থাকতে পারে না। ভগবানের দান! আমি কে? তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

(সার টোবি ও ফেব্রিয়ানের সহিত মেরিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। ভগবানের নাম নিয়ে বলো,—সে কোথায়? নরকের সমস্ত পিশাচ যদি এক রত্তি জ্বলগায় এসে জড়ো হয়ে ওর উপর ভর করে, তবু আমি তার সঙ্গে কথা কইবো। ফেব্রিয়ান। এই যে,—এই যে,—তোমার কি হয়েছে হে?

মালভোলিও। ভাগো! তোমরা আলাপের যোগ্য নও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও—নিরালস্য। যাও, ভাগো।

মেরিয়া। ঐ তাকে, ভূতে ওকে দিয়ে এই সব কথা বলাচ্ছে। আমি আপনাকে বললেম, সার টোবি, দিদিমণি বলেছেন যে, আপনি ওর খবরদারি করবেন।

মালভোলিও। অ্যা! বলেছেন না কি?

সার টোবি। সরে যাও, সরে যাও। চুপ করো সব। ওর সঙ্গে খুব শাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। ওকে একলা থাকতে দাও। কেমন আছ—মালভোলিও? তোমার হয়েছে কি? ভূতের তোমাক্ষা করো না। মনে রেখো, ভূত হচ্ছে মানুষের শত্রু।

মালভোলিও। তুমি কি বলছো, জানো?

মেরিয়া। ঐ দেখুন, আপনি ভূতকে গাল দিলেন

বলে মনে ও’ ব্যথা পেয়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওকে সত্যি সত্যি যেন ভূতে না পায়! দিদিমণি সহজে ওকে ছাড়তে পারবেন না।

মালভোলিও। কি খবর সহচর?

মেরিয়া। ও-মা! কোথায় যাবো গো?

সার টোবি। নাও, থামো! ও-ভাবে হবে না।

দেখচো না, তোমার কথায় ও বিচলিত হচ্ছে!

ওকে একলা থাকতে দাও।

ফেব্রিয়ান। ভারী নরম ভারী মিহি গোছ!

খুব হুঁশিয়ার। কড়া হওয়া নয়! পাজী—

বেশী কড়াকড় চলবে না।

সার টোবি। ওহে লক্কা-পায়রা, বকম্-বকম্ করছো কেন?

মালভোলিও। মশায়।

সার টোবি। আয়—এদিকে আয়। শয়তানের সঙ্গে ডাঙাগুলি খেলা ঠিক নয়। ফেলে ভূত-টাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে নামা।

মেরিয়া। ওকে দিয়ে ভগবানের নাম বলান।

মালভোলিও। ভগবানের নাম? কি বলিস্ ছুঁড়ি?

মেরিয়া। না! ও দেখছি ধর্ম-কথা শুনে না।

মালভোলিও। যাও—আমার সামনে থেকে তোমরা যাও বলছি। তোমরা ভারী জঘন্ত লোক। তোমাদের সঙ্গে আমি এক ধাতে গড়া নই। ক্রমশঃ সবই জানতে পারবে।

[প্রস্থান।]

সার টোবি। এত বড় স্পর্দ্ধা!

ফেব্রিয়ান। এ ব্যাপার যদি কোন ষ্টেজের অভিনয়ে দেখতেম, তাহলেও সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

সার টোবি। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমাদের এ মিথ্যাটাকে ও আঁকড়ে ধরেছে।

মেরিয়া। চলুন, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাই—নাহলে এ মিথ্যা প্রকাশ পেলে, সব ভেঙ্গে যাবে।

ফেব্রিয়ান। ওকে আমরা সত্যিকারের পাগল বানিয়ে তবে ছাড়বো।

মেরিয়া। তাহলে বাড়ীটাও ঠাণ্ডা হবে।

সার টোবি। চল, ওকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর হাত-পা বেঁধে সেখানে ওকে ফেলে রাখি। তাইবী বেশ বুঝতে পেরেছে যে, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই করি, এসো—

তাতে আমাদের বেশ খানিকটা ফুটি হবে—
ওরও প্রায়শ্চিত্ত হবে। তারপর যখন আর
ভালো লাগবে না, তখন ওকে দেবো ছেড়ে,
আর তুমি আদালতের রায় পাবে এই বলে’
যে, পাগল ধরতে তুমি ওস্তাদ। ঐ থাকো...
ফেবিয়ান। এ যেন দেখছি ছুটির দিনের মজা।

(সার এণ্ডর প্রবেশ)

সার এণ্ডর। এই নাও আহ্বান-পত্র, পড়ে দেখ।
এতে ঝাল আর মিষ্টি—দুটো রসই আছে।

ফেবিয়ান। খুব রসালো না কি ?

সার এণ্ডর। নিশ্চয়। পড়ে থাকো।

সার টোবি। দাও (পাঠ) “খুবক, তুমি যেই হও,
তুমি একজন পাজী নছার।”

ফেবিয়ান। বাঃ, বীরত্ব-ব্যঙ্গক !

সার টোবি। (পাঠ) “কেন তোমায় এ-কথা বললাম,
তেবে বিন্মিত হয়ো না বা মনে মনে স্তম্ভিত
হয়ো না। আমি তোমায় কারণ বুঝিয়ে
দেবো।”

ফেবিয়ান। বেশ চিঠি ! বাঃ ! আইনের ছেঁয়াচ
লাগবে না।

সার টোবি। (পাঠ) “লেডি অলিভিয়ার কাছে
তুমি আসছ, আর আমি দেখছি তিনি তোমাকে
আদর-বত্ন করছেন। তবে সে জ্ঞাত তোমায়
আহ্বান কচ্ছি না।”

ফেবিয়ান। বেশ। চমৎকার হয়েছে। খুব
ছোট্ট, (জনান্তিকে) যদিও কোনো যানে
নেই।

সার টোবি। (পাঠ) “তোমার বাড়ী যাবার পথে
আমি থাক্‌বো, পথে আমায় হত্যা করো।”

ফেবিয়ান। কেমন আইনের প্যাচ, বাঁচিয়ে
চলেছে ! বাঃ !

সার টোবি। (পাঠ) “বিদায় তবে। আমাদের
উভয়ের মধ্যে একজনের আত্মাকে ভগবান করুণা
করুন। আমাকেও তিনি করুণা করতে পারেন,
তবে আমার আশা আরো বেশী। নিজের দিকে
লক্ষ্য রেখো। তোমার অভিকৃতি মতে তোমার
বন্ধু অথবা চিরশত্রু—এণ্ডর এণ্ডরীক।” এ জিদ
যদি তাকে নড়াতে পারে তো তার পা পারবে
না। আমি তাকে এ চিঠি দেবো।

মেরিমা। তার উপযুক্ত সময় হয়েছে। এখন
দিদিমণির সঙ্গে কথা কইছেন, একটু পরেই
চলে যাবেন।

সার টোবি। যাও সার এণ্ডর, বাগানের মধ্যে
গিয়ে শেরিফের পেয়াদার মত তার দিকে
একটু নজর রাখো। আর তাকে দেখলেই
তলোয়ার খুলবে। আর তলোয়ার খোলার সঙ্গে
সঙ্গে খুব ভয়ানক রকমের একটা শপথ করবে।
এ রকম সময় আত্মস্তম্ভিতার সঙ্গে শপথ করায়
বুকে বেশ খানিকটা জোর পাওয়া যায়।

সার এণ্ডর। আচ্ছা সে কাজ আমি একলাই
করবো।

[প্রস্থান।]

সার টোবি। চিঠিখানা এখন দেওয়া হবে না।
ছোকরার আচার-ব্যবহারে মনে হয়, বনেদী
ঘরের ছেলে। ডিউক আর আমার তাইবীর
মধ্যে সালিশি করায় সেটা আরও সমীচীন বলে
মনে হয়। এ রকম একখানা যাচ্ছে-তাই চিঠি
পেলে ছোকরা ভয় তে’ পাবেই না—মনে করবে,
চিঠির লেখক একটা নীরেট গদ্বিত। তবে এ
আহ্বান আমি তাকে মুখেই জানাবো। তাকে
বুঝিয়ে দেবো যে, এণ্ডরীক একজন দুর্জয় বীর।
এ কথা শুনুলে ছোকরার রাগ, বিরাগ, অস্থিরতা,
অঈর্ষ্য একেবারে টগবগ করে একসঙ্গে ফুটে
উঠবে। তাতে দুজনের মনে একটা
আতঙ্ক জাগবে যে, ককেট্রিশ * সাপের মত
দৃষ্টিপাত মাত্র দুজনে দুজনকে মেরে ফেলবে।

ফেবিয়ান। আপনার তাইবী আসছেন। একটু
সরে দাঁড়াই আশুন। আগে ওঁদের ছাড়াছাড়ি
হোক—তারপর আমরা ছোকরার পাছু নেবো।

[সার টোবি, ফেবিয়ান ও মেরিয়ার প্রস্থান।]

(ভায়োলার সহিত অভিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

অভিলিয়া। পাষাণ হৃদয়ে তব কয়েছি অনেক ;

করিয়াছি আপনারে অতীব মূলত।

নারীত্বের গর্ভে এবে দেখিছে আমায় ;

এতই প্রবল প্রেম, বাধা মানিছে না।

ভায়োলা। ব্যর্থ প্রেম তব কাছে যত-বা গভীর,
তত মৃগভীর জেনো হৃদয়ের গানি
প্রভুর আমার।

* Cockatrice [ককেট্রিশ] এক প্রকার পৌরাণিক
সর্প। ইহাদের কেহ কেহ basiliskও বলেন। ইহাদের
চোখের দৃষ্টিতেই জীবের প্রাণ-বিরোগ হয়, এষ্টরূপ
জনশ্রুতি।

অলিভিয়া। লহ এই চিত্র ময়—
 মনি সম অঙ্গে তব করিয়ো ধারণ।
 দিয়ো না ফিরায়ে। বিরক্ত করিতে তোমা
 নাহিক রসনা। সন্মান অটুট রাখি
 সব দিতে পারি তোমা, যাহা তুমি চাহো।
 ভায়োলা। চাহি তিচ্ছা তব প্রেম প্রভুর লাগিয়া।
 অলিভিয়া। তোমারে দিয়াছি প্রেম। কোন্ মুখে
 পুনঃ সে প্রেম আবার দিব প্রভুরে তোমার ?
 ভায়োলা। তব প্রেম করি প্রত্যাখ্যান।
 অলিভিয়া। বারেকের
 তরে পুনঃ কাল এসো। বড় দুষ্ট তুমি;
 আত্মার আমার পারো নিরয়ে লইতে।
 [প্রস্থান।

ভায়োলা। দেখছি, আমার আবার বাড়ীর মধ্যে
 গিয়ে লোক-জন সঙ্গে করে' আনতে হবে।
 আমি যোদ্ধা নই। কতকগুলো লোক আছে,
 শুনেছি, যারা গায়ে পড়ে' বাগড়া করে—
 নিজেদের দেহের শক্তি পরীক্ষা করবার জ্ঞাত।
 ইনি বোধ হয় সেই ধরণের মানুষ ?
 সার টোবি। তা' নয় মশায়। যথেষ্ট কারণ ছাড়া
 এ'র কোথায় হয় না। স্তবরাং অগ্রসর হও, আর
 তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করো,—বাড়ীর ভিতরে যাওয়া
 আর হবে না; আমার সঙ্গে নিরাপদে চলো—
 তাকে জবাব দাও। হও, অগ্রসর হও,
 তলোয়ার খোলো। কিছু তোমাকে করতেই
 হবে—না হয় শপথ করো, জীবনে কখনও আর
 অস্ত্র ধারণ করবো না।

(সার টোবি ও ফেবিয়ানের পুনঃপ্রবেশ)
 সার টোবি। এই যে মশায়, ভগবান আপনার মঙ্গল
 করুন।

ভায়োলা। আমিও সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করি।
 সার টোবি। আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করো। তোমার
 কি অপরাধ, তা আমি জানি না; তবে তোমার
 প্রতিদ্বন্দী হিংসা বিষে জর্জরিত হয়ে তীষণ
 শীকারীর মত বাগানের কোণে তোমার জ্ঞাত
 অপেক্ষা করছে। খোলো তোমার তলোয়ার—
 খোলো, আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হও। কারণ
 তোমায় যে আক্রমণ করবে, তার গতি খুব
 ক্ষিপ্ত। সে যেমন নির্ভর, তেমন ওস্তাদ !

ভায়োলা। তুল করছেন, মশায়। কোন লোকের
 সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। স্মৃতি আমার
 প্রখর, আমি কখনও কারো কোনো অনিষ্ট
 করি নি।

সার টোবি। কিন্তু দেখবে অস্ত্র রক্ষম। জীবনে
 যদি মায়্যা থাকে, সাবধান হও। কারণ
 যৌবন, শক্তি, নৈপুণ্য আর কোথায় মানুষকে যা'
 কিছু দিতে পারে—তোমার প্রতিদ্বন্দীরা তা' সব
 আছে।

ভায়োলা। তিনি কি করেন ?

সার টোবি। তিনি ? তিনি বীর—সড়িয়ে নন,—
 খেতাবী; কিন্তু ঘরোয়া-বিবাদে একেবারে
 শয়তান। ভিনটী দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মপাখী-
 দের তিনি বিমুক্ত করেছেন। তাঁর রাগ এত
 বেশী যে, মৃত-যাতনা আর চির-সমাধি ছাড়া
 সে-রাগের নিবৃত্তি হয় না। হয় মরো, না হয়
 মারো—এই তাঁর মূল মন্ত্র।

ভায়োলা। এ তো ভারী অভদ্র আর অস্বাভাবিক
 ব্যবহার দেখছি। আচ্ছা, আমার একটি প্রার্থনা
 আছে। দয়া করে জেনে আসুন, তাঁর কাছে
 আমি কি অপরাধ করেছি। হয়তো বা
 অনিচ্ছাকৃত কোনো অপরাধ করেছি।

সার টোবি। আচ্ছা, যাচ্ছি। শিবর ফেবিয়ান,
 যত-ক্ষণ না আমি ফিরে আসি, তুমি এ'র কাছে
 থাকো।

[প্রস্থান।

ভায়োলা। আপনি এ ব্যাপারের কিছু জানেন ?
 ফেবিয়ান। এইটুকু জানি যে, তিনি একটা হেস্টনেস্ত
 করবার জ্ঞাত আপনার উপরে একেবারে
 মারাত্মক রকম রেগে আছেন। এ ছাড়া আর
 কিছু আমি জানি না।

ভায়োলা। তিনি কি ধরণের লোক ?

ফেবিয়ান। চেহারা দেখলেই বুঝবেন, ভয়ঙ্কর
 প্রকৃতির লোক। তবে তাঁর মত রণদক্ষ,
 রক্ত-প্রিয় প্রতিদ্বন্দী সারা ইলিরিয়ান দুটি আর
 আপনি খুঁজে পাবেন না। চলুন না, এগিয়ে
 যাই—দেখি, যদি আপনার সঙ্গে সন্ধি করিয়ে
 দিতে পারি।

ভায়োলা। তা যদি পারেন, আমি আপনার
 কাছে বাধিত থাকবো। আমি যে-খাতের
 লোক, তাতে আমার উচিত যোদ্ধার কাছে না
 গিয়ে পুরোহিতের কাছে যাওয়া। আমার
 শাহস নেই—লোকে এ কথা জানলেও আমি
 তাতে ক্ষতি বোধ করবো না।

[প্রস্থান।

(সার এণ্ডরুর সহিত সার টোবির পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। আরে এসো,—দেখচো না—ও একে-
বারে শয়তানের ধাড়ী। ও-রকম বদমেজাজী
লোক আমি কখনও দেখিনি। আমার সঙ্গে
এক হাত তলোয়ার খেলা হলো, এমন একটা
চাল দেখিয়ে দিলে যে, প্রায় অন্ধা পাবার
সামিল।—জবাবে তোমায় এমন ধাক্কা দেবে যে,
যে-জমীতে পা দিয়ে চলুহ, সেইখানেই তুমি
হুমড়ি খেয়ে পড়বে। লোকে বলে, নাকি
পারস্তুর শা'কে ও তলোয়ার খেলা শেখাতো।
সার এণ্ডরু। থাকু, ওর সঙ্গে আর বিবাদ করে'
কাজ নেই।

সার টোবি। ও কিছুতেই শাস্ত হতে চায় না।
ফেবিয়ান ওকে ধরে রাখতে পাচ্ছে না।

সার এণ্ডরু। আরে খেলে যা। আমি যদি জানতাম
যে, তলোয়ার খেলায় এমন ওস্তাদ, তা হলে
কি ওকে আহ্বান করে মরতে যাই? যাক
—গুগোল খামিয়ে দাও। আমি আমার
ধূসর রংয়ের সেই ক্যাপিটেট ঘোড়া—সেই
ঘোড়াটা ওকে দান করছি।

সার টোবি। দেখি, যাই। তুমি এখানে অপেক্ষা
করো। বাইরেও অন্ততঃ একটু আশ্ফালন
দেখাও। যাতে রক্তপাত না হয়, তাই করতে
হবে। (জনাস্তিকে) তোমার মুখে যেমন
লাগাম লাগিয়েছি—তোমার ঘোড়ার মুখেও
তেমনি লাগাম লাগাবো।

(ফেবিয়ান ও ভায়োলার পুনঃপ্রবেশ)

(ফেবিয়ানের প্রতি) এ বিবাদ মেটাবার জন্ত
ও ঘোড়া দিতে প্রস্তুত। ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি,
ছোড়া পাকা শয়তান।

ফেবিয়ান। এ ধারে এত ভয় পেয়েছে যে, হাঁফাতে
সুরু করেছে—আর মুখ গেছে শুকিয়ে। ওকে
যেন পিছন থেকে ভাল্লুকে তাড়া করেছে।
তেমনি ভাব।

সার টোবি। (ভায়োলার প্রতি) কোন উপায়
নেই, মশায়। যখন বলেছে, তখন তোমার
সঙ্গে লড়বেই। বিবাদের পূর্বে ভাবা উচিত
ছিল। এখন নিরুপায়, অন্ততঃ কথা রাখার
জন্তও লড়তে হবে। তবে ও বলেছে, তোমায়
আঘাত করবে না।

ভায়োলা। ভগবান রক্ষা করুন! আর একটু

হলেই ওদের আমি বলে' ফেলবো, কেন আমার
ভাব পুরুষের মত নয়।

ফেবিয়ান। যদি ওকে ভয়ঙ্কর মনে করো তো হার
মানো।

সার টোবি। এসো সার এণ্ডরু—না, উপায় নেই।
তদ্রলোকে নিজে রীতের খাতিরে তোমার
সঙ্গে এক হাত খেলতেই হবে। বন্দবস্তের নিয়ম
—করতেই হবে। তবে উনি স্বীকার করেছেন,
তদ্রলোক আর বীর-হিসাবে উনি তোমায়
আঘাত করবেন না। এস, এগিয়ে এস।

সার এণ্ডরু। তগবান করুন, এ কথা যেন সে রাখে।
(তরবারি উন্মোচন)

ভায়োলা। আমি বলছি—যা বলছি, সম্পূর্ণ আমার
মতের বিরুদ্ধে।

(তরবারি উন্মোচন)

(আন্টনিওর প্রবেশ)

আন্টনিও। তরবারি তব এবে কর সম্বরণ,
তদ্র বুঝা অপরাধী যদি তব পাশে।
ক্ষম মোরে। তবু যদি করহ আঘাত,
দিব তার শাস্তি সমুচিত।

সার টোবি। তুমি কে গো
মহাশয়?

আন্টনিও। আমি সেই জন,—স্নেহ লাগি
পারে যে সাধিতে, মুখে যে-কথা সে বলে।

সার টোবি। হও যদি শব-দাহ-কারী, তব তরে
আছি আমি।

(অসি নিষ্কাশন)

ফেবিয়ান। শাস্ত হও সার টোবি এবে,
আসিছে গ্রহণী।

সার টোবি। (আন্টনিওর প্রতি)

মিলিব তোমার সাথে।

রহ ক্ষণকাল।

ভায়োলা। (সার এণ্ডরুর প্রতি) কর অসি সম্বরণ।
সার এণ্ডরু। নিশ্চয় মশায়। এর জন্ত আমার
কথা যা', কাজও তাই। ও তোমাকে নিয়ে
যাবে—ও বেশ শিক্ষিত।

১ম গ্রহণী। এই সেই লোক। ওকে ধরো।

২য় গ্রহণী। আসিনোর নামে আন্টনিও, করি
আমি তোমারে প্রেক্ষতার।

আন্টনিও। ভ্রাস্তি-বশে ধরিছ আমারে।

প্রথম গ্রহণী।

নহে ভ্রাস্তি।

চিনি আরি তোমা ; যদিও না শোভে শিরে
নাবিকের টুপি । লয়ে যাও ব্রা করি ;
জ্ঞাত আছি,—ভালোরূপে জানি আমি ওরে ।

আণ্টনিও । চল তবে ।

(ভায়োলার প্রতি) তব অঘেষণে আসি এই
হলো মোর । আত্মরক্ষা করিষ নিশ্চয় ।
প্রয়োজন-বশে আমি চাহিতেছি এবে
অর্থের পেটিকা মোর । দাও তাহা মোরে ।
হইয়াছি ধৃত—তাছে কোন দুঃখ নাই ;
দুঃখ শুধু, অসমর্থ তব উপকার
করিতে সাধন । কেন বিশ্বয়ের দৃষ্টি ?
শান্ত হও বন্ধু ।

২য় প্রহরী । আসুন চলিয়া তবে ।

আণ্টনিও । সেই অর্থ হতে কিছু অর্থ দাও মোরে ।

ভায়োলা । প্রলাপ কি বকিতেছ অর্থ-অর্থ করি ?

অল্পগ্রহ দেখাইয়া মোরে এই স্থানে
পড়েছ বিপদে পুনঃ ; সে কারণে দিব
তোমারে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হইতে ।
অধিক নাহিক মোর ; যাঁহা আছে, তার
কিঞ্চিৎ তোমারে দিব । লহ এই অর্থ
অর্থ মোর ।

আণ্টনিও । দিতে নাহি পারিবে আমারে ?

প্রয়োজন নাহি দেখি—করিবারে তোমা
দীন অমুরোধ—তব তরে যাঁহা করিয়াছি ।
করিয়ো না হীন মোরে ; তা হলে আমারে
হীন মানবের মত হবে প্রকাশিতে
যত-কিছু উপকার করেছি তোমার ।

ভায়োলা । নাহি হেন উপকার আমার স্মরণে !

আঁকারে স্বরেতে তব—হয় নাই মোর
পরিচয় কভু । মনে জানি, মানবেয়
মাবে অকৃতজ্ঞ-জন যত হীন হয়,
নহে তত হীন, মিথ্যা আর প্রগল্ভতা,
অথবা মত্ততা, অথবা পাপের চিহ্ন
ক্ষীণ কৃষিরেরে যাঁহা করয়ে দুষিত ।

আণ্টনিও । হায় ভগবান !

২য় প্রহরী । চলুন এবার তবে ।

আণ্টনিও । রহ ক্ষণকাল, আর দুটো কথা বলি ।

মৃত্যুর কবল হতে এই যুবকেরে
রক্ষা করিয়াছি—স্নেহে বাঁচায়েছি একে ।
আকৃতি দেখিয়া এর ভেবেছিছ আমি
অতি স্নমহৎ,—করেছি ইহারে পূজা ।

১ম প্রহরী । আমাদের কিবা ভায় ? বুধা বিলম্বের
প্রয়োজন নাহি । চল, ব্রা করি এবে ।

আণ্টনিও । জঘন্ত পুতলি হলো দেবতা আমার !

সেবাষ্টিয়ান, লজ্জায় ঢাকিবে মুখ
জেনো স্তম্ভের আঁকার তব তরে । দেছে
কভু দোষ নাহি পশে, মন হয় কত
দোষের আঁকর ! অকরণ, অস্তম্বর
বলিব এবার । সদৃশ সৌন্দর্য শুধু ।
সৌন্দর্য-বিলোপে হয় সে শূন্য আধার,
অঙ্কিত করেছে যাতে বহু চিত্রাবলী ।

১ম প্রহরী । বাতুল হইল নাকি ? লয়ে যাও এরে ।

এস, এস ।

আণ্টনিও । লয়ে চলো ব্রা করি মোরে ।

ভায়োলা । বলিল সকলি যেন হৃদয়-আবেগে ।

মনে হয়, সত্য কথা । বিশ্বাসের যোগ্য ।

কল্পনা, ইহারে আজি করহ প্রমাণ

সত্য বলি । ভ্রাতা বলি মনে লাগে যেন ।

সার টোবি । চল, বীর, চল ফেবিয়ান বিজ্ঞের মতন

চল—হু একটা প্রবাদ আওড়াইগে ।

ভায়োলা । ডাকিল সেবাষ্টিয়ান মোর নাম লয়ে ।

দর্পণেতে হেরি প্রতিদিন, ভ্রাতা মোর আছয়ে

জীবিত । মোর মত ছিল মোর ভ্রাতার আকৃতি ।

ভ্রাতা সম পরিচ্ছদে রেখেছি ভূষিত মোরে ।

যদি সত্য হয় ? বাটিকারে দেবো কত আশীর্বাদ !

প্রীতিময় হবে তবে লবণ-সলিল ।

[প্রস্থান ।

সার টোবি । ছোকরা ভ্রাতা জোচ্চোর ! স্বভাবে

খরগোসের চেয়ে ভীক । জোচ্চোর যে, তা

তো বুঝতেই পারলে—বন্ধুকে বিপদে সাহায্য

করলো না ! আর ভীকতার কথা ফেবিয়ানকে

জিজ্ঞাসা করো ।

ফেবিয়ান । ভীক বলে ভীক । তার উপরে আবার

ধর্ম-ভাব দেখানো আছে ।

সার এণ্ডরু । তবে রে, দাঁড়াও, ওকে আমি আজ

ঝারবোই ।

সার টোবি । যাও, খুব কষে ঘুসি যারো—তলোয়ার

খুলো না ।

সার এণ্ডরু । যদি নাই খুলি ?

[প্রস্থান ।

ফেবিয়ান । চলুন, ব্যাপারখানা দেখা যাক ।

সার টোবি । আমি টাকা বাজী রাখতে পারি—

কিছুই হবে না । দেখে নিয়ো ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহের সম্মুখ

(সেবাষ্টিয়ান ও বিদূষক)

বিদূষক। আপনি বলতে চান, আপনাকে ডাক-
বার জন্ত আমার পাঠান নি ?

সেবাষ্টিয়ান। আরে যাও, একটা বোকা বিদূষক
কোথাকারের ! সরে যাও সামনে থেকে ।

বিদূষক। খুব চালাচ্ছেন মোক্ষা। আমি যেন
আপনাকে চিনি না—আমাদের কর্ত্রী ঠাকরুণ
যেন আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্ত
আপনাকে ডেকে পাঠাননি। আপনার নাম
সিঁজারিও নয়। আর এটা আমার নাক নয়। সব
বাঞ্চে ভুলো—বটে !

সেবাষ্টিয়ান। দয়া করে অত্যা গিয়ে ভাঁড়ামি
করো বাপু। আমার তুমি চেনো না।

বিদূষক। “ভাঁড়ামি করো”—কোন বড়লোকের
কাছে কথাটা শুনেছিছে ? আজ বিদূষকের উপর
চালিয়ে দিলে। ভাঁড়ামি করো। ছুনিয়াটা
দেখছি শ্রাকামিতে ভরে যাবে। দয়া করে
এখন অপরিচিতের ভদ্রী ভ্যাগ করে বলুন—
কর্ত্রীর কাছে গিয়ে আমি কি জবাব দেবো ?
আপনি আসছেন, এ কথা তাঁকে বলতে
পারি গিয়ে ?

সেবাষ্টিয়ান। ভারী তো নির্কোষ—অথবা। সরে
পড়ো। কিছু আশা করে থাকো তো, এই নাও
—আর বেশীক্ষণ যদি অপেক্ষা করো, তা হলে
উত্তম-মধ্যম দেবো।

বিদূষক। আপনার হাত খুব দরাজ দেখছি।
বুদ্ধিমান লোক—বিদূষককে টাকা দিয়ে চৌদ
বৎসরের মেয়াদে স্তন্যাম কেনে।

(সার এণ্ডরু, সার টোবি ও ফেব্রিয়ানের প্রবেশ)

সার এণ্ডরু। এই যে পেয়েছি—এবার কোথায়
যাবে ? (আঘাত)

সেবাষ্টিয়ান। বটে, এস। আসবে আর ? (সার
এণ্ডরুকে প্রহার) লোকগুলো ক্ষেপেছে না কি ?

সার টোবি। থামুন মশায়—না হলে আপনার ছুরি-
খানি কেড়ে নিয়ে বাড়ীর ওধারে ফেলে দেবো।

বিদূষক। বাই, গিয়ে সিঁধে কর্ত্রীকে সংবাদ দিই।

আমি বাবা, পরশা পেলেও এ সব ব্যাপারে
যাচ্ছি না।

[প্রস্থান।]

সার টোবি। নিম্ন মশায়, ধরুন।

সার এণ্ডরু। না, ওকে ছেড়ে দাও—ওকে অত রকমে
আমি যত্ন করে দিচ্ছি। ইলিরিয়ান যদি আইন
থাকে তো ওর নামে আদালতে মারপিটের
নালিশ করবো। ওকে আমি প্রথমে প্রহার
করেছি বটে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

সেবাষ্টিয়ান। যাও ছেড়ে দিলেম।

সার টোবি। আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না। এস
নবীন যোদ্ধা—তলোয়ার ধরো। এখন রক্তের
স্বাদ পেয়েছ তো—এসো।

সেবাষ্টিয়ান। এই আমি মুক্ত। (নিঃশব্দে মুক্ত
করিল) কি তুমি করিবে এবে ?
সমরে বাসনা যদি, খোল তরবারি।

(তরবারি উন্মোচন)

সার টোবি। আরে, আরে—দাঁড়াও, তোমার শরীর
থেকে ছ’ এক কাঁচা তাজা তরল রক্ত দিচ্ছি
বারিয়ে। (তরবারি উন্মোচন)

(অলিভিয়ার প্রবেশ)

অলিভিয়া। অমুগ্ধা করিহু তোমা—

সার টোবি। মা লক্ষ্মী।

অলিভিয়া। এখনো কি প্রচলিত হবে ঘৃণ্য প্রথা ?

অকৃতজ্ঞ জীব, সভ্যতা অতাব যথা,
তথায় সম্ভবে ইহা, পর্তে অথবা
বহু মানবের কাছে। প্রিয় সিঁজারিও,
ক্রোধ কর সম্মরণ। যাও সব এবে।

[সার টোবি, সার এণ্ডরু ও ফেব্রিয়ানের প্রস্থান।]

বন্ধু মোর। বুদ্ধি তব, নহে তব ক্রোধ,
শাস্ত্রনা তোমারে দিবে। নহে শোভনীয়
এই আক্রমণ কভু। এস মম গৃহে ;
কহিব তোমারে তথা কত-শত আছে
এই দুষ্টির খেলাল। হাসিতে ভাসিবে
তবে। দিয়ো না কো কোন বাধা। চল স্বরা।
ক্ষম তার অপরাধ ; আনিয়া আমারে
তব কাছে সেই দিল মিলাইয়া আজি।

সেবাষ্টিয়ান। এ কি সুখ। কোথা হ’তে
এই স্রোত বহে ?
বাতুল হয়েছি না কি। অথবা স্বপন।

রাখ মোরে তব স্বপ্নে আচ্ছন্ন করিয়া।

এ যদি স্বপন—যেন স্বপনেই রহি।

অলিভিয়া। চল, পালিতে হইবে আদেশ আমার।

সেবাষ্টিয়ান। তাই হবে।

অলিভিয়া। তাই বলা, তাই হোক এবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(মেরিয়া ও বিদুষকের প্রবেশ)

মেরিয়া। নাও, এই আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে নাও—
—আর এই দাড়িটা মুখে আঁটো। তুমি তাকে
বুঝিয়ে দেবে, তুমি যেন সার টোপাস—
পুরোহিত। নাও, চট্ করে' পরে ফ্যালো—
এর মধ্যে সার টোবিকে আমি গিয়ে ডেকে
আনিছি।

[প্রস্থান।

বিদুষক। আচ্ছা, পরা যাক। এর দ্বারা নিজেকে
বঞ্চিত করবো। আমিই বোধ হয় সব-আগে এ
আলখাল্লা পরে' ঠকিয়ে বেড়ালেম। আমি লম্বা
নই যে ও-কাজ আমার সাজবে। রোগা নই যে
আমায় দেখে লোকে সত্যি পুরোহিত বলবে।
তারা ভালো আর অতিথি-বৎসল বলা যা',
চিন্তাশীল মহাপণ্ডিত বলাও তাই। ঐ যে
খেলোয়াড়রা আসছেন।

(সার টোবি ও মেরিয়ার প্রবেশ)

সার টোবি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন,
পুরোহিত ঠাকুর।

বিদুষক। কল্যাণমস্ত। প্রেগের খুড়ো সন্ন্যাসী—
তার সঙ্গে কালি-কলমের সম্পর্ক ছিল না—এক-
বার রাজা গর্ডোবকের ভাগনিকে রহস্য করে
বলেছিলেন, “যা আছে, তা আছেই”—তেমনি
আমিও বলছি যে, আমি পুরোহিত হয়ে পুরো-
হিতই হয়েছি। কারণ তথা...তা এই—আর ও
যা, তা ওই বটে।

সার টোবি। ওকে বলুন সার টোপাস।

বিদুষক। আমি বলছি, শোনো—এই কয়েদ ঘরে
শাস্তি আশ্রুক।

সার টোবি। পাজীটা খাশা ভাগ করছে তো।

মালভোলিও। (ভিত্তর হইতে) কে কথা কয়?

কিদুষক। ধর্মযাজক সার টোপাস। তিনি এসেছেন
পাগল মালভোলিওকে দেখতে।

মালভোলিও। সার টোপাস। সার টোপাস। ও!

আমাদের কত্রীকে একবার খবর দিন।

বিদুষক। বেরোও এখান থেকে পাজী-পিশাচ—
কেন লোকটিকে তুমি এমন ভাবে জ্বালাতন
করচো? জ্বালোক ছাড়া কি তোমার আর অস্ত
কথা নেই?

সার টোবি। বেশ বলেছেন পুরুত-ঠাকুর।

মালভোলিও। সার টোপাস, কোন মানুষের উপর
কখনও এত অত্যাচার হয় নি। সার টোপাস,
আমাকে পাগল ভাববেন না—ওরা আমাকে
এই অন্ধকারে ফেলে গিয়েছে।

বিদুষক। বেরো পাজী শয়তান! আমি খুব
মোলায়েম ভাষায় তোকে ডাকছি। কারণ
আমার স্বভাব এত নরম যে, পিশাচকেও আমি
মোলায়েম কথা বলি। কি বললে তুমি—ঘরটা
অন্ধকার?

মালভোলিও। নরকের মত অন্ধকার, সার টোপাস।
বিদুষক। সে কি! কোণে কোণে জানালা রয়েছে!

উত্তর-দক্ষিণে আঁকা বি আবলুশ-কাঠের মত

বাকবাক করছে। তবু বলচো—অন্ধকার?

মালভোলিও। সার টোপাস—আমি পাগল হইনি,
সত্যি, এ-ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বিদুষক। পাগল! ভুল বক্চো। আমি বলছি যে,
মুখতা ছাড়া অস্ত অন্ধকার নাই। মিশরবাসীদের
যেমন কুয়াশায় মাথা ঘুরে যায়—মুখতাতে
তোমার মাথা তেমনি ঘুলিয়ে গেছে।

মালভোলিও। আমি বলছি, মুখতা যদি নরকের
মত অন্ধকার হয়—তা হলে এ ঘর সেই
মুখতার মত অন্ধকার। আমি বলছি যে, মানুষের
উপর এত অত্যাচার কখনো হয়নি। আমি পাগল
নই। আমাকে যে-কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

বিদুষক। বুন্দো হাঁসের সম্বন্ধে পিথাগোরাসের
অভিমত কি?

মালভোলিও। আমাদের দিদিমায়ের দল মারা গেলে
তাদের আত্মায় ভয় করে।

বিদুষক। এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত?

মালভোলিও। আত্মার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব
ভালো—আমি ও-মতের সমর্থন করি না।

বিদুষক। আচ্ছা, তাহলে বিদায়। এখন অন্ধকারেই
ও থাকুক! পিথাগোরাসের সঙ্গে এক-মত হলে
বুঝবো, তুমি পাগল নও। দিদিমার আত্মা

স্থানান্তরে যাবে বলে' বুনো হাঁস মারতে ভয়
পাও ! আসি তবে।

মালভোলিও। সার টোপাস্। সার টোপাস্।
সার টোবি। ও আমার মনোমোহন সার টোপাস্।
বিদূষক। আরে, আমি গোল-আলু—সব তরকারি-
তেই মানিয়ে যাই।

মেরিয়া। দাড়ী আর আলখাল্লা না হলেও তোমার
চলতো—তোমাকে দেখতে পায় নি।

সার টোবি। এবার নিজের গলা নিয়ে ওর সঙ্গে
কথা কয়ে এস। ওর কেমন লাগছে, একবার
জানতে চাই। এ সব হাদ্দাম চুকলে বাঁচি।
ওকে এখন ভালো রকমে বার করে' আনতে
পারলে তবেই নিষ্কৃতি। আমার ভাই-বী ওর
উপর এমন চটে আছে যে, এ-কথা বলবার আর
সাহস নেই। এর পরে আমার ঘরে এস।

[সার টোবি ও মেরিয়ার প্রস্থান।]

বিদূষক। (গান গাহিল)

“ওরে রবিন্ ফুটি মারিস।

প্রিয়ার খবর আন দেখি।”

মালভোলিও। বিদূষক।

বিদূষক। “চুলোয় সে যাক খবর তারি
নয়কো করুণ তার আঁখি।”

মালভোলিও। বিদূষক।

বিদূষক। “কেমন করে' এমন হলো?—
সেই কথাটি খুলে বলো।”

মালভোলিও। ওহে বিদূষক।

বিদূষক। “পরের সাথে প্রিয়ার তোমার
মনে-মনে মাখামাখি।”

কে ডাকে ?

মালভোলিও। আমার কাছে যদি ভালো বখশিসের
প্রত্যাশা রাখো, আমায় একটা আলো, একটা
কলম, একটু কালি আর কিছু কাগজ এনে
দাও। আমি ভদ্রলোক—সারা জীবন এর জন্ত
তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিদূষক। কে ? মালভোলিও ?

মালভোলিও। হাঁ বিদূষক, আমি।

বিদূষক। হায়, হায় ! তোমার পঞ্চেন্দ্রিয় হারালে
কি করে ?

মালভোলিও। বিদূষক, মানুষের উপর কখনও
এমন অত্যাচার হয় না। তোমার মত আমারও
মাথা ঠিক আছে।

বিদূষক। আমার মত ? একটা সামান্য বিদূষকের

বুদ্ধির মত যদি তোমার বুদ্ধি হয়—তা হলে
লোকে তোমাকে পাগল বলেবেই তো !

মালভোলিও। লোকে যেমন ভাঁড়ারে জিনিষপত্র
রাখে, ওরা তেমনি আমাকে এই ঘরে আটকে
রেখেছে। অন্ধকারের মধ্যে গাধারা আমার
কাছে পুরুত পাঠাচ্ছে ! আর এমন সব কাণ্ড
করছে—যাতে আমি সত্যি-সত্যি পাগল হতে
বসেছি !

বিদূষক। সাবধানে কথা কয়ো, পুরুত ঠাকুর
এখনো এখানে রয়েছেন।—মালভোলিও, মাল-
ভোলিও, পরমেশ্বর তোমার এ-বাতুলতা নিরাময়
করে দিন। ঘুমোবার চেষ্টা করো। বাজে
কথা কয়ো না আর।

মালভোলিও। সার টোপাস্।

বিদূষক। বৎস, ওঁর সঙ্গে তুমি কথা কয়ো না।
না প্রভু, আমি কথা কবো না। ভগবান
আপনাকে শাস্তি দেবেন, সার টোপাস্—শাস্তি
শাস্তি শাস্তি দাও, প্রভু।

মালভোলিও। বিদূষক—বিদূষক !

বিদূষক। ধৈর্য ধর। কি বলতে চাও ? তোমার
সঙ্গে কথা কবার জন্ত আমি বকুনি খেয়েছি।

মালভোলিও। লক্ষ্মী বিদূষক, একটা আলো
আর কিছু কাগজ আমাকে দাও। ইলিরিয়ার
অন্ত পাঁচজন লোকের মত আমার মাথা ভালোই
আছে।

বিদূষক। ভালো থাকলেই ভালো।

মালভোলিও। লক্ষ্মী বিদূষক, একটু কালি, কিছু
কাগজ আর একটি আলো। যা লিখে
দেবো—তা নিয়ে তুমি কত্রীর কাছে যাও।
সাধারণের চিঠি নিয়ে যাবার চেয়ে তুমি ঢের
বেশী উপকার পাবে।

বিদূষক। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি। সত্যি বলো, তুমি
পাগল নও ? না, তাণ করছ ?

মালভোলিও। বিশ্বাস করো—আমি পাগল নই—
সত্যি বলছি।

বিদূষক। পাগলের মাথা না দেখলে আমি বিশ্বাস
করতে পারি না। আচ্ছা, তোমায় কালি-কাগজ
আর আলো এনে দিচ্ছি।

মালভোলিও। বিদূষক, এর জন্ত আমি তোমাকে
কি রকম পুরস্কার দেবো, দেখো—আচ্ছা, এস।

বিদূষক। (গান)

চলিছ চলিছ এবার,
ফিরিব এখনি আবার।

পাপ-বুড়ো মত* করিব নিহত
 পিশাচ-ংশ দেদার ॥
 কাঠের ছুরিকা হাতে লয়ে
 ঘেষ ক্রোধ আর হাঃ হাঃ হাঃ করে
 বাতুল বালক খসাও পালক—
 কহিব পিশাচে সেবার ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ান উদ্ভান

(সেবাষ্টিয়ানের প্রবেশ)

সেবাষ্টিয়ান। এই তো খাতাস! সূর্য্যের কিরণ এই।
 এই মুক্তা সে দিয়াছে মোরে উপহার।
 অমৃত করিতেছি আমি—নয়নেতে সৰ
 হয় প্রতিভাত। বিশ্বয়েতে অভিবৃত্ত
 আমি, নহিক বাতুল। আর্টনিও বন্ধু,
 কোথা এবে? এলিফান্ট-চী অম্বেষিয়া
 আসিছে ফিরিয়া আমি; নাহিক সেখায়।
 কিছু পূর্বে ছিল সেখা, পাইছ সংবাদ;
 মোর অন্বেষণ লাগি শহরেতে একা
 করেছে গমন। উপদেশ তার এবে
 হলো স্বর্ণ-প্রস্থ। মন মোর বুদ্ধি সাধে
 করিছে বিরোধ। হতে পারে ভ্রান্তি ইহা,
 নহে বাতুলতা। এরূপ ঘটনা আর,
 সৌভাগ্য-উদয়-পূর্বে সংঘটিত কভু
 হয় নাই। নয়নেরে অবিশ্বাস আমি
 করিতে প্রস্তুত; বিবেকের সাধে আমি
 করেছি কলহ। কহিছে সে বারে-বারে—
 বাতুল নহকো তুমি। অশ্রু কর কিছু

* সকল রকম দুষ্টামির প্রতীক হিসাবে পাপ-
 বুড়ো ও শয়তান প্রাচীন নীতি-নাটকে প্রচুর
 হস্তরসের আমদানী করিত। উভয়ের সাজ-সজ্জায়
 স্বাতন্ত্র্য ছিল; পাপ-বুড়োর অঙ্গে থাকিত লম্বা
 কোট, মুখে আবরণ, মাথায় গর্দভের কর্ণ-সম্বলিত
 টুপি এবং হাতে কাঠের ছুরি। শয়তান ভাল্লুকের
 মত পোষাক পরিত; তার উপর থাকিত পাখনা,
 হাতে লাঠি। পাপ-বুড়ো নাটকে ছুরিকা দ্বারা
 আঘাত করিয়া শয়তানের পাখনা কাটিবার প্রয়াস
 পাইত। পরিশেষে শয়তান পাপ-বুড়োকে নিজের
 পিঠে বহিয়া পাতালে প্রবেশ করিত। সেক্সপীয়রের
 নাটকে বিদুষকের উপর পাপ-বুড়োর ছায়াপাত
 ছড়ানো হয়।

বিশ্বাস-স্থাপন। তুমি হতে পারো নারী
 বিকল প্রজ্ঞায়। বিশ্বাসের প্রতিকূল
 নহে তাহা; করিছে সে হাসি-মুখে নিজে
 গৃহ-কাজ, ভৃত্যবর্গে করিছে আদেশ,
 এমন নিপুণভাবে করিছে আপন
 কার্য—মনে হয়, আছে তার বিবেচনা,
 আছে বুদ্ধি, আছে প্রভূত শক্তি
 স্মৃশ্জালে সর্ব কর্ষ করিতে সাধন।
 মনে হয়, দেখি সব মহাত্মাতি ঘটিয়াছে
 হেথা। আসিতেছে পুনঃ সে মোহিনী নারী।

(পুরোহিতের সঙ্গে অলিভিয়ান প্রবেশ)

অলিভিয়া। এত স্বরা আসিয়াছি—জইয়ো না ক্রটি।
 উদ্বেগ সে যদি শুভ, এসো তবে দৌড়ে
 পুরোহিত সাধে বাই অদূর মন্দিরে,
 সেখা পুণ্য-মন্ড-পূত আচ্ছাদন-তলে
 সাক্ষ্য রাখি পুরোহিতে করহ সার্থক
 গভীর প্রণয়ে তব—শাস্তি-সুখ
 পাবে তব দীর্ঘা-ক্লিষ্ট মনেহের মোহে
 আমার হৃদয় এই। পুরোহিত সব
 কথা রাখিবে গোপন, যদি ইচ্ছা করো।
 জন্মদিনে প্রকাশিব পরিণয়-কথা।
 সেবাষ্টিয়ান। কহ তুমি প্রকাশিয়া বক্তব্য তোমার।
 বাইতে প্রস্তুত আমি পুরোহিত সাধে
 লয়ে তোমা—সত্য বলি করিব বিশ্বাস
 সব কথা—অবিশ্বাসী নাহি মোরে পাবে।
 অলিভিয়া। চল দৌড়ে;
 মাগি পুরোহিত-দেব আশীর্বাদ
 হউক সফল শুভ এই পরিণয়।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিভিয়ান গৃহের সম্মুখ

(বিদুষক ও ফেবিয়ানের প্রবেশ)

ফেবিয়ান। আমায় ভালোবাসো তো—চিঠিখানা
 আমায় দেখতে দাও।
 বিদুষক। লক্ষী ফেবিয়ান—আমার একটি অমুরোধ।
 ফেবিয়ান। বলো,—কি অমুরোধ?
 বিদুষক। এ চিঠি দেখতে চেয়ো না।
 ফেবিয়ান। এ যেন আমার কুকুর নিয়ে তোমার
 কুকুরটা তুমি আমায় দিলে।

(ডিউক, ভায়োলা, কিউরিও ও সামস্‌গণের প্রবেশ)

ডিউক। তোমরা কি নেডি অলিভিয়ার লোক ?

বিদূষক। আজ্ঞে হাঁ—আমরা তাঁর এষ্টেট-পত্নী।

ডিউক। তোমার চিনি বটে। কেমন আছ ?

বিদূষক। আজ্ঞে, শত্রুদের সুবিধার জন্ত আর

মিত্রদের অসুবিধার জন্ত আমি ভালোই আছি।

ডিউক। ভুল বলছো ! মিত্রদের সুবিধার জন্ত, বলো।

বিদূষক। না মশায়, অসুবিধা !

ডিউক। কি করে ?

বিদূষক। বন্ধুরা আমার প্রাণংগা করে আমার গাধা বানিয়ে দেয়—আর শত্রুর দল মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলে, আমি গাধা ! কাজেই শত্রুদের কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করি—আর বন্ধুরা করে আমার প্রবঞ্চনা। চুষন যেমন এক মুখে হয় না—হুটি মুখের দরকার—তেমনি এই দুটো কথা মিলিয়ে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, চারটে ‘না’তে দুটো “হাঁ” হয়। সুতরাং আমি ঠিক বলেছি, শত্রুর সুবিধা আর বন্ধুর অসুবিধা।

ডিউক। বাঃ, বেশ তো !

বিদূষক। না, ওটা ঠিক বলা হলো না। কেন না, আমি আপনাকে বন্ধু বলে মনে করি।

ডিউক। সে জন্ত আমার অসুবিধা হবে না। এই নাও (স্বর্ণ প্রদান)

বিদূষক। সেটা যে দুনো ভার হয়ে যাবে, মশায়। তার চেয়ে আপনি এটাকে দুনো করে দিন।

ডিউক। না, আমাকে তুমি অসৎ পরামর্শ দিচ্ছ।

বিদূষক। এর জন্ত পকেটে হাত পুকনু আর আপনার রক্ত-মাংস আপনার আদেশ মাত্র করুক।

ডিউক। দুনে-তারের পাপ দেখছি আমাতে বর্তালো ! আচ্ছা, আর একটা নাও।

বিদূষক। এক, দুই, তিন—খুব ভালো খেলা। কথায় বলে, বার বার তিনবার। তিনের জয় সর্বত্র। তালের মাত্রা হিসাবে তিন খুব কাজে লাগে। সেট বেনেটের* ঘণ্টার আওয়াজ আপনার মনে পড়ছে বোধ হয়—এক দুই তিন।

ডিউক। বোকা বানিয়ে আর টাকা আদায় হবে না ! তবে যদি তোমার কর্ত্তাকে গিয়ে বলো যে

* লণ্ডনের পল্‌স হোয়ার্প (Pauls Wharp)

নামক স্থানের বিখ্যাত গির্জা। ১৬৬৬খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে অগ্নিকাণ্ড হয়—তাহাতে ইহার ধ্বংস ঘটে।

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—আর সে-কথা যদি বলে তাঁকে আনতে পারো, তাহলে আমার দয়া হতে পারে।

বিদূষক। বহৎ আচ্ছা, মশায়। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, আপনারা নিদ্রা-সুখ উপভোগ করুন। আমি যাচ্ছি, মশায়। তা বলে ভাববেন না যে, প্রাপ্তির আশাতেই আমার এতখানি আগ্রহ ! আপনার কথা-মত আপনার দয়া একটু ঘুমিয়ে নিক—তাকে আমি শীঘ্রই জাগিয়ে তুলবো। [প্রস্থান।

ভায়োলা। আসিছে সে জন হেথা—করেছে উদ্ধার মোরে যে-বা।

ডিউক। মুখ ওর পরিচিত যেন !

শেষ যবে দেখেছিল মুখ, রণ-ধূমে ভল্ক্যানের মত ছিল মসী-লিপ্ত। ক্ষুদ্র এক তরী ছিল ওর, অগভীর জলে তুচ্ছ দ্রব্যে করিত বেসাতি। সেই তরী লয়ে করিল সংগ্রাম যবে বিনাশিয়া আমাদের দূঢ় পোতে করি বহু ক্ষতি—পরাত্তন করি ওর শিরে দিয়াছিল খ্যাতি আর মানের মুকুট।

কহ, কি সংবাদ ?

প্রথম প্রহরী। এই সেই আন্টানিও, লয়েছিল যেবা ক্যান্ডি হতে আহরিত পণ্যের সামগ্রী সহ ফিনিক্স তরনী, আক্রমিয়া টাইগার তরী—খঞ্জ-পদ করেছিল ত্রাতুপ্পুত্রে তব। রাজপথে লজ্জাহীন কলহে আছিল মত্ত—সে সময় মোরা তারে বন্দী করিয়াছি।

ভায়োলা। দেখায়েছ অনুগ্রহ মোরে ! মোর পক্ষ লয়ে করেছিল নিষ্কাশিত নিজ-অসি।

পরক্ষণে কহিল সে আর যত কথা, প্রলাপ ব্যতীত তারে কি আর বলিব !

ডিউক। রে দুঃস্থ জলদস্যু, সমুদ্র-তঙ্কর ! কোন্ নির্বুদ্ধিতা-বশে আসিলি হেথায় তাদের কবলে—করেছ যাদের শত্রু হিংসা আর রক্তমাখা দুহুতে তোমার ?

আন্টানিও। আর্গিনো তুমি মহৎ ! মোর প্রাণ্য এ দস্যু-তঙ্কর খ্যাতি, তুমি যাঁহা কহ। করিহু স্বীকার আমি—শত্রু তব ; নহে তাহা হীন-বৃত্তি-প্রণোদিত। যাদু-মায়া অনিল আমারে। তব পার্শ্বে অবস্থিত অকৃতজ্ঞ যুবকেরে করেছি উদ্ধার,

গ্রাসিবারে যারে ক্ষুধা শিক্ত করেছিল
কোথোন্মত্ত ফেনমত্ত আনন বিস্তার।
জীবনের আশা নাহি ছিল; প্রাণ-দান
করিব তাহারে! দিহু পুনঃ স্নেহ মোর
উন্মুক্ত উদার—যেন পূজ্য জন। ওর
প'রে স্নেহে অন্ধ শত্রু-পুরী-মাঝে
বিপদেরে করিহু বরণ; করিলাম
অসি নিষ্কাশিত অরি-দল যবে এরে
দাঁড়ালো ঘিরিয়া; তথা ধৃত হই, যবে
ভীত হলো মোর সাথে রাখিতে সংস্রব,
বিপন্ন হেরিয়া মোরে! পরিচয়
মোর তবে হয় না করে স্বীকার।
পলক না যেতে দেখালো এমন ভাব—
যেন মোর সাথে ওর পরিচয় কত
ছিল না কো। ফিরে দিল অর্থের পেটিকা
মোর—দিয়াছিহু ব্যবহার লাগি যাহা।

ভায়োলা। অসম্ভব কথা!

ডিউক। আগমন হলো কবে নগরে ইহার?

আর্টনিও। এই দিন মাত্র প্রভু।

মাসত্রয় ধরি আছি মোরা এক সাথে।

কিবা রাত্রি-দিন, অবিচ্ছিন্ন কতু নহি

ক্ষণেকের লাগি।

ডিউক। আসিছেন হেথা এবে

কাউন্ট-তনয়া। স্বর্গ যেন ধরনীতে

আসিল নামিয়া। প্রলাপ করহ স্তব্ধ।

মাসত্রয় মোর কাছে আছে এই ঘূবা।

করিব বিচার পরে; লয়ে যাও এরে।

(অহুচরবৃন্দ সাথে অলিভিয়া প্রবেশ)

অলিভিয়া। কিবা প্রয়োজন এবে, কহ হে মহান্,

সাধনে অশস্ত্র যাহা অলিভিয়া লাগি।

সিঁজারিও, রাখো নাই তব প্রতিশ্রুতি?

ভায়োলা। কি কহিব দেবি?

ডিউক। মহীয়সী অলিভিয়া!

অলিভিয়া। এ কি কথা বলো, সিঁজারিও?

কি বলো, মহান্?

ভায়োলা। বাক্যলাপ শোভেনাকো প্রভুর সম্মুখে।

অলিভিয়া। চাহ যদি কহিবারে পুরাতন সেই

প্রণয়ের কথা, অতীব অপ্রিয় হবে—

শ্রবণে আমার সঙ্গীতের মাঝে যথা

উচ্চ কলরব।

ডিউক। এখনো নিদ্রা তুমি!

অলিভিয়া। অতি স্থির যতি। নহিক নিদ্রা।

ডিউক। সেই চির-তেজ। হৃদয়-বিহীনা নারী

অকৃতজ্ঞ অশোভন বেদী'পরে তব

সাজায়ে দিয়াছি আমি হৃদয়ের যত

শ্রেষ্ঠ পূজা-উপচার—যে হৃদয় শুধু

পাইয়াছে পূজা। কি করিব আমি এবে?

অলিভিয়া। যথা অভিক্রটি। মোর কোন কথা নাই।

ডিউক। * মিসরী তস্কর সম ছুরিকা-আঘাতে

কেন না করিব তার হত্যা-সংসাধন

প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দান দিয়াছি যাহারে?

অশোভন দীর্ঘা হতে কতু বিচ্ছুরিত

হয় গন্ধ মধুমাখা সুবিসল। শুন,

উপেক্ষা করেছ মোর প্রণয়ের দান।

জানি, তারে অধিকার করিয়াছে কেবা—

ও তব হৃদয়-পুষ্প প্রাপ্য ছিল মোর।

রহ স্নেহে মর্ম্মরের হিম-ভার বুকে—

জানি এই বুকেই তোলা মতে আমি,

ভালো যারে বাসিয়াছ তুমি, অতি-প্রিয়

যদিও সে-জন মম—লইব-ছিনায়ে

তারে শোভিছে যে তব আঁখি'পরে

বহি নিজ শিরে তার প্রভুর বিদ্রোহ।

প্রিয় মেঘ-শাবকেরে করিব নিহত

তুঘিবারে মগীকৃষ্ণ বায়সের মন—

আছে যাহা ঘুঘুপক্ষী-বক্ষেতে গোপন।

ভায়োলা। শাস্তি প্রদানিতে তোমা, হাসি-মুখে আমি

দ্বিধাহীন মনে সহস্র প্রকারে মৃত্যু

করিব বরণ।

অলিভিয়া। কোথা যাও সিঁজারিও?

ভায়োলা। তার কাছে—যারে ভালো আমি বাসি।

এত ভালো বাসি নাই কতু নীল নয়নেরে

তব! ইহা হতে নহে প্রিয়তর মোর

সুন্দরী রমণী কোনো। হও মম সাক্ষ্য

অস্তরীক্ষবাসিগণ। যদি মিথ্যা কহি

প্রণয়ের ছল-ভরে, শাস্তি নাও মোরে।

অলিভিয়া। ধিক্ মোরে! লভিহু বঞ্চনা।

ভায়োলা। কেবা তোমা

বঞ্চনা করিল হয়, ছেন দুঃখ দিয়ে?

অলিভিয়া। সকলি ভুলিয়া গেলে? বহুক্ষণ তবু

হয়নি অতীত! ডাকি আনো পুরোহিতে।

ডিউক। (ভায়োলার প্রতি) এস মোর সাথে।

অলিভিয়া। কোথা এরে লয়ে যাবে?

সিঁজারিও, স্বামী যোর,—রহ ক্ষণকাল।

* মিসরী তস্কর। নাম—থীরাযীস। বিখ্যাত
দম্ভ্য-নায়ক।

ডিউক। স্বামী।

ভায়োলা। পতিভে বরণ আমি করেছি হাঁহারে।

ডিউক। আরে হীন দাস। তুই এর পতি বটে।

ভায়োলা। সত্য নহে প্রভু।

অলিভিয়া। ভয়-হেতু এ নীচতা।

আপনার মনুষ্যত্বে এমন করিয়া

বলি দাও। কিসের এ ভয়? শুনি।

অসঙ্কোচে ছেন কথা বলো কোন্ মুখে?

ভাগ্য তব শিরে অই করিয়া বরণ

স্বরূপ প্রকাশ তব কর এই ক্ষণে—

যাবে ভীতি—সমুজ্জল ভাতিবে মধুর

মহত্ত্ব তোমার।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

আসিয়াছ পুরোহিত।

ধর্ম তব মতি আছে। কহ সত্য করি

সকল বারতা তুমি; প্রয়োজন এবে

প্রকাশ করিতে। সংগোপনে যাহা

বন্ধে রাখিবাবে মোর ছিল অমরোধ।

যুবকের সাথে মম যাহা ঘটিয়াছে—

প্রকাশি তা কহ সব।

পুরোহিত। চিরতরে এরা

হয়েছে মিলিত আজি প্রেমের বন্ধনে।

সে মিলন উভয়ের পাণি লয়ে আমি

করেছি গ্রথিত;—উভয়ের ওষ্ঠপুট

হলো সম্মিলিত প্রকাশিতে উভয়ের

পবিত্র প্রণয়—অঙ্গুরীয়-বিনিময়

হইল তখন। আমার সম্মুখে ইহা

হলো স্মৃতি। তথা হতে মৃত্যু-পথে

তুই ঘণ্টা করেছি ভ্রমণ।

ডিউক। আরে, আরে

চাতুরীতে ভরা তুই কুকুর-শাবক।

বয়োবৃদ্ধি সাথে কি-বা হবে তব গতি,

নাহি তাহা জানি। অথবা এমন হবে,

চতুরতা হবে তব মৃত্যুর কারণ।

বিদায় লইছ—যাও ওর সাথে এবে।

দেখাবারে ওই মুখ আগিয়ো না আর

আমার সম্মুখে কতু।

ভায়োলা। প্রতিবাদ প্রভু,

করিতেছি আমি।

অলিভিয়া। মিথ্যা প্রতিবাদে নাহি

কোনো ফল; ভগবানে রাখিয়ো বিশ্বাস।

ভীত হইয়াছ তুমি—হইল প্রকাশ।

(সার এণ্ডরুর প্রবেশ)

সার এণ্ডরু। ভগবানের দোহাই—ডাক্তার! শীঘ্র
সার টোবির কাছে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে
দিন।

অলিভিয়া। কেন, কি হয়েছে?

সার এণ্ডরু। আমার মাথা ভেঙ্গে দিয়েছে আর সার
টোবির মাথা ফেটে রক্ত-গঙ্গা। ভগবানের
দোহাই—দেখুন আপনারা। বাড়ীতে থাকতে
দিলে আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।

অলিভিয়া। কে এ কাজ করলে সার এণ্ডরু?

সার এণ্ডরু। সিজারিও। কাউন্টের লোক।

আমরা তাকে ভীক ভেবেছিলেম, কিন্তু সে
মুষ্টিমান শয়তান।

ডিউক। আমার লোক? সিজারিও?

সার এণ্ডরু। হা ভগবান, এই যে সে এখানে।

আপনি অনর্থক আমার মাথা ভেঙ্গে দিলেন—

আমি যা কিছু করেছি, তা ঐ সার টোবির
কথায়।

ভায়োলা। কেন মোরে কহ এই কথা? করি নাই

তোমায়ে আঘাত; অকারণে অসি তুমি

নিষ্কাশিত করেছিলে। তবু আমি কত

মিষ্ট বাক্যে তুষিয়াছি। করিনি আঘাত।

সার এণ্ডরু। মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হলে যদি আঘাত

করা না হয়, তা'হলে আপনি আমার আঘাত

করেন নি। মনে হচ্ছে, রক্তমাখা মাথার তুমি

খেয়ালই করো না। ঐ সার টোবি বুকে হুয়ে

এইদিকে আসছেন। ওঁর কাছে আপনারা সব

কথা শুনবেন। তবে উনি মাতাল না হলে

আপনাকে দ্রুপ্ত করে' দিতেন।

(সার টোবি ও বিদূষকের প্রবেশ)

ডিউক। কি মশায়, ব্যাপার কি? কি হলো
আপনার?

সার টোবি। কিছু না। ও আমাকে আঘাত

করেছে, এই পর্যন্ত। তা সে সব মিটে-মাটে

গেছে। ওহে, ডাক্তার ডিক্কে পেলো?

বিদূষক। সার টোবি—ঘণ্টা-খানেক আগে থেকে

সে মাতাল হয়ে পড়েছে। সকাল আটটা

থেকেই তার চক্ষু-স্থির।

সার টোবি। ছুঁচো! সে বেল্লিক। পেঁচি

মাতালকে আমি ভয়ঙ্কর ঘৃণা করি।

অলিভিয়া। একে নিয়ে যাও। কে এ সব কাণ্ড

করলে?

সার এণ্ডরু। সার টোবি, আমি তোমায় নিয়ে
যাচ্ছি, চলো—তোমার সঙ্গে আমার মাথাতেও
ব্যাণ্ডেজ লাগাতে হবে।
সার টোবি। তুমিও আসবে না কি? গর্দভ,
বলদ আর পাখী—এই তিনে মিলে একটি
ছুঁচোলো পাখীর মুখ হবে।
অলিভিয়া। ওঁকে শুইয়ে দাও—আর ওঁর ক্ষত
কতটা গভীর, তাখো।

[বিদূষক, ফেবিয়ান, সার টোবি ও সার এণ্ডরু প্রস্থান।]

(সেবাপ্রিয়ানের প্রবেশ)

সেবাপ্রিয়ান। অমৃতপ্ত আমি শুভে, করেছে আঘাত
আত্মায়েরে তব। ভ্রাতা যদি হতো মোর—
দিগাম এমন শাস্তি উপযুক্ত বুঝি।
বিশ্বয়ের দৃষ্টি কেন চোখে? মনে হয়,
জুড়ু হইয়াছ তুমি। ক্ষমা কর মোরে,
করিয়া স্মরণ এবে সম্পর্ক মোদের।
ডিউক। এক মুখ, এক কর্ণস্বর। সমভাবে
উভয়ে সজ্জিত। হেরি তব দুই জন।
দর্পণেতে প্রতিবিম্ব যেন। কে কহিবে
কোন জন কেবা।
সেবাপ্রিয়ান। আর্টনিও, বন্ধু আর্টনিও,
তব অদর্শন-হেতু সহিয়াছি কত—
কত ক্লেশ।

আর্টনিও। তুমিই তবে সেবাপ্রিয়ান?

সেবাপ্রিয়ান। আছে কি সন্দেহ তার?

আর্টনিও। কেমনে করেছ

তুমি দ্বিধা-ভিন্ন আপনারে—কহ। নাহি

হেরি আকারে পৃথক এই দু'জনারে।

দ্বিধা-ভিন্ন আপেলের মত। কহ এবে

কোনটি সেবাপ্রিয়ান?

অলিভিয়া। অতীব অদ্ভুত।

সেবাপ্রিয়ান। আমি কি উহাতে আছি?

ছিল নাকো ভ্রাতা মোর;

নাহি ছেন শক্তি মোর করিবারে

দ্বিধা আপনারে। আছিল ভগিনী এক,

ক্ষুদ্র সিন্ধু তারে হার করেছে গ্রহণ।

(ভায়োলার প্রতি) কৃপা করি কহ—

কেবা তুমি হও মম?

কোন দেশ হতে তব হেথা আগমন?

কহ কিবা নাম তব? জন্ম কোন বংশে?

ভায়োলো। মেসালিনী মম জন্মভূমি। পিতা মোর

সেবাপ্রিয়ান; সেবাপ্রিয়ান নাম-ধারী
ছিল মোর ভ্রাতা; এইরূপ পরিধেয়
করিয়া ধারণ অভল সাগর-তলে
হয়েছে শয়ান। আত্মা যদি বস্ত্র পরি'
শরীরী হইতে পারে, তোমা হতে আছে
মোর ভয়ের কারণ।

সেবাপ্রিয়ান। আত্মা বটে আমি।

জন্ম হতে এইভাবে পরিধেয় আমি
অঙ্গে মোর করেছি ধারণ। দেখিতেছি,
সব অমূল্য। নারী যদি হও তুমি,
তোমার কপোলে অশ্রু বারায় কহিব,
উচ্চকণ্ঠে "স্বাগত, স্বাগত আজি
ভগিনী ভায়োলা!"

ভায়োলা। জড়ুলের চিহ্ন ছিল

পিতার কপোলে।

সেবাপ্রিয়ান। সেই মত ছিল চিহ্ন

আমার পিতার।

ভায়োলো। মৃত্যু তাঁরে নিল কোড়ে,

ত্রয়োদশ বর্ষ যবে ভায়োলা কুমারী।

সেবাপ্রিয়ান। সে দিন আজিও আছে স্মরণেতে লেখা,

ভায়োলার ত্রয়োদশ জন্মদিনে, তাঁরে

মৃত্যু নিল নিজ বক্ষে।

ভায়োলা। পুরুষের এই

পরিধেয় বিনা নাহি অস্ত্র কিছু এবে—

করিতে নারিবে তাহা অস্বখী মোদের!

আলিঙ্গন করিয়ে না মোরে, যদবধি

স্থান, কাল, ভাগ্য মিলি না করে প্রমাণ

আমিই ভায়োলা সেই। প্রমাণিতে তাহা

লয়ে যাবো তোমা সব। এই নগরীতে

এক নাবিকের কাছে। আছে তথা মম

কুমারীর বেশ; সহায় লভিয়া তারে

উচ্চমতি কাউন্টের পাইলু আশ্রয়।

তদবধি করিয়াছি যাহা-কিছু আমি,

অবগত আছে এই মহীয়সী নারী,

সুজন্ম ডিউক আর।

সেবাপ্রিয়ান। (অলিভিয়ার প্রতি) প্রমাণিত এবে

হলো শুভে! মহা ভাস্কি হয়েছিল তব।

স্বাভাবিক আকর্ষণে হয়েছিলে হার,

প্রণয়ে আকৃষ্ট। তুমি ভায়োলার প্রতি।

কুমারীর সাথে তব হইত সাধিত

শুভ পরিণয়, প্রবক্ষিতা হতে নারি,

এক-সাথে কুমারী ও কুমারের পরে

মনের আসক্তি তব।

ডিউক।

হয়ো না বিস্মিত।

উচ্চবংশ-সমুত্ত বুবক। সত্য যদি
হয় এ সকল, দর্শনেতে মনে হয়,
সকলি সুন্দর। লাভবান হবো আমি
শুভগীর নিমজ্জন লাগি।

(ভায়োলার প্রতি) বহবার
কহিয়াছ মোরে, আমা হতে নহে প্রিয়তম
তব কাছে সুন্দরী রমণী।

ভায়োলা।

কহিতেছি

পুনঃ সেই কথা। দিবা আর রাত্রিভাগে
করিয়া পৃথক সমুজ্জল সূর্য্য যথা
রহে ধরণীর যথা, তেমনি রহিবে
সর্ব্ব-কথা সত্য সম আমার হৃদয়ে।

ডিউক। দাও তব পাণি—কুমারীর বেশে এবে
দেখিবারে বাসনা আমার।

ভায়োলা।

উদ্ধারিল

যে নাবিক মোরে, তার কাছে আছে মোর
কুমারীর বেশ। বন্দী এবে সে নাবিক—
করেছে মালভোলিও অতিযুক্ত তারে।

অলিভিয়া। সত্তর পাইবে মুক্তি তোমার নাবিক—
আনহ মালভোলিওরে। হায়, মনে হলো,
হইয়াছে এবে তার মস্তিষ্ক বিকার।

(ফেবিয়ান ও পত্র লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

আপনার ভাবে আমি আপনি বিভোর।

ভুলে গেছি তার কথা। কি সংবাদ তার ?

বিদূষক। সত্যি মা, যতখানি সম্ভব শক্তি নিয়ে সব
ঠেকিয়ে রেখেছো। আপনাকে সে চিঠি লিখে
পাঠিয়েছে। এ চিঠি আমার সকালেই দেওয়া
উচিত ছিল। তবে কি না বাতুলের বাক্য
বেদবাক্য নয়—কাজেই যখনই দিই, তাতে
কিছু যায় আসে না।

অলিভিয়া। পড় চিঠি।

বিদূষক। অবধান করুন। বিদূষক বাতুলের ভাষায়
বলছে, “ভগবানের শপথ, সুন্দরি—”

অলিভিয়া। সে কি ? তুমি পাগল হলে না কি ?
বিদূষক। না মা, পাগল নই—তবে পাগলের ভাষা
পাঠ করছি বটে। যেমন আছে, তেমনিটি যদি
শুনতে চান, তাহ’লে বাধা দেবেন না।

অলিভিয়া। আচ্ছা, পড়ো।

বিদূষক। তাই পড়ছি মা। তার বুদ্ধির দোঁড়
বৃদ্ধিতে হলে এই ভাবেই পড়তে হবে। অতএব
রাণীমা, অবধান করুন।

অলিভিয়া। (ফেবিয়ানকে) পড়ো।

ফেবিয়ান। (পাঠ) “ভগবানের দোহাই সুন্দরী—
তুমি আমার উপর অত্যাচার করেছ—পৃথিবী
আজ তা’ জাহ্নুক। অন্ধকারে আমাকে বন্দী
করে রেখেছ আর তোমার মাতাল-আত্মীয়কে
আমার, উপর কর্তৃত্ব করবার ভার দেছ। তা’
সত্ত্বেও আমি বাতুল নই—তোমার মতন আমার
মাথা বেশ পরিষ্কার। তোমার পত্রের নির্দেশ
মত যা’ যা’ বলেছ, আমি সব করেছি। তাতে
তোমার লজ্জা, না, আমার মদল হয়েছে, বৃদ্ধিতে
পারলাম না। আমাকে যা কিছু মনে করতে
পারো, আমার কর্তব্যের কথা স্মরণ না করে,
আমার প্রতি অত্যাচারটাকেই বড় করে ধরলাম।
বাতুলের মত আচরিত মালভোলিও।”

অলিভিয়া। সে নিজে লিখেছে ?

বিদূষক। হ্যাঁ, মা।

ডিউক। বাতুলতার লক্ষণ বলে’ মনে হচ্ছে না তো ?
অলিভিয়া। ফেবিয়ান, তাকে মুক্ত করে এখানে
নিয়ে এস।

এই সব কথা এবে করিয়া স্মরণ

ভগ্নী-ভাবে আঁখো মোরে, পত্নী-ভাবে নয়।

এক দিনে এ-সকল হলো সংঘটিত।

গৃহে মোর দাও দেব, তব পদধূলি।

ডিউক। স্বীকার করিছ শুভে, অতিথ্য তোমার।

(ভায়োলার প্রতি)

প্রভু তব মুক্তি দিল তোমা ; তুমিহাছ
প্রভুরে তোমার করি কর্ম সম্পাদন
রমণীরে বাধা কতু শোভা নাহি পায়।

লালিতা পরম যত্নে। ও কোন্‌ল দেহে

অশোভন ছিল সেই কর্ম সমুদায়।

বহু দিন ধরি প্রভু বলি সন্ধ্যাধন

করিয়াছ মোরে। আজি সে কারণে কহি,

আজ হতে হলে তুমি তোমার প্রভুর

প্রেমসী ! প্রেমসী-প্রিয়া !

অলিভিয়া।

আজ হতে তুমি

হলে প্রাণ-প্রিয়তমা ভগিনী আমার।

(মালভোলিওকে লইয়া ফেবিয়ানের প্রবেশ)

ডিউক। এই কি বাতুল সেই ?

ফেবিয়ান। এই সেই লোক।

অলিভিয়া। কি হলো মালভোলিও ?

মালভোলিও।

দেবি, অত্যাচারে

অজ্ঞিত করেছ আমারে। ভীষণ সে অত্যাচার।

অলিভিয়া। আমি নই। কহ সব প্রকাশিয়া।
মালভোলিও। তব কৃত-কর্ম অত্যাচার। অমরোষি,

পাঠ কর এই লিপিবানি। তব হস্তে
লেখা ইহা। অস্বীকার করিবার শক্তি
নাহি তব। করো যদি, পাইবে প্রয়াস
ভিন্নভাবে লিখিবারে। এ লিপি নহে কি
লেখা তব? কহ সত্য করি, নামাঙ্কিত
মুদ্রা এই নহে কি তোমার? কহ এবে
কেন বুধা দেখাইলে প্রণয়ের ভাণ?
কেন মোর আদেশিলে বুধা হাসি-মুখে
আসিবারে তব পাশে? কেন বা কহিলে
মোরে দেখাতে জুড়ুটি সার টোবি আর
যত পরিজনে? আশার ছলনে তুমি
ভুলানে আমারে কেন অন্ধকার-গৃহে
আবদ্ধ রাখিলে? কেন বা পাঠালে তথা
ধর্ম-যাজকেরে? কিবা তব প্রয়োজন
সিদ্ধ হলো এ অপূর্ণ প্রবঞ্চনা করি?

অলিভিয়া। হায় বৎস! নহে ইহা মোর লেখা কভু।
করিম্ব স্বীকার, মম হস্তলিপি প্রায়।
হতেছে প্রতীতি, নিঃসন্দেহে কহিবারে
পারি, মেরিয়ার লেখা পত্র। মনে পড়ে
সেই মোরে কহিল প্রথমে, হইয়াছে
মস্তিষ্ক বিকার তব! তার পরে তুমি
লিপির আদেশ-মত হাসে আর ভাষে
ভঙ্গিমায় এলে মোর কাছে। হস্মো নাকো
দুঃখিত ইহাতে। খেলাচ্ছলে ভুলানেছে
তোমা—জ্ঞাত এবে তুমি, কর্মকর্তা কে-বা।
বিচারক-পদে বসি করহ বিচার।

ফেবিয়ান। দয়াবয়ী দেবী, বস্তব্য আছে মোর।

এই শুভ লগ্নটুকু আজি কলহের

মসী-লিপ্ত করি আমি চাহি না দূষিতে।
করিতেছি সকলি স্বীকার—টোবি আর
আমি, দুজনায় মিলি করেছি এ
ছলের রচনা মালভোলিওর 'পরে—
হয়েছিহু ফুক মোরা ভদ্রতা-বিহীন
তার আচরণে। লিপিকা লিখিল মেরি,
সামুহনে অমরোধ করেছিল টোবি;
সে কারণে মেরিয়ারে করেছে বিবাহ
টোবি। দ্বৈষ-পূর্ণ এই খেলা খেলিয়াছি
মোরা। এতে শুধু হাসি আছে, নাহি তিল
বিদ্বেষ-হিংসার বিষ! তুলানুও ধর

যদি সব অত্যাচার—উভয়ের অংশ
হবে সম—সুনিশ্চিত।

অলিভিয়া।

করুণার পাত্র

তুমি! সাজায়েছে তোমা অতি-মূর্খ এরা।

বিদূষক। সে কি! “কেউ মহত্ব নিয়ে জন্মায়;
কেউ বা জন্মে মহত্ব লাভ করে; আর কারো
উপর বা মহত্ব আরোপ করে’ দেওয়া
হয়”! আমিও এ আখ্যানে অংশ নিয়েছি সার
টোপাস্। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—
আমি পাগল নই, বিদূষক। আশ্চর্য্য। আপনি
এর মত একটা ছুঁচোর কথায় আনন্দ পান!
আপনি যদি হেসে এখন ওর রসিকতার মশলা
না জোগান, এখনই ও বোবা হয়ে যাবে।—এ
সবের জন্ত প্রতিহিংসার সাধ জেগেছিল।

মালভোলিও। লবো আমি প্রতিশোধ সবার উপরে।
[প্রস্থান।

অলিভিয়া। অত্যাচার হইয়াছে সত্য ওর প্রতি।

ডিউক। যাও ওর পাছে-পাছে অমরোধ মোর,
করহ সান্ত্বনা। নাবিকের কথা নাহি
করিম্ব শ্রবণ। সকলি হইব জ্ঞাত
সুবর্ণ সুযোগে আত্মায়-আত্মায় মোরা
হবো সম্মিলিত! আদরিণী ভগ্নী মম
সবে মোরা অবিচ্ছিন্ন হইব এখন।
সিদ্ধারিও এস এবে। পুরুষের বেশে
সিদ্ধারিও খ্যাতি রবে তব! কিন্তু অত
বেশে দাঁড়ালে সম্মুখে, তুমি হবে
আর্গিনোর প্রাণপ্রিয় স্বপনের রাণী।

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদূষক।

(গান)

বালক ছিলাম যখন রে ভাই, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
খেলনা তখন ছিল মধুর, ঝরতো বাদল ঝুর-ঝুরে॥
যুবক ছিলাম যখন রে ভাই, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
চোরকে দেখে হতেম সামাল, ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে॥
প্রেরণী মোর এলেন যখন, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
মদের নেশায় কাটতো না দিন, ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে॥
শয়ন-বিরাম নিতেম যখন,—রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
ছটপটে তাব কাটতো না ভাই ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে॥
এই তো সেদিন পেলেম জনম, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
যাক রে চুলোয়, নাটক তো শেষ,
আম্বো আবার তুষবো রে॥

রীতিমত

Measure for Measure

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার প্রণীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনুদিত

চরিত্র

ভিন্সেন্সিয়ো	...	ডিউক
এঞ্জেলো	...	ঐ প্রতিনিধি
এসকেলাশ	...	প্রবীণ অমাত্য
ক্লডিয়ো	...	তরুণ ভদ্র
লুশিয়ো	...	ভাঁড়
সম-প্রকৃতির ছ'জন ভদ্র ব্যক্তি	...	...
কোতোয়াল-সর্দার	...	...
টমাস	}	ছ'জন সন্ন্যাসী
পীটার		
বিচারক	...	সাধারণ গ্রহরী
এলুবো	...	নির্কোথ ভদ্র ব্যক্তি
ফ্রথ	...	শ্রীমতী ওভারডেনের ভৃত্য
পম্পি	...	ঘাতক
আভর্থন	...	চরিত্রেহীন বন্দী
বার্গার্ডিন	...	ক্লডিয়োর ভগিনী
ইশাবেলা	...	এঞ্জেলোর বাগদত্তা
মারিয়ানা	...	ক্লডিয়োর বাগদত্তা
জুলিয়েত্	...	মঠের সন্ন্যাসিনী
ফ্রান্সিস্কা	...	প্রৌঢ়া গণিকা
শ্রীমতী ওভারডেন্	...	অমাত্যগণ, ভদ্রলোকগণ, গ্রহরিগণ, কর্মচারিগণ ও অপর অমুচরবর্গ

সংস্থান—ভিয়েনা-নগরী

রীতিমত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ-বক্ষ

(ডিউক, এসকেলাশ, অমাত্যগণ ও
অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ডিউক। এসকেলাশ!

এসকেলাশ। প্রভু।

ডিউক।

শাসন-নিয়ম,

রাজবিধি—ব্যাখ্যা তার করিতে চাহিলে
বাক্য নাহি। জানি, তায় বাক্য না জুড়ায়।

তাহা লয়ে কিছু বলা—বুঝা বাক্যব্যয়।
আমার যে-শক্তি আছে, সে শক্তির পাশে

তোমার বিজ্ঞান-বুক্তি মানে পরাজয়।

নিষ্ঠাভরে বিধি-রক্ষা দায়ুণ কঠিন।

শাসন-পালনে ছেন সূকঠিন বিধি—

সে বিধি-জন্মেনে দণ্ড—একান্ত নির্মম—

এ বিধানে রাজকার্য্য—শক্তি নাই মোর।

সে সকল বিধি আজি নিজীবের প্রায়,

মুর্ছিত অঙ্গ আছে তাহারি কারণ।

প্রজাদের মনোবৃত্তি, আচার-ব্যভার

শিথিল হয়েছে—সহি গ্রন্থির বাঁধন

হইবে স্মৃদুট কিসে? উপায় না দেখি।

এই মোর নিয়োগ-পত্রিকা। (পত্রিকা দান)

সর্ব বিধি,

সকল অনুজ্ঞা—ইহাতে লিখিত আছে।

ব্যতিক্রম হবে না কো এক-তিল এর।

এখন, ইহা, ভালো কথা,—কোথায় এঞ্জেলো?

বার্তা দাও—হেথা আসি করিবে সাক্ষাৎ।

[ভূনৈক অনুচরের প্রস্থান।]

কোন বৈশে আমাদের প্রতিনিধি হয়ে

সাধিবে মোদের কাজ—পালিবে কর্তব্য?

জানেন আপনি, মোদের অনুপস্থিতি—

রাজ্যের সকল ভার হবে তার পরে।

আমাদের যাহা কিছু আছেয়ে ক্ষমতা—

মোদের সকল শক্তি—আদেশে-নিদেশে

সর্বজননে করে ভয়; আদেশ পালন,

যে-মান-মর্যাদা দেয়—সে-সবে তাহার

পূর্ণ অধিকার হবে। আচারে-ব্যভারে

রাজ-প্রতিনিধি হবে—সর্ব অধিকারে।

আমাদের প্রীতি-স্নেহ প্রদানিবে তারে

হৃদয়ে বিপুল শক্তি, কর্তব্যে উত্তম—

যোগ্য প্রতিনিধি হবে। কি বলেন ইথে?

এসকেলাশ। সমগ্র ভিয়েনা-রাজ্যে যোগ্যতর জন

নাহি আর—এই ভার করিতে বহন।

শিক্ষায়, চরিত্র-গর্বে এঞ্জেলো অতুল।

এই হেথা আসে দেখি অমাত্য এঞ্জেলো।

ডিউক। আসিছে এঞ্জেলো।

(এঞ্জেলোর প্রবেশ)

এঞ্জেলো।

তব চির-আজ্ঞাবহ

অধীন এ দাস। কহ, কি আদেশ আজি

করিব পালন, প্রভু?

ডিউক।

সুভদ্র এঞ্জেলো,

তব চিত্ত—যে-বা তার জানে পরিচয়—

সে-ই জানে,—কি বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ চিত্ত তব।

পুণ্যময়, জ্ঞানময়, ধীর শাস্ত মন।

নিজেরে, নিজের যা-কিছু আছেয়ে জগতে—

নহে নিজ-স্বার্থ সেবা—পরার্থে প্রয়োগ

সকলি করেছ তুমি। আদর্শ জীবন!

তোমার হৃদয়-বুক্তি বিধাতার ধ্বনি।

আলোক-বক্তিকা যেন জগতের পথে।

অপূর্ব কিরণ-রশ্মি করে বিকিরণ—

সে আলোকে পাহু পাম পথের নির্দেশ।

চিত্ত তব মধুময়—নাহিক গরল।

বিধাতা যে-গুণরাশি দিয়াছে তোমারে—

স্নেহ মায়া দয়া বিধা—যুক্তহস্তে তাহা

বিতরণ করে তুমি বিশ্বের মানবে।

আমি তোলা স্বার্থহারা—হে স্নেহ-বৎসল!

কিন্তু বুঝা বাক্যব্যয়—যেন বিজ্ঞাপন।

পবিত্র মহিমা তাহে ঋক্স করিব না।
শোনো কথা—জানো তুমি, যাবো দেশান্তরে
পর্যটন লাগি; দীর্ঘ করিব বাপনা
দেশভ্রাণী, বিদেশের পথে ও পর্বতে,
বনে বা নদীর বক্ষে; সেই কালটুকু
রহিবে হেথায় তুমি মোর প্রতিনিধি—
আমার কর্তব্য সব করিবে পালন।

ভিয়েনার শুভাস্তভ—সে-দায় তোমার।
আমার সকল শক্তি, স্বার্থ, অধিকার—
সে-সবার অধিকারী তুমি হেথা রবে।
প্রবীণ অমাত্যবর এই এস্কেলাশ
তোমার অধীন রবে। তুমিই প্রধান।
লহ এ নিয়োগ-পত্র। (নিয়োগ-পত্রিকা দান)

এঞ্জেলো। বড় শঙ্কা গণি।
মোর চিত্ত-ধাতু—তার কতখানি খাটা—
নিকষে কবিলে ভালো হতো, মানি, প্রভু।
এ-গুরু দায়িত্ব-তার বহিতে যোগ্যতা
সত্য কি আমার আছে? লাগিছে সংশয়।
ডিউক। বাক্য-জালে নিরস্ত করো না তুমি মোরে।

বহু বৃত্তি-পরামর্শ-শেষে—এ সিদ্ধান্ত।
এ পদ-মর্যাদা রাখে, হেন জন নাই
তোমা বিনা এ বিপুল ভিয়েনা-সাম্রাজ্যে।
কি তোমার শক্তি—আমি সবিশেষ জানি।
কতকাল দূরে রবো, নাহি তার স্থির।
যেখানেই রহি, দিব সমাচার তোমা—
কুশল জানাবো বন্ধু। এখন বিদায়।
কর্তব্য-পালনে তুমি রহো অচপল,
দূর নিরপেক্ষ সদা কলুষ-বিহীন।
এঞ্জেলো। ভালো হতো—পার্বের রহি সে শিক্ষা
লভিলে

দুদিন অন্ততঃ—যাত্রা করিবার আগে।
ডিউক। অবসর নাহি তার। কিসের সঙ্কোচ?
শোনো কথা, আমার মর্যাদা নাহি টোটে—
তোমার বিবেক-বুদ্ধি না হয় সংহত,—
হেন কার্যে তিলমাত্র দ্বিধা করিয়ে না।
আমার যা অধিকার—তোমারো তা, জেনো।
প্রয়োজন হলে—বিধি, নতন অনুজ্ঞা—
রাজ্যের মঙ্গল তরে করিয়ে প্রচার।
দাও বন্ধু, হাতে মোর দাও তব হাত,
গোপনে বিদায় লবো। প্রজাদের আমি
প্রাণে-প্রাণে ভালোবাসি—চাহিনাকো তাই,
প্রকাশ্য বিদায়—সবার সাক্ষরুণ আঁখি
বিদায়ের বেদনায় দেখিতে মলিন।

চাহি না মিলিত কর্তে জয়-রব; অশ্রু
আর্ন্ত বেদনায়। আসি হে বন্ধু, বিদায়।
এঞ্জেলো। শিব হোক তব পথ, শুভ হোক প্রভু!
যাত্রা হোক নিরাপদ, অগ্নান হৃদয়।
এস্কেলাশ। রাজ্যে তব শুভ হোক পুনরাগমন।
ডিউক। ধন্যবাদ লহ দৌহে। এখন বিদায়।

[প্রস্থান।

এস্কেলাশ। আমার মিনতি প্রভু, অবসর চাই—
নিরালায় দুটো কথা শুধার আরে।
আমার কর্তব্য কিবা—জানিতে আকুল।
কি করিতে হবে মোরে—কোন অধিকার—
তাহার নির্দেশ মাগি প্রভুর চরণে।
সে নির্দেশ-তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না।

এঞ্জেলো। একান্ত নিমুচ আমি—আমিও জানি না।
দৌহে মিলি বৃত্তি করি; তাবিসা-চিন্তিয়া
কর্তব্য নির্দেশ পরে হবে।

এস্কেলাশ। যথা আজ্ঞা।
আদেশের প্রার্থী আমি রবো প্রতীক্ষায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

(লুশিয়ো ও দুই জন ভদ্র ব্যক্তির প্রবেশ)

লুশিয়ো। আমাদের ডিউক বাহাদুর যদি অস্ত্র
ডিউকদের সঙ্গে মিলে হাদ্কারি-রাজের সঙ্গে
একটা খোশ-আপোষ করতে না পারেন, তাহলে
—কি আর হবে? হাদ্কারি-রাজ ভয়ঙ্কর চাপ
দেবে।

১ম ভদ্র। হাদ্কারি-রাজের চাপ কে চায়, বাবা?
আমরা চাই আরাম।

২য় ভদ্র। নিশ্চয়—তাতে আর সন্দ আছে?
লুশিয়ো। তোমার কথায় সেই বোম্বের কথায় মনে
পড়চে। জাহাজে বেরবার সময় প্রভুর দশটি
আদেশ মাথায় করে সে বেরিয়েছিল—শুধু
একটি আদেশ দিয়েছিল মুছে।

২য় ভদ্র। 'চুরি করো না'—আদেশটা বুঝি?
লুশিয়ো। তাই। সে লেখাগুলি মুছে দিয়েছিল।

১ম ভদ্র। বুঝি—জাহাজের কাপ্তেন, মাঝি-মাঝা
সবাই ও-লেখা পড়ে চূপচাপ থাকতো—তা
আর হলো না। তারা ধরলো চুরি। এই যে

ফোজের যত গোরা-সেপাই—উপাসনায় যখন
শান্তির প্রার্থনা জানানো হয় ভগবানের কাছে,
তারা ভখন কি খুশী-মনে না তাতে যোগ দেয়।

২য় ভদ্র। এমন সেপাই আজ পর্যন্ত দেখলেম না
যে শান্তি চায় না।

লুশিয়ো। এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। তুমি
সেপাই নও বলে এ-উপাসনায় কখনো যোগ
দাও নি—নিশ্চয়।

২য় ভদ্র। নিশ্চয় নয়।

লুশিয়ো। চূপ, চূপ। কে আসচে, ত্যাখো। শ্রীমতী
ঠাকরুণ। আমাদের বিচিত্র-বিহারিণী দেবী।

১ম ভদ্র। ঠাঁর মন্দিরে গিয়ে কত ব্যাধিই যে আমি
গায়ে মেখেছি...

২য় ভদ্র। অর্থাৎ?

১ম ভদ্র। কত লোকের সঙ্গেই সেখানে জানাশুনা
হয়েচে।

লুশিয়ো। তাদের মধ্যে বিচারক মশায় হলেন
একের নম্বর।

২য় ভদ্র। বছরে তিন হাজার ডলার তলবান।

১ম ভদ্র। তারো বেশী...

লুশিয়ো। ফরাসী ক্রাউন ফাও।

২য় ভদ্র। আমার মাথা খারাপ, ভাবচো? বেতুল
বকচি? না মাথা আমার খাশা আছে।
তোমার ভুল। আমি খাশা আছি।

লুশিয়ো। যাকে খুশী বলে, তা নয় কিন্তু। ও খাশা
যেন সেই খালি কলসীর মত। ফোঁপরা।
তোমার হাড়ে মাঁষ নেই—সব ফোঁপরা।

(শ্রীমতী ওভারডেনের প্রবেশ)

১ম ভদ্র। কি গো ঠাকরুণ—কোন পাছাটায় বাতের
ব্যথা বেশী চাগাড় দিচ্ছে যে, মুখ অমন
বেঁকিয়ে আছ।

শ্রীমতী। হুঁ—খবর রাখো...এক জন ধরা পড়ে
শ্রীঘরে গেল। তার দাম তোমাদের পাঁচ হাজার
জনকে একত্তর করলে যা হয়, তার চেয়ে ঢের
বেশী।

২য় ভদ্র। কে গো? কে সে?

শ্রীমতী। কুড়িয়ো—কুড়িয়ো হুজুর-জী। বুঝলে?

১ম ভদ্র। কুড়িয়ো চলেছে শ্রীঘরে! অসম্ভব।

শ্রীমতী। অসম্ভব আজ সম্ভব হয়েছে। আমি নিজের
চোখে দেখে আসছি, চৌকিদার তাকে নিয়ে
চলেছে। শুধু এই নয়—তিন দিন পরে হবে
তার ফাঁসি—শুণুচ্ছেদ।

লুশিয়ো। ভায়াসা নয়। সত্যি?

শ্রীমতী। এ-রকম মিছে ভায়াসায় আমার লাভ?

আর এটি ঘটেছে ঐ জুলিয়েত্তের ব্যাপারে...

লুশিয়ো। হতে পারে। কেন না, আমাকে কথা
দিয়ে ছিল, দু'ঘণ্টার মধ্যে এসে আমার সঙ্গে
দেখা করবে। আর কথার নড়-চড় সে জীবনে
কখনো করেনি...

২য় ভদ্র। তাহলে আমি যে কথা বলছিলাম, এ
দেখচি তার রগ বেঁবে গেছে।

১ম ভদ্র। ইস্তাহার-জারির সঙ্গে সঙ্গে ভারী জ্বর
ব্যাপার, মোদা।

লুশিয়ো। এখনি এ ব্যাপার জানতে হচ্ছে। সত্যিই
কি...

[ভদ্রদ্বয়ের সহিত লুশিয়োর প্রস্থান।

শ্রীমতী। আমার বরাতে ছাই—শুধু ছাই। ওদিকে
লড়াই—তাতে খাটুনি। এদিকে এই ফাঁসি-
কাঠ। না খেতে পেয়ে দশা যা হবে, আমার
হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সঁধিয়ে যাচ্ছে।

(পম্পির প্রবেশ)

কি খবর পম্পি?

পম্পি। সে লোকটাকে জ্যাঁলে নে গ্যালো।

শ্রীমতী। সে কি করেছে?

পম্পি। ম্যায়ে-মাহুয়।

শ্রীমতী। তাতে এমন দোষ হলে...

পম্পি। নদীতে কচ্ছপ ধরতি গ্যালি তার কামড়
খাতি হবা না?

শ্রীমতী। সত্যি রে—যা শুনেছিলাম? আইবুড়ো
মেয়ে—তার নাকি ছেলে হবে? আর সে ছেলে
ঐ লোকটার জন্ম?

পম্পি। না—তার সঙ্গে ছ্যালো ঐ ম্যায়ে-নোকটা
—আর একটা দাসী। দরবারী ইস্তাহার
শোনোনি?

শ্রীমতী। কিসের ইস্তাহার?

পম্পি। সহরতলীর যত বাড়ী—সব ভেঙ্গে দেওয়া
হবে।

শ্রীমতী। আর সহরের বাড়ীগুলোর কি হবে?

পম্পি। তারা অমানি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে চির-
জন্ম। ওগুলোও ব্যাতো; কিন্তু ভারী এক
ফিচেল চোর সেগুলোকে ভারী সামলিয়ে দ্যাছে।

শ্রীমতী। মানে, আমাদের বাড়ী—লোকে যেখানে
আমোদ-আহ্লাদ করতে আসে, সেগুলো সব
ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হবে?

পম্পি। মাটিতে মিশিয়ে ধুলো! একেবারে ধুলো! শ্রীমতী। এ আবার কি মনস্তর এলো দেশে! এ্যা!

তাহলে আমার দশা কি হবে? কোথায় যাবো? পম্পি। ভয় নেই ঠাকরুণ! আপনি এসো না আমার সঙ্গে। ভালো উকিলের কি কোনো কালে মক্কেলের অভাব হয় ঠাকরুণ? আস্তানা বদলে ফ্যালো। আস্তানা বদলাবে বলে পেশা তো আর বদলাচ্ছে না। আমি আছি, তোমার তরিবৎ নফর, দূত... যা বলো! মনে ভরসা রাখো। তোমার উপর লোকের দরদ আছে। বলে, এ্যাদ্দিন বসে কি কর্ণাটাই না করেচো প'চ জনের আমোদের জন্তে। তোমার কথা তারা ভাববে বৈ কি—নিচ্ছয়।

শ্রীমতী। চ বাপু এখান থেকে। পথে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা কয়ে শেষে কি বিপত্তি বাধাবো? পম্পি। ঐ যে রুডিয়ো হজুর আসচে এদিক-পানে—সঙ্গে দেখচি সর্দার-পাহারা! আরে, জুলিয়েত ঠাকরুণকেও সঙ্গে দেখচি।
[উভয়ের গ্রস্থান।]

(কোতোয়াল-সর্দার, রুডিয়ো, জুলিয়েত ও কর্মচারিগণের প্রবেশ)

রুডিয়ো। শোনো ভদ্র, বৃথা কেন বিশ্বের সমুখে হেন হীন হতভাগ্য সম লয়ে যোরে পথে-পথে ফিরিতেছ! বন্দী আমি যবে, লয়ে চলে কারাগারে—যেথা মোর স্থান। কোতোয়াল-সর্দার। দুষ্ট অভিসন্ধি-বশে এই কৃত্য নহে।

পুণ্ড্র প্রতিনিধি-প্রভু এঞ্জেলো দেছেন বিশেষ আদেশ—তাই পথে লয়ে ঘুরি। রুডিয়ো। দুর্মদ প্রভুত্ব—তার প্রমত্ত বিক্রম দেবতারে পরাভব করে স্পর্ধা-ভরে! অপরাধে দণ্ড দেয় ওজন বুঝিয়া। যেন বিধাতার খজা—যারে লক্ষ্য আছে, তার শিরে পড়িবে নিশ্চিত। লক্ষ্য নাহি যারে, নির্ভয় সে। বিচার—হাঁ, নিরপেক্ষ।

(লুশিয়ো ও সন্দী ভদ্রবয়সের পুনঃ প্রবেশ)

লুশিয়ো। কি ব্যাপার রুডিয়ো? এ বাঁধনের হেতু? রুডিয়ো। অতিরিক্ত স্বাধীনতা—বাধাহীন মুক্তি—তার ফল, হে লুশিয়ো, আজি এ বন্ধন। জানো তো, অতির ভাগ্যে কি বা পরিণাম।

যেথা যত আতিশয্য—সেথায় বঞ্চনা! অতি-ভোজে পরিণাম দীর্ঘ উপবাস। যাহা চাই, পেতে চাই সীমাহীন ভাবে—মানব প্রকৃতি ঠিক মুষিকের মত—অতি-লোভে পিপাসায় সে যে করে পান সমুখে বা পায়, তাই বিধে প্রাণ যায়। লুশিয়ো। চোকিদারের বাঁধন—এর ওপর এমন বচন! আমার যদি এ শক্তি থাকতো, তাহলে আমার পাওনাদারের দলকে ডাকিয়ে পাঠাতেম। তবু সত্যি বলতে কি, তোমার বাঁধন বলো, আর মুক্তি বলো, দুয়ে আমার সমান তোয়াক্কা! ...তা যাক, অপরাধটা তুমি কি করেছ! শুনি।

রুডিয়ো। সে কথায় শুধু ব্যথা খুঁচিয়ে তুলবে। লুশিয়ো। খুন করেছো না কি? রুডিয়ো। না। লুশিয়ো। অতি-লোভ? রুডিয়ো। তাই এক রকম। কোতোয়াল-সর্দার। আপনি যান মশায়। রুডিয়ো। একটা কথা ভাই...লুশিয়ো, শোনো...
(তাহাকে একান্তে ডাকিল)

লুশিয়ো। এক কেন? শত কথা শুনিতে প্রস্তুত, কহিতে প্রস্তুত—যদি শুত হয় তাহে। ভালো কথা, অতি-লোভ অর্থাৎ কি বলি, রমণীর প্রতি লিপ্সা—তারো'পরে শেষে কোটালের লেগেছে প্রহরা? বেশ! বেশ! রুডিয়ো। মোর ভাগ্যে তাই ঘটয়াছে দেখি, বন্ধু। বাক্যদান-সম্ভবতে—জুলিয়েত-সনে এক-শয্যা করেছি গ্রহণ—জানো তারে, অন্তরে আমার পত্নী, আমি তার স্বামী। শুধু সমাজের দুটা আচার-মন্তর—সবারে ডাকিয়া বলা হয় নাই! শোনো... তার আত্মজনে শুধু যৌতুক তাহার গোপন করিয়া রাখে নীচ স্বার্থ হেতু—আচারে-মন্তরে তাই সমাজের চোখে এ বিবাহ-কথা আজো আছিল গোপন। কিন্তু কি দুর্দৈব—হায়, এ প্রেম-মিলন বিরুদ্ধ ঘটনা-বশে করিল প্রচার, জুলিয়েতে দিল লেপি কলঙ্ক-কালিয়া! দারুণ লজ্জার কথা! ঘৃণ্য অপবাদ! পুণ্ড্র নামে পুতিপঙ্ক মাথায় হানিয়া! লুশিয়ো। সম্ভান-সম্ভবা বালা? রুডিয়ো। তাই। কি দুর্ভাগ্য

এ পুলকে কলঙ্ক হানিল তীব্র শর।
ডিউকের প্রতিনিধি-পদের গৌরবে
নব শক্তি-অধিকার দেখাবার লাগি,
অথবা ভাবেন অশ্ব যত প্রজাগণে—
তাহাদের পৃষ্ঠ চড়ি চাহেন বুঝাতে
রশ্মি টানি যথা-ইচ্ছা পাবেন চালাতে—
আদেশের অধিকার সকলে বন্ধুক—
আরোহীর কশাঘাত সহক মরমে।
কিবা অধিকার-গর্বে এই নির্মমতা!
কিসের লাগিয়া তাঁর এই নির্মাতন,
বুঝি না তা আমি। পুরানো আইন-বিধি
দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ ধরি ব্যাভার-অভাবে
জীর্ণ পচা পড়েছিল কেতাবের পাতে
নির্জীব মৃতের প্রায়—খোঁচায়ে সে-সবে
তীক্ষ্ণ শরশুল্ক সম জীর্ণতা-খোলশ
ছিঁড়িয়া বিঁধিল মোরে তীব্র অকস্মাৎ।
হেতু এর বুঝি,—কীৰ্ত্তি। শুধু নাম কেনা।

লুশিয়ো। যা বলেচো। এ ছাড়া অল্প কারণ তো
দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মাথাটা দেখচি,
ঘাড়ের উপর পল্কা-ভাবে বসানো—এমন
পলকা যে কোনো গোয়ালিনী-বঁধু যদি প্রেমে
পড়ে তোমার মাথার পানে চায় তো বুক-ভরা
নিশ্বাস ছাড়বে। আহা, তা এক কাজ করো।
ডিউক বাহাদুর কোথায় আছেন, সন্ধান নিয়ে
তাঁর পায়ে গিয়ে মিনতি জ্ঞানও, আপীল করো।
ক্লডিয়ো। লয়েছি সন্ধান তাঁর—মেলেনি নির্দেশ।

লুশিয়ো, তোমার সাথে দেখা হলো যবে—
একান্ত মিনতি মোর—রাখো মোর কথা—
ইশাবেলা ভগ্নী মম আজি মঠে যাবে—
সেখা তার ঠাই হবে—মিলেছে অনুজ্ঞা।
তারে গিয়ে বলো এ সংবাদ—মোর কথা।
মোর হয়ে বলো তারে, সজল মিনতি—
প্রতিনিধি-সনে যেন করে সে সাক্ষাৎ,
মোর রক্ষা-হেতু যেন জানায় কাকুতি।
তার সে কাকুতি পরে আছে মোর আশা।
তরুণী সে! রূপে তার দিব্য কাস্তি-বিভা,—
বাকুহীন ছবি তার—উপজিবে মায়ী।
তরুণীর শাস্ত্র-আঁখি—চিতে দিবে দোলা।
জানে সে অনেক রীতি—যুক্তিতে-বচনে
নিষ্ঠুর এঞ্জেলো—সেও হবে বিচলিত,
এ দণ্ড করিবে প্রত্যাহার। বলো তারে—
প্রাণ মোর—রক্ষার উপায় তার হাতে!
সে যেন প্রয়াস পায়—বাঁচাতে আমারে।

লুশিয়ো। তা পারে—হ্যাঁ, পারে। তার সঙ্গে আমি
গিয়ে এখন দেখা করবো। চেষ্টা সে করবে
বৈ কি। নাহলে খামোখা যা-তা একটা নেশার
জন্তে তোমার প্রাণটা যাবে! না, আমি
এখন গিয়ে তাকে সব কথা বলচি।
ক্লডিয়ো। মৃতবৎ রহি আমি। বহু ধন্যবাদ।
লুশিয়ো। দু'ঘণ্টার মধ্যে ত্যাগো, সব ওলট-পালট
হয়ে যাবে।
ক্লডিয়ো। কোথায় প্রহরী? চলো, কোথা লয়ে যাবে!
[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সংলগ্ন মঠ

(ডিউক ও সম্মানী টমাসের প্রবেশ)

ডিউক। না, না, আর্ঘ্য, এ চিন্তা করহ পরিহার।
প্রেম-শরে সারা বক্ষ বিঁধি জর-জর
করিবে, এমন কথা করো না প্রত্যয়।
আমার হেথায় আসা—নহে প্রেম হেতু।
কেন আসি? মাগি হেথা গোপন-আশ্রয়?
তাহার উদ্দেশ্য আছে—গভীর উদ্দেশ্য—
অতি-গুরু। তীব্র বহি সম হৃদয়ের
তরুণ উদ্যম-বৃত্তি-বশে আসি নাই।
প্রেমার্ঘ্য আদৌ নহি—প্রণয়ের জালা
এ হৃদয়ে শেল সম বাজে নাই কভু।

টমাস। কি উদ্দেশ্য—কহিবে কি?

ডিউক। তুমি ভালো জানো আর্ঘ্য, এ বিজ্ঞান-বাস
সংসারের কলরব-বঙ্কা-অস্তরালে
আমার প্রাণের প্রিয় কত। কিবা শাস্তি,
কিবা শ্রুত এ বিজ্ঞান-বাসে—বুঝি আমি।
রাজপুরী মাঝে নিত্য চাটু-বাণী।
স্বার্থ শুধু ইষ্ট খোঁজে—অভীষ্ট-বিলাস।
যৌবনের মত্ত দর্প, শৌর্যের ব্যাখ্যান—
কিবা তার প্রয়োজন বুঝি না জীবনে।
বিবেক-বিচারে দৃঢ় সংযমী নির্লোভ
এঞ্জেলোর হাতে তাই সঁপি রাজ্য-ভার,
আমার সকল শক্তি সব অধিকার,
আমার আসনে তারে প্রতিনিধি রাখি
আসিয়াছি তীর্থ-বাসে। এঞ্জেলো জানেন,
পোলাণ্ডে করেছি যাত্রা স্মদুর দুর্গমে।
গোপনে বিদায় নিছি হৃদয় দীনবেশে—

সকলে জেনেছে, আমি গিয়াছি পোলাণ্ডে !
হয়তো আমারে প্রণয় করিবে আচার্য্য,
বিচিত্র এমন কেন হেন অভিশাপ ?
টমাশ ! জানিতে অধীর বৎস ! কেন এই সাধ ?
ডিউক । রাজ্যে বহু বিধি আছে কঠিন নির্ধম—

হরন্তু অশ্বের সম আঘাত-উত্তত ;
সে বিধি-পালনে মহা উদ্ধাম বন্ধার
হবে সমাবেশ । চৌদ্দ বর্ষ ধরি আজ
সে-বিধি ঘুয়ায় যেন নিবিড় গুহায়
হরন্তু সিংহের মত ক্রুর হিংসা ভুলি ।
জানো আর্ধ্য, স্নেহময় পিতৃগণ যথা
দুলায়ে পল্লব-শাখা রোষের ছলনে
বালক-পুত্রের প্রাণে সঞ্চারিয়া ভয়—
শাখা-বেত্র আফালনে, করে না আঘাত—
পুত্রগণ পিতার সে-আফালন হেরি
ভয়-হারি নেত্রে করে একান্ত উপেক্ষা ;
ভেমতি এ বিধি আর শাসন-আচার
দীর্ঘ অব্যবহারে সে উপেক্ষা লভিছে ।
মুক্তি তাই বাধা-বন্ধ মানে না কো আর—
দুর্মদ, দুর্নীতি-বোরে মগ্ন জনে-জনে ।
বেত্রে উপেক্ষিয়া যথা বালকের দল
ধাত্রীয়ে প্রহার করে সঙ্কোচ-বিহীন—
রাজ্যে তথা অনাচার-দুর্নীতিতে যতি
বহু প্রজা ভয়-হীন মত্ত স্বেচ্ছাচারী ।

টমাশ । তাই যদি—সে প্রাচীন শাসনের বিধি
ঘুয়ায়ে যে আছে, তারে জাগাতে পারিতে
নিজে তুমি । রাজ্য তব—বিধি সে তোমার ।
সে বিধি-প্রয়োগ হতো না কো তব হস্তে
ত্যাল কঠিন রূঢ় । হতে পারে বিধি
প্রচণ্ড নির্ধম জেনো, নূতন এ-জনে,
হৃদয়ের প্রতিনিধি এঞ্জেলোর হাতে ।
ডিউক । সে বিধি-বিধান—মোরে বাজে স্মকঠিন ।
সে বিধি আমার হাতে হয়েছে লজ্জন—
সে আমার অপরাধে, মোর ওদাসীত্বে ।
প্রজাদলে কেহ কেহ অনাচারী আজ—
মোর অপরাধে পাপ ! সে পাপের দণ্ড
আমি দিব নিজ হাতে ? বড় অশোভন ।
প্রশ্ন সে আনি দিছি, আমার প্রশ্নয়ে
ক্রুর অনাচার-সর্প তুলিয়াছে ফণা !
সে সর্পে পুষেছি আমি মায়ী-হৃৎ দানে—
এখন মারিতে তারে বড়ই সঙ্কোচ ।
পাপে-অনাচারে আমি বাড়িয়ে প্রশ্নয়ে
আজি শাস্তি দিতে চাই, সে নহে উচিত !

তাই প্রভু, এঞ্জেলোরে দিয়াছি এ ভার—
মোর প্রতিনিধি-রূপে এ পাপ নাশিবে ।
রাজ্য ছাড়ি তাই আমি করিব ভ্রমণ
দেশে দেশে সন্ন্যাসীর সাধু-সঙ্গ-কামী ;
সাধারণ প্রজা সনে করিব মিতালি ।
রাজ্য-প্রজা সম-বন্ধ আজিকে আমার ।
তাই প্রভু চরণে মিনতি আজি মম—
সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষা প্রদানো আমারে—
শিক্ষা দাও দেহে মনে পুণ্য আচরণ !
কেন এই সাধ, পরে কহিব বিশেষ ।
তবে ইহা জানি বেশ, এঞ্জেলো সুত্রন—
খাচী সোনা, কর্তব্যে অচল ঠিঠা তার ;
ধর্মীতে রক্তস্রোত বহিতেছে—তবু
সকলি সহিতে পারে । ক্ষুধা-পিঙ্গাঙ্গ
বিকল দেখিনি কভু । বিধি যেন তারে
গড়েছেন কঠোর কর্তব্য করি ! দেখি,
গুরু-কার্য্য-তারে তার সে চিন্ত কেমন—
পদ-গর্বে অবিচল অথবা চঞ্চল ।

চতুর্থ দৃশ্য

নারী-মঠ

(ইশাবেলা ও ফ্রান্সিস্কার প্রবেশ)

ইশাবেলা । আর কি-বা আছে অধিকার ?
ফ্রান্সিস্কা । কহিছ যা,

সুপ্রচুর নয় তাহা ?

ইশাবেলা । মানি, সুপ্রচুর ।

ইহার অধিক আমি চাই—তা বলি না ।

দেবার চরণে যারা সঁপে কান্ন-মন—
আচারে-ব্যাতারে চাই নিম্ন-সংযম ।

বুঝি তাহা ভালোমতে, স্বেচ্ছাচার নয় ।
লুশিয়ে । (নেপথ্য হইতে) মজল হোক !

কে আছে ?

ইশাবেলা । কে যেন ডাকিছে ।

ফ্রান্সিস্কা । পুরুষের কণ্ঠ—মানি ।

ইশাবেলা, লহ চাবি—খোলো গিয়া দ্বার ।

ত্বাখে কে-বা—কেন হেথা—কোন্ প্রয়োজনে ?

তুমি যেতে পারো । গিয়া করহ সাক্ষাৎ ।

সাক্ষাতে আমার আজি নাহি অধিকার ।

দীক্ষা লভি মঠধারী হবে যে-রমণী—
 পুরুষের সনে দেখা—নিবেধ তাহার।
 মঠাধিকারিণী দেবী—তাঁহার সাক্ষাতে
 পুরুষের সনে দেখা—বাক্যলাপ শুধু।
 এখনো তোমার দীক্ষা হয় নাই। তুমি
 দেখা কর—কথা কহ। দেখায়ো না মুখ,—
 গুপ্তনের আবরণে রাখিয়ো ঢাকিয়া।
 কিম্বা মুখে আবরণ না রাখিতে চাহো,
 কথা কহিয়ো না। জেনো, মঠের নিয়ম।
 ডাকে পুনঃ। কহ কথা। কিবা প্রয়োজন?

[প্রস্থান।

ইশাবেলা। মদল,—মদল হোক! কে করে আহ্বান?

(নুশিয়োর প্রবেশ)

নুশিয়ো। নতি লহ হে স্তম্ভরী। মনে লাগে মোর
 গোলাপী কপোল হেরি—কুমারীই বটে।
 হেথা আমি আগন্তুক—আগিনি কখনো—
 জানি নে কো কোনো বার্তা। এই মঠ-গৃহে
 কোথা দেখা হতে পারে ইশাবেলা-সাথে?
 দুর্ভাগা রুডিয়ো বন্ধু—তিনি ভগ্নী তার।
 ইশাবেলা। দুর্ভাগা রুডিয়ো! কেন হেন কথা বলা?
 কি হয়েছে? ভাগ্য কেন করিল ছলনা?
 এ প্রপঞ্চে বিষয় মানো? নাহিক বিষয়।
 আমি সেই ইশাবেলা—রুডিয়ো-ভগ্নী।
 নুশিয়ো। শোনো ভদ্রে, ভ্রাতা তব বার্তা পাঠায়েছে।
 বুধা বাক্য-জাল রচা নাহি প্রয়োজন।
 ভ্রাতা তব ভাগ্যদোষে কারাবাসী আজ।
 ইশাবেলা। কারাবাসী! হায় ভাগ্য!

কোন অপরাধে?

নুশিয়ো। অপরাধ!... আমি যদি হই বিচারক—
 বলি তবে—কারাবাস লঘু দণ্ড তার।
 সরল-কিশোরী বন্ধু—সহবাস-পাপে
 অন্তর্ভুক্ত। কুমারীরে করে কলঙ্কিনী।

ইশাবেলা। গল্প-কথা শুনায়ে না মোরে, মহাশয়।

নুশিয়ো। গল্প নয়—সত্য কথা। গল্পে কোন কাজ?

যদিও প্রকৃতি মোর একান্ত চপল—
 কুমারী কিশোরী-দলে হান্ত-পরিহাস,
 মিথ্যা গল্পে করি নিত্য কৌতুকের খেলা
 রঙ্গ-ভরে—নারী লয়ে চিত্ত-হীন লীলা।
 তবু ভদ্রে, সত্য কহি। হেরি রূপ তব
 চটুল খেলার নয়; মর্যাদা-সম্মানে
 সত্যই মহিমাময়—না করি কৌতুক!

সংসারের মলিনতা করি পরিহার—
 কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃপুঞ্জে গরিমা-কিরণ
 দিব্য বিভা-দীপ্তি হেরি! মিথ্যা কহিব না—
 দেবী তুমি—রহস্যের যোগ্য নারী নহ!
 ইশাবেলা। এ বাদে দিতেছ কালি স্মৃতি-জনে।
 নুশিয়ো। নহে, নহে, নহে ইহা পরিহাস-বাণী।

অধিক কথায় ভদ্রে, নাহি প্রয়োজন।
 সরল সত্য যা, কহি অতীত সংক্ষেপে।
 ভ্রাতা তব—প্রণয়িনী-কিশোরী-মিলনে
 পলক লভিল যোর—বসন্ত-বাতাসে
 পল্লবিনী-মিলনেতে যথা পুষ্প জাগে—
 পল্লব-গৌরব-সুখ! ভ্রাতা তব তথা
 কিশোরী প্রেমিকা সনে মিলনের বশে
 পুষ্পিতা করেছে তায়। গর্ভে তার আজি
 শিশু-পুষ্প-মুকুলের উদয় সম্ভব!

ইশাবেলা। পুত্রবতী প্রণয়িনী! নাম জুলিয়েৎ?
 ভগ্নী মোর দূর-সম্পর্কিতা।

নুশিয়ো। সম্পর্কে ভগ্নী?
 ইশাবেলা। বিভা-পীঠে সহতীর্থী বান্ধনী আমার।

স্নেহে ভগ্নী, ইহাই সম্পর্ক আমাদের।
 নুশিয়ো। সেই বটে! জুলিয়েৎ নাম।
 ইশাবেলা। ভ্রাতা তারে করুক বিবাহ।
 নুশিয়ো। ঠিক কথা!

ডিউক এ রাজ্যে নাই, গেছেন বাহিরে
 দীর্ঘ-পর্যটনে। কোথা, জানে না তা কেহ।
 লোক-মুখে শুনি, নাকি বহু দূর দেশে।
 কি উদ্দেশ্যে তিনিই জানেন। তাই তাঁর স্থানে
 প্রতিনিধি আজি হেথা শাসন-আসনে
 এঞ্জেলো। হৃদয় তার পাষণ্ডের মত—
 শিরায় শোণিত যেন তুহিনের ধারা!
 চিন্তের পলক-ব্যথা কিছু নাহি বোঝে।
 শুধু পাঠ, শাস্ত্রচর্চা, দারুণ সংযম—
 কঠোর তপস্বী সম আচার-ব্যভার।
 হাসি নাই, অশ্রু নাই, পাষণ্ড-মুরতি।
 ছিল যাহে সকলের মুক্ত স্বাধীনতা—
 অবাধ-প্রসারে তারে চায় খণ্ডিবারে
 আইন-নথর-চাপে। সিংহ যথা ধরে
 ক্ষুদ্র মুষিকেই দেবি আপন কবলে,
 তেমনি প্রাচীন এক জীর্ণ বিধি টানি
 ধূলির জঞ্জাল হতে করেছে বাহির।
 সে বিধির ভরে আজি সহোদর তব
 দলিত পেষিত দেখি, বন্যী শৃঙ্খলিত!
 তারেই দৃষ্টান্ত করে বিধি-ভঙ্গ-পাপে।

কোন আশা নাই, সেই নিষ্ঠুর বর্বর—
তাহার কবল হতে উদ্ধারের, দেখি !
কাকুতি-মিনতি সব একান্ত নিফল !
তাই দেবি, সক্রম প্রার্থনা ভ্রাতার—
তোমারে যাইতে হবে এঞ্জেলোর কাছে
করণ জাগাতে তার । মিনতিতে তব
যদি আর্দ্র হয় চিত্ত—সে তোমার গুণে !
সেই হেতু তব পার্শ্বে আসিয়াছি আমি
ভ্রাতার করণ দীন প্রার্থনা বহিরা ।

ইশাবেলা । প্রাণ দিতে হবে তারে আইনের বলে ?
নুশিয়ে । এমনি তো গুনিলাম কোটালের পাশে ।
পরোয়ানা দেখিয়াছি কারাবাস-হেতু ।
আরো লেখা আছে—মৃত্যু-দণ্ড সমুচিত ।
ইশাবেলা । হায়, কি শক্তি মোর আছে হেন,
যাছে প্রাণ তার রক্ষা পাবে ?

নুশিয়ে । আছে সে শক্তি ।
ইশাবেলা । আমার শক্তি । দারুণ সংশয় হেরি ।
নুশিয়ে । এ সংশয় মিথ্যা জেনো, নাহি ভিত্তি তার ।

মিথ্যা সংশয়ের ভারে বহ ক্ষেত্রে মোরা
অলস রহিয়া যাই—না করি প্রয়াস—
অদৃষ্টে ব্যর্থতা ঘটে । না রাখি সংশয়
চলো এঞ্জেলোর পাশে—জানাও মিনতি ।
বরুক সে, নারী যদি মিনতি জানায়,
দেবতা রহিতে নারে তাহে অবিচল—
সে তো অতি ছার, তুচ্ছ । অশ্রুস্থি নারী
নত-জামু পদপ্রান্তে করণ-নয়না—
তাহার প্রার্থনা কভু না হয় নিফল
এ ভুবনে ! পুরুষের কঠিন দুর্জয়
শত পণ ভেঙ্গে গেছে নারী-জাঁঝ-জলে ।

ইশাবেলা । দেখি, কি করিতে পারি ।
নুশিয়ে । ত্বর করা চাই ।
ইশাবেলা । এখন করিব দেখা—হবে না বিলম্ব ।

শুধু মঠ-ঠাকুরাণী পাশে কথা কহি
তার অনুমতি লবো যাইতে বাহিরে ।
ধন্যবাদ মহাশয় ! বলো সহোদরে,
প্রাণ দিয়া তার প্রাণ করিব রক্ষণ ।
বার্তা পাবে আজি রাত্রে ।

নুশিয়ে । আসি আমি, দেবি ।
ইশাবেলা । এসো তদ্রূপ—মাগি তবে বিদায় এখন ।

[বিভিন্ন দিকে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এঞ্জেলোর গৃহ-সংলগ্ন অলিন্দ

(এঞ্জেলো, এস্কেলাশ, একজন বিচারক,
কোতোয়াল-সদর, কর্মচারীগণ ও অন্ত
অনুচরগণের প্রবেশ)

এঞ্জেলো । এই বিধি ! ইহারে না করিব আমরা
বিভীষিকা-শকুনের প্রায়—জাগাইতে
শীকারী পক্ষীর চিত্তে অলীক আশঙ্কা—
মুর্ছাতুর রবে পড়ে নিতান্ত নির্জীব—
অক্ষম, অশক্ত অতি অলীক, অলস—
সর্ব শঙ্কা পরিহারি আসিয়া সকলে
আশ্রয় করিবে এরে নীড়ের মতন ।

এস্কেলাশ । তবু এরে হেন রুদ্র দীপ্ত তীব্র তেজে
মারণ-উন্মুখ করা—উচিত কি হবে ?
মৃদল শাণিত করো—হোক অল্প জ্বালা,
সূচী সম বিদ্ধ হোক ! খড়্গের মতন
ধিগু করিয়া মৃত্যু হানা—নির্মমতা !
এই যে তরুণ ভদ্র—পিতা এর ছিল
সম্ভ্রান্ত সম্মানী উচ্চ ! পারিতাম যদি
বাঁচাতে ইহারে,—আমি বাঁচিতেম প্রব ।
তবু এক কথা আছে—বলা সমীচীন ।
জানি, তুমি সত্য পথে নিষ্ঠায় স্রষ্টা—
বয়স, ঘটনা-চক্র—সে মর্ম্ম জানিলে
বুঝিতে, যে-কার্য্য লাগি অপরাধী-এরে
বিচারে দিয়াছ দণ্ড—সে কি গুরু পাপ ?
তরুণ বয়সে অতি-অন্যায় মোহে
নিমেষে উপজে ভ্রান্তি—বিশেষ যখন
কারো ক্ষতি, অনিষ্ট ঘটেনি ইথে—
হেন কর্ম্মচক্র মাঝে পড়িলে আপনি
কি হইত—ভাবি এরে করিতে মার্জ্জনা !
কঠিন বিধির বশে প্রাণ লইতে না ।

এঞ্জেলো । প্রলুপ্ত ? সে এক কথা, প্রিয় এস্কেলাশ—
পতন আরেক কথা ! স্বীকার তা করি ।
যেই জুরি-দল দেছে মৃত্যুদণ্ড এরে,
সে ঘাদণ-জন মাঝে কেহ নাহি চোর
অথবা বঞ্চক ? কিম্বা হীনতর পাপী ?
আছে, আছে ! তবু যবে বিচারের তৌল
পরিমাপ করে কারে—দোষীর বিচার
সমুচিত ;—তাহার উপেক্ষা অপরাধ ।

চোর কত বিধি রচে চোরের সমাজে—
কে তার সংবাদ রাখে ? পথে চ'লে যেতে
যে-মণি নয়নে পড়ে, কুড়াইয়া লই ;
যে-মণি চোখে না দেখি, পায়ে চূর্ণ হয় ।
না-দেখা মণির কথা জাগে না এ-মনে,
করি না তাহার চিন্তা । দোষ আছে মোর—
তা বলিয়া অপরের সে-দোষে মার্জনা—
এই যুক্তি নাহি মানি । তাহে দোষ তার
লঘু নয় তিলমাত্র ! স্পষ্ট বলি তবে,—
এ-দোষে আমার চিত্ত যদি দোষী ঘাখে,
আমারে বিচার-মতে প্রাণদণ্ড দিয়ো ।
পক্ষপাতহীন আমি বিচার-ধরমে ।
মিনতি-কাকুতি কারো নারিব শুনিতে ।
অপরোধী এ তরুণ—মরিবে নিশ্চয় ।

এসকেলাশ । তব জ্ঞান-বুদ্ধি-মতে তাই হোক তবে !

এঞ্জেলো । কোথায় কোটাল ?

কোতোয়াল সর্দার । হেথা আছি প্রভু ।

এঞ্জেলো । তব পরে দিহু তার । কালকে প্রভাতে
নবম-ঘটিকা-ঘাতে মরিবে ক্লড়িয়া
ফাঁসি-কাঠে । যথাকালে আচার্য্যে ডাকিয়ো—
মরণের পূর্বে কিছু বলিতে সে চায়—
বলি প্রায়শ্চিত্ত তার করিবে দুর্ভাগা ।
পরলোক-যাত্রা তার হবে নিরাপদ ।

[কোতোয়াল-সর্দারের প্রস্থান ।

এসকেলাশ । ভগবান, ভগবান, ক্ষমা করো মূঢ় !

ক্ষমা করো আমাদের সব-অপরাধ ।

পাপে ভর করি' হেথা কেহ তোলে শির—

পুণ্যেরে করিয়া ভর কাহারো পতন ।

বহু-পাপে মুক্তি হেথা পায় কত জন—

কেহ লঘু ত্রুটি-বশে গুরুদণ্ড পায় !

(ক্রোধ এবং পম্পির সহিত এলবো ও
কর্মচারিগণের প্রবেশ)

এলবো । এসো—এখানে ওদের আনো । অভদ্র
জায়গায় চৌকামেচি করা বাদের কাজ, তারা যদি
ভালো মানুষ হয়, তা হলে মিছে আমি আইনের
নোকরি করে মরচি ! আনো ওদের এইখানে ।

এঞ্জেলো । ব্যাপার কি ? কে তুমি ? তোমার নাম ?
কি হয়েছে ?

এলবো । শুনুন তবে ধর্ম্মাবতার—আমি হলুম পীসের
চৌকিদার । আমার নাম এলবো । আমি হজুর,
আইনের চাকর । হজুরের পায়ে এনে হাজির
করেছি দুটো ভীষণ উপকারীকে ।

এঞ্জেলো । উপকারী ! কোথায় কাদের উপকার
করে বেড়াচ্ছে ?...অপকারী বদমায়েস বলো...
এলবো । হজুর যদি বলেন, তবে তাই । আমি
মুখ্য মানুষ, কি করে জানবো এরা কি রীতের
মানুষ, হজুর ? তবে এরা যে ভয়ঙ্কর পাজী,
কোনো পাপকে পাপ বলে ডরায় না, সে কথা
হজুর, আমি হলফ করে বলতে পারি । গীঠানরা
যে সব অপকর্ম্ম করে বেড়ায়, এরা তার কিছু
করে না হজুর !

এসকেলাশ । এবারে ঠিক কথা বলেছো বাপু !
তোমার কথা শুনে মনে হয়, তোমার বুদ্ধি
আছে ।

এঞ্জেলো । যাক, ব্যাপার কি, বলো ? তোমার
নাম বললে, এলবো । না ?...কথা কইচো না
কেন এলবো ?

পম্পি । ওর বাক্যি লোপ পেয়েছে হজুর ! কি করে
আর কথা কইবে ?

এঞ্জেলো । তুমি কে ?

এলবো । ও ? হজুর, ও হলো বাউণ্ডলে বেগুাসক্ত ।
একটা বদ মেয়েমানুষের কাছে চাকরি
করে । সম্প্রতি তার বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে
হজুর, আইনের জোরে । এখন সে মাগী এক
দোকান খুলেছে । সে দোকান হজুর, তার সেই
বাড়ীর মত বিশিষ্ট নোঙরা...

এসকেলাশ । তুমি কি করে জানলে ?

এলবো । আমার পরিবার হজুর,—তাকে আমি
দু'চক্ষে দেখতে পারি না—তাকে আমি ভয়ঙ্কর
ঘেন্না করি...

এসকেলাশ । পরিবার ! তোমার স্ত্রী ?

এলবো । ইস্তিরী হজুর । মনে-জ্ঞানে তাকে আমি
খুব ভালো বলে জানি, হজুর...

এসকেলাশ । সে ভালো বলে তাকে ঘেন্না করো ?
দু'চক্ষে দেখতে পারো না ?

এলবো । তাকে আমি ঘেন্না করি হজুর, নিজে-কেও
ঘেন্না করি । ঐ বাড়ী...হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া
বাড়ী । ওটা বেগু-বাড়ী হজুর—তারী বিশিষ্ট
কদুখি বাড়ী ।

এসকেলাশ । তুমি কি করে জানলে ?

এলবো । আমার পরিবারের ভুলে জানতে হয়েছে,
হজুর । পুরুত যদি মস্তুর পড়ে ওর সঙ্গে আমার
বিয়ে না দিত হজুর, তাহলে কি কদুখি ব্যাপারই
না ঘটতো ! ওঃ ! রাহাজানির মামলার
পড়তে হতো ।

এস্কেলাশ। পরিবার নালিশ করতো?

এলবো। ঐ ওভারডন বলে' মাগী—সে ঘটাতো
যত অনর্থ। কিন্তু এর মুখে সে খুৎকুড়ি দিলে—
এ'ও দিলে তাকে রদা!

পম্পি। মিথ্যা কথা বলচে, হজুর।

এলবো। তোর সাক্ষী ডেকে সাবুদ কর পাছী
যে, আমার কথা মিথ্যা! তুই যে ভারী
মানী লোক, তা সাবুদ কর।

এস্কেলাশ। দেখচো—কি থেকে কি কাণ্ড গড়ে
তুলেচো।

পম্পি। হজুর, সে এলো—তার পেটে ছেলে—কিছু
খাবার চাই বলে'। আমাদের ওখানে ছিল দু'-
টুকরো মোরব্বা। ফলের রেকাবীতে ছিল।
কম-দামী রেকাবী। সে-রকম রেকাবী হজুর
চের দেখেছেন—চীনে-মাটির তৈরী নয়।
না হলেও রেকাবী ভালো...

এস্কেলাশ। রেকাবীর কথা রেখে আসল কথা
বলো।

পম্পি। ঠিক বলেছেন হজুর। রেকাবী রেখে আসল
কথা আমি বলি। এই এলবো, হজুর—পোয়াতি
মেয়েমানুষ—এত বড় ডাগর পেট—এসে বললে,
ঐ মোরব্বা চাই। আমি বললেম, দুটি মাস্তুর
পড়ে আছে—এই ফ্রথ বাকী মোরব্বা খেয়ে
ফেলেছে—খেয়ে দাম দিচ্ছে। তুমি তো জানো
ফ্রথ, বলো না, তোমার পাওনা ছিল তিন পেনি।
নগদ পেনি দিতে পারলেম না।

ফ্রথ। না।

পম্পি। মনে আছে, তুমি সেই ফলগুলোর বীচি
ছাড়ালে মাটিতে আছড়ে...?

ফ্রথ। খুব মনে আছে।

পম্পি। আমি বললেম, এ ফলে ভারী ক্ষিদে হয়...
কি বলো? নয়?

ফ্রথ। ই্যা, হজুর।

পম্পি। তার পর...

এস্কেলাশ। থাম হতভাগা! আসল কথা যা
বলছিলি, বল। পরিবার এলো, বলছিলি—তার
কি হলো? তাকে মেরেছিলি? না, কি
করেছিলি?

পম্পি। না হজুর—এখনি ও কথা কি। তার আগে...

এস্কেলাশ। বলো—কি হয়েছিল?

পম্পি। সেই কথাই বলছি, হজুর। চেয়ে দেখুন
ঐ ফ্রথের দিকে। বয়স হয়েছে চার-কুড়ি। ওর
বাপ মারা যায় হ্যালোমাসের দিনে। না ফ্রথ?

ফ্রথ। হ্যালোমাসের আগের দিন, হজুর।

পম্পি। তাই, তাই। মিছে কথা বলবো না
হজুর—যা সত্যি, তাই বলবো। একটা কেদারায়
বসেছিল—নীচু কেদারা, হজুর—আঙুর-বনের
ধারে। তেমন জায়গায় কে না বসে? হজুররাও
অমন কত বসেচেন।

ফ্রথ। ঘরের মধ্যে হজুর, চার দিক খোলা—তখন
আবার শীতকাল।

পম্পি। ঠিক, ঠিক। মিছে কথা পাবেন না হজুর—
সব সত্যি বলছি।

এঞ্জেলো। যে ভাবে কাহিনী শুরু—সারা রাত্রি বাবে,
তবু শেষ হবে না কো। রুশেও তা নয়—
সেখানে রাত্রিটা হয় অতি দীর্ঘ, শুনি।

বহু কথা বলিয়াছ—অবসর নাই

আর বেশী শুনিবার। চলিছ এখন।

তোমরা এ মামলা শুনি করহ বিচার।

পারো, কষে চাব্কায়ে দিয়ে ক'জনায়।

এস্কেলাশ। আমরা তোহাই মত! বিদায় এখন।

[এঞ্জেলোর প্রস্থান।]

এসো, গল্প বলো তব। করো তার শেষ।

কি করেছ এলবোর পত্নীরে ব্যাভার?

আর-বার অবসর দিহু বলিবারে।

পম্পি। কথা বেশী নয়, হজুর, কথা একটুখানি। সে

কথা হচ্ছে এই যে, তাকে কিছুই করা হয়নি।

এলবো। দোহাই হজুর! ওকে বলুন, সত্যি কথা
বলতে। আমার পরিবারের সঙ্গে কি
ব্যাভার করেছে এ পাছী, ও বলুক।

পম্পি। সত্যি হজুর—দোহাই, আমার ভিজ্ঞাসা
করুন।

এস্কেলাশ। বলো—কি হয়েছিল?

পম্পি। হাত জোড় করে আর্জী জানাচ্ছি হজুর—এ
ভদ্র নোকটির মুখের পানে একবার চেয়ে
দেখুন। ফ্রথ—চাও তো একবার হজুরের

দিকে। ভয় নেই। দেখছেন হজুর, এর মুখ?

এস্কেলাশ। দেখচি—বেশ ভালো করেই দেখচি।

পম্পি। না হজুর—দোহাই, একটু মন দিয়ে
দেখুন।

এস্কেলাশ। মন দিয়ে দেখচি বাপু।

পম্পি। দেখছেন হজুর—মুখে দাগ?

এস্কেলাশ। কৈ—দেখচি না তো!

পম্পি। বলেন কি হজুর। মুখে ভরপুর চোট!

বেশ তো হজুর, মুখে যখন এত চোট—তখন

বুঝচেন, ও মেরেচে এলবোর বোকে—এ কথা
বিশ্বাস হয়? বলুন হজুর।

এস্কেলাশ। ও তো দিব্যি আছে।...শুনলে তো
চৌকিদার। তোমার কি বলবার আছে?

এলবো। কি আর বলবো, হজুর? আপনি যদি
বলেন হজুর, তাহলে বেশ, আমি বলচি—ও
বাড়ীটি খুব ভদ্র-গেরস্ত বাড়ী—এ লোকটিও
খুব মানী ভদ্র লোক—আর ওর মনিব-মাগী
খুব ভদ্র মেয়েমানুষ।

পম্পি। সত্যি কথা বলবো হজুর—এর পরিবার
আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র নোক।
এলবো। ফের মিছে কথা বলচিস। পাজী মিথ্যে-
বাদী কোথাকারের। সে দিন এখনো দেখলেম
না—কখনো দেখিনি, যেদিন আমার পরি-
বারকে সকলে ভদ্র বলে মানবে।

পম্পি। আজ্ঞে হজুর, এর সঙ্গে বিয়ের আগে এর
পরিবারকে সকলে ভারী মাথ করতো।

এস্কেলাশ। ভালো বিপদে পড়া গেছে! কাকে
বড় বলি? বিচার-বুদ্ধিকে? না, শয়তানীকে?
হ্যাঁ রে, একথা সত্যি?

এলবো। ওরে পাজী, ওরে হতভাগা, ওরে ছুঁচো—
আমার চেয়ে আমার পরিবার ছিল ভদ্র—
বিয়ের আগে? না, আমার বিয়ে করে আজ সে
ভদ্র হয়েছে? আমি যদি ভদ্র না হবো হজুর,
তাহলে কি সরকারী চাকরিতে বাহাল হতে
পারতাম?...ওরে লম্বীছাড়া, তুই দিকি কর যে,
বিয়ের আগে সে ভদ্র লোক ছিল।

এস্কেলাশ। ও যদি তোমার কাছে কান-মলা খায়,
তাহলে তোমার নালিশ তুলে নিতে রাজী আছে?
এলবো। হজুরের তাঁবেদার গোলাম আমি।...
তাহলে হকুম দিন হজুর, আমি কি করবো?

এস্কেলাশ। শোনো চৌকিদার, তুমি যখন ওর
দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে—দোষ এখনো ধরতে
পারছো না, তখন আমি বলি, ওকে ছেড়ে দি।
তুমি ওর ওপর নজর রাখো। যখন দেখবে,
দোষ করেছে, তখন এসে নালিশ রুজু করো।

এলবো। চমৎকার বলেচেন, হজুর। তাই হবে।
দেখলি শয়তান—কি রকম সাজা হলো। কর...
যা করেচিস, কর ফের! বুঝলি তো, হজুর
বলচেন,—যা করেচিস, আবার তাই কর।

এস্কেলাশ। (ফ্রথের প্রতি) কোথায় তোমার
জন্ম?

ফ্রথ। এই ভিয়েনা সহরে, হজুর।

এস্কেলাশ। বয়স হলো কত? আশী বছর? মানে,
চার ফুড়ি?

ফ্রথ। হজুরের যা মজ্জি।

এস্কেলাশ। (পম্পির প্রতি) তোমার পেশা?
পম্পি। চাকরি। এক বিধবার কাছে চাকরি
করি, হজুর।

এস্কেলাশ। তোমার মনিবের নাম?

পম্পি। ওভারডন ঠাকুর।

এস্কেলাশ। তাঁর স্বামী ছিল একটি? না, অনেক?
পম্পি। ন'টি হজুর। শেষেরটি ছিল ওভারডন!

এস্কেলাশ। ন'টি স্বামী!...শোনো হে বাপু ফ্রথ...
এই বেচারী বিধবা মেয়ে-মানুষের চাকরের সঙ্গে
তোমার দোস্তি আমি ভালো মনে করি না।
এরা তোমার দড়ি দিয়ে টানবে—আর শেষে
তুমি দেবে ওদের গলায় ফাঁস।...যাও তুমি...
এখানে আর যেন তোমায় আসতে না দেখি।

ফ্রথ। নমস্কার হজুর। আমি নিজে থেকে আসিনি
হজুর...এ আমায় নিয়ে এলো।

এস্কেলাশ। বেশ...আর কখনো এসো না। যাও।
[ফ্রথের গ্রন্থান] তুমি তো বাপু, বেচারী
বিধবার চাকর—তোমার নাম?

পম্পি। পম্পি।

এস্কেলাশ। আরো নাম আছে?

পম্পি। বাম।

এস্কেলাশ। শোনো বাপু পম্পি-বাম! শয়তানীতে
তুমি হচ্ছে মহাত্মা পম্পি। তোমার চেহারার
দেখে বুঝি, তুমি সিধে মানুষ নও। এখন
যদি ভালো চাও, সত্যি কথা বলো...কি করে
তোমার দিন চলে? কি কাজ করো?

পম্পি। আমি ভারী দুঃখী মানুষ হজুর—বড়
গরীব। আমি বাঁচতে চাই হজুর...

এস্কেলাশ। কিন্তু এ চাকরি করে তো বাঁচা যাবে
না, বাপু। এ পেশা সাধু পেশা নয়। আইন
এ-পেশা চালাতে দেবে না। এ পেশায়
আইনে সাজা হবে।

পম্পি। আইন যদি দয়া করে হজুর...

এস্কেলাশ। না—সে দয়া আইন করবে না।
ভিয়েনায় এ পেশা চলবে না।

পম্পি। হজুর কি তবে ভিয়েনা সহরে ছোকরা-
বয়সীদের আর আমোদ-আহ্লাদ করতে দেবেন
না? ফুর্তি এখানে বন্ধ রাখবেন?

এস্কেলাশ। তা নয় পম্পি।

পম্পি। এরা কারো ক্ষতি করে না হজুর। এরা

চোর নয়, ডাকাত নয়। চোর-ডাকাতদের
যে-আইন—ফুজিবাঙ্গদের জন্তে সে আইন ঠিক
নয়, হজুর।

এস্কেলাশ। এ আইন বেশ ভালো। এ-রকম
আমোদে ফাঁসির ব্যবস্থা আছে আইনে।
জানলে বাপু?

পম্পি। ফাঁসি!...যদি অভয় দেন হজুর, তা'হলে
একটি কথা নিবেদন করি শ্রীচরণে।

এস্কেলাশ। বলো...

পম্পি। ঠিক বাহতে কত গাঁ উল্লোড় করবেন
হজুর? মাপ করবেন। অভয় দেছেন বলেই
বলুচি—এই ফুজিবাঙ্গী—এ বন্ধ করবেন ফাঁসি
দিয়ে? দশ বছর ধরে যদি এ আইন চালান
হজুর, খুব কড়াকড় রকমে, তবু দেখবেন হজুর,
ভালো-ভালো বাড়ীতে ফুজির রোশনি জ্বলচে।
তা যদি না হয় তো পম্পির এই মুণ্ড নিয়ে
আপনি বল খেলবেন হজুর!

এস্কেলাশ। তাই হবে, পম্পি। তোমার এ অভয়-
বাণীর জন্তে তোমার জানাচ্ছি—শোনো পম্পি,
এ-পেশা এ-সহরে চালানো তোমার চলবে না।
এ মুন্সুক ছেড়ে সরে পড়ো...বাড়ীতে নয়।
এ-সহরে যদি কোথাও তোমার দেখা মেলে,
তা'হলে গ্রেফতার হয়ে চাবুক খাবে। এবারের
মত মাপ পেলো। সরে পড়ো। বুঝলে?

পম্পি। খুব বুঝছি হজুর। সরেই পড়বো। মাপ
যে করলেন, তার জন্তে দণ্ডও জানাচ্ছি হজুর।
(স্বগত) এ পেশা ছাড়বো? জগতে এত
পরমা আর কোন্ পেশায় রোজগার হবে,
বাবা! হুঃ...

চাবুক? হাঃ হাঃ—ভেটো ঘোড়া

খাচ্ছে; টানছে গাড়ী;

চাবুক খেয়ে ছাড়বো পেশা—

নই এমন আনাড়ী!

এস্কেলাশ। শোনো বাপু এলুবো—কদিন তুমি
চৌকিদারী করচো?

এলুবো। আজ্ঞে, সাত বছর হুঁমাস হজুর।

এস্কেলাশ। যেমন ক্রিয়াকর্মী তোমায় দেখছি,
তাতে মনে হয়, অনেক কাল এ চাকুরিতে
আছে! কত বললে—সাত বছর?

এলুবো। তার উপর আর হুঁমাস বেশী, হজুর।

এস্কেলাশ। এত বছর ধরে! বড় খাটুনি হচ্ছে
তোমার। সরকারের অত্মায়...এ চাকুরিতে

এত কষ্টে তোমায় বাহাল রাখা। আর কি
মানুষ নেই, এ কাজে যাদের তোমার মহল্লায়
বাহাল করে?

এলুবো। তেমন তাকৎওয়ালা মানুষের অভাব,
হজুর। চৌকিদার বাহতে সরকার আমায়
বেছে নেছে। এর জন্তে মাইনে কিছু পাই,
হজুর—কাজেই আমার চলে যাচ্ছে বেশ এক
রকম।

এস্কেলাশ। শোনো, তোমার মহল্লায় থাকে
এমন হুঁসাত জন লোকের নাম আমায় দিয়ে
যেয়ো—বুঝলে?

এলুবো। হজুরের বাড়ী গিয়ে নাম দিয়ে আসবো?
এস্কেলাশ। আমার বাড়ীতেই এসো। বুঝলে
এখন বাও।

[এলুবোর প্রস্থান।]

এস্কেলাশ। কটা বাজলো?

বিচারক। এগারোটা।

এস্কেলাশ। আমার ওখানেই চলুন—খাওয়া-
দাওয়া সেইখানে করবেন।

বিচারক। ধন্যবাদ।

এস্কেলাশ। কুড়িয়োর জন্ত সত্যই আমার মন বড়
কাতর।...অথচ উপায় কি?

বিচারক। লর্ড এঞ্জেলো বড় কঠিন হয়ে দণ্ড
দিয়েছেন!

এস্কেলাশ। কাঠিতের আছে প্রয়োজন—তাও বুঝি
করণা—মার্জিনা করা বড় সুকঠিন!

মার্জিনায় সুখ কোথা? ব্যথার জননী!

ভবু...হস্তভাগ্য কুড়িয়ে সে! কিন্তু নিরুপায়!

মিছা ভীষি। এসো তদ্র, এসো, যাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

এঞ্জেলোর গৃহ; কক্ষান্তর

(কোতোয়াল-সদীর ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বিচারে নিবিষ্ট প্রভু। কার্য শেষ হলে
এইখানে আসিবেন। নিবেদিত তাঁরে
আপনার আগমন-কথা।

কোতোয়াল।

বলো তাই।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

কি উদ্দেশ্য—তাহাই জানিতে চাহি এবে।
হয়তো করুণা মনে জাগিয়েছে এবে।
স্বপ্নে যেন করিয়াছে—হারা-অপরাধ।
সর্বজ্ঞাতি, সর্বজনে সকল বয়সে
এই অপরাধ নিত্য করিছে হেথায়—
অথচ ইহার লাগি মৃত্যু রুড়িয়ার।

(এঞ্জেলোর প্রবেশ)

এঞ্জেলো। কি তব-সংবাদ ?

কোতোয়াল। কাল প্রাতে সত্যই কি
রুড়িয়ো হারাবে প্রাণ প্রভুর আদেশে ?
ফিরিবে না সেই আজ্ঞা ?

এঞ্জেলো। কোনো হেতু নাই !

আদেশ দিয়াছি আমি—করিবে পালন।

পাইয়াছ আদেশ-পত্রিকা। বুঝি না, তা লয়ে

বিমূঢ় প্রশ্নের এই হেতু অকারণ।

কোতোয়াল। আদেশ-পালনে পাছে অতি-ব্যস্ত হই,

সেই ভয়ে আসিয়াছে দীন নিবেদক।

দেখিয়াছি বহু ক্ষেত্রে, আদেশ-পালন

হয়ে গেছে অক্ষরে-অক্ষরে ; তার পরে

ধীর-বিতর্কের ফলে মধুর মার্জনা।

এঞ্জেলো। সে তার আমারে সঁপি রহে দ্বিধাহীন।

তোমার কর্তব্য যাহা—কর তা পালন।

করুণা-মনতা যদি জাগে বেশী প্রাণে—

এ কর্ম করহ ত্যাগ—কোনো ক্ষতি নাই।

যোগ্য ব্যক্তি এই পদে মিলিবে প্রচুর।

কোতোয়াল। স্পর্ধা-হেতু প্রভু-পদে মাগি যে
মার্জনা।

কিন্তু কি আদেশ প্রভু, অশ্রুমুখী বালা

জুলিয়েতে ? বুঝি, তার আসন্ন মরণ।

এঞ্জেলো। যোগ্যতার স্থানে রক্ষা করহ তাহারে,
যত স্বরা পারো। বুঝা সনয়-হরণ।

(ভৃত্যের পুনঃ-প্রবেশ)

ভৃত্য। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যে অপরাধী জন,

ভগ্নী তার আসিয়াছে—দরশন মাগে।

এঞ্জেলো। তাহার ভগিনী আছে ?

কোতোয়াল। আছে ভগ্নী, প্রভু।

পুণ্যময়ী—ধর্ম চিত্ত-নিমগ্না কুমারী।

লইয়া সন্ন্যাস ব্রত মঠ-বাস—তার

জীবনে পরম লক্ষ্য—আকাঙ্ক্ষা-বিহীন।

এঞ্জেলো। লয়ে এসো তারে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

শোনা কোতোয়াল,

অনাচারী জুলিয়েতে করে দাঁও দূর—

খাদ্য বা পানীয় দিয়ো প্রয়োজন-মত ;

প্রচুর দিয়ো না যেন !... মিলিবে আদেশ

যথাবিধি—ভাবিয়া জানাবো তাহা।

(ইশাবেলা ও লুশিয়োর প্রবেশ)

কোতোয়াল।

প্রণাম চরণে প্রভু।

(গমনোত্তম)

এঞ্জেলো। রহ আর কিছুকাল। (ইশাবেলার প্রতি)

এসো সূচরিতে।

কি লাগিয়া আসিয়াছ ? করহ প্রকাশ।

ইশাবেলা। দুঃখিনী প্রার্থিনী আমি প্রভুর চরণে।

কৃপা করি নিবেদন শুনিবে কি প্রভু ?

এঞ্জেলো। বলো, কি তোমার নিবেদন ?

ইশাবেলা। আছে মহা-অনাচার—সমগ্র অন্তরে

সে পাপ-অনাচারে বড় ঘৃণা করি।

সে পাপের সমূল উচ্ছেদ চাহি আমি—

বিচারে হোক দণ্ড সমুচিত তার।

সে পাপ প্রশ্রয় পায় দীন প্রার্থনায়,

জানি আমি ভালো মতে। সে পাপে না চাহি

তুচ্ছ করি মার্জনার চোখে কেহ দেখে !

তার লাগি নিবেদন কতু করিব না।

কিন্তু প্রভু, দ্বিধা-তরে কাতর এ প্রাণ !

চাহি যাহা—অন্তরের নহে সে প্রার্থনা !

তবুও চাহিতে আসি—ভাগ্য অকরুণ !

এঞ্জেলো। কি হয়েছে ? প্রকাশিয়া বলো তা
নির্ভয়ে।

ইশাবেলা। আছে মোর সহোদর। বিচারে তাহার

প্রাণদণ্ড হবে, শুনি। হয়েছে আদেশ !

তাই আসিয়াছি প্রভু, যাচিতে চরণে

প্রাণ তার। অপরাধে চাহি না মার্জনা।

কোতোয়াল। (স্বগত) হে দৈবর,

মমতা জাগাও এঁর প্রাণে।

এঞ্জেলো। পাপে দণ্ড দিতে চাও।

চাহো না পাপীরে !

আচরণ-পূর্বে পাপ—চির-দণ্ড-যোগ্য—

সে-পাপে আশ্রয় যার, দণ্ড ভাষ্য তার।

আমি উপলক্ষ মাত্র—বিধি-শৃঙ্খলিত !

কারো পাপ-অপরাধ হলে প্রমাণিত,

বিচার যন্ত্রের মত করে দণ্ড দান।

বিধির অধীন হায়, নাহি স্বাধীনতা,

নাহি প্রাণ, নাহি মন—নির্মম বিধান।

ইশাবেলা। তায় বিধি। কিন্তু প্রভু, কি কঠিন।
সহোদর বাঁচিবে না? হায় ভগবান।

(গমনোচ্ছত)

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) এখনি নিরাশ হলে।

চলে যাবে ফিরে?

না, না, এসো। জানাও মিনতি আর্ন্ত স্বরে।

আমু পাতি রাজবেশ ধরি রহ পড়ি।

তুহিনের মত কেন এমন শীতল?

এমন উদাস কেন? তুচ্ছ স্মৃতি যদি

চাহো কভু, তারো লাগি সাধন-ভজন

কত প্রয়োজন হয়! জানাও মিনতি—

কম্পিত করুণ কণ্ঠে জীবন্ত আবেগে।

ইশাবেলা। মরণ নিশ্চিত তার?

এঞ্জেলো। নিরুপায়, বালা।

ইশাবেলা। ইচ্ছা হলে মার্জনা করিতে পারো, প্রভু।

মার্জিনায় দেব-নর দিবে না কো দোষ।

এঞ্জেলো। মার্জনা করিব না।

ইশাবেলা। আছে বাধা মার্জিনায়?

যদি ইচ্ছা হয় প্রভু—মমতা জাগিলে?

এঞ্জেলো। সাধ্য বাহা নয়—তাহা করিতে পারি না।

ইশাবেলা। মার্জনা করিলে তাহে হইবে না দোষ।

জগতে কাহারো বিন্দু ক্ষতি হইবে না।

তার প্রতি মমতায় বিগলিত যথা

মোর প্রাণ, সে মমতা তব প্রাণে যদি

জাগে—মার্জনা কঠিন তবু?

এঞ্জেলো। সাধ্য নাই।

বিচার হয়েছে শেষ; পরে দণ্ডদেণ।

মার্জিনার অবসর কোথা বলো, আর?

লুশিয়ো। (ইশাবেলার প্রতি) তুমি যেন জড়।

কোথায় নয়নে অশ্রু?

ইশাবেলা। বিলম্ব হইয়া গেছে। নাহি অবসর?

না, না। প্রাণ নিয়ে কথা—প্রাণ আছে যবে,

তখন বিলম্ব কোথা? আছে অবসর।

ইচ্ছার উদয় শুধু। যে-জন মহৎ,

মহৎ কার্যের লাগি অবসর তার

চিরস্থায়ী—অবিচল; এই আমি জানি।

রাজার মুকুট বলো, কিম্বা তরবারি—

প্রহরীর দণ্ড—বিচারক-পরিচ্ছদ—

সব অশোভন, জানি—করুণা-বিহনে।

ভাবো মনে একবার—ক্লডিয়ো যতপি

হতো তুমি—তুমি যদি হইতে ক্লডিয়ো—

এমনি করিতে ভুল জীবনের পথে—

তোমার বিচারে আমি প্রব বাক্য কহি,

ক্লডিয়ো হতো না কভু এমন নিশ্চয়,

তোমার মতন রক্ত কঠোর, কঠিন।

এঞ্জেলো। ফিরে যাও নিজ-বাসে—আশা নাই বালা।

ইশাবেলা। বিধি সে আমাদের যদি তব শক্তি দিত,

তুমি যদি হতে আজ আমি-ইশাবেল!

এমনি ঘটনাচক্র? ভেবে ছাখো মনে,—

বিচারক কোন্ বস্তু—বন্দী সে কেমন—

ভালো করে বুঝাতাম—সংশয়-বিহীন।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) চিত্ত স্পর্শ করা চাই—

বচনে ধমনী।

এঞ্জেলো। আইনের চক্ষে তব ভ্রাতা অপরাধী।

এ তোমার বাক্যব্যয়—বৃথা এ, নিষ্ফল।

ইশাবেলা। হায় ভাগ্য। সর্ব মানবের আত্মা যদি

পাপের কলুষ লাগি এমন বিচারে

আজিকে তুলিত হতো—বিশ্বের বিধাতা

সবারে কি দণ্ড দিত এমন নিষ্ঠুর?

মমতায় মার্জনা না করিতেন তিনি?

মার্জিনার সদুপায় না হতো বাহির?

ভেবে ছাখো একবার—তুমি বিচারক—

মাছুষের দোষ-গুণ করিছ বিচার

বিচার-আগনে বসি—তুমিও মাছুষ।

বিশ্বের বিধাতা যিনি সবার উপরে

বিচারের করেন বিচার—শ্রেষ্ঠ বিচারক—

মনের গোচরে তব কিম্বা অগোচরে

যে-যে কাজ করিয়াছ—যে চিন্তা রয়েছে—

তাহার বিচার হয়? তখন কি হবে?

কোনো ক্রটি—কোনো ভুল করেনি জীবনে—

যার লাগি দণ্ড নিতে রহিবে উন্মুখ?

মার্জনা কি চাহিবে না মিনতি-বচনে?

সেই কথা ভাবি প্রভু, কৃপা করো আজি

অন্ত-জনে—ক্রটি তার করহ মার্জনা।

এ কৃপা-পরশে পাপী নূতন জীবন

লাভিবে—দেখিয়ো তুমি, কলুষ-বিহীন।

এঞ্জেলো। শোনো লো সুন্দরী—আমি সত্য কহি

তোমা—

আমি নহি—রাজ-বিধি দণ্ড দেছে তারে,

হতভাগ্য তব সহোদরে। সে যদি বা হতো

আমার আত্মীয়, বন্ধু, ভ্রাতা, কিম্বা পুত্র—

তবু বিচারের ফলে প্রাণদণ্ড তার।

রাজবিধি-বশে ভ্রাতা প্রাণ দিবে কাল।

ইশাবেলা। কাল!...হেন অতর্কিতে। হেন অকস্মাৎ।

না, না, ওগো, রক্ষা করো—রক্ষা করো তারে।

মরণের লাগি সে যে নহেকো প্রস্তুত !
 ভোগ্য-লাগি যে-বিহবে নিত্য মোরা মরি—
 তাদের জীয়ায়ে রাখি গৃহে কিছুকাল—
 জীবনের রসাস্বাদ তাদেরে পীয়াই।
 তাদেরে যে-আচরণ—সেই আচরণে
 বিধাতার কি অভীষ্ট করিছ সাধন ?
 ভেবে আখো—আর-বার ভেবে আখো প্রভু,
 হেন-অপরোধে পূর্বে কোনো জন হেথা
 এমন বিচারে কতু প্রাণ দেয় নাই।
 বহু জন হেন কার্য সাধিয়াছে হেথা।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) ভালো—ভালো—ভালো
 কথা বলিয়াছ বটে !

এঞ্জেলো। রাজবিধি মরে নাই ; ঘুমাইয়া ছিল।
 বহু জন করিয়াছে হেন আচরণ—
 মানি বালা, কিন্তু এর হতো আজি রোধ—
 প্রথম যে-জন হেন করিল আচার,
 তারে যদি বিধি-বশে দণ্ড দেয়া হতো।
 সে-বিধি নিদ্রিত ছিল—আজ জাগিয়াছে।
 জাগিয়া নাশিতে পাপ খজা তুলিয়াছে।
 সমুচিত এই খজা। তব ভ্রাতা বলি
 ভাগ্যদোষে। তার পাপ পড়িয়াছে ধরা।
 যখন জেগেছে বিধি, আর ঘুমায়ে না।
 হেন পাপে যে-বা পাপী—সেই দণ্ড পাবে।

ইশাবেলা। দয়া—দয়া—দয়া করো প্রভু !
 এঞ্জেলো। আছে দয়া।

বিচার-আগনে বসি দৃষ্ট জনে যবে
 বিচার সে করি—প্রাণে কি মমতা জাগে—
 কি যে ব্যথা—সত্য কহি—অজ্ঞাত পাপীরে !
 পাপের উচ্ছেদ লাগি—অত্র পাপী-জনে
 শাস্ত্রশাস্তা করিতে বিচারের আয়োজন।
 শোনো বালা, ঘরে যাও। নাহিক উপায়।
 ভ্রাতা তব প্রাণ দেবে বিচারের ফলে—
 রাজ্যের বিধান-বশে। আর কথা নাহি।

ইশাবেলা। তুমি তবে এই স্থখ বিধিরে জাগাবে
 মরণের মহা-যজ্ঞ করিবে প্রথম।
 ভ্রাতা মোর সেই বজ্রের গর্ক-অগ্র বলি !
 বেশ, বেশ, বড় ভালো—হেন শক্তি-লাভ—
 দ্রুত দুর্জয় এই শক্তি রাক্ষসের।
 অপরের প্রাণ নিজে দ্রুত এ খেলা।
 শক্তি রাক্ষসের হোক—সে শক্তি-ব্যভার
 রাক্ষস হতেও রাক্ষসী সে, অতি দৃষ্ট।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) ভালো ভালো—
 আরো ভালো বলিয়াছ !

ইশাবেলা। শক্তি-ধর মহাজন—মাহুষ হইয়া
 ইজের মতন যদি করে বজ্রক্ষেপ,
 ইজ বা কেমনে রবে স্থির অচঞ্চল ?
 প্রতি ক্ষুদ্র প্রতিহারী বজ্রধর হলে
 নিক্ষেপিবে বজ্র শুধু, আর কিছু নাই ?
 ওগো দেব বজ্রপাণি, কৃপা-অবতার,
 অগ্নিময় বজ্র তুমি হানো দেখি শুধু
 সুবিশাল ওক-বৃক্ষে ! মালতী-লতার
 বজ্র-নিক্ষেপ করো না। ক্ষুদ্র নর হায়,
 শক্তির গরবে গর্কী, মিথ্যা আশ্বালনে
 তুচ্ছ শক্তি-ভূষা আঁটি আপনার মনে
 নিজের স্বরূপ কতু না করি বিচার
 হিংস্র ক্রুদ্ধ বানরের মতন হেলায়
 মুঢ় ক্রীড়াহলে করে এ কি ক্রুর খেলা !
 এ খেলা হেরিয়া চোখে স্বর্গের দেবতা
 শিহরে বেদনা-ভরে, অশ্রুময় আঁখি !
 সে দেবতা মানবের শক্তি-আশ্বালনে
 হাসিয়া লুটায় হায়, বিদ্রূপের ভরে !
 লুশিয়ো। (জনান্তিকে) বলো, বলো, আর বার
 শুনাও উহারে।
 বুঝি, প্রাণে জাগিছে মমতা। এই দেখি,
 আগে হেথা ! বলো, বলো। রয়ো না নীরব।
 কোতোয়াল। (স্বগত) হে ঈশ্বর ! কিশোরীর কণ্ঠে
 করো ভর—

বচনে মমতা যেন জাগে এ-পাষণে !
 ইশাবেলা। উচ্চ রাজ্যসনে তুমি—ভ্রাতা দীনহীন—
 উভয়ে তুলনা নাহি হয়, বেশ জানি।
 বড় যারা, রক্ত তারা করে সাধু সনে,
 ছোটদেরে তুচ্ছ করে, চাহে না ফিরিয়া।
 এ তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, এই অবহেলা—
 ছোটরা করিলে হেলা—হবে তাহা পাপ।
 লুশিয়ো। (জনান্তিকে) সত্য কথা বলিয়াছ...

ভারী খাঁটি কথা !
 এই মত বহু কথা আরো বলে যাও।
 ইশাবেলা। সেনাধ্যক্ষ যেই কাজ রক্ত লীলা-খেলা—
 তুচ্ছ পদাতিকে...তাহা অনাচার, পাপ ?
 লুশিয়ো। (জনান্তিকে) বলো, বলো, হেন কথা
 বলো আর বার।
 এঞ্জেলো। বুঝি না—এ সব কথা আমার উদ্দেশ্যে
 কেন তুমি বলো, বালা ? কি অর্থ ইহার ?
 ইশাবেলা। কেন বলি ? হেতু তার,
 শক্তি-অধিকারী,

তবু তার ভুল যেন ভুল নয় কত !
শক্তি-অধিকার হতে যেই পাপ-ক্রটি—
সে যেন দেহেই থাকে, পশে না অন্তরে !
শুধাই, অন্তরে তব করহ প্রবেশ,
সেখানে সন্ধান লহ, কোনো কোণে তার
যেই পাপ অনাচারে যোর সহোদর
অপরাধী হলো স্থির, সে পাপের কণা
সত্যই কি মিলিবে না ? মিথ্যাচার নয়,
নিজ-মনে সে ক্রটির করিয়ো বিচার,
যদি সে শক্তি থাকে,—রসনায় তব
ভ্রাতৃ-প্রাণ-দণ্ড-কথা তবে সে আনিয়ো !
এঞ্জেলো । (স্বগত) বুদ্ধিমতী এ কিশোরী !
বচনে যুক্তি ।

অন্তর দিতেছে সায় । (ইশাবেলার প্রতি)
ফিরে যাও, বালা...
ইশাবেলা । শোনো প্রভু, আর বার ।
এঞ্জেলো । এ-কথা ভাবিব ।
কাল পুনঃ ভেটিয়ো আমারে । (ফিরিলেন)
ইশাবেলা । শোনো প্রভু, উৎকোচে করিব
তোমা বশ ।

এঞ্জেলো । উৎকোচ ! আমারে !
ইশাবেলা । দিব ধন—দেবতা দ্বিগুণিবে ; অংশ লবে ।
লুশিয়ো । (জনান্তিকে) সাবাস ! সাবাস !
এ কথা কথার টেকা !

ইশাবেলা । তুচ্ছ সোনা-রূপা নয় আমার উৎকোচ ;
পাথরের কুচি আনি ধরি না সম্মুখে—
যে কুচির দামে মস্ত ধনী ও নির্ধন ।
আমার উৎকোচ প্রভু, দেবতার পায়ে
কুশল প্রার্থনা তব ! সে যোর প্রার্থনা
স্বর্গের উদয়-পূর্বে পশিবে স্বরগে
পুত শুভ মানসের অন্তরের বাণী—
উপবাস-রতা পুণ্যকামী কুমারীর
দেবতা-চরণ-লগ্ন মনের আকৃতি !
ধরণীর ধূলি-স্পর্শে হয় নি কলুষ
কুমারীর যেই-চিত্ত—সে চিত্ত-প্রার্থনা ।

এঞ্জেলো । কাল তুমি পুনরায় এসো যোর পাশে ।
লুশিয়ো । (জনান্তিকে) যেতে পারো । যাও এবি ।
সুফল মিলিবে—

মনে হেন লাগে বটে । যাও এবি ফিরে ।
ইশাবেলা । বিধাতা করুন প্রভু, তোমার মঙ্গল ।
এঞ্জেলো । (স্বগত) তাই হোক । ভগবান—
করুন মঙ্গল ।

এমন প্রার্থনা ! যোর মনে লোভ জাগে ।

ইশাবেলা । কাল কোন্ ক্ষণে পুনঃ পাবো দরশন ?
এঞ্জেলো । অপরাহ্ন-পূর্ব-ভাগে ।
ইশাবেলা । বিধাতা করুন রক্ষা !
[ইশাবেলা, লুশিয়ো ও কোতোয়াল-সদ্বারের প্রস্থান ।

এঞ্জেলো । তোমা হতে ! তোমার ও পুণ্য হতে রক্ষা !
এ কি ! এ কি ! কার দোষ ? আমার ?
না,—ওর ?
লোভে যে প্রলুব্ধ করে, অথবা যে লুব্ধ—
দৌহাকার মাঝে কার অপরাধ বেশী ?
ওর দোষ নয় । ও তো প্রলুব্ধ করেনি
মোরে । আসে নাই বিধারিতে মোহ-জাল ।
এ আমার অপরাধ ! আমি !
আমি । আমি !

রবির সুনীল রশ্মি কুমুমে যেমন
নির্জীব বিশুদ্ধ করে—তেমতি ও-মন
আমার এ-মনে করে মুগ্ধ-ছায়া-পাত ।
যে-নারী কৌতুক-রঙ্গে লঘু, স্ফটিল,
নিতান্ত তরল—কোথা, বিভ্রম তাহাতে ?
লজ্জাবতী ব্রীড়াময়ী রূপগী কামিনী
চিত্ত করে পরাভূত কি-মন্ত্রে নিমেষে—
চরণে বিকাতে পেলে ধ্বংস হয় প্রাণ !
বিশাল প্রান্তর যাহা উন্মুক্ত অবাধ—
মন্দির ভাঙ্গিয়া সেথা পাপে দিব ঠাই ?
চিত্তা কেন ? তাই ওর রহক বাঁচিয়া !
চোরে যদি চুরি করে,—চুরির বিচার
বিচারক করিবে সে । বিচারক যদি
আপনারে করে চুরি—তাহার বিচার
কে করিবে ? এ যে দেখি রহস্য বিপুল !
এ কি চিন্তা ! এরে আমি ভালো বাসিয়াছি ।
মনে হয়, শুনি বসে ও-মুখের বাণী—
রূঢ় সে ভৎসনা হোক—তবু ভালো লাগে ।
সম্মুখে রহুক, ওরে দেখি প্রাণ ভরে ।
এ কি স্বপ্ন দেখা দিল আজি চিন্তে যোর ।
ওরে ধূর্ত অরি, তুই সাধুরে ধরিতে
সাধুরে করিলি টোপ ? এ যে তরুণ !
এই ছুট লোলুপতা, পুণ্যে আদরিয়া
পাপ পথে লয়ে যেতে উদ্ধাম বাসনা ।
রূপগী গণিকা তার ছলা-কলা-লয়ে
অন্ধের লাভণ্য-রাশি নগ্ন-কালিমায়
জয়ের আকাঙ্ক্ষা । তীব্র জাগারে পরাণে
লাশে ভাঙে হাশে কতু পারেনি করিতে
আমার এ চিত্ত জয়, আগাতে বিদ্রম !

আজ এই পুণ্যময়ী তেজোদীপ্তিময়ী,
সরলা কুমারী মোরে করিল বিজয় !
অনায়াসে তার লাগি অধীর উন্মাদ !
কয় দণ্ড পূর্বাবধি হাসিয়াছি আমি,
শুনেছি যখন কারো প্রেম-উন্মাদনা—
বিশ্বয় মেনেছি, ভাবি, হাস, কি করিয়া
তুচ্ছ প্রেম-যোহে এরা হয় রে উন্মাদ !

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

কারা-কক্ষ

(স্বতন্ত্রভাবে সন্ন্যাসীবেশে ডিউক ; এবং কোতোয়াল-
সর্দারের প্রবেশ)

ডিউক । এসো হে কোটাল ! বেশে আহুমানি, তুমি
সহর-কোটাল হও ।

কোতোয়াল ।

তাই বটে ঠিক !

ডিউক । কি উদ্দেশ্যে হেথা আসা হে সাধু-প্রবর ?
ডিউক । আপন কর্তব্য-বশে । আমি ব্রতচারী ।

ব্রত মোর, ভাগ্যহত অপরাধী সনে
দেখা করা, আর্ন্ত চিন্তে সান্ত্বনার লাগি
ভগবৎ-বাণী বলা ! পাপের বিলোপ ।
এই কার্যে সন্ন্যাসীর চির অধিকার ।
সে সুরোগ দাও ভদ্র, এ দীন সেবকে ।
পাপে-অপরাধে কেনা হতভাগ্য আছে
কারা-নায়ে কোন পাপে কি দণ্ড কে পায়—
কহ মোরে বিবরণ । যথাযোগ্য বাণী
বিধাতার রূপা-বশে যতটুকু জানি,
তাই দিয়া পাপ-ভার করিব লাঘব ।

কোতোয়াল । আরো বেশী কার্য আছে ।
করিতে প্রস্তুত ?

করিতে প্রস্তুত ?

ভাখো, অই আসে এক কুলবালা হেথা,
যৌবন-অনলকুণ্ডে বাঁপ দিয়া হাস,
জীবনে করেছে দগ্ধ ! কিশোরী কুমারী—
পরিচয় সমাজেতে—হায়, গর্ভে ধরে
কলঙ্কের পরিচয়, উদ্ধায় বৃত্তির !
যে-পুরুষ দিল এই কলঙ্ক-কালিয়া—
কারাবাসী সেই জন—বয়সে তরুণ ।
বিচারে হয়েছে শাস্তি—প্রাণদণ্ড তার ।
দুঃখ হয়, এ বয়স মরিবার নয়
ভাগ্য-দোষ—কর্মফলে তাই এ দুর্ভোগ ।

(জুলিয়েতের প্রবেশ)

ডিউক । প্রাণদণ্ড কবে হবে ?

কোতোয়াল । কাল হবে, হেন বার্তা

হয়েছে প্রচার ।

(জুলিয়েতের প্রতি) ব্যবস্থা হয়েছে, বালা ।

আরো কিছু কাল

হেথায় রহিবে তুমি—পরে লয়ে যাবো ।

ডিউক । যে পাপের ভার তুমি করিছ বহন

আপনার এই দেহে, সে পাপের লাগি

অমৃত্যু লাগিয়াছে অন্তরে তোমার ?

জুলিয়েৎ । এ যদি কলঙ্ক, লজ্জা—বহিব তা আমি
ধীর শাস্ত চিন্তে, জেনো—কোনো গ্লানি নাই ।

ডিউক । শিখাবো তোমারে বালা,—

কেন লজ্জা এতে !

স্বপ্ন-বিবেকে তব ভ্রাগাইব আমি ।

এ গ্লানির লাগি তব হবে অমৃত্যু ।

অমৃত্যু বিনা পাপে মুক্তি নাই, জেনো ।

জুলিয়েৎ । কি বলিবে ? কিবা তুমি শিখাইবে মোরে ?

ডিউক । যাচার দুষ্কৃতি লাগি এ দুর্দশা তব,

তাহারে কি ভালো বাসো ?

জুলিয়েৎ ।

ভালো বাসি তারে—

যে-নারীর লাগি তার চরম লাজ্জনা,

দুর্গতি, সে নারীকেও আমি ভালোবাসি ।

ডিউক । অনাচারে দুষ্কৃতির যোগ আছে তবে ?

জুলিয়েৎ ।

তাই ।

ডিউক । তার পাপ হতে তব পাপ গুরু ।

জুলিয়েৎ । তাই, সাধু । কহি সত্য অকপটে—

তার লাগি সহি গ্লানি—এই অমৃত্যু ।

ডিউক । ভালো কথা ! শোনো বৎসে—গ্লানি-অমৃত্যু

সমুচিত পাপের লাগিয়া,—নহে সমুচিত

কর্মফলে দুর্গতির লাগি । আপনার

কৃত কর্ম,—তার লাগি সহি যে যাতনা,

সেই যাতনার ভরে মোরা করি খেদ ।

বিধাতার বিধি-উল্লঙ্ঘন—তায় খেদ কোথা ?

নিজের মতন চাই বিধাতার প্রীতি—

মনে শঙ্কা চাই,—পাছে কতু লজ্জি তাঁরে ।

জুলিয়েৎ । সত্য, অমৃত্যু হৃদে । নিজের লাগিয়া

কোথা পাপ ? পাপাচার করি নাই আমি

তাই এ গ্লানি বা লজ্জা—তাহে কি-বা দুঃখ ?

ডিউক । তাই হোক । কিন্তু বৎসে, শুনেছ সংবাদ—

তব প্রিয়-জন—প্রাণ দিবে ঘাতকের করে

কাল ? তার পাশে আমি চলছি এখন,

শুনাইতে হিত-কথা,—দানিতে সাব্বনা।

কল্যাণ হউক তব—বিধি-আশীর্বাদ।

[প্রস্থান।

জুলিয়েৎ। প্রাণ দিবে ঘাতকের করে। কাল!...ওরে

মৃত্যুরূপী ভালোবাসা—এ-কি তোর লীলা।

যোর বক্ষে জাগাইলি আর একটি প্রাণ—

যে-প্রাণের লাগি যোর আনন্দ-বিষাদ—

সেই ভালোবাসা, তুই প্রাণ-বলি নিবি।

কোতোয়াল। মর্ম্মবাতী—কি করুণ এই দৃশ্য।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

এঞ্জেলোর গৃহ-কক্ষ

(এঞ্জেলোর প্রবেশ)

এঞ্জেলো। প্রার্থনা! প্রার্থনা-সাথে

কত চিন্তা জাগে।

চিন্তায় প্রার্থনা পুনঃ। এ কি দায় হলো।

বিধাতারে বারে বারে জানাই মিনতি—

নাম তাঁর জাগে শুধু অগ্রে রসনার—

প্রাণ কিন্তু মুগ্ধ রহে কল্পনা-বিভোর।

তার মুখ, তার চোখ, তার সেই মুখ,

স্মৃতিত অধর-ভাষা—চোখেতে ভৎসনা

অশ্রুর কুহেলি-ভরা—শ্রাবণের মেঘে

অশনি-ঝলক যেন। চিন্তে বিপর্যয়!

জ্ঞানের গাভীর্ষ্য যোর, যুক্তির গরিমা—

কিছুতে না ফিরাইতে পারে এ-আবেগে।

ওরে কাল! ওরে স্থান! ওরে পাত্র। তোরা

মৃত-জনে দিস জ্ঞান—জ্ঞানীরে করিস

বিকল বিমূঢ় কত। শক্তি নিদারুণ!

রক্ত সে রক্তই—তার রক্তের ধরম!

পাপের মাধায়—যত লেখো পুণ্য নাম—

পাপ পাপ—মোহ মোহ—নাহি ব্যতিক্রম।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

কে তুই? কি চাস হেথা?

ভৃত্য। কিশোরী তাপনী—

নাম তাঁর ইশাবেলা—মাগে দরশন।

এঞ্জেলো। লয়ে এসো সসন্মানে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

হে বিশ্ব-বিধাতা—

এ কি। এ কি। রক্ত যোর ধমনী বহিয়া

পুঞ্জিত হতেছে হৃদে বিপুল ধারায়—

যা কিছু হৃদয়ে আছে, সরিয়ে সকলি।

মুচ্ছাতুর সারা চিন্তা কিসের মায়ায়?

অশরীরি শক্তি, ওগো, কে আছ কোথায়—

এ মায়া করো বিচূর্ণ—রক্ষা করো যোরে।

আমার দায়িত্ব গুরু। রাজ-প্রতিনিধি—

একান্ত বিশ্বাসে করি কর্তব্য পালন;

সে বিশ্বাস টোটে বুঝি—শক্তি পায় লোপ।

এ আবেগ—এর নাম? এ যে মোহ-মায়া।

এ মায়ায় বড় পাপ—গুরু অপরাধ।

(ইশাবেলার প্রবেশ)

এসো বালা চারুমুখী। কহ কি বারতা?

ইশাবেলা। আসিয়াছি অভিলাষ জানিতে প্রভুর।

এঞ্জেলো। জানিতে বাসনা তব। হতো ভালো, যদি

সাধ তব পূর্ণ হতো। কিন্তু অসম্ভব,

অসম্ভব! ভ্রাতা তব পাবে না বাঁচিতে।

ইশাবেলা। তাই হোক। আপনার হউক মঙ্গল।

(গমনোচ্ছতা)

এঞ্জেলো। তব সে বাঁচিবে ক্ষণকাল। হয়তো বা

যত কাল তুমি আমি রহিব বাঁচিয়া।

তব তারে হইবে মরিতে...নিরুপায়।

ইশাবেলা। শবদে দেশে মৃত্যু তার? তোমার বিচারে?

এঞ্জেলো। তাই।

ইশাবেলা। কোন্ ক্ষণে? কোন্ দণ্ডে?

শুধাই পেটুক—

বুঝিবারে শুধু, এই দাহ, মানি, জ্বালা

দীর্ঘ বা ক্ষণেক কালে ঘুচিবে তাহার—

চিন্তা তার মুক্তি পাবে এ যাতনা হতে।

এঞ্জেলো। এই পাপ। অনাচার। ঠিক!

শত ঠিক।

বিধাতার সৃষ্টি নর—তারে হত্যা করা—

সে যেমন গুরু-অপরাধ—তেমনি এ পাপ

গুরু...বিধিহীন নিবিদ্ধ মিলন, জেনো,

আর এক নব-প্রাণ-লিপ্সার উন্মেষ!

সজীব মানব—তারে হত্যা অনায়াসে—

কলঙ্কের ছাপ দিয়া নব-জন্ম-দান

অমরুপ অনাচার! হত্যা-অভিচার।

ইশাবেলা। দেবলোকে যদি হয় কভু এ সম্ভব—

মর্ত্যালোকে কভু নয়। বিধাতা নিষ্পাপ।

মোহ—ভ্রম—স্বকটিন বিচার তাঁহার।

যে-মানবে শত ক্রটি—পরের ক্রটির
কঠিন বিচার করে—নহে সমুচিত !

এঞ্জেলো। হেন কথা বলো তুমি। বুঝাবো এখনি।

কিবা চাও ? স্বকঠিন আইনের পাশে
বন্ধ-কণ্ঠ ভ্রাতা তব তাজ্জিবে পরাণ ?
অথবা বাঁচাতে—তার প্রাণ-পরিবর্তে,—
ভ্রাতার জীবন যে-বা করে কলুষিত—
তার মত দেহ তব করিবে লো দান ?

ইশাবেলা। মহাশয়,

করহ বিশ্বাস তবে,—দেহ তুচ্ছ অতি।

এ দেহে আমার নাহি তিলমাত্র মায়া।

মন—যারে আত্মা বলো—পারি নাকো শুধু

সে-মনে, আত্মায় বলি দিতে হেলা-তরে।

এঞ্জেলো। মন বা আত্মার কথা আমি বলি নাই।

দায়ে নিত্য কত পাপ করিছে মানব—

সংখ্যা লয়ে কে-বা করে হিসাব নিকাশ ?

অনাচারে যেই পাপ—তাতে ঘৃণা জাগে।

ইশাবেলা। এক কথা কেমনে বলো ? কি অর্থ ইহার ?

এঞ্জেলো। সর্ববাদী হয়তো নয়, মোর বিশ্বাস।

ভালো কথা—চাহো যদি সহোদর-প্রাণ—

এক প্রশ্ন করি তোমা—দেহ সহুস্তর।

রাজ্যের যা বিধি আছে—মোর কণ্ঠ বহি

ভাষায় সে-বিধি করে আপনা প্রকাশ,—

ভ্রাতা তব প্রাণ দেবে ঘাতকের করে !

পাপে পাপ-বিনিময়—দাতব্যের মত—

ভ্রাতৃ-প্রাণ-রক্ষা তরে সম্ভব কি হবে ?

ইশাবেলা। বলো, বলো—বিনিময়ে কি করিব আমি ?

আত্মা মোর যদি তাহে হীন হয়, তবু

ভ্রাতৃপ্রাণ লাগি তারে ভাবিব না পাপ।

এঞ্জেলো। সে-পাপে দানের পুণ্য—তাহার সাধনে

চিত্ত যদি হীন হয়—তবুও প্রস্তুত ?

ইশাবেলা। তার প্রাণ ভিক্ষা চাই—যদি পাপ ইথে—

ভগবান, সেই পাপ লবো অকাতরে।

মোর ভ্রাতৃ-প্রাণ লাগি এ মোর প্রার্থনা,

পূরণ করিলে তুমি, যে-পাপ ঘটিবে,—

প্রভাতী-বন্দনা-স্তুতি গাহিতে প্রাণের

জানাবো বিধিরে—পাপ সে তোমার নয়।

মোর বহু-পাপে হবে সে পাপের ধোঁগ।

এঞ্জেলো। সে কথা বলি নি আমি। আমি যা

বলেছি...

বোঝোনিকো মর্য্য তার—বলি আর বার—

বোঝোনিকো, হয় তব বুদ্ধির স্বল্পতা—

নয় তো চাতুরী-হল ! এ নহে উচিত।

ইশাবেলা। মূর্থ বা নিকোঁধ হই—ভালো নাহি হই—

তবু জানি, আমি যাহা, তার বেশী নই।

এঞ্জেলো। যে-বুদ্ধি নিজেরে দেখে এত ছোট করে

সে বুদ্ধির দীপ্তি বড় ; কৃষ্ণ আবরণ—

তার তলে রূপপ্রভা যেমন উজ্জল,

আবরণ-মুক্ত রূপে দীপ্তি নাই তথা !

কিন্তু শোনো—বুধাঃচি বচনের জাল—

সরল সহজ পঠি এ আমার ভাষা—

শেষ কথা, ভ্রাতা তব হাতাবে জীবন !

ইশাবেলা। তাই হোক তবে !

এঞ্জেলো। বিচার হয়েছে শেষ।

এ-পাপে রাজ্যের বিধি লেখা—প্রাণদণ্ড।

ইশাবেলা। জানি তাহা !

এঞ্জেলো। তার প্রাণ-রক্ষা—হেতু তুমি

বহু কথা বলিয়াছ—করেছ মিনতি,—

ভগ্নী তুমি—ভ্রাতার জীবন চাহো—

আমি তারে দণ্ড দিছি বিচার করিয়া,—

আমারে মিনতি করো—আমি অবচল।

আইনের নাগ-পাশে আজি যে-বন্ধন,

সে বন্ধন-মোচনের অধিকার কোথা ?

কাহার বা অধিকার—বিচারক-বিনা ?

এ মর্ন্তো যা মণি-রত্ন, যত শক্তি আছে,

তার বিনিময়ে প্রাণ রক্ষা পাইবে না।

শোনো বলি,—যৌবনের মণি-মুক্তাভারে

তোমার দেহেতে দেখি অপরূপ বিভা—

ভ্রাতৃপ্রাণ চাহো যদি,—মুকুল-যৌবন

ওই দেহ কর দান। নহে ভ্রাতৃ-প্রাণ—

রক্ষা নাই। বলো এবে, কি-বা অতিপ্রায় ?

ইশাবেলা। সহোদর কিছা আমি—একই উত্তর।

আমার জীবন যদি যায় কশাঘাতে,

সে কথা মণির মত ধরিব এ দেহে—

হাসি-মুখে সে মরণে করিব বরণ।

পাপ-শয্যা' পরে এই দেহ সঁপে দেয়া—

সে-চিন্তা মনেও কভু পাবে নাকো ঠাই !

দেহ দিয়ে দেহ রাখা—ধিক্ সেই দেহে।

ধিক্ সে দেহের গেছে সজীব পরাণ।

এঞ্জেলো। ভ্রাতা তব মরিবে নিশ্চয়—জেনো স্থির।

ইশাবেলা। ক্ষতি তাহে বহু অল্প, জানি, মহাশয়,

এই দণ্ডে মরে ভ্রাতা ঘাতক-রূপাণে—

ভালো, ভালো, শতগুণে ভালো তাহা মানি—

সে ভ্রাতার প্রাণ-রক্ষা-আশে ভগ্নী তার

দেহে-মনে চির-মৃত্যু ভুঞ্জিবার চেয়ে।

এঞ্জেলো। যে বিধি-আইনে তুমি কহ কটু বাণী—

সে-বিধি—সে দণ্ড চেয়ে এবে দেখি, তুমি
চোর বেশী স্বকঠিন, নির্মম, কঠোর !
ইশাবেলা । পাপ-মূল্যে মুক্তি কেনা—
সহজ মার্জনা—

উভয়ে প্রভেদ বহ । বিধি-বদ্ধ ক্ষমা—
লজ্জা-ধর্ম-ত্যাগ সহ তুল্য-মূল্য নহে ।
এঞ্জেলো । কিছু পূর্বে বলিয়াছ—এ-বিধি রাক্ষসী !
ভ্রাতার এ মহাক্রটি—ভ্রাস্ত পথ-যাত্রা
পাপ নহে—হৃদয়ের আনন্দ-কৌতুক ।
ইশাবেলা । ক্ষমা করো সে প্রগল্ভ বাণী মোর প্রভু ।
বহ বাক্য অধরেতে এমনি সে ঝরে—
অর্থ বুঝি বাক্য মোরা করি না প্রয়োগ
সর্ব কালে ; হেন বাক্য বলিয়াছি বুঝি,
ভালোবাসি সহোদরে—তার শুভ-আশে ।
এঞ্জেলো । মাহুষ দুর্বল । যত্নব্রম কার নাহি ?
ইশাবেলা । এই যত্নব্রম লাগি ভ্রাতা দেয় প্রাণ !
দুর্বল সে একা যদি মানব-সমাজে—
আর কেহ যত্নব্রম করে নি কখনো,
তার প্রাণ লও তবে । নহে, যে-দৌর্বল্য
সকল নরের ব্যাধি—তার মূল্য একা
কেন দিবে সহোদর ?

এঞ্জেলো । নারীও দুর্বল ।

নহে কি গো চিত্ত তার এমনি ভঙ্গুর ?
ইশাবেলা । যে-দর্পণে দেখে নারী নিজ-মুখ—ঠিক
তারি মত নারী-চিত্ত, তেমনি ভঙ্গুর ।
দর্পণে সহজে যথা নানা মূর্তি জাগে—
তেমনি সহজে ভাঙ্গে । শুধু ভাঙ্গা-গড়া !
হায় নারী, ভগবান, রক্ষা করো তারে !
নারী-বক্ষ হতে যত মুখা লয়ে নর
পূর্ণ তৃপ্ত—নিত্য তত ভাঙ্গিছে নারীরে ।
বলো, বলো শতবার, বলো লক্ষবার—
দুর্বল ভঙ্গুর-চিত্ত রমণী হেথায়—
স্বভাব-কোমল মন, সরল বিশ্বাস,
সারল্যে সরল-জালা ভুঞ্জে সর্বিশেষ ।
এঞ্জেলো । তব বাক্যে বহু চিন্তা করিয়াছি আমি
তব বাক্যে নারীর যে-পরিচয় পাই,
নর-নারী দুজনায় সমান দুর্বল...
দুজনায়ই হয় হেথা ক্রটি ও বিচ্যুতি ।
সে ক্রটির বশে দোলা ওঠে দেহে-মনে ।
স্পষ্ট তবে কহি, শুন, বুঝিছ, যা বলো ।
তুমি যাহা, তাই তুমি, অর্থাৎ রমণী !
তার বেশী হতে চাও, কিছুই হবে না ।
আকারে-প্রকারে নারী, দেখে মনে হয়,

অন্তরে রমণী যদি—হও দেহে-মনে
নারী শুধু—দেখি শুধু রমণী তোমারে ।
ইশাবেলা । আমি মূর্থ নারী প্রভু, এই ভদ্র-কথা
হেয়ালির ছন্দে বচা, অর্থ নাহি বুঝি ।
স্পষ্টভাবে কহ, যাহা বলিবার আছে—
সরল সহজ বাক্য পূর্বেকার মত ।

এঞ্জেলো । সরল ভাষায় বলি, সহজে বুঝিবে—
ভালোবাসিয়াছি আমি তোমারে, সন্দরী !
ইশাবেলা । তাই মোর জুলিয়েতে বেসেছিল ভালো ।
তুমি বলিয়াছ, সেই ভালোবাসা হেতু
ভ্রাতার চরম পাপ, প্রাণ যাবে তার !
এঞ্জেলো । যাবে নাকে—তুমি যদি ভালবাসো মোরে !
ইশাবেলা । যে-আগনে আজ তুমি—জানি ভালোমতে
সে আগুন-অধিকার লয়ে পর-প্রাণ
পরখ করিতে চাও ।

এঞ্জেলো । এ নহে পরীক্ষা
বিশ্বাস করহ নারী, বলি সত্য কথা,
অকপট সত্য এই প্রাণের প্রকাশ ।
ইশাবেলা । ধিক্ ! ধিক্ ! এ কথায় করিব প্রত্যয় ?
এ কি পাপ, এ কি হীন পরীক্ষা ইতর !
বুঝিয়াছি, থাক, থাক—শোনো বিচারক,
তোমার গুণের বহু স্তুতি-গান গাবো !
আদেশ-লিখন দাও স্বাক্ষর করিয়া
ভ্রাতারে করেছ ক্ষমা । নহে জেনো স্থির,
উচ্চ কণ্ঠে নিখিলের জনে-জনে ডাকি
কহিব, অন্ত্যস্ত নীচ তোমার ও মন ।

এঞ্জেলো । সে কথায় ইশাবেল, কে করে প্রত্যয় ?
অকলঙ্ক নাম মম, অকলুষ খ্যাতি,
তপস্বীর মত নিষ্ঠা—আমার জীবনে ।
সে বাণীরে মিথ্যা বলি ঘোষিবে সকলে ।
এ রাজ্যে আসন মম দৃঢ় অবিচল—
তোমার অপযশে বিন্দু টলিবে না ।
তোমারি কুখ্যাতি সবে করিবে রচনা ।
যাক...বুধা বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন ।
বাগনা-তুরগ রশ্মি দিয়াছে ছাড়িয়া—
কামনা পূরাও মোর স্নেহের বশে,
সাজো অভিশাপিকার মোহময় বেশে
নয়নে কটাক্ষ হানি, অধরের কোণে
যা কিছু মাধুরী করো দীপ্ত অঙ্গে তব,
পিয়াও যৌবন-সুখ—সর্ব দুঃখ যাবে,
ভ্রাতা তব পাবে মুক্তি । কর দেহ-দান,
ইচ্ছামত করি ভোগ বাগনা মিটায়ে ।
অকরণ হয়ে কেন মৃত্যু দিবে ভায়ে ?

সু-কঠিন ব্রত এই, আনন্দ বিলম্ব।
সহস্রর যদি দিতে আজ নাহি পারো,
ভালো করে ভাবি, কাল ভেটিয়ে আমারে।
নহে তব প্রতি এই আমার যে প্রীতি,
তোমার আঘাতে হবে দুর্দম বৈরতা—
নির্মম হত্যায় লবে অবজ্ঞার শোধ।
চাহো যদি গোর নামে কলঙ্ক রটাতে,
রটাইয়ো যথা ইচ্ছা। সুনামের বর্ষে
সে কলঙ্ক-অপঘণ চূর্ণ হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ইশাবেলা। কার কাছে যাবো? কারে করি
অভিযোগ?

এ কথা কাহারে কহি? কে করে প্রত্যয়?
ওরে মানবের কণ্ঠ—একটি রসনা
বহে নিন্দা কিম্বা কত স্তুতি-ভাষা-গান।
বিচার করে না কিছু, যাহা-ইচ্ছা বলে—
ভালো-মন্দ বুঝিবে যে, নাহি অবসর।
যাবো এবে ভ্রাতৃ পাশে—প্রাণ যাবে চলে—
তবু জানি, মর্যাদা সন্মম-বোধ আছে।
স্বন্ধে তার এক শির; শত শত যদি
ঘাতকের খড়্গে যায় শতেক আঘাতে
শতবার—শির দিতে হাসি মুখে ভাই
ভগ্নীর দেহের মূল্যে চাবে না রাখিতে,
কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত করি ভগিনীরে।
পুণ্যে ধর্ম্মে ইশাবেলা রহিবে বাঁচিয়া।
হায় ভ্রাতা, মৃত্যু তব! নাহিক উপায়।
ভ্রাতৃপ্রাণ হতে মূল্য ঢের বেশী মানি
রমণীর সতীত্বের। তথাপি ভ্রাতারে
কহিব, এঞ্জেলো দুষ্ট—কিবা সর্ব্ব তার।
মরণে প্রস্তুত হোক! চিন্তের বাতনা—
বিরাম মিলিবে তার নির্দয় মরণে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারা-কক্ষ

(ক্লডিয়ো, সন্ন্যাসি-বেশে ডিউকের প্রবেশ; সঙ্গে
কারাধ্যক্ষ)

ডিউক। এঞ্জেলো করিবে কমা—সেই আশা রাখো?
ক্লডিয়ো। আর্ন্ত অসহায় যে-বা, কি তাহার আছে

সম্মল আশ্রয়, কহ, এই আশা বিনা?
জীবনেতে রাখি আশা...মরণে প্রস্তুত।
ডিউক। মৃত্যুরে বরিতে চিন্তে করো অবিচল।
জীবনে মরণ—হবে তুল্য স্তম্ভধর।
জীবনে বুঝাও এবে এই যুক্তি দিয়া,
ভোমারে হারাই যদি—হারাইব কিছু
মুটে যা রাখিতে চায়। কি স্বরূপ তব?
একটি নিশ্বাস শুধু! শত শক্তি তার
বিনীত দাসের সম দেহে করে বাস।
যে-দেহে নিশ্বাস তার, করে জর-জর
ব্যথাতুর রোগে নিত্য মৃত্যুর নফর।
মৃত্যু হতে এ জীবন রক্ষিতে আয়াস—
মৃত্যু হতে যে-জনের দূরে পলায়ন
পুনঃ ফিরে আসা তার কাছে...নিরুপায়।
মর্যাদার বিন্দুমাত্র নাহি চিন্তে তব,
নীচ উপায়েরে চাহে করিতে আশ্রয়।
বীর নহ—স্বজ্ঞ কীট! দংশনের ভয়ে
কম্পিত কাতর এত। নিজারে জানিয়ে
বিরামের ক্ষুধি মাত্র। তবু ক্ষিপ্ত তুমি।
মৃত্যু—তারে কেন শঙ্কা? ভূমি আত্মহার্য
বিশাল প্রাণের মাঝে ভূমি পরমাণু।
আপনারে ভুলি চাহো নহে যা আপন।
স্থির-লক্ষ্য নহে মন, নিয়ন্ত-চঞ্চল।
ধন যদি থাকে তব, তবুও দরিদ্র।
চিনির বলদ সম চিত্ত-ধন তুমি
শুধুই বহিয়া মরো,—সে তোমায় নয়।
স্নেহ নাই, মায়্যা নাই, মান নাই তব—
বহিছ জীবন যেন দুর্ভিক্ষে ভার।
এত মায়্যা জীবনে? গেল কি-বা ক্ষতি?
আমাদের এ জীবনে মৃত্যু শত শত—
তবুও মরণে শঙ্কা! বিমূঢ় আমরা!

ক্লডিয়ো। সাধু। সাধুবাদ দিই তোমার বচনে
প্রাণ চাহি, সত্য যোরা চাহি যে মরণে—
মরণে চাহিলে পাই সত্যই জীবন।
তাই হবে, তাই হবে, হে বন্ধু তাপস।
ইশাবেলা। (নেপথ্য হইতে) কে আছে এ
শান্তিময় পবিত্র আবাসে?
কারাধ্যক্ষ। কে? তিতরে এসো। তোমার কথা
গুলি মধুমাখা মনে হচ্ছে।
ডিউক। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে,
মশায়।
ক্লডিয়ো। পুণ্য-ব্রত হে সন্ন্যাসি, লহ যোর
নতি।

(ইশাবেলার প্রবেশ)

ইশাবেলা। হু'একটি কথা আছে রুডিয়োর সনে।
কারাধ্যক্ষ। স্বাগত! তুমিও হে ভদ্র, ভগ্নী তব
আসে।

ডিউক। কারাধ্যক্ষ, তব সাথে কথা আছে মোর।
কারাধ্যক্ষ। বহু কথা হয় যদি, আনন্দে শুনিব।
ডিউক। হেথা হতে অন্তরালে চাহি থাকিবারে
কি কথা ইহার কয়, চাহি শুনিবারে।

[ডিউক ও কারাধ্যক্ষের প্রস্থান।]

রুডিয়ো। বল বোন, সমাচার? শুভ তো সকলি?
ইশাবেলা। আনন্দ-সংবাদ শুভ হয় চিরদিন।

আনিয়াছি সত্য তাই, শুভ সমাচার...
অতি-শুভ! অমাত্য-প্রধান এঞ্জেলো—
বুঝি স্বর্গে আছে তার বহুবিধ কাজ—
সেখানে পাঠাতে দূত তোমারে সে চায়।
সেথা হতে ফিরিবে না; করিবে বসতি।
ত্বর করি সারো যাত্রা। স্বরিতে সে চায়।
কালিকে প্রভাতে তব মহাযাত্রা শুনি!

রুডিয়ো। বাঁচিবার নাহি হয়, কোনোই উপায়?
ইশাবেলা। কিছু নাই। নাই কেন? আছে—
আছে এক।

এক মুণ্ড বাঁচাইতে অল্প হৃদি-বলি।

রুডিয়ো। কি সে উপায়, ভগ্নী?
ইশাবেলা। বাঁচিতে বাসনা?

পারো বাঁচিবারে—রক্ষা পাবে তব প্রাণ...
তোমার যে-বিচারক, তাহার করুণা
দানবীয়, তার বলে প্রাণ রক্ষা পাবে;
কিন্তু রবে শৃঙ্খলিত—যতদিন প্রাণ!

রুডিয়ো। যাবজ্জীবন বন্দী?
ইশাবেলা। তাই, তাই, তাই।

দৃঢ় বদ্ধ প্রাচীরেতে! যদিও ধরণী
রবে মুক্ত অবাধ প্রসারে, তবু সীমা
অনির্দিষ্ট—অতি সে সঙ্কীর্ণ, ভ্রেনো।

রুডিয়ো। সে হয়, কিরূপ মুক্তি?
ইশাবেলা। এক স্তম্ভ আছে।

সে স্তম্ভে সম্মত হলে, মান যাবে। খসি'
রক্ষা-আবরণ—তরুর বাকল-সম
নগ্ন তলু-সম রবে দারুণ নয়তা।

রুডিয়ো। স্পষ্ট ভাবে বলো ভগ্নী!
ইশাবেলা। বলিতে আশঙ্কা

জাগে। ভয়ে কাঁপে সর্ব দেহ-মন।
অমর সম্মান ত্যজি' পাছে তুমি চাও

ছয়-সাত বর্ষ-ব্যাপি জীবন-মেয়াদ!
মরণে এমন শঙ্কা জাগে চিন্তে তব?
শঙ্কা যত—আসন্ন সে মরণ-ছায়ায়;
মরণে যাতনা নাই। ক্ষুদ্র যেই কীট
আমাদের পদতলে নিত্য পিষে মরে—
মরণ যাতনা সহে মরণের ক্ষণে;
অতিকায় রক্ষা পায় সেই সে যাতনা
আপন মরণ-কালে! কোনো ভেদ নাই।

রুডিয়ো। এ কথা বলিয়া কেন লজ্জা দাও মোরে!
কুমুম কোমল মন—ভাবো তুমি, তাহে
স্বকঠিন লোহ সম পণ নাহি মোর?
মৃত্যু যদি নিতে হয়—নেবো আমি তারে
প্রেমসী বধূর মত বাহু-আলিঙ্গনে,
সাদরে পরম-ষত্রে—জানিয়ে ভগিনি।
ইশাবেলা। এই তো তোমার যোগ্য কথা তাই,
শুনি।

স্বর্গগত পিতৃমুখ-নিঃসারিত বাণী
যেন কর্ণে শুনিলাম—মরণ মধুর।
করো তাই মৃত্যুরে বরণ—শ্রাঘ্য মৃত্যু।
হীনতা বরণ করি দেহে প্রাণ রাখা—
মহত্ব বাধিবে তব। তপ্ত প্রতিনিধি,
সাধুবেশী দুষ্ট পাণী—বিচারের নামে
চরিত্র-মহিমাদীপ্তি করে যে ঘোষণা—
তরুণ জীবনে দেয় বিনা-দোষে বলি,
দুষ্ট বজ্র মারে যথা ক্ষুদ্র বিহঙ্গরে—
কতখানি দুরাচার,—কেহ নাহি জানে।
তার মনে যত পাপ-অভিসন্ধি আছে—
নরক-গহবর যেন অতল গভীর।

রুডিয়ো। সকলের শ্রদ্ধাতাক্ এঞ্জেলো—এমন?
ইশাবেলা। নরকের ধূর্ত জীব—অতি ঘৃণ্য মন!
বাহিরে পুণ্যের বেশ—কাপট্য-আধার।
কি স্তম্ভ কহেছে, জানো? কি সে পাপ কথা?
আমার কোমার্য ডালি দিলে তার পায়—
পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ যদি করি দেহ-দানে,
তোমারে করিবে ক্ষমা—মুক্তি সেই দণ্ডে!
রুডিয়ো। ভগবান! ভগবান! না, না,—
মুক্তি নয়!

ইশাবেলা। যে কলঙ্ক লেপিরাছে পাপ-অনাচার,
সে পাপে আপনি দুষ্ট করিবে বরণ।
আজ রাত্রে—বলিয়াছে সেই পাপ কথা—
রসনা ভাষিতে নারে—শিহরে পরাণ—
না হলে কালিকে তব মৃত্যু অনিচ্চিত।
রুডিয়ো। না, না, হেন পাপ কার্য তুমি করিবে না।

ইশাবেলা। তব প্রাণ পরিবর্তে চাহিত সে যদি
আমার এ প্রাণ-বায়ু—দিতাম হেলায়।
তোমার জীবন লাগি এ মোর জীবন—
তুচ্ছ তৃণসম ভাবি।

রুডিয়ো। জানি স্নেহ তব।
ইশাবেলা। কালি মৃত্যু-তরে ভাই দূর করো মনে।
রুডিয়ো। করিব তা। কিন্তু হেন ভাণ। মিথ্যাচারী

এমন কপট! যেই বিধি পালিবারে
অটল কঠিন—লজ্জিববে আপনি তারে—
এমনি তা তুচ্ছ করি। তবে পাপ নহে,—
অনাচার নহে এই রমণীর মোহ।

উগ্র বড়রিপু যাবে নিরীহ এ রিপু।
ইশাবেলা। কোন্ রিপু কহিছ নিরীহ?
রুডিয়ো।

উগ্র যদি,
নিন্দার, ঘৃণার যদি,—অভিজ্ঞ এঞ্জেলো
জ্ঞানী-জ্ঞান—মোহে তার আস্তি নাহি হতো।

নিমেষের মোহ লাগি বরিবে নরক?

স্বপ্ন সে নর, ভয়ী।

ইশাবেলা। এ কথার অর্থ?

রুডিয়ো। মৃত্যু—সে ভীষণ অতি।

ইশাবেলা। কলুষিত প্রাণ—

সে আরো ভীষণ, জেনো।

রুডিয়ো। তার—শর দিতে হাসি মনে—

কিন্তু মৃত্যু-লোক!

অজানি সে লগ্ন—কোথা যাবে, নাহি স্থির।

কিন্তু মৃত্যু-লোক!—শুধু পড়ে পড়া।

জীবনের তাপে-ঘেরা এ স্বচ্ছন্দ গতি

হিনানীতে হবে ক্ষুদ্র। জীবন্ত এ-মন—

কে জানে, অনল-হৃদে জ্বলে সারা হবে,

অথবা তুমার-বক্ষে নিম্পল অসাড়।

মায়াময়ী ধরণীর স্নেহস্পর্শ-হারা,

উতল পবনে ভাসা অস্তরীক্ষ-পথে

চঞ্চল পল্লব সম—বিরান-বিহীন।

কিষা দুই বাসনার প্রমত্ত ভাঙনে

অশুভ হইতে আরো অশুভে পতন।

সে যে বড় ভয়ঙ্কর—নহে সহিবার!

জীব দীর্ঘ শত দুঃখ অতাব সহিরা

শ্রান্ত দেহে জরা-ব্যাবি দারুণ পীড়ন—

সহজ-মরণ শেষে—তাহে সুখ আছে

ভয়াল মরণ হতে।

ইশাবেলা। হয় ভাই, হয়।

রুডিয়ো। মরিতে চাহি না বোন—বাঁচিতে অধীর!

আমায় বাঁচিতে দাও! জীবনে কি সুখ!

ভ্রাতার জীবন লাগি করিব যেরূপ—

সে পাপে হবে না পাপ। প্রসন্ন বিধাতা

সে পাপে পরশ দিয়া পুণ্য করিবেন!

ইশাবেলা। এত নীচ, নরাধম পশুর সমান!

কাপুরুষ! ছেয় জীব! ওরে হতভাগা—

আমার পাপের ধ্বজা হইয়া বাঁচিবে!

ভয়ীর কলঙ্ক-লজ্জা—তার বিনিময়ে

এ জীবন রক্ষা করা—সে কি পাপ নয়?

সত্যীর সত্যিই নিজে দিবে সে বিলায়ে?

কি বলিব? কি বলিব? লাজে নত শির।

ভগবান! ভগবান! এই মোর ভাই—

পিতার শোণিত তার শিরায়-শিরায়!

স্বার্থ-মূঢ় লজ্জাহীন জন্মিয়াছে কুলে!

শোনো কথা—মরো তুমি—যাক তব প্রাণ—

জাহ্নু পাতি দেবতারে মাগিব এখন,

মৃত্যু হোক—মৃত্যু হোক—মৃত্যু হোক তব।

তোমার মরণ চাহি দিকে-দিকে আমি—

সবারে প্রার্থনা করি। বাঁচিবে না তুমি।

তব প্রাণ রক্ষা হেতু কহিব না কথা।

রুডিয়ো। শোনো বোন, শোনো।

ইশাবেলা। ধিক্, শত ধিক্ মোরে!

এ তোমার কপ-চিন্মা—এ তোমার—

বিশাল প্রাণের কৃপা—আমি পুণ্যার্থী মোহ—

নহে নিমেষের আস্তি—এ তব ব্যবসা।

তোমারে করুণা কৃপা—অতি অমুচিত।

পাপের প্রাণের তাহে—মহা অকল্যাণ।

যত নীচ যায় প্রাণ—বিশ্বের মঙ্গল!

(গমনোত্তর।)

রুডিয়ো। ইশাবেলা—ইশাবেলা—কথা শোনো
বোন।

(ডিউকের পুনঃপ্রবেশ; পিছনে কাস্পাধ্যক্ষ)

ডিউক। কথা আছে। এক কথা, অগ্নি পুণ্যময়ী,

নিবেদিতে চাহি। তুমি শুনিবে কৃপায়?

ইশাবেলা। কি কথা?

ডিউক। একটু শাস্ত হও। বলবো। এখন তোমার

অবসর হবে? সে কথায় তোমার মঙ্গল, জেনো।

ইশাবেলা। আমার অবসরের অভাব। বাইরে আর

বেশীকণ আমি থাকতে পারবো না। বেশ,

একটু পরে আমাকে আপনার কথা বলবেন।

ডিউক। (রুডিয়োর প্রতি জনাস্তিকে) আমি

শুনেছি বৎস, তোমার ভয়ীকে তুমি যে কথা

বলছিলে! তোমার ভয়ীকে কলঙ্কিনী করবার

বাসনা এঞ্জেলোর ছিল না। তিনি শুধু ঠাণ্ডা

পরীক্ষা করছিলেন—নারী-চরিত্র জানবার জন্য।
তোমার ভগ্নী পুণ্যময়ী সতী। এঞ্জেলোর প্রস্তাব
তাই তিনি ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
সে প্রত্যাখ্যানে এঞ্জেলো খুশী হয়েছেন। আমি
এঞ্জেলোর গুরু। আমার কাছে তাঁর কোনো
কথা গোপন নেই। সব-কথা তিনি প্রকাশ
করে বলেন। এ-কথা তাই আমি সত্য বলে
জানি। মৃত্যুর জন্য তুমি প্রস্তুত হও। মিথ্যা
আশায় মনে আকাশ-কুসুম রচনা করো না।
কাল তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, জেনো। নতজান্ন
হয়ে বিধাতার পায়ে তোমার অস্তিম প্রার্থনা
নিবেদন করো—করে' মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।
কুড়িয়ো। ভগ্নীর কাছে মার্জনা চাই। জীবনে
সত্যই আমার আর স্পৃহা নেই। এ জীবন
ত্যাগ করতে পারলে আমি তৃপ্ত হবো।
ডিউক। এ উত্তম সঙ্কল্প। তোমার এ-সঙ্কল্প সুদৃঢ়
হোক। এসো এখন।

[কুড়িয়োর প্রস্থান।]

প্রহরী, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কারাধ্যক্ষ। বলুন পিতা।

ডিউক। তুমি অত্র যাও। এই বালিকার সঙ্গে
আমার কিছু কথা আছে। আমার বেশ
দেখচো? আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে
বালিকার কোন অনিষ্ট হবে না।

কারাধ্যক্ষ। এখনি আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি, পিতা।

[কারাধ্যক্ষের প্রস্থান।]

ডিউক। যে-বিধাতা তোমার দেহে অপক্লপ সৌন্দর্য
তেলে দিয়েছেন, সেই বিধাতাই তোমার মনকে
সুন্দর পবিত্র করে' গড়েছেন। যে রূপসীর পুণ্য
ভঙ্গুর, রূপ তার বড় নিমেষের! তোমার মন
পবিত্র—সে পবিত্র মনের বলে তোমার দেহে
রূপ শ্রী থাকবে চিরোজ্জ্বল হয়ে। এঞ্জেলো
তোমাকে যে পাপ কথা বলেছেন, ভাগ্যক্রমে
আমি তার অর্থ আর উদ্দেশ্য বুঝছি। কিন্তু
মানুষ বড় দুর্বল! এঞ্জেলোর মনে যদি দৌর্ভাগ্য
ঘটে থাকে, তাহলে বিশ্বাসের সীমা থাকবে না।
হ্যাঁ, একটা কথা ছিল...তোমার ভাইয়ের প্রাণ
রক্ষা করতে যদি কোনো রকম পরিবর্তে স্বীকৃত
থাকো, আমায় তা প্রকাশ করে বলা!

ইশাবেলা। তার কাছে গিয়ে আমি আমার স্থির
সঙ্কল্পের কথা জানাবো। আইনের বিচারে
ভাইয়ের যদি মৃত্যু ঘটে, সে দুঃখ আমার সহ্য

হবে। কিন্তু পাপ-অভিসারে জারজ-সন্তানের
জন্ম দান—সে আমি সহ্য করবো না! ভাবি
তাই, স্বজন ডিউক এঞ্জেলোকে কি ভুল
বুঝেচেন! তিনি কতখানি প্রতারিত হয়েছেন!
ডিউক যদি আবার কখনো রাজ্যে ফিরে আসেন
—তখন যদি তাঁকে এ কথা বলি,—হয়তো সে
বলা নিষ্ফল হবে! প্রতিনিধির এ রাজ্য-শাসন-
ব্যাপার স্বচক্ষে তিনি দেখতে পাবেন না।

ডিউক। সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। তবে যা
মর্স্যার্থ অর্থাৎ তোমার যা অভিযোগ—
এঞ্জেলো তোমার নিষ্ঠার পরীক্ষা করছিলেন
মাত্র! আমার পরামর্শ শুনে তুমি দেখতে
পারো। কুশল-চিন্তা আমার ব্রত—তাই
একটা উপায় আমি স্থির করেছি। আমার মনে
হচ্ছে, আমার পরামর্শ শুনে এক অভাগিনী
নারীর তুমি পরম উপকার-সাধন করবে—সেই
সঙ্গে এই দুই রাজ-বিধির গ্রাম থেকে তোমার
ভাইয়ের উদ্ধার ঘটবে—তোমার নিজের নামেও
কলঙ্ক স্পর্শ করবে না। ডিউক এখন রাজ্যে
অনুপস্থিত। ভাগ্যক্রমে যদি কখনো তিনি
রাজ্যে ফেরেন, তাহলে এ সংবাদ শুনে তিনিও
খুব খুশী হবেন।

ইশাবেলা। বলুন আপনি। আমার দেহে-মনে
কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করবে না, এমন যে-কোনো
কাজ করতে আমি প্রস্তুত আছি।

ডিউক। পুণ্য চিরদিন সাহসী। নিষ্ঠা-ধর্ম কখনো
ভীত হতে পারে না। তুমি মারিয়ানার নাম
শুনেছো? ফ্রেডরিক বলে যে বীর-যোদ্ধা সমুদ্রে
ডুবে মারা গেছেন,—তাঁর বোন মারিয়ানা?

ইশাবেলা। তাঁর নাম শুনেছি। সকলে তাঁর
স্মৃতি রাখতে পারে।

ডিউক। তিনি ছিলেন এই এঞ্জেলোর বাগ্‌দত্তা বধু।
বিবাহের দিন-ক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু
সে তারিখের পূর্বেই ফ্রেডরিক বেচারী মারা
গেল সপুত্র জাহাজ-ডুবি হয়ে—সেই সঙ্গে
বিবাহের যৌতুক গেল নষ্ট হয়ে। এ দুর্ঘটনার
বেচারী মারিয়ানার দুঃখের আর সীমা রইলো
না। অত-বড় ভাই—যেমন স্বভাব, তেমনি
খ্যাতি—সে ভাইকে হারালো জন্মের মতন—
ভাইয়ের সঙ্গে গেল ধন-সম্পদ যথা-সর্বস্ব—এই
যথা-সর্বস্বের মধ্যে ছিল বিশ্বের যৌতুক। যৌতুক
যেতে এই ভদ্র-সাধু এঞ্জেলোর সঙ্গে তার
বিবাহের আশাও নির্মূল হলো!

ইশাবেলা। তব প্রাণ-পরিবর্তে চাহিত সে যদি
আমার এ প্রাণ-বায়ু—দিতাম হেলায়।
তোমার জীবন লাগি এ যৌর জীবন—
তুচ্ছ তৃণসম ভাবি।

ক্লডিয়ো। জানি স্নেহ তব।
ইশাবেলা। কালি মৃত্যু-তরে ভাই দৃঢ় করো মনে।
ক্লডিয়ো। করিব তা। কিন্তু হেন ভাণ। মিথ্যাচারী
এমন কপট। যেই বিধি পালিবারে
অটল কঠিন—লজ্জিববে আপনি তারে—
এমনি তা তুচ্ছ করি। তবে পাপ নহে,—
অনাচার নহে এই রমণীর মোহ।
উগ্র বড়রিপু নাবো নিরীহ এ রিপু।

ইশাবেলা। কোন্ রিপু কহিছ নিরীহ?
ক্লডিয়ো। উগ্র যদি,
নিন্দার, ঘৃণার যদি,—অভিজ্ঞ এঞ্জেলো
জ্ঞানী-জন—মোহে তার ভ্রান্তি নাহি হতো।
নিমেষের মোহ লাগি বরিবে নরক?
সম্ভব সে নয়, ভগ্নী।

ইশাবেলা। এ কথার অর্থ?
ক্লডিয়ো। মৃত্যু—সে ভীষণ অতি।
ইশাবেলা। কলুষিত প্রাণ—
সে আরো ভীষণ, জেনো।

ক্লডিয়ো। কিন্তু মৃত্যু-লোক।
অজানা সে পথ—কোথা যাবো, নাহি স্থির।
হিমে জর্জরিত বন্দী—শুধু পড়ে' পচা।
জীবনের তাপে-ঘেরা এ স্বচ্ছন্দ গতি
হিমালীতে হবে দ্রুত। জীবন্ত এ-মন—
কে জানে, অনল-হৃদে জলে সারা হবে,
অথবা তুষার-বক্ষে নিম্পন্দ অসাড়।
মায়াময়ী ধরণীর স্নেহস্পর্শ-ছারা,
উতল পবনে ভাসা অন্তরীক্ষ-পথে
চঞ্চল পল্লব সম—বিরাম-বিহীন।
কিবা দুই বাসনার প্রমত্ত তাড়নে
অশুভ হইতে আরো অশুভে পতন।
সে যে বড় ভয়ঙ্কর—নহে সহিবার।
জীর্ণ দীর্ণ শত দুঃখ অভাব সহিরা
শ্রান্ত দেহে জরা-ব্যাদি দারুণ পীড়ন—
সহজ-মরণ শেষে—তাঁহে সুখ আছে
ভয়াল মরণ হতে।

ইশাবেলা। হায় ভাই, হায়।
ক্লডিয়ো। মরিতে চাহি না বোন—বাঁচিতে অধীর।
আমার বাঁচিতে দাও। জীবনে কি সুখ।
আমার জীবন লাগি করিবে যে-পাপ—

সে পাপে হবে না পাপ। প্রসন্ন বিধাতা
সে পাপে পরশ দিয়া পুণ্য করিবেন।
ইশাবেলা। এত নীচ, নরাধম পশুর সমান।
কাপুরুষ। হেয় জীব! ওরে হতভাগা—
আমার পাপের ধ্বজা হইয়া বাঁচিবে।
ভয়ীর কলঙ্ক-লজ্জা—তার বিনিময়ে
এ জীবন রক্ষা করা—সে কি পাপ নয়?
সত্যীর সত্যিত্ব নিজে দিবে সে বিলায়ে?
কি বলিব? কি বলিব? লাঞ্জে নত শির।
ভগবান। ভগবান। এই মোর ভাই—
পিতার শোণিত তার শিরায়-শিরায়।
স্বার্থ-মূঢ় লজ্জাহীন জন্মিয়াছে কুলে।
শোনো কথা—মরো তুমি—যাক তব প্রাণ—
জানু পাতি দেবতারে মাগিব এখন,
মৃত্যু হোক—মৃত্যু হোক—মৃত্যু হোক তব।
তোমার মরণ চাহি দিকে-দিকে আমি—
সবারে প্রার্থনা করি। বাঁচিবে না তুমি।
তব প্রাণ রক্ষা হেতু কহিব না কথা।

ক্লডিয়ো। শোনো বোন, শোনো।
ইশাবেলা। ধিক্, শত ধিক্ মোরে।
এ তোমার রূপ-দ্বিপা—এ তোমার মোহ—
নহে নিমেষের ভ্রান্তি—এ তব ব্যবসা।
তোমারে করুণা রূপা—অতি অনুচিত।
পাপের প্রশ্রয় তাহে—মহা অকল্যাণ।
যত শীঘ্র যায় প্রাণ—বিশ্বের মঙ্গল।

(গমনোচ্ছতা)

ক্লডিয়ো। ইশাবেলা—ইশাবেলা—কথা শোনো
বোন।

(ডিউকের পুনঃপ্রবেশ; পিছনে কাগ্যাদ্যক্ষ)

ডিউক। কথা আছে। এক কথা, অগ্নি পুণ্যময়ী,
নিবেদিতে চাহি। তুমি শুনিবে রূপায়?
ইশাবেলা। কি কথা?
ডিউক। একটু শান্ত হও। বলবো। এখন তোমার
অবসর হবে? সে কথায় তোমার মঙ্গল, জেনো।
ইশাবেলা। আমার অবসরের অভাব। বাইরে আর
বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারবো না। বেশ,
একটু পরে আমাকে আপনার কথা বলবেন।
ডিউক। (ক্লডিয়োর প্রতি জনাস্তিকে) আমি
শুনেছি বৎস, তোমার ভগ্নীকে তুমি যে কথা
বলছিলে। তোমার ভগ্নীকে কলঙ্কিনী করবার
বাসনা এঞ্জেলোর ছিল না। তিনি শুধু তাঁর নিষ্ঠা

পরীক্ষা করছিলেন—নারী-চরিত্র জানবার জন্ত। তোমার ভগ্নী পুণ্যময়ী সতী। এঞ্জেলোর প্রস্তাব তাই তিনি ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে প্রত্যাখ্যানে এঞ্জেলো খুশী হয়েছেন। আমি এঞ্জেলোর গুরু। আমার কাছে তাঁর কোনো কথা গোপন নেই। সব-কথা তিনি প্রকাশ করে বলেন। এ-কথা তাই আমি সত্য বলে জানি। মৃত্যুর জন্ত তুমি প্রস্তুত হও। মিথ্যা আশায় মনে আকাশ-কুসুম রচনা করো না। কাল তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, জেনো। নভজাহ্নু হয়ে বিধাতার পায়ে তোমার অস্তিম প্রার্থনা নিবেদন করে—করে' মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হও। রুডিয়ো। ভগ্নীর কাছে মার্জনা চাই। জীবনে সত্যই আমার আর স্পৃহা নেই। এ জীবন ত্যাগ করতে পারলে আমি তৃপ্ত হবো। ডিউক। এ উত্তম স্বপ্ন। তোমার এ-স্বপ্ন সুদৃঢ় হোক। এসো এখন।

[রুডিয়োর প্রস্থান।]

প্রহরী, তোমার সঙ্গে কথা আছে। কারাধ্যক্ষ। বলুন পিতা। ডিউক। তুমি অত্র যাও। এই বালিকার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমার বেশ দেখচো? আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে বালিকার কোন অনিষ্ট হবে না। কারাধ্যক্ষ। এখনি আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি, পিতা। [কারাধ্যক্ষের প্রস্থান।]

ডিউক। যে-বিধাতা তোমার দেহে অপরূপ সৌন্দর্য্য ঢেলে দিয়েছেন, সেই বিধাতাই তোমার মনকে সুন্দর পবিত্র করে' গড়েছেন। যে রূপসীর পুণ্য ভঙ্গুর, রূপ তার বড় নিমেষের! তোমার মন পবিত্র—সে পবিত্র মনের বলে তোমার দেহে রূপ শ্রী থাকবে চিরোজ্জ্বল হয়ে। এঞ্জেলো তোমাকে যে পাপ কথা বলেছেন, ভাগ্যক্রমে আমি তার অর্থ আর উদ্দেশ্য বুঝেছি। কিন্তু মানুষ বড় দুর্বল! এঞ্জেলোর মনে যদি দৌরল্য ঘটে থাকে, তাহলে বিশ্বাসের সীমা থাকবে না। হ্যাঁ, একটা কথা ছিল...তোমার ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা করতে যদি কোনো রকম পরিবর্তে স্বীকৃত থাকো, আমার তা প্রকাশ করে বলো।

ইশাবেলা। তার কাছে গিয়ে আমি আমার স্থির স্বপ্নের কথা জানাবো। আইনের বিচারে ভাইয়ের যদি মৃত্যু ঘটে, সে ত্রুণ আমার সহ

হবে। কিন্তু পাপ-অভিযারে জারজ-সন্তানের জন্ম-দান—সে আমি সহ করবো না! ভাবি তাই, স্বপ্ন ডিউক এঞ্জেলোকে কি ভুল বুঝেচেন। তিনি কতখানি প্রতারিত হয়েছেন! ডিউক যদি আবার কখনো রাজ্যে ফিরে আসেন—তখন যদি তাঁকে এ কথা বলি,—হয়তো সে বলা নিষ্ফল হবে! প্রতিনিধির এ রাজ্য-শাসন-ব্যাপার স্বচক্ষে তিনি দেখতে পাবেন না।

ডিউক। সে সথকে কিছু বলা যায় না! তবে যা মর্ম্মার্থ অর্থাৎ তোমার যা অভিযোগ—এঞ্জেলো তোমার নিষ্ঠুর পরীক্ষা করছিলেন মাত্র! আমার পরামর্শ শুনে তুমি দেখতে পারো। কুশল-চিন্তা আমার ব্রত—তাই একটা উপায় আমি স্থির করেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার পরামর্শ শুনলে এক অভাগিনী নারীর তুমি পরম উপকার-সাধন করবে—সেই সঙ্গে এই দুর্ভাগ্য-বিধির গ্রাস থেকে তোমার ভাইয়ের উদ্ধার ঘটবে—তোমার নিজের নামেও কলঙ্ক স্পর্শ করবে না। ডিউক এখন রাজ্যে অনুপস্থিত। ভাগ্যক্রমে যদি কখনো তিনি রাজ্যে ফেরেন, তাহলে এ সংবাদ শুনে তিনিও খুব খুশী হবেন।

ইশাবেলা। বলুন আপনি। আমার দেহে-মনে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করবে না, এমন যে-কোনো কাজ করতে আমি প্রস্তুত আছি।

ডিউক। পুণ্য চিরদিন সাহসী। নিষ্ঠা-ধর্ম্ম কখনো ভীক হতে পারে না। তুমি মারিয়ানার নাম শুনেছো? ফ্রেডরিক বলে যে বীর-যোদ্ধা সমুদ্রে ডুব মারা গেছেন,—তাঁর বোন মারিয়ানা?

ইশাবেলা। তাঁর নাম শুনেছি। সকলে তাঁর স্মৃতি করে।

ডিউক। তিনি ছিলেন এই এঞ্জেলোর বাগদত্তা বধু। বিবাহের দিন-রাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সে তারিখের পূর্বেই ফ্রেডরিক বেচারী মারা গেল সপুত্র জাহাজ-ডুবি হয়ে—সেই সঙ্গে বিবাহের যৌতুক গেল নষ্ট হয়ে। এ দুর্ঘটনায় বেচারী মারিয়ানার দুঃখের আর সীমা রইলো না। অত-বড় ভাই—যেমন স্বভাব, তেমনি খ্যাতি—সে ভাইকে হারালো জন্মের মতন—ভাইয়ের সঙ্গে গেল ধন-সম্পদ যথা-সর্বস্ব—এই যথা-সর্বস্বের মধ্যে ছিল বিশ্বের যৌতুক। যৌতুক যেতে এই ভদ্র-সাদু এঞ্জেলোর সঙ্গে তার বিবাহের আশাও নিঃশূল হলো!

ইশাবেলা। এ কথা সত্য? এ অবস্থায় এঞ্জেলো তার মুখের পানে চাইলে না? ত্যাগ করলে?

ডিউক। অশ্রুর বস্তায় মারিয়ানাকে সে ত্যাগ করলে। সে চোখের জল মুছে দেবার কথা তার মনে জাগলো না! বাক্য দান করেছিল ধর্মের নামে—সে বাক্য তুলে নিলে! তাও নিল তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে। বেচারী মারিয়ানা দুঃখে মলিন হয়ে নিরালাকোণে পড়ে আছে—শোকে জ্বর-জ্বর, কাতর। বেচারী এখনো এই দুর্কৃত্ত এঞ্জেলোর ধ্যানে তন্ময়—আর এঞ্জেলো পাষাণে বুক বেঁধে, অটল হয়ে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আছে।

ইশাবেলা। এ দুঃখ সহ করার চেয়ে তার মৃত্যু ভালো ছিল। এত পাপে, এমন অনাচার করেও এঞ্জেলো বেঁচে আছে! আশ্চর্য্য!...কিন্তু আমি বুঝি না, এ ব্যাপারে মারিয়ানার কি মঙ্গল আমি সাধন করতে পারি?

ডিউক। এ ব্যাধির প্রতিকার করতে পারো শুধু তুমি। আর তার ফলে নিজেকে অসম্মত, কলঙ্ক থেকে মুক্ত রেখে তোমার ভাইয়ের জীবনও তুমি রক্ষা করতে পারবে।

ইশাবেলা। কি করে? আপনি বলুন।

ডিউক। বলছি। মারিয়ানা এখনো এঞ্জেলোকে ভোলে নি। এঞ্জেলোর এই বিরাগ, ইতর প্রত্যাখ্যান, আর নির্ভর ব্যবহারে তার মনের সে ভালোবাসার দীপ নেবে নি—বিমুখতার ঝড়ে আরো তা জলে উঠলো! তুমি যাও এঞ্জেলোর কাছে—তাকে জানাও, তার প্রস্তাবে তুমি রাজী আছ। যা তার কামনা, তাকে বুঝিয়ে, সে কামনা পূরণ হবে। শুধু এইটুকু মনে রেখো, তাকে বলো,—বেশীক্ষণ তার কাছে তুমি থাকবে না—যে-ঘরে দেখা হবে, সে ঘরে আলো জলবে না—ঘর থাকবে অন্ধকার; এবং স্থান হবে লোকালয় থেকে দূরে—নির্জিনে। এ কথায় সে রাজী হলে বেচারী মারিয়ানাকে আরো পাঠাবো সেইখানে, তোমার পরিবর্তে। এ মিলনের কথা প্রকাশ পেলে এঞ্জেলো বাধ্য হবে মারিয়ানাকে বিবাহ করতে। এতে তোমার ভাই পাবে মুক্তি—তোমার নামেও একতিল কলঙ্ক স্পর্শ করবে না। বেচারী মারিয়ানার দুঃখ শুচবে এবং এই দুর্জনের যোগ্য শাস্তি হবে। আমার এ প্রস্তাবে যদি তোমার মত থাকে, তাহলে

সব দিক দিয়ে আমাদের অভীষ্ট-সাধন হয়। কি বলো তুমি?

ইশাবেলা। এ কথায় সত্যই আমি প্রীত হয়েছি। এর ফলে মঙ্গলই হবে।

ডিউক। সে ফল নির্ভর করবে তোমার কলা-কৌশলের উপর। তুমি বিলম্ব করো না—এখনি এঞ্জেলোর কাছে যাও। সে যদি বলে, আজ রাত্রে তার শয্যায় সে তোমাকে চায় সঙ্গিনী, তাতে তুমি সম্মত হয়ো। আমি চল্লেম সেই লুকের মন্দিরে। মারিয়ানা সেইখানে আছে। সেখানে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। এঞ্জেলোর সঙ্গে যা কিছু ব্যবস্থা তা শীঘ্র শেষ করে ফ্যালো।

ইশাবেলা। আপনার ব্যবহারে কি আরাম যে পেলেম! তা'হলে আসি, প্রভু।

[দুই দিক দিয়া দুই জনের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারা-গৃহের সম্মুখস্থ পথ

(এক দিক দিয়া ছদ্মবেশী ডিউকের প্রবেশ; অপর দিক দিয়া এলবো এবং পম্পিকে লইয়া কস্মচারিগণের প্রবেশ)

এলবো। এর যদি ব্যবস্থা না হয় বাপু—জানোয়ারের মত তোমরা এমনি মানুষ বেচা-কেনা করো, তা'হলে সারা পৃথিবীতে সাদায়-কালোয় দো-আঁশলা জীবের সৃষ্টি হবে।

ডিউক। এখানে আবার এ কি ব্যাপার?

পম্পি। বেঁচে আর কোনো স্মৃতি নেই! যে-ইন্তক ফুটির গলা আইনের দড়িতে কষে মারা হয়েছে, বেঁচে লাভ? কি নিয়ে বাঁচবো? ফুটির গরমে মানুষ তাজা থাকতো আপনা-আপনি! এখন ফুটির অভাবে ভেড়ার লোম গায়ে দিয়ে নিজেদের গরম রাখতে হবে। পোষাকের ছটায় নিজের আসল রূপ ঢেকে তোফা চালিয়ে যাওয়া যায়—যদি বুদ্ধি খরচ করার তাকৎ থাকে।

এলবো। চল, চল!...এ কি সাধু-বাবা! প্রণাম, ঠাকুর।

ডিউক। মঙ্গল হোক। এ লোকটি কি অপরাধ করেছে?

এলুবো। এ লোকটি আইন ভেঙ্গেছে, বাবা! তার উপর এ চোর। এর কাছে পাওয়া গেছে তাল-চাবি। সেটি পাঠিয়েছি রাজ-প্রতিনিধির কাছে।

ডিউক। ছি ছি লজ্জা হয়...গণিকার চর তুমি!

বিষে করো বিষময় মানব-সমাজ।
সে বিষ প্রসারি করো জীবিকা-অর্জন।
এই নীচ ব্যবসায়ে যেই অর্থ পাও,
সে-অর্থে উদর-পুষ্টি—বসন ভূষণ।

ভেবে আখো,—কি কলুষ আচার তোমার!

নিজ মনে কহ শুনি—কলুষ পরশ

খাত্ত-বস্ত্র-পানিয়েতে—এ হীন উপায়—

তাহাতে জীবন বহা—ইহা কি জীবন?

যতপি মানুষ হও—এই বৃত্তি ত্যজ।

হেন অধীনতা কতু সাজে না মানবে,

অস্ত্রাজ এ দাস্তবৃত্তি—ঘৃণিত অধম!

পম্পি। যে কথা বলিলে—সত্য,—এই বৃত্তি বটে

কৃষ্ণ-পক্ষ সম যেন—পুতিগন্ধময়।

তাহার প্রমাণ দিতে পারি...

ডিউক। থাক, থাক—

পাপের প্রমাণ বহু দিয়াছে দানবে;

সে প্রমাণ আছে তব। নে যাও প্রহরী

কারাগারে নরাধমে। শিক্ষার শোধান

চলিবে সেখায়—যদি পরে কোনদিন

দুর্ভৃত্ত এ পশু-চিত্তে ইষ্টলাভ ঘটে!

এলুবো। আগে রাজ-প্রতিনিধির কাছে নিয়ে যাবো,

সাধু-বাবা। সে দিন তিনি একে মাপ করেছেন

—সাবধান হতে বলেছেন। বেশার দালাল

হয়ে সহরে থাকতে পাবে না; এ পেশা যদি

ছাড়তে না পারে, ছেলে মেয়ে ফেলে সহর

ছেড়ে চলে যেতে হবে, বলেছেন। প্রতিনিধির

কাছে দুদণ্ড থাকলে স্বভাব খুব চিট হয়ে

যাবে'খন।

ডিউক। আকারে নির্দোষ বহু আচারে দুর্জ্জন

ধরনীতে করে বাস! দেখিলে তাদের

কে বলিবে, নহে সাধু। সমস্তা অপার।

কে ভালো, কে মন্দ—হেথা, বাছা স্বকণ্ঠিন।

কার সজ্জ—কি প্রকার কে পারে বলিতে।

এলুবো। এর...দেখে নেবেন হুজুর—মাথাটি

খ'সে কোমরের কাছাকাছি নেমে আসবে'খন।

পম্পি। হা-হা! বাঁধন কাটো। আমার জমিদার

...জমিদার আসছে। ঐ যে ভদ্রলোকটিকে

দেখচো, আমার বন্ধু।

(লুশিয়োর প্রবেশ)

লুশিয়ো। পম্পি! ব্যাপার কি? ইস—আশে-

পাশে শাজী-পাহারা! ধুমধামে মিছিল করে

কোথায় চলেছ? তাইতো—পুরুষের জটলা শুধু!

কোথাও একটি চাকণ-চিকণ মেয়ে-মানুষ দেখছি

না। তোমার এমন দুর্দশা তো কখনো দেখিনি!

তোমার মেয়ে-ফোজের দল গেল কোথায়?

বানের জলে ভেসে গেছে না কি? এ্যা!

বলি, পৃথিবী যেমন ছিল, তেমনি আছে? না

তার ভোল বদলে গেছে? আরে, কথা কও!

অভিমান করলে নাকি? একটি কথা কবে না?

বলো না—ব্যাপার কি? এ সব শাজী-পাহারার

মানে?

ডিউক। এও দেখতে হলো!...আঃ, এ তারী

কদর্য!

লুশিয়ো। আমার চাচী কেমন আছে? দুধের

চাছি...তোমার মনিব ঠাকরণ গো? দুধটুকু

মরে যেন চাছি! এখনো লোকজনকে ঠিক-ঠাক

রূপসী জোগাচ্ছেন তিনি?

পম্পি। তাঁর এখন খুব দুর্দশা! দিন চলা ভার

হয়ে উঠেছে!

লুশিয়ো। বটে! বটে! তা হবেই তো! নতুন

পেশাদার বলো, আর এ পথের পথিকের কথা

বলো,—শেষ দশা এমনি সবার হবে—বিশেষ

এখন। তা তুমি কি জেলে চলেছ, পম্পি?

পম্পি। তাই!

লুশিয়ো। আন্দাজে তাহলে ভুল হয়নি, বলো!

মোদা আমার নাম কোরো। জেনো, আমিই

তোমায় জেল খাটাছি!...তা জেলে যাবার

হেতু? ধারটার করেছ খুব? না, আর কোন

হেতু আছে?

এলুবো। বেশার লোক জুটিয়ে দেয়—তাই জেলে

যাচ্ছে।

লুশিয়ো। বটে। তাহলে বেশ করে মনকে সামলে

নিয়ো। কি নীকারই না করে বেড়াতো!

ও আবার এ কাজে চুল পাকিয়েছে! জন্মাবধি

এই কাজ করে বেড়াচ্ছে! এখন জেলেই

থাকো। জেলের ফটকে আমার নাম করো—

খাতির পাবে। এবারে নতুন মানুষ হয়ে যাব

—বোয়ের পয়ে তোমার ভোল ফিরলে তারে

মজল!

পম্পি। আপনি আমার জামিন দাঁড়াবেন?

লুশিয়ো। নিশ্চয় নয়! তা তো রীতি নয়, বাপু!
বরং জেলে যাতে আরো বেশী দিন বাস
করতে পারো, সে চেষ্টা করবো। থাকবে
ভালো! তাহলে এসো পম্পি!...এই যে
সাধুজী! নমস্কার!

ডিউক। নমস্কার।

লুশিয়ো। তোমার ব্রিজট কি এখনো মুখে রঙ
মাখে পম্পি?

এলবো। এসো গো বাপু—এসো।

পম্পি। আপনি তাহলে আমার জামিন দাঁড়াবেন
না? খালাশ মিলবে না তাহলে?

লুশিয়ো। এখন দাঁড়াবো না। পরে ঠিক করে দেখা
যাবে।...তার পর, সাধুজী, খবর কি? দেশ-
বিদেশে ঘোরেন—আমাদের ডিউক বাহাদুরের
খবর জানেন? কিন্তু এ কথা যাক!...আপনি
বলতে পারেন সাধু-বাবা, এই যে কুড়িয়োর
ফাঁসির হুকুম হয়েছে—কুড়িয়োকে কি সত্যি
কাল মরতে হবে?

ডিউক। কেন ফাঁসি হচ্ছে? তার অপরাধ?

লুশিয়ো। অপরাধ আর কি! প্রেমের বোতল বেশী
ভরতি হয়েছিল বলে! হুঁ! তাই ভাবচি,
ডিউক বাহাদুর যদি এ সময়ে এসে পড়তেন!
আজ যিনি তাঁর জায়গায় বসেচেন...ডিউক
বাহাদুর এই বেলা না এলে, পরে এসে দেখবেন,
তাঁর কপায় রাজ্যে আর মানুষ নেই! যে-ভাবে
উনি হাতে মাথা কাটতে শুরু করেচেন...আর
যে-রকম আইন-জারির ধ্বংসাত্মক পড়েছে, এর
পর বাড়ীর আনাচে-কানাচে চড়ুই-পাখী আর
বাসা বাঁধবে না কখনো! কারণ, চড়ুইয়ের মত
লম্পট জীব আর দুনিয়ায় নেই। এ-সব কাজ
এমন চুপি-সাদে তিনি সারচেন, আগে থেকে
কিছু টের পাবার জো নেই! কবে যে ডিউক-
বাহাদুর রাজ্যে ফিরবেন!...দেখুন না, এই
কুড়িয়ো...এর প্রাণ যাবে কেন? না, সে
বোঁচার বাঁধন খুলতে পারে নি! যাই হোক...
আসি সাধুজী! আমার জন্ত ভগবানের কাছে
একটু প্রার্থনা জানাবেন! আসি তাহলে।

[প্রস্থান।

ডিউক। শক্তি বলো, গুণ বা মহত্ব বলো...যুক্তি
নাহি পায় কিছু নিন্দা-তিরস্কার হতে।
শুভ্র পুণ্য, সেও সহ্য কঠিন আঘাত।
নিন্দাঘোষী রসনারে নিবৃত্ত করিতে

শক্তি ধরে, নাহি হেন রাজ্যেখর রাজা।
কিন্তু কে হেথায় আসে?

(গণিকা ও তার ডনকে লইয়া এস্কেলাশ,
ও কর্মচারিগণের প্রবেশ)

এস্কেলাশ। লয়ে যাও কারাগারে!

ও তার ডন। দয়া করো বাবা—হেই গো, তোমার
হুটি পায়ে পড়ি। শুনেছি বাবা, তোমার দয়ার
শরীর! দোহাই বাবা...দোহাই তোমার!

এস্কেলাশ। বার-বার তিনবার তোমায় শাসিত
করা হয়েছে—তবু সেই পাপ-কাজে তোমার
মতি! মানুষের দয়া-দান্য এতে শক্ত পাথর
হয়ে উঠে।

প্রহরী। এগারো বছর ধরে মাগী বেঞ্চাবৃত্তি করচে
...রাজ্যের ছেলে-মেয়ের মাথা খাবার যম!

ও তার ডন। লুশিয়ো মিছে করে লাগিয়েচে
আমার নামে। যখন ডিউক বাহাদুর এখানে
ছিলেন, তখন ঐ কেট কীপডাউনের পেটে
লুশিয়োর এক ছেলে হয়। লুশিয়ো বলে, কেটকে
বিয়ে করবে! ছেলের বয়স পনেরো মাস হতে
চল্লো এখন...ও জেকব বল না, তোরা যা
জানিস! ও বাবা, সেই ছেলে আমার ঘরে
আছে, বাবা। আমি তাকে মানুষ করচি! ও
এত বড় বেইমান—আমার নামে মিছে করে
অপবাদ দেয়! লাগায়!

এস্কেলাশ। সে লোকটি খুব বেপরোয়া—তাকে
আনো আমার কাছে। একে নিয়ে যাও
কারাগারে। না, তোমার কোনো কথা
শুনবো না।

[ও তার ডনকে লইয়া কর্মচারিগণের প্রস্থান।

শোনো প্রহরী, এঞ্জেলোর সঙ্কল্প অটল। কাল
সকালেই প্রাণদণ্ড হবে। কুড়িয়োর কাছে
পুরোহিত পাঠাও। অস্তিম-কৃত্য যা আছে, সে
নিক। এ-সব কোনো ক্রটি না হয়—দেখো।
প্রহরী। এই যে সাধু মহারাজ এখানে আছেন।
ইনি গিয়েছিলেন কুড়িয়োর কাছে। আর এক-
বার যদি যান এখন...

এস্কেলাশ। নমস্কার সাধু-জী।

ডিউক। তোমাজের মদল হোক!

এস্কেলাশ। কোথা থেকে আপনি আসছেন?

ডিউক। এ দেশের নহি আমি। ভাগ্যদোষে আজি
এ দেশে পেতেছি বাস। আমি গৃহত্যাগী,
ব্রতচারী। জন-সেবা ধর্ম মোর, বৎস।

গুরুর আদেশে আসি শ্রীমন্দির হতে

গুরুর আদেশ হেথা করিতে পালন।

এস্কেলাশ। বিদেশের বার্তা কি-বা? কুশল সবার? ডিউক। কুশল! দেশে-দেশে মন্ত অভিযান

চলছে—সাধুতার বিরুদ্ধে যেন দারুণ চক্রান্ত। সাধুতা বিসর্জন দেওয়া ছাড়া এ রোগের প্রতিকার দেখি না। মানুষ শুধু নূতনের কাণ্ডাল—নূতনের নেশায় উন্মাদ হয়েছে। বয়ল বাড়ার সঙ্গে যেমন বিপত্তির ভয়—তেমনি কোনো কাজে, কোনো ব্যাপারে নিষ্ঠা আজ বিপত্তির কারণ হয়ে উঠেছে। সমাজকে নিরাপদ রাখবার উপায় আজ নেই। মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করায় আজ বহু অনর্থ ঘটছে। কথাগুলো হৈয়ালির মত শোনালেও...জগতে আজ এই গতি। খবর পুরোনো। তবে এ ছাড়া অন্য কোনো নূতন খবরও নেই।...ভালো কথা, আপনাদের ডিউকের ভাব-গতিক ছিল কি রকম, বলতে পারেন?

এস্কেলাশ। শত চিন্তা, শত কর্তব্যের মধ্যেও তাঁর লক্ষ্য ছিল—আত্মচেতনাকে জাগিয়ে তোলা!

ডিউক। আমাদে-আফ্লাদে কি রকম রুচি ছিল?

এস্কেলাশ। পরকে খুসী দেখলে তিনি খুসী হতেন—এমন ধৈর্য্য, এমন গুণ কোনো মানুষের কখনো দেখিনি। কিন্তু তাঁর কথা এখন থাক...ভগবান তাঁকে কুশলে রাখুন, তাঁর কল্যাণ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।...আমি জানতে চাই, আপনি তো রুডিয়োর সঙ্গে কারাগারে গিয়ে দেখা করেন—তাকে কেমন দেখলেন? নিজেকে তৈরী করেছে মৃত্যু-বরণের জন্ত?

ডিউক। বিচারের দোষ-গুণ নিয়ে কোনো তর্ক বা দ্বিধা তার মনে আছে বলে আমার মনে হলো না। বিচারকের আদেশ সে শিরোধার্য্য করেছে। তবে দুর্বল মন...সেই মনের প্ররোচনায় জীবনের সম্বন্ধে কতগুলো তার ধারণা ছিল...আমার কথায় সে ধারণা প্রাপ্ত বলে বুঝেছে; বুঝে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়েছে।

এস্কেলাশ। আপনার ব্রত আপনি পালন করেচেন...আপনার উপদেশে তার উপকার হয়েছে। বেচারার জন্ত আমি বহু মিনতি জানিয়েছি...বহু প্রার্থনা জানিয়েছি, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি-প্রভু অবিচল কঠিন...শুধু বলেন, বিচার

চিরদিন কঠিন। কাজেই তিনি সে মিনতিতে বিচলিত হলেন না—দণ্ড বাহাল রাখলেন।

ডিউক। তাঁর নিজের জীবন যদি অমলিন অকলঙ্ক হয়, তাহলে এ কাঠি তাঁর পক্ষে অমুচিত হবে না। তাহলে বুঝবো, বিচারে মর্যাদা-বোধ তাঁর আছে, তিনি যদি এমন অচঞ্চল-মনে নিজের বিচার করতে পারেন।

এস্কেলাশ। আমি যাচ্ছি বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে। বিদায় সাধু জী।

ডিউক। শাস্তি হোক বৎস!

[এস্কেলাশ ও গ্রহরীর প্রস্থান।]

বিধাতার বিচারের খড়্গ যে বহিবে—

শুভ পুণ্যময়-চিত্ত হইবে সে নিজে।

নিজেরে জানিবে সে-বা, লবে পরিচর—

হীন স্বার্থ মুছে যাবে পুণ্যের প্রভাবে।

অপরের দোষে হবে সুদৃঢ় শাসন—

নিজের সে-দোষে ক্ষমা না করে পোষণ!

আপনার ইচ্ছামত ক্রটি যে-বা ধরে—

শুকঠিন শাস্তি দেয়—শত দ্বিক্ তারে!

মোর পাপে খড়্গ—আর নিজ পাপে হেলা—

হেন মতি এঞ্জেলোর?

বাহিরে পরম সাধু—সমুজ্জল বেশ—

মানুষ অন্তরে ধরে এ-উগ্র গরল।

সমতুল কত পাপ—কত অনাচার

কালের অতীত-গর্ভে—না হবে বিচার?

উর্নভ বদ্ধ তার জালের স্ত্রত্য—

হুনিয়ার সার বস্তু—দেখিব তা, হায়!

পাপেতে চাতুরী করি শঠে শাঠ্য-রাতি।

এঞ্জেলো জাগাবে আজ প্রাতন প্রীতি—

উপেক্ষিতা অভাগীর সনে রাত্রি তার

কাটিবে—দেখিব তার আগল আচার।

ছদ্মবেশে ছদ্মভাবে আজি ধরা পড়ে।

বিলম্ব উচিত নয়! স্মরা কার্য্য সাধি।

চিত্ত কত মিথ্যাময়—মিথ্যা মরীচিকা—

তাহার ললাটে আজি দিবে জয়-টীকা!

[প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মারিয়ানার কক্ষ

(মারিয়ানা বসিয়া আছে ; কালক অমুচর
গান গাহিতেছে)

বালক ।

(গান)

অধর সরাস্রে লহ গে—

লহ অধরের মধু-বাণী !

মধু-বাণীতে শুধু সে ছলন—

আমি জানি তা, ভালো জানি !

নয়নের আলো প্রভাতে

বালমল আশা-আভাতে !

চকিতে সে আলো লুকালো

ছায়া-গুপ্তন টানি !

মারিয়ানা । বন্ধ কর গান—স্বরা চলে যা রে তুই ।

শাস্তিময় মুষ্টি হেরি, আসিছেন হেথা—

নয়নে বিমল দীপ্তি—কণ্ঠে মধু-বাণী !

এ তপ্ত পরাণে বুঝি অনৃত-প্রবাহ

পাইব বাণীতে গুঁর—জুড়াইবে হিয়া !

[অমুচরের প্রস্থান ।

(পূর্ববৎ ছদ্মবেশে ডিউকের প্রবেশ)

এসো প্রভু, দয়াময়, দীনার আলয়ে ।

সদ্বীত-শ্রবণে যদি না হেরিতে

মোরে, বড় তৃপ্তি পাইতাম প্রাণে আমি !

যদি তাহে অপরাধ করে থাকি প্রভু,

ক্ষমা মাগি—করুন প্রত্যয় সাধুবর,

এ-সদ্বীতে তৃপ্তি নাই—কেবলি বেদনা ।

ডিউক । ভালো ভালো ! সদ্বীতের আছে শক্তি হেন—

মনেরে সে করে ভালো—শুভ সে অন্তে !

কিন্তু ও কথা থাক ! বলো তো, এখানে কেউ

আমার সন্ধানে এসেছিল ? এ-সময় আমার

এখানে আসবার কথা ছিল—তাই এ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করছি ।

মারিয়ানা । না বাবা, কেউ এখানে আপনার

সন্ধানে আসে নি । সারাদিন আমি এইখানে

বসে আছি ।

ডিউক । বুঝেছি মা, তা হলে কেউ আসেনি

এখনো । সময় হয়েছে বটে ! তুমি মা, একটু

অন্তরালে যাও । এর পরে তোমার ডেকে
পাঠাবো । তোমার মঙ্গলের জন্তই এ কথা
বলছি ।

মারিয়ানা । আপনার কথা আমার শিরোধার্য ।

[প্রস্থান ।

(ইশাবেলার প্রবেশ)

ডিউক । এসো, এসো—সুসময়ে স্বাগত সম্ভাবি !

ভদ্র প্রতিনিধি—তার সমাচার কিবা ?

ইশাবেলা । প্রাচীরে বেষ্টিত আছে কানন তাহার—

পিছনে পশ্চিম প্রান্তে দ্রাক্ষাকুঞ্জ ঘন—

সেই কুঞ্জ-অন্তরালে ক্ষুদ্র দ্বার-পথ—

সেই দ্বারে তালা আঁটা—স্বয়ংহ তালা ।

কুঞ্জিকায় খুলি দ্বার ভিতরে পশিলে

মিলিবে আরেক দ্বার—সেই দ্বার পরে

কাননের পথ গেছে তৃণশুল্লো ভরা ;

স্থির হয়ে গেছে, নিশি মধ্যম প্রহরে

একা আমি সেই পথে যাবো সে-কাননে—

মোর পথ চাহিয়া সেথা রহিবে এঞ্জেলো

কাননের কুঞ্জ-গৃহে মিলন-প্রত্যক্ষী ।

ডিউক । কিন্তু একা ! রাত্রি-কালে কাননের পথ—

সে পথে পারিবে যেতে তৃণ-শুল্লো-ঘন

অজানা কানন-গৃহে ? অজানা সে দ্বারে ?

ইশাবেলা । পত্রিকায় লেখা আছে পথের হুদিশ

রেখা-ছত্রে । গোপনে সতর্ক পদে নিজে

সাথে আসি সেই পথ দিয়াছে দেখায়—

কস্ত-মুহু ভাবে মোরে কহেছে বুঝায়

সে পথের বিবরণ—পত্রে দেছে লিখে

রেখা আঁকি কোথা পথ, কোথা কোন্ দ্বার ।

ডিউক । সে পথ দেখিয়া তুমি বুঝিবে তো ঠিক ?

সে পথের পাইবে নির্দেশ—যথোচিত ?

আর কোনো নাহিক নির্দেশ—স্পষ্টতর ?

ইশাবেলা । কিছু নাই । আঁধারে ইহাই রশ্মি-রেখা !

তবে তারে বুঝিয়েছি—একা আমি নারী

সহজে আকুল ভয়ে । নিস্তক নিশিথে

সাথে লয়ে যেতে চাই বিশ্বাসী নফরে—

তাহলে কাটিবে ভয় । বুঝিয়ে দিয়াছি—

নফর জানিবে, আসি ভাতার কল্যাণে,

মাগিবারে মুক্তি তার—প্রাণের প্রার্থনা !

ডিউক । ভালো ! ভালো ! ভালো বুদ্ধি ! উত্তম

কৌশল !

মারিয়ানা-পাশে আমি কহি নাই কিছু—

ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে আমি দিইনি আভাস
আমাদের বাসনার।...কিছু নাহি জানে।
মারিয়ানা, এসো এইবার।

(মারিয়ানার পুনঃপ্রবেশ)

এই কিশোরীর সনে করো পরিচয়।
তোমার কল্যাণ-কলমে এসেছে হেথায়।
ইশাবেলা। কায়-মনে আমি তব কল্যাণ-কামিনী।
ডিউক। শ্রদ্ধা ও সম্মম করি তোমারে—তা বোঝো?
সে শ্রদ্ধা-সম্মমে তব আছে কি বিশ্বাস?
মারিয়ানা। জানি তুমি শুভ-কামী—জানি
ভালোমতে ;

শুভ কামনার তব বহু পরিচয়
পাইয়াছি আমি, দেব, কহি অকপটে।
ডিউক। তবে এই কিশোরীর হাতে দাও হাত—
এর পরে নির্ভর রাখিয়া অবিচল।
যে-কথা বলিবে বালা—তাহে শুভ হবে।
সে কথা অন্তরে বুঝি করিয়া প্রবণ।
আসি আমি। দেখা হবে যোগ্য অবসরে।
কিন্তু দ্বরা করো—কাল-বিলম্ব না হয়।
আসে ছায়ায়নী নিশি তিমির-বসনা।
মারিয়ানা। অন্তরালে আসিবে কি এই ঠাই ছাড়ি?
[মারিয়ানা ও ইশাবেলার প্রস্থান।

ডিউক। উচ্চ পদ। হায়, তার গৌরব-গরিমা!
অলীক মায়ার বশে কত নুরু মন
তোমারে কামনা করে। তোমারে ঘিরিয়া
মিথ্যা গল্প, জল্পনা কি ঘুরিছে-ফিরিছে
রচিত্রা অযুত চক্র—মিথ্যা মোহ-বোরে
কি স্বপ্ন দেখিছে লোকে—আকাশ-কুসুম
কত বা রচিছে নিত্য। শেষে মরীচিকা।

(মারিয়ানা ও ইশাবেলার পুনঃপ্রবেশ)

এসো দৌহে! এ-কাজে স্বীকার আছে? কহ!
ইশাবেলা। তব অমুমতি পেলে অস্বীকার
নহে—

এ কার্য-সাধনে বালা হবে অগ্রসর।
ডিউক। অমুমতি নহে বৎসে—এ মোর মিনতি।
ইশাবেলা। বলিবার করিবার নাহি সবিশেষ।
যখন আসিবে চলি—নম্র যুত তাষে
তাহারে বলিয়া শুধু, ভ্রাতার জীবন—
মনে রেখো তুমি, যেন না যায় হেলায়।
মারিয়ানা। ভয় নাই—ভুলিব না। বলিব এ কথা।

ডিউক। কোনো শঙ্কা নাই বৎসে! বাক্য-দত্ত স্বামী
সে তোমার। তোমাদের দু'জনারে যদি
কাছাকাছি পাশাপাশি পারি মিলাবারে,
কোনো পাপ নাহি তাহে; নহে অন্যায়।
তার উপেক্ষার লাগি বিচারের ভার
তোমার আপন-হাতে! হীন প্রভারণা,
নীচ শাঠ্য—যে দুহৃত আচরণ তার—
নিষ্ঠা তব তাহারে করিবে পরাভব!
এসো, এবে যাই যোরা! যে শস্ত্র বপন
করিয়াছি—কাটি তায় লবো লভ্য তার।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারা-কক্ষ

(প্রহরী ও পম্পির প্রবেশ)

প্রহরী। বলি, শুনচো? এক জন মানুষের মাথা
কাটিতে পারবে?

পম্পি। যদি তার বিয়ে না হয়ে গিয়ে থাকে—
পারবে।...বিয়ে হয়ে থাকলে মুশ্কিল। কেননা,
তা'হলে তার ঘাড়ে মাথা আর থাকবে
না—তখন তার ঘাড়ে চড়বে তার বৌয়ের
মাথা! মেয়ে মানুষের মাথা কি বলে কাটি,
বলো?

প্রহরী। ও সব হেঁদো হেঁয়ালি রেখে পট্টাপট্টি
জবাব দাও। কাল সকালে জহ্লাদের হাতে
মাথা যাঁধে রুডিয়োর আর বার্গার্ডিনের। যে
সরকারী জহ্লাদ আছে—তার এক জন দোসর
চাই এ কাজে সাহায্য করতে! তুমি যদি
এ কাজ করো, তাহলে চাই কি, তোমার কপ্তর
মাপ হয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে রাজা রেহাই! যদি
এ কাজ না পারো, তা'হলে পুরোপুরি জেল
খাটা! খালাশের দিন পিঠে দস্তরমত চাবুক!
বুঝচো তো, তুমি হলে পাকা বদমায়েস!

পম্পি। বদমায়েসী ঢের করেচি, তা মানি, বাপু,
সরকারী জহ্লাদ হতে রাজী আছি।...কিন্তু সে
কাজের হদিশ তো কিছু চাই!

প্রহরী। এই যে আভর্ষণ...ওখানে দাঁড়িয়ে করচো
কি?

(আভর্ষণের প্রবেশ)

আভর্ষণ। ডাকচেন?

প্রহরী। এই লোকটিকে পেয়েচি—তোমায় সাহায্য করবে। চাও, এর সঙ্গে এক-বহরের সর্ভ করে নাও। না চাও, এ কাজের জন্তেই ব্যবস্থা হোক! একে নিয়ে বেগ পেতে হবে না। এর হাড়ে হাড়ে পেঞ্জোমির ভেলুকি খেলে। যাকে বলে, পাজীর পা-ঝাড়া। মেয়ে-মানুষের দালালী করতো।

আভর্ষণ। মেয়ে-মানুষের দালাল। ছো! ব্যাটা ইতরের একশেষ। এ লোক নিয়ে কাজ চলবে না। ভিতরের ঝোঁকোঁত পাঁচ জনের কাছে বলে বেড়াবে।

প্রহরী। তোমার যা পেশা, তাতে মিশ খাবে'খন। ওজনে এক তিল ফারাক নেই দু'জনের পেশায়।

পম্পি। শুনচেন মশাই—ওঃ...মশাইকে দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। চোখ দুটি—যেন যমের চোখের মত—ডা'ব ডা'ব করচে।...তোমার পেশায় তা'হলে ঝোঁকোঁত আছে?

আভর্ষণ। আছে বৈ কি!

পম্পি। রঙ চঙের কাজ যারা করে, শুনি, তাদের কাজেও আছে ঝোঁকোঁত। যে মেয়েমানুষ পেশা করে—তার খুব রঙচঙ মাখে—তাদের রঙ-মাখাতেও ঝোঁকোঁত আছে।...তাদের সে ঝোঁকোঁতের মানে বুঝি। কিন্তু মশাই তো মানুষ মারেন গলায় ফাঁস টেনে। মশাইয়ের কাজটায় কি ঝোঁকোঁত আছে, বুঝলে না।

আভর্ষণ। আছে ঝোঁকোঁত।

পম্পি। প্রমাণ?

আভর্ষণ। যার যা পেশা—সে পেশায় তার ঝোঁকোঁত থাকে। পাহারাওয়ার থাকে উদ্দি—রাজার থাকে মটুক। পোষাক যেমন, সব কাজেও তেমনি ঝোঁকোঁত। বুঝলে?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কি গো, তোমাদের কথা হলো? রাজী?

পম্পি। রাজী। আমি এর তাঁবে কাজ করবো। দেখচি, মেয়ে-মানুষের দালালী করা কাজের চেয়ে ফাঁসি দেওয়ার কাজে ইজ্জৎ আছে। ফাঁসির দড়ি টানবার আগে এ মাপ চায়—বলে, দড়ির ফাঁসে যদি ব্যথা লাগে তো মাপ করো।

প্রহরী। তা'হলে হাড়কাঠ, খাঁড়া—এ-সবের জোঁগাড় রেখো, কাল সকালের কাজের জন্তে।

আভর্ষণ। এসো দালালটাদ, তোমার হাত পাকা-বার ব্যবস্থা করি। এতে তাকৎ আছে—সে তাকৎ শিখতে হয়।

পম্পি। শিখবো বৈ কি মশায়। এমন শেখা শিখবো যে, যদি পরে কখনো তোমার এমন ভাগ্যি হয় ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেবার—তা'হলে দড়িতে এমন মোলায়েম টান দেবো যে, বুঝতেই পারবে না—গলার দড়িতে ফাঁস আটকে মরে গেছ!...কষ্ট করে শেখাবে—এটুকু যদি না করি, আমার বেইমানী হবে যে।

প্রহরী। যাও—গিয়ে রুডিয়ো আর বার্গার্ডিনকে এখানে নিয়ে এসো।

[পম্পি ও আভর্ষণের গ্রন্থান।

একজনে জাগে মায়ী—অন্যজনে নয়।

খুনী যে—হলেও ভাই—মায়ী নাহি হয়।

(রুডিয়োর প্রবেশ)

জাখো, এ হুকুম-নামা তোমার মৃত্যুর।

গভীর নিশীথ এবে। কালিকে প্রভাতে

অষ্ট ঘটিকায়—যাইবে অমর ধামে।

কোথা বার্গার্ডিন?

রুডিয়ো।

নিরীহ নির্দোষ যথা

শ্রমীদল শাস্তি-ঘোরে ঘুমে অচেতন—

ঘুমায় তাদের মত নিশ্চিন্ত আরামে।

গাঢ় ঘুম—যেন আর জাগিবে না কভু।

প্রহরী। কে তাহারে দেবে বার্তা?...ভালো, তুমি যাও।

মননে প্রস্তুত হও।

(বাহিরে দ্বারে করাঘাত)

কে ডাকিছে? কে গো?

মধ্য রাত্রি! ভগবান করুন মঙ্গল!

[রুডিয়োর গ্রন্থান।

তাই? তবে তাই...হয়তো বা আসে হেথা

রুডিয়োর লাগি নাজ্জনা-আদেশ? কিম্বা

আরো রুদ্রতর কিছু রুডিয়োর লাগি?

(ছদ্মবেশী ডিউকের প্রবেশ)

এসো সাধু-বাবা—পেন্নাম হই।

ডিউক। রাত্রি-চর দেব-দেবী করুন মঙ্গল,

নিরাপদ স্নেহ-ছায়ে রাখুন তোমারে!

এত রাত্রে আর কে-বা আসিল হেথায়?

প্রহরী। প্রহর বাজার পরে কেহ আসে নাই।

ডিউক। ইশাবেলা আসে নাই?
প্রহরী। আসে নাই, প্রভু।
ডিউক। অচিরে আসিবে তবে।
প্রহরী। ক্লডিয়োর লাগি

আছে শুভ সমাচার? মিলেছে মার্জনা?
ডিউক। অবশ্যই আছে।
প্রহরী। প্রতিনিধি যম যেন!
ডিউক। না—না, ভ্রান্ত তুমি! বিচার কঠিন

কাজ। স্নেহ, দয়া, মায়া—এ সকলে দলি'
অসহ্য যাতনা সহি—দেয় যে আদেশ!
শক্তি সে অমোঘ, মানি। এই শক্তি যে-বা
পরের গীড়ন লাগি,—মিথ্যা মায়া-বশে,—
কিছা খ্যাতি-লোভে করে অপব্যবহার,—
অমায়ুষ সেই জন। শক্তি-দন্ত নাই,—
মায়া আছে, সাথে তার সত্য-ভায়-জ্ঞান—
এ তিনে মিশিয়ে ধরে বিচারের তৌল,—
সেই ধীর বিচারক! বিচারের ভাস্তি-
স্থানেতে নাহি বিধা—সে স্থায় বিচারে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

ওই বুঝি আসে তারা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

প্রহরীটি ভালো। সজ্জন, মমতা আছে প্রাণে।
বন্দী-জনে করে স্নেহ! নাহি দেখি এরে
কারার প্রহরী—ভীম-বুলিশ-পরায়ণ,
বর্বর পাষণ্ড, যেন বন্দীদের যম!

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

কেবা আসে? করাঘাত-শব্দে মনে হয়,
আসিয়াছে গুরু কার্য্যে; ক্ষিপ্ত সমাধান
চাহে। বার-বার করিছে আঘাত।

[নেপথ্যে প্রহরী দ্বারপ্রান্তে কাহাকে উদ্দেশ্য
করিয়া কহিল,—
ঐ স্থানে রহিবে দাঁড়ায়ে—যতক্ষণ নাহি
প্রহরী-অধ্যক্ষ জাগে! বার্তা দেও তাঁরে]

(প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

ডিউক। ক্লডিয়োর প্রাণদণ্ড নির্ণয় আদেশ—
প্রত্যাহার-সমাদেশ পাওনি তাহার?
কালিকে মরিবে সত্য ঘাতকের হাতে?

প্রহরী। প্রত্যাহার-সমাদেশ পাই নাই প্রভু।
ডিউক। রাত্রি শেষ হয়ে আসে—গাগিবে প্রভাত।
হয়তো প্রভূষে পাবে মার্জনা-আদেশ।

প্রহরী। কথা শুনি মনে হয়—জানেন রহস্য
কিছু! তবু হায়, কোথা প্রত্যাহার?
তেমন লক্ষণ কিছু নাই পাই প্রভু!
তদুপর বিচারের আসনে বসিয়া
সর্বজনে বারে-বারে শুনায়ে বলেছে
এঞ্জেলো ধর্মের অবতার—নাই, নাই,
ক্ষমা নাই—এই অপরাধে!

(দূতের প্রবেশ)

এঞ্জেলো-প্রভুর দূত—তাঁর বার্তাবহ।

ডিউক। আনে বুঝি ক্লডিয়োর ক্ষমার আদেশ।
দূত। তোমার নামে প্রভু এই পত্রে আদেশ
জানিয়েছেন; তা ছাড়া আমার বলেছেন
তোমাকে জানাতে—তোমার উপর যে-আদেশ
আছে, সে আদেশ-পালনে যেন এক তিল
ব্যতিক্রম না ঘটে! আমি আসি। তোর
হয়ে এলো।

প্রহরী। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন
করবো।

[দূতের প্রস্থান।

ডিউক। (স্বগত) মার্জনা আসিল তবে! পাপ
মূল্যে কেনা!

মার্জনা করিল যে-বা তুল্য পাপে পাপী!
উচ্চপদ-মহাশক্তি ধরে অপরাধী—
যে-পাপে দিতেছে দণ্ড, সে পাপ করিতে
দ্বিধা নাহি, নাহি কুণ্ঠ—অগ্নান অটল।
পাপের প্রসার বিধে তাই সীমাহীন।
মোহ-পাপে পাপী নিজে—তুল্য পাপী তাই
প্রাণের বান্ধব আজি! বিচার উত্তম।
কি সংবাদ এলো পত্র-মুখে? কহ ভদ্র।

প্রহরী। যা বলেছি, বাবা। পাছে আমি মমতায়
গলে পাঁচজনের কথা শুনে একটু দেরী করি,
তাই আমাকে হুঁশিয়ার করেচেন! না,—এমন
কাণ্ড আমি কখনো দেখিনি—এতদিন এই
চাকরি করচি...

ডিউক। কি লিখেচে,—শুনি।

প্রহরী। (পত্রপাঠ) 'যে কথা যার মুখেই তুমি
শোনো, ক্লডিয়োর প্রাণদণ্ড আমি চাই। তোর
রাগেই হবে—যেমন হুকুম দিয়েছি। বিকেলে
প্রাণ দেবে বার্নাডিন। আমার তৃপ্তির জন্য
আমার কাছে পাঠাবে তাদের ছিন্ন শির। তোর
পাঁচটার মধ্যে ক্লডিয়োর মুণ্ড আমি দেখতে চাই।

এ হুকুম অতি অবশ্য তামিল করবে। এ কাজের উপর রাজ্যের মন্ত বর্তব্য নিবন্ধ, জেনো। এ হুকুমে একটু দেৱী হলে তোমার জান যবে। মনে রেখো।”

হুকুম শুনলেন?...কি ভাবচেন?

ডিউক। এই বার্গার্ডিনটিকে—বিকেলে যার ফাঁসি হবার কথা?

প্রহরী। সে একটা বদমায়ের। এই দেশে জন্ম—এই দেশেই মাহুষ। আজ ন'বছর ধরে জেল খাটছে।

ডিউক। আশ্চর্য্য কথা! ন'বৎসর জেলে আছে। ডিউক বাহাদুর তাকে খালাশ দেননি? কিম্বা ফাঁসি? যাদের মেয়াদ দীর্ঘ হতো—শুনেছি, তাদের সম্বন্ধে তাঁর এমন ব্যবস্থা ছিল।

প্রহরী। এর শুভ্র লোকে কত কথাই না বলেছে। এখন ন'বৎসর পরে বার্গার্ডিনের সব দোষের প্রমাণ মিলে গেছে—তাই এঞ্জেলোর বিচারে তার হয়েছে ফাঁসির হুকুম।

ডিউক। প্রমাণ মিলেছে?

প্রহরী। হাতে হাতে প্রমাণ। তার উপর বার্গার্ডিন নিজেও সব দোষ কবুল করেছে।

ডিউক। এতকাল জেলে বাস করলো চুপচাপ? হঠাৎ এমন অমুতাপ হলো—দোষ স্বীকার করে বললো এত দিন পরে?

প্রহরী। এতকাল জেলের বদ্ধ বাতাসে থেকে থেকে তার আর ভয় নেই। সে বলে, মরণ-ঘুমের সামিল যে ঘুম, সে ঘুমে মাহুষ স্বপ্ন দেখে—আবার এমনিতেও স্বপ্ন দেখে—তফাৎ শুধু এই। আজ তার কোন-কিছুতে ভয় নেই, লজ্জা নেই, স্বপ্না নেই। সে একেবারে নির্লিপ্ত নির্বিকার।

ডিউক। কিছু বৃত্তি চায়।

প্রহরী। কারো কোনো কথা সে শুনতে চায় না। জেলে থাকলেও সে বন্দীর মত নেই। যা চাইছে, পাচ্ছে। মদ খায়—খেয়ে নেশায় বৃদ্ধ হয়ে থাকে। তাকে কতবার বলেছি—ফাঁসি-কাঠে মরতে চলেছো, এখনো এমন নেশার ঝাঁক! সে হাসে। সে কথায় তার জ্রঙ্কপ নেই।

ডিউক। তার কথা পরে আরো শুনবো। তোমায় যত দেখছি, তত আমার ভালো লাগছে। তোমার কপালে লেখা আছে—সামুদ্র, নিষ্ঠা, যমতা, বুদ্ধি। আমার মাথায় একটা মতলব জাগছে—যদি শোনো, সব দিকে ভালো হবে।

তোমার কাছে ক্রুডিয়োর পরোয়ানা আছে। অথচ ক্রুডিয়োর যা-অপরাধ—তার বিচার করেছেন যে-এঞ্জেলো, তাঁর অপরাধ ক্রুডিয়োর অপরাধের চেয়ে এক ভিল কম নয়। ব্যাপার-খানা তোমায় খুলে বলি, শোনো। শুধু চারটে দিন যদি সময় পাই,—তাহলে ক্রুডিয়ো এ নির্ণয়ের বিচার থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এ কাজে তোমার সাহায্য চাই।

প্রহরী। কি করতে হবে, শুন।

ডিউক। ক্রুডিয়োর মৃত্যু—এ কাজটিকে কোনমতে পিছিয়ে রাখতে হবে।

প্রহরী। কি করে তা সম্ভব হবে, বাবা? সময় ঠিক করে ধরে দেওয়া আছে পরোয়ানায়। শুনেচেন তো বিধি—তার মাথা নিয়ে এঞ্জেলো-হজুরের কাছে পাঠাতে হবে ভোর পাঁচটায়।...কি করে দেৱী করবো?

ডিউক। এক কাজ করো। ভোরে ঐ বার্গার্ডিনের ফাঁসি ছোক—তারপর এই বার্গার্ডিনের ছিন্ন শির পাঠাও এঞ্জেলোর কাছে।

প্রহরী। কিন্তু এঞ্জেলো যে দুজনকেই দেখেচেন, চেনেন। শেষে ধরা পড়ে যাবো।

ডিউক। মরণ বহুরূপী, কে না জানে! মরণের পর মাহুষের চেহারা অনেকখানি বদলে যায়। এক কাজ করো—ওর মাথা দাও কামিয়ে, দাড়িগুলো দাও কাপড় দিয়ে বেঁধে! বলো, মরণের আগে এই ছিল তার মিনতি—লোকে যেন তার কলঙ্কী মুখ না দেখে!...এ কথায় তার অবিশ্বাস হবে না। কাজও সহজে হাসিল হয়ে যাবে। তবু যদি বেফাঁস হয়, তুমি ধরা পড়ো, তোমার গর্দানি নেবার হুকুম হবে—এই তো ভয়? আমি তোমায় বলছি, বিশ্বাস করো, আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, তোমার প্রাণের জন্ত আমি করবো প্রার্থনা। আমার সে প্রার্থনা নিশ্চল হবে না।

প্রহরী। মাপ করো বাবা—এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ আমি করতে পারবো না।

ডিউক। কার বিশ্বাস তুমি ভঙ্গ করবে? এঞ্জেলোর? না, তোমার ডিউকের?

প্রহরী। ডিউকের। উনি যখন তাঁর প্রতিনিধি, তখন ওঁরও।

ডিউক। ডিউক যদি তোমার এ-অপরাধের বিচার করেন, তিনি তোমায় কখনো দোষী সাব্যস্ত করবেন না।...

প্রহরী। তা হবার উপায় নেই, বাবা।
ডিউক। হবে না কি বলো? নিশ্চয় হবে, তুমি
জেনো। কিন্তু এতেও যখন তোমার ভয় যাচ্ছে
না—আমি সাধু-সন্ন্যাসী, আমার কথায় তোমার
ভয় থাকা উচিত নয়। এই জাখো—এ কার
পাঞ্জা, জানো? ডিউকের তো? চেনো তুমি
এই শীলমোহর?

প্রহরী। ইস, জানি বৈ কি! এ ডিউকের পাঞ্জা।
তার শীলমোহর।

ডিউক। এই থেকে বুঝে নাও—ডিউক আসছেন।
দু'দিনের মধ্যে তিনি রাজ্যে ফিরবেন নিশ্চয়।
এ কথা এঞ্জেলো জানে না। তা ছাড়া আজ সে
এক অদ্ভুত চিঠি পাবে। সে চিঠিতে লেখা
থাকবে...ডিউক মারা গেছেন—কোথাকার
মঠে! সে কথা অবশ্য মিথ্যা।...ঐ জাখো,
আকাশে ভোরের শুকতারা। মনে সাহস আনো,
ভদ্র...কোনো ভয় নেই—সব বাধা কেটে
যাবে। ডাকো তোমার জল্লাদকে—সে
বার্ণার্ডিনের মুণ্ডচ্ছেদ করুক। আমি সব ব্যবস্থা
করে দেবো—না হয়, অত জায়গায় চলে যাবে—
ভালো চাকরি পাবে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে
রইলে।...এতে অবাক হবার কিছু নেই।
সব সমস্যা কেটে যাবে। মনকে চাঙ্গা করো।
ভোর হয়েছে এলো। যা বলি, শোনো,—সব
দিকে মদল হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগৃহ—কক্ষান্তর

(পম্পির প্রবেশ)

পম্পি। এখানকার আনাচ-কানাচ আমার খুব
জানা হয়ে গেছে। যে বাড়ীতে বাস করেছি
এত কাল—ওভারডুন্ঠাকরণের বাড়ী—তারি
মত এখানকার হাড়-হৃদও আমার আর জানতে
বাকী নেই। এমন জানা জেনেছি যে,—মনে
হচ্ছে, আমার সেই ঠাকরণের বাড়ীতেই রয়েছি।
তা ছাড়া পুরোনো খন্দেরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে
এখানে! ঐ তো একের নম্বর—আমাদের
ছোকরা নবাব র্যাশ সাহেব। টাকা ধার করেচেন
ফুটির খরচ জোগাতে; সে টাকা আর ওগরাতে

পারেন নি! খৎ লিখে দিয়েছিলেন দিলদরিয়া
মেজাজে টাকা ধার করবার সময়—হুঁঃ! কতই
বা? লিখেছিলেন একশো সাতানব্বই পাউণ্ড।
নগদ হাতে পেয়েছিলেন শ'খানেক। মদ চাই—
ফুটি চাই—পকেট খালি! দে বাবা,
সই—যা পাই। বুড়ো দাগী মেয়ে-মানুষ...তার
ফাঁদে পড়েছিলেন। সে আঠা-কাঠির ফাঁদ।
এখন সে ফাঁদের ঠালায় শ্রীমন্দির ছেড়ে
আস্তানা মিলেচে এই শ্রীঘরে! তারপর ঐ
কেপার সাহেব—মেয়ে মানুষের মন জোগাতে
পীচ-ফল-রংএর সাটিন কাপড় কিনে তাতে
দিলেন বানিয়ে চার প্রস্থ পোষাক। খীপাইলের
দর্জী—নাছোড়বান্দা লোক—ব্যাটা ছিনে-
জোঁক। সায়েবের পকেটে পয়সা তো কখনো
থিতুতে পায় নি—ফুটির টানে খীপাইলের
নালিশের খোঁচায় সায়েবকে তাই আমার সঙ্গে
লোকালয় ছেড়ে এখানে এসে বাস করতে
হয়েচে। তার পর এখানে দেখছি সৌখীন
ছোকরা ডিজি সাহেবকে, ভীপভাউকে, কপার-
স্পারকে—পালোয়ান-চাঁদ ষ্টার্ভেলাকিকে।
আরো দেখছি ড্রাক্সার সাহেবকে—মেয়ে-মানুষ
নিয়ে রেবারেবি মারামারিতে হতভাগা পুড়িং
সাহেবকে মেরে কুপোকাৎ করে দিলে। ক্রথ
আছে, শোটা সাহেব আছেন! পটুশ্কে মেরে
হাফক্যান সায়েবও এখানে মোকুশী পাট্টা
নিয়ে বাস করছেন। আরো প্রায় জন চল্লিশ
আছেন—সব জানা ভদ্র লোক। কে নেই?
ফুটির নেশায় আমাদের হাতায় যিনি-যিনি পা
দিয়েছিলেন, সবাইয়ের দেখছি শেষ-গতি আর
আশ্রয়—এই শ্রীঘর।

(আভর্ষণের প্রবেশ)

আভর্ষণ। বন্ধু, বার্ণার্ডিনকে বার করে আনো
তার ঘর থেকে।

পম্পি। বার্ণার্ডিন! ওগো বার্ণার্ডিন, ওঠো,
জাগো—ফাঁসি-কাঠে চড়ে তোমার যাক্সা
করবার লগ্ন এসেচে! শুনচো?

বার্ণার্ডিন। (নেপথ্যাস্তরাল হইতে) কে রে লক্ষ্মী-
ছাড়া চেঁচাচ্ছিল? গলাবাজীর আর জায়গা
পেলিনে? কে তুই?

পম্পি। তোমার প্রাণের বঁধু গো!—যে তোমায়
ফাঁসিতে লটকাবে। সেই মহাপথের বঁধু—
তোমার ভব-সাগর পাড়ি দেবার নেয়ে! দয়া

করে বিছানা ছেড়ে এসো। তোমার গলায় দড়ি টেনে কাজ শেষ করে দম ফেলি।
বার্ণার্ডিন। বেরো—ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নে। আমার চোখে এখনো ঘুম রয়েছে। আমি ঘুমোতে চাই।
আতর্ষণ। ওকে বলো, ঘুমোলে চলবে না—উঠতে হবে এখনি।

পম্পি। ও মশায়—শুনচেন? দয়া করে উঠুন—ফাঁসির কাজ চটপট সেরে নি। তার পর ফাঁসি হয়ে গেলে মনের আশ মিটিয়ে ঘুমোবেন—যত পারেন। এখন এরা ডাকাডাকি করচে।

আতর্ষণ। তুমি যাও। ওর খোপ থেকে হিটড়ে ওকে বার করে আনো।

পম্পি। আসচে—ঐ আসচে। বড় গোল। ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি।

আতর্ষণ। তোমার খাঁড়া তোয়ের?

পম্পি। ভয়ঙ্কর তোয়ের। শাণ দিয়ে নিয়েছি আর একবার।

(বার্ণার্ডিনের প্রবেশ)

বার্ণার্ডিন। কি, আতর্ষণ যে! খবর কি?
আতর্ষণ। ভগবানকে ডাকতে-ডুকতে যদি হয় তো সেটা সেরে নিন, মশায়। আপনার গদ্বিনার পরোয়ানা এসে গেছে।

বার্ণার্ডিন। তবে রে পাজী—তোর সময়-অসময় নেই। কাল সারা-রাত পেট ভরে মদ গিলেছি। এখন আমার মরবার ফুরসৎ হবে না।

পম্পি। এই তাহলে ঠিক সময়, মশায়। সারা রাত মদ খাবার পর ভোরে যদি ফাঁসিতে চড়া যায়—তাহলে পরের দিনটে ঘুম হয় ভারী আরামে।

আতর্ষণ। ঐ ছাথো মশায়—সাধু বাবাজী আসছেন। এ কি আমাদের তামাসা—এই মরণ নিয়ে? তাহলে উনি এ সময় আসবেন কেন?

(ছদ্মবেশী ডিউকের প্রবেশ)

ডিউক। শুনলেয়, আপনাকে এখনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই আমি এসেছি আপনাকে ধর্ম-কথা শোনাতে—আপনার হয়ে ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে।

বার্ণার্ডিন। এ মাথা-ব্যথার দরকার নেই, সাধুজী। কাল সারা-রাত পড়ে মদ গিলেছি—একটু অবসর চাই মরণে তৈরী হবার জন্তে। না হলে মাথা ভোঁ-ভোঁ করবে। আজ আমি মরতে রাজী নই—এটুকু জেনে রেখো।

ডিউক। নিরুপায়! মরণ নিশ্চিত তব, জেনো।

কহি তাই যাত্রা-পথে চাহো সমুখেতে!

বার্ণার্ডিন। যতই মিনতি করো বাবা, আজ আমি মরবো না...কিছুতেই না! এ আমি দিবা গেলো বলচি।

ডিউক। কিন্তু শোনো...

বার্ণার্ডিন। একটি কথা শুনবো না। আমায় যদি কিছু বলতে চাও তো এসো আমার ঘরে। সে ঘর থেকে আজ আমি এক-পা নড়বো না।

[প্রস্থান।]

ডিউক। বাঁচা মরা সমতুল! দুয়ের অযোগ্য।

পাথর হয়েছে বুক...নাহিক চেতনা।

যাও ওর পাশে দৌছে। আনিয়া উহারে

আদেশ পালন করো—বিলম্ব করো না।

[পম্পি ও আতর্ষণের প্রস্থান।]

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কয়েদীকে কেমন দেখলে বাবাজী?

ডিউক। মরণের যোগ্য নহে—মরিবার লাগি

প্রস্তুত নহেক মোটে। নিজীব চেতনা!

হেন হতভাগ্য জীব দেখে নাই কেহ!

প্রহরী। বন্দিশালে আজ প্রাতঃ জ্বর-রোগে পিত্তা,

দুষ্ট জ্বলদহ্ম এক—নাং রাগোজিন

মারা গেছে—কুড়িয়োর বয়স তাহার।

মুখ-চোখ শ্মশ্রু ঠিক কুড়িয়োর মত।

এ মত্তপ দুষ্টে রাখি—লভুক চেতনা।

মৃত্যু কি, বুঝুক ভালো! নেশা ছুটে গেলে

তখন মরিবে এটা,—এর পরিবর্তে

রাগোজিন ছিন্ন-মুণ্ড লয়ে যাই যদি

এঞ্জেলোর তৃপ্তি-তরে—হবে না সে ভালো?

ডিউক। বটে। বটে। এ যে দেখি দৈবের ইঙ্গিত।

এখনি ব্যবস্থা করো—কাল বয়ে যায়।

এঞ্জেলো আদেশ দেছে—পঞ্চম ঘটিকা!

স্বরায় বিহিত করো—দাও পাঠাইয়া

তার ছিন্ন শির তুমি এঞ্জেলোর পাশে।

দেখি আমি, এ মত্তপে বুঝাই সকল—

চেতনা ইহার যদি পারি জাগাইতে।

প্রহরী। এ আদেশ শিরোধার্য—করিব পালন

চক্ষের নিয়মে, পিত্তা! রহো দ্বিধাহীন।

কিন্তু এই বার্ণার্ডিন অপরাহ্নে আজ

প্রাণ দিবে! তার পরে কুড়িয়োরে...কহ,

কেমনে হেথায় রাখি? বাঁচিয়া সে আছে—

এ বাঁধা রটিলে যোর প্রাণ রাখা দায়।

ডিউক। করো—যা বলিছ। রাখো এই দুজনায়—
 কুড়িয়ে ও বর্ণাঙ্কিনে—গোপন কক্ষেতে !
 দুটা দিন—স্বর্ঘ্যের ছ'বার পর্যটন
 উদয়াস্ত-গিরি-পথে—তার মাঝে স্থির
 ছেনো তব প্রাণ কেহ নারিবে স্পর্শিতে !
 প্রহরী। তব ত্রিচরণে আমি আচ্ছাবহ দাস।
 ডিউক। ত্বরা করো—ত্বরা ছিন্ন-শির সে মৃতের—
 কুড়িয়ে শির বলি এঞ্জেলোর কাছে
 পাঠাও। বিলম্ব নয় !

[প্রহরীর প্রস্থান।]

লিপিকা লিখিয়া
 পাঠাই এঞ্জেলো-পাশে—নব বার্তা দিয়া
 সে লিপি লইয়া যাবে এ শিষ্ট প্রহরী।
 লিখিব রাজ্যের অতি-সম্মিটে আমি
 আসিয়া পৌছেছি ; করো আয়োজন মোর
 রাজ্যে-আগমন লাগি বিরাট উৎসব !
 তাহারে অমুক্ত দিব—নগর-নির্বাসন—
 তাহারি সম্মুখে আসি ভেটিবে আমারে !
 সেখা হতে জনগণ-বাহিনী-সমেত
 সমারোহে রাজ্যে আমি করিব প্রবেশ।
 এঞ্জেলো রহিবে সাথী পার্শ্বেতে আমার।

(রাগোজিনের ছিন্ন শির লইয়া প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)
 প্রহরী। এই তার ছিন্ন শির। আমি লয়ে যাবো।
 ডিউক। হবে তাহা সমুচিত। ফিরিয়ে ত্বরায়।
 তার পরে পরামর্শ আছে গুট, জেনো—
 তোমারে কহিতে চাহি—সর্ব-অগোচরে।
 প্রহরী। এখনি ফিরিব পিতা।

[প্রস্থান।]

ইশাবেলা। (নেপথ্য হইতে) শান্তি ! শান্তি !
 কে আছ ?
 ডিউক। ইশাবেলা ! তার কণ্ঠ ! আসে আশা লয়ে।
 ভ্রাতারে তাহার বুঝি মিলেছে মার্জনা !
 কিন্তু তারে কোন কথা বলিব না এবে—
 সুগোপন রাখি এই শুভ সমাচার !
 গভীর নিরাশে যবে বেদনা-কাতর—
 প্রকাশ করিব তবে ; আনন্দ তাহার
 বহু গুণ হবে অহা,—নিরাশে পুলক !

(ইশাবেলার প্রবেশ)

ইশাবেলা। আসিয়াছি।
 ডিউক। সুপ্রভাত ! স্বাগত, কুমারি !

ইশাবেলা। সাধু-বাক্য নিফল না হবে ভাগ্যে মোর।
 রাজ-প্রতিনিধি ক্রমা করিয়াছে ভায়ে ?
 ডিউক। মুক্তি দেছে ইশাবেলা, ধরা-ধাম হতে !
 ছিন্ন শির গেছে তার এঞ্জেলো-সকাশে।
 ইশাবেলা। না—না—না—না ! বলো, সত্য নহে
 এই বাণী !

ডিউক। কঠিন নির্ধম সত্য ! হয়ো না চপল,
 শোকে ধৈর্য ধর, সুকল্যাণি !
 ইশাবেলা। ধৈর্য ! ধৈর্য !
 যাই...যাই, আমি বাই, চোখ দুটা তার
 এ-নখে উপাড়ি লবো—উপাড়ি এখনি !
 ডিউক। তার কাছে কেহ তোমা দিবে না পশিতে।
 ইশাবেলা। দুর্ভাগা কুড়িয়ে ভাই ! আমি দুর্ভাগিনী !
 নির্ভুর পৃথিবী ! দুষ্ট এঞ্জেলো দুর্শ্রুতি !

ডিউক। এবিলাপে ফল কি-বা ? তার নাহি ক্ষতি,
 তোমারো মঙ্গল নাই ! ধৈর্য ধরো, বালা !
 মনোব্যথা নিবেদন করো ভগবানে।
 শোনো মোর বাক্য, বাহা বলিব তোমায়—
 প্রতি বর্ন সত্য তার অক্ষরে অক্ষরে।
 ডিউক আসেন রাজ্যে কালিকে প্রভাতে ;
 মোছো নয়নের জল ! সত্য এ সংবাদ।
 মঠ-বাগী পুরোহিত মোর পরিচিত—
 দিয়াছে এ বার্তা মোরে...জানে সবিশেষ
 ডিউকের গতি-বিধি। আসিয়াছে লিপি
 এঞ্জেলো ও এস্কেলাশ, দৌহার সকাশে।
 নগর-তোরণে তাঁর অভ্যর্থনা লাগি
 উৎসবের আয়োজন চলিছে, দেখিবে।
 সেখায় পুনর্যাস্ত সর্ব-অধিকার—
 এঞ্জেলো করিবে জেনো, ডিউকের হাতে।
 পারো যদি, মতি তব অবিচল রাখি
 অবিবাদে, তোরণেতে রয়ো সে সময়,
 তোমার যা অভিযোগ, কহিয়ো ডিউকে—
 অত্যাচার প্রতিশোধ লয়ো তুমি বালা !
 তোমার সম্মুখ-মানে ইতর পীড়ন—
 তোমার এ অপমান—তার শোধ হবে !

ইশাবেলা। এ আদেশ শিরোধার্য আমার, জানিবে।
 ডিউক। এই পত্রখানি দিয়ো আচার্য্য পীটারে।

ডিউকের আগমন-বার্তা এতে লেখা !
 এ পত্র তাঁহারে দিয়ো জানায়ো মিস্তি—
 মারিয়ানা-গৃহে রাত্রে মাগি দরশন।
 তার কথা, তব কথা বলিব তাঁহারে।
 হবেন তোমার সাথী ডিউক-সকাশে
 তিনিই—জানিয়ো, ভদ্রে ! এঞ্জেলো-সম্মুখে

স্পষ্ট ভাবে অভিযোগ করিয়ে তোমার।
পণে আমি বদ্ধ, তাই নারিব রহিতে
সে সময় এ নগরে। তাঁরে পত্র দিয়ে।
শক্তি আনো প্রাণে, অশ্রুজলে করো রোধ
কঠিন নিদেশে, বালা। মিথ্যা নহে বাণী।
কথা যোর সত্য যদি না হয়, কভু
সম্মানসীর বেশে আর করো না প্রত্যয়।
কে-বা আসে ?

(লুশিয়োর প্রবেশ)

লুশিয়ো। সাধু বাবা। অগ্রহী কোথায় ?
ডিউক। কারাগৃহে নাই।

লুশিয়ো। এ কি...তুমি কান্দচো ইশাবেলা! তোমার
চোখ রাঙা হয়েছে দেখে আমার বুক ব্যথায়
ফেটে যাচ্ছে। ধৈর্য ধরো, অধীর হয়ো না। আমি
মস্ত খবর পেয়েছি। সে খবরে ক্ষিধে-তেষ্ঠা ভুলে
গেছি। কাল রাত্রে ফিরে আসছেন আমাদের
ডিউক বাহাদুর। শোনো ইশাবেলা, তোমার
ভাইকে আমি বড় ভালো বাসতাম। আমাদের
এই খেয়ালী ডিউক বাহাদুর যদি রাজ্যে
থাকতেন, তাহলে তোমার ভাই এ ভাবে
কখনো প্রাণ দিত না—সে বেঁচে থাকতো।

[ইশাবেলার প্রস্থান।]

ডিউক। আপনাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়,
আপনাদের ডিউক একজন আশ্চর্য রকমের
মানুষ! কিন্তু দুঃখ এই, আপনাদের কল্পনার
মানুষটির সঙ্গে সে আসল-মানুষটির কোনো
মিল নেই।

লুশিয়ো। তুমি তাঁকে জানো না সাধুজী, তাই এ
কথা বলচো! তোমাদের দেবতার চেয়েও
বড় দেবতা তিনি।

ডিউক। আচ্ছা, তিনি তো আসছেন। এলে এক
সময় দেখে বুঝবো, তিনি কেমন...

লুশিয়ো। চললেন। না, চলুন—আমিও আপনার
সঙ্গে যাবো। যেতে যেতে ডিউক বাহাদুরের
গল্প শোনাবো আপনাকে।

ডিউক। অনেক গল্পই তো বলেছেন আমাকে।
সে সব গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে অবশ্য আর
কথা নেই! যদি তা না হয়, তাহলে গল্প
শোনবার দরকার এখনো আছে বটে!

লুশিয়ো। আমি একবার তাঁর কাছে গিয়েছিলেম,
একটি সবৎস মেয়েমানুষ নিয়ে...

ডিউক। বটে। তুমি ?

লুশিয়ো। হ্যাঁ। না গিয়ে উড়িয়ে দিতে পারতাম।
ধরে বিয়ে দিয়ে দিত—কাজেই স্বীকার
করলেম, আমার দোষ! স্বীকার না করলে বেশী
আর কি হতো? কিছু না।

ডিউক। সত্যি তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে
...তোমার মধ্যে কাপট্য নেই।

লুশিয়ো। চলো—এ মোড় পর্যন্ত তোমার সঙ্গে
যাই। যদি এ সব বদ গল্পে রাগ করো, তাহলে
থাক, বলবো না। কি জানো সাধুজী, আমি
যেন চোর-কাঁটা—কাছাকাছি কাকেও পেলে
তার গায়ে সেঁটে থাকি!

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

এঞ্জেলোর কক্ষ

(এঞ্জেলো ও এস্কেলাশের প্রবেশ)

এস্কেলাশ। যে চিঠি আসচে, সে চিঠিতে আগের
চিঠি নাকচ হয়ে যাচ্ছে।

এঞ্জেলো। কুল-কিনারা পাওয়া যায় না! খেয়ালী
ধরনের চিঠি। চিঠি পড়লে মনে হয়, ওঁর
মতিবিভ্রম ঘটেচে! ভগবান না করুন—তেমন
দুর্ভাগ্য যেন না ঘটে! তা ছাড়া এর মর্ম্ম তো
বুঝি না—নগরের তোরণে গিয়ে দেখা
করা চাই। সেইখানে তাঁর হাতে রাজ্য-ভার
প্রত্যর্পণ করতে হবে।

এস্কেলাশ। কিছু বুঝি নে।

এঞ্জেলো। তা ছাড়া এ ইস্তাহারের মানে বুঝি
না। তাঁর নগর-প্রবেশের এক ঘণ্টা পূর্বে রাজ্যে
ঘোষণা দেওয়া হবে, কারো যদি কোনো
নালিশ-টালিশ থাকে তো সেইখানে যেন
সে-নালিশের আখি তারা পেশ করে।

এস্কেলাশ। এর মানে কতক বুঝি। মানে, কারো
যদি নালিশ থাকে তো চট-পট করে তা বলো!
পরে শলা-পরামর্শ করে যদি কেউ মিথ্যা নালিশ
দায়ের করে, তার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

এঞ্জেলো। শুন কথা—ঘোষণা করিয়া দাও তুমি
এই বার্তা—প্রভাতে ভেটিব তব গৃহে—
বার্তা দাও—যার যাহা আছে অভিযোগ,
জ্ঞাপন করে তা যেন নির্দেশ-মতন।

এস্কেলাশ। তাই হবে। আসি তবে।

এঞ্জেলো।

বিদায় ত্রিমান।

[এস্কেলাশের প্রস্থান।]

এগুলো। বুঝিতে না পারি মর্ম। সত্যই অক্ষম।

এ অপূর্ব ব্যবস্থার কিবা প্রয়োজন?

কুমারী কুমুম-কলি—আত্মদিত-মধু।

কে নিয়েছে স্বাদ? শক্তিধর প্রধান যে

এই রাজ্যে—রাজ-বিধি বিধান সাধারণ।

কুমারীর ধর্ম-লোপ! কলঙ্ক-কাহিনী

কুমারী কেমনে কবে? লজ্জার কাহিনী।

বুদ্ধি, যুক্তি—হেন যুগ আচরণ কত

প্রকৃতি দিবে না তারে—নিবৃত্ত করিবে।

ততুপরি খ্যাতি মোর—বিচার-মর্যাদা—

সেই দোবে রূঢ় চিত্তে করিয়া বিচার

মায়ারীন প্রাণদণ্ড—আমার বিধান।

কে আমারে দিবে দোষ! কে করে বিশ্বাস?

হতো ভালো—যদি তার না হতো মরণ—

বাঁচিয়া রহিত যদি। সংযম-বিহীন

চপল যৌবন কাল—কে জানে, কখন

এই প্রাণি-অপযশ, অপমান সহি

কখন হিংসায় মাতি দিত এর শোধ।

তবু মনে হয়, যদি রহিত বাঁচিয়া—

হতো ভালো...হতো ভালো। ক্ষতি নাহি ছিল।

এই বড় দুঃখ, হায়, সত্য পথ হতে

ভিল ভ্রষ্ট হলে—অতি-ছোট ক্রটি-বশে

কোন রসাতলে যাই, কিছু ঠিক নাই।

সে পতন রুধির যে—সাধ্য নাহি থাকে।

মনে হয়, সত্য পথে যাই পুনঃ ফিরে—

ফিরিবার কিন্তু হায়, থাকে না উপায়।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

নগর-বাহিরে মুক্ত প্রান্তর

(রাজবেশে ডিউকের প্রবেশ; সঙ্গে সাধু পীটার)

ডিউক। উপযুক্ত অবসরে এই পত্রগুলি
দিয়ো মোরে।

(বহু পত্র প্রদান)

কারার প্রহরী জানে সব—

কি উদ্দেশ্য, অভিগম্বি কি কার্য সাধনে।

যে কাজ লয়েছি হাতে—রাখিয়ো স্মরণ—

যথা রীতি আচরণ করিয়ো সাধক।

কার্য-কালে প্রয়োজন-মত আচরণে

ভেদাভেদ করো বুঝে—কি আর বলিব।

ফ্রেব্রিয়াস-গৃহে যাও সকলের আগে,

বলো মোর অবস্থান, বার্তা দিয়ো তারে

ভ্যালেন্টীনাশ-বোলাঙ-ক্র্যাশাসে অমনি—

ভেরী লয়ে আসে যেন নগর-তোরণে।

ফ্রেব্রিয়াসে সর্ব-অগ্রে করিবে প্রেরণ।

পীটার। পাঠাইব তারে প্রভু, যত দূর পারি।

[প্রস্থান।]

(ভেরিয়াসের প্রবেশ)

ডিউক। সাধুবাদ লহ ভেরি, আসিয়াছ দূর।

এসো, দৌহে যাই একসাথে। আছে জেনো,

বহু বন্ধু—অচিরে হেথায় আসি তারা

মিলিবে মোদের সনে, হে বন্ধু সজ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

নগর-তোরণ-পার্শ্বস্থিত পথ

(ইশাবেলা ও মারিয়ানার প্রবেশ)

ইশাবেলা। এমন অস্পষ্ট ভাষ, আভাস-ইঙ্গিত

ভালো নাহি লাগে মোর। সত্য কথা বলি,

তার নামে অভিযোগ—এ তোমার কাজ!

তথাপি নিদেশ, মোরে জানাইতে হবে

অভিযোগ—কহে সাধু, অতীষ্ট মিলিবে।

মারিয়ানা। সাধু-বাক্য শোনো, নাহি করিয়ো লজ্জন।

ইশাবেলা। সাধুর নিদেশ পুনঃ, যদি দৈব-বশে

আমারে নিন্দায় তীব্র কটু বাক্য কহে,

বিশ্বাস না মানি যেন সয়ে থাকি আমি।

সহনে মিলিবে না কি অশেষ কল্যাণ।

মারিয়ানা। আচার্য পীটার যদি...

ইশাবেলা। কি আশ্চর্য! দেখি

স্মরণে উদয় সাধু।

(সাধু পীটারের প্রবেশ)

পীটার। এসো দৌহে। পাইয়াছি যোগ্য পীঠ আমি—

সেখানে বসিলে পাবে ডিউকের দেখা—

পথ বাহি রাজ্যে যবে পশিবেন তিনি।

ভেরী-রব নিনাদিত দুই-দুইবার—

রাজ্যের সজ্জন, সাধু, বিজ্ঞ সুধী যত

তোরণে আগত হবে। সমাগত জন—

ডিউকের রাজপুরে প্রবেশের লাগি।

দূর করো, এসো দৌহে আমার সহিত।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নগর-তোরণের সম্মুখে মুক্ত অঙ্গন।

(কিছু দূরে অবগুষ্ঠিতা মারিয়ানা, ইশাবেলা ও
আচার্য্য পীটার। এক দিক দিয়া ডিউক, ভেরিয়াস
ও অমাত্যবর্গের প্রবেশ; অপর দিক দিয়া
এঞ্জেলো, এস্কেলাশ, লুশিয়ো, প্রহরী,
কর্মচারীগণ ও নাগরিকগণের প্রবেশ)

ডিউক। হে সুযোগ্য ভ্রাতৃবর, শুভক্ষণে দেখা।

বিশ্বাসী পুরানো বন্ধু, তৃপ্ত দরশনে।

এঞ্জেলো }
ও } স্বাগত রাজনু আজি। ধন্য রাজপুরী।
এস্কেলাশ }

ডিউক। দৌহারে অন্তর হতে করি সাধু-বাদ।

দৌহার কুশল-কর্ম—পেয়েছি বারতা।

দিকে দিকে স্ততি-বাদ। শুনি সর্ব-মুখে

হ্রাস-নিষ্ঠা, সুবিচার, প্রীতি-মমতার

শত কথা। সর্বজনগণ-পক্ষে তাই

শত সাধুবাদ করি, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।

এঞ্জেলো। কর্তব্য-বন্ধন প্রভু হলো দূতর।

ডিউক। মহৎ অন্তর তব—কর্তব্য-পালনে

নিষ্ঠা দূতর...স্মরি আজ ধন্য আমি।

এ কঠিন পালনের স্ততি করি আজি,

মনের গোপন তলে চাহি না রাখিতে—

বিশ্বাসি কখন তাহা ফেলিবে মুছিয়া।

দাও বন্ধু হাতে হাত—দেখুক সকলে

যে ব্রত পালন তুমি করো নিষ্ঠা-ভরে

শুদ্ধ স্ততি-বচনেতে মূল্য নহে শোধ।

অন্তরের বন্ধু তুমি, নহে আজ্ঞাবহ—

অন্তরে অন্তর দিয়া মাগি হে মেলানি।

গুণের মর্যাদা জানি, বুঝিবে সকলে।

এস্কেলাশ, এসো বন্ধু এই পথে তুমি—

এ রাজ্যের দুই স্তম্ভ—তাঁহে ভর করি

রাজপুরে পশি আজি উল্লসিত মনে।

(আচার্য্য পীটার ও ইশাবেলা সম্মুখে

অগ্রসর হইয়া আসিল)

পীটার। যোগ্য অবসর তব। উচ্চকণ্ঠে কহ—

জানু পাতি লহ তাঁই রাজার চরণে।

ইশাবেলা। বিচার। বিচার চাহি আজিকে রাজনু!

যে হীন আচার—যেই ক্রুর অপরাধ

কুমারীর 'পরে হয়—চাহি সুবিচার!

এ রাজ্যের রাজা তুমি—যোগ্য মহারাজা—

রাজ্যে করি পদার্পণ—আঁখিরে করো না

কলুষের ভারে কালো আর-কিছু দেখি,

আমার এ মর্ম্ম-ছেঁড়া অভিযোগ আছে—

তাহা শুনিবার পূর্বে। সুবিচার চাহি।

সুবিচার—সর্ব-কার্য্য-অগ্রে সুবিচার।

ডিউক। কিবা তব অভিযোগ, কহ প্রকাশিয়া,

কি অত্যাচার-ভারে তব হেন মর্ম্ম-ব্যথা?

কে করেছে অপরাধ? কি-বা অপরাধ?

সংক্ষেপে প্রকাশ করো। আছেন হেথায়

হ্রাস-নিষ্ঠ বিচারক এঞ্জেলো মহান।

বিচার নিশ্চয় পাবে—বলো তাঁর কাছে।

ইশাবেলা। যে চোর করিল চুরি—তার কাছে বলো,

হে রাজনু, সে চুরির হইবে বিচার?

অত্যাচারী অত্যাচার-প্রতিকার করে?

একান্ত মিনতি, প্রভু—নিজ কর্ণে শোনো

এ আমার অভিযোগ! অবিশ্বাস যদি,—

যেই শাস্তি অভিক্রটি, তাই দিয়ো মোরে!

প্রতিকার চাহি আমি তোমার নিকটে—

তুমি শোনো প্রভু, মোর মর্ম্ম-অভিযোগ!

এঞ্জেলো। মনে হয়, নারী বুঝি জ্ঞানবুদ্ধি-হতা!

ইহার ভ্রাতারে আমি প্রমাণের 'পরে

প্রাণদণ্ড দিয়াছিহ; সেই দণ্ড-বলে

অভাগা সে প্রাণ দেছে। তাহার লাগিয়া

মার্কিনা চাহিয়া নারী আসি মোর পাশে

নিরাশে ফিরিয়া গেছে—মেলেনি মার্কিনা!

বিচারে হইল দণ্ড—মোর দেয়া দণ্ড।

ইশাবেলা। বিচারে হয়েছে দণ্ড। সে কি হে বিচার?

এঞ্জেলো। রূঢ় ভাষে বহু কথা বলিবে এ নারী—

অদ্ভুত বিচিত্র বহু বিষয়-পুত্রিত।

ইশাবেলা। বিষয়-পুত্রিত! ঠিক! অপূর্ণ বিষয়।

প্রকাণ্ড বিষয়ে ভরা—কল্পনা অতীত!

তবু অতি সত্য তাহা—বলিব সে কথা।

এঞ্জেলো বিশ্বাস-হস্তা—অদ্ভুত এ বাণী?

এঞ্জেলো মামুষ-বাতী—অদ্ভুত এ বাণী?

এঞ্জেলো এ অনাচারী—কামুক-লম্পট,

ভণ্ড সে—কুমারী-ধর্ম্ম-নাশক, বর্বর—

এ বাণী অদ্ভুত না কি? বিরূপ আশ্চর্য্য।

ডিউক। অদ্ভুত—অদ্ভুত কথা লক্ষ কোটি বার!

ইশাবেলা। এ জন এঞ্জেলো—যথা মহাসত্য এই—

তারো চেয়ে বেশী সত্য—এ আমার বাণী।

অতীব কঠিন সত্য! তেমন অদ্ভুত!

লক্ষ কোটি বার বলি এই মহা-সত্য—
সত্য, এর সব সত্য—সত্য পরিমাপ
কখনো হয়নি, তাহা হবে না কখনো !
ডিউক। লয়ে যাও বালিকারে। অতি দুর্ভাগিনী !

যে কথা কহিল, কহে উন্মাদনা-বশে !
ইশাবেলা। হে রাজন, শ্রীচরণে একান্ত মিনতি—

এ কথা প্রত্যয় করে—নহি উন্মাদিনী ।
ইহলোক সব নয়—আছে পরলোক—
সেথায় পুণ্য ও প্রীতি করিছে বিরাজ ।
আমারে করো না হেলা—দিয়ো না ফিরায়—
উন্মাদ-ধারণা বশে ! যে কথা বলিলু—
অদ্ভুত লাগিল কর্ণে—অসম্ভব বলি
তুচ্ছ তারে করিয়ো না ! নহে অসম্ভব !
কপট দুর্জ্ঞান বহু দুষ্টতি করিয়া

গভীর সলাজ মূর্তি পারে না ধরিতে—
এঞ্জেলোর মত হেন । এই যে এঞ্জেলো—
পদ আছে, ভূষা আছে, মর্যাদা সে আছে,
গৌরব-গরিমা আছে—তবু মহাপাপী !
ভ্রষ্ট অনাচারী দুষ্ট—তিল আন নহে ।

প্রত্যয় করহ প্রভু—এঞ্জেলোর মত
দুরাচারী পাপী কেহ নাহি ধরা-তলে ।

ডিউক। শুনিয়া বিষয় লাগে। উন্মাদিনী যদি—
অপূর্ব অদ্ভুত মানি এর উন্মাদনা ।

যে কথা বলিছে—তাহে যুক্তির সংযোগ !
বচনে শৃঙ্খলা দেখি—অভেদ অন্নান !
হেন উন্মাদনা কতু প্রত্যক্ষ করিনি ।

ইশাবেলা। হে করুণাময় রাজা—

বারে-বারে আর

উন্মাদ বলিয়া মোরে করো না ধারণা ।
এঞ্জেলো সে গৌরবের উচ্চ-মঞ্চাসীন—
আমি পথচারী নারী—নিতান্তই হীন ।
পদ-অসমতা ভাবি, চিন্তে নহে রোধ !
বুদ্ধি আছে, আছে জ্ঞান । সে বুদ্ধির বলে
রহস্য-কুহেলি হতে সত্যের সন্ধান
করো তুমি সত্যনিষ্ঠ, সংশয় নাশিয়া ।

ডিউক। বিকল তো নয়, দেখি—নহেকো উন্মাদ ।
অন্ন-বুদ্ধি—যুক্তি হয়, পারে না বুঝিতে !
হয়তো এমন কিছু !...বলো, কি বলিবে ?

ইশাবেলা। কুড়িঘোর ভগ্নী আমি। কুমারী-গমনে
রাজ-বিধি-বশে ভ্রাতা অপরাধ করি
বিচারে দিয়াছে প্রাণ—শির দেছে বলি
এঞ্জেলোর স্মৃতিচারে। দণ্ডদেশে শুনি
ভগ্নী আমি মঠ-বাসী সন্ন্যাসেতে ব্রতী—

ভ্রাতার ইচ্ছায় যাই মার্জনা-প্রার্থিনী ;—
লুশিয়ো সে ভদ্র জন ছিল মোর সাথী...
লুশিয়ো। আমি সে লুশিয়ো, প্রভু। কুড়িঘো-নিদেশে
ভগিনীরে ভেটি আমি তার মঠ-বাসে—
এঞ্জেলোর পায়ে ধরি মাগিতে মার্জনা—
অভাগার প্রাণ রক্ষা হেতু ।

ইশাবেলা। লুশিয়ো এ।

ডিউক। স্থির হও তুমি যুবা ।
লুশিয়ো। কিন্তু প্রভু, জানি যাহা—কহিতে উৎসুক ।

পারি নাই স্থির তাই রহিতে রাজন ।

ডিউক। আমার আদেশ—তুমি বলিবে না কথা ।
তোমার নিষেধ যদি কোনো সাধ থাকে—
প্রার্থনা, মিনতি কিছু—তবে কথা কবে ।
এখন নীরব রহ ।

লুশিয়ো। রাজ্যদেশ শিরোধার্য ।

ডিউক। মনে রেখো রাজ্যদেশ ! কোনো কথা নয় !

ইশাবেলা। লুশিয়ো আমারে দিলে পরিচয় ।

লুশিয়ো। ঠিক ।

ডিউক। হোক ঠিক। কথা বলা তোমার বেঠিক ।

আদেশ-বিহনে তুমি কহিবে না কথা ;...

বলো নারী...

ইশাবেলা। আসি আমি এই দুষ্ট পাশে ।

রাজ-প্রতিনিধি দুষ্ট—গরবে অধীর ।

ডিউক। বিশেষণ যোগ করা—উন্মাদ-লক্ষণ ।

ইশাবেলা। ক্ষমা করো এই স্পর্ধা ! যাতনা-বিবশ

এ চিত্ত রাখিতে নারে বচনে সংযম ।

ডিউক। তৃপ্ত হবো ! বল পুনঃ তোমার কাহিনী ।

ইশাবেলা। সংক্ষেপে করিব শেষ । কাজ নাই বলি—

কি মিনতি করিলাম—প্রার্থনা আকুল
নতজানু হয়ে পায়ে ; কি করুণ-ভাবে
পাষণে হৃদয় বাঁধি করিল উপেক্ষা ;
সকাতর সে মিনতি—তাহে কি বলিলু—
সে কথা সুদীর্ঘ বড় । পরিণামে পাপ—
যে কথা বলিল দুষ্ট—সে-কথা অরণে
শিহরি উঠিছে অঙ্গ ! লজ্জায় আমার
ভূমে হুয়ে পড়ে শির—সে কথা রাজন,
এ মুখে বলিতে নারি । মার্জনা করিয়া,
কহিল দুর্জ্ঞান—যদি লালসা-অনলে,
তার কাম-হতাশনে এ দেহ আমার
বলি আমি দিতে পারি—ভ্রাতার মার্জনা,
তবেই মিলিবে মুক্তি । অসহ যাতনা !
মর্মে মর্মে অগ্নি-শিখা—কি স্নাত্ত দাহ,
কি জ্বালা যে—মহারাজ, পারি না কহিতে ।

অবশেষে ভ্রাতৃ-মুখ স্মরিয়া কাতর—
নারীর সর্বস্ব-দানে দুষ্টে তুষিলাম;
তবু দুষ্ট শুনিল না—মানিল না, প্রভু—
কি মূল্য যে দিল নারী—সে কিসের লোভে।
তও পাপী হীন ঘৃণ্য প্রভারণা বশে
নারীর সর্বস্ব নিল। প্রভাত শৈলয়
গোপনে আদেশ দিল রাজ-ঘাতকেরে—
ভ্রাতৃমুণ্ড ছিন্ন করো! ওঃ, কি ভীষণ!

ডিউক। এমনি ভাবিয়া ছিহু কাহিনীর শেষ।
ইশাবেলা। সত্য বলিয়াছি প্রভু—তিল মিথ্যা নয়।
ডিউক। হায় নারী, প্রগল্ভ রসনা তব অতি।
জানো নাকো, বোঝো নাকো—

কি কথা বলিছ।

ফুর নীচ হিংসা-বশে ত্রায়-নিষ্ঠ জনে
হেন পাপ-অপবাদ দিতে বাধিল না।
জানো তুমি, এঞ্জেলোর নিষ্ঠা, ধর্ম, চিন্ত—
নিষ্কলঙ্ক অকলুষ কতখানি তাহা—
তার পরে তব বাক্য কত বৃষ্টিহীন।
ক্ষণেকের মোহ-বশে তোমারে সন্তোষ
যদি বা করিয়া থাকে, হেন রূঢ় চিন্তে
ভ্রাতার প্রাণের পরে কেন এ আক্রোশ?
যেই মোহ-বশে তারে প্রাণদণ্ড দিল—
সে মোহে আপনি পড়ি—প্রাণ লবে কেন?
মার্জনা করিলে তার—কেবা বন্দী হতো?
বুঝিয়াছি—চক্রান্ত এ। পিছনে তোমার
আছে সে চক্রান্তী কোনো! বলো সত্য কথা—
কার পরামর্শে এই মিথ্যা অভিযোগ?
ইশাবেলা। এই কি বিচার, রাজা?

বেশ, তাই হোক।

স্বর্গবাসী দেবগণ—ধৈর্য্য করো দান—
সহিব—সহিব সব। শুধু মনে রেখো,
পীড়িতা রমণী ফেরে অতি নিরুপায়ে
বিচার চাহিয়া লতি উপেক্ষা করি।
যে পীড়ন সহিয়াছি—যেই নির্যাতন—
আমারি রহক তাহা! চলিলাম আমি।
ডিউক। যেতে পেলো খুসী হবে—জানি তাহা, নারি।

কে আছ? করহ বন্দী এই রমণীরে—
লয়ে যাও কারাগৃহে! হেন অপবাদ দেয়।
হেন হীন অভিযোগ সম্ভ্রান্ত জনেরে—

প্রধান পদস্থ রাজ্যে। গুরু অপরাধ!
বিনাদণ্ডে পরিজ্ঞাণ—হবে নাকো তাহা!
অস্তুরালে কি রহস্ত—চাহি জানিবারে।
কে তোমারে নিয়ে এলো হেথায় আজিকে?

ইশাবেলা। সাধু মহাজন এক—নাম লোডোইক।
ডিউক কে-বা এই লোডোইক?

কে তাহার জানো?

লুশিয়ো। আমি জানি, মহারাজ। কথা কয় বেশী—
সকলের গায়ে পড়া—বিষম বাচাল!

দু'চোখে দেখিতে নারি! না হলে সম্যাসী,
দেখাতাম তারে আমি! হেন স্পর্ধা তার—
মহারাজে নিন্দা করে কুকথা বলিয়া!

সে কথা শুনিয়া তার ঘাড়ে হাত দিয়া
শিক্ষা কিছু দিইয়াছি—ছাড়ি নাই আমি।

ডিউক। আমাদের কুকথা কয়! মোর নিন্দা করে!
সাধু জন! সাধুর মতন বেশ! বুঝিয়াছি এবে।

অভাগিনী-উন্মাদিনী এই রমণীরে
নিন্দার বাহন করি—যোর পাশে দুষ্ট
হেথায় পাঠায়ে দেহে!...চাহি সে সাধুরে।

লুশিয়ো। কালি রাত্রে সে সাধুরে দেখিয়াছি আমি
এই রমণীর সাথে কারাগৃহ-যায়ে।

বিষম বাচাল—মুখে কিছু নাহি বাধে—
যেন সে রাজার রাজা! বেজায় দুর্মুখ!

পীটার। রাজনু মঙ্গল হোক! দাঁড়ায়ে শুনিহু
বহু কটু ভাষা—নিন্দা—শ্রুতির কলুষ—

রাজার শ্রুতির যোগ্য নহে, হেন ভাষা।
এ নারীর অপরাধ—নহে তুচ্ছ, লঘু।

স্পর্ধা ঘোর—রাজ-প্রতিনিধি মানী জনে
হেন পাপ-অভিযোগে করে কলুষিত—

এ কলুষ পরশিতে নারিবে রাজনু,
মানী-প্রতিনিধি-বরে—মিছা সে ভাবনা।

ডিউক। এ কথায় তিলমাত্র করি না প্রত্যয়!
জানো তুমি লোডোইক? কেবা এই সাধু?

পীটার। জানি, অতি মহাজন, পুণ্যচিন্ত সাধু?
বাচাল আদৌ নন—নন কটু-ভাষী।

এ-জন যে কথা বলে,—মানি না কে আমি।
জানি তাঁরে, চিনি তাঁরে—সুভদ্র সুজন

দয়াকরপী রূপাময়, মমতার খনি!
তাঁরে বলে, কটুভাষী! অপ্রত্যয় বাণী!

লুশিয়ো। সত্য কহিয়াছি প্রভু। কি দুষ্ট রসনা!
মিষ্ট শিষ্ট কথা—তার কিছু নাই জানা।

পীটার। থাক তর্ক! হয়তো দে
আসিবে হেথায়।

নিজের চরিত্র-তত্ত্ব বুঝাবার লাগি।

স্বাস্থ্য তার ভালো নয়—করে ব্যাধি-ভোগ।

সে বড় অপূর্ব ব্যাধি। তাঁর বাক্য মানি—
শুনিয়া এঞ্জেলো' পরে আছে অভিযোগ—

রীতিমত

আমি আসিয়াছি হেথা তাঁর প্রতিনিধি,
 তাঁর বাক্য বহিয়া অধরে। সত্য-মিথ্যা—
 জানি না কো' আমি। বলেছেন নিজে তিনি—
 সত্য প্রমাণের যদি হয় প্রয়োজন,
 নিজে তিনি আসিবেন জানাইতে তাহা।
 তাঁর কর্ণে এই নারি বলিয়াছে বাণী,
 এঞ্জেলোরে বহু দূষি, বহু অভিযোগ।
 এরি মুখে শোনো সব—করহ বিচার।
 এঞ্জেলো আছেন হেথা : নারীর বচন
 মিথ্যা প্রমাণিত হোক—ঘুচুক কলঙ্ক—
 সাধু প্রতিনিধি হোনু কলুষ-বিহীন।
 ডিউক। সাধু-বাক্য-লজ্জন—দে নহে সমুচিত।
 কোথা নারী? শুনি তার কি-বা অভিযোগ।
 [প্রহরী-পরিবৃত্তা ইশাবেলার প্রস্থান।]

(মারিয়ানা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)
 এ-কথায় হাসি নাই তোমার অধরে।
 এঞ্জেলো কহ তো সত্য—ভালো অভিনয়।
 ভগবান, মুচু জনে কত স্পর্ধা ধরে।
 মোদের আসন দাও। এসো ত্রাতৃবর,
 অমাত্য-প্রধান ধীর এঞ্জেলো সজ্জন।
 নিরপেক্ষ রবো আমি এবার বিচারে।
 তোমা পরে অভিযোগ। ইহার বিচার
 এঞ্জেলো, তুমিই করো।...এই সেই নারী,
 হে আচার্য্য? গুণ্ডন মোচন করো নারী,—
 দেখি মুখ। পরিচয় আগে; পরে কথা।
 মারিয়ানা। ক্ষমা করো প্রভু। আমি দেখাবো না
 মুখ

পতির আদেশ বিনা।
 ডিউক। বিবাহিতা তুমি?
 মারিয়ানা। নহি বিবাহিতা নারী।
 ডিউক। কুমারী কি তবে?
 মারিয়ানা। তাও নহি।
 ডিউক। স্বামিহীন? বিধবা রমণী?
 মারিয়ানা। তাও নহি প্রভু।
 ডিউক। এ বড় অদ্ভুত কথা!
 নারী তুমি—অথচ কুমারী, বিবাহিতা
 সধবা, বিধবা—কিছু নহি। কি-বা তুমি?
 লুশিয়ো। বার-নারী হবে, প্রভু। নারী-মারো আছে
 শুধু এই এক জাত—নহে বিবাহিতা—
 কুমারী, বিধবা কিম্বা। কিছু নয় তারা।
 ডিউক। চূপ করো! বাচালতা সাজে না হেথায়।
 এর চেয়ে—আপনার অভিযোগ যদি

রহিত তোমার, তবে চলিত বকুনি
 অনর্গল—বাধাহীন স্রোতের মতন।
 লুশিয়ো। রবো চূপ। কহিব না কোনো
 কথা আর।
 মারিয়ানা। রাজন, কহিব সত্য—হয় নি বিবাহ।
 এ'ও সত্য হে রাজন, নহিক কুমারী;
 আছে স্বামী—জানি তারে। কিন্তু মোর স্বামী
 আমারে জানিতে কিম্বা মানিতে না চাহে।
 লুশিয়ো। তাহলে সে ব্যাটা মাতাল না হয়ে যায়
 না হজুর! মাতাল না হলে এমন ভোলা মন!
 ডিউক। রবে চূপ? অথবা তোমার প্রগলভ
 বচন হবে এই অস্ত্রে চূপ?
 লুশিয়ো। করিলাম চূপ।
 ডিউক। এঞ্জেলোর পরে এর অভিযোগ নাই।
 মারিয়ানা। বলি তবে সেই কথা। এই মাত্র হেথা
 যে-নারী এখনি দিল স্বামীর বিরুদ্ধে
 ধর্ম-নাশ-অভিযোগ নিশীথ প্রহরে—
 সে সময়ে স্বামী মোর বাহর বন্ধনে
 গাঢ় প্রীতি-অনুরাগে ছিলেন বিভোর।
 এঞ্জেলো। মোর নামে অভিযোগ?
 মারিয়ানা। জানি না তা আমি।
 ডিউক। তুমি যে বলিলে—স্বামী তব?
 মারিয়ানা। স্বামী মোর—
 এঞ্জেলো আমার স্বামী দাঁড়াসে সম্মুখে।
 আমার এ দেহ হয়, না করি স্বীকার—
 সে দেহ সন্তোগ করে কাল নিশাযোগে—
 জানেন সে-দেহ ছিল এ ইশাবেলার।
 এঞ্জেলো। এ বড় অদ্ভুত অভিযোগ। দেখি মুখ তব।
 মারিয়ানা। অনুমতি দেছে পতি। খুলিব গুণ্ডন।

(অবগুণ্ডন মোচন করিল)

এই...এই...সেই মুখ। যে-মুখ নিষ্ঠুর
 এঞ্জেলো, একদা তুমি মুগ্ধ যেই মুখে
 শত বার শপথিয়া বলেছ—সুন্দর।
 এই সে কপোল—যাহা ধরি করপুটে
 সত্যে বদ্ধ হয়েছিলে, করিবে গ্রহণ।
 এই সেই অঙ্গ মোর—যে অঙ্গ-পরশে
 পেয়েছ সরস তৃপ্তি কানন-গৃহেতে
 ভাবি এই অঙ্গ—ইশাবেলার অঙ্গ—
 বাসনার তৃপ্তি-স্বখে হয়েছ বিভোর।
 ডিউক। চেনো এ নারীরে?
 লুশিয়ো। বিলাস-সন্তোগ—কহে নারী।
 ডিউক। স্পর্ধা তব সূচুঃসহ।

লুশিয়ো।

এই শেষ বার।

এঞ্জেলো। সত্য কহি প্রভু, আমি জানি এ নারীরে

পঞ্চ-বর্ষ পূর্বের কথ্য...স্থির ছিল

দৌহার বিবাহ হবে। ভেঙ্গে গেছে কথা

প্রতিশ্রুত যৌতুকের অনাটন হেতু;

প্রধান কারণ কিন্তু তাহা নয়, প্রভু।

বহু মুখে নিন্দা শুনি—চপলা রমণী,

লঘু চিত্ত, বিলাসিনী, সংযম-বিহীন—

যারে-তারে দেহ দেয় লাস্য-লীলায়।

সে অবধি পঞ্চ বর্ষ হয়েছে অতীত...

ইহারে দেখিনি চক্ষে, কহি নাই কথা

শুনি নাই বাক্য কভু এই রমণীর।

এ কথা পরম সত্য...তিল মিথ্যা নয়।

মারিয়ানা। হে রাজন, কৃপাময় দেব-অবতার

বর্গ হতে বসে যথা আলোক-কিরণ,

নিখাসে-প্রস্থাসে যথা বারে হে বচন,

সত্যে যথা যুক্তি, ধর্মে নিষ্ঠা যথা রয়...

তেমনি কহি এ সত্য, আমি পত্নী ঐর—

সত্য প্রতিশ্রুতি যথা—তথা পত্নী আমি।

সেদিন মঙ্গলবার—নিশীথ-শয়নে

আপন কানন-গৃহে এই মোর স্বামী

পত্নীত্রে গ্রহণ, মোরে করেছে স্বীকার,

এ যদি হে মিথ্য হয়—তবে এই জাহ্নু

নত যা হয়েছে প্রভু, তোমার চরণে—

সে জাহ্নু অটল হোক, পাষণে রচিত—

গতি মোর রুদ্ধ হোক, পাষণের মত।

এঞ্জেলো। এ-অবধি চিত্তে মোর যৌতুকের হাসি

পরিপূর্ণ ছিল, প্রভু—এবে যাহা শুনি...

হে রাজন, প্রভু তুমি—সুবিচার চাহি,

ঐশ্য্য মোর গেছে ভেঙ্গে। বুঝিয়াছি স্থির,

এই দুই নারী কার ক্রৌড়ার পুতলি—

তাহারি চক্রান্তে আনে হীন অভিযোগ;

মোরে তার দাও প্রভু—সন্ধানি বাহির

করিব এ চক্রান্তের মূলে কোন জন।

ডিউক। সর্ব-অন্তরেতে দিই এই তার তোমা।

শুধুই সন্ধান নয়—যোগ্য শাস্তি-দানে

স্পর্ধিতের সর্ব গর্ব চূর্ণ করে দাও।

সেই মুহূর্ত সাধু—আর প্রগলভা রমণী

যোগাযোগে আনিয়াছে মিথ্যা অভিযোগ।

সর্ব শপথেরে এরা আনে রসনায়,

ভাবে,—সে শপথে মোর টুটিবে বিশ্বাস

তব পরে—যারে আমি জানি সবিশেষ,

যার পরে রাজ্যভার নিশ্চিত্তে অপিয়া

তীর্থ-পর্যটন লাগি হলাম বাহির।

স্পর্ধিত বটে। রাজকার্য্য এমনি সহজ—

রসনার ভাষা-স্পর্শে টুটিবে বান্ধন,

সকল শৃঙ্খলা,—হায়, হেন অর্কচীন।

যার পরে যে কাজের রহিয়াছে ভার—

বিশ্বাসে নিষ্ঠায়, যদি তাহার মর্যাদা

সে নাহি রাখিত হায়, জলবিষ সম

রাজ্য কবে মিলাইত ছায়া-রূপ ধরি।

শোনো তুমি এস্কেলাশ, এঞ্জেলোর সহ

একান্তে বৃকতি করো। মিথ্যা অভিযোগ—

মূলে কে-বা, চাহি আমি তাহার সন্ধান।

রাজ-গর্ব কারো দম্ব সহিবে না, জেনো।

প্রহরী পাঠাও। বন্দী চাহি তারে আমি।

পীটার। এখনি সে আসে যদি, বড় ভালো হয়

এই দুই নারীরে সেই পরামর্শ দেছে।

তাহারি চক্রান্ত—এতে কোন ভুল নাই।

ভালো কথা—কারার প্রহরী এই জানে,

কোথায় নিবাস তাঁর, কোথা মিলে দেখা।

যোগ্য লোক সে প্রহরী আনিতে সাধুরে।

ডিউক। জানো তুমি? স্বরা তারে নিয়ে এসো হেথা

[প্রহরীর প্রস্থান।

আর তুমি স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃবর, শোনো,

এই অভিযোগে তুমি পাইয়াছ মনে

রূঢ় ব্যাথা—সে ব্যথার কর প্রতিকার,

দুর্জনের যোগ্য শাস্তি করিয়া বিধান।

কণেক বিদায় চাহি। রহ সবে হেথা—

আর কোথা যেয়ো নাকো—হোক সুবিচার

দুর্জনের রসনার প্রগলভতার।

এস্কেলাশ। দুর্জনের এ অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি

দেওয়া উচিত, মহারাজ।

[ডিউকের প্রস্থান।

লুশিয়ো, আপনি না বলছিলেন, এই সম্মাসী

লোডোইক ভয়ঙ্কর বদমায়েস লোক?

লুশিয়ো। বেশে সাধু হলে কি হবে—আমাদের

ডিউক বাহাত্বের নামে কি নিন্দাই না

রটিয়ে বেড়াচ্ছিল।

এস্কেলাশ। আপনি এখান থেকে যাবেন না।

সে আসুক—তার সামনে এ কথা বলবেন।

এ কেমন সাধু—আসামী করে একবার তাকে

দেখতে চাই।

লুশিয়ো। সাধু আবার কেমন। ভিয়েনার সাধুর

দল যেমন হয়ে থাকে।

এস্কেলাশ। সেই ইশাবেলাকেও এখানে আনতে পাঠাও—তার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

[জনৈক অমুচরের প্রস্থান।]

আমাকে অমুমতি দাও এঞ্জেলো,—আমি ওকে দু'চারটে জেরা করবো। ত্যাখো, সে জেরায় তার কি হাল হয়!

লুশিয়ো। সে যা বলে গেছে—তাতে এঞ্জেলো-হুজুরের যে হাল দেখছি, এর চেয়ে বেশী আর কি হাল আপনি দেখাবেন?

এস্কেলাশ। এমন কথা আপনি বলেন! লুশিয়ো। আড়ালে গিয়ে যদি তাকে জেরা করেন, তাহলে হয়তো সত্য কথা কবুল করবে। সকলের সামনে কি গোঁ ছাড়বে? তাতে তার অপমান হবে—লজ্জা পাবে।

এস্কেলাশ। তাহলে আড়ালেই জিজ্ঞাসা করবো'খন। লুশিয়ো। তাই করবেন। মেয়ে-জাতটাকে রাজ্বেই শুধু বাগে পাওয়া যায়।

(ইশাবেলাকে লইয়া কর্মচারিগণের পুনঃপ্রবেশ)

এস্কেলাশ। (ইশাবেলার প্রতি) এসো তো বাছা! এখানে এই যে মেয়েটিকে দেখচো, এ তো তোমার কথা সব পাটে দিলে!

লুশিয়ো। ঐ...ঐ সে পাজী আসচে। যার কথা বলছিলাম। ঐ...ঐ...প্রহরীর সঙ্গে।

এস্কেলাশ। ঠিক সময় এসেচে! তা খবদার, আমরা না বললে আপনি ওর সঙ্গে কোনো কথা কবেন না।

লুশিয়ো। বেশ—চোখ বুজে আমি এই চুপ করে রইলাম।

(সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ডিউক এবং তাঁহার সঙ্গে প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

এস্কেলাশ। আনুন মশায়। আপনি এই মেয়ে-মামুষ দুটিকে লেলিয়ে দেছেন—অমাত্য-প্রধান এঞ্জেলোর নামে মিথ্যাপবাদ দিয়ে অভিযোগ আনতে।...এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

ডিউক। মিথ্যা কথা।

এস্কেলাশ। মিথ্যা কথা! আপনি জানান, আপনি কোথায় এসেছেন?

ডিউক। স্থান-গোরবেরে আমি জানাই প্রণতি।

যে দিনব রাজ্যগন আনে বহি শিরে,

সেও যে সম্মান পায় আসন-গোরবে!

কিন্তু কোথা মহারাজ? কারে কথা কবো?

এস্কেলাশ। মোরা রাজ-প্রতিনিধি—শক্তির প্রতিভূ।

কি বলিতে চাহো, বলো। সত্য কথা চাই।

ডিউক। নির্ভয়ে কহিব! কিন্তু ওরে অভাগিনী,

মেষ-শিশু চাহো তুমি শৃগালের পাশে

পীড়নের প্রতিকার! কোথা আশা তার?

ডিউক এখানে নাই, গেছেন চলিয়া।

বিচারের আশা তবে দেখি তো নিশ্চুল।

অত্মায়, অত্মায় তাঁর! না করি বিচার

এ অভিযোগের তব—দিয়াছে দৌহারে

বিচারের ভার—তাও নিজ-অভিযোগে!

রাক্ষসের মুখে হেন! নাহি বিবেচনা—

যার নামে অভিযোগ—সে করে বিচার!

লুশিয়ো। এই সেই দুষ্ট সাধু। বলিয়াছি যাঁহা,

বর্ণে বর্ণে সত্য কি না—দেখুন সকলে।

এস্কেলাশ। শ্রদ্ধাহীন, পুণ্যহীন সাধুবেশ দেখি!

ইহা কি প্রচুর নয়? দুই নারী-মুখে

শুণী মানী শ্রদ্ধা এই অমাত্য-প্রধানে

হীন কটু অভিযোগে কর নির্দাবাদ,

অপবাদ-পঙ্কে নাম করিয়া কলুষ—

তবু তৃপ্তি মানো নাই? তাহারে ত্যজিয়া

রাজ্যেশ্বর মহারাজ—অকলঙ্ক-চিত—

অবিচারী-অপবাদে তাঁরে কহ কটু!

যাও, এরে লয়ে যাও। নিস্পীড়ন-যন্ত্রে

ফেলি এরে হাড়ে-হাড়ে বুঝাইতে চাই

রাজ্যেশ্বরে কটু বলা, কিবা তার ফল!

কিন্তু কি উদ্দেশ্য এর? কিবা অভিপ্রায়

এ কটু নির্দায়? এই গৃহ চক্রান্তের?

জানা সমুচিত! কি হে—রাজা অবিচারী?

ডিউক। রোষে এত তীব্র দাহ! ক্ষণ ধৈর্য ধরো—

আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিবে ডিউক,

হেন শক্তি নাহি তার! নিজেরে ধেমন্

নিস্পীড়ন-যন্ত্রে ফলি যাতনা সহিতে

অক্ষম ডিউক তব—তেমনি অক্ষম!

আমি তাঁর প্রজা নহি—নহি গ্রাম্যজন।

ভেনিসে কর্তব্য আছে—আসিয়াছি তাই।

আসিয়া দেখিতে পাই, পাপ-অনাচার—

দিকে দিকে উষ্ণ বাষ্পে তাহার নিঃস্রাব!

বিধি আছে—দুষ্ট বিধি! সে বিধির চেয়ে

বিধির পালন-ভার গুস্ত যার পরে,

আরো দুষ্ট সেই জন! হায়, লজ্জা পাই!

আলো হেথা আলো নয়—শুধু বজ্রলেখা!

এসকেলাশ। হেন স্পর্ধা! রাজ্যে হেন কটু বাণী
কহে!

রাজদ্রোহী! কাগুহে লয়ে যাও এরে।

এঞ্জেলো। লুশিয়ো মশায়—তুমি করেছ শপথ—

এই সেই দুষ্ট-জন—যার কথা তুমি

ক্ষণপূর্বে করিয়াছ মোদের গোচর—

কটুভাবী—নিন্দাবাদী—করে অপমান।

লুশিয়ো। এই সে লোক, অমাত্যপ্রধান। কি গো
সাধুজী, আমার চিন্তে পারো?

ডিউক। মনে পড়ে আপনাকে—আপনার গলার
আওয়াজে। ডিউক বাহাদুর তখন রাজ্যে
ছিলেন না—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল
কারাগারে।

লুশিয়ো। মনে পড়েছে তবে। আরো মনে পড়ে—
ডিউক বাহাদুরের নিন্দা-ছলে কি সব কথা তুমি
বলেছিলে?

ডিউক। খুব মনে আছে মশায়।

লুশিয়ো। তা হলে স্বীকার করচো। আমাদের ডিউক
বাহাদুর মেছুনী—মেছোহাটায় বাস করেন?
বটে! তিনি নিরীক্ষণ? ভীক? কাপুরুষ? এই
সব কথা তুমি বলেছিলে—মনে আছে!

ডিউক। তা যদি বলেন, তাহলে আপনার সঙ্গে
আমার অদল-বদলের দরকার আছে মশায়।
এ সব কথা আপনিও বলেছিলেন। শুধু এ
কথা নয়—আরো অনেক কথা। সে সব কথা
এর চেয়েও নোংরা!

লুশিয়ো। ওরে—এ কি শয়তান রে বাবা! এ্যা!
ওরে ও হতভাগা—ওরে ও বাচাল—আমি না
এ সব কথা শুনে তোর নাক ধরে নেড়ে
দিয়েছিলেম?

ডিউক। মিথ্যা কথা! ডিউককে আমি ভালোবাসি
—নিজেকে যেমন ভালোবাসি, ঠিক সেই রকম।

এঞ্জেলো। এ লোকটার এত বড় রাজদ্রোহিতা
আমরা সহ্য করবো?

এসকেলাশ। পথে-ঘাটে এর সঙ্গে বাদানুবাদ উচিত
হবে না। ওকে কারাগারে পাঠানো হোক।
প্রহরী কোথায়? একে কারাগারে নিয়ে যাও।
কারাগারে শক্ত ভালো আঁটো—কড়া পাহারা
রাখো। কারো সঙ্গে যেন কথা কহিতে না
পারে।...এ ছুটে মেয়েকেও কারাগারে নিয়ে
যাও। শয়তানীতে তেরস্পর্শ যোগ হয়েছে এ
তিন জনের কপাল, দেখছি।

(ডিউকের সঙ্গে প্রহরীর হস্তাঙ্গণ-উত্তোগ)

ডিউক। একটু বিলম্ব করো...একটু!

এঞ্জেলো। কি! প্রহরীকে বাধা দিচ্ছে! লুশিয়ো,
প্রহরীকে সাহায্য করো।

লুশিয়ো। এসো হে সাধু—শুড়-শুড় করে চলে এসো!

হতভাগা বিটলে সন্ধ্যানী! তোমার গায়ের ছাল

ছাড়িয়ে নিলে তবে আমার রাগ যায়! ছাল

ছাড়ালে তোমার স্বরূপ মূর্তি বেরিয়ে পড়বে খন

...ফাঁসি-কাঠ হলো তোমার ঠিক জায়গা।...

ঐ মুখ...যে মুখে ডিউক বাহাদুরের নিন্দা
করেছ, ঐ মুখখানা...

(মুখের ও মাথার আবরণ টানিয়া মুক্ত করিয়া
দিল; ডিউকের ছদ্ম-আবরণ মুক্ত
হইল; স্বমূর্তি প্রকাশ)

ডিউক। সেয়া দুষ্ট তুমি—করো ডিউকে প্রকাশ!

তিন জনে আজ্ঞা আছে—প্রহরী, এদের

যাত্রাপথ রোধ করে...যেয়ো না চলিয়া।

(লুশিয়োর প্রতি) সাধু সনে আছে

তব বিতর্ক! প্রহরী,

বন্দী করো।

লুশিয়ো। ফাঁসির উপর টেকা দেবে!

ডিউক। (এসকেলাশের প্রতি)

তুমি যাহা বলিয়াছ—করিমু মার্জনা।

বসো ধীর। (এঞ্জেলোর প্রতি)

অপরাধ লইয়ো না তুমি।

কোনো যুক্তি—কোনো কথা আছে কি তোমার,

অপরাধ যাহে তব হইবে লাঘব?

থাকে যদি হেন যুক্তি, বচন এমন—

এখনি প্রকাশ করো—বন্দিত্ব তোমার

নিমেষে মোচন হবে।

এঞ্জেলো। রাজ-অধিরাজ,

অপরাধ আরো গুরু হইবে আমার

হেন অনুমান যদি করি এই মনে—

আমার গোপন-পাপ রবে অগোপন—

নিজে তুমি মহারাজ, দেবতার মত

সর্বভিতে আঁখি রাখি করেছ প্রত্যক্ষ

আমার সকল ক্রটি অপরাধ যবে।

লজ্জা আর দিয়ো নাকো রাজ-অধিরাজ,

বিচারের সমারোহে। করি হে স্বীকার

নিজ-অপরাধ মম, সকল দুষ্কৃতি।

দণ্ড দাও—দণ্ড দাও এই দণ্ডে রাজা—

মৃত্যুদণ্ড সুকঠিন—সে হবে প্রসাদ।

চরণে মিনতি প্রভু, দণ্ড দাও যোরে!

পাপ-অপরাধ আমি করিহে স্বীকার।
 দণ্ড দাও—প্রাণদণ্ড। করো না বিলম্ব।
 ডিউক। হেথা এস মারিয়ানা...এঞ্জেলো, চাহিয়া
 আখো—এই নারী—বাগদত্তা বধু তব ?
 এঞ্জেলো। বিবাহের বাক্যদান হয়েছিল, প্রভু।
 ডিউক। গৃহে এঁরে লয়ে যাও, সম্মানে সম্মুখে—
 এখন বিবাহ করো। আচার্য্য পীটার,
 এ শুভ বিবাহে তুমি হবে পুরোহিত।
 বিবাহ-বাঁধনে বাঁধি লয়ে এসো হেথা
 এঞ্জেলো অমাত্যে পুনঃ। রক্ষা, যাও সাথে।
 [এঞ্জেলো, মারিয়ানা, আচার্য্য পীটার ও
 প্রহরীর প্রস্থান।

এসকেলাশ। সত্য প্রভু, আচরণ বড়ই অদ্ভুত।
 বিশ্বয় তাহাতে নাই, যতেক বিশ্বয়
 অমাত্যের এই হীন ইতর আচারে।
 ডিউক। হেথা এসো ইশাবেল। সে সাধু তোমার
 এ রাজ্যের রাজা হবে। সাধুবশে যথা
 ছিহু আমি তোমার মঙ্গল-ব্রতী, জেনো,
 সে বেশ বর্জ্জিয়া এই রাজবেশে তথা
 তোমার সেবায় ব্রতী তেমনি সে আছি।
 ইশাবেলা। ক্ষমা করো অধীনীর স্পর্ধা মহারাজ !
 অতি দীন প্রজা আমি,—কত ব্যথা দিছি,
 না বুঝিয়া হে রাজন, সন্তান-গৌরব।
 ডিউক। মার্জ্জনা করেছি ইশাবেল। ভয় নাই !
 পরম স্বচ্ছন্দ-মনে কহ যথা-খুসী।
 ভ্রাতার মরণ-স্মৃতি বাঞ্ছিতেছে বৃকে,
 জানি আমি !...কিন্তু তুমি বুঝিতে কি পারো
 কেন মোর ছদ্মবেশ ? এত গোপনতা ?
 তার প্রাণ-রক্ষা হেতু—সতর্ক এমন ?
 নহে রূঢ় তিরস্কারে—কঠিন আদেশে
 শক্তি মোর সুপ্রকাশ—অসাধ্য ছিল না !
 পাছে তাহে হানি হয়—ভীষণ অনিষ্ট—
 তাই এত সন্তর্পণ—ছদ্ম বেশ মোর !
 স্নেহময়ি, মায়াময়ি, মমতার খনি—
 তার মৃত্যু—ক্ষিপ্ত পদে অগ্রসর দেখি
 এতেক কৌশল-যুক্তি হয়েছে করিতে।
 কিন্তু বিধাতার শুভ আশীর্বাদ-বেশে
 জীবিত তোমার ভ্রাতা। মধুর জীবন,
 মৃত্যুভয়-লেশহীন সন্তাপ-রহিত।
 পরম আরামে আছে তব সহোদর—
 কোনো দুঃখ নাহি তার, সর্ব-সুখে সুখী।
 ইশাবেলা। মহারাজ ! মহারাজ !

(এঞ্জেলো, মারিয়ানা, আচার্য্য পীটার ও
 প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

ডিউক। নব-বিবাহিত এই আসিয়াছে দম্পতী...
 বিভ্রমের বেশে যেরা করে অপরাধ—
 তোমার সম্মান-নাশ। ক্ষমা করো তারে
 মারিয়ানা-মুখ চাহি। বিচারে ভ্রাতারে
 যে-দোষে করিল দোষী, তাহার দ্বিগুণ—
 রমণীর ধর্মনাশ দোষ লালসায়
 করে ভ্রাস্ত এই মুঢ় ; যেই অপমান—
 বাগ্ দত্তা বধু—তারে বাক্য ভঙ্গ করে।
 বলেছিল স্পষ্টভাবে—পরিবর্ত চাহে—
 রুডিয়োর পরিবর্তে অমাত্য এঞ্জেলো—
 মৃত্যু-পরিবর্তে মৃত্যু। থাক সেই কথা।
 শঠে শাঠ্য—চিরদিন ধরণীর বিধি।
 রুডিয়ো বেঁচেছে যদি, বাঁচুক এঞ্জেলো !
 তোমার মার্জ্জনা 'পরে ইহার জীবন।
 এঞ্জেলো তোমার দোষ হয়েছে প্রমাণ—
 এ দোষে রুডিয়ো 'পরে যে-শাস্তি দিয়াছ,
 সে শাস্তি তোমার হবে। ফাঁসি-কাঠে
 প্রাণ দিবে—অপরাধে নাহি অত গতি।
 মারিয়ানা। হে দেব করুণাময়—স্বামী দিয়া মোরে
 তাহারে কাড়িয়া লবে ! রূঢ় পরিহাস !
 ডিউক। স্বামী তব স্বামিস্থে করিল পরিহাস !
 তোমার সম্মান-হেতু বিবাহে সম্মতি
 আমি দিইয়াছি ভদ্রে। নিশীথ শয়ন
 পুরুষের সাথে। নহে কলঙ্ক সে দিত
 তব পুণ্য-নামে—তাই বিবাহ-নির্দেশ।
 যা কিছু আছে এই এঞ্জেলোর—
 রাজবিধি-বেশে তাহা যাবে রাজকোষে।
 তোমার দুর্ভাগ্য স্মরি, সে সব সম্পত্তি
 তোমারে করিব দান। সম্পত্তির বলে
 যোগ্য সে নবীন পতি তুমি লবে বাছি।
 মারিয়ানা। না, না প্রভু, অত পতি—তাহে
 নাহি রুচি।
 ইনি মোর স্বামী ! মোর অত স্বামী নাই !
 ডিউক। এ স্বামীরে ফিরে পাওয়া ! চাহিয়ে না নারী,
 ইহারে ফিরিয়ে দিব, হেন সাধ্য নাই !
 বদ্ধ আমি বিধি-বেশে—অতি-নিরুপায় !
 মারিয়ানা। (জাহ্নু পাতিয়া) দয়া কর, দয়া কর
 রাজ-অধিরাজ !
 ডিউক। বুখা এ মিনতি বালা ! আদেশ অমোঘ—
 টলিবে না। নিয়ে যাও বন্দী কারাগারে।

প্রাণদণ্ড—অপরাধ হয়েছে প্রমাণ।

লুশিয়ো এ-বার তোমার পালা।

মারিয়ানা। প্রভু! প্রভু! ইশাবেলা, তুমি রক্ষা করো।

জামু পাতি তব পায়ে মিনতি আমার—

যত দিন রবো বাঁচি—রবো দাসী পায়ে—

সর্ব-কার্যে আজীবন—সেবিকা তোমার।

ডিউক। এ নহে উচিত তব—নহে সমীচীন।

ইশাবেলা আজ যদি নত জামু হয়ে

তোমায়ে মিনতি করে—ফিরে দাও ভায়ে।

ইশাবেলা মোরে তুমি জানালে মিনতি,

ভ্রাতার প্রেতাত্মা তব উঠিবে শিহরি—

লাঞ্ছনায় সজ্জিত করিবে সবারে।

মারিয়ানা। ইশাবেল, ইশাবেল, নতজামু হয়ে

কৃতজ্ঞলি রহ শুধু মোর পার্শ্বে আসি।

কোনো কথা বলিয়ো না—কোনো কথা নয়—

বলিতে যা হয়, আমি সে-কথা বলিব।

শুনি, সুধীজন কহে—মুনিজনে করে

মতিভ্রম—আমার স্বামীর হলো তাই।

ক্ষমা যহতের ধর্ম—মিলিবে না, হায়!

ইশাবেল, ইশাবেল—পাতিবে না জামু?

ডিউক। কুড়িয়োর প্রাণ লাগি এঞ্জেলোর প্রাণ।

ইশাবেলা। দয়াময় তুমি প্রভু, হয়ো না বিরূপ।

দণ্ডিত এ অভাগার পানে ছাখো চেয়ে—

এ যেন আমার তাই—মরণের মুখে।

ভায়ের বিচার যবে করিল এঞ্জেলো—

নিষ্ঠা ছিল অবিকল। আমায়ে দেখিয়া

বিভ্রম জাগিল মনে—তাই এ বিভ্রাট।

নিমেষের দৃষ্ট মোহ—করুন মার্জনা!

প্রাণে মারিয়ো না দেব, দাও বাঁচিবারে।

বিচারে আমার ভ্রাতা হারিয়েছে প্রাণ।

এঞ্জেলো প্রধান—তার এই আচরণ—

যুক্তি-বুদ্ধিহারা সে যে নিমেষের ভ্রম।

সে ভ্রম ভুলিয়া যাও, কর হে মার্জনা।

দৃষ্ট এ বাসনা—তার উদয়ের সাথে

মিলায়ে গিয়াছে পুনঃ। চিন্তার খেয়াল!

কারো ক্ষতি করে নাই সে দৃষ্ট বাসনা।

মারিয়ানা। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

ডিউক। ক্ষমা-যোগ্য নহে

তার এই অপরাধ। ওঠো তুমি নাগী।

আর এক কথা মোর পড়িয়াছে মনে।

প্রহরী, উত্তর দাও! কুড়িয়োর দণ্ড

যে-কণে নির্দিষ্ট ছিল—পূর্বাহ্নে তাহার

কেন তার দণ্ড হলো? কি তার উত্তর?

প্রহরী। এমনি আদেশ ছিল।

ডিউক।

বিশেষ আদেশ?

প্রহরী। বিধি-শিষ্ট নহে সে আদেশ প্রভু, কহি।

অমাত্যের অমুচর দিল সে আদেশ

ক্ষুদ্র পত্রিকায় লেখা।

ডিউক। সে আদেশ পালি'

করিয়াছ অপরাধ! পদচ্যুত তুমি।

কারা-কুঞ্জি রাখো হেথা।

প্রহরী।

ক্ষমা করো, প্রভু।

মনে ছিল অপরাধ, বুঝি নাই তাহা।

সে গ্লানি অন্তরে বহি—অমৃতপ্ত আমি।

মনে দ্বিধা জাগে প্রভু, আর-এক পাপ।

করি নাই—পালি নাই আর-এক আদেশ—

প্রাণদণ্ড লেখা ভাগ্যে, মারি নাই তারে।

কারা-গৃহে বাঁচিয়া সে আছে, প্রভু।

ডিউক। কি নাম তাহার?

প্রহরী।

বার্ণার্ডিন।

ডিউক। তারে না রাখিয়া যদি কুড়িয়োর প্রাণ

রাখিতে প্রহরি, তুমি! যাও, আনো তারে

—তারে চাহি...স্বচক্ষে দেখিব তারে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

এস্কেলাশ। দুঃখ হয়...বিচক্ষণ জ্ঞানী মতিমান

এঞ্জেলো, তাহার চিন্তে হেন মোহ জাগে।

বিচার-আগনে বসি প্রাণ লয়ে খেলা

নির্বিচারে খেলিয়াছে। এমন পতন।

এঞ্জেলো। সে পাপের গ্লানি-দাহে দহিছে অন্তর,

অমৃতাপে জীর্ণ মন—একান্ত কাতর।

ক্ষমা নয়।—মৃত্যু চাই—মৃত্যু আমি চাই।

মরণে জুড়াবে গ্লানি। মরণ বাক্যব।

হেন পাপ-আবরণে বাঁচিতে চাহি না।

বাঁচিতে অক্ষম আমি—অসহ যাতনা!

(বার্ণার্ডিন, বস্ত্রাবরণে মণ্ডিত কুড়িয়ো ও জুলিয়েতকে
লইয়া প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ)

ডিউক। কে বা সেই বার্নার্ডিন?

প্রহরী।

এই বার্নার্ডিন, প্রভু।

ডিউক। সাধু এক—এর কথা বলেছেন মোরে।

শোনো তুমি,—এ জীবনে শঙ্কা তব নাই,

সাধ নাই। সমতুল জীবন-মরণ।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যে, তুমি তাহা জানো।

পূর্ব সে দ্রুত তব করিহু মার্জনা।

ভালো হয়ো। ভ্রান্ত-পথে চলিয়ো না আর,

শুভ হবে। সুখী হবে। আচাধ্য কোথায়?

হিত-উপদেশে চিন্তা পূর্ণ কর এর।
তোমারে করিছ দান, এ দুর্ভাগা জীব!
কোন জন দেখি হেথা? বস্ত্র-আবরণে
আপনারে রেখেছে গোপন হেন! নাম?
প্রহরী। বন্দী। এর প্রাণদণ্ড হয়েছে নির্দেশ।
ইহারেও বাঁচিয়েছি—যেই ক্ষণে প্রভু,
ক্লোডিয়োর মৃত্যুকণ ছিল নিরুপিত—
না বাঁচালে হতভাগ্য হারাইত প্রাণ
ক্লোডিয়োর অনুরূপ।

(ক্লোডিয়োর আবরণ উন্মোচন করিল)
ডিউক। (ইশাবেলার প্রতি)

যদি এরে ভ্রাতৃগম হয় তব জ্ঞান—
তার পরিবর্তে এরে করিছ মার্জনা।
ভালো তুমি, বড় ভালো। হাতে দাও হাত—
বলো শুধু চারু ভাষে হইবে আমার।
ক্লোডিয়ো আমার ভাই—বরি স্মরণে!
কিন্তু পরে এই কথা—আরো কাজ আছে।
ক্লোডিয়ো বাঁচিয়া আছে—মরে নাই যদি
এঞ্জেলো পরাণ পাবে সুনিশ্চিত জেনো।
মনে হয়, দেখি চোখে নবীন কিরণ।
এঞ্জেলো, তোমার দুষ্ট অভিলাষ-বশে
মিলন মধুর হলো—দিব্য রমণীয়।
এ তোমার প্রিয়তমা—সুখে রেখো এরে।
তার সুখে তব সুখ—জীবনে জীবন।
সকল অহিত গ্লানি—হলো তার শেষ।

(লুশিয়োর প্রতি)

শুধু এই মৃতজন। কি বলিতে চাহো?
আমারে কহেছ মৃত, ভীক, কাপুরুষ।
কি এমন আচরণ করিয়াছি, কহো—
যার লাগি তোমো মোরে হেন মিষ্ট ভাষে?
লুশিয়ো। মাথায় ফন্দী জেগেছিল, মহারাজ, তাই
ও কথা বলেছিলাম। এর জন্ত ফাঁসি দিতে
হয়, দিন, কিন্তু মনে হয়—বা-কতক চাবুক
আমার পিঠে বসালে অধুনা হবেন না।
ডিউক। বিচার সে পরে—পূর্বে ফাঁসি-কাঠে চড়ো।
প্রহরী, ঘোষণা করো সর্বত্র নগরে—
কোনো নারী এর কাছে যদি অবহেলা
কখনো সহিয়া থাকে নির্মম আচার—
শুনিয়াছি অনুচর কিশোরী এক আছে,
গর্ভে তার পুত্র এক হয়েছে ইহার—
তাহারে আসিতে বলো—করিবে বিবাহ।

বিবাহ হইয়া গেলে—শাস্তি পাবে দুষ্ট—
পৃষ্ঠে শত কশাঘাত—পরে হবে ফাঁসি।
লুশিয়ো। দোহাই মহারাজ, একটা বেশার সঙ্গে
আমার বিয়ে দেবেন না। এখনি বলেছেন
আপনি—আমি আপনাকে রাজা করে দিয়েছি।
তার শোধ এমনভাবে দেবেন না মহারাজ।
দোহাই আপনার।

ডিউক। বিবাহ করিতে হবে সেই রমণীরে।
সর্ব নিন্দা-বাদ তব করিব মার্জনা।

যা কিছু দিয়াছি দণ্ড, সব ফিরে লবো।

লয়ে যাও কারাগারে এই দুষ্ট জনে;

আদেশ পালন করো এবে সর্ব ভিত্তে।

লুশিয়ো। বেশার সঙ্গে বিয়ে, মহারাজ।

ডিউক। রাজারে কাটব্য-কটু—যোগ্য প্রতিফল।

[লুশিয়োর সহিত কর্মচারিগণের প্রস্থান।

(ক্লোডিয়োর প্রতি) কুমারীর অপমান করিয়াছ তুমি,
কুমারীর পাণি এবে করহ গ্রহণ।

কুমারীরে তব করে করিছ অর্পণ।

মারিয়ানা হাসো, করো আনন্দ, বালিকা।

এঞ্জেলো, বাসিয়ে ভালো—মারিয়ানা তব।

আমি ভালো জানি এরে—পুণ্যময়ী সতী।

এস্কেলাশ প্রিয় বন্ধু, বহু দ্বন্দ্ববাদ—

তোমার সাধুতা-নিষ্ঠা—সে মোর গৌরব।

একান্ত কৃতজ্ঞ আমি; তবু তার পিছে

যা আছে, অন্তরে থাক—অন্তরের তাহা।

রক্ষী, লহ সাধুবাদ—সুযোগ্য প্রহরী—

সংবাদ-গোপনে নিষ্ঠা—নাহিক তুলনা।

উচ্চতর পদে তব হইবে নিয়োগ।

এঞ্জেলো, মার্জনা করো সেই অভাগারে—

ক্লোডিয়োর ছিন্ন শির বলি যে আনিল

রাগোজিন-ছিন্ন-শির তোমার সকাশে।

সকলের অপরাধ করিয়ো মার্জনা।

ইশাবেলা চারুকীলা—মনে সাধ আছে—

তোমার মঙ্গলে জেনো, আমার মঙ্গল।

যদি তব অনুমতি মিলে সেই সাথে—

যদি না আপত্তি তব থাকে মোর হতে—

আমার যা কিছু আছে—সে তোমার হোক।

তোমার যা কিছু, সব হউক আমার।

চলো রাজপুরী-নাথো—দেখিবে সকলে।

মঙ্গলে মঙ্গল আজ কিবা রমণীয়।

[সকলের প্রস্থান]

সিষেলিন্

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

শ্রীমৌরেন্দ্রমোহন যুথোপাধ্যায় অনূদিত

চরিত্র

সিষেলিন্	... ব্রিটেন-রাজ।	ফরাশী ভদ্রলোক	... ফিলারিয়োর বন্ধু।
ক্লোটেন	... রাণীর প্রথম স্বামীর ওরসজাত পুত্র।	কেয়াশ্, লুশিয়াস	... রোমান্ সেনাদলের অধ্যক্ষ।
লিওনেটাস্ পশ্চামাস্	... ইমোজেনের স্বামী।	জনৈক রোমান্ কাপ্তেন;	... দুজন ব্রিটিশ কাপ্তেন;
বেলারিয়াস	... নির্বাসিত অমাত্য; এখন ছদ্মনাম— মর্গান।	পিশানিয়ো	... পশ্চামাসের ভৃত্য।
		কর্লেনিয়াস	... বৈতু।
		দুজন ভদ্রলোক;	... দুজন কারাধ্যক্ষ;
		রাণী	... সিষেলিনের দ্বিতীয়া পত্নী
		ইমোজেন	... সিষেলিনের প্রথমা রাজ্যীয় গর্ভজাতা কন্যা
গিদেরিয়াস্	... সিষেলিনের পুত্রস্বয়—	হেলেন	... ইমোজেনের সখী
আরভিরেগাস্	... পালিডোর ও কডওয়েল ... নামে বেলারিয়াসের পুত্র ... বলিয়া পরিচিত।	অমাত্যগণ, পুরনারীগণ, রোমান অমাত্যগণ, ছায়া-মূর্তি, গণক, ডচ, ভদ্রলোক, স্পেনিশ ভদ্রলোক, বান্ধবগণ, কর্মচারীগণ, কাপ্তেনগণ, সৈন্তগণ, দূতগণ ও অপর অসুচরবর্গ।	
ফিলারিয়ো	... পশ্চামাসের বন্ধু	দৃশ্য-সংস্থান—ব্রিটেন; এবং ইতালী।	
আয়াকিনো	... ফিলারিয়োর বন্ধু		

সিবেলিন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বুটেন। সিবেলিনের প্রাসাদ-কানন

(দু'জন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

১ম ভদ্র। যার সাথে দেখা হয়, ফিরায় নয়ন।
তপ্ত রক্তধারা। যেন দেবতারে আজি
বিদ্রোহে ফুঁশিয়া চায়—না জানে সন্ধ্যা।
রাজ-সভাসদ বলে,—কিধা রাজা নিজে—
কারো পরে নাহি আজ এতটুকু প্রীতি!

২য় ভদ্র। হয়েছে কি?

১ম ভদ্র। কতটা তাঁর—এ রাজ্যের ভাবী মহারানী,—
চাহেন বিবাহ দিতে পুত্র সাথে রাজ্ঞী—
বিধবা সে এ-রাজ্যের মহারানী আজি।
বিধবা নারীরে রাজা বিবাহ করিয়া
রাজ্যসনে ঠাই দেন, করি মহারানী।
রাজকন্যা মানে নাই, শোনে নাই কথা;
আপনারে সমর্পণ করেছেন তিনি
দরিদ্র কিশোর হস্তে; যোগ্য পাত্র বটে,
মাছুষ হিসাবে যদি করহ বিচার।
জামাতারে নির্কাসিত করেছেন রাজা,—
কতারে বন্দি করি-কক্ষে। মান হুবে
ছেয়ে আছে সারা রাজ্য। রাজা ননু সুখী।

২য় ভদ্র। সুখী নন?

১ম ভদ্র। কতটা বিবাহিতা। জুড়া রাজ-রানী—
প্রথম পক্ষের পুত্র—রাজকন্যা সাথে
বিবাহে বাসনা তাঁর। বিবগ্ন কান্তর
সভাসদ; মুখে কিছু করে না প্রকাশ
রাজ-অসন্তোষ-ভয়ে; সত্যত ব্যাকুল
রাজার নয়নে হেরি ভাব-অভিনয়।

২য় ভদ্র। কেন, শুনি।

১ম ভদ্র। রাজকন্যা-হারি যেই জন
তার সে দুর্ভাগ্য, জেনে। পাইয়াছে যে-রা
(বিবাহে যে লভিয়াছে—শিষ্ট সেই জন—
বিবাহের ফলে কিন্তু নির্কাসিত আজি)

এ-তিন ভুবনে তার সমযোগ্য বর
মিলে কি না—আছয়ে সংশয় ঘোর, কহি।
বাহিরে দীনের বেশ—তবু মনে হয়,
সামান্য সে জন নয়!

২য় ভদ্র। অত্যাক্তি বচন।

১ম ভদ্র। অত্যাক্তি এ নয়, বন্ধু! সবিস্তারে যদি
তাঁর কথা বলিবারে পারিতাম আমি,
তবু সে-কথায় তাঁরে নারিব বুঝাতে।

২য় ভদ্র। কি নাম? জনম তাঁর কোন্ বংশে, জানো?

১ম ভদ্র। সঠিক জানি না কিছু। শুনিয়াছি তবে,

রোমানের সনে যেই যুদ্ধ হয়েছিল,
সে যুদ্ধে রোমানগণে তীব্র হানা দিয়া
লভিল গোরব সেই—নাম শিশিলাশ—
তাঁহারি তনয় যুবা। যুদ্ধ হলে শেষ
শিশিলাশ পেলো নব উপাধি ভূষণ—
'লিওনেটাশ'। শুনি, ছিল আরো পুত্র দুটি—
সমরে দিয়াছে প্রাণ—হাতে তরবারি।
পুত্রশোক বৃদ্ধ পিতা নারিল সহিতে—
পুত্র, পত্নী, গৃহ—সব গেল পরিহারি।
এ-যুবা অনাথ হলো। তাই মহারাজ
তাহারে আনিয়া হেথা করিল পালন
পুত্রস্নেহে; নাম তার দিল পশখামাস।
কাছে কাছে রাখি তাঁরে ভালো শিক্ষা দেন।
সে যুবা—তেমনি বুদ্ধি—শিখিল বিস্তর।
সভায় বসিল যুবা যেন শশধর—
লভিল সবার স্নেহ, শ্রদ্ধা, সমাদর।
কিশোর-দলের শ্রেষ্ঠ—দিব্য নিদর্শন,
বৃদ্ধের গোরব, জ্ঞান-গম্ভীর-জনের
স্নেহের দুলাল যেন! রাজ্ঞীও তাহার
কোনো অপরাধ কভু দেখে নাই চোখে।
তবু আজ নির্কাসিত হতভাগ্য যুবা
রানীর খেয়াল-বশে। অতি-দুঃস্থ রানী।

২য় ভদ্র। আমরা আগিছে শ্রদ্ধা শুনিয়া কাহিনী।

কিন্তু এক প্রশ্ন আছে, রাজার তনয়া—
রাজার তিনিই না হে একক সন্তান?

১ম ভদ্র। তাই বটে। রাজপুত্র ছিল দুই জন।

সে কথা শুনিতে চাও? শোনো, তবে বলি—

জ্যেষ্ঠের বয়স তিন—কনিষ্ঠ সে শিশু—
শয়ন-মন্দির হতে করে কে হরণ।
আজ্ঞা দুজন্য হায় মেলেনি সন্ধান—
হরণ করিল কেবা? কোথা আছে? কিবা
বৈচে আছে কি না, তা'ও কেহ নাহি জানে।

২য় ভদ্র। কতকাল হলো?

১ম ভদ্র। বিশ বর্ষ গত-প্রায়।

২য় ভদ্র। রাজার প্রাসাদ হতে রাজপুত্র চুরি।

শিথিল প্রহরা হেন! এতেক সন্ধান

রাজপুত্রে পাওয়া নাহি যায়।

১ম ভদ্র।

অতীব এ হাশ্বকর—তবু গত্য কথা।

২য় ভদ্র। অপ্রত্যয় করি নাকো।

১ম ভদ্র।

চুপ করে আছি।
আসে ওই রাজকন্যা, রাণী, পশথামাস।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব দৃশ্য

(রাণী, ইমোজেন ও পশথামাসের প্রবেশ)

রাণী। না, না, সত্য কহি,—মোরে ভাবিয়ো না তুমি
অগ্র বিমাতার মত বিষ-দৃষ্টি খরা
সপত্নী-কন্যারে! বন্দী তুমি কারাগারে—
কারা-চাষি জেনো কিন্তু দিবে হাতে তুলি
কারাধ্যক্ষ তব কারা-গৃহ-কক্ষটির।
আর তুমি পশথামাস, স্থির জেনো মনে,
বিরক্ত রাজার চিত্ত প্রশান্ত করিব
বুঝিয়ে বিচার-তর্কে। এ নহে সময়।
এখনো রোষের বহি জ্বলে তাঁর বকে।
তাই বলি,—কিছুকাল দূরে রহো তুমি
রাজদণ্ড নির্কাসন বহি নিজে শিরে—
অবিচল রহো ধৈর্য্যে!

পশথামাস।

তাই হবে মাতা।

আজ আমি যাবো রাজ্য ছাড়ি।

রাণী।

বিপদ বোঝো না তুমি।

দুজনে কাননে করো নিভৃত-আলাপ।

রাজা দিয়াছেন দণ্ড নির্মম কঠিন—

তবু আমি স্নেহ-বশে পারি না সহিতে

দুজন্য এই দুঃখ—চোখে জল আসে।

[প্রস্থান।]

ইমোজেন। ভাগময়ী নারী—মুখে মধুর বচন।

কৃত যথা—আরো তথা বিপুল আঘাত

এ দুষ্টা কৌশলে করে! হে আমার স্বামি,

পিতুরোষে শঙ্কা মানি; কিন্তু সেই রোষ

আমার কর্তব্য কভু নারিবে ভুলাতে।

কি করিতে পারে মোর? তবু যাও তুমি—

আমি হেথা রবো ঐ নয়নাগ্নি সহি।

সুখে থাকিব না, জানি—তবু মরিব না।

যে-মনি পেয়েছি—তাহা নারিবে হারাতে।

পশথামাস। ওগো রাণী—দেবী তুমি,

সর্বস্ব আমার।

মোছো অশ্রু—নহে আমি হইব বিকল,

পুরুষ-পৌরুষ কিছু রহিবে না চিতে।

চিরকাল রবো আমি প্রেমে মুগ্ধ তব,

তোমার প্রেমেতে রাখি' অটল নির্ভর।

তুমিও নির্ভর রেখো এমনি বিশ্বাসে।

রোমে আছে পিতৃ-বন্ধু নাম ফিলারিয়ে—

তাঁর পাশে তাঁর গৃহে কাটাইব দিন।

পত্রে মাত্র পরিচয়—আর নাহি জানি।

আমারে সেখায় তুমি পত্র লিখো রাণী।

তোমার সে লেখা হবে নন্দনের সুখা—

আমার নয়ন-মনে—পাইব আরাম।

(রাণীর পুনঃপ্রবেশ)

রাণী। ত্বরা করো। কথা শোনো। বিলম্ব হবে না।

রাজা যদি আসে,—হবে কত অসন্তোষ,

জানি না তা। (স্বগত) তাঁরে আমি সুনিশ্চিত
আনি

এই খানে। কভু কারো মন্দ করি নাই—

তবু যদি আচরণ মোর ব্যথা দেয়—

সে ব্যথার মূল্য আমি দিব ভালোমতে।

[প্রস্থান।]

পশথামাস। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন মোরা চাহি বাঁচিবারে।

সে দীর্ঘতা মাপি যদি বিদায়ের ক্ষণে

দীর্ঘ করি—বিদায় কেমনে লবো তবে!

ইমোজেন। ক্ষণকাল। ক্ষণেক অপেক্ষা করো আর।

বান্ধু-ভরে দূরে যদি চলে যাও তুমি,

এ বিদায়-ক্ষণ তবু অতি ক্ষণেকের!

শোনো নাথ,—এ অঙ্গুরী হীরক-খচিত

ছিল মার; হাতে রাখো যতদিন বাঁচি।

ইমোজেন মরে গেছে, কভু যদি শোনো,

বিবাহ করিবে পুনঃ যারে—ভারে দিয়ে।

তার পূর্বে এ অঙ্গুরী করিমো না ত্যাগ।

পশথামাস। এ কি কথা কহ প্রিয়ে, বিবাহ আবার
অন্ত এক রমণীয়ে! জ্ঞানেন দেবতা
এই চিত্ত!...এই অঙ্গুরীয় ধরি হাতে
তোমার পরশ-মাথা—কি মাধুরীময়!

(অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ধারণ)

রহো হেথা—প্রাণ মোর রহে যত দিন।

এখন প্রেরসি, অগ্নি অমৃতরূপিনি,
এ অঙ্গুরীয়—মনে যথা মন বিনিময়—

তেমনি এ অঙ্গুরীয় বিনিময়ে লহো

এ কঙ্কণ—প্রণয়ের হেম উপহার।

বর্মর-বাহুতে ধরো—এ আমার স্মৃতি!

না, না—মণি-বন্ধে আমি আপনি পরাই।

(ইমোজেনের মণিবন্ধে কঙ্কণ পরাইল)

ইমোজেন। হায় বিধি, কবে দেখা পাইব আবার।

(সিথেলিন ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

পশথামাস। এ কি! আসে মহারাজ!

সিথেলিন।

আরে দুষ্ট জীব,

যা রে, যা রে, চলে যা রে দৃষ্টি-পথ হতে!

এ আদেশ না মানিয়া রহিলে হেথায়

প্রাণ দিবি। চলে যা রে—হৃদয়ের বিব!

পশথামাস। দেবতা করুন রক্ষা তোমারে রাজন!

রাজ-সভাসদ সব হউক কল্যাণ!

আসি আমি।

[প্রস্থান।]

ইমোজেন।

এর চেয়ে নহে তীব্রতর

মরণ-যাতনা!

সিথেলিন।

বিশ্বাস-বাতিনী কত!

তুমি আনিয়াছ জরা এ আমার শিরে—

আমারে করেছো তুমি আরো জীর্ণ, বৃদ্ধ!

ইমোজেন। বুধা এ ভর্ৎসনা, পিতা—

বিধিবে না মোরে।

তব রোষ-বহিস্পর্শ লাগে না আমার।

যে-পরশ পাইয়াছি আমি সারা মনে,

যে পরশ সব দুঃখ-যাতনা ভুলায়,

সকল উদ্বেগ-ভয়।

সিথেলিন।

সকল ভুলায়!

জনকের স্নেহ-প্রীতি?

ইমোজেন।

নাহি প্রয়োজন।

সিথেলিন।

রাজ্যের তনয় সাথে হইলে বিবাহ

সর্ব-সুখে হইতিস স্মৃতি।

ইমোজেন।

সে দুর্ভাগ্য

ঘটে নাই—সে আমার স্মৃতি।

স্বামী মোর

নহে অমায়ুষ—মায়ুষ সে।

সিথেলিন।

অতি দীন

ভিত্তারী সে। মোর এই পুণ্য-রাজ্যমনে
নাহি তার স্থান।

ইমোজেন।

হলে—দীপ্ত হতো রাজ্যমণ্ডল।

সিথেলিন। নির্লজ্জা প্রগল্ভা তুই!

ইমোজেন।

শোনো পিতা,

পশথামাসে বরিয়াছি—সে তোমার গুণে!

শৈশব হইতে তারে করে দেছ সাথী—

খেলা-ধূলা হাসি-গল্প—সব তার মনে।

কিশোর। কিশোরী আমি গুণ-মুগ্ধ তার!

সিথেলিন।

উন্মাদ হইলি, দেখি!

ইমোজেন।

উন্মাদ নিশ্চয়!

ভগবান, ভগবান, রাজগৃহে মোরে

রাজকন্ডা করে' হায় কেন যে পাঠালে!

দরিদ্র রাখাল যদি হতো পিতা মোর—

পশথামাস হতো যদি রাখাল-তনয়,

আমাদের প্রতিবাসী!

সিথেলিন।

নির্বোধ বিমূঢ় বাল্য!

(রাণীর পুনঃপ্রবেশ)

(রাণীর প্রতি) এক সাথে—

এক সাথে ছিল দুই জনে

আমার নিষেধ ঠেলি এখানে আবার!

হেলা করিয়াছ রাণী আমার আদেশ!

যাও, এরে নিয়ে যাও—রাখো বন্দী করি।

রাণী। ধৈর্য ধরো মহারাজ—মিনতি আমার!

আদরিণী কত মোর, হয়ো না চঞ্চল!

মহারাজ, যাও তুমি। বুঝাবো কতারে।

ভয় নাই। বুদ্ধি আছে—এখনি বুঝিবে।

সিথেলিন। কি বলিব। যেই জ্বালা

আমার অন্তরে,

সে জ্বালা উহার হোক! সারাতা জীবন

এই মূঢ় কর্মফল করুক সন্তোষ।

(সিথেলিন ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

(পিশানিয়োর প্রবেশ)

রাণী।

স্থির হও! শোনো কথা।

হেথা ভৃত্য তব।

কি সংবাদ?

পিশানিয়ো।

পুত্র তব প্রভুরে আমার

করেছিল আক্রমণ।

রাণী।

তার পরে? বলো।

পিশানিয়ো। আপনার তনয়ের সমূহ বিপদ—

পাইয়াছে খুব রক্ষা! আমার মনিব
হেলা ভরে খেলা-ছলে করে তাহা রোধ।
তবু তব নয়নের কত সে ছন্দার—
পাঁচ জনে আসি কষ্টে সরায় তাহারে।
রাগী। কিছু হয় নাই তবে। বাঁচিলাম শুনি।
ইমোজেন। পুত্র তব আমার পিতার বন্ধু, জানি—
সর্ব্বার্থে পিতৃপক্ষ লইয়া সে আছে!
অস্ত্র হানে। প্রাণে দেখি প্রচণ্ড সাহস!
ইচ্ছা হয়, এ বিরোধ ঘটলে সমুখে
নিজে নখ দিয়া দৃষ্টে আমি বিঁধিতাম।
তোমার প্রভুরে ছাড়ি কেন তুমি এলে?
পিশানিয়ো। তাঁহার আদেশে, দেবি।

বলিলেন তিনি,

তাঁর সাথে যাইবার নাহি প্রয়োজন।
এখানে রহিব আমি আপনার কাছে;
যেমন আদেশ দিবে, করিব পালন।
রাগী। বিশ্বাসী এ-জন। এরে কাছে রাখো বৎসে,
পরম বিশ্বাসে তব আদেশ পালিবে।
পিশানিয়ো। মহারাণি, দীন ভৃত্য করিছে প্রণাম।
রাগী। দূরে যাও ক্ষণ-তরে।
ইমোজেন। পরে এসো, কথা হবে। প্রভুর নিকটে
বার্তা আছে; লয়ে যাবে। অন্তরালে রহ।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

(ক্লোটেন ও দুই জন অমুচরের প্রবেশ)

১ম অমু। জামাটা বদলান্ হজুর। যে রকম
তোড়ে যুদ্ধ চলেছিল—মনে হলো, বুঝি বা,
বলিদান হয়ে গেলেন। কি জানেন—বাতাস
যেমন বাইরে যায়, তেমনি আবার ভিতরেও সে
আসে। অর্থাৎ আপনি ধা করেছিলেন, তা—
হেঁ হেঁ হেঁ...

ক্লোটেন। জামায় যদি খোঁচা লাগতো, কিম্বা রক্ত
লাগতো—তাহলে জামা বদলাতেন!—চোটটা
ওকে খুব দিয়েছিলেম...না?

২য় অমু। (স্বগত) হঁ, খুব চোট!...তিনি এক
তিল টলেননি।

১ম অমু। চোট? সে-চোটে যদি সে না মরে থাকে
তো জানবেন হজুর, চোট খাবার আগেই সে

২য়—৩৪

ভয়ে মরে ভূত হয়ে ছিল! না হয়, তার গা
ইস্পাতে তৈরী!

২য় অমু। (স্বগত) সে-ইস্পাতে ধার ভারী!
ক্লোটেন। আমার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারবে
কেন?

২য় অমু। (স্বগত) না:—তাই তোমার দিকে
মুখ করে সে ভেড়ে পালিয়ে এলো!

১ম অমু। আপনার সঙ্গে পাল্লা! আপনার পায়ের
নীচে দেবার জমি—সরে সে আরো খানিক
জায়গা করে দিলে—আপনার খুসী হয়, শুভে
পারবেন বলে!

২য় অমু। (স্বগত) ঠিক কথা...বাটা কুস্তা!

ক্লোটেন। কেন যে পাঁচ জন লোক এসে দাঁড়ালো
মারখানে! হুঁ! সব দিলে মাটী করে।

২য় অমু। (স্বগত) ভাগ্যে এসেছিল! নাহলে
তুমি সেই মাটীতে পড়ে জমি মাপতে!

ক্লোটেন। অথচ রাজকথা চান ওঁকে—আমায়
ছেড়ে!

২য় অমু। (স্বগত) ঠিক লোকটিকে বেছে নেওয়া যদি
পাপ হয়, তাহলে রাজকথার কপালে নরক
আছে, নিশ্চয়।

১ম অমু। বলেছি তো হজুর—রাজকথার আছে
শুধু ঐ রূপ—ঘটে বুদ্ধি এক তিল নেই। দেখতে
বেশ খাশা—কিন্তু ঐ যা বললেম বুদ্ধি নেই
এক ছটাক!

২য় অমু। (স্বগত) শালুক চিনেছেন গোপাল
ঠাকুর!

ক্লোটেন। আমি এখন চললেম বিশ্রাম করতে।
হারে, বেশ খানিকটা যদি চোট লাগতো!

২য় অমু। (স্বগত) ভাগ্যে লাগেনি। লাগলেই বা কি
হতো—একটা নিরেট আহাম্মক কেটে মরতো!
নিরেটের চোটে লাভ কি! লোকসানই বা কি!

ক্লোটেন। আসবে আমার সঙ্গে?

১ম অমু। নিশ্চয় আসবো, হজুর!

ক্লোটেন। এসো। তিন জনে একসঙ্গে যাই।

২য় অমু। বহৎ আচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

(ইমোজেন ও পিশানিয়োর প্রবেশ)

ইমোজেন। সাগর-পারের হাওয়া কেন নাহি হলে?
 তরণীর পালে পালে কত কথা তাঁর
 নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশি' ওঠে উৎসরিয়া—
 জানিতে সকলি তবে! প্রতি বাক্য লাগি
 প্রাণ মোর কি আকুল, কেমনে বুঝিবে!
 ...বলো, বলো শেষ কথা তোমার প্রভুর।
 পিশানিয়ো। কণ্ঠে শুধু এক বাণী—“রাণী”,
 “মোর রাণী”!

ইমোজেন। তার পরে নাড়িল রুমাল?
 পিশানিয়ো। চুপি সেকুমালে।
 ইমোজেন। জ্ঞানহারি অচেতন রুমাল-বসন—
 মোর চেয়ে তার ভাগ্য বড়!...তার পরে?
 পিশানিয়ো। জাহাজ ভাসিয়া যায়—

তীরে আমি স্থির—

তার পানে হ'চোখের দৃষ্টি—চিত্রে আঁকা।
 জাহাজে কত সে লোক তাহাদের মাঝে
 প্রভুরে যতেক কাল দেখিছ আভাসে—
 দাঁড়ায়ে পুতলি-প্রায় থির অবচল—
 কভু হাতে টুপি নাড়ে, কখনো রুমাল—
 কভু গতিহীন! বেশ বুঝিলাম তায়—
 মন প্রাণ কিছু নাই—রেখে গেছে হেথা—
 শুধু দেহখানা যায় তরণীর 'পরে।

ইমোজেন। যতক্ষণ দেখা যায়—ছিলেন এমনি?
 পিশানিয়ো। তাই, দেবি।

ইমোজেন। হায়, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি নর, হায়!

দূরত্বের ব্যবধানে আপনা হারায়।
 চির-প্রীতিময় জন, চির-পরিচিত
 কোথা চলে যায়—চোখে রাখিয়া শূন্যতা।
 কিন্তু ভালো কথা,—কবে পত্র তাঁর পাবো?
 পিশানিয়ো। যখন সুবিধা হবে, লিখিবেন লিপি;
 তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকো।

ইমোজেন। বিদায় বাগিয়া
 বিদায়ের বেলা হায় বিদায়-সম্ভাষ
 কোথা হলো। মনে মোর কত কথা ছিল—
 একটি হলো না বলা। কত কথা মনে।
 ভেবেছিছ, দূরে গেলে কি কথা ভাবিব,
 সে কথা শুনাবো তাঁরে। তাঁর চিন্তা-ধ্যানে
 আয়ার গ্রহর-দিন কেমনে কাটিবে।

ভয় হয়—ইতালী-রূপসী যদি রূপে
 বিমুগ্ধ করিতে চায়। যেন ভোলে নাকো।
 ভেবেছিছ, বলে রাখি, সকালে-সন্ধ্যায়,
 দিবা দ্বিপ্রহরে—কিন্তু সকল সময়ে
 আমারে স্মরিয়া যেন আকাশেতে চায়—
 আমি চেয়ে রবো ওই আকাশের পানে
 জাগ্রত কালের মোর পল-অনুপল।
 ভেবেছিছ—অধরের দুটি মাত্র বাণী
 চূরন-অমৃতে ভরি ঢালিব অধরে।
 সে আশা বিফল হলো—হৃর্তাগিনী আমি।
 পিতা আসি দিল দেখা। শীতের বাতাস—
 তার সম তীব্র রুচ পুরুষ পরশে
 বারে গেল হায়, মোর আশার কুসুম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। রাজকত্তা, মহারানী দর্শন চান।
 ইমোজেন। পাঠাতে বলেছি যাঁহা, দাও পাঠাইয়া।
 শোনো পিশানিয়ো, চলো শুনি কি বলেন।
 পিশানিয়ো। চলো মহারানী, এখনি পালিব আজ্ঞা।
 [সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

রোয়—ফিলারিয়োর গৃহ-কক্ষ

(ফিলারিয়ো, আয়াকিমো, জর্নৈক ফরান্সী,
 ডচ ও স্প্যানিয়ার্ডের প্রবেশ)

আয়াকিমো। বিশ্বাস করো, তাকে আমি ব্রিটেনে
 দেখেছি। খাটী মাল। তাতে অনেক কিছু গড়া
 যেতে পারে, ভাবতেম। তারিফও করেছি—
 তাও আগাগোড়া তার পরিচয় না জেনে।
 ফিলারিয়ো। তখন তবু কি-বা সে ছিল। অবশ্য
 এগনকার তুলনায়।
 ফরান্সী। ফ্রান্সে আমি দেখেছি। তার পানে চেয়ে
 থাকতেম আমরা—স্বর্ঘ্যের পানে মানুষ যেমন
 চেয়ে দেখে, তেমনি ভাবে। চোখ বালুসে যেতো।
 আয়াকিমো। কিন্তু এই রাজ-কত্তার সঙ্গে বিয়ে।
 রাজকত্তার মনের দাম আছে খুব নিশ্চয়—
 তাই। নাহলে...
 ফরান্সী। তার ফলে তো এই নিকরাসন।
 আয়াকিমো। মোক্কা, এখানে আসচে যে! তোমার
 সঙ্গে বাস করতে?...তোমাদের আলাপ হলো
 কোথায়?

ফিলারিয়ো। ওর বাবা আর আমি—দুজনে এক-
সঙ্গে এককালে ফৌজ লড়েছি। দুজনে খুব
ভাব ছিল। ঐ সে আসছে। তোমরা বেশ
ভদ্র ব্যবহার করো ওর সঙ্গে।

(পশথামাসের প্রবেশ)

ঐর সঙ্গে আলাপ করো সকলে। বড় ঘরের
ছেলে। নিজেও খুব উঁচু ঘরের লোক। ও কত
ভালো, কত বড়, তা আমি কথায় বলতে
চাইনে—আলাপে তোমরা সে পরিচয় পাবে।
ফরাশী। আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ
হয় অগ্নিসে।

পশথামাস। আপনার প্রীতির ঋণে আমি ঋণী
আছি সেই অবধি।

ফরাশী। এ আপনার অত্যাক্তি। আমি যা
করেছিলাম, মানুষ মাত্রেই তা করা
কর্তব্য।

পশথামাস। আমি তখন সামান্য একজন পখিক—
অল্প বয়স...লোকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে।...কিন্তু
বিবাদ যা বাধলো, তার হেতু নেহাৎ তুচ্ছ
ছিল না।

ফরাশী। সে তর্কের মীমাংসা তা বলে তলোয়ারের
ডগায়! দুজনের মধ্যে একজন চোট খেতেমই
—কিন্তু দুজনেই হয়তো প্রাণে মারা যেতেম।

আয়াকিমো। জিজ্ঞাসা করতে পারি—কি নিয়ে
এমন তর্ক উঠেছিল?

ফরাশী। নিশ্চয়। তর্ক এমন কিছু কথা নিয়ে নয়।
খুব মামুলি—তা অগ্রাহ্য করা চলে! কাল
রাত্রে যে তর্ক চলছিল, ঠিক তার জুড়ি।
মেয়েদের কথা হচ্ছিল না? সেখানেও তাই।
ইনি বলছিলেন, নারী-জাতটা স্বভাবতই ভালো
...তার উপর তিনি বললেন,—ওঁর স্ত্রী যিনি—
তঁার গুণের তুলনা নেই—তিনি সকলের উর্দে।
যেমন সতী, তেমনি স্নন্দরী; তেমনি পুণ্যবতী;
তেমনি রূপবতী। কারো সাধ্য নেই, তাঁকে
কোনো প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে পারে। ফরাশী
মেয়েরা তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নয়।

আয়াকিমো। সে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় আজ বেঁচে নেই
—থাকলে উনি এমন কথা বলতেন না।

পশথামাস। বেঁচে আছেন এবং তাঁর প্রেম, পুণ্য,
ধর্ম—আমার চিত্ত-নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ।

আয়াকিমো। ইতালীর মেয়েদের চেয়ে তিনি ভালো,
এমন কথা বলবেন না।

পশথামাস। তুলনার কথা আমি তুলবো না।—
আমি তাঁকে পূজা করি।

আয়াকিমো। তাঁকে দেখিনি—তাঁকে জানি না—
তবু আপনার আংটিতে ঐ হীরের যে জেল্লা
দেখিচি—আপনি যদি বলেন, এমন জেল্লাদার
হীরে দুনিয়ায় আর নেই—সে কথা আমি স্বীকার
করতে পারবো না। কারণ, দুনিয়ার খুব জেল্লা-
দার হীরে চোখে দেখিনি! তেমনি আপনার
প্রেমসীকে যখন আমি দেখিনি, তখন তাঁর
স্বয়ং আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গ্রহণ করতে
পারছি না।

পশথামাস। আমার এ আংটির হীরে—আমি
বলবো, এ হীরের তুলনা নেই। দুনিয়ার সব
হীরের সেরা হীরে যেমন এখানি, তেমনি আমার
প্রিয়াও নারী-রত্ন।

আয়াকিমো। দুনিয়ার সেরা নারী?

পশথামাস। নিশ্চয়।

আয়াকিমো। সে নারী বেঁচে নেই—যিনি এমন
অতুলনা। নয় তাঁর নিষ্ঠা কিনতে হলে একটু
চড়া দাম দিতে হয়।

পশথামাস। দাম দিয়ে এ রত্ন কেনা যায় না।
এ রত্ন বিধাতার প্রসাদ।

আয়াকিমো। সে প্রসাদ দেবতার কাছে পেয়েছেন
আপনি?

পশথামাস। তাই। এবং এ প্রসাদ আমি শিরোধার্য
করে রাখবো সারা জীবন-ভরে।

আয়াকিমো। মাথায় রাখুন বা যেখানেই রাখুন—
ক্ষেতে কোথা থেকে পদ্মপাল এসে পড়ে, কেউ
জানতে পারে না। আপনার ঐ আংটি—ও
আংটি যেমন যে-সে চুরি করতে পারে, তেমনি
আপনার প্রিয়ার দেহ-মনও চুরি যেতে পারে।
চতুর চোর দুটি জিনিষই অনায়াসে চুরি করতে
পারে।

পশথামাস। আপনাদের ইতালীতে এমন শক্তি কারো
নেই যে, আনার প্রিয়ার চিত্ত হরণ করবে! এ
মূল্যকে চোর আছে বিস্তর—মানি। কিন্তু
আমার প্রিয়া কিনা এই আংটি—এ দুটি জিনিষ
হরণ করবে, এমন শক্তি এখানকার কোনো
চোরের নেই।

ফিলারিয়ো। এ আলোচনা এইখানে বন্ধ থাক।

পশথামাস। থাক!...ইনি কথা তুললেন, তাই। ঐর
সঙ্গে কোথায় যেন পরিচয় হয়েছিল—অচেনা
নন।

আয়াকিমো। কথার পিঠে কথা বলছি, আপনার
প্রেরণার চিত্ত—এই আমিই ভয় করতে পারি
—যদি কথা কবার তেমন সুযোগ কখনো
মেলে।

পশথামাস্। অসম্ভব।

আয়াকিমো। ক্ষমা করবেন। আমি বাজি রাখতে
রাজি—আমার অর্ধেক সম্পত্তি। শুধু আপনার
প্রিয়া কেন—দুনিয়ার সকল প্রিয়ের মন হরণ
করবার বিভা-বুদ্ধি আমার জানা আছে—এ
কথা জোর-গলায় বলতে পারি।

পশথামাস্। নারীর মনের কোনো ভদ্রই আপনি
জানেন না।

আয়াকিমো। নারীর মন।

পশথামাস্। তাই। এ-দর্পে আপনার লজ্জিত
হওয়া উচিত। নারীর উপর এত বড় অসম্ম—
শাস্তির যোগ্য।

ফিনারিয়ো। বাদাম্বাদ যথেষ্ট হয়েছে। হঠাৎ
এত বড় তর্ক। যেখানে এ তর্কের জন্ম—সেই-
খানেই এর সমাধি হোক। অত কথাবার্তা
কও।

আয়াকিমো। মানে, আমি যা বলেছি, তা সত্য।
এ যদি প্রমাণ করতে না পারি, আমার সমস্ত
সম্পত্তি আমি পণে হারবো—বাজি।

পশথামাস্। কোন্ নারীকে দিয়ে এ তব প্রমাণ
করতে চান আপনি?

আয়াকিমো। আপনার প্রিয়াকে দিয়ে। ষাঁচ নিষ্ঠা
আপনি বলছেন হুঁজু, নিরাপদ! শুধু তাঁর
কাছে পৌঁছতে পারি, এমন ব্যবস্থা আপনি করে
দিন। প্রমাণ আপনার চোখের সামনে এনে
ধরে দেবো।

পশথামাস্। এ আংটি আমি হারবো। বেশ,
বাজি। এই আংটি আপনাকে দেবো। এটি
দেখালে আমার প্রিয়া অসঙ্কোচে বন্ধুভাবে
আপনাকে গ্রহণ করবেন।

আয়াকিমো। আমিও প্রমাণ আনবো। আপনি
শুধু ব্যবস্থা করে দিন—অসঙ্কোচে আমার
সঙ্গে যেন তিনি আলাপ করেন।

পশথামাস্। তাই হবে। যদি প্রমাণ দিতে
পারেন, আমার আপনার বন্ধু বলে জানবেন।
যদি না পারেন, তাহলে জানবেন, আমি
আপনার পরম শত্রু এবং এই অসম্মের জন্ত
তলোয়ারের আঘাতে আপনাকে শাস্তি নিতে
হবে।

আয়াকিমো। হাতে হাত দিন—চুক্তি—হলো।
কথাবার্তা কয়ে আমি বুটেনে যাবো। লেখাপড়া
করবো—ভূঁজনের যা মর্ত্ত। তাতে সছি করা
চাই।

পশথামাস্। এ সর্ভে রাজী আছি।

[পশথামাস্ ও আয়াকিমোর গ্রন্থান।

ফরাসী। এ পণ সত্যই ওরা শিরোধার্য করবে না
কি?

ফিনারিয়ো। আয়াকিমোর পণ টলবার নয়।
এসো, দেখি, কি হয়।

উভয়ের গ্রন্থান।

যষ্ঠ দৃশ্য

বুটেন। লিখে লিখেনের প্রসাদ-কক্ষ

(রাণী, পরিচারিকাগণ ও কর্ণেলিয়াসের প্রবেশ)

রাণী। শিশিরে থাকিতে সিক্ত তোলা ফুলদলে।
করো স্বরা। নির্দেশ দিয়াছি কারে?

১ম পরি। দেবি।

রাণী। যাও তবে। (পরিচারিকার গ্রন্থান) ওষধি
এনেছো তুমি বৈজ্ঞ?

কর্ণেলিয়াস। আনিয়াছি দেবি। অভীষ্ট ওষধি এই।

(দ্রুত পেটিকা দিল)

কিন্তু এ মিনতি মোর—কর্তব্য। দারুণ
উগ্র এই বিষ,—নিশ্চিত মরণ এতে।

কালকূট আদেশিলে কোন্ প্রয়োজনে?

রাণী। এ প্রশ্নে বিশ্বাস মোর লাগে বৈজ্ঞরাজ।

এ বিভা সাধনা করি দীর্ঘ-কাল ধরি।

জানো নাকি গন্ধ-বারি করি যে রচনা।

কত ক্রিয়া,—শোধন, গলন আদি ইথে।

নিজে মহারাজ—আনন্দ ইহাতে পান।

ওষধির গুণাগুণ—করি সে নিরীখ।

উগ্র এ বিষের ক্রিয়া নীচ পশু'পরে

পরীক্ষা করিব—তার কিবা ফল ঘটে।

অপর ওষধি জানি—দেখিব তা লয়ে

নষ্ট জীব প্রাণ পুনঃ দিতে পারি কি না।

এমনি করিয়া নিত্য নব-নব জ্ঞানে

হয়তো মরণ ক্রমে হবে বিদূরিত।

কর্ণেলিয়াস। কিন্তু দেবি, স্বভাব-কোমল তব মন।

উগ্র বিষ-ফলে নীচ পশুর যাতনা

মর্মান্তিক হবে।

ও-বিষে দেবীর যেন অনিষ্ট না ঘটে।
বড় সাবধানে বিষ করিবে ব্যাভার।
রাণী। ভয় নাই। রহো বৈজ্ঞান-বিহীন।

(পিশানিয়োর প্রবেশ)

(স্বগত) মুখে মধু—তুষ্ট করে। আসে তুষ্ট জন।
এরি' পরে এ বিষের প্রথম পরীক্ষা।
বড় প্রভু-ভক্ত তুষ্ট—পুত্রের অরাতি !
...কি সংবাদ পিশানিয়ো ? এসো বৈজ্ঞানরাজ,
প্রয়োজন নাহি আর। যাও, যথা ইচ্ছা।
কর্ণেলিয়াস। (স্বগত :) সংশয় জাগিল মনে !
তাই এই বিষ

দিয়াছি এমন—প্রাণ হবে না কো নাশ।
রাণী। (পিশানিয়োর প্রতি) কথা শোনো...
কর্ণেলিয়াস। (স্বগত) তুষ্ট নারী চোখের বালাই !
বিষ লয়ে এই খেলা—এ তো ভালো নয় !
জানি যে রাণীর মন স্বার্থ-বিষে ভরা—
কি খল, কপট কত। হাতে বিষ দিয়া
তোমাতে বিশ্বাস নারী, করি না কখনো।
এ বিষে নিস্তেজ আঁখি, কর্তৃ বাকী-হারা—
চেতনা ক্ষণেক লুপ্ত—এই শুধু হবে ;
তার বেশী কিছু নয়। কুকুর-মার্জার
প্রথমে পরীক্ষা করি হইবে প্রত্যয়—
তার পরে উচ্চ প্রাণী—চালাবে মানবে।
যুঝেচি বাসনা তব। কিন্তু ভয় নাই।
মৃত্যু-ঘন নীলিমায় ঘিরিবে শরীর।
প্রাণহীন দেহ মনে হইবে ধারণা—
চেতনা ক্ষণেক বন্ধী বিদ্রম বন্ধনে।
তোমাতে বঞ্চনা করি—তুষ্ট নারী তুমি—
বাসনা সে যাই থাক, হবে তা নিষ্ফল।
রাণী। যাও বৈজ্ঞান, আপাততঃ নাহি প্রয়োজন।
প্রয়োজনে ডাকিব আবার।
কর্ণেলিয়াস। আসি দেবি।

[প্রস্থান।]

রাণী। এখনো নয়নে অশ্রু—বলিছ না তুমি।
কালে অশ্রু শুকাবে না—বুঝিবে না তবে
এ মৃত্যু। কি ভব ধারণা ? বলো মোরে।
কত্নারে বুঝাও তুমি ! মোর পুত্র'পরে
কত্নার মানস হলে রাগমুগ্ধ, প্রীত—
ভৃত্য তুমি রহিবে না। তোমার প্রভুর
সমতুল্য জন হবে—সম্মানে সম্পদে।
কিধা তার চেয়ে বড়। নির্বাসিত প্রভু
এ রাজ্যে কখনো জেনো, ফিরিবে না আর

দাস্ত্র বাবে, দৈন্ত্র বাবে—মনে রেখো কথা।
আমার আদেশ শোনে, হইবে মঙ্গল।
প্রভু তব নির্বাসিত—কি দিবে তোমায়ে ?
বন্ধুহীন বিপন্ন সে, অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত।
তার' পরে কিগের নির্ভর রাখো আর ?
বলো, কি করিবে সে-বা ? কি করিতে পারে ?

(রাণীর হাত হইতে পেটিকা পড়িয়া গেল ;
পিশানিয়ো কুড়াইয়া লইল)

এ বস্ত্র—জানো না কি-বা। বেশ, লহ তুমি।
অপূর্ব ওষধি এক করেছি রচনা
নিজ-হস্তে। এর গুণে জানো, পঞ্চ বার
দারুণ পীড়ায় রাজা ফিরে পেলো প্রাণ।
অতুল অমৃত, যেন নন্দনের সুধা।
লহো তুমি, কাছে রাখো, হইবে কুশল।
কত্নারে বুঝায়ে বলো যে-দশা তাহার—
এ তার স্বকৃত-কর্ম্মে। বুঝে আঁখো নিজে,
কি তোমার লাভ হবে, কি মহা সম্পদ,
তোমার প্রভুর'পরে হতে চিত্ত তার
মোর পুত্র'পরে যদি করো অমুরাগী—
সম্মান সম্পদ পাবে—দাস্ত্র বাবে ঘৃণে।
মোর পুত্র—তোমাতে সে করিবে বান্ধব !
দাস তুমি, রাজ-জামাতার বন্ধু হবে !
মনে রেখো। ভেবে দেখো। দুর্লভ সম্পদ।
রাজ্যেরে কহিব আমি—যাহা তুমি চাও,
এ তোমার সাধনার যেই পুরস্কার—
মিলাবো নিশ্চিত তাহা, কহি অকপটে।
যাও এবে। ডেকে দাও পরিচারিকারে।
বাক্য মোর বুঝে দেখো—ভাল করে বুঝো।

[পিশানিয়োর প্রস্থান।]

তুষ্ট ভৃত্য। বড় ধূর্ত, শঠ-শিরোমণি।
অবিচল—যত লোভ যে-ভাবে দেখাই।
প্রভুভক্ত নীচ দাস—প্রভুর বাহন।
রাজকথা সমাদর করে স্মৃতি-সম
প্রণয়-পাগল দীন স্বামীর তাহার।
যে সামগ্রী দিছি আজ, যে কথা বলিয়া—
প্রভুর পত্নীরে তাহা দিবে স্নানিচ্চিত।
—শ্রান্ত চিত্ত, দুঃখ-ভার ঘুচাবারে তার—
নব স্বাস্থ্যে ভরিতারে প্রভু-রমণীরে।

(পিশানিয়ো ও পরিচারিকাগণের পুনঃপ্রবেশ)

এই যে—অনেক ফুল। কি চমৎকার।
ভায়োলেট, কোশলিপ, তাজা প্রিমরোজ—

নিয়ে যা আমার কক্ষে।—এসো পিশানিয়ো,
বলেছি যা, ভেবে দেখো।

[রাণী ও পরিচারিকার প্রস্থান।

পিশানিয়ো।

ভাবির নিশ্চয়।

প্রভুর বিশ্বাসভঙ্গ-কল্লন-উদয়ে

যেন যোর হয় মৃত্যু। এ ছাড়া বুঝি না,

কি যোর বাসনা আছে, ওগো রাজ্যরাণি।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

প্রাসাদের অপর কক্ষ

(ইমোজেনের প্রবেশ)

ইমোজেন। নির্ধম জনক—বিমাতা কাপট্যময়ী!
বিবাহিতা কামিনীরে মুখে করে স্ততি!
নির্কাসিত স্বামী! ওগো, ওগো প্রিয় স্বামী—
আমার চরম দুঃখ,—অসহ্য বচন
বেদনার কাঁটা দিয়া চিত্ত বিদ্ধ করে!
এর চেয়ে দম্য যদি করিত হরণ
সোদর-স্বয়ের সম—সে যে ভালো ছিল!
এর চেয়ে কত সুখে তারা আজ সুখী,
অতি দীন, পত্র-জীর্ণ কুটীরেতে বাস!
নাহি স্বন্দ, কোলাহল, বিরোধ-বিদ্বেষ!
কে আসে এ? ভালো জ্ঞান!

(পিশানিয়ো ও আয়াকিমোর প্রবেশ)

পিশানিয়ো।

রোম হতে এই

আসিয়াছে হেথা ভদ্র, প্রভুর বান্ধব।

পত্র আনিয়াছে; তাহে প্রভুর বারতা।

আয়াকিমো। করুণ-কাতর মুখ!

কোনো চিন্তা নাই।

স্বামীর কুশল, জেনো। এই তাঁর পত্র।

(পত্র দান)

ইমোজেন। স্বাগত বান্ধব! লহ যোর নমস্কার।

আয়াকিমো। অপূর্ব সুন্দরী বটে! মানস-মোহিনী!

চিত্ত হলে এমন সুন্দর,—মানি ভয়,

তর্কে হবে পরাজয়। কিন্তু না, সাহস!

ওরে মন, নৈরাশ্রে আকুল নাহি হোস্—

চিন্তে যোর দৃঢ় হোক অকুণ্ঠা, সাহস!

নহে পরাজয়-কালি মাখিবার আগে

হেথা হতে পলায়ন শ্রেয়।

ইমোজেন। (পত্রপাঠ) “ইনি খুব সম্ভ্রান্ত সুন্দর।

এঁর স্নেহ-ধানে আমি আবদ্ধ আছি। এঁর

সম্মানমর্যাদা তুমি রক্ষা করিবে; কোনরূপ

অমর্যাদা না হয়। এঁর সম্মানে আমার সম্মান

জানিবে। লিওনেটাশ।”

উচ্চকণ্ঠ নয়।

যে-লেখা বহিয়া আনে এই ক্ষুদ্র লিপি—

সমগ্র হৃদয় তাহে ছাপাইয়া ওঠে।

এত কৃপা! এত স্নেহ! এ যোর সম্পদ!

হে প্রিয়! হে প্রিয় যোর!...স্বাগত সুজন!

কি বলিয়া সম্ভাষিব, বাক্য নাহি জানি।

সেবায় নেহারো যদি কোনো ক্রটি যোর—

জানিয়ো, সে ক্রটি নয়—উচ্ছ্বাসে ভুলিয়া

তাহা করিয়াছি; যোর ইচ্ছাকৃত নয়!

আয়াকিমো। কৃতার্থ হলেম আমি, জানিয়ো সুন্দরি!

পুরুষ উন্মাদ সত্য। বিধি-দত্ত আঁখি—

সেই আঁখি দিয়া নাকি প্রত্যক্ষ সে করে

কি সবুজ তুণে ছাওয়া বিশাল পৃথিবী—

কত স্নিগ্ধ, প্রাণারাম! কত গিরি বন—

বিশাল সাগর কত—বসন্ত মাধুরী—

ও-দেহ তরিয়া আছে চারু-সুসমায়া।

হেন দৃশ্য নাহি জানি, কোথা আছে আর!

ইমোজেন। এ কথার অর্থ নাহি বুঝি হে সুজন!

আয়াকিমো। শুধু ও নয়ন নয়! কপোল—তা নয়

রক্ত প্রবালের মত ও দুটি অধর—

মুক্তা-দন্ত, কেশরাশি চিকণ-কোমল—

অঙ্গে অঙ্গে লাগ্যের উছলিত স্রোত—

যৌবন-নিটোল ছাঁদ—তাও নয়, বুঝি!

এ মাধুরী—এ সুসমা—কিশোর লাগিয়া

চিত্তে হেন মুগ্ধ করে এমন বিভল।

ইমোজেন। বাক্য তব বুঝি নাকো!

কুশল তো?

আয়াকিমো। সম্পূর্ণ কুশল।

(পিশানিয়োর প্রতি)

অনুরোধ আছে,

আমার যে সাথী ভৃত্য—তারে দাও ঠাই।

শ্রান্ত বড় পথশ্রমে—মনে তার ঝাঁজ।

পিশানিয়ো। যাই, তার বিশ্রামের করি আয়োজন।

[প্রস্থান।

ইমোজেন। কুশলে আছেন স্বামী?

আয়াকিমো।

সম্পূর্ণ কুশল।

ইমোজেন। কাতর মলিন মুখ? কিধা ঘাখো, বেশ

হাসি-মুখে বন্ধু-সহ করেন আলাপ?

আয়াকিমো। খুব হাসি-খুসী—খুব আরামেই আছে।
আরো সেখা আছে কত জন; এঁর মত
হাসি-খেলা কেহ আর জানে না করিতে।
'কুত্তিবাজ বুটন'—এ পরিচয় তাঁর।

ইমোজেন। হেথায় মলিন মুখ বিষয় কাতর—
সত্য দেখেছি তাঁরে। কতু অকারণে!
আয়াকিমো। আমি কতু দেখি নাই সত্যের মুখ।

ফরাসী বান্ধব এক আছে—নিত্য সাথী।
প্রিয়র বিহনে মান, ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
কাতর বচন কহে; তাহে স্বামী তব
অজ্ঞ প্রকৌতুকে সিক্ত করি তারে কয়,—
বিরহে আমোদ করো—মিছা দীর্ঘশ্বাস।
রমণীরে চেনো না কো! বিরহের কালে
বেদনা তিলেক নাহি জানে কতু তারা—
নারী লাগি মৃত জন বিবাদে কাতর।
নারীর পিছনে থাকা—সে তো দাস্ত শুধু।
বিরহে দাসত্ব-হারা—মুক্তির পুলক।

ইমোজেন। এ মোর স্বামীর বাক্য?
আয়াকিমো। নিশ্চয়, স্মৃতির।

এ বাক্য শ্রবণ বলে, হুই চোখে তার
কৌতুকের হাস্য বহে তুফান তুলিয়া।
এ বাক্যে ফরাসী-চিত্ত হাশ্বে বিদ্ধ করে—
অজ্ঞ প্রকৌতুকে-ব্যঙ্গে বজ্রা বয়ে যায়।
কিন্তু এও সত্য মানি, এমন পুরুষ
আছে বটে—বিরহেতে বুদ্ধিহারী যে-বা।

ইমোজেন। স্বামী মোর মৃত নয়।
আয়াকিমো। সে কথা মানিব।

তবু মনে হয়, এই বন্ধু পশুখামাস
বিরহে কৌতুক—তার সাজে না স্মৃতির।
তোমাতে দেখিয়া তাই অদ মোর জলে—
দুটি প্রাণী'পরে জাগে অম্লকম্পা ঘোর।

ইমোজেন। সে প্রাণীর এক জন
আমি—বুঝি? হয়,

এমন করুণ দৃষ্টি তাই মোর' পরে!
কিন্তু কিসে ছাখো মোরে হেন দুর্ভাগিনী—
যাহে অম্লকম্পা হেন?

আয়াকিমো। দুর্ভাগ্য অপার!

সূর্য্য রাহগ্রস্ত হলে খর দীপ্তি তার
মান, বিমলিন হয়, দেখে সর্বলোকে।
সূর্য্য কি করিতে পারে মানিয়া গোপন?

ইমোজেন। মিনতি রাখো হে ভদ্র,—বাক্যের হৈমালি
তার জালে বদ্ধ নয়—কহো স্পষ্ট ভাষে,—
কি মোর দুর্ভাগ্য—যাহে এ তব করুণা?

আয়াকিমো। সে নিষ্ঠুর বাক্য যেন শেল সম বাজে!
তোমাতে দেখিয়া আমি...থাকু সেই কথা—
না, না মোর মুখে সেই বাক্য সন্নিবে না।
ইমোজেন। সে বাক্য আমার লাগি—

মোর ভাগ্য ভায়,

হে ভদ্র, শুনিব আমি। হোক সে কঠিন,
পাষণের মত রক্ষ—নির্মম-পুরুষ!
অনিশ্চিত সংশয়ের এ ভার-যাতনা—
তার চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চিত বিপদ!

আয়াকিমো। ও-অধর-সুখা যদি করিতাম পান
আমার অধরে কতু। এই বাছ দিয়া
ও তনু-দেহের যদি পেতাম পরশ।
ও আঁখির দৃষ্টি যদি এই দৃষ্টি দিয়া
কখনো ধরিতে হয়, পারিতাম আমি!
ও মুখ-কমল হতে না ফিরে নয়ন।
এ কথা বলিতে পারি, তোমাতে ছাড়িয়া
দূরে নাহি যাইতাম—পারিতাম না কো!
তোমা-ছাড়া মনে মোর হাসি-খেল-সাধ
কখনো জাগিত না কো! স্মরিলে বিরহ
সারা চিত্ত কি বিরূপ উঠিত কুশিয়া!

ইমোজেন। স্বামী মোর ভুলেছে স্বদেশ?
আয়াকিমো। নিজেই। তোমাতে।

হতভাগ্য মৃত! আজ তোমাতে হেরিয়া
তার প্রতি-আচরণ কটকের মত
এ মনে উদিয়া চিত্ত করে জর্জরিত।
সহস্র রসনা মেলি আচরণ-কথা
অগ্নিগম তীব্র হয়—বাহিরিবে বলি'...

ইমোজেন। শুনিতে চাহি না আর।

আয়াকিমো। হয় রূপময়ি,
করুণা আমার চিন্তে করিছে বিকল;
এমন রূপসী হয়, বয়সে কিশোরী,
রাজপুত্রী,—হেন শঠ দীন নীচাত্মারে
চিত্ত দান করিয়াছ: এ কি অভিশাপ!
দ্যুত-ক্রীড়া,—বিলাসের ছেয় ঘণ্য লীলা—
লজ্জাহীন অতি-হীন নীচ অভিসার!
প্রতিকার করো। লহ তীব্র প্রতিশোধ।

না হলে এ নারী-জন্ম মিথ্যা সে তোমার।
ইমোজেন। প্রতিশোধ! কি করিয়া লব প্রতিশোধ?
এ কথা যদি হে সত্য—(কর্ণে যাহা শুনি,
চিত্ত তাহে এক তিল না মানে প্রত্যয়)—
যদি সত্য হয়—তবু কিসে লব শোধ?
আয়াকিমো। রূপসীর চিত্ত হেন করিয়া হরণ,
সেই চিন্তে রাখি নিজ-আসন অটল—

ছুঁষ্টা নারী সহ্যে নিলজ্জ প্রমোদে
 মত্ত হয়ে এ-চিস্তের অপমান যদি
 করে সে এমন—তবে ধিক্ শত ধিক্ !
 একমাত্র প্রতিশোধ—যারে তুমি পাও,
 শয্যা-সাধী করে মাতো নিলজ্জ-প্রমোদে !
 বঞ্চনা করো না তব এই দেহ-মনে
 বাসনার পরিতৃপ্তি—সন্তোগ-বিলাসে !
 আর করে নাহি পাও, আমি আছি পাশে !
 ইমোজেন। পিশানিয়ো...
 আয়াকিমো। ...ঢল ঢল যৌবন বিহ্বল—
 ও-অধরস্রাব-দানে তোষো লো স্তম্ভরি !
 ইমোজেন। দূর হও ! শ্রুতি মোর কারো না কলুষ !
 তব সনে বাক্যলাপে চিত্ত কলুষিত !
 এ তোমার নিন্দা-বাণী অলীক,—এ ঘৃণ্য—
 আপনার পাপ-চিত্ত-পরিতৃপ্তি হেতু !
 এ যে পাপ ! এর চেয়ে ঢের বড় পাপ—
 নির্মল-নিষ্পাপ ভনে হেন অপবাদ !
 শোনো নীচ, ঘৃণা...আমি ঘৃণা
 করি তোমা'।
 কোথা গেল পিশানিয়ো ? পিশানিয়ো ? শোনো,
 পিতারে জানাও আমি এই অপমান।
 তোমার পাপের তবে যোগ্য শাস্তি হবে,
 সে শাস্তি গ্রহণে তুমি রহিয়ো প্রস্তুত !
 স্নেহহীন যত হোন—আমি কথা তাঁর—
 কত্মর মর্যাদা পিতা রক্ষা করিবেন।
 পিশানিয়ো...পিশানিয়ো...
 আয়াকিমো। সুখী পশপামাস্।
 যে-নারীর প্রেম তুমি ভাগ্যে লভিয়াছ—
 সে নারী অতুল বটে—সাক্ষী—প্রেমময়ী !
 ধন্য মিত্র, ধন্য তব সফল জীবন !...
 ক্ষমা করো মোরে দেবি ! এ শুধু পরীক্ষা—
 এ তোমার ভালোবাসা—এ তোমার প্রেম—
 ভূর্তাগা দীনের 'পরে কত স্নগভীর—
 তাহারি পরখ শুধু করিবারে ছিহু।
 দেবী তুমি, সন্তী তুমি, মহীয়সী নারী !
 জেনো, স্বামী তব প্রেমে বিভোর তম্বর !
 তোমার এ ভালোবাসা—এ তার গৌরব !
 ইমোজেন। ক্ষমা করিয়াছি আমি তব অপরাধ।
 আয়াকিমো। স্বামী তব—মর্ত্যে যেন দেব-অবতার !
 হৃদয়ের গুণে সে যে পুরুষ-উত্তম !
 রোষ করিয়ো না দেবি,—অগ্নি তেজস্বিনি,
 অগ্নি রাজপুত্রি—আমি মিথ্যা বলিয়াছি।
 এ তব প্রচণ্ড রোষ—এ তব ভয়ঙ্কর

চিস্তে মোর জাগায়েছে শ্রদ্ধা-ভক্তি কত—
 বুঝাতে নারিব তাহা ! ধন্য মিত্র মোর !
 আমি তারে ভালোবাসি—তাই হেন বাণী
 হৃদিনীত,—কহিয়াছি সঙ্কোচ-বিহীন !
 দেবতা বিরলে বসি গড়েচেন তোমা
 মহদে গৌরবে ভরি। পুনঃ মাগি ক্ষমা।
 ইমোজেন। সুখী হহু। রহো হেথা অতিথি স্নজন।
 আয়াকিমো। কৃতার্থ, কৃতার্থ আমি। নিবেদন আছে।
 কথায় কথায় তাহা গিয়াছিহু ভুলি।
 সে এক অভীষ্ট—তাহে বন্ধুগণ মম
 দিয়াছে সহর্ষ যোগ—মাগি সহায়তা।
 ইমোজেন। কি সে কথা ?
 আয়াকিমো। রোম-বাণী যত বন্ধু মিলি
 যুক্তি করেছিহু সবে, রোমের সম্রাটে—
 রোমে ফিরি দিব ভেট—মণি-রত্ন-খচা
 বহু উপহার। তাই সাথে আনিয়াছি।
 বিদেশী হেথায়—পাছে চুরি যায়, ভাবি,
 সেগুলো রাখিতে চাই দিব্য নিরাপদে !
 তাহার ব্যবস্থা লাগি চাই সহায়তা।
 ইমোজেন। ভালো কথা। রবে তাহা দিব্য নিরাপদ।
 রাখিব আমার নিজ শয়নের গৃহে।
 আয়াকিমো। সুবৃহৎ পেটিকায় আছে—
 গ্রহরা রেখেছি তায়। পাইলে আদেশ,
 তব শয্যা-গৃহে তাহা এখনি পাঠাই।
 আজিকার রাত্রিটুকু নিরাপদে রাখা—
 কাল প্রাতে লয়ে যাবো।
 ইমোজেন। কাল প্রাতে যাবে ?
 আয়াকিমো। ক্ষমা মাগি দেবি ! কাল
 যেতে হবে মোরে।
 বড় লজ্জা পাবো নহে এ বাক্য লজ্বনে।
 সাগর হইয়া পার গ্যালিয়ো হইতে
 হেথা এসেছিহু শুধু দেবীর দর্শনে !
 ইমোজেন। বন্ধু তায় ! কিন্তু কাল যাওয়া হইবে না।
 আয়াকিমো। যেতে হবে। নিরুপায় ! একান্ত মিনতি,
 পত্র যদি দিতে চাও স্বামীরে তোমার—
 রাজ্রে তাহা লিখে রেখো—দিয়ে কাল প্রাতে।
 পথে বহু বিলম্ব ঘটেছে। অল্পমতি দাও।
 সম্রাটের উপহার যথাকালে চাই
 রোমে পৌঁছানো ! নয় সব পণ্ড হবে।
 ইমোজেন। দিব পত্র। পেটি তব দাও পাঠাইয়া।
 নিরাপদ রবে পেটি—লয়ো কাল প্রাতে।
 সত্য কহি হে বান্ধব, স্নানাগত ছিহু।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ-সম্মুখস্থ অলিন

(ক্লোটেন ও দুইজন অমুচরের প্রবেশ)

ক্লোটেন। এমন বরাতও মাহুয়ের হয়। বাজি রাখলেম—দিব্যি গাললেম—তবু আমার কথা মানলো না। আমার সে দিব্যি মিথ্যা হলো।

১ম অমু। তাতে তার কি লাভ হলো, শুনি? হুঁ।

২য় অমু। (স্বগত) যেমন কবি কালিদাস, তেমনি জুটেচেন তাঁর মল্লিনাথ।

ক্লোটেন। আরে, একজন ভদ্র লোক যখন দিব্যি গালচে, তখন চুপ করে তা মেনে নিতে পারিস না?

২য় অমু। না। পারে না। (স্বগত) না হয় কাণছুটো কেটে নে, যদি চুপ করে না থাকতে পারিস।

ক্লোটেন। বাদীর বাচ্ছা। দেখিয়ে দিতেম মজা—যদি সে আমার সমমুগ্ধ লোক হতো।

২য় অমু। (স্বগত) গায়ে বুঝি তার বোকা গন্ধ নেই?

ক্লোটেন। ঐতেই তো সব চেয়ে আমি চটে যাই। আরে খেলে যা। ইচ্ছে হয়, তখন ভদ্রতার খোলশ ছিঁড়ে ফেলি। জানি তো, আমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না—আমি হলেম মহারাজী-মার ছেলে। যত বেটা পালোয়ান আছে...কি না—সবার গায়ে পড়ে ধাক্কা দিতে পারি ছুধারি—ঘড়ির পেঙুলামের মত। কারো সাহস হবে না যে, আমার কিছু করে।

২য় অমু। (স্বগত) লড়ায়ে মেড়া।

ক্লোটেন। বিড়-বিড় করে বকছো কি?

২য় অমু। তাই বলছিলেম হুজুর, তাঁর সঙ্গে লড়াই কি আপনার সঙ্গে।

ক্লোটেন। তা তো জানি। কিন্তু অবস্থা এরা এমন করে তোলে যে, মনে হয়, দি দু'ঘা বসিয়ে ঐ ছোট লোকগুলোকে।

২য় অমু। তা যদি কেউ পারে, হুজুরই শুধু তা পারবেন।

ক্লোটেন। কেন, বলো তো...

১ম অমু। শুনেচেন হুজুর, এক বিদেশী এসেছে আজ রাত্রে রাজ-বাড়ীতে?

ক্লোটেন। বিদেশী এসেছে। সে কথা আমি জানি না।

২য় অমু। (স্বগত) নিজেকে নিয়েই ভোঁ—জানবে কি করে।

১ম অমু। ইতালী থেকে এসেছে। শুনি, সে লিওনেটাসের বন্ধু।

ক্লোটেন। লিওনেটাস। সেই খেদানো কুকুরটা। ইনিও তাঁর জুড়ি...তা যিনি হোন!...এ বিদেশীর কথা কে বললে?

১ম অমু। আপনার এক নফর।

ক্লোটেন। আমার এখন কি উচিত? গিয়ে দেখা করবো? তাতে আমার অপমান হবে না?

১ম অমু। আপনার অপমান, হুজুর।

ক্লোটেন। সে খুব সহজে হয়, জানি।

২য় অমু (স্বগত) মস্ত মানো লোক কি না।

ক্লোটেন। চলো—একবার দেখা যাক সে ইতালীয়ানকে। ওখানে যে-হার হেরেছি—এর কাছে দেখো, সে-সব নির্ধাৎ জিতে নেবো। এসো...এসো...

২য় অমু। হুজুরের তাঁবেদার হুজুরের পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

[ক্লোটেন ও প্রথম অমুচরের প্রস্থান।]

এমন প্রথর-বুদ্ধি—দর্পময়ী মাতা!
তার গর্ভে জন্মে হেন অকালকুস্মাণ্ড।
বুদ্ধি-বলে সর্ব নরে করে পরাভূত।
আর তার মৃত পুত্র—বিশ হতে দুই
বাদ দিলে কত থাকে—তাহাও জানে না।
অভাগিনী রাজপুত্রী। দেবী। নাহি জানি,
কত নির্যাতন তুমি সহিছ নীরবে।
কুর বিমাতার চক্রে আজ্ঞাবহ পিতা;
পলকে বিমাতা রচে অভিসন্ধি নব—
তার কর্ণে তোলে পুত্র হীন প্রেম-কথা—
স্বামী দূরে নির্বাসিত বিনা-অপরাধে।
স্বর্গের দেবতা সবে রাখুন কুশলে।
ও মন-মন্দির থাক দৃঢ় অবিচল।
সে মন্দিরে স্বামী তব দেবতার মত—
তাহার পূজায় প্রাণ থাক সঞ্জীবিত।
এ-রাজ্য-সম্পদ ভোগ—সে হোক তোমার।

[প্রস্থান।]

হুঁটা নারী সহ্যে নিলজ্ঞ প্রমোদে
মত্ত হয়ে এ-চিন্তের অপমান যদি
করে সে এমন—তবে ধিক্ শত ধিক্ !
একমাত্র প্রতিশোধ—যারে তুমি পাও,
শয্যা-সাথী করে মাতো নিলজ্ঞ-প্রমোদে !
বঞ্চনা করো না তব এই দেহ-মনে
বাসনার পরিতৃপ্তি—সন্তোষ-বিলাসে !
আর কারে নাহি পাও, আমি আছি পাশে !
ইমোজেন। পিশানিয়ো...

আয়াকিমো। ...ঢল ঢল যৌবন বিফল—
ও-অধরসুখ-দানে তোষো লো স্তম্ভরি !
ইমোজেন। দূর হও ! ঐতি মোর কারো না কলুষ !
তব সনে বাক্যলাপে চিত্ত কলুষিত !
এ তোমার নিন্দা-বাণী অলীক,—এ ঘৃণ্য—
আপনার পাপ-চিত্ত-পরিতৃপ্তি হেতু !
এ যে পাপ ! এর চেয়ে ঢের বড় পাপ—
নির্মল-নিষ্পাপ জনে হেন অপবাদ !
শোনো নীচ, ঘৃণা... আমি ঘৃণা
করি তোমা'।

কোথা গেল পিশানিয়ো ? পিশানিয়ো ? শোনো,
পিতারে জানাশো আমি এই অপমান ।
তোমার পাপের তবে যোগ্য শাস্তি হবে,
সে শাস্তি গ্রহণে তুমি রহিয়ো প্রস্তুত !
স্নেহহীন বসন্ত হোন—আমি কত ঠাঁর—
কত্নার মর্যাদা পিতা রক্ষা করিবেন ।
পিশানিয়ো... পিশানিয়ো...

আয়াকিমো। সুখী পশুখামাস্ ।
যে-নারীর প্রেম তুমি ভাগ্যে লভিয়াছ—
সে নারী অতুল বটে—সাক্ষী—প্রেমময়ী !
ধন্য মিত্র, ধন্য তব সফল জীবন !...
ক্ষমা করো মোরে দেবি ! এ শুধু পরীক্ষা—
এ তোমার ভালোবাসা—এ তোমার প্রেম—
দুর্ভাগা দীনের 'পরে কত সুগভীর—
তাহারি পরখ শুধু করিবারে ছিহু ।
দেবী তুমি, সত্যী তুমি, মহীয়সী নারী ।
জেনো, স্বামী তব প্রেমে বিভোর তন্নয় !
তোমার এ ভালোবাসা—এ তার গৌরব ।

ইমোজেন। ক্ষমা করিয়াছি আমি তব অপরাধ ।
আয়াকিমো। স্বামী তব—মর্ত্যে যেন দেব-অবতার !
হৃদয়ের গুণে সে যে পুরুষ-উত্তম ।
রোষ করিয়ো না দেবি,—অগ্নি তেজস্বিনী,
অগ্নি রাজপুত্রি—আমি মিথ্যা বলিয়াছি ।
এ তব প্রচণ্ড রোষ—এ তব ভরসনা

চিন্তে মোর জাগায়েছে শ্রদ্ধা-ভক্তি কত—
বুঝাতে নারিব তাহা ! ধন্য মিত্র মোর !
আমি তারে ভালোবাসি—তাই হেন বাণী
দুর্বিনীত,—কহিয়াছি সঙ্কোচ-বিহীন !
দেবতা বিরলে বসি গড়েচেন ভোমা
মহত্ত্ব গৌরবে ভরি । পুনঃ মাগি ক্ষমা ।
ইমোজেন। সুখী হহু । রহো হেথা অতিথি সজ্জন ।
আয়াকিমো। কৃতার্থ, কৃতার্থ আমি । নিবেদন আছে ।
কথায় কথায় তাহা গিয়াছিহু ভুলি ।
সে এক অভীষ্ট—তাহে বন্ধুগণ মম
দিয়াছে সহর্ষ যোগ—মাগি সহায়তা ।
ইমোজেন। কি সে কথা ?

আয়াকিমো। রোম-বাসী যত বন্ধু মিলি
যুক্তি করেছিহু সবে, রোমের সম্রাটে—
রোমে ফিরি দিব ভেট—মণি-রত্ন-খচা
বহু উপহার । তাই সাথে আনিয়াছি ।
বিদেশী হেথায়—পাছে চুরি যায়, ভাবি,
সেগুলো রাখিতে চাই দিব্য নিরাপদে !
তাহার ব্যবস্থা লাগি চাই সহায়তা ।
ইমোজেন। ভালো কথা । হবে তাহা দিব্য নিরাপদ ।
রাখিব আমার নিজ শয়নের গৃহে ।
আয়াকিমো। সুবৃহৎ পেটিকায় আছে—
গ্রহরা রেখেছি তায় । পাইলে আদেশ,
তব শয্যা-গৃহে তাহা এখনি পাঠাই ।
আজিকার রাত্রিটুকু নিরাপদে রাখা—
কাল প্রাতে লয়ে যাবো ।

ইমোজেন। কাল প্রাতে যাবে ?
আয়াকিমো। ক্ষমা মাগি দেবি ! কাল
যেতে হবে মোরে ।

বড় লজ্জা পাবো নহে এ বাক্য লভ্যনে ।
সাগর হইয়া পার গ্যালিয়ো হইতে
হেথা এসেছিহু শুধু দেবীর দর্শনে ।
ইমোজেন। ধন্য তায় ! কিন্তু কাল যাওয়া হইবে না ।
আয়াকিমো। যেতে হবে। নিরুপায় ! একান্ত মিনতি,
পত্র যদি দিতে চাও স্বামীরে তোমার—
রাত্রি তাহা লিখে রেখো—দিয়ো কাল প্রাতে ।
পথে বহু বিলম্ব ঘটেছে । অহুমতি দাও ।
সম্রাটের উপহার যথাকালে চাই
রোমে পৌঁছানো ! নয় সব পণ্ড হবে ।
ইমোজেন। দিব পত্র । পেটি তব দাও পাঠাইয়া ।
নিরাপদ হবে পেটি—লয়ো কাল প্রাতে ।
সত্য কহি হে বান্ধব, সুসাগত তুমি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ-সম্মুখস্থ অলিন্দ

(ক্লোটেন ও দুইজন অহুচরের প্রবেশ)

ক্লোটেন। এমন বরাতও মাহুষের হয়! বাজি রাখলেম—দিব্যি গাললেম—তবু আমার কথা মানলো না। আমার সে দিব্যি মিথ্যা হলো।

১ম অহু। তাতে তার কি লাভ হলো, শুনি? হুঁ।

২য় অহু। (স্বগত) যেমন কবি কালিদাস, তেমনি জুটেচেন তাঁর মল্লিনাথ।

ক্লোটেন। আরে, একজন ভদ্র লোক যখন দিব্যি গালচে, তখন চুপ করে তা মেনে নিতে পারিস না?

২য় অহু। না। পারে না। (স্বগত) না হয় কাণছুটো কেটে নে, যদি চুপ করে না থাকতে পারিস।

ক্লোটেন। বাঁদীর বাচ্ছ। দেখিয়ে দিতেম মজা—যদি সে আমার সমষ্টিগ্য লোক হতো।

২য় অহু। (স্বগত) গায়ে বুঝি তার বোকা গন্ধ নেই?

ক্লোটেন। ঐতেই তো সব চেয়ে আমি চটে যাই। আরে খেলে যা। ইচ্ছে হয়, তখন ভদ্রতার খোলশ ছিঁড়ে ফেলি। জানি তো, আমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না—আমি হলেম মহারাণী-মার ছেলে। যত বেটা পালোয়ান আছে...কি না—সবার গায়ে পড়ে ধাক্কা দিতে পারি ছুধারি—ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। কারো সাহস হবে না যে, আমার কিছু করে।

২য় অহু। (স্বগত) লড়ায়ে মেড়া।

ক্লোটেন। বিড়-বিড় করে বকছো কি?

২য় অহু। তাই বলছিলেম হুজুর, তার সঙ্গে লড়াই কি আপনার সাঙ্গে।

ক্লোটেন। তা তো জানি। কিন্তু অবস্থা এরা এমন করে তোলে যে, মনে হয়, দি দু'ঘা বসিয়ে ঐ ছোট লোকগুলোকে।

২য় অহু। তা যদি কেউ পারে, হুজুরই শুধু তা পারবেন।

ক্লোটেন। কেন, বলো তো...

১ম অহু। শুনেচেন হুজুর, এক বিদেশী এসেছে আজ রাত্রে রাজ-বাড়ীতে?

ক্লোটেন। বিদেশী এসেছে। সে কথা আমি জানি না।

২য় অহু। (স্বগত) নিজেকে নিজেই ভোঁ—জানবে কি করে।

১ম অহু। ইতালী থেকে এসেছে। শুনচি, সে লিওনেটাসের বন্ধু।

ক্লোটেন। লিওনেটাস। সেই খেদানো কুকুরটা। ইনিও তাঁর জুড়ি...তা যিনি হোন!...এ বিদেশীর কথা কে বললে?

১ম অহু। আপনার এক নফর।

ক্লোটেন। আমার এখন কি উচিত? গিয়ে দেখা করবো? তাতে আমার অপমান হবে না?

১য় অহু। আপনার অপমান, হুজুর।

ক্লোটেন। সে খুব সহজে হয়, জানি।

২য় অহু (স্বগত) মস্ত মানো লোক কি না।

ক্লোটেন। চলো—একবার দেখা যাক সে ইতালীয়ানকে। ওখানে যে-হার হেরেছি—এর কাছে দেখো, সে-সব নির্ধাৎ জিতে নেবো। এসো...এসো...

২য় অহু। হুজুরের তাঁবেদার হুজুরের পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

[ক্লোটেন ও প্রথম অহুচরের প্রস্থান।]

এমন প্রথর-বুদ্ধি—দর্পময়ী মাতা।

তার গর্ভে জন্মে হেন অকালকুস্মাণ্ড।

বুদ্ধি-বলে সর্ব নরে করে পরাভূত।

আর তার মুঢ় পুত্র—বিশ হতে দুই

বাদ দিলে কত থাকে—তাহাও জানে না।

অভাগিনী রাজপুত্রী! দেবী! নাহি জানি,

কত নির্ধ্যাতন তুমি সহিছ নীরবে।

কুর বিমাতার চক্রে আজ্ঞাবহ পিতা;

পলকে বিমাতা রচে অভিসন্ধি নব—

তার কর্ণে তোলে পুত্র হীন প্রেম-কথা—

স্বামী দুরে নির্কাসিত বিনা-অপরাধে।

স্বর্গের দেবতা সবে রাখুন কুশলে।

ও মন-মন্দির থাক্ দৃঢ় অবিচল।

সে মন্দিরে স্বামী তব দেবতার মত—

তাহার পূজায় প্রাণ থাক্ সজীবিত।

এ-রাজ্য-সম্পদ ভোগ—সে হোক তোমার।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইমোজেনের শয়ন-কক্ষ

এক পার্শ্বে স্তম্ভস্থ পেটিকা সংরক্ষিত।

(শয্যাশায়ী ইমোজেন পাঠ-রতা—

পার্শ্বে আসীনা জনৈক দাসী)

ইমোজেন। কে আছ? হেলেন হোথা?

দাসী। আমি আছি, দেবি।

ইমোজেন। রাত্রি কত?

দাসী। মধ্য রাত্রি।

ইমোজেন। তিন ঘণ্টা কাল

পাঠে রত। হ'নয়ন বড়ক্লান্ত তাই।

গ্রন্থ রাখো পৃষ্ঠা ভাঁজি। পড়েছি যেটুকু—

নিশানা সে হবে তবে। করিব শয়ন।

না, না, দীপ নিবায়ো না—জলুক অমনি।

ভোরে চান্নি-ঘটিকায় নিদ্রা যদি ভাদে,

আমারে জাগায়ে দিবে। বড় ঘুম চোখে।

[দাসীর প্রস্থান।]

হে দেবতা, আপনারে সঁপি তব পায়ে।

তুমি রক্ষা করো মোরে নিশীথ-নিদ্রায়।

পরী-নিশাচরী কিছা হুঃস্বপন হতে,

সর্ব প্রলোভনে রক্ষা করো হে দেবতা!

নিরায়ন, নিরাপদ রাখিয়ো, প্রার্থনা

(নিদ্রাগতা হইলেন; আন্যকিমে' পেটিকা-

মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল)

আন্যকিমো। বিদ্রী গায়। মানবের কর্মশাস্ত্র মন

সকল চেতন সাধে বিরামে ঘুমায়ে।

এমনি সময়ে সেই—এমনি নীরবে

ভূগ-গুহা-ছাওয়া পথে টাকিন আসিয়া

বাগনা মিটায়—করে সতী-ধর্ম লোপ।

মরি মরি ভুবনমোহিনী শয্যাসীনা।

শয্যা মাধুরী ঢালা! শুভ্র শয্যাখানি

শ্বেত অমলিন পদ্মে করিয়াছে স্নান।

পরশ...পরশ মাগি। বিমুক্ত নয়ন।

চুষন—চুষন মৃদু ওই রক্তাধরে—

প্রবাল জিনিয়া যার রক্তিম গৌরব।

নিখাস-বায়ুর স্পর্শে সুরভিত গৃহ।

ওই মৃদু দীপশিখা হুয়ে হুয়ে পড়ে—

ও রূপ-মাধুরী—তারে জানাইতে নতি।

দুটি নিমীলিত নয়ন-পরশে

আঁখি-বাতায়ন যোদা—সুধীরে তুলিয়া

অস্তর-সৌন্দর্যে চায় লভিতে আভাসে।

কিন্তু মোহ নয়—আমি যে-কাজে এসেছি।

গৃহ, দ্বার, বাতায়ন, দেউল নিরখি'

লিখে রাখি তিল-তিল যাহা কিছু আছে!

ওই চারু চিত্র আঁকা—কত বর্ণ-ছাদে

কত নব নব গাথা—কত দৃশ্যাবলী!

ওই বাতায়ন—ওই শয়নের সাজ—

মর্ম্মরে-পিতলে রচা কত না পুতলি—

পালঙ্কের কারু চিত্র,—ওই, ওই সব।

তার পরে কম-তল্প—এই রেখা, তিল—

গৃহ-সজ্জা চেয়ে বেশী অকাটা প্রমাণ।

ওরে নিদ্রা, ঘন ছায়ে রাখ, আবরিয়া

ভুবন-মানস-হরা সুর-সুন্দরীরে—

চেতনা হরিয়া রাখ, নিশ্চল পাষণ।...

ভালো করে দেখি আমি অঙ্গের মাধুরী!

এই, এই সে কঙ্কণ!

(সম্ভরণে কঙ্কণ গ্রহণ করিল)

বিজয়-ভূষণ

এ আমার...হাঃ হাঃ—এ যে দীপ্ত জয়-টীকা।

এই অভিযানে মোর জয়-নিদর্শন!

এ কঙ্কণ দেখি' মিত্র হইবে উন্মাদ!

...মরি, মরি, কি রূপ-মাধুরী! পদ্ম-কলি

সম বন্ধ—ফোট-ফোট রক্ত-সুসমায়!

বাম-বক্ষে কালো তিল...পাপড়ির' পরে

কুসুম-পরাগ-বিন্দু যেন মনে হয়!

এ বড় গোপন কথা—নহে জানিবার!

এ তিলের পরিচয়ে হবে না সংশয়।

এ কথায় বুঝাইব, কিশোরীর দেহ

পূর্ণ-অভিগারে আমি করেছি সন্তোষ—

সত্য অমূল্য নিধি মোরে দেছে তুলি!

কিন্তু না, না, আর নয়। কেন লিখে রাখা

এ গৃহের সজ্জা-কথা? ওই কালো তিল

অজস্র কথার বড় কুখিবে নিমেঘে!

শয়নের পূর্বে ছিল গ্রন্থ পড়িবারে—

তেরিয়ান-কাব্য-গাথা! আধখানি বাকী—

ফিলোমেল চলে যায়—শেষ পড়ে নাই।

পৃষ্ঠা ভাঁজা। যাই এবে...না, না! হাঁ, হাঁ, যাই।

পেটিকার মধ্যে পুনঃ রহিব গোপন।

পোহাও, পোহাও নিশা—এসো হে প্রভূষ।

নিশীথে সভয়ে রবো পেটিকার মাঝে।

দেবী...দেবী! জানি। কিন্তু এ-বুকে নরক!

তাই মন বিচলিত ভয়ে এতখানি!

(ঘটিকা-মন্ত্র বাজিল)

এক, দুই, তিন...রাত কতটুকু বাকী!

(পেটিকা-মধ্যে গমন)

তৃতীয় দৃশ্য

ইমোজেনের কক্ষ-সংলগ্ন কক্ষ

(ক্লোটেন ও অমুচরগণের প্রবেশ)

১ম অমু। হুজুরের মত ধৈর্য্য আর সহ্য কারো আর দেখেলাম না। তা সত্যি কথা বলবো। কি টাণ্ডা মেজাজ! যত তাতাও—গরম হতে জানে না!

ক্লোটেন। আরে, মেজাজ তাতলেই তো গিয়েছি!

১ম অমু। তা বলে এমন ঠাণ্ডা মেজাজ! তবে হ্যাঁ, খেলায় জিতলে ভয়ঙ্কর তেতে ওঠেন! তা সত্যি কথা বলবো।

ক্লোটেন। আরে বাপু, খেলায় জিত হলে ছাতি ফুলে ওঠে কতখানি! এই যে ইমোজেন! ওকে যদি পাই—সেই সঙ্গে যৌতুক পাবো—খালা খালা মোহর—সোনার মোহর!...ভোর হয়ে এলো না?

১ম অমু। ভোরের পর দিন...দিন হয়েছে আবার, হুজুর।

ক্লোটেন। গান-বাজনার ব্যবস্থা কৈ? আমার মা বলে দেছে, ভোরে উঠে ইমোজেনকে গানে ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা করতে।...অর্থাৎ ঘুম ভাঙবামাত্র তার কাণে সুর বাজবে—সেই সঙ্গে প্রাণে...বুঝলে কি না!

১ম অমু। খুব বুঝেছি, হুজুর।

(বান্ধকরগণের প্রবেশ)

ক্লোটেন। এসো হে বাপু, এসো। তান ধরো—গান ধরো—গান ধরো! যদি এই বাজি-বাজনার—রাজকন্ঠার প্রাণে বাজনা জাগাতে পারো, বুঝলে কি না—তা হলে মার দিস্কেল্লা! বেশ ভালো বাজনা—সেই সঙ্গে চাই খাশা একখানি গান! তার বোল হবে খাশা—সুর হবে আরো খাশা! বোলে ভাবায় যত গরম-মশলা দিতে পারবে, তত ভালো! বুঝলে কি না—উনি হলেন রাজার কন্তে...

গান

আকাশ ভরে উঠলো পাখীর গানে-গানে—

শোনো, শোনো, শোনো কাণে।

ভাঙলো গো ঘুম ঘুমের দেশে—

ভোরের বাতাস এলো ভেসে

কোন সাগরের পার হতে সে

সুরের মালা ছুলিয়ে বাণে।

জাগলো কুসুম ফুলের বনে
মাধুরী-বাস সমীরণে।

চাও রূপসি নয়ন মেলি—

এই সুখমা জাগাও প্রাণে!

ক্লোটেন। তোমরা এখন যাও, যাও! এ-গান শুনে যদি রাজকন্ঠা চোখ মেলে না চান, তাহলে তোমাদের তাড়িয়ে দেবো। না হয় বলবো, রাজকন্ঠার কাণে হয়েছে ব্যাধি; সে ব্যাধি কিছুতে সারবার নয়।

[বান্ধকরগণের প্রস্থান।]

২য় অমু। মহারাজ আসচেন।

ক্লোটেন। ঘুম ভেঙ্গে খুব উঠেছি, বাবা। এই জন্তেই তো অত ভোরে উঠি। তাঁর যে-কাজ আজ করলেম—হ্যাঁ, বলবে, বাহাদুর ছেলে বটে।

(সিঙ্গেলিন ও রাণীর প্রবেশ)

নমস্কার মহারাজ! নমস্কার মা!

সিঙ্গেলিন। পাষাণী-কন্ঠার দ্বারে রয়েছ দাঁড়ায়ে।

জাগিল না?

ক্লোটেন। গান-বাজনায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি,

মহারাজ! কিন্তু এদিকে গুঁর হাঁশ নেই!

সিঙ্গেলিন। স্বামি-নির্বাসন-ব্যথা বাজিছে এখনো!

পারে নাই তুলিবারে! আরো কিছু কাল

প্রতীক্ষা করিতে হবে—তবে বিষ্ময়ণ!

তখন তোমার হবে, বর-মাল্য দিয়া।

রাণী। রাজ-আজ্ঞাবহ তুমি, রাজভক্ত, জানি।

রাজা তার মূল্য জানে—পাবে পুরস্কার—

পাবে রাজ-কন্ঠা বধু। ধীর, নম্র ভাবে

কন্ঠার মানস-সেবা কর তব ব্রত!

সখা-সম পাশে রহো—তৃপ্ত করো তারে।

সেবায় কন্ঠার মন পাইবে নিশ্চিত।

বোঝে যেন—এ তোমার স্নেহ প্রীতি তারে

স্বতঃ-উৎসারিত হয় হৃদয়-নির্বাসে।

কন্ঠার আদেশ সৰ্ব্ব করিবে পালন—

কোনো বন্দ, কোনো তর্ক কত তুলিবে না।

দূরে যেতে বলে যদি—শুনো না সে-কথা—

চিত্ত-জয়ে হতে হবে চেতনা-বিহীন।

ক্লোটেন। চেতনা-বিহীন! তার মানে? সে কি তবে

অজ্ঞান-অচৈতন্য! তাই হবো? কি বলো?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। রোম হতে রাজদূত এসেছে, রাজনু—

কেয়াস লুথাস নাম।

সিঙ্গেলিন।

সুসাগত হেথা

ভদ্র সে—যদিও জ্ঞানি, উদ্দেশ্য বিরোধ।

অপরাধ তার নয়। লবো সমাদরে;

মাত্ত জন—সম্মানের নাহি হবে ক্রটি।

পরিচর্যা হবে। ভদ্র, বরণ্য অতিথি।

হে বৎস ক্রোটেন—বন্দী তনয়ার সনে

দেখা করো। গুরু প্রয়োজন আছে মোর,

রোমানের সেবা-ভার দিব তোমা' পরে।

এসো রাণী।

[ক্রোটেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ক্রোটেন। এখনো ঘুমায় মোর প্রিয়া?

যদি ঘুম ভেঙ্গে থাকে, কবো দুটো কথা।

না ভাঙ্গিলে শুয়ে শুয়ে দেখুক স্বপন।

বলি, বলি, শুনছো গা?

(দ্বারে করাঘাত)

ঘুম ভাঙলো কি?

ঠিক! ঠিক! দাসীরা নিশ্চয় কাছে আছে;

একটাকে ডাকি। তার হাতে তুলে দিই

সোনার মোহর! জ্ঞানি, সোনা হাতে পেলে

ঘরে যেতে মোরে আর দেবে নাকো বাধা।

মোহর সামান্য নয়—বাধা সাফ করে!

সতী-রাণী ডায়নার সহচরীদল

এ মোহর পেলে, পাপ-পুণ্য ঠেলে ফেলে

ডায়নারে এনে পারে হাতে সঁপে দিতে।

মোহরের গুণে ভদ্র হারায় জীবন,

চোর মুক্তি পায়। বাবা—কত গুণ এর!

সাধু-চোর দুজনারে দিতে ফাঁসি-কাঠে

মোহরের তুল্য শক্তি কারো আর নাই!

হয়কে এ করে নয়—নয়ে করে হয়!

একটা দাসীরে আমি বানাবো উকিল—

মোর সাথে ওকালতি করিবে প্রিয়ারে।

যেহেতু জ্ঞানি না ঠিক—দেখা হলে পরে

কি কথা বলিব—তার কিছু বুঝিনাকো!

(দ্বারে করাঘাত)

(একজন দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দ্বারে কে আঘাত করে?

ক্রোটেন। হেঁ-হেঁ, ভদ্র এক অতিথি সূজন।

দাসী। এই পরিচয়?

ক্রোটেন। আর—ভদ্রার তনয়।

দাসী। বড় বেশী পরিচয়। বহু লোক আছে—

দজীর পোষাকে তারা ভদ্র সেজে থেকে,—

তাহাদের চেয়ে দেখি উচ্চ পরিচয়।

প্রয়োজন? সুবরাজ!

ক্রোটেন।

হেঁ—হেঁ—রাজকন্যা...

ঘুম তাঁর ভাঙ্গিল না? এখনো ওঠে নি?

দাসী। নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু রবে গৃহমধ্যে।

ক্রোটেন। শোনো বাপু, হাত পেতে

লও দেখি এটা।

সোনার মোহর—এর ভারী চড়া দাম!

বিনিময়ে দাও মোরে ভালো বিবরণ।

দাসী। ভালো বিবরণ। সে কি আমার খবর?

কিন্তু আপনার? যার চেয়ে নাই ভালো!

রাজকন্যা...

[প্রস্থান।

(ইমোজেনের প্রবেশ)

ক্রোটেন। হেঁ-হেঁ...নতি লহ লো রূপসি।

ভগ্নী—দাও হাতখানি...

ইমোজেন।

হে ভদ্র, প্রণাম।

এত ক্রোধ কেন করো? শুধু ব্যথা দাও।

ধন্যবাদ দিব, মোর হেন ভাষা নাই—

ভাষা মোর হয়েছে বিলুপ্ত। আছে যাহা,

অপব্যয় করি তাহা—হেন সাধ্য নাই।

ক্রোটেন। তবু...তবু...ভালো বাসি—

ভালোবাসি তোমা।

শপথ করিয়া বলি।

ইমোজেন।

নিরুপায় আমি।

যতই শপথ করো, শুনে লাভ নাই।

ক্রোটেন। কি উত্তর?

ইমোজেন।

যদি রহি মৌন নিরুত্তর,

তাহে বোবা, সম্মতি লক্ষণ। তাই বুঝো।

রূপা করো, মোর আশা রাখিয়ো না মনে।

মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মোরে হে, দোহাই!

তব ভদ্র আচরণ—অকপটে বলি,—

এক কথা জেনে রাখো—বলি সত্য কথা—

শেখো ধৈর্য—শেখো ভ্রান্তি।

ক্রোটেন।

এমনি উন্মাদ রবে!

এ দেখিয়া যদি সরে থাকি—পাপ হবে।

কেমনে রহিব চুপ?

ইমোজেন।

মূঢ়, সে উন্মাদ নয়।

ক্রোটেন। আমারে কহিলে—মূঢ়!

ইমোজেন।

আমি যে উন্মাদ!

তাই বলি, মূঢ়! যদি স্থির থাকো তুমি,

উন্মাদ হবো না আমি। সুস্থ দুই জনে।

সত্য, মনে দুঃখ পাই, জেনো মহাশয়,

তব আচরণে ভুলি নারীর আচার—

নম্রতা, বিনয় সব—রূঢ় ভাষা বলি।

শোনো পুনঃ বলি গার অকপট বাণী—
আমার এ-মন আমি জানি ভালো মতে।
ভালো মোরে বাসো, কিঞ্চি নাহি বাসো তুমি,
তাহাতে আমার কিছু এসে যাবে না কো।
তোমারে অগ্রাহ করি, তুচ্ছ করি আমি।
আরো বেশী শুনিবারে চাও যদি, শোনো,
ঘৃণা... ঘৃণা... ঘৃণা করি অন্তরের সনে।
বুঝিতে পারিতে যদি তোমা পরে ঘৃণা
এ আমার স্বদয়েতে কতখানি আছে।

ক্লোটেন। পিতৃব্যাক্য-সজ্বনের ফলে করো পাপ।
যার কণ্ঠে বরমালা নিয়াছ সুন্দরি—
দিয়া ভাবো, পরিণয় হলো তার সনে—
(দীন-হীন পথের ভিখারী, ভিক্ষাজীবী,
ভিক্ষা-অঙ্গে পুষ্ট দেহ, জীর্ণ চীর-বাগ।)
বিবাহ বলে না তারে। বিবাহের ভাণ।
শুনি নীচ জনে হয়—নর নারী দৌছে
নিজে নিজে আত্মদানে বিবাহের ঘট—
(যার ফলে ভরে পৃথ্বী ভিখারী-জঞ্জালে।)
ভদ্র-ঘরে সে রকম আত্মদান-রীতি
প্রচলিত নাহি—যারে বলিবে বিবাহ।
দাসী-পুত্র—যার কোন পরিচয় নাই—
তার পুত্র—ভাবো, হবে এ-রাজ্যের রাজা?
রাজ্যাসনে বসিবে সে সম্মান-গৌরবে।
সিংহাসনে শৃগাল বসিতে পারে?

নীচ,
ইমোজেন।
ইতর, অভদ্র, পশু—এত দর্প কিসে!
হতে যদি দেব-পুত্র সর্বগুণময়—
যাহা আছে, তাহা নয়—সম্মত-গরবী—
তবু তাঁর ভৃত্য হবে—সে যোগ্যতা নাই।
উচ্চ বংশে হতো জন্ম,—হৃদয় উদার,
শিক্ষাদীপ্ত হতো মন—নম্র শান্ত মতি—
তবু তার পাতৃকার যোগ্য নাহি হতে।

ক্লোটেন। পা-পা-পা-পাতৃকা! মোরে এত অপমান!
সর্বনাশ হবে তার—আমি রুষ্ট হলে।
ইমোজেন। তব রোষে টলিবে না কেশাগ্র তাহার।
তোমার মাথার চেয়ে তার জীর্ণ চীর—
মোর কাছে মণিতুল্য মহামূল্য, জেনো।
কি সংবাদ পিশানিয়ো?

(পিশানিয়োর প্রবেশ)

ক্লোটেন। জী-জী-জী-জীর্ণ চীর! সে-সে-সে শয়তান!
ইমোজেন। দাসী মোর রয়েছে ডরোথি—
বলো তারে গিয়া।

ক্লোটেন। জীর্ণ চীর?
ইমোজেন। মুঢ় মুখ ইতরের সনে
হেন তর্ক—ঘৃণা হয়! ছি ছি, ক্ষোভ, রোষ!
অপমান মানি। যাও পিশানিয়ো তুমি,
আমার দাসীরে কহো, বাহর কক্ষণ
বাহতে না দেখি। বুঝি, আছে শয্যা পরে।
তোমার প্রভুর দান—প্রীতি-উপহার।
রাজার রাজত্ব হতে তার মূল্য বেশী;
রাজ্য-বিনিময়ে তাহা দিতে নাহি পারি।
প্রভাতে দেখেছি যেন। ঠিক মনে আছে,
কাল রাত্রে ছিল মোর দুই বাহু ধরি—
শিরে ধরিয়াছি তার অমৃত পরশ।
ভয় হয়, সে কক্ষণ গেল নাকি চলি
তোমার প্রভুর কাছে মোর স্পর্শ লয়ে।
পিশানিয়ো। না, না, হারাবে না।
ইমোজেন। আমারো বিশ্বাস, তাই
যাও, করো এখনি সন্ধান।

[পিশানিয়োর প্রস্থান
মোরে গালি দাও,

ক্লোটেন। জীর্ণ চীর আমি?
ইমোজেন। বলিয়াছি, অতি সত্য কথা
তা লয়ে তুলিতে যদি চাহো অভিযোগ,
ডাকো তব জননীকে।
ক্লোটেন। তোমার পিতারে কবো।
ইমোজেন। পারো যদি কবো তব মাতার শ্রবণে
বড় ভালো রাণী-মাতা—করিবে শাসন।
আসি আমি। রোষে করো দস্ত-কিড়িমিড়ি।

[প্রস্থান

ক্লোটেন। শোধ, শোধ, শোধ চাই। এর প্রতিশোধ
সে-লক্ষ্মীছাড়ার আমি জীর্ণ চীর—বটে!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রোম—ফিলারিয়োর গৃহ-কক্ষ

(পশথামাস ও ফিলারিয়োর প্রবেশ)

পশথামাস। কোনো ভয় নাই মহাশয়। জানি
সম্রাটের স্নেহ-লাভ যেমন নিশ্চিত—
তেমতি নিশ্চিত মোর প্রেমসীর মন।
ফিলারিয়ো। সম্রাটের প্রীতি-লাভ হলো কি উপা

পশথামাস্। কিছু নয়। কাল, কাল—

কাল বলবান!

শীত আসে ধরনীতে কাঁপন তুলিয়া—

সহি তাহা,—অনাগত বসন্তে স্মরিয়া!

এমনি আশায়—তব স্নেহে শোধ দিব, ভাবি।

নৈরাশ্য যদি বা ঘটে—খণি সে মরিব।

ফিলারিয়ো। আমার স্নেহের ঋণ?

চিন্তা করো নাটো!

তব সঙ্গ, শিষ্টালাপ—তাহে হবে শোধ।

ভালো কথা, সম্রাট শুনেছে নাম, জানো—

সুমহান্ন অগষ্টাশ! সেখা গেছে দূত

কেয়াস নুস্তাশ তাই, রাজবার্তা লয়ে।

মনে হয়—দিয়ে কর সন্ধি-সন্ত মানি—

অহেতুক এ বিরোধ ঘটবে বুটেন?

অমাত্র করিলে কথা, বাধিবে সময়;

সে-সমর-স্মৃতি ভাবি—সুস্থ রহিবে না।

পশথামাস্। মনে হয়, অদৃষ্ট মানি না বটে আমি—

বাধিবে সময়। সংবাদ মিলিবে স্মরা,—

রোম-চমু দলে দলে নামিছে বুটেনে।

এক ক্রান্তি কর দিবে—মনে নাহি লয়।

মোর দেশবাসী আজি সমর-কুশল।

অভিযানে গেল যবে জুলিয়াশ বীর,

সমরে নিপুণ তবে ছিল না এমন!

জুলিয়াস হেসেছিল রণে অকুশল

দেখি, বাখানিয়া ছিল শৌর্য-সাহসেরে।

আজি রণে সুরুশল, একতায় গাঁথা—

অরাতি বুঝিবে কত বুটেন-বিক্রম।

(আয়াকিমোর প্রবেশ)

ফিলারিয়ো।

আয়াকিমো আসে হেথা।

পশথামাস্।

মৃগ-গতি-বশে

স্থলপথে দ্রুত তোমা এনেছে বহিয়া;

সরু দিক-বাহী বায়ু পালে দেছে বেগ—

তরী তব এত স্মরা এনেছে ফিরায়ে।

ফিলারিয়ো।

সাগত বান্ধব।

পশথামাস্।

সংক্ষেপ উত্তর তব—তাই ফেরো

স্মরা।

আয়াকিমো।

দেখিছ প্রিয়ারে তব—

সত্য কথা বটে!

এমন রূপসী আমি কত দেখি নাই।

পশথামাস্।

রূপসীর শিরোমণি! সে রাতুল রূপে

লালসা-লোলুপ-আঁখি পুড়ে ছাই হয়।

আয়াকিমো।

পত্র আছে তব তরে।

পশথামাস্।

শুভ বার্তা, মানি।

আয়াকিমো। সম্ভব।

ফিলারিয়ো। রোমান দূতে দেখিলে সেখায়?

তুমি যবে ছিলে রাজপুরে?

আয়াকিমো।

পৌছে নাই।

আসিবে, সংবাদ শুনি লয়েছি বিদায়।

পশথামাস্। সুমদল সমাচার। অঙ্গুরীর মণি

উজ্জল দেখিছ তুমি? অথবা মলিন?

অঙ্গুলি ভূষণ তুমি ভাবো না ইহারে?

আয়াকিমো। হারি যদি—তবে বটে দেখিব মলিন।

হারিলে আমার সব হারাবো, তা জানি।

কিন্তু ভালো কথা, আহা, যে যামিনী যাপি

ব্রিটেনে—সংক্ষেপ হোক—অপূর্ব-মধুর।

আর এক রাত্রি যদি পারি যাপিবারে

বিলাস-সন্তোষে হেন—আরো দীর্ঘ পথ

ফুল চিন্তে পাড়ি দিতে হবো না কাতর।

শোনো বন্ধু, জয় মোর! অঙ্গুরী আমার।

পশথামাস্। আমার অঙ্গুলি তাই দেখি যে শিথিল—

অঙ্গুরী খসিয়া পড়ে।

আয়াকিমো। নারী তব সুখলভ্যা সহজ-সাধনে।

পশথামাস্। বাক্য-চাতুরীর নাহি কোন প্রয়োজন।

চাতুরী জানায় তব পরাভব-কথা।

কিন্তু আর রঙ্গ নয়। জানো তুমি ভালো,

এর পরে সখ্য আর রহিবার নয়।

আয়াকিমো। তাই হোক। শোনো মোর

বিজয়-কাহিনী।

সর্ব যদি রাখো, তবে বলি অকপটে।

তোমার প্রিয়ার সাথে হয়েছিল দেখা—

তাহার প্রমাণ, ওই পত্র আনিয়াছি।

কিন্তু শুধু পত্র নয়! নারীত্ব তাহার,

যৌবন-মাধুরী-সুধা—তারো স্বাদ জানি।

পশথামাস্। প্রমাণ! প্রমাণ চাই;

বাক্য তুলে রাখো।

এক-শয্যা'পরে—তার বক্ষে বক্ষ রাখি

যৌবন-পুষ্পিত দেহ করেছ সন্তোষ—

তাহার প্রমাণ চাই! এই অঙ্গুরীয়—

তোমার এ হবে স্বেদে—নত মোর শির।

প্রমাণ না দিতে পারো, যে-মুখের ভাবে

তারে অপমান করো কদম্ব ইন্দিতে—

তুচ্ছ তব ভূ-সম্পদ—প্রাণ লবো তব।

চাহো যদি, অসি-মুখে ভেটিব তোমায়—

হয় তুমি, নয় আমি—একের বিনাশ।

আয়াকিমো। আমার প্রমাণ সত্য—দৃঢ় সত্য তাহা।

বচন-চাতুরী 'পরে করি না নির্ভর।
কি কথায় প্রত্যয় তা হবে নাহি বুঝি।
কতটুকু বলি, আর কতখানি রাখি।
তবু বেশ, চাহো যদি, করিছ শপথ,—
সত্য ভিন্ন মিথ্যা কত বলিব না আমি।
যা বলিব—তাহে তব তিল অপ্রত্যয়
রহিবে না, জানি বেশ!

পশথামাস্। বলো, বলো সুরা!

আগ্নাকিমো। সর্বাগ্রে শয়ন-গৃহ—তার কথা বলি।

(সত্য কথা—শয্যা'পরে রাখি নাই দেহ;

তবু সে ঘরের মত ঘর বটে মানি।

সজ্জিত অপূর্ণ সাজে—আঁকা স্মৃতি-পটে)

রেশমে রূপার কাজ—চাকু শিল্প-রেখা—

পটবাস ঘরে-বাতায়নে,—বাসে আঁকা

মিশরের রূপময়ী ক্রিপেট-মুষ্টি—

রোমানের সাজে দেখা প্রথম-নয়নে!

নদী বহে ছুঁয়ে কুল—বুকে আঁকা তরী।

শিল্পীর মোহন তুলি বর্ণ-স্বপ্নময়

আঁকিয়াছে, মনে হয়—চিত্র অপক্লপ!

দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়ে চাহি তার পানে!

পশথামাস্। সত্য। কিন্তু সর্বজন এই কথা জানে।

হয়তো—হেথায় তুমি শুনিয়া গিয়াছ

মোর কাছে।

আগ্নাকিমো। আরো কথা আছে, বলি, শোনো।

তাহলে বুঝিবে সব।

পশথামাস্। কোনো কথা লুকোয়ো না। বলো সব।

আগ্নাকিমো। ধূম-নালী আছে

কক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে। সে নালীর গায়ে

জ্ঞান-রতা মুষ্টি রচা ডায়ানা সতীর।

অপক্লপ সেই মুষ্টি! ধন্য শিল্পী বটে!

কক্ষমাবে হেথা-সেথা বহু মুষ্টি আরো—

মর্মর, অপর ধাতু দিয়া তাহা রচা—

সে মুষ্টি জীবন্ত যেন—দেখি আত্মহারা

বিমুগ্ধ বিষয়ে আমি!

পশথামাস্। মুষ্টি-বিবরণ

বুটেনে অজ্ঞাত কারো নয়। সবে জানে।

আগ্নাকিমো। কক্ষ-ছাদ-তলে আঁকা সোনার রেখায়

অপ্সরা-অপ্সরী মুষ্টি। দুটো মুষ্টি তার

দুই পার্শ্বে—পুষ্পধনু কুণ্ড দেবের।

তাহার রূপালি বাস—দাঁড়বার ভদ্রী;

পুষ্পশর ধনু'পরে টানিতে উত্তত।

পশথামাস্। ইহাতে সম্মান গেছে আমার প্রিয়তার?

ওরে মুঢ়, বুধা বাক্যে ভুলাইবি কত।

এই গল্পে চিত্ত মোর কত টলিবে না—

এ কক্ষের সজ্জা-কথা কে-বা নাহি জানে।

চলিত গল্পের মত ঘরে ঘরে রটে।

আগ্নাকিমো। শোনো তবে—সত্য—

অতি প্রচণ্ড নির্মম—

শেল সম বক্ষে তাহা বাজিবে বিষম।

বিমূঢ় প্রেমিক, নারী-প্রেমে আত্মহারা,

পারিবে রহিতে স্থির? কাঁপিবে না?

ত্যাগো

এ মণি-কঙ্কণ—ছিল মণিবন্ধে তার।

(কঙ্কণ বাহির করিয়া দেখাইল)

ত্যাগো তো কঙ্কণ এই! তার হাতে ছিল?

না, এ গড়িয়াছি? জাল?

পশথামাস্। দেখি, দেখি, দেখি!

না—না...দেখিবে না! না, না, দেখি আর-বার।

এই তো! এই তো! ঠিক। এ দুই কঁকণ

পরায়ণাছিল হাতে বিদায়ের কালে।

আগ্নাকিমো। আঃ! শুনে বাঁচিলাম। ধন্যবাদ!

সুঠাম স্নগোল দুই মণিবন্ধ হতে

এ কঙ্কণ নিজে খুলি দিয়াছে আমায়!

এখনো নেহারি আঁহা, নয়ন-সম্মুখে

তমুর তনিমা—মুক্ত সর্ব-আবরণ—

রূপের লহরে যেন বলিছে বিদ্যুৎ!

অধরে মধুর হাসি—চাহনি বিলোল!

হাতের কঁকণ খুলি দিল মোর হাতে;

কহিল—লহো হে প্রিয়! ছিল এককালে

এ কঙ্কণ বড় আদরের মোর।

পশথামাস্। বুঝি,

আমারে পাঠায়ে দেছে—মাথায়ে পরশ?

আগ্নাকিমো। পত্রে বুঝি লিখিয়াছে সেই সমাচার?

পশথামাস্। না—না—তা তো লেখে নাই—

লেখে নাই হেন!

লহো তবে, লহো অঙ্গুরীয়। (অঙ্গুরীয় দান)

চক্ষুঃশূল!

কণ্টকের মত বিঁধে আছে অঙ্গুলিতে।

এর 'পরে দৃষ্টি পড়ে—প্রাণ জলে যায়।

না—না—না—না! নারী—নারী—

নারী পিশাচিনী!

সম্মান সজ্জম কোথা? কোথা নিষ্ঠা? প্রেম?

রূপ যেথা—নিষ্ঠা নাই! বিশ্বাস সে নাই!

প্রেম নাই! সত্য নাই! কিছু নাই সেথা!

ভালোবাসা ভাণ সেথা—কি করিয়া রবে?

একটি পুরুষ নয়—যেথা দুই জন—
 সেথায় রমণী হয়, হবে দ্বিচারিণী।
 একে তুষ্টা কভু নয়—চাহে অশ্রু জনে।
 শত-সহস্রে বিনা তৃপ্তি নাই তার।
 নারীর বেদনা, মান, প্রেম-কল্প বাণী,
 গুণা, ধর্ম—সব মিথ্যা। কিছু সত্য নয়।
 ফিলারিয়ো। শাস্ত হও। ধৈর্য ধরো।
 হয়ো না চঞ্চল।
 অঙ্গুরী ফিরায়ে লও। কোথা পরাজয়?
 হয়তো কঙ্কণ এই হারাইয়া ছিল।
 কিম্বা কে বলিতে পারে—কোনো দাসী তার
 উৎকোচের বশে তাহা করেনি হরণ?
 পশথামাস্। তাই। তাই। তাই বটে।
 সত্য বলিয়াছ।
 অপহৃত এ কঙ্কণ—পেয়েছ কোশলে।
 দাও, দাও ফিরায়ে অঙ্গুরী। কি প্রমাণ আছে
 এর চেয়ে আরো সত্য? অকাট্য সঠিক?
 এ কঙ্কণ—হরণের ধন।
 আয়াকিমো। সত্য কহি,
 তার সে মুণ্ডাল ভুজ হতে পাইয়াছি।
 পশথামাস্। সত্য কহ। ওরে মিথ্যাভাবী,
 সত্য কি, তা
 জানোকি কখনো?...না, না, সত্য হবে। সত্য।
 লহো অঙ্গুরীয়। সত্য, মোর এ কঙ্কণ
 হারাতে পারে না কভু। দাসী যারা তার,
 ভালোবাসে তারে—খুব সরল-বিশ্বাসী;
 উৎকোচের বশ হরে—সম্ভব তা নয়।
 বিদেশীর বাক্যে তারা এ কাজ করিবে?
 না—না। এ যে প্রত্যয় না হয়। বুঝি, সত্য কল্প—
 তাহারে পেয়েছে ঠিক বাহর বাঁধনে—
 নিলাজ শয্যায় রঞ্জে অভিসার-লীলা।
 নারীত্ব-হীনার হয়, নারীত্ব-বর্জন—
 এ কঙ্কণ—তার পরিচয়। কেন মিথ্যা কবে?
 চুরি নয়! চুরি নয়। স্বহস্তে দিয়াছে—
 কামনার বহি-ধারে সব দগ্ধ করি।
 ফিলারিয়ো। অধীর হয়ো না বৎস। এ কথা আমার
 বিশ্বাসের যোগ্য বলি হয় না প্রতীত।
 পশথামাস্। যাক। আর চাহি না শুনিতে।
 বুঝিয়াছি,
 নারীর সর্বস্ব নারী দেছে বিসর্জন।
 আয়াকিমো। আরো যদি চাহো তুমি অকাট্য
 প্রমাণ—
 তাও দিতে পারি, বন্ধু। নয় বন্ধে তার

যুগল কমল-কলি—ফোটো-ফোটো দেখি।
 বাম-বক্ষে কালো তিল—পরাগের ডুঁড়া।
 চুষনে চুষনে আমি সেই তিলটুকু
 ছিনায়ে অধরে নিতে করেছি প্রয়াস।
 ব্যর্থ সাধ—সে-আসন ছাড়িল না তিল।
 সে তিল—প্রত্যক্ষ তাহা করেছো নিশ্চয়
 নিশীথ-মিলনে তুমি! মনে নাই?
 পশথামাস্। চূপ।
 সে তিল কলঙ্ক-রেখা—কালিমায় মাথা।
 এত কালি নাই বুঝি নরকের হৃদে।
 শুনিতে চাহি না আর।
 আয়াকিমো। চাও, আরো বলি।
 এ কথা কত যে দীর্ঘ—তার শেষ নাই।
 পশথামাস্। থামো—থামো—দীর্ঘ কথা কে চায়
 শুনিতে?
 একে লক্ষ শুনা হয়।
 আয়াকিমো। মিথ্যা নাহি বলি।
 শপথ করিতে পারি।
 পশথামাস্। কে চাহে শপথ?
 এ কথায় শপথিলে—মিথ্যা এ জ্ঞানিব।
 মিথ্যা যদি বুঝি, তবে এখনি বধিব।
 সত্য কথা—তাই তো বাঁচিলে প্রাণে, জেনো।
 আয়াকিমো। মিথ্যা কথা কেন-বা বলিব?
 লাভ তাম্।
 পশথামাস্। আমি—আমি—আমি তারে
 পাইলে হেথায়
 এ মোর নয়ন-পাশে—হাতের নাগালে—
 চূর্ণ করিতাম তার যৌবন-গরিমা—
 সদর্প সে-দেহ তার রাখিতাম নাকে।
 তাই—তাই—তাই আমি করিব এখন।
 যাবো সেথা। যাবো তার পিতার নিকটে।
 তার পরে...করিব কি?...কিছু করা চাই।
 কিছু...কিছু... [প্রস্থান।
 ফিলারিয়ো। মানিবে না কোনো কথা আর।
 তোমার বিজয় বটে। কিন্তু আমি যাই।
 নিজের উপরে রোষ—তীব্র অভিমান।
 ভয় হয়, কি করিবে! কি যে না করিবে!
 [প্রস্থান।
 আয়াকিমো। আমি। আমি। কেন?
 কি আমার অপরাধ?
 [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষান্তর

(পশ্চাৎদিকের প্রবেশ)

পশ্চাৎদিক । এ ধরায় পুরুষের অল্প গতি নাই ।
নারী-পাশে লবে ঠাই—করমে সজিনী ।
জন্ম কারো শিষ্ট নয়—সকলে জারজ ।
মোর পিতা—হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভরে বারে
নিত্য পূজা করিতাম—কে জানে, সে-পিতা
আমার জনক কি না । যে নাম প্রকাশ
আমার জনক বলি—সে কেবল—ফাঁকি ।
অথচ জননী মোর গণ্যা সাধনী সতী
সমাজে সবার কাছে । হয়তো সে মিথ্যা ।
চক্ষে দেখি—পত্নী মোর বিশ্বাস-ঘাতিনী ।
কুণ্ঠাহীনা, পরে করে নিঃস-দেহ দান ।
ইহার তুলনা নাই । শোধ । প্রতিশোধ
চাহি আমি । নহে এ-জ্বালার নাহি শেষ ।
অত প্রেম—সকলগণ বেদনার বাণী—
সেই আঁখি ছল-ছল—এমন কপট ?
ছলনার এত বড় ফাঁদ পাতা শুধু ?
তাঁহারে ভাবিয়াছি নিষ্পাপ নির্মল—
তুষারের মত চিত্ত শুভ্র-সুসুমার ।
ওরে, ওরে—দৈত্য-দান্য নারকীয় চমু—
এ পামর আয়াকিমো—নিমেষ-আলাপে—
সত্য ? এ কি সত্য ?...হাঁ, হাঁ সত্য এ নির্মম—
অতি-ক্রুর সত্য ইহা—ক্রুর মিথ্যা চেয়ে ।
রমণীর কাছে হেথা কি চাহে পুরুষ ?
কি-বা পায় ? মিথ্যাময়ী নারী—ছল-ভরা ।
চাটু-বাক্য জানে নারী । স্ত্রী-প্রবঞ্চনা—
লালসা, প্রমত্ত চিন্তা—নারী শুধু জানে ।
হিংসা, লোভ, ঘেব, ঘৃণা, বাসনা-কামনা,
প্রতিহিংসা, দর্প, তেজ—সে-সব নারীর !
পথ চেয়ে বসে থাকে—বিদ্রোহ চাহনি—
অস্ত্র শুধু—পুরুষেরে মৃগয়ার লাগি ।
কুবচন, পরচর্চা, ধ্বংস, পাপ, ক্রটি—
যা কিছু ধরায় ঘটে—নারী তার মূলে ।
নরক ভীষণ নয় নারী-চিত্ত হতে ।
রমণীরে অভিশাপ দিব ; ঘৃণা-ভরে
নারীরে দেখিব আমি । দৃষ্ট ভূত-প্রেত—
এত অত্যাচার—তারা জানে না কখনো ।
বিষময়ী নারী-সম নাহিক পাপিনী ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বুটেন—সিঘেলিনের প্রাসাদ-বক্ষ

(সিঘেলিন, রাণী, ক্রোটেন ও অমাত্যগণের প্রবেশ ;
অল্প দিক দিয়া কেয়াশ লুশিয়াস ও
অপর লোকগণের প্রবেশ)

সিঘেলিন । বলো এবি—সম্রাট সীজার কি-বা চায় ?
লুশিয়াস । জুলিয়াস সীজার যবে—(আজো তাঁর নাম
লোকের স্মরণে রাখে—সে কীর্তি-কাহিনী
কণ্ঠে-কণ্ঠে উচ্চারিত পশে শ্রুতিমূলে)
ছিলেন হেথায়—এ রাজ্য করিয়া জয় ;
আপনার খুড়া-রাজ্য শ্রীক্যাশিবিয়ান
(সীজারের স্ত্রী-গানে পঞ্চমুখ যিনি)
এ আসন পেয়ে তাঁরে জোগাতেন কর—
রোম-রাজ্য-কোষে বর্ষে সহস্র পাউণ্ড ।
সে কর রাজন, তুমি করোনি প্রদান ।
রাণী । এ কর বুটেন কত দিবে নাকো আর ।
ক্রোটেন । লক্ষ সে সীজার যদি বসে রাজ্যাসনে,
জুলিয়াস বসিবে না আর—বেশ জানি ।
অর্থ বুঝিয়াছ দূত ? আমাদের নাক—
এ নাক আঁটির মোরা—কেন দাম দিব ?
রাণী । সেবারে সুর্যোগ খুব পেয়েছিল রোম—
সে সুর্যোগ নাহি আর । রণে সুকুশল
বুটেনের সৈন্ত আজ—মনে রেখে দূত ।
রাজন, তোমার পূর্ব পিতৃ-পিতামহ
শৌর্য্যে দড়—সৈন্ত ছিল সাহসে অতুল—
তবু সে বাড়ের দোলা—সাগর-তরঙ্গে,
গিরি-গাত্রে বহু পোত আঘাত পাইয়া
জলমগ্ন হলো ; তাই লভিয়া সুর্যোগ
সীজার হেলায় রাজ্য করেছিল জয় ।
সে আবার জয় কোথা ? সৈন্ত জলে ডোবে—
যুদ্ধ আর হলো কোথা ? গর্ভ-ভরে কহো,
আসিলাম দেখিলাম, জিতলাম । মরি ।
হীন দর্প । আমি নারী—শুনি লজ্জা হয় ।
সেদিন নাহিক আর—কেন দিবে কর ?
তোমার পিতৃব্য ছিল বুদ্ধিতে নিপুণ—
কর-লোভে লুপ্ত করি ভাড়ালো সীজারে—
সুর্যোগ দানিতে শুধু ব্রিটেনের লোকে
সমর-বিদ্রোহ হতে তেজী সুনিপুণ ।

ক্রোটেন। শোনো বাপু, সে খাজনা জোগানো আর হবে না। খাজনা বন্ধ। তোমাদের চেয়ে আমি-দের রাজ্য চের বেশী মজবুত। আর ঐ যা বলেচি, জুলিয়াশ নীজার মরে গেছে—তার আর ফেরবার আশা নেই। এ কথার তোমাদের নাক বাঁকা হতে পারে—কিন্তু আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ভারী সিধে—খাণানো।

সিথেলিন। রাজ্যেরে কহিতে দাও—যেই কথা আছে। ক্রোটেন। রাজা ক্যাশিবিয়ানের মত বুদ্ধি কি আর কারো নেই, বাপু? আছে। তা ছাড়া সামর্থ্য। সে লোক হেঁ হেঁ আমি—তা বলতে চাই না। তবে ই্যা, আমরা দু দুখানা হাত আছে। আর সে হাতে...বলো তো বাপু, কেন দেবো আমরা খাজনা? কেন দেবো? নীজার যদি ঐ সুবিধানিকে কয়ল-চাপা দেন, কিম্বা চাঁদকে বগলদাবায় লুকিয়ে রাখেন,—তাহলে ই্যা, আলোর জন্ত আমরা তাঁকে খাজনা জোগাতে বাধ্য হবো।...নাহলে খাজনা দেওয়া চলবে না বাপু—খাজনা বন্ধ।

সিথেলিন। জেনো সার—যে অবধি যোরা কর দিছি দুরন্ত রোমানের—তার পূর্বে ছিহু যোরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত। নীজারের সাধ (দর্পভরে ক্ষীত হয়ে ধরণীর কূলে) ক্ষেপেছিল প্রমত্ত বিক্রমে; স্পর্শে তার পরাতব মানি মোরা হয়েছিহু নত। আজ আর নতি নয়। বিক্রমে আমরা রোমানের প্রতিবন্দী—হঠিৎ না কভু। আজ মোরা মুক্ত—নহি রোমের অধীন। নিজ-শক্তি, রাখি যোরা তাহাতে নির্ভর—রোম যদি ক্ষুণ্ণ হয়—তুচ্ছ করি রোম। বুটেন মোদের—যোরা বুটেন-সন্তান।

লুশিয়াস। ব্যথা পাই—দুঃখ হয়—রাজা সিথেলিন, অগাধীশ হলো অরি! (বহু বীর রাজা আজো নতশিরে মানে প্রাধাত্য তাঁহার—আজ্ঞাবহ দাস-সম ভাবে আপনারে) লহো তবে সমাচার—বাধিবে সময়, শাস্তি ও শৃঙ্খলা সব হবে তাহে নাশ। নীজারের নাম লয়ে করি হে ঘোষণা—সময়—সময় হবে; নাহি হবে আন। এ যোর বচন—জেনো রোম-সম্রাটের আদেশ...সর্ব্বথা তাহা শিরে ধরি যোরা।

সিথেলিন। তথাপি স্বাগত বীর। নীজার আয়ারে বহু-মানে সম্মানিত করেছিল—জেনো।

আমার ঘোবনে বহু বহু বর্ষ-মাস তাঁর পাশে স্মৃথে মোর কাটিয়াছে, জানো? মর্যাদা-সম্মান-বোধ তাঁর পাশে শেখা। আজি সে মর্যাদা আমি করিব রক্ষণ। স্বাধীনতা লাগি আজি এই অস্ত্র ধরি—না ধরিলে কাপুরুষ হবো হয়ে ঘৃণ্য। নীজার করিবে ঘৃণা হেন হয়ে জনে।

লুশিয়াস। তাই হোক—যুদ্ধ হোক।

ক্রোটেন। মহারাজ কত মহৎ—দেখচো তো? তবু অতিথি এসেচো—দু'দিন আমাদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করো। তার পর সম্পর্ক হবে জারকালোবু—হজমের সুবিধা ঘটবে। আমরা যদি যুদ্ধে মরি—তোমরা আমাদের মাংস খাবে। আর তোমরা যদি মরো—বুটেনে শকুনি গৃধ্রী আছে বিস্তর।

লুশিয়াস। আসি মহারাজ।

সিথেলিন। নীজার বুঝিবে ঠিক।

আমি তাঁরে বুঝি যথা—তথা মোরে তিনি।

তথাপি হে বীর দূত, স্বাগত স্বীকান।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের অন্তর কক্ষ

(পত্র পড়িতে পড়িতে পিশানিয়োর প্রবেশ)

পিশানিয়ো। কি। অসতী! বিশ্বাস-ঘাতিনী নারী, কোন্ সে দুর্বৃত্ত দিল হেন অপবাদ? হেন মিথ্যা—অসম্ভব! ধারণা-অতীত। প্রভু! প্রভু! লিওনেটাস! এ কথা শুনিলে কার মুখে? সেই—সেই ইতালী বান্ধব! (অরাতির জাতি, দুষ্ট-জন মিথ্যাভাবী!) সে গিয়া দিয়াছে হেন মিথ্যা অপবাদ! অসতী? না! শয়ন-স্বপনে তুমি ধ্যান—তুমি চিন্তা—তুমি সব—নিজ-সত্তা নাহি! তার লাগি এই শাস্তি? পত্নী-সম নয়—পত্নী—দেবী; তাই সহ্যে এতেক লাঞ্ছনা! তুমি পাশে নাই—আজি আছ নির্বাসনে! দীন তুমি—তারো চেয়ে দীন ভিখারিণী! আমরা আদেশ দেছ হত্যা করিবারে! পাপিনী পাপিনী নারী! আমি লবো প্রাণ!

কার প্রাণ ? দেবতার ! রক্ত নিতে হবে ।
 প্রভুর আদেশ এই ! আদেশ-লজ্জনে
 পাপ হবে ! হোক পাপ ! না মানিব আমি ।
 না মানিলে যেই পাপ, সে পাপ করিব ।
 আদেশ-পালনে পুণ্য—সে পুণ্য চাহি না ।
 লিখিয়াছি—“হত্যা করো—রক্ত লয়ো তার ।
 তাহারে লিখেছি পত্র—পত্রে যে আভাস—
 তার ফলে হত্যা কাণ্ড সাধিবে সহজে ।”
 ওরে লিপি লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা লিপি,
 যে-কালিতে লেখা তুই—তার চেয়ে কালো
 এত কালি মেখেছিল—চেতনা-বিহীন
 কুদ্র কাগজের খণ্ড !...ওই আসে দেবী !
 কি পত্র লিখেছে ওরে—কিছুই জানি না ।

(ইমোজেনের প্রবেশ)

ইমোজেন । কি সংবাদ পিশানিয়ো ?
 পিশানিয়ো । পত্র দেখে প্রভু ।
 ইমোজেন । কার পত্র ? প্রভুর ? স্বামীর ?
 জ্যোতিষী তো ঠিক বলেছিল—পত্র পাবো ।
 কুশল তাঁহার ? দাও, দাও । দেব-কুপা !
 জানি, জানি—দেহে মনে সুখ-সস্তি নাই !
 বিচ্ছেদ-বেদনা—জানি ! জানি তাঁর মন—
 কত সে কাতর !...দেখি, দাও পত্র তাঁর—
 আনন্দের কোন্ সুর আনিল বহিয়া !
 ...হে দেবতা—কুপা করো । কুশল...কুশল !

(পত্র পাঠ)

“কঠিন বিচার আর তোমার পিতার ক্রুরোষ
 আমার বুকে তত বাজেনি, যতখানি বেজেছে
 তোমার অদর্শন । হে আমার প্রিয়া, তোমাকে
 জানাইতেছি—মিলফোর্ড হাভেন প্রদেশে
 ক্যাশিয়ায় আমি আছি । তোমার প্রেম-সিক্ত
 মন তোমাকে যে ইঙ্গিত দিবে, তাহাই করিযো ।
 তুমি সুখী হও—তোমার বিশ্বাস হোক অটল,
 আরো সুগভীর ।

লিওনেটাশ পশ্চাৎমুখ

ঘোড়া ! ঘোড়া ! পক্ষিরাজ ঘোড়া এনে দাও ।
 পাখায় করিয়া ভর নিয়ে যাবে মোরে ।
 পিশানিয়ো, শুনিয়াছ, কোথা তব প্রভু ?
 মিলফোর্ড-হাভেন, জানো ? জানো কত দূর ?
 ছাখো, এই ছাখো, তাঁর পত্র পড়ে ছাখো ।
 শুনেছি সপ্তাহকাল ইঁটা-পথে যায় ।
 অপরে যদি তা পারে, আমিও পারিব ।

এক দিনে—এক দিনে যাবো । যেতে পারি ।
 নিয়ে যাবে ? দেখো তুমি, এক দিনে যাবো ।
 চলো পিশানিয়ো, চলো । কেন বা নীরব ?
 চেয়ে আছ মুখপানে ? ভাবিতেছ, বুঝি—
 এ আমার মিছা চিন্তা ! সত্য, তাহা নয় ।
 তুমিও আকুল, জানি, দেখিবারে তাঁরে—
 কিন্তু কি বুঝিবে তুমি মোর আকুলতা !
 ঢের ঢের বেশী এ-যে—এর সীমা নাই !
 কত দূরে বেলো ?...তুমি রহিলে চাছিয়া—
 মনে দ্বিধা ! পারিব না ? ঠিক তা পারিব ।
 চলো, দৌড়ে যাত্রা করি—বিলম্ব সহ্য না ।
 পথে যেতে যেতে মোরে বেলো সব কথা !
 ওয়েলশে এমন ঠাই—ছিল মিলফোর্ড ।
 কিন্তু তার পূর্বে ভাবি—কেমনে বা হই
 প্রাসাদ-বাহির ! রক্ষী সতর্ক চৌদিকে ।
 কিসে ফাঁক পাই ? কোথা ? যদি ধরা পড়ি ?
 বলিব—‘আসিব ফিরে’ । কিন্তু হায়, ভাবি,
 প্রাসাদ-বাহিরে পথে কেমনেতে যাই !
 যদি প্রশ্ন ওঠে—তার কি দিব উত্তর ?
 কিন্তু সে পরের কথা—পরে তা কহিব ।
 কথা কও । কথা কও ! এখনো নীরব !
 কত দীর্ঘ হবে পথ ? ক’পহরে যাবো ?
 পিশানিয়ো । জানি দেবি, চিন্ত-বেগ কত সে প্রবল ।
 যত দীর্ঘ হোক পথ—যেতে পারো তুমি !
 ইমোজেন । চিন্ত-বেগ ! চিন্ত মোর গেছে সেইখানে
 চিন্তামাত্র । দেহ তত দ্রুত নাহি চলে—
 সেই তো গভীর দুঃখ ! শুনিয়াছি আমি,
 অশ্ব চড়ি জীড়া করে অশ্বারোহী দল—
 কার অশ্ব কত দ্রুত চলে ! বাজি হয় ।
 সে অশ্ব বিদ্রুৎ-গতি ! সে অশ্ব পাবো না ?
 কিন্তু এ মৃত্যু মোর । যাও, বেলো গিয়া
 দাসীরে করিতে ভাগ—যেন তার পীড়া !
 ছুটা তার তখনি মিলিবে । কোনো দায়
 থাকিবে না আমি চলে গেলে । সেই ভালো ।
 চলো, চলো...আয়োজন চাই এই মত ।
 এনে দাও তুমি মোর অশ্বারোহী-বেশ ।
 নারী আমি, সাজিবে না—সে কথা ভেবো না ।
 পিশানিয়ো । যাছা ভালো বোঝো, দেবি, করো !
 ইমোজেন । বুঝিয়াছি ।
 বুঝিয়াছি । হেথা নয় । আর হেথা নয় ।
 তিলেক রহিতে নারি । এ-মন চঞ্চল ।
 এখানে আকাশ শুধু কুমাশায় তরা—
 দৃষ্টি চলে না কো । চলো, চলো পিশানিয়ো ।

যা হবার তাই হবে—সে কথা ভাবি না।
 চলো দুরা—করো মোর আদেশ পালন।
 এ গৃহ ছাড়িয়া যাবো—তুমি হবে সাথী।
 বেশী কথা বলিবার নাই। শুধু জানি,
 মিলফোর্ড...মিলফোর্ড। সেথা পৌঁছিতে
 হবে। সে দুর্গম হোক! তবু আমি যাবো।
 [উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

ওয়েলস্—গুহা-সমবিত পার্শ্বত্যা প্রদেশ

বেলারিয়াস, গিডেরিয়াস ও আর্ভিরেগাসের প্রবেশ

বেলারিয়াস। চমৎকার দিন। ছাদে মাথা ঠেকে।
 নীচু ছাদ!

এ সময় গৃহে থাকা অতি অসুচিত।
 মাথা নীচু করো বৎস, এসো বাহিরিয়া।
 কি শিখায় জানো এই ক্ষুদ্র ঘরখানি?
 প্রাতে নত শিরে স্বর্গে জানাও প্রণতি!
 রাজ-প্রাসাদের দ্বার উচ্চ, অতি-উচ্চ—
 দৈত্য-দান-রক্ষ পারে করিতে প্রবেশ;
 উষ্ণীষ, মুকুট শিরে চলে লোকজন;
 শিরে সূর্য্য দেখে নাকো উষ্ণীষের ভারে;
 প্রণতি দূরের কথা। সুন্দর আকাশ,
 দীন গিরি-বাসী—তবু পরুষ আচার
 তোমারে করি না কভু দর্পী জন সম।

গিডেরিয়াস। প্রণাম আকাশ।

আর্ভিরেগাস। হে আকাশ, নমো নমো।

বেলারিয়াস। মুক্ত এবে গিরি-বন।

ওঠো গিরি'পরে—

তরুণ চরণ তব—আমি নীচে রহি।
 তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হতে চা'বে যবে নীচে,
 মনে হবে মোরে যেন অতি-ক্ষুদ্র পাখী।
 ও গিরি—শিক্ষার পীঠ। বলিয়াছি আমি
 গিরিশৃঙ্গে বিচরিয়া—স্মরিয়ো কাহিনী—
 যে-কাহিনী বলিয়াছি মিত্য দৌহা পাশে—
 রাজসভা,—রাজপুত্র—রণ-ফন্দী যত।
 এই হাসিখেলা বৎস, হাসিখেলা নয়—
 এ যে শিক্ষা তোমাদের তরুণ জীবনে।
 বিজনে যা কিছু তাখো—তা'হে শিক্ষা মেলে।
 এ জীবন খুব বড়—রাজসভা-মাঝে
 বাঁধা কথা, বাঁধা হাসি, চাটুবাঁক্য হতে
 অনেক সে বড়, জেনো। সম্পদ মহান্।

স্বপ্নে বিজড়িত—তবু সম্পদে-ভূষিত
 বড় বড় সভাসদ; তাহাদের চেয়ে
 এ জীবন চোরের মূল্য ঢের বেশী, জেনো।
 এ জীবন—এর বৎস, নাহিক তুলনা।
 গিডেরিয়াস। বহু দেখিয়াছ প্রভু—তাই এত জানো।

মোরা ক্ষুদ্র বন-পাখী—জানি এতটুকু!

সুখে আছি—কোনো দুঃখ নাহিক হেথায়।

দুঃখ কি—জানিনা তাহা। প্রশান্ত নির্মল

এ জীবনে অভাব কি? তাহাও বুঝি না!

তুমি কত দেখিয়াছ—বিপুল জীবন!

সে জীবন ভালো হলে, এ জীবনে কভু

সুখে আছি বলিতে কি পারিতে কখনো?

মোরা মুঢ়, দৃষ্টি চলে বনসীমাটুকু!

বনে ঘুরি—শয্যা'পরে পরম বিশ্রাম!

এর বেশী নাহি জানি; তবু ভালো আছি।

আর্ভিরেগাস। কিন্তু যবে বড় হবো, পক্ষ হবে কেশ

তোমার মতন—তবে কি কথা বলিব?

কত কথা বলো তুমি—দেশ-বিদেশের—

কত না রাজ্যের, প্রভু, বড় ভালো লাগে।

ভাবি আমি, বড় হলে এ সকল কথা

এমন করিয়া বলা—কেমনে বলিব?

কিছু তার দেখি নাই—সব শোনা কথা!

অপরের কাছে মুক, রহিব নীরব

শুনি, আছে ছটা ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত।

গ্রীষ্মে খুব দাহ; শীতে প্রবল কম্পন;

বরষায় বারিধারা বারে অবিরাম।

আমরা হেথায় আছি, দেখি এক ভাব।

কিছু আর জানিবার মেলে না সুযোগ।

জানি যুদ্ধ—ক্ষুধাতুর হিংস্র পশু যবে

মোদেরে গ্রাসিতে চায়, মোরা অস্ত্র হানি।

শক্তি শুধু যুগ্মায় চরম বিকাশ।

পিঞ্জর-পাখীর মত গুহা-বদ্ধ জীব।

বেলারিয়াস। এ কি কথা! নগর দেখিতে চাও তুমি?

নগরের বায়ু—তার পরিচয় জানো?

রাজসভা সে কি ঠাঁই—জানো কি স্বরূপ?

সে সভায় থাকা দায়—ছাড়া আরো দায়!

উচ্চ পদ খুব কাম্য; উঠিলে পতন।

পিচ্ছিল—পিচ্ছিল বড়! পদে পদে ভয়,

যত উঠি, তত ভাবি, পড়িমু, এবার!

এ আতঙ্ক বুকে রহে কাঁটার মতন।

যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধে জয়—বড় সে শ্লাঘার!

সে শ্লাঘার লোভে শুধু বিপদের পিছে

বিপদ খুঁজিয়া ফেরা—কি যাতনা ভায়!

খ্যাতি-মান—তার লোভে সবে আক্ৰাহারা !
 কেবল সাধনা চলে ; সেই খ্যাতি মান—
 জলবিষ সম খুঁজি ; নিমেষে মিলায় ।
 মৃত্যু আসে ; খ্যাতি যায়,—দেখে না সে চাহি ।
 মরণের পরে কারো অভীষ্ট কখনো
 ফসকে হুঁহু লেখা । কি প্রকাণ্ড ফাঁকি !
 এই শুধু ! ভালো করো, নিন্দা সে মিলিবে ।
 হায় বৎস, এ কাহিনী আমার জীবনে
 শিরায় শিরায় লেখা—লেখা মুখে-চোখে ।
 অঙ্গে মোর অঙ্গলেখা—প্রমত্ত যৌবনে
 আমার শৌর্যের খ্যাতি গাহিত সকলে ।
 সিবেলিন—কত প্রীতি ছিল মোর পরে ।
 শৌর্য-বীর্য-সাহসের হলে প্রয়োজন
 আমার আহ্বান ছিল সকলের আগে ।
 তখন ছিলাম আমি তরুণ পাদপ,
 শাখে শাখে ফুল-ফল অজস্র ফলিত ;
 পত্রে ছিল ঘন-ছায়া ; বৈশাখের দাহ—
 মোর স্নেহ-তলে সবে মুছিত নিমেষে ।
 তার পরে এলো নিশা বাক্সাবায়ু সাথে—
 যেন সে প্রবল দম্ভা—যাহা খুলি, বলো—
 দিল দোল, শাখে-শাখে উঠিল কম্পন !
 পত্র ফুল-ফল সব ঝরিল কোথায় !
 শাখা-পত্র-হীন শুষ্ক করিল আমারে,
 শূন্য দীন—জীর্ণ, একেবারে ।

হায় ভাগ্য !
 গিডেরিয়াস ।
 বেলারিয়াস । আমার কি অপরাধ ? কিছুই ছিল না ।

(এ কথা বলেছি বার-বার) মিথ্যাবাদী
 দুষ্ট দুটা সিবেলিনে কহিল গোপনে—
 আমি নাকি ষড় করিয়াছি—নীচ ষড়
 রোমানের সনে—তাদের কুপার প্রার্থা !
 অমনি আদেশ হলো—নির্কাসন ! বাস !
 যত সেবা, যত কাজ—সব ভুলে গেল ।
 বিশ বর্ষ...বিশ বর্ষ আছি এই বনে,
 এ গিরি-কন্দরে বৎস—এ মোর নিখিল—
 মুক্তির বাতাস শুধু চাহিয়া আকাশে ।
 তাঁর দান ও-আকাশ, এই বন, নদী—
 তাঁহার মহিমা-মুগ্ধ গাহি তাঁর গান !
 কিন্তু না—এ কথা থাক ! যাও গিরি'পরে—
 শিকারীর তাবা নয়, কাহিনী এ নয় ।
 মারো মুগ—ভোজনের আয়োজন করো ।
 যার অঙ্গে মুগ-বধ—ভোজের সভায়
 রাজা সেই ; বাকী জন হবে সভাসদ ।
 তবে এই বন-রাজ্যে জেনো, ষড় নাই !

শলা, ফন্দী, অভিসন্ধি, গুপ্ত অসি, বিষ—
 রাজার সভায়—যাহা ভারী সুপ্রতুল !
 যাও দৌহে—ভূমিতলে পুনঃ দেখা হবে ।
 [গিডেরিয়াস ও আভিগেরাসের প্রস্থান ।

জন্ম-বৃত্তি—কি কঠিন রোধ করা তার !
 নিসর্গের প্রাণ-শিখা নিভে যাবে, তর !
 এরা দৌহে জানে নাকো—রাজপুত্র এরা !
 স্বপ্নে কভু সিবেলিন ভাবে নাকো, আজো
 জীবিত রয়েছে এরা ! দুজনেই জানে,
 আমার তনয় দৌহে । দীন সম বনে
 লালিত দুজনে—গুহা-শিরে মাথা ঠেকে,
 তথাপি বাসনা ওঠে প্রাসাদ-চূড়ায় !
 প্রকৃতি টানিছে উচ্ছে, যত নীচে থাক !
 পলিডোর জ্যেষ্ঠ পুত্র—বুটেনের রাজা ;
 একদিন রাজ্যসনে লবে রাজ্যভার—
 সিবেলিন রাখে নাম গিডেরিয়াস । বাঃ !
 শিলাসনে বসি কহি যৌবন-কাহিনী—
 কত যুদ্ধ, কী বীরত্ব করেছি একদা—
 সারা চিত্ত দিয়া শোনে, আমার সে-কথা
 বলি যবে—শ্রু-শির পাড়ি ভূমিতলে,
 সে শিরে চরণ রাখি—রাজ-রক্ত ফুঁশি
 ফুলিয়া বহিয়া যায় হু' কপোল বহি—
 তেজে রক্ত দীপ্ত আঁখি দেখি জল-জল !
 দুই বাহ দৃঢ় হয়—কি দৃপ্ত-ভঙ্গিমা !
 কনিষ্ঠ কড়ওয়াল—(সত্য নাম তার
 আভিগেরাস) —আমার বচনে
 প্রাণ যেন দেয় ঢালি—উজ্জল নয়ন !
 ঐ...ঐ খেলা সুর... ! হায় সিবেলিন,
 অন্তর্যামী দেব আর মোর চিত্ত জানে,
 অত্যাগ করিয়া মোরে দেছ নির্কাসন ।
 তাই আমি রোষ-বশে—প্রতিবিধিৎসিতে
 শিশু-পুত্রদ্বয়ে তব করেছি হরণ ।
 আমারে সর্বস্ব-হারা করেছ যেমন,
 রাজ্য-অধিকারী হতে তোমারে বঞ্চিত
 করেছি তেমনি আমি ! আমার পত্নীরে
 দুজনে জননী জানে ! সমাধির পাশে
 তাঁর—নিত্য রাখে পুষ্প-ভার দুইজনে ;
 স্মরে দেবতায়, তাঁর আত্মার কল্যাণে ।
 আমি বেলারিয়াস—নাম কেহ নাহি জানে ;
 নিম্নাছি 'মর্গান' নাম—সেই পরিচয় ।
 আমি উহাদের পিতা !...খেলা হলো শেষ !
 [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মিলফোর্ড-হাভেন-সন্নিহিত প্রান্তর

(পিশানিয়ো ও ইমোজেনের প্রবেশ)

ইমোজেন। যাত্রাকালে বলেছিলে—অভি-সম্মিলিত
সেই স্থান। এ যে দেখি অফুরাণ পথ।
জানো কি অধীর আমি কত, পিশানিয়ো?
মোর জন্ম-পূর্ব-ক্ষণে বুঝি মাতা মোর
আমারে দেখিতে এত হয়নি অধীর।
পিশানিয়ো। পিশানিয়ো। বলো কোথা তিনি?
কি তাবিছ? হেন দৃষ্টি কেন ও-নয়নে?
কেন ওই দীর্ঘশ্বাস? কেন বা নীরব?
বলো, বলো—চিন্তা মোর অতীব ব্যাকুল।
একে পথশ্রান্ত আমি—তব এই মূর্তি—
এ আবার কি-বাদাও? লিপি! এ কাহার?
ছল-ছল দুই আঁখি—হাত কেন কাঁপে?
প্রশ্ন বারতা যদি—কেন হাসি নাই?
অমঙ্গল বার্তা যদি—না, না, কাঁপিয়ে না।
এ যে প্রিয় হস্তলিপি! ইতালীতে বুঝি?
কি কুহকে ইতালী সে তুলাইল তাঁরে?
বিপদ ঘটিল কিছ? বলো, কথা কও।
পত্র পড়িব না—বলো মুখের ভাষায়।
পিশানিয়ো। পড়ো দেবী পড়ো।

মুখে বলিতে নারিব।

বুঝিবে—কি দীন আমি, ভাগ্য কত ক্রুর।

ইমোজেন। (পত্রপাঠ) "আমার শস্যের তোমার
প্রভু-পত্নী আমার মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে—
বিলাসিনী বার-বনিতার আচরণে! তাঁর প্রমাণে
আমার বক্ষ আজ রক্তাক্ত হইয়াছে। এ আমার
দুর্বল মোহ বা অলৌক অহুমান মাত্র নয়—
এ পাপের অকট্য প্রমাণ পাইয়াছি। আমার
ব্যথার মত সুগভীর সে প্রমাণ। সে প্রমাণ
আমার জিহ্বাংগার মত স্পষ্ট। সে জিহ্বাংগা-
সাধনের ভার—পিশানিয়ো তুমি আমার
একান্ত তত্ত্ব—তোমার হাতে দিলাম। তুমি
যদি তার মত বিশ্বাস ভঙ্গ না করিয়া থাকো,
তবে এ কাজ নিশ্চয় করিবে। তোমার ঐ হাতে
তার প্রাণ লইবে! তার স্নেহাগণ্ড তুমি পাইবে
মিলফোর্ড-হাভেনে। আমি তার ব্যবস্থা করিব।
সেজন্ত আমি তাহাকে পত্র লিখিয়াছি। যদি
তাহাকে বধ করিতে কল্পিত হও, তবে বুঝিবে,
তার এ দেহ-বিক্রয়ের ব্যাপারে তুমি সাহায্য
করিয়াছ—এবং তুমিও তাহার মত বিশ্বাসঘাতক।"

পিশানিয়ো। কাহারে হানিব অসি। শান্তি ও-লিপি
কণ্ঠ ছিন্ন করিয়াছে, হায়। মিথ্যা কথা!
মিথ্যা এই অপবাদ। ইহার আঘাত
ক্ষুরধার অগির আঘাত হতে তীব্র—
তীব্রতর! এর বিষে সর্ব-বিষ হারে।
এ লিপি-পরশ-বায়ু সমগ্র নিখিলে
বিষাক্ত জর্জর করি মৃত্যু দেয় আনি।
রাজা, রাণী, সেনাপতি, সেনানী বা প্রজা,
দাস-দাসী, মাতা-কন্যা,—যে দেখানে আছে
সমাধি-শয়নে স্তম্ভ, মৃত—সর্ব প্রাণী
এ বিষের বাষ্পে কাঁপে মুচ্ছাহত হয়ে।
ধৈর্য হারানো না দেবি।

ইমোজেন।

কলঙ্কিনী আমি।

শয়ন-বাসরে তাঁর লেপিয়াছি কালি।
মিথ্যাময়ী নারী!...কলঙ্ক কাহারে কয়?
তাঁর শয্যা'পরে জাগা বিন্দ্র যামিনী
তাঁর ধ্যানে? তাঁরে স্মরি অশ্রুভরা আঁখি?
যদি নিদ্রা আসে, তবে নিদ্রা-বশে কত
দুঃস্বপ্নে তাহারে হেরি তাঁর আর্তনাদ?
নিদ্রা-ভঙ্গে কেঁদে সারা?

এই কি কলঙ্ক?

তাঁহার বিশ্বাস এতে টোটে?

পিশানিয়ো।

দেবি।

ইমোজেন। কলঙ্কিনী আমি। অগতী তোমার প্রিয়া!

বুঝিয়াছি—ইতালী-বান্ধব আশ্রয়কিমো—
এ তাহার কাজ। দেখে মিথ্যা অপবাদ।
তখনি দুর্জন বলি হয়েছিল জ্ঞান!
এবে মনে লয়...ঠিক! ঠিক! আশ্রয়কিমো!
কিছু ছলাময়ী কোন ইতালীর নারী—
সত্য বার সত্য নয়, শুধু পটে লেখা—
প্রতারণিত করিয়াবো তাঁরে—মোর ছবি
তাঁর চিত্ত হতে চায় উপাড়ি ফেলিতে!
চূর্ণ করি দিতে চায়। সরল অন্তর
প্রিয়তম তুলিয়াছে। তাই অভিমান!

পিশানিয়ো। কথা আছে, দেবি।

ইমোজেন। পূর্বে ঘটেছে এমন—

যুগে যুগে নারী-চিত্তে পুরুষের ভ্রম।
এনিশ পেয়েছে অবিশ্বাস, সাইনন
হেন দুঃখে অশ্রুধারা ঢালিয়াছে কত!
একদিন প্রিয়তম বুঝিবে এ ভ্রম—
এই অপবাদে মিথ্যা জানিবে নিশ্চয়।
পিশানিয়ো, প্রভুজ্ঞ অচুচর তুমি—
প্রভুর আদেশ তুমি করহ পালন।

দেখা হলে বলো তাঁরে, বহু মানে শিরে
এ আদেশ ধরিয়াছি—অকপ্ত হৃদয়ে।
নাও মোর করে অসি—হৃদয়-মন্দিরে
যেথায় আসন তাঁর—কর হে আঘাত।
ভয় নাই! প্রভু তব হেথা নাই! দেখো,
হেথায় শুধুই ব্যথা—শুধু অশ্রু-রাশি।
হানো অসি। শক্তি ধরো, শক্তিমান তুমি—
দুর্বল নহ তো, তব কেন হাত কাঁপে?
পিশানিয়ো। ওরে হীন অস্ত্র, তুই দূর হয়ে যা রে—
এ হাত কলকে কালো করিস্ নে তুই!
ইমোজেন। মরিব। মরিতে চাই। অস্ত্র হানিবে না?
প্রভুর আদেশ নাহি করিলে পালন,
অবিস্বাসী হবে, জেনো! আত্মহত্যা-পাপ—
সেই পাপ হতে তুমি বাঁচাও আমারে!
নফর, করুণা করো। পান্তিলাম বুক।
এ বুক—অসির জেনো, আনন্দ-আধার।
এ বকে কি আছে, জানো? প্রিয়ের মুরতি।
তাঁর ভাষা, তাঁর স্মৃতি—আর কিছু নাই!
কিস্ত আর কেন? এ যে মিথ্যা মরীচিকা!
হা অবিস্বাসিনী আমি! পাবাণ নির্মম!
ত্বরা করো—মেষ আজি জানায় মিনতি
ঘাতকে,—কোথায় অস্ত্র? কেন বা শিথিল
শ্রবণ তব বাহ! জানো, এই অস্ত্রে তব
কোনো ক্ষোভ নাই মোর। রাখো হে বচন।
পিশানিয়ো। হায় দেবি, তুমি জানো, দুই চোখে
নিদ্রা নাই, স্মৃতি নাই—যে অবধি আমি
পাইরাছি এই পত্র।
ইমোজেন।
পালিয়া আদেশ
নিদ্রা-স্মৃতি বকে লভিবে এখনি।
পিশানিয়ো। তার পূর্বে দুই চক্ষু ফেলিব উপাড়ি।
ইমোজেন। কেন এ আদেশ তবে লয়েছিলে শিরে?
মিথ্যা গল্পে দীর্ঘ পথ কেন বা আনিলে?
কেন, বলো? কেন মিছা দিলে মোরে ক্রেশ?
রাজগৃহে অকারণ জাগালে দুশ্চিন্তা—
সেথা ফিরিবার মুখ রাখিয়া আসিনি।
আশ্রয় যা ছিল সেথা, কেন কেড়ে নিলে?
মুগেরে বধিবে—তবু বিচলিত মন?
পিশানিয়ো। সময় হরিতে শুধু—উপায়-সন্ধান।
ঘাতকের ব্রত এই—অতি হীন হয়।
বৈধা ধরো—শোনো দেবি!
ইমোজেন।
রসনা প্রথর?
বেশ, বলো। শুনি। আমি শুনেছি অনেক।
অসম্পূর্ণ গণিকা আমি—বার-বিলাসিনী—

অন্ত্র জনে দেহ দিই! এ কথার চেয়ে
তীব্রতর রুদ্রতর কি শুনিব আর?
আর কোন্ বাক্যে আছে হেন তীব্র শেল?
বলো—কি বলিবে।
পিশানিয়ো। রাজগৃহে ফিরিয়ো না।
বুঝেছি, ফিরিবে না আর...
ইমোজেন। তাই হেথা আনো
এ প্রাণ লইতে?
পিশানিয়ো। না, না। সে কারণ নয়।
জেনো, আমি নহি কতু অসামর্থ্য দুর্জন—
বুদ্ধি যদি থাকে চিন্তে—তা হলে যা বলি,
মঙ্গল হইবে তাহে। এ কথা নিশ্চিত—
প্রভুরে অলীক বাক্যে ভুলায়েছে কেহ!
সে-দুষ্ট তোমার আর আমার প্রভুর
(বিকট তাহার বুদ্ধি) দুর্গহ বিষম!
ইমোজেন। নিশ্চয় রোমের কোনো বিলাস-নায়িকা।
পিশানিয়ো। না, না—নয়, ক্রব এ বিস্বাস
মোর, দেবি।
যাই হোক—বার্তা দিব প্রভুরে আমার,
হত্যা করিয়াছি আমি; প্রমাণে তাহার
রক্তমাখা নিদর্শন—তা'ও সে পাঠাবে।
রাজগৃহে তুমি নাই, এ বার্তা রটিবে—
আমার কথায় তাঁর ঘটিবে প্রত্যয়!
ইমোজেন। কিস্ত আমি যাবো কোথা?
কোথায় রহিব?
কি করিব? কিবা লয়ে...কি স্মৃতি বাঁচিব
প্রিয়-পাশে মৃতা হয়ে?
পিশানিয়ো। রাজগৃহে গেলে...
ইমোজেন। সেথায় যাবো না ফিরে।
অকারণ পিতা!
সেথা নয়—আছে সেথা দুর্বৃত্ত ক্রোটেন—
তার দুষ্ট নয়নের বিলোল চাহনি,
মুখে শিষ্ট চাটু-বাণী, প্রেম-নিবেদন
সহিবার নয়—তাহা পারি না সহিতে!
পিশানিয়ো। রাজগৃহে যদি নয়—বুটেনেও নয়।
ইমোজেন। কোথা তবে? সূর্য্য নাই
বুটেনের পারে?
দিন-রাত্রি নাই কোথা এ বুটেন ছাড়া?
এ বিশ্ব বিশাল—তায় বুটেন গোপদ।
বিপুল হৃদয় বকে মরালের নীড়।
আর কোনো ঠাই চাই বুটেনের পারে।
পিশানিয়ো। সুখী এই কথা শুনি। রোমানের দুঃ
লুশিয়াস কাল হেথা আসে মিলফোর্ডে;

ব্যথা-গানি ভুলি যদি ছদ্ম-আবরণে
গোপন করিতে পারো আপনারে, দেবি,
নিরাপদ হবে—পথ মুক্ত সে অবাধ।
চাহো যদি যেতে যথা বসতি প্রভুর,
কাছাকাছি পারো যদি করিতে বসতি—
আচার পুরুষ হোক—পাবে পরিচয়
প্রতি পদক্ষেপে তাঁর চিস্তের স্বরূপ।

নব বেশে সাজো দেবি, বিদায় এখন।
বিধাতা করুন সদা তোমার মঙ্গল।
ইমোজেন। এসো। আমি ভুলিব না এই উপকার।
[উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।]

—

পঞ্চম দৃশ্য

সিঙ্গেলিনের প্রাসাদ-কক্ষ

(সিঙ্গেলিন, রাণী, ক্রোটেন, লুশিয়াস, অমাত্যগণ
ও অমুচরগণের প্রবেশ)

সিঙ্গেলিন। এই স্থির। বিদায় এখন।
লুশিয়াস। তাই হোক।

হে রাজনু ধন্যবাদ প্রদানি তোমায়।
সম্রাট আদেশ দেন ফিরিতে অচিরে।
ব্যথা পাই—তোমার এ শত্রু-পরিচয়
সম্রাটেতে দিতে হবে।

সিঙ্গেলিন। বুটেনের প্রজা
অধীনতা-পাশ—তারা মানিবে না আর।
অধীনতা শিরোধার্য করি যদি আমি,
রাজা হয়ে রাজা রবে না কো।

লুশিয়াস। নিবেদন,
মিলফোর্ডে নিরাপদে যাছে যেতে পারি—
সাথী যদি দাও পথে! আসি রাজ-রাণী।
কুশলে রহুন দেবি।

রাণী। হউক কুশল।
সিঙ্গেলিন। রাজদূত লুশিয়াসে হে অমাত্যগণ,
সম্মানে বিদায়-সম্ভাষো। তব হস্তে
দিহু ভার—তাঁর মান-সম্মান রাখিবে।
বিদায় হে রাজদূত।

লুশিয়াস। হাতে হাত রাখি।
ক্রোটেন। বন্ধু—বন্ধু বলি মানি। তবু আজ হতে
আমার এ হাত জেনো অরাতির হাত।
লুশিয়াস। যুদ্ধ ফল ভবিষ্যে নিহিত। আসি তবে।
সিঙ্গেলিন। সেভার্ন নদীর পারে পৌছায়ে দিয়ো
রাজদূতে—তবে সবে আসিবে ফিরিয়া।
নমস্কার রাজদূত! পথ তব শুভ হোক।

[লুশিয়াস ও অমাত্যগণের প্রস্থান।]

রাণী। কুণ্ঠিত করিল তুরু—সম্মান ইহাতে।
সুযোগ দিয়াছি মোরা তুরু-কুণ্ঠনের।
ক্রোটেন। ভালো! খুব ভালো! মোরা ইহাই তো চাই।

ইমোজেন। এ উপায়? নারী আমি
সহজে কুণ্ঠিতা—
পথে যেতে নত হই সরমের ভারে।
তবু...তাই! তাই হোক। এই মোর পথ!
পিশানিয়ো। ভুলে যেতে হবে দেবি,
তুমি সে রমণী!
রমণীর লাজ-লজ্জা, সরম-সঙ্কোচ,
ধিধা, কুণ্ঠা, নত ভাব হইবে ভুলিতে।
বকেতে সাহস চাই—তীব্র দীপ্ত ভাব।
চকিতে অধরে আগা! তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখে—
বিরোধে নিপুণ—তর্কে বহিবে ঝটিকা—
কপোলে দৃঢ়তা, আঁখি নহে ছল-ছল—
বেদনার স্মৃতিজালে ছিন্ন করা চাই।
পুরুষ পুরুষ-চিন্ত, কোমলতা-হীন!
ইমোজেন। এ ব্যথায় চিত্ত মোর এবে স্নকঠিন।
পুরুষের মত প্রাণ হয়েছে পাষণ।
পিশানিয়ো। পুরুষ হইতে হবে হাবে-ভাবে, জেনো।
লহো মোর এই বেশ—বর্ম, টুপি, জুতা—
কুণ্ঠা, পাতালুন—তাও এনেছি বহিয়া।
প্রভু-সনে দেখা হলে এই ছদ্মবেশে
মিতালী করিতে পারো, যদি মনে লয়—
ব্যথা-অভিমান-ভরে দূরে থাক—
সে শুধু বেদনা-ভার স্মৃতিবিড় করা!
তার চেয়ে...
ইমোজেন। ভালো, ভালো, বড় ভালো কথা!
তোমার মঙ্গল হোক!—সেনা আজি আমি।
সে-বেশে সেনার শক্তি পাবো দেহে-মনে;
ভুলিব আপন সন্তা। এই বেশ ধরি—
তাজি রমণীর বেশ। যাও অন্তরালে।
পিশানিয়ো। বিলম্ব উচিত নয়—স্বরা করা চাই।
বিদায় সম্ভাষ—তার নাহি প্রয়োজন।
মোরে যেতে হবে ফিরে রাজগৃহে স্বরা—
নহিলে সন্দেহ হবে। এই পেটি আছে—
রাণী মোরে দেছে—বলে, পরম ওষধি।
দেহ-মন-অবসাদে সেবন করিলে
শক্তি, স্বাস্থ্য হবে লাভ—নতন জীবন।

সিঙ্গেলিন। সম্রাটে লিখেছে পত্র; দিয়াছে পাঠায়ে

লুশিয়াস—হেথাকার সর্ব সমাচার।

সমুচিত আমাদের—যত সেনাদলে

উত্তম প্রস্তুত করা—রথ-অশ্বারোহী।

নিশ্চয় গালিয়া হতে অভিযান শুরু

করিবে সম্রাট; সেথা মজুত সেনানী।

রাণী। এ নহে স্বপন-কথা—স্বরা করা চাই।

দুর্ভেদ্য অটল করো মোদের বাহিনী।

সিঙ্গেলিন। এমনি ভাবিয়াছিলাম! মোরা ঠিক আছি

পূর্ব হতে আয়োজন করিয়াছি তাই।

কিন্তু রাণী, ইমোজেন? তারে নাহি দেখি।

রোমান দূতেরে সে তো দেখা নাহি দিল!

এ তার উচিত ছিল! সব তুচ্ছ করে!

বিক্রপ হলেও চিত্ত—এ নহে উচিত,

কর্তব্য এমন ক্রটি! লক্ষ্য করিয়াছি!

ডাকিয়া পাঠাও তারে। শনিবারে চাই

এ তার হেলার হেতু।

[জনৈক অমুচরের প্রস্থান।]

রাণী। দেখি মহারাজ,

পঞ্চমাস নির্কাসিত যে দিন হইতে

বিজনে লয়েছে ঠাই সবার আড়ালে।

এ রোগের প্রতিকার সাধিবে সময়।

কৃপা করো মহারাজ, দাসীর মিনতি,

পল্লব বচনে তারে করো না ভ্রম সনা।

কত্ম তব—মন তার বড়ই কোমল;

তব রোষ-অনলেতে শুকাবে লতিকা;

হয়তো মরিয়া যাবে—ভয় হয় বড়।

(অমুচরের পুনঃপ্রবেশ)

সিঙ্গেলিন। কোথা রাজকত্মা? বলো,

কি তার উত্তর?

অমুচর। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি রাজ-অধিরাজ।

ঘর বন্ধ—কোনো সাড়া, কোনো শব্দ নাই।

উচ্চে আহ্বানিয়া কেহ না পায় উত্তর।

রাণী। মহারাজ, শেষ মোর সাক্ষাতের কালে

মিনতি জানায়েছিল—থাকিবে একেলা—

মোরা যেন নাহি ডাকি। দেহ সুস্থ নয়।

সে কারণে আপনারে দেয় নাই দেখা—

নিত্যকার মত নতি দিতে পারে নাই।

আমারে বলিয়াছিল, এই নিবেদন

আপনারে জানাইতে। গুরু রাজ-কাজে

সে কথা ভুলিয়া ছিন্ন।

সিঙ্গেলিন।

ঘর কেন বন্ধ?

কেহ তারে দেখে নাই? মনে যাহা জাগে,

হে দেবতা—মিথ্যা যেন, মিথ্যা হয় তাহা।

[প্রস্থান।]

রাণী। যাও পুত্র রাজার পশ্চাতে।

ক্লোটেন।

ভৃত্যটারে

দুই দিন দেখি নাই চোখে। সত্য কহি।

রাণী। যাও, ত্যাগো গিয়া।

[ক্লোটেনের প্রস্থান।]

প্রভু-ভক্ত ভৃত্য বটে!

যে বিষ তাহার কাছে, যদি লয়ে থাকে,—

তাহলে আপদটার হয়ে গেছে শেষ!

সে জানে, ওষধি বড়। কেন লইবে না?

কিন্তু এই ইমোজেন? গেল সে কোথায়?

নিরাশ-যাতনা-বশে গৃহ ছাড়িয়াছে—

কোথা স্বামী—চিহ্নে নিষ্ঠা—তাহার উদ্দেশে?

তাহলে মরণ স্থির—নয় পথচারী

দুর্ব্বস্তের হাতে হবে কলঙ্ক-লাঞ্ছিতা।

তা যদি—আরাম পাই! এই সিংহাসন

এ আমার; কারো নয়—রাজার মরণে।

(ক্লোটেনের পুনঃপ্রবেশ)

কি বার্তা তোমার, পুত্র?

ক্লোটেন।

সব ফলিকায়।

নিশ্চয় ভেগেছে কোথা! যাও, ছুটে যাও—

রাজা গো—তোমার স্বামী চটে খুব লাল!

যারে দেখে, তারে বকে—বাপের আগুন!

কাছে যায়, কার সাধ্য! যাও মাগো, যাও,

বুড়া থেকি রাজাটার মাথা ঠাণ্ডা করো!

রাণী। (স্বগত) শুভ বার্তা! সুপ্রভাত বুঝি বা উদয়

চিস্তার ভিমির-ঘেরা দুখ-নিশি পরে।

[প্রস্থান।]

ক্লোটেন। ভালোবাসি! তবু কিন্তু রাগ ধরে মনে।

রূপসী সে রাজকত্মা—মুন্দের চেহারা!

এমন চেহারা মোদা দেখি নাই কারো।

এত মেয়ে—পুত্র-নারী, এত সখী, দাসী—

এ চোখে তো দেখিলাম; এর জুড়ি নাই।

রঙ বা গড়ন যার যেখানে যা ভালো,

চুনি-চুনি বিধি যেন এর গড়িয়াছে!

এদের সবার সেরা—যেন টেকাখানি।

চেহারায় মরে আছি—তাই ভালোবাসি।

কিন্তু ওই কি যে দোষ—যেই মোরে ছাখে,

নয়ন ফিরায়, তুরু অমনি বাকায়,
মুখে ভাবা তীব্র হয়—ঘৃণা-বিষ ঢালে !
কোণাকার ছুঁচো এক ওই পশথামাস—
চাল নাই, চলা নাই—অন্নদাস বেটা—
তার গলে দিল মালা ! আমি পাশে আছি,
চেয়ে দেখিল না ! কিম্বা ভুলে গেল প্রেম !
এ-দোষের ক্ষমা নাই—তাই আমি চটি ।
না, এ ঘৃণার শোধ আমি ঠিক নেবো,
যেমন করিয়া পারি...

(পিশানিয়োর প্রবেশ)

কে আসে আবার ?

কি গো বাপু মিটি-মিটি দৃষ্টি কেন চোখে ?
কাছে এসো—কথা আছে । ঘুরঘুরিছ কেন ?
পাক্সী বেটা, বল—কোথা গেল রাজকত্তা ?
শীঘ্র বল ! নয়, হেঁ হেঁ যাবি জাহান্নামে ।

পিশানিয়ো । বুবরাজ...

ক্লোটেন । মিষ্ট ভাষে...হঁ হঁ...ভুলিব না ।
বল, কোথা রাজকত্তা ? বলিবি না ? বটে !
ও জিত উপাড়ি কথা করিব বাহির
বুক হতে—তা জানিস্ । বল, শীঘ্র বল—
পশথামাসের কাছে দেখিস ঢালান ।
সত্য বল ।

পিশানিয়ো । সেখানে কেমনে হয়, যাবে ?
কিন্তু এ কি কথা ! রাজকত্তা গৃহ নাই ।
কখন গিয়াছে ?...প্রভু মোর আছে রোমে ।
ক্লোটেন । প্রভু নয় ! প্রভু নয় । রাজকত্তা কোথা ।
চালাকি চলিবে নাকো,—বল শীঘ্র খুলে—
কিবা তাঁর হলো—বল তাই ।

পিশানিয়ো । কি বলিব
হুজুর ?

ক্লোটেন । হুজুর রাখ । বেটা ভারী ভণ্ড ।
না জানিস, কর বেটা তাঁহার সন্ধান
মনিব—মনিব—তোর মনিবের দ্বার ।
বুঝিলি আমার কথা । যদি ঠোঁট নড়ে,
জানিস এখন দেবো কাঁশির ছুঁকুম ।

পিশানিয়ো । দেখেছি তাঁহার গৃহে—তাঁরে
দেখি নাই । (পত্র দান)

ক্লোটেন । পত্র । দেখি । যেতে যদি হয় তার খোঁজে,
যাবো আমি রোমে—ভাগ্যে বা হবার হোক !

পিশানিয়ো । (স্বগত) নাহলে মরণ কোথা পাবে ?
তাই যাও ।

রাজকত্তা এতক্ষণে বহুদূর পথ

অতিক্রমি গিয়াছেন । তাহে ভুল নাই ।

কি আর বিপদ ? ভয় ?

ক্লোটেন ।

চিঠি পড়িলাম ।

পিশানিয়ো । প্রভুরে লিখিব, বাক্য করেছি পালন ;
রাজকত্তা প্রাণ দেছে । হবে নিরাপদ ।

ক্লোটেন । ইয়া রে, এ চিঠি সত্যি ? জাল নয় ?

পিশানিয়ো । মনে হয়, সত্যি ।

ক্লোটেন । হাতের লেখা পশথামাসের বলেই মনে
হচ্ছে । তার লেখা আমি চিনি । তা হাঁরে, যদি
ছুষ্টুমি না করিস্ তো আমার একটা কাজ
কর না । বুঝিলি, তোকে আর কখনো বকবো
না, মারবো না—বখশিস দেবো । অনেক
বখশিস ।

পিশানিয়ো । কি করতে হবে, বলুন ।

ক্লোটেন । আমার কাছে চাকরি করবি ? সে
মনিবের কাছে কাজ করে মাইনে যা পেয়েছিস্,
তা তো আর আমার বুঝতে বাকী নেই । তখ,
আমার কাজ করলে মাইনে পাবি । কি
বলিস্ ? কাজ করবি ? শুধু একটা কাজ ।

পিশানিয়ো । করবো ।

ক্লোটেন । হাতে হাত দে—বৈঁচে থাক বাবা । এই
নে বখশিস—টাকার থলি । শোন, তোর
মনিবের পোষাক-টোষাক কিছু তোর জিন্মায়
আছে এখানে ?

পিশানিয়ো । আছে হুজুর । যাবার বেলায় যে
পোষাক পরেছিলেন, সেই পোষাক রেখে
গেছেন । আমার কাছে আছে । আমার ঘরে ।

ক্লোটেন । আচ্ছা, তাহলে প্রথম কাজ কর—আগে
সেই পোষাক আমার এনে দে । যা ।

পিশানিয়ো । এখনি যাচ্ছি, হুজুর ।

[প্রস্থান ।

ক্লোটেন । মিলফোর্ড-হাভেনে দেখা করতে বলেচে ।

আহা, একটা কথা ভুলে গেলাম । আচ্ছা
খোয়ালা রাখবে, হঁ হঁ, সেই !...আগে তোমার

প্রাণ নেবো পশথামাস ! আঃ, পোষাকটা যদি
পাই । রাজকত্তা এক দিন বলেছিল, আমার

চেয়ে পশথামাসের ছেঁড়া পোষাকেরও তার
আছে অনেক বেশী দাম । সে কথা আমি ভুলিনি ।

ঐ পোষাক গায়ে চাপিয়ে...তাকে আমি ভোগ
করবো ! ভোগ ! আগে তার চোখের সামনে

পশথামাসকে করবো খুন ! তখন দেখবে
আমার সাহস আর শক্তি ! পশথামাসের ছিন্ন
মুণ্ড আমার পায়ের কাছে গড়াবে—তার পর

সেই কাটা দেহের সামনে তাকে নিয়ে যেটাবো
আমার যা-কিছু বাসনা। আঃ, চাই—রাজ-
কন্যাকে আমার চাই ! অমন চেহারা যদি ভোগে
না এলো, তাহলে জনটাই যে বুথা হলো বাবা।

(পরিস্ফুট-হস্তে পিশানিয়োর পুনঃপ্রবেশ)

এই পোষাক ?

পিশানিয়ো। এই পোষাক, হুজুর।

ক্লোটেন। তোর মনিবনী কবে বেরিয়েছে রে

মিলফোর্ডের দিকে ?

পিশানিয়ো। তিনি কি এখনো সেখানে আছেন ?

ক্লোটেন। আচ্ছা, ও পোষাক নিয়ে আয় আমার
ঘরে। এই আমার ছ'নম্বর হুকুম। তিন
নম্বরের হুকুম যা বলবো, নিঃশব্দে করবি। যদি
কাজে খুশী করতে পারিস, তা হলে ভবিষ্যতে
তোর তরফর উন্নতি হবে জানিস। আমি
এখন যাবো—সেই মিলফোর্ড-হাভেনে। আয়
চটপট—আয়।

পিশানিয়ো। যাও তুমি মিলফোর্ডে—দেখিবে সেখায়

যারে চাও—সে বিহ্বল গিয়াছে উড়িয়া।

হে বিধাতা, দেখো তাঁরে, রাখিয়ো কুশলে।

এ দুষ্ট না পায় তাঁর ছায়াও লহিতে !

সর্ব দুষ্ট অভিসন্ধি যেন ব্যর্থ হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ওয়েলশ—বেলারিয়াসের গুহা-সম্মুখ

(বালক-বেশে ইমোজেনের প্রবেশ)

ইমোজেন। পুরুষের প্রাণ—যেন দুর্বল এ ভার।

কি প্রয়াস করিলাম, কঠিন সাধন,

দু'রাশি শয়ন করি মুক্তিকার 'পরে—

জুঃসহ দুশ্চর—ভবু মন লাগিয়াছে

এ সাধন ! মিলফোর্ড তুমি মোর স্বর্গ।

পিশানিয়ো দেখাইল গিরিশৃঙ্গ হতে—

মনে হলো, ছোট পথ ! কিন্তু যত চলি,

পথ তত দীর্ঘ হয়, তুমি যাও দূরে !

দুজন ভিন্নারী গনে পথে দেখা হলো—

তারা বলে দিল, পথ ভুল হয় নাই।

দরিদ্র ভিন্নারী তারা—কেন মিথ্যা কবে ?

যারা ব্যথা জানে, তারা মিথ্যা জানে নাকো।

মিথ্যা কপটতা—সে যে ধনীর আচার।

নীচ জনে মিছা কল্প—তাহা সহ হয় ;

বড়র যে মিথ্যাচার—বড় তীর বাজে !

প্রিয়তম, সেই মিথ্যা আচারের দায়

তোমারে লেগেছে আজ এ যোর কলঙ্কে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা এতখানি করে জর-জর—

বেদনা তাহাতে কত ! আর তাহা নাই !

অভাবে শক্তি জাগে—প্রচুরে দুর্বল।

ও কে ? ও কে যায় হোথা ? কে গো ?

কথা কও।

বনবাসী ! ইতর বর্ষর বুঝি। যে হয়, দেখিব।

একটু আশ্রয় চাই—পিপাসার বারি !

চেয়ে যদি নাচি পাই—বলে নিতে হবে।

আছে অসি, ভয় নাই ! পশিব গুহায়।

জবাব দিল না মোরে। দুষ্ট জন যদি

অসি দেখি নত শিরে মানিবে বচন।

কে ? কে হেথায় আছো ?

(গুহামধ্যে প্রবেশ)

(বেলারিয়াস, গিডেরিয়াস ও আর্ভিগেরাসের প্রবেশ)

বেলারিয়াস।

পলিডোর, তুমি

মৃগয়ায় সুকুশলী ! লক্ষ্য ব্যর্থহীন।

ভোজ-সভাতলে আজি তুমি হবে রাজা ;

আমি, কড় ওয়াল—হবো ভৃত্য ও পাচক।

এই সর্গ ছিল। জেনো শ্রম-বরা জল

নিমেষে শুকায়—তবু শ্রম মূল্য এই।

এসো, ক্ষুধা জাগিয়াছে—খাত্ত প্রয়োজন।

ভোজ-শেষে শয্যা 'পরে আরাম বিরাম।

এসো গুহা-গৃহে চির-নিরাপদ নীড়ে।

গিডেরিয়াস। শ্রান্ত আমি।

আর্ভিগেরাস। শ্রমে দেহ দুর্বল কাতর।

ক্ষুধা কিন্তু বড় তীর।

গিডেরিয়াস।

বাসি খাত্ত আছে।

আগে তাহা করিব ভোজন ; পশ্চাতে নুতন ;

পাকে বহু লাগিবে সময়।

আর্ভিগেরাস।

সহিবে না দেবী।

বেলারিয়াস। (গুহামধ্যে লক্ষ্য করিয়া)

স্থির হও। প্রবেশ করো না গুহা-মধ্যে।

শ্রান্ত পিপাসিত জানি, তবু দেখি

গুহামধ্যে অপ্সর-নিদ্ভিত রূপ। কে এ ?

গিডেরিয়াস। কি হয়েছে পিতা ? কে ?

বেলারিয়াস।

সুকুমার দেবশিশু ;

তা যদি না হয়—বুঝি রাজপুত্র কোনো।

বয়সে বালক—মরি, অপক্লব রূপ !

(ইমোজেনের পুনঃপ্রবেশ)

ইমোজেন। নমস্কার হে সূজন! হয়ো না কঠিন।

গুহা-প্রবেশের কালে ডাকিয়াছি বহু—

ক্ষুধায় কাতর আমি—ভেবেছিছু ভাই,

ভিক্ষায় মাগিব/অন্ন; কিম্বা মূল্য দিব।

হরণ করিনি অন্ন—কভু করিব না;

যদিও দেখেছি, হেথা অন্ন রহিয়াছে!

মূল্য আছে; যুগ-মাংস মোরে কিছু দাও।

তোমরা না আসিতে যদি—মিটাইয়া ক্ষুধা,

মুদ্রা রাখি আসিতাম শিলার উপর—

মূল্য বলি—বিধাতারে মাগিয়া কুশল।

গিডেরিয়াস। মুদ্রা—মূল্য?

সোনা ও রূপার মুদ্রা বরি?

আর্ভিগেরাস। সোনা-রূপা হুদিনের পরে হয় ধূলি।

কি মূল্য তাহার? করে কুৎসিতের পূজা

যে-সব মাহুষ, মূল্য তাহাদের কাছে।

ইমোজেন। ক্রোধক্ষরিয়াছ সবে মোর অপরাধে!

প্রাণ যদি নিতে চাও, মানা করিব না;

এ প্রাণ নিজেই দিতে রয়েছি প্রস্তুত।

বেলারিয়াস। এ বনে কোথায় যাও?

ইমোজেন। যাই মিলফোর্ডে।

বেলারিয়াস। কি নাম তোমার?

ইমোজেন। নাম মোর ফাইডেল।

আমার আত্মীয় এক যার ইতালীতে;

মিলফোর্ডে তরী-বক্ষে উঠিয়াছে আসি,

আমি তার সাথে যাবো। কিন্তু পথমাঝে

ক্ষুধায় কাতর হয়ে পশেছি হেথায়।

বেলারিয়াস। হে বালক, জেনো মোরা নহি বন-বাসী,

ইতর, কঠিন দম্ভা—যদিও বসতি

কঠিন গিরির বৃকে! আমরা সূজন।

দেখা হলো, হলো ভালো—বড় সুখী তায়।

রাত্রি সমাগত এবে; পথ ভালো নয়;

ক্ষুধায় কাতর তুমি। এসো, এক সাথে

সকলে ভোজন করি। যাবে অবসাদ।

বালকে সাদরে লয়ে এসো পুত্রগণ।

গিডেরিয়াস। তুমি যদি মেয়ে হতে, কঠোর সাধনে

লভিতে তোমার চিত্ত হঠিতাম নাকো।

এসো বন্ধু।

আর্ভিগেরাস। বাচিলাম। মেয়ে নও তুমি!

দুটি ভাই ছিছ মোরা; আরেকটি ভাই

আজিক পেল্যার পক্ষে! এসো ভাই, এসো,

হৃদয়ের প্রীতি দিয়া রাখিব ঘিরিয়া—

বৃকে বৃকে রবো সূখে। এসো ভাই, এসো।

হালো, কথা কও তুমি, হয়ো না কাতর।

আমরা তোমার বন্ধু।

ইমোজেন।

বন্ধু, ভাই—সব।

(স্বগত) হায়, আজি কোথা মোর সেই দুই ভাই?

এরা যদি সেই ভাই হতো—কি সুন্দর!

এ ভুবন অশ্রু রূপ করিত্ত ধারণ!

বেলারিয়াস। এ বয়সে পাইয়াছ ব্যথা!

গিডেরিয়াস।

যদি আমি

পারিতাম সে ব্যথা ঘুচাতে!

আর্ভিগেরাস।

ঘুচাতেম,

যতই গভীর ব্যথা হোক—প্রাণ দিয়া!

কি সে ব্যথা! কত সে গভীর, ভগবান!

বেলারিয়াস। শোনো বৎস—(কর্ণে কহিলেন)

ইমোজেন।

মহাজন, সূতন্ত্র সূজন—

ক্ষুদ্র গুহা, তবু মন উদার মহান!

স্নেহ প্রীতি ক্ষুদ্র-গৃহে পরিপূর্ণ রাখে।

এ চিত্ত-সম্পদ-পাশে তুচ্ছ রাজকোষ!

মাহুষ তোমরা নহ—দেবতা। বুঝেছি।

ক্ষমা করো অধীনের স্পর্ধা হে সূজন,

উন্মেলিত চিত্ত মোর! পুরুষের সাজ

দূরে ফেলি রমণীর মত কাঁদি আজ—

মনে হয়, এ ছলনা অতি অশুচিত।

বেলারিয়াস। এসো সবে। যুগ-মাংস পাক করা চাই।

হে বালক, সাথে এসো। বাক্য-জাল রচা—

এ তার সময় নয়! ভোজন চুকিলে

তৃপ্ত মনে শুনিব সে তোমার কাহিনী,

যেটুকু তাহার তুমি বলিবে আপনি।

গিডেরিয়াস। এসো ভাই।

আর্ভিগেরাস।

গুহা ভরে আনন্দ-জ্যোৎস্নায়।

ইমোজেন। ধন্যবাদ!

আর্ভিগেরাস।

কথা নয়। এসো।

[সকলের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

রোম—সাধারণ স্থান

(দুই জন সেনেটর ও ট্রিবিউনগণের প্রবেশ)

১ম সেনেটর। সম্রাটের ইস্তাহার—তার মর্ষ শোনো!

পানোন-ডালমাটান যুদ্ধে রত সেনাগণ—

গ্যালিয়ায় সমবেত সেনাদল বৃত্ত—

ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধে নহে স্প্রচ্যুর

শক্তিতে তাহার—তাই যত ভদ্র আছো,
সমরে যাইতে হবে, এ তাঁর বাসনা।
পরাজয়ে রোমানের লজ্জা হবে বড়।
লুশিয়াস এ সমরে প্রতিনিধি তাঁর।
হে মান্ত ট্রিবিউনগণ, সম্রাট বলেন
জাতির সম্মান আজি তোমাদের হাতে।
চলো। দীর্ঘজীবী হোন্ মোদের সম্রাট।
১ম ট্রিবি। লুশিয়াস সেনাপতি ?
২য় সেনে। সেনাপতি তিনি।
১ম ট্রিবি। গ্যালিয়ায় লুশিয়াস ?
২য় সেনে। সেখা যে সেনানী আছে,
তাহাদের সাথে তিনি যোগ দিলে পরে,
রোম-সৈন্য হবে দৃঢ় হৃদেত্ত সমরে।
২য় ট্রিবি। কর্তব্য কঠোর—করি গোঁরবে পালন।
[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ওয়েলশ ; বেলারিয়াসের গুহা-সামিধ্য।
ক্রোটেনের প্রবেশ)

ক্রোটেন। পিশানিয়ো যদি ঠিক-ঠাক নিশানা দিয়ে
থাকে, তাহলে কাছাকাছি পৌঁচেছি, মনে হচ্ছে
—যেখানে ছুটিতে মিলন হবে, তারি কাছাকাছি।
পোবাকটা মোদা ভারী ফিট করেছে।
তার জামা—তার দর্জার তৈরী জামা যদি
আমার গায়ে ফিট করে, তাহলে তার গিমিটিই
বা কেন আমার সঙ্গে ফিট থাকবে না, বাবা !
লোকে বলে, মেয়েমানুষ ফিট হয় ক্রমে
ক্রমে—যে বেফিট, সেও একদিন ঠিক ফিট
করে যায়। ফিট করে নেবার ভার থাকবে
আমার উপর। আয়নার নিজের চেহারা
দেখি তো—ওঁর সঙ্গে চেহারায় আমার তফাৎ
কোনখানে ? আমার যা বয়স, ওঁরও সেই
বয়স। গায়ের জোরে আমি তাঁর চেয়ে খাটো
নই—সমান-সমান। অদৃষ্ট ? ওঁর অদৃষ্টের
চেয়ে কিসে নীরেণ ? জন্মে, আমি অনেক উঁচু-
ধাপে আছি। কাজে-কর্ম্মে কিছুতে আমি কম
নই। তবু মেয়েটা আমার ফেলে ভালোবাসবে

ওকে ? অসহ ! পশখামাস, তোমার ঘাড়ে যে
মাথাটি গুজিয়ে উঠেচে—ওটিকে টুক করে
কাটবো কচাঙ করে ! তোমার গিন্নিকে নেবো
পাঁজরার মধ্যে। আর তোমার পোবাক—তাকে
কাটবো ছ্যাড্‌ড্যাং-ড্যাং—এ সব হবে তোমার
চোখের সামনে। এ সব করে তোমার প্রেয়সীকে
একটি লাথির ঘায়ে তার বাপের সামনে নিয়ে
গিয়ে ফেলবো। এ ব্যাপারে তাঁর মেজাজ
একটু টলতে পারে। টলুক ! হুঁ, তাতে
কিছু এসে যাবে না। সেখানে আছে আমার
মা—সাক্ষাৎ জননী ! মা ভারী খুশী হবে। আর
মায়ের যা ক্ষমতা, আমার মিলবে তারিফ।
ঘোড়াটিকে ভালো জায়গায় বেঁধে রেখেছি।
এখন তলোয়ারখানি খাপ থেকে বার করে
উঁচিয়ে রাখি ঘ্যাচাং-কোপের জন্ত। বুদ্ধির
দৌলতে একবার যদি তাকে হা ত পাই !
এ যা জায়গা দেখছি, পিশানিয়োর কথা হুঁত
মিলচে। লোকটা—না, আমার ঠকায়নি।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহা-সম্মুখ

(গুহামধ্য হইতে বেলারিয়াস, গিদেয়িয়াস,
আভিরেগাস্ ও ইমোজেনের প্রবেশ)

বেলারিয়াস। (ইমোজেনের প্রতি) সুস্থ নহ, মনে
লয়। ভূমি গৃহে থাকো।

মুগয়া করিয়া মোরা ফিরিব অচিরে।

আভিরেগাস্। (ইমোজেনের প্রতি) থাকো
তাই লক্ষ্মীটি !

আমরা তিন-তাই—না ?

ইমোজেন। মানুষে মানুষে তাই হয় ; শেষে ধূলী !
মাটিতে মাটিতে যত থাকুক বিভেদ !

স্বাচ্ছন্দ্য না করি অল্পভব।

গিদেয়িয়াস।

মুগয়া

যাও দৌহে—এর সাথে আমি গৃহে রবো।

ইমোজেন। তেমন পীড়িত নহি ! তবে সুস্থ নই।

ভয় নাই, মরিব না। সকলেই যাও।

নিত্যকার কাজে কতু করিয়ো না হেলা।

সব পণ্ড নিয়ম ভাদিলে। মোর পীড়া—

তোমরা থাকিলে কাছে—সারিবে, তা নয়।

কারো সঙ্গ ভালো যোর নাহি লাগে এবে।
সাধ, একা থাকি। তবে ইহা বুঝিতেছি,
কঠিন পীড়া এ নয়। শুধু অবসাদ!
সত্য কহি। একাত্তই যদি কিছু ঘটে,
ছনিয়ায় কারো তাহে অনিষ্ট হবে না।
গিদেয়িয়াস। তোমারে বেসেছি ভালো—
সে কথা বলেছি।

কত ভালো? জানো? যত বাসি রে পিতায়।
বেলারিয়াস। কি বলিছ?
আভিরেগাস। সত্য সে আমারো কথা ছেনো।
ভালোবাসি। কেন বাসি,
বুঝি না কারণ।

কতটুকু পরিচয়। নিমেষের দেখা—
তবু মনে হয়, যেন আজন্ম বান্ধব।
বেলারিয়াস। (স্বগত) উচ্চ মন! বংশ-অনুরূপ
উদারতা,

মহত্ব আপনি জন্মে, সূর্য্য-রশ্মি সম।
ভীকু খল কপটের পুত্র—ভীকু খল,
নীচবংশে জন্মে নীচ। নিসর্গের বিধি।
আমি পিতা নহি, তবু কত ভালোবাসে—
এ কিশোর জানি না কে, তবু এত প্রীতি।
(প্রকাশ্যে) বেলা বাড়ে।

আভিরেগাস। আসি ভাই।
ইমোজেন। হইবে বিজয়।
আভিরেগাস। এসে যেন দেখি, তুমি স্নহ হইয়াছ।
কেমন গো?

ইমোজেন। (স্বগত) ভাই হবে, ভদ্র প্রীতিময়।
ভগবান, কত মিথ্যা শুনিয়াছি কাণে!
সত্য সকলে বলে, বনবাসী-জন
অভদ্র, ইতর অতি। কিন্তু এ কি দেখি।
এত ভালো, এত বড় মন দেখি নাই।
রাজদর্পে ক্ষীত সভা—সে যেন সাগর।
হিংস্র জন্তু ফেরে তথা; ছোট নদ-নদী—
তথায় মৎস্যের বাস।...আঃ, কি যাতনা!
দেহে নয়—মনে এ যাতনা! পিশানিয়ো!
অগ্ন-যাতনা! তব সে ওষধি সেবি।

(পেটি-মধ্য হইতে ওষধি লইয়া সেবন করিল)

গিদেয়িয়াস। এত বলি—তবু কিছু বলে না আমায়।
বলে, শুধু মন্দভাগ্য! যোর অবিচারে
পথচারী, ব্যথার কাতর।

আভিরেগাস। এক কথা।
যত বলি, বলে, সব কবো অল্প দিন।

বেলারিয়াস। চলো বনে, যোর বনে!...
আসি বৎস, তবে।

কণেক একেলা রহো—করোগে বিশ্রাম।
আভিরেগাস। বেশী দূরে যাবো না কো।
অসুখ করো না।

বেলারিয়াস। সাবধান! আজ তুমি সাক্ষিবে গৃহিণী।
ইমোজেন। স্নহ বা অস্নহ রহি—সাধিব সে কাজ।
বেলারিয়াস। তুমি আপনার জন।

[ইমোজেনের প্রস্থান।

যত দুঃখ পাক, এ কিশোর উচ্চবংশে লভেছে জনম।
আভিরেগাস। কি সুন্দর গান গায়।

রক্তনে নিপুণ।

গিদেয়িয়াস। আনাজ কোটায় বলো—রান্নাবান্না এত
কোথায় শিখিল, ভাবি। যাহা কিছু রাঁধে,
খাবামাত্র পরিপাক! ঘটে না বালাই।

আভিরেগাস। হাসি মুখ সব-ক্ষণ—তবু হাসি ভেদি
বেদনা স্বসিদ্ধা ওঠে একান্ত নীরবে।

হাসিতে সে শ্বাস যেন ভারী লজ্জা পায়।

সুস্পষ্ট প্রকাশ—কিন্তু চকিতে মিলায়।

বিধাতার অবিচার! কিশোর ললাট

যাতনার ঝড়ে হয় কুণ্ডিত মলিন!

গিদেয়িয়াস। দেখিয়াছি, ব্যথা আর ধৈর্য্য দুই মিশি—
কিশোর ও-চিন্তটিকে করেছে মলিন।

আভিরেগাস। ধৈর্য্য তার সব ব্যথা লউক মুছিয়া!

ব্যথার জীর্ণতা ঘুচি হউক নবীন,

আম-কিশলয়ে পূর্ণ হৃদয় উহার।

বেলারিয়াস। এসো বৎস! বেলা বাড়ে...

কে আসে হেথায়?

(ক্লোটেনের প্রবেশ)

ক্লোটেন। কোথা গেল পলাতকগুলো? সে দুর্জন?

পরিহাস করিল আমারে যেবা? বড় ক্রান্ত!

বেলারিয়াস। পলাতকগুলো। সে কি মোরা?

এ যে দেখি...

ঠিক, ঠিক, ভুল নাই, ঠিক চিনিয়াছি।

ক্লোটেন! ক্লোটেন! রাজী-পুত্র। কি রহস্য

নিহিত ইহাতে।...বহুকাল দেখি নাই,

তবু চিনিয়াছি। কেহ নয়, ক্লোটেন এ।

যোদের ভেবেছে, বনচর দস্যু!...যাও।

গিদেয়িয়াস। একা, দেখি। যাও দৌড়ে করহ সন্ধান—

আরো কে কোথায় আছে সাধী। যাও, যাও...

আমি একা লক্ষ্য রাখি ইহার উপর।

[বেলারিয়াস ও আভিরেগাসের প্রস্থান।

ক্লোটেন। শান্ত, দেখি। কে হে বাপু, তাড়াইয়া ফেরো
মোর মত জনে হেন হেথা আর হেথা?
এত স্পর্ধা বনবাগী ইতর জনের!
এ সব ব্যাপার মোর জানা আছে ঢের।
কে তুই দাসীর পুত্র?

গিদেয়িয়াস। বাক্যে পরিচয়।
ভাষায় উত্তর দিলে, আমি নীচ হবো।
ভাষা নয়—এ প্রশ্নের উত্তর আধাতে।
ক্লোটেন। চোর তুই! দস্যু তুই! ভাদিস আইন।
ধরা দিতে হবে তোরে—জোড় কর হাত।
গিদেয়িয়াস। কে তুই—তা শুনি! হেন দর্পিত বচন।
কেন ধরা দিব? মোর আছে দুই হাত—
তোর ও হাতের মত। সব সে সমান।
শুধু তোর কথাগুলো বড়-বড় শুনি।
বাক্য কহি না কো! বাক্য জানি নাকো বেশী।
কথা জানি নাকো আমি অল্পবিদ্যা জানি।
অত বড় কথা—তার প্রদানি উত্তর
অস্ত্রে চিরদিন। মূর্খ বল, শীঘ্র বল—
কে তুই—করিব তোরে আত্মসমর্পণ?
ক্লোটেন। কি। চিনিস না! পোষাক দেখিস চোখে।
গিদেয়িয়াস। দজ্জার তৈয়ারী উহা।

পোষাক দে রেখে।
কি নাম? কে তোর পিতা? কেবা পিতামহ?
কে দজ্জা পোষাক এই দিয়েছে বানারে?
তোরে সে বানায় নিকো—এ-কথা নিশ্চয়।
ক্লোটেন। এ পোষাক মোর দজ্জা করেনি তৈয়ার।
গিদেয়িয়াস। ধার করা। বুঝিয়াছি।
যা এখন ফিরে।

যে তোরে পোষাক দেছে—তারে ধন্যবাদ
দি'গে ফিরে—এ পোষাক তোরে না মানায়।
বাক্যবীর ধাড়ি বোকারাম।

ক্লোটেন। রে নফর,
নাম মোর যদি বলি—কাঁপিবি ভীষণ।

গিদেয়িয়াস। কি নাম সে?
ক্লোটেন। ক্লোটেন—ক্লোটেন। শুনেছিস?
গিদেয়িয়াস। ক্লোটেন। তাহলে আরো দুট, খুব দুট।
ও নামে কাঁপিবি, হেন দেহ ধরি না কো।
এর চেয়ে নাম তোর হতো যদি ব্যাঙ—
মাকড়সা অথবা সাপ—তবে কাঁপিতাম।

ক্লোটেন। তবু ভয় নাই?
গিদেয়িয়াস। শ্রদ্ধা যাহাদের 'পরে—
তাহাদেরে করি ভয়—অন্ত জনে নয়।
তোর মত যুচ হেরি হাসি পায় মোর।

ক্লোটেন। মরু তবে। আগে তোরে মারি, তার পর
হাসি-টিটকারী করে পলায়েছে যারা,
তাদেরে দেখিয়া লবো! রাজার আত্মীয়
আমি। মশকরা করা—আমি শাস্তি তার।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।]

(বেলারিয়াস ও আভিরেগাসের পুনঃপ্রবেশ)
বেলারিয়াস। সাথী কেহ নাই?
আভিরেগাস। কেহ নাই—কেহ নাই।
আপনার তুল হইয়াছে, পিতা।
বেলারিয়াস। হবে।
দীর্ঘকাল দেখি নাই। কিন্তু তবু ভাবি,
সেই সব রেখা—কাল মুছিব কি তাহা?
এমন জড়তা স্বরে! কথার ভঙ্গিমা—
নয়নের দৃষ্টি—না, না,—হেন তুল হবে!
তুল নয়—নিশ্চয় ক্লোটেন। সব সেই!
আভিরেগাস। হেথা হতে গেছে দৌড়ে! কি যে হবে।
দাদা তারে দিবে শিক্ষা—আত্মসমর্পণ।
তুমি না বলিলে,—ভারী দুঃস্থ!
বেলারিয়াস। পশু যেন!
বুদ্ধি নাই—যুক্তি নাই তাই! ভয় নাই—
বুদ্ধি-যুক্তিহীনে কোন শক্তি থাকে না তো।
এই হেথা আসে তব ভ্রাতা।

(ক্লোটেনের মৃগ হস্তে গিদেয়িয়াসের প্রবেশ)
গিদেয়িয়াস। তার শির—
বাক্যের বদবৃদ্—কাজে মহাশূন্য পুঁজি।
বীর হাক্ক লিখ হারে এর মাথা নিতে।
যেহেতু মাথাটা এর—এ তো মাথা নয়—
শুধু বাক্যভাণ্ড। শির নাহি লইতাম।
মোর শির নিতে এলো—তাই এই গতি।
বেলারিয়াস। লঘু পাপে গুরুদণ্ড। সে কি করেছিল?
গিদেয়িয়াস। অতি-স্পর্ধা—সহিতে না পারি তার।

রাজার তনয়—তাহে ছিল নাকো ক্ষতি।
যোরে কয়, দস্যু আমি, বিশ্বাসঘাতক—
শুধু যোরে নয়, পিতা—তোমারোও কহে
এমন স্পর্ধিত বাক্য। করিহু নিষেধ
বার-বার—তবু দুষ্ট কথা না মানিল;
তীব্র কটুভাবে গালি দিল সর্বজন।
বলিল, কাটিবে শির—করিবে না ক্ষমা।
অসিতে লাগিল অসি—পড়িল চকিতে।
চোখের পলক-পাত—তাও সহিল না।
বেলারিয়াস। বিপদ ডাকিলে শাস্তি নীড়ে।

গিদেৱিয়াস।

কেন পিতা,

এত সকাভর ? এ ভয় কিসের লাগি, কহ।

হারাতে যতপি কিছু হয়—কি হারাবো ?

স্পর্ধা-ভরে কহিল সে—রাজ্যদ্রোহী মোরা—

কাটিবে মোদের শির। দিল আরো গালি।

হেন দুষ্টে কি বলিয়া করিব মার্জনা ?

মোদের বিচার-তরে আসিয়াছে যেন—

বিচার ও দণ্ড—তুই দিবে নিজ হাতে।

কেন গালি ? কেন মিছা দিবে অপবাদ ?

আইন ভেঙ্গেছি কোথা ? কি করেছি দোষ ?

সদ্বী-সাথী দেখিলে কোথাও ?

বেলারিয়াস।

কেহ নাই।

তবু মনে লয়, সাথী আছেয়ে প্রহরী।

কিন্তু ভাবী, কি উদ্দেশ্যে এ দূর বিজনে

এলো দুষ্ট কোন্ মন্ত কোতুহল-বশে ?

আমি বেঁচে আছি—সেথা এ কথা হয়তো

রাজ্যমাবো প্রচারিত। তা বলিয়া হেথা

এ বিজ্ঞ গিরি-বক্ষে করিতেছি বাস—

এই বার্তা ভাবি, যাবে কেমনে সেথায় ?

যে বার্তা শুনিয়া দুষ্ট আসিল হেথায়

রাজার বিপক্ষ-জনে দণ্ড দিইবারে।

তবু কোনো বিপত্তি যদি বা ঘটে—

শির-হীন দেহ তার। তাই ভয় হয়।

আভিরেগাস্। কোনো ভয় নাই, পিতা।

পাপী প্রাণ দেহে।

উচিত—উচিত কার্য্য করেছি সাধন।

বেলারিয়াস। মৃগয়ায় রুচি আজি নাই মোর, বৎস।

হোথা পীড়িত সে ফাইডেল, ব্যথাতুর।

গিদেৱিয়াস। যে অসি আমার শির নিতে তুলেছিল,

সে অসিতে নিছি তার শির। এই শির

গিরি-বুকে ফেলি। নির্বায়ের জলে ভাসি

কোথায় নানিয়া যাবে। মৎস্যকুল সেথা

রাজ্যপুত্র ক্রোটেনের শির লবে লুকে।

[প্রস্থান।

বেলারিয়াস। ভয় হয়, এ সংবাদে আসে যদি রাজ্য

সশস্ত্র সেনানী লয়ে—বাধিবে উৎপাত।

না, এ অত্যায নয়—সমুচিত কাজ।

পলিডোর, এই শৌর্য্য বাখানি তোমার।

আভিরেগাস্। এ শৌর্য্যে হতেছে দীর্ঘ।

যদি মরিতাম,

আনন্দে-গরবে বুক হতো উচ্ছ্বসিত।

রাজ্য যদি বনে আসে সেনা-দল লয়ে—

আমি আছি—মিটাইব সময়ের সাথ।

বেলারিয়াস। ভালো ! ভালো ! মৃগয়ায় ছুটি থাক আজ।

বিপদ খুঁজিয়া ফেরা—আজ আর নয়।

কোনো লাভ নাই তায় ! চলো গুহা-গৃহে।

তুমি রাঁধো অন্ন আজ ফাইডেলের সাথে ;

আমি হেথা রহি—ফিরে আসুক গিদেৱি—

তারে লয়ে ফিরি—হবে একত্র ভোজন।

আভিরেগাস্। ফাইডেল—পীড়িত সে।

আমি গৃহে ফিরি।

পাণ্ডুর আনন হয়ে, বিবর্ণ কপোল।

ক্রোটেনের রক্ত যদি ফিরে পাওয়া যেতো

কপোল-লালিয়া তার—কত সুখ হতো।

[প্রস্থান।

বেলারিয়াস। হে দেবি বনানি—মরি, নিজ-হস্তে তুমি

কি অতুল সুধাময় চিত্ত গড়িয়াছ

তুই রাজ-কুমারের। শাস্ত বীর বীর—

দুটি ভাই যেন তব বায়ুর দোলায়

কোমল-কুসুম ছুয়ে বর্ণ-সুধাময়

পরিমলে জাগায় তাদের। মহাপাপী

দর্পিত সে মহীকূহে বাটকা তুলিয়া

নিমেষে সমূলে করে উচ্ছেদ-সাধন।

দেহে আছে রাজ-রক্ত। নিজের গরবে

দাঁড়াইয়া আছে যেন দীর্ঘ দেবদারু

উচ্চশির, কি সরল—বাঁকা-চোরা নয়—

সারা উপত্যকা-ভূমি প্রণতি জানায়।

পরিচয় নাই জানে—তবু এ কি মায়া,

অজানা শক্তি কি এ রাজ-মহিমায়

বিকশিয়া তোলে চিত্ত, গন্নিমার রাগে।

ভদ্র, শিষ্ট, সম্মত-মর্যাদা নিজ 'পরে—

আপনাতে এমন বিশ্বাস-নিরভর—

হেন শৌর্য্য। স্পর্ধা হেরি বহিসম জলে।

তবু কি সমস্তা ঘোর—এ বিজ্ঞ বনে

ক্রোটেন আসিল কেন, বুঝিতে না পারি।

কে জানে, উৎপাত কিবা আসে তার সাথে—

উপদ্রব, গুঢ় কোন বিপত্তি ভীষণ।

(গিদেৱিয়াসের প্রবেশ)

গিদেৱিয়াস। ভাই কোথা গেল ? ক্রোটেনের শির

ভীষণ গহবরে পিতা, করেছি নিক্ষেপ—

গোপুয়ার মত যাক জলশ্রোতে ভাসি

রাজ্যের নিকটে শির—পুত্র-বার্তা লয়ে—

স্পর্ধার কি পরিণাম, জানাইবে ভালো।

হয়তো দেহের বার্তা মাগিবেক রানী।

(নেপথ্যে গভীর বাতধ্বনি)

বেলারিয়াস। মোর বাত—তাহারি নিকণ শুনি এষে।
কি আশ্চর্য্য পলিডোর, এ বাত বাজায়
কডওয়াল স্তনিশ্চিত। কেন সে বাজায়?
গিদেৱিয়াস। সে কি গৃহে আছে?
বেলারিয়াস। এইমাত্র গেছে গৃহে।
গিদেৱিয়াস। এ বাতের অর্থ কিবা?

অস্তিম-বিদায়

মায়ের ঘটিল যবে—সেই দিন হতে
এ বাত নীরব আছে—রব তোলে নাই।
আজ পুনঃ বাজে কেন? কি অর্থ ইহার?
যেদিন বিজয়-লাভ—কিষা বেদনার
আর্ন্ত প্রাণ আকুল কাতর—সেই দিন
বাজে বাত—অর্থ বুঝি। নহে অকারণ
বাতের নিকর্ণ—মুঢ় খেলা অহুমানি।
কডওয়াল উদ্গাদ হলো?

(মৃতবৎ ইমোজেনকে বহিয়া আভিরেগাসের
পুনঃপ্রবেশ)

বেলারিয়াস। এই হেথা আসে। ও কি—
কারে বহি আনে?

বেদনার আর্ন্তরব বাত শুনি তাই।

আভিরেগাস। পাখী নাই। উড়ে গেছে
কত কথা ভাবি,

এ মনে কত সে স্বপ্ন রচেছিল হায়।

বেলারিয়াস। এ দৃশ্য দেখার পূর্বে বুদ্ধ আঁখি মোর,
দৃষ্টি মোর বিলুপ্ত হলো না কেন, হায়।

গিদেৱিয়াস। ওরে শুভ্র পদ্মকলি, কেন বারে গেলি।

এ কি মূর্তি। এই দৃশ্য কেমনে সহিব।

বেলারিয়াস। দুঃখের কি সীমা আছে।

কোথা দিয়া আসে,

কখনু কি বেশে—তার কিছু বুঝি নাকো।

তল নাই, ফুল নাই—উত্তাল পাথার।

নিমেষ-বিরাম কভু দিবে না মানবে—

তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু ধেয়ে আসে বেগে—

চারি দিক হতে ছায়—সকলি ডুবায়।

এ বালক এত ভালো—হেন মধুময়—

কোথা গেল পাণ্ডু দেহ মরণে মলিন?

আভিরেগাস। তাকো, তাকো, তাকো, মুখে

হাসির রেখাটি

অধর ছাপিয়া আছে। সত্যই মরণ?

না, না। আরামে ঘুমায়ে। তাই। নয় পিতা?

ঘুমবোরে অচেতন দেখিছ শয্যা।

গিদেৱিয়াস। কোথা?

আভিরেগাস। ভূমি-পরে—হাত ছুটি বুকে রাখা।
ভাবিছ, ঘুমায়ে বুঝি। পাছে ঘুম ভাঙ্গে,
চরণ-পাছুকা খুলি অতি ধীরে ধীরে
রাখিলাম এক পাশে; তবু মনে হলো,
পাছুকা-রক্ষার ধ্বনি তীক্ষ্ণ—ভাঙ্গে ঘুম।

গিদেৱিয়াস। ঘুমায়ে ধালক। কিন্তু বুক কেন কাঁপে।

যদি সত্য তাই হয়? যদি...যদি...পারিব না,

মাটি খুঁড়ি তার তলে রচিতে শয়ন।

ঘুমায়ে বনের বুকে আকাশের তলে—

বাতাস বহিয়া যাবে ও অঙ্গ পরশি—

নন্দন-অঙ্গরীদল আসিবে নামিয়া

এই বনে—এরে ঘিরি গাহিবে সঙ্গীত—

মাটির সে কালো কীট নারিবে স্পর্শিতে।

আভিরেগাস। কত দিন বেঁচে রবো, ওরে প্রিয় সাধী,

নিমেষের-পাওয়া ভাই, 'তোর শয্যা'পরে

নিত্য আনি বরষিব এ বনের ফুল—

যত পাবো, সব দিব। তোর অঙ্গ ঘিরি

ফুলদল রবে সদা পরশিয়া তোরে।

ও মুখে, ও চোখে তোর দিব প্রিয়রোজ—

মুখের মাধুরী তায়। হেরাবেল ঢালি—

ও তোর শিরার সম বর্ণের সুষমা।

এগুলানতি-পল্লব দিব অপূর্ব সুরভি—

তোমার নিখাস-বায়ু-সম গন্ধবাহী।

আরো, আরো কত ফুল রাখিব ছাইয়া।

আনিব শৈবালদল শীতের সময়—

বনে ফুল যবে নাহি ফোটে।

গিদেৱিয়াস। কথা রাখো।

মিছা স্তোক। এ কথায় সাড়া নাহি দিবে।

মিছা মায়া—যত দেখি, তত ব্যথা বাড়ে।

চলো। ভূমি-তলে পুষ্পে রচিব শয়ন—

কবর-সমাধি—সেই যোগ্য নীড়, ভাই—

বৃথা-বাক্যে কালক্ষেপ—এ যে অকারণ।

আভিরেগাস। কবর রচিবে কোথা?

গিদেৱিয়াস। মার পাশটিতে।

আভিরেগাস। তাই হোক। মা যে দিন চলে যান,

ভাই,

সেদিন ব্যথায় ধৈর্য গান গেয়েছিল

ছুটি ভাই—সেই গান গেয়ে নিয়ে যাবো—

শুধু মার নাম স্মরি, ফাইডেল-ভায়ে।

গিদেৱিয়াস। আমি গাহিব না ভাই।

শুধু অশ্রু ঢালি।

ব্যথায় প্রাণের স্মরণ—যদি মিথ্যা হয়।

আভিরেগাস। গান নয়—কথা কহি—এর কথা কহি।

বেলারিয়াস। বড় হুংখ—বড় ব্যথা—ক্লোটেনের কথা
মন হতে করিয়াছে দূর। তবু মনে রেখে,
ক্লোটেন রাণীর পুত্র—শত্রু সে যতপি—
তার হইয়াছে শেষ। এখন সে শব—
ঘুণার সামগ্রী নয়—সম্মান উচিত।
প্রাণ দেছে তব হাতে—লাঞ্ছিত সে প্রাণ
তব মৃত্যু পরে তার সমাধি বিহিত,
রাণীর পুত্রের যোগ্য—সম্মানের সহ।
সম্মানে কবরিত করো তার দেহ।
গিদেরিয়াস। হেথা—হেথা আনো দেহ—

করি সমাহিত।

যেথা হোক—মাটি চাপা দিলেই চলিবে।

আর্ভিরেগাস্। তুমি দেহ আনো। পিতা, মোরা,
গাহি গান।

বরো দাদা...

[বেলারিয়াসের প্রস্থান।]

গিদেরিয়াস। আমি বলি, পূর্ব-শিম্রী
উহারে শোয়ানো থাক! কিছু হেতু আছে—
পিতা তাই বলিলেন।

আর্ভিরেগাস্। সত্য কথা, তাই।

গিদেরিয়াস। এসো, নিয়ে যাই দৌঁছে।

আর্ভিরেগাস্। তুমি ধরো গান।

(গান)

গিদেরিয়াস। তপন-তাপে তব আজিকে নাহি ভয়,
শঙ্কা রহিবে না—তুষার-করকায়।
জীবনে যত কাজ আজিকে হলো সারা,
পাথের লয়ে চলো আপন-কুলায়।
রতন সোনা-মণি,—পাষণ যত কিছু—
শেষে সে জানি, সব মিলাবে ধুলায়।
আর্ভিরেগাস্। বড়র রোষে রাঙা আঁখিতে নাহি ভয়—
সেথা না পশে রোষ—চলিলে যেথায়।
ভোজন-বসন—কাতর করিবে না;
অসম গেছে মুছে তরুণ-সত্যায়।
মুকুট মণিময়—জ্ঞানের শিখা শিরে—
ইতর জন-সনে সমানে লুটায়।

গিদেরিয়াস। চপলা-শিহরণে আজিকে নাহি ভয়;
আর্ভিরেগাস্। কাঁপন জাগাবে না অশনি-ধ্বনিময়।
গিদেরিয়াস। গানি ও কুৎসা—পরশিবে না;
আর্ভিরেগাস্। বিদায় দেহ তুমি পুলকে-বেদনায়।
উভয়ে। সরল প্রেমে প্রাণ,—তরুণ; নহে স্নান;—
তারাত একদিন বরিবে এ-ধুলায়।
গিদেরিয়াস। অহিত-সাধনে শকতি খর্ব।

আর্ভিরেগাস্। দলিত কুহকী মান্নার গর্ভ।
গিদেরিয়াস। ভূত প্রেত পাশে আসিবে না কো।
আর্ভিরেগাস্। বিজনে শ্রামল ছায়াতে থাকো।
উভয়ে। অমৃত লোকের তরুণ যাত্রী—
পুণ্য সমাধি হোক দিবস-রাত্রি।

(ক্লোটেনের দেহ বহিয়া বেলারিয়াসের পুনঃপ্রবেশ)
গিদেরিয়াস। সাধিত অস্তিত্ব কৃত্য। সমাহিত দেহ।
বেলারিয়াস। ফুল আনি—মধ্য রাত্রে
আরো লে আনিব।

আরো ফুল, বহু গুলা শিশিরে ভিজিয়া
রাশি রাশি জাগায়ে তুলিবে—তাহা আনি।

কবরে দিব সে ফুল—আননের পরে।

ফুল সম ফুটে ছিল—গিয়াছে বরিয়া।

সে ফুল ফুলের মত রাখি এ তরুণে।

এসো, এসো—জাহ্নু পাতো—যে-ধরার বুকে
প্রথম দেখিল দেখা—হেথায় বিরাম।

অখ, হুংখ, ব্যথা, হর্ব—আজি তার শেষ।

[বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাসের প্রস্থান।
ইমোজেন। (জাগিয়া) হাঁ মশায়, মিলফোর্ড—
কোন্ পথে জানো ?

ধনুবাদ। ও-বনের পরে ? কত দূর ?

যন বন। তিন ক্রোশ হবে—তাই নয় ?

সারারাত্রি ইটিয়াছি।...চলে না চরণ।

মনে হয় ভূমিতলে লইব শয়ন।

না, না, একা...ঘুমে ভরে আসে দুই আঁখি—

হেথা যদি নিজা দিই স্বর্গের দেবতা—

ফুল...ফুল...ধরণীর আনন্দ লহরী।...

রক্তমাখা কার দেহ...করে কলুষিত।

স্বপ্ন দেখিতেছি আমি। মনে হয় যেন,

গিরি-গুহা মাঝে বাস স্নজনের সাথে।

অন্ন পাক করা চাই! কিন্তু কই গুহা ?

এ কি, এ গুহার স্বপ্ন কেন আমি দেখি।

মনে ভ্রান্তি। নয়নেও হেন ভ্রান্তি ঘোর।

কি জানি, কি ভয়ে যেন কাঁপে যোর প্রাণ।

স্বর্গে যদি এতটুকু করুণার রেখ

থাকে আজো, হে দেবতা, বরিষ এ শিরে।

এখনো স্বপ্নে যেন হয়ে আছি ভোর।

কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়...নয়নের আগে

এ কি এ। কাহার দেহ ? শির নাহি দেখি।

এ কি বেশ! এ যে—এ যে আমার স্বামীর।

সে চরণ-ছাঁদ আমি—সে যে জানি ভালো।

এ-হাত তাঁহারি—তায় কোন ভুল নাই।

এ চরণ—হা বিধাতা...মুখ নাহি দেখি।
 অপমৃত্যু দেবতার! এই কি লিখন।
 নাই। নাই। নাই। ওরে সব ব্যর্থ হলো।
 পিশানিয়ো, মিথ্যাবাদী, নির্ধর নির্মম—
 মোর তপ্ত পরাণের রক্ত অভিষেক
 লাগে তোরে। বিশ্বাসঘাতক—কুর দম্ভ
 ক্রোটেনের অর্থে বশ—প্রভুহত্যা তাই
 বাধে নাই। ছলনায় ভুলাইল মোরে।
 পিশানিয়ো, পিশানিয়ো, ওরে অকৃতজ্ঞ—
 না, না, স্বামী, স্বামী, ওগো দয়িত আমার—
 বেশ। এ কি শয্যা—কে ইহা রচিল।
 আমারে আনিল কেবা হেথা তব পাশে।
 সে ওষধি—সেই। সেই। দিল পিশানিয়ো—
 তার স্পর্শে এ ভুবন হারায় চেতনা।
 নিমেষে মিলালো কোথা? সব বুঝিয়াছি।
 পিশানিয়ো হইয়াছে ক্রোটেনের সাধী—
 দুই জনে সাধিয়াছে নারকীর কাজ।
 স্বামী। স্বামী। ওগো মোর জীবন-দেবতা।
 (দেহের উপর পতিতা হইল)

(লুশিয়াস, কাপ্তেন, অথ কর্মচারিগণ ও একজন
 গণ্যকারের প্রবেশ)

কাপ্তেন। গ্যালিয়ার সেনাদল প্রভুর আদেশে
 সমুদ্র উত্তরি আজি মিলিত হেথায়
 মিলফোর্ড-হাভেনের এই ঘন বনে;
 রণপোত সকলি প্রস্তুত।

লুশিয়াস। রোমের সংবাদ কিবা?

কাপ্তেন। কারারুদ্ধ সর্বজনে মুক্তি দেছে সভা।

ইতালীর ভদ্রজন—সেনানী সকলে
 ইচ্ছা-বশে এ সমরে। আয়াকিমো আসে
 তাদের নায়ক সাথে—সিয়েনা-সোদর।

লুশিয়াস। প্রত্যাশা কখন করো?

কাপ্তেন। সুপবন-সাথে।

লুশিয়াস। তাহাদের এ আগ্রহে আরো শক্তি পাই

আশা আরো দৃঢ় হয়। করহ আদেশ,
 অচিরে সকল সেনা হোক সমবেত।
 যতেক নায়ক হোক কর্তব্যে জাগ্রত।
 হে গণক, এ যুদ্ধের কি ফল গণিলে?

গণ্যকার। গত রাত্রে দেবগণ সবে দেখায়েছে—

যা ঘটবে; উপবাসী করেছি সাধন।
 দেখি পাতী—পশ্চিম প্রান্তে জলরাশি হতে
 উঠিল। জোতের পাতী—রোমান ঈগল
 তার রূপ ধরি—মিশে রবিছটা মাঝে।

তার অর্থ (মোহে জ্ঞান না হলে মলিন)
 বুঝিয়াছি, রোমানের জয়।

লুশিয়াস। সত্য স্বপ্ন।

মিছা এ হবার নয়! কিন্তু এ কি দেখি,
 শির-হীন মৃত দেহ—বৃক্ষকাণ্ড সম
 ভূমি-বক্ষে পড়ে আছে! ভূষণ দেখিয়া
 অনুমানি, ছিল যেন রাজার প্রাসাদে।
 এ কি—সদে অনুচর! দেছে শয্যা রচি
 সেখায় ঘুমায় এ যে! এ এক বালক!

কাপ্তেন। জীবিত বালক।

লুশিয়াস। সংবাদ মিলিবে তবে।

হে বালক, ভাগ্য-কথা কহ তব, শুনি।
 রক্ত-মাখা কার দেহ? কেবা এই জন?
 বেশভূষা ভদ্র, দেখি! কে তুমি ইহার?
 কেমনে হেথায় এলে? হেন দশা এর
 কি করিয়া ঘটিল বা? কে এ? কেবা তুমি?
 ইমোজেন। আমি। কেহ নহি—কেহ নহি।
 ইনি প্রভু।

বীর শূর—ব্রিটেনের গৌরব-ভূষণ!
 বড় ধীর শাস্ত্র ভদ্র—গিরি-বাসী জন
 তুচ্ছ লোতে হরিয়াছে কি মহানু প্রাণ!
 হেন প্রভু মিলিবে না—মিলে না কাহারো।
 পূর্ব হতে পশ্চিমেতে—সাগরে ভূধরে
 নগরে অথবা গ্রামে সেবকের কাজ
 সন্ধানি উত্তল যদি দিকে দিকে ঘুরি—
 হেন প্রভু মিলিবে না কভু। হায় ভাগ্য!

লুশিয়াস। ব্যথা লাগে তোমার কথায়। কিন্তু কহ,
 কি নাম প্রভুর তব?

ইমোজেন। রিচার্ড দি শাম্প।

(স্বগত) মিথ্যা কথা—ভগবান এ মিথ্যা ক্ষমিয়ো।
 কারো কোনো ক্ষতি নাই এই মিথ্যা-ভাষে!...
 কি বলিছ?

লুশিয়াস। তোমার কি নাম?

ইমোজেন। ফাইডেল।

লুশিয়াস। যোগ্য নাম। চিন্ত দেয় সেই পরিচয়।

হেন ভক্তি, হেন নিষ্ঠা কভু দেখি নাই।

এ নিষ্ঠা, এ ভক্তি লম্বে সেবিবে আমারে?

কাজ নয়—সাথে সাথে সদা রবে মোর।

তোমার প্রভুর মত কভু হয়তো বা

হবো না—তবুও স্নেহ দিব প্রাণ তরি।

সম্রাটের পত্র-বার্তা রবে তব পাশে—

সে বার্তা বহিবে শুধু! করিবে এ কাজ?

ইমোজেন। করিব। তাহার পূর্বে দেহ রক্ষা করি—

কীট বা পতঙ্গ যেন না করে কলুষ
পুণ্য দেহ ! ভূমি খনি রাখিব সেখায়
ধরণীর বক্ষ-তলে আপন-বিহীন।
বন-পল্লবেতে ছেয়ে রাখিব সমাধি ;
রৌদ্র দাহে ক্লেশ হইবে না—রবে ভালো—
সেখায় আমার দীন প্রার্থনা জড়ায়
শত শত বরষের কুশল মাগিয়া।
তবে মোর ছুটি হবে। নয়নের বারি—
তা দিয়ে ধোয়ায়ে দিব বিমলিন ধূলি—
তার পরে তব সাথে করিব গমন।
মুশিরাস। বেশ, বেশ, তাই করে। শোনো তবে বলি,
ভূত্য নহ—পুত্র সম পালিব তোমারে।
করুণা জাগালে কিবা—মন শুধু জানে।
বন্ধুগণ, এ বালক শিখালো আমারে
মাহুষের ধর্ম কিবা—পুণ্য করে বলে।
করহ সন্ধান সবে পুষ্পময় ভূমি—
সুকোমল আশ্রয় অশ্রুপাশে বি'ধি
সে-ভূমি বিদীর্ণ করি রচহ শয়ন—
বালকের প্রভু সেখা লভিবে বিরাম।
শ্লাঘ্য প্রভু বন্দনীয়—এমন সেবক।
হে বালক, সেনাদল রচিবে সমাধি—
বীর-যোগ্য বীর-ভোগ্য মৃত্তিকার তলে।
ধৈর্য্য ধরো—মোছ আঁখি—হয়ো না অধীর।
এ মৃত্যু মরণ নয়—এ যে জাগরণ
নবীন জনমে পুনঃ মহিমা-গৌরবে।
[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

সিবেলিনের প্রাসাদ-কক্ষ

(সিবেলিন, অমাত্যগণ, পিশানিয়ো,
অমুচরগণের প্রবেশ)

সিবেলিন। যাও পুনরায়। বার্তা লয়ে এসো ঊঁটার।
[একজন অমুচরের প্রস্থান।]

পুত্রে নাহি ছেরি হন পীড়ায় কাতর।
উন্মাদ কাহারে কয়—প্রাণ দিবে এতে।
বিপদ, বেদনা আসে চারি দিক হতে।
ইমোজেন—আমার আরাগ। নাই—নাই।
রাজ্য পীড়া-শয়নে শায়িতা এ সময়—
দুঃস্থ সময় ববে উদ্ভত ভীষণ।

রাজ্যের তনয়—তারো নাহিক উদ্দেশ।
থাকিলে এখন, সহায় হইত কাজে।
আশার কিরণ-ভাষ্টি—সে যেন মিলায়।
—ভূমি—ভূমি জানো সে সংবাদ। বলা,
কোথা গেছে ইমোজেন ? এ মৌনতা ভাণ।
দুঃখনের অভিনয় ! বলা, কোথা গেছে ?
সহজে না বলা যদি, ও কণ্ঠ নিঙাড়ি
সে সংবাদ লবো, জেনো, কঠিন পীড়নে।
পিশানিয়ো। আমি দাস। এ ভীষন রাজার চরণে।
কোথা আছে রাজকন্যা—আমি নাহি জানি।
সত্য জানি নাকো তাহা, রাজ-অধিরাজ।
ফিরিবেন কবে—হেথা ফিরিবেন কিনা—
সে সংবাদ বিন্দুমাত্র আমি জানি নাকো।
স্বরূপ-বচন কহি—রাজ-অধিরাজ।
১ম অমাত্য। রাজ-তনয়ার যবে না মিলে সন্ধান,
তখন এ দুঃস্থ ছিল প্রাসাদ-ভিতরে—
আমি দেখিয়াছি প্রভু—কথা মিথ্যা নয়।
ক্লোটেন কোথায়—তার সন্ধানের লাগি
উত্তোগের প্রয়োজন নাই ! কোথা গেছে—
আবার ফিরিবে স্বরা—
গিবেলিন। কাল ভালো নয়।
(পিশানিয়ো) বন্দী রবে।

সন্দেহ রয়েছে মোর মনে।

২য় অমাত্য। গ্যালিয়া হইতে যত রোমান সেনানী
ব্রিটেনের কূলে প্রভু, আসি পৌঁছিয়াছে।
শুধু সেনাদল নয়,—রোম ভদ্র যত
সেনাদলে যোগদান করেছে সকলে।
সিবেলিন। রাজ্যী, রাজ্যী-তনয়ের লাগিয়া অধীর,
আকুল আমার চিত্ত। বিশ্বাসের কথা।
১ম অমাত্য। ব্রিটেনের আয়োজন—তাহা তুচ্ছ নয়।
সমগ্র প্রজার দল স্বাধীনতা-কামী,
ধন-মান-প্রাণ তুচ্ছ করিতে আকুল—
স্বাধীন, ভীতিহীন, মাগিছে আদেশ।
সিবেলিন। ধন্যবাদ প্রজাগণে। বিদ্রোহ এখন।
সমর-উত্তোগ চাই পূর্ণ মন-প্রাণে।
রোমে নাহি করি ভয়—কি করিবে রোম ?
হেথা যা ঘটছে—তায় গণি অকুশল।
[পিশানিয়ো ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

পিশানিয়ো। রাজ-তনয়ারে হত্যা। পালিত আদেশ—
এ সংবাদ দিয়াছি প্রভুরে। সেই হতে
বার্তা আর পাই নাই। এ বড় আশ্চর্য্য।
দেবীরো সংবাদ নাই ! কথা ছিল, তিনি

সংবাদ দিবেন মোরে । ও-ধারে ক্লোটেন—
তার কি-বা হলো—তার কিছু জানিনেকো ।
সমস্তা জটিল দেখি ! নিয়তির লেখা
ফলিবে—মুছিতে ভায় শক্তি কাহার !
মিথ্যা কহি—ছল করি—পাপ করি নাই—
আমার সাস্থনা তাই ! সম্মুখে সময় !
দেশ আছে ; দেশ-মাতা—সন্তান তাঁহার ।
সন্তানের ব্রত আমি করিব পালন ।
দেশ ভালোবাসি—তার দিব পরিচয় ।
রাজা রাজা—তাঁর রাজ-পতাকা বহিব—
তাঁর অপরাধ ত্রুটি সকলি ভুলিয়া ।
রাজার বিজয়ে জয় পরাজয়ে হার ;
জীবনে জীবন, তাঁর মরণে মরণ—
আজি হতে এই ব্রত পালিব নিষ্ঠায় ।
সংসার বিষয়-বাষ্প—রাখিব না মনে ।
যে-তরণী এলো আজি মানসের কূলে,
তাহাই বাহিব—দেখি, কোথা চলে ভাসি ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

গুহা-সম্মুখ

(বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাসের প্রবেশ)

গিদেরিয়াস । চারিদিকে কোলাহল !
বেলারিয়াস । দূরে...দূরে চলো ।
আর্ভিরেগাস । বিপত্তি-বিরোধ হতে দূরে সরে থাকা
—জীবন তাহাতে হয় সুখহীন ।

গিদেরিয়াস । পিতা,
কোথায় লুকাবে, বেলো ? নিশ্চয় এ পথে
রোমান, ব্রিটন নয় হানা দিবে স্বর্গা ;
যে আসিবে, প্রাণ লবে ভাবি বন-চারী
অথবা বর্ষর...নয় ভাবি রাজদ্রোহী !
কোনো পক্ষ দিবে না ছাড়িয়া ।

বেলারিয়াস । বৎসগণ,
নিরাপদে রহিবে সেখানে । রাজা-সনে
মিলন সম্ভব নয় ।...ক্লোটেনের ছিন্ন
শির—তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে, জেনো ।
হেথায় বিজন বনে কেহ নাহি আর—
ক্লোটেনের জীবনের দাম দিতে হবে
তোমাদের প্রাণ-পুষ্প-বিনিময়ে বৎস,
কত নির্ঘাতনে হবে সে মরণ, ভাবি ।

গিদেরিয়াস । এ কথা তোমার যোগ্য নহে কদাচন ।
এই গুপ্ত গৃহ-বাসে লজ্জা লাগে প্রাণে ।
আর্ভিরেগাস । রোমান সৈন্তের অশ্ব-হেয়ারব-মাবো
অস্ত্রের বন্ধার তীব্র—সমর-হুকার—
রাজ-সৈন্ত দিশাহারা । এত কোলাহল—
আর কোনো দিকে দৃষ্টি ফিরিবে না তার,
কোথায় ক্লোটেন মরে—কে মারিল তাকে—
এত চিন্তা জাগিবে না । মিছা ভয়, পিতা !
বৃথা গিরি-শিরে চড়া আশ্রয়ের লাগি—
সে-শুধু সময়-ক্ষেপ । নাহি প্রয়োজন ।
বেলারিয়াস । আমায় যে জানে সব—চেনে সেনাদল ।
ক্লোটেন বালক তবে—সে কথা ভুলিনি ।
রাজা মোর পরিচয় জানে না সঠিক—
নির্কাসনে পাঠায়েচে । তাই ভয় বাসি ।
গিদেরিয়াস । মোদেরে জানে না কেহ ।

মিলি সেনাদলে

চলো পিতা—কেহ আজি চিনিবে না তোমা ;
কোনো প্রশ্ন তুলিবে না ।

আর্ভিরেগাস । যাবো, তাই যাবো ।
সমর-উল্লাস কারে বলে, দেখি, সাধ ।
অস্ত্রে অস্ত্রে প্রাণ যায়—না জানি কেমন !
মৃগয়া করেছি শুধু বস্ত্র পশু লয়ে ;
মাহুষ-মৃগয়া লাগি রক্ত নেচে ওঠে
বীরের—ওনেছি পিতা, তোমার শ্রীমুখে ।
বড় সাধ, করিব সময় । দাও, দাও
অহুমতি, পিতা ।

গিদেরিয়াস । যাবো দুই তাই মিলি ।
করো আশীর্বাদ পিতা, দাও অহুমতি ।
রোমানে হারাবো, নয় রণে দেবো প্রাণ—
জীবনে-মরণে পাবো বীরের গৌরব ।
আর্ভিরেগাস । দাও, দাও অহুমতি ।
বেলারিয়াস । এত যদি সাধ,
বেশ, তাই হবে । আমি সহর্ষ সম্মতি
দিলাম দৌহারে, বৎস ! স্বদেশের লাগি
সমরে শয়ন যদি,—সে শয়ন মোর !
বিজয়-গৌরব—হোক আমার গৌরব !
(স্বগত) রাজ-তত্ত্ব—কে তাহারে

রাখিবে রুধিয়া ?
বীর-অভিमानে তাহা ধমনী বহিয়া
উল্লাসে নাচিবে মত্ত দৃষ্ট মাতোয়ারা !
বীর রাজপুত্র—তার পরিচয় রণে !

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্রিটেন—রোমান শিবির

(রক্তমাখা রুমাল হস্তে পশথামাসের প্রবেশ)

পশথামাস। রক্ত-মাখা এ বসন—সাথে সাথে রাখি।
 পরিণীত হে পুরুষ, এ হেন আচার
 সবার বিহিত যদি বুঝিতে কখনো,—
 কত পত্নী হতো আজ এমন নিহত!
 পিশানিয়ো, ধন্য তব প্রভু-ভক্তি মানি।
 কোন্ ভৃত্য পালে হেন প্রভুর আদেশ।
 হায় বিধি, এ দুর্ভোগ ঘটবার আগে
 আমার পরাণ যদি নিভে—সুখ ছিল।
 ইমোজেন বাচিত—বুঝিত অপরাধ—
 অমৃতাপে এ পাপের করিত লাঘব।
 ভালোবাসি। তাই বুঝি, যারে ভালোবাসি,
 তার এতটুকু কালি—বিষ লাগে হেন।
 ইমোজেন। ইমোজেন! না, না, নাই সে যে।
 বিধির বিধান ইহা! ভেবে ফল নাই।
 ইতালী-আশ্রিত আজ আমি ইতালীর;
 বুটেনের ইমোজেন। বুটেনের সাথে
 আজি এ বিরোধ নয়। সত্যই অদ্ভুত!
 ব্রিটেনের ইমোজেনে হত্যা করিয়াছি।
 কিন্তু না, না, বুটেন আমার শত্রু নয়।
 এই ইতালীর বেশ ত্যজিব এখনি।
 বুটেন বুটেন-বেশে বরিব বুটেনে—
 ইতালী আমার শত্রু! আমি বুটেনের।
 ইমোজেন—বুটেন তোমার দেশ, রাজ্য—
 তোমার বুটেন লাগি দিব এ জীবন,
 তোমার লাগিয়া আমি বরিব মরণে।
 তুমি বিষ, তুমি মোর কলঙ্কের কালি—
 তবু তব ভরে করি প্রাণ সমর্পণ
 এ আহবে। পরিচয় কেহ জানিবে না।
 তবু মরিবার আগে—বীরত্ব-সাহস,
 কি আছে আমার, তাহা দেখাবো সবার।
 হে বিধাতা, শক্তি দাও...বিপুল শক্তি!

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রিটিশ ও রোমান শিবির-শ্রেণীর অন্তর্বর্তী রণস্থল

(একদিক দিয়া লুশিয়াস, আয়াকিমো ও রোমান
 সৈন্যগণের প্রবেশ; অপর দিক দিয়া ব্রিটিশ
 সৈন্যগণ; তাহাদের পশ্চাতে দীন সেনাবেশে
 পশথামাস। রণাভিযানে সকলে যত্ন ভ্যাগ
 করিয়া গেল। পরে যুদ্ধ করিতে করিতে
 আয়াকিমো ও পশথামাসের প্রবেশ।
 পশথামাসের কোণলে আয়াকিমো নিরস্ত্র ও
 পরাভূত হইল; পরে পশথামাসের প্রস্থান)

আয়াকিমো। পাপ-ভারে লুপ্ত মোর সকল সাহস,
 সব বীৰ্য্য। এই ভার অতি নিদারুণ।
 সতী নারী—নামে দিছি কলঙ্কের কালি।
 সে-নারী এ রাজ্যের কন্যা—রাজ-কন্যা সে যে!
 এ দেশের বায়ু—কেন সে পাপ ক্ষমিবে?
 নহে এই ক্ষুদ্র সেনা, অতি হেয় জীব—
 আমারে পরাস্ত করে—হেন সাধ্য তার।
 যে শৌর্য্য বীরত্ব-বশে লভেছি সম্মান,
 খেতাব, উপাধি কত—অদে আজ বিধে,
 দরস্ত লজ্জার মত ঘিরিয়াছে মনে!
 ক্ষুদ্র সেনা অনায়াসে করে পরাভব।
 বুটেনের ভদ্রজন যদি বীৰ্য্য ধরে
 এ হীন সেনার মত—নাই, আশা নাই।

[প্রস্থান।]

(যুদ্ধ চলিল। বুটেনগণ পলায়ন করিতে লাগিল;
 সিষেলিন বন্দীকৃত; অপর দিক দিয়া বেলারিয়াস,
 গিদেদ্রিয়াস ও আর্ভিরেগাসের প্রবেশ)

বেলারিয়াস। স্থির হও—দাঁড়াও সকলে।
 শোনো কথা।

মোদের বিজয়। পথে আমাদের সেনা
 ঋণিয়াছে চারিধার। এক পথে গেলে
 প্রাণ দিবে যতেক রোমান।
 গিদেদ্রিয়াস ও আর্ভিরেগাস। যুদ্ধ করো।

(পশথামাসের পুনঃপ্রবেশ; সে ব্রিটিশ-পক্ষ লইয়া
 যুদ্ধ করিতেছে; সকলে সিষেলিনকে উদ্ধার
 করিয়া প্রস্থান করিল। তার পর ইমোজেন
 সহ লুশিয়াস ও আয়াকিমো প্রবেশ করিল)

লুশিয়াস। যাও, যাও হে বালক—যাও হেথা হতে।
 নহে রক্ষা পাবে নাকো তুমি। যাও দূর।
 কেবা অরি, কেবা বন্ধু—না হয় নির্ণয়।

বন্ধু দেখি, হানে অস্ত্র বন্ধুরে মারিতে ।
শৃঙ্খলা নিয়ম—তার হয়ে গেছে শেষ !
যে যা পারে, করে তাই । যাও, তরা যাও ।
আয়াকিমো । ওই আসে নব-দল ব্রিটন-বাহিনী ।
লুশিয়াস । দুর্দিন—দুর্দিন ঘোর । পারো যদি আনো ।
নব সৈন্ত—নব ভেঙ্গে বলী ; নয় দেখি,
একটি উপায় শুধু—রণে ভদ্র দেয়া ।
[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপর পার্শ্ব

(পশ্চামাস ও জর্নৈক ব্রিটিশ লর্ডের প্রবেশ)

লর্ড । শত্রু যেথা রয়েছে দাঁড়িয়ে—তুমি আসো
সেথা হতে ?
পশ্চামাস । তাই আসি । মনে হয় মোর,
পলাতক-দল হতে তব আগমন ।
লর্ড । পলায়ে এসেছি । সত্য সত্যই তাই ।
পশ্চামাস । নিরুপায় ।
অপরাধ নাই তব ! পরাভব স্থির ।
এ বিজয়—এ কেবল বিধির কুপায় ।
রাজা একা—সেনাদল বিপর্যস্ত সবে ।
যতেক ব্রিটন, হায়, পৃষ্ঠ দেখা যায়—
পিছনে না চাহে, সবে সম্মুখে পলায় ।
দুরন্ত গরবে অরি বলে দেয় হানা,
দুর্ধারে বাহারে পায়, করে অস্ত্রাঘাত ।
প্রাণ লয়ে নির্ধুর নির্ধম সে খেলা ।
কেহ অস্ত্রাঘাতে, কেহ ভয়ে বা কাঁপিয়া
প্রাণ দিল ব্রিটেনের সেনা অগণন ।
বীর যারা মরণ তাদের ; বেঁচে রয়
পলাতক যত সব কাপুরুষ-দল—
লজ্জার কালিমা মুখে ।
লর্ড । কোথায় পলাই ?
কোন দিকে ? কি আশায় কিছুই বুঝি না ।
পশ্চামাস । রণস্থল-পার্শ্বে ক্ষেত্র তৃণ-সুশ্রামল—
কোথা খানা-ডোবা—এই সুবন্ধুর পথ—
জয়ের সুযোগ শেষে দিল যে রচিয়া ।
ও-দিকেতে ঘন বন গিরিতল-গামী—
সে বনের মধ্য হতে আসে বৃদ্ধ এক,
সাথে দুই ভরুণ যুবক...যেন বহি ।
উচ্চ কণ্ঠে পলাতক সেনাদলে ডাকি

হুঙ্কারি প্রমত্ত রবে কহিল ডাকিয়া—
“ফেরো, ফেরো, ভয় নাই । বুটেনের রবি
অস্তাচলে যাবে, যদি প্রাণে মারা করো ।
বুটেনের বীরগণ, সমরে মরণ—
বীরের বাগনা সে যে, সে কথা ভুলো না ।
ফিরিয়া মরণে রোধ করিবে কিরূপে ?
আঁধারে ফিরিহ কোথা—কি আশায় ? লোভে ?
রোমান বিজয়ী হলে সবে হানা দিবে,
প্রাণ রাখিবে না । জেনো, পশুর মতন
অস্ত্রে খুঁচি প্রাণ লবে, মান চূর্ণ হবে ।
এসো, এসো, বন্ধু দিয়া রক্ষা করো দেশ,
দেশের গৌরব, মান, কুলের রমণী ।”
আশ্চর্য ঘটনা ঘটে । ফিরিল সকলে,
প্রাণ পণ করি পুনঃ মাতিল সমরে [
অসতর্ক জয়-লাভে রোমানের সেনা
দলে দলে দিল প্রাণ । বিজয় মোদের !
লর্ড । অদ্ভুত কাহিনী, সত্য ! এ দুই ভরুণ,
বৃদ্ধ ওই—কে তাহারা ? এলো কোথা হতে ?
তাদের এমন শক্তি । এত শৌর্য । তেজ ।
পশ্চামাস । এত তেজ । এত শক্তি । তাদের কুপায়
বুটিশের এই জয়, এমন গৌরব !
তবু তারা বনবাসী—রাজ-অগ্নে দেহ
পরিপুষ্ট নহে কারো—নাহিকো খেতাব ।
লর্ড । লজ্জা আর দিয়ো নাকো । কে তাহারা ?
পশ্চামাস । জানি না কো । সন্ধান মিলিলে শ্রদ্ধা-নতি
দিব পায়ে । ভয় হয় বনবাসী জীব—
আমীর-ওমরা নয়—শ্রদ্ধা কি বুঝিবে ?
লর্ড । লজ্জা নয় । লজ্জা দিয়ো না কো, কহি আমি ।
পশ্চামাস । চলিলেন ? (লর্ডের প্রস্থান) ইনি
হন লর্ড বাহাদুর ।
রাজার অমাত্য জন । রাজ্যের বিরাট
স্তম্ভ ইনি ! রাজ্য-রক্ষা এঁদের কুপায় ।
রণসাজে আসেন সমরে ; পলায়নে পটু ।
আমারে কহেন ডাকি—“কি সংবাদ রণে ?”
আজ এই লক্ষণটি-পটে উপাধিতে
মণ্ডিত সন্তান-জন কত শত শত
তুচ্ছ অস্থি-পঞ্জরের বোঝা বাঁচাইতে
উপাধি-ভূষণ, ভূমি—করিতেছে দান ।
পলায়নে পটু নয়—তারা প্রাণ দেছে !
অঙ্গে নাই অস্ত্রলেখা—তবু আত্মনাদ !
কম্পিত—ত্রাসিত ! ভয়ে প্রাণ গেছে ছেড়ে !
এঁরা এসেছেন বৃদ্ধে ! নাচের আসর ।
ছি, ছি, লজ্জা হয় আজি বুটন বলিয়া

দিতে পরিচয়। না, না, আমি ইতালিয়ান।
বুদ্ধ করিব না। তবে যদি বন্দী করে,
ধরা দিব। চায় শির যদি—তাও দিব।
জীবনে বাসনা নাই। প্রাণ—দিব প্রাণ।
ইমোজেন প্রাণ দেছে—আমিও তা দিব।

(দুজন ব্রিটিশ কাপ্তেন ও সৈন্তের প্রবেশ)

১ম কাপ্তেন। জয় জয় ভগবান। বন্দী লুশিয়াস।

বুদ্ধ—তুই পুত্র সাথে করিয়াছে বন্দী।

মামুষ, মামুষ নয়—দেবতা তাহার।

২য় কাপ্তেন। সাথে ছিল দীন বেশে আরো এক জন।

প্রথমে সে দিল হানা।

১ম কাপ্তেন। লোক-মুখে শুনি।

কিন্তু সে কোথায় গেল?...কে হেথায়? বলো।

পশথামাস। রোম-বাসী। বিশ্রাম করিতেছি।

২য় কাপ্তেন। রোমান! পামর! তুই ফিরিবি না

দেশে! বন্দী করো। লয়ে চলো রাজ-সম্মিধানে।

[সিঙ্গেলিন, বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস, আর্ভি-
য়েগাস, পিশানিয়ো, সৈন্তগণ, অমুচরগণ এবং রোমান
বন্দীগণের প্রবেশ। দুজন কাপ্তেন পশথামাসকে রাজ-
পদে সমর্পণ করিল; সিঙ্গেলিন তাহাকে সেনাধ্যক্ষের
হাতে অর্পণ করিলেন; তারপর সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রিটিশ কারা-কক্ষ

(পশথামাস ও দুজন কারা-রক্ষীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী। আর তোমার পালাবার ভয় নাই!...

মাথায় ঝুঁটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দেগে দিলেই

হয়। এখন মনের সুখে ঘাস-জল খাও বাছাধন।

২য় প্রহরী। পেট ভরে খাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

পশথামাস। স্বাগত বন্ধন। মুক্তির সোপান তুমি।

এ বন্দিত্ব ঢের ভালো—বাত-ব্যাধিগ্রস্ত

রুগ্ন জন হতে। দিবানিশি শয্যাসীন

নিষ্কাম নিষ্পন্দ—সেই বৈভবের ওষধি।

রোগী শুধু পড়ে পড়ে তোলে আর্ন্তনাদ;

রোগ নাহি সারে—নাই সারিবার আশা।

হাতে পায়ে এই যে বন্ধন, এর ব্যথা

তত নহে—উগ্র ব্যথা বিবেক-পীড়নে

মর্মে যেই ব্যথা-ভার! ক্ষম দেবগণ।

মৃত্যু দাঁও—এ ব্যথার হোক অবসান।

আমার এ মর্শ্ব দাহ—এ কি প্রায়শ্চিত্ত?

হায়, তাহে ভুলিবে দেবতা মুক্তি দিতে?

মানব-জনক, মানব-জননী ক্ষম—

দেবতা যে আরো ক্ষমাময়—কারুণিক!

করিয়াছি যেই পাপ, যেই অপরাধ,

এ মর্শ্ব-যাতনা—তায় ঘৃণিবে সে কি রে?

খণ, খণ, মহাখণ—তার পরিশোধ

এত ক্ষুদ্র-বিনিময়ে—সে নয় কামনা!

ইমোজেন-প্রাণ নিছি—তার বিনিময়ে

মোর প্রাণ তুমি লও। সে প্রাণের চেয়ে

আমার প্রাণের মূল্য বেশী, তা বলি না।

তবু এই প্রাণ—সাধ-আশা-বাসনার

হিল্লোলিত—প্রমত্ত জীবন-ধারা এ যে!

এ প্রাণ তোমার দান। ধূলায় মলিন

করিয়াছি জানি, দেব—ফিরে লও আত্ম!

পারি নাই শুভ্র রাখিবারে! পারিব না,

জানি!...শ্রান্ত শির, শ্রান্ত দেহ, শ্রান্ত মন।

নয়ন মুদিয়া আসে!...ইমোজেন, প্রিয়া—

তাই হোক—নিভে যাক নয়নে নিখিল!

নিদ্রার নীরব ছায়া ঘিরে থাক মোরে!

সেই নীরবতা-মাঝে এসো মোর মনে,

তোমারে শুনাবো কথা—যত কথা আছে!

(নিদ্রিত)

(করুণ গম্ভীর সুরে বাত্মধ্বনি। ছায়া-মুষ্টিতে
পশথামাসের পিতা সিসিলিয়াস লিওনেটাসের
আবির্ভাব—তার যোদ্ধার বেশ; তাঁর বাহুল্ল্য পশথা-
মাসের জননী। বাত্মসহ তাঁদের আবির্ভাব। তাঁদের
পিছনে পশথামাসের দুই মৃত ভ্রাতা—ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্ষে
অস্ত্রলেখা। তারা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। সকলে
আসিয়া পশথামাসকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

সিসিলিয়াস। বজ্র, তোমার রক্ত অনল-বাণ

নর-পতঙ্গে হানিয়ে না—সম্বর!

আকাশের গ্রহে কত না উপগ্রহে

হিংসা-অনল ধু-ধু যথা সদা বহে—

সমরে ডাকিয়া হানো হে তীক্ষ্ণ শর।

অভাগা পুত্র—কখনো দেখিনি চোখে—

অহিত কাহারো সাধেনি—সাধেনি মন্দ,—

জঠর-বিবরে ছিল সে অন্তরালে—

মোর প্রাণ-ধারা হইল যেদিন বন্ধ।

কত না দুঃখ-বাগ্মা সয়েছে শিরে—

স্নেহে তারে তুমি রাখো নাই প্রভু, ঘিরে?

পশ্চমাঙ্গ-জননী । প্রসবি পুত্রে কত না যাতনা সহি,
চাঁদমুখখানি তখনো দেখিনি চোখে—

বুক হতে তারে তখনি নিল রে কাড়ি—
যায়ের সে সাধে বাদ সাধি যত লোকে !

অরাতির হানা রুদ্র হৃদ্বস্তারে
পুত্রে হেরিব—সে সাধ মিটিল না রে ।

সিসিলিয়াশ । পূর্ব-পুরুষ-গৌরবে ভরা মন—

বাহতে ভেমতি অমিত পরাক্রম ।

ভুবন ভরিয়া খ্যাতির বারতা রবে—

বাসনা মনের,—হইবে অরিন্দম !

জ্যেষ্ঠ সহোদর । কিশোর বয়স—

শৌর্য্যে তুলনা নাই,

বৃটেন খুজিয়া হেন বীর কোথা পাই ?

নহে ইমোজেন—রাজার ছালায় যে সে—

পরিচয় তার বুঝিল কেমনে ? শেষে

উপেখি সবার গলে দিল বর-মালা !

মর্যাদা তার রাখিল রাজার বালা !

জননী । বিবাহে রাজার রোষ হলো এতখানি—

রাজ্য ছাড়িয়া পাঠালো নির্বাসনে ।

বধূ সে তাহার—প্রাণ হতে প্রিয়তমা—

বিচ্ছেদ-ব্যথা কটক যেন মনে !

সিসিলিয়াশ । ইতালীর এক হীন-জন আয়াকিমো—

তার সাথে তোলে তর্ক—কি দুর্মতি !

খল-নীচ, ক্রুর তার হিংসার বিধে

বিচলিত মন—কি না হলো দুর্গতি !

হাসিল দুষ্ট । সত্যেরে বুঝিলে ভুল !

নিজে ব্যাথা পাও—তারে দিলে ব্যাথা কত !

প্রাণের কুসুম-দল সে ছিঁড়িয়া গেল—

বনস্পতি রে, হলো সে বজ্রাহত !

মধ্যম সহোদর । তাই রব-হীন বিজন প্রাপ্ত হতে

আমরা ক'জনে মর্ত্যে এসেছি নামি ;

স্বদেশের তরে অরাতির সাথে বুঝি

মরণ-লোকের হয়েছি পথ-গামী ।

তোমার পানেতে গৌরবে চেয়ে আছি—

বংশ-গরিমা তুমি সে রাখিবে—যাচি !

জ্যেষ্ঠ সহোদর । নৃপতির মান রক্ষা করেছো তুমি,

ছায়া সম রহি নৃপতির পাশে পাশে ;

তথাপি হে দেব জুপিটার, নাহি বুঝি,

কেন যে ত্রাতারে রাখো এ বিজন-বাসে !

করুণা তোমার কেন না বরিতে দেখি ?

কেন অকরুণ ? পুণ্যের ফল এ কি !

সিসিলিয়াশ । চিন্তের দার মুক্ত করো গো প্রভু—

বন্ধ-পাষণ্ড ক্ষণেক সরাও দূরে ।

বীরের আদর তুমি হায়, করিবে না ?

বেদনায় হায়, বীরের নয়ন বুঝে !

জননী । হে দেব, পুত্র স্মরীর শাস্ত—

যাতনার ভার মিলাও প্রাপ্ত !

সিসিলিয়াশ । পাষণ্ড-মন্দির হতে করুণা-নয়নে

হে দেব বারেক চাহো ; হয়োনা নিষ্ঠুর !

নহে অস্ত্রোবাণী মোরা ছায়ায় প্রেত

ভোমার দুয়ারে তুলি ক্রন্দনের সুর

বিরাম দিব না দেব,—এ আর্ন্ত রোদন

বিচলিত করে কি না, দেখিব এখন ।

হুই সহোদর । রক্ষ রক্ষ দয়াময় করুণা-আধার !

সুবিচার না করিলে—কলঙ্ক অপার !

(বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঈগল-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট জুপিটারের

আবির্ভাব । তিনি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, ছায়া-

মুক্তিগণ নতজাহ্নু হইল)

জুপিটার । স্থির হ'রে প্রেতদল নীচ-লোক-বাসী—

বিচার করিস মৃত স্বর্গ-দেবতার ?

ধরণীর যত পাপ বিরোধ-বিপ্লব—

বজ্র তাহা চূর্ণ করে—সে কাজ তাহার !

ছায়ায় প্রেত সব, যা রে নিজ-বাসে,

অমলিন পুষ্প-দলে করুণে শয়ন—

মর্ত্য-মানবের দুঃখে বিচলিত হওয়া—

সে তোদের কাজ নয় । আছে দেবগণ ।

দেবতার প্রিয় যার—দুঃখ পায় তারা ;

অভীষ্ট তাদের হয় বিলম্বে সফল ;

দীন এই পুত্র তোমার ধূলায় শায়িত—

মানব-গৌরব সে যে করিবে উজ্জল ।

সুখী হবে, শাস্তি পাবে, ঘৃটিবে যাতনা ;

জন্মরাশি-স্থিত আমি ; মোর দৃষ্টি-ছায়

শুভ পরিণয় করে রাজ-তনয়ারে—

বুঝিলি ? এখন সব মিলা রে ছায়ায় ।

প্রিয়া ইমোজেন সাথে হইবে মিলন !

অবিচ্ছেদ সে মিলন ; টুটিবার নয় ।

ভাগ্যফল কি হইবে ? তাহার ইঙ্গিত

এ লিখন বৃকে রাখি—বিপত্তির ক্ষয় !

দূর হ রে ছায়া-দেহী,—বুধা অধীরতা—

নহিলে আমার ধৈর্য্য টলিবে অচিরে !

রে ঈগল ফিরে চল নিয়ে চল মোরে—

স্বর্গেতে আমার সেই স্ফটিক-মন্দিরে ।

সিসিলিয়াশ । বজ্রাগ্নি-উদয় ! তাঁর স্বর্গীয় নিখাস

গন্ধকের গন্ধ তায় ! নামিল ঈগল

মোদের আঘাত দিতে । উহার উদয়

আমাদের আগমন হতে শ্রেয়তর
বাহন-ঈগল ওই নাড়ে পক্ষ তার—
বাঁকাইল চক্ষু! বুঝি প্রসন্ন দেবতা!
সকলে। ধৃত দেব জুপিটার!

সিসিলিয়াশ। পাষণ-দেউল
আবার আবদ্ধ হলো। স্বর্গের দেবতা
স্বর্গে ফিরিলেন পুনঃ। এসো, মোরা যাই—
দেবাদেশ শিরে ধরি করিব পালন।

(ছায়া-মূর্তি অদৃশ্য হইল)

পশপামাস। (জাগ্রত হইয়া) নিদ্রা! অগ্নি স্মৃ-
প্রসবিনি! এ কি দিলে!

পিতৃহীনে পিতা! মাতা! সঙ্গে দুই ভাই।

কিন্তু হা, কোথায় সব মিলালো চকিতে।

উদয় অরিতে যথা—অন্তও তেমনি।

আজ আগ্নিগ্নি—স্বপ্ন গিয়াছে মিলায়ে।

দীন অভাজন যথা মহত্তর রূপা

স্বপনে দেখিয়া জাগে, মিলায় স্বপন—

তার মত এ স্বপন মিলালো আমার।

জগে দেখি, চিহ্ন তার নাই!...কিন্তু কেন

এই বিহ্বলতা? বিভ্রম সে আনে স্বপ্ন,

ফলে না কখনো। মোর স্বপ্নে কি-বা হবে।

স্বপনের এই সুখ নহে মিলিবার—

যোগ্য নহি, সেই সুখ করি উপভোগ।

কিন্তু এই কারা-গৃহ—দেবতার স্থান।

কি কথা শুনি স্বপনে—কি সে আশা-ভাষা।

এ কি দেখি! লিখন যে। কার? দেখি, দেখি—

আর যাই লেখা থাক, মিথ্যা-ভাষ নয়

সভাসীন চাটুকার-চাটুবাণী সম।

(পাঠ) “সিংহ-শিশু নিজের অজ্ঞাতে অপরের

সহায় ব্যতিরেকে বীৰ্য্যে আপনাকে যেমন

পরিপূর্ণ করে, সিঁড়ার তরুর শাখা-ছেদনেও সে

তরু যেমন বিশুদ্ধ বা জীবনহীন হইবার পরিবর্তে

দেহ-রসে নিজেকে আবার জীবনে বিভূষিত

করে—তেমনি পশপামাস, তুমি দুঃখ ভোলো।

তোমার জাগরণে ব্রিটেনের বিজয় হইবে;

শান্তি-সম্পদে বুটেন বিভূষিত হইবে।”

এখনো এ স্বপ্ন দেখা! নহে, এ বচন—

বাতুল প্রলাপ সম অর্থ-যুক্তিহীন,

অসম্বন্ধ। এ বাণীর কেনো অর্থ নাই।

যাই হোক,—তবু আমি বহু মানে শিরে

লবো এই বাণী। অস্ত্র হেতু নাই থাক,

প্রাণের দরদ-বশে। এ মোর কবচ!

(কারাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম কারাধ্যক্ষ। কি মশায়, মরবার জন্ত তৈরী
হয়েচেন তো?

পশপামাস। মরে বাসে আছি বহুক্ষণ থেকে।

২ম কারাধ্যক্ষ। বাসানো নয়! বলুন, বুলাচেন।
কেন না, ফাঁসির দড়িতে বুলাতে হবে কি না
বাসানো থাকলে রাম্মার সুবিধে হয়, বটে!

পশপামাস। লোকজন যদি সে দৃশ্য দেখতে আসে,
তাহলে যে-ভোজ পাবে, তাতে সকলে খুসী হয়ে
যাবে।

২ম কারাধ্যক্ষ। লাগবে মোক্কা! তা লাগুক—আর
এক দিক দিয়ে মস্ত সুবিধে ঘটবে! প্রথমতঃ
পাওনাদারের জন্তে হাত বার করে পয়সা দিতে
হবে না মশায়কে—সরাই ওয়ালার বিলের ভয়
বেবাক ঘুচে যাবে! খাওয়া-দাওয়া আর ক্ষুষ্টির
সময় দেদার ফরমাশ চালাই—তার পর যখন সে
বিল ধরে দেয় চোখের সামনে,—তখন ক্ষুষ্টির মূর্তি
কি কালো না হয়ে ওঠে! ক্ষিদের জ্বালায় খেতে
এলেম, বেকরবার সময় খালি পকেট চেপে কাঁপতে
কাঁপতে বেরিয়ে আসা!...মাথা করে ভোঁ-ভোঁ!
—পয়সার থলি হয় খালি, মন ভারী, পকেট
শুষ্টি! সে দশা থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন
জন্মের মতো! এক পয়সা দামের দড়ি—তাতে
ফল পাওয়া যায় চতুর্ভুজ! হাজার হাজার টাকা-
দামের সোয়াম্বি মেলে! পাওনাদারের হুমকি
কোনো দিন দেখলেম না, থামলো! কবে
কি ধার করেছি—নিক্তি ধরে ব্যাটা তার হিসাব
কষে চোখের সামনে ধরে তায়! যদি বলো,
এ আবার কি হিসেব হে? অমনি খাতার
পাতার পর পাতা খুলে দেখাবে; বলবে, এই
ত্যাখো—টোকচা খাতা; এই ত্যাখো জাবদা;
এই ত্যাখো রোকড়! মশায় যা হোক এ জন্মের
মত এ সব ঝগড়া থেকে ছুটি পেয়ে গেলেন!
তবে দুঃখ এই, বাঁচা চলবে না, মরে যাবেন।

পশপামাস। বাঁচতে তোমাদের যে আনন্দ, তার
চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাবো আমি এই
মৃত্যুতে।

কারাধ্যক্ষ। বটে! বটে! হবে বা। ঘুমোলে কি
মাছের দাঁতের ব্যথা টের পায়। কিন্তু এই ধরুন
—আপনি। যে লোক আপনাকে ফাঁসি-কাঠে
ঝোলাবে, তার আর আপনার মধ্যে ভালো দশা
কার? যে ঝোলাবে। কেন না, ফাঁসির দড়ি
টানবার পর কোথায় সে থাকবে, তা তার

জানা আছে ; সে সম্বন্ধে তাকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু অপনাকে করতে হবে ভাবনা-চিন্তা ; কেননা, আপনি জানেন না, ঐ দড়ি গলায় বাধলে তারপর আপনার কি হবে—কোথায় আপনি যাবেন ?

পশখামাস্। আগি জানি, কোথায় যাবো।

১ম কারাধ্যক্ষ্। জানেন ! আপনার চোখের জোর তাহলে দেখিচি খুব বেশী।...তবে ফিরে এসে সে পথের কাহিনী তো বলতে পারবেন না—এই যা দুঃখ !

পশখামাস্। যে পথে চলেছি, সে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য কারো সাহায্য দরকার হবে না। সে পথে চোখ বুজে যাওয়া চলে।

১ম কারাধ্যক্ষ্। বটে ! এতো ভারী আশ্চর্য্য কথা। চোখ চেয়ে এখানকার পথে চলতে পদে পদে পথ ভুলি। আর সে পথে চোখ বুজে চললেও পথ হারাবার ভয় নেই ! বাঃ !

(জটনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। শীঘ্র শৃঙ্খল মুক্ত করো। বন্দীকে নিয়ে এসো মহারাজের কাছে।

পশখামাস্। সুসংবাদ এনেচো, মনে হচ্ছে। আমার মুক্তি ?

১ম কারাধ্যক্ষ্। তাহলে কি আমি ফাঁসি-কাঠে চড়বো ?

পশখামাস্। তা চড়তে পেলো, যে চাকরি করচো, তা থেকে মুক্তি পাবে—মরা লোকদের জেলের খাচায় থাকতে হবে না।

[প্রথম কারাধ্যক্ষ ভিন্ন সকলের প্রশ্নান।

১ম কারাধ্যক্ষ্। লোকটা মোদ্ধা খাসা। যত বড় শয়তানই মানুষ হোক, বাঁচতে চায় না, মরতে চায়—এমন মানুষ বাপের জন্মে আমি দেখিনি। মরতে ইচ্ছে—না বাবা, সে ইচ্ছে আমার মোটে নেই। বিশেষ ফাঁসি-কাঠে চড়ে মরা, নিজের অনিচ্ছায়—সে ভারী বিস্ত্রী !...এ লোকটা... সত্যি, ভাবিয়ে দিলে।

[প্রশ্নান।

পঞ্চম দৃশ্য

সিঙ্গেলিনের শিবির

(সিঙ্গেলিন, বেলারিয়াস, গিদেয়িয়াস, আর্ভিরেগাস, পিশানিয়ো, অমাত্যগণ, কর্মচারীগণ ও অহুচরগণের প্রবেশ)

সিঙ্গেলিন। এসো, মোর পাশে এসো, বিধাতা-প্রেরিত রাজ্যের রক্ষক মম। বেদনা রহিল, জীর্ণ বাস-পরা সেই দীন সেনা লাগি ; অদম্য বিক্রমে সে যে করিল সংগ্রাম—জীর্ণ দীন বাসে তার ভূষা লজ্জা পায়—বন্ধ তার অস্ত্র মুখে হলো অগ্রসর, তিলেক না হলো ভীত। না মেলে সন্ধান ! দেখা পেলো যথাসাধ্য করিতাম খুসী।

বেলারিয়াস। দীন বেশে হেন শক্তি কত দেখি নাই ! কার্য্য দেখে অহুমানি, ভিখারী সে নয়।

সিঙ্গেলিন। সংবাদ না মিলিল তাহার ?
পিশানিয়ো। সম ঠাই

করেছি সন্ধান—জীবিত-মৃতের দলে ;
তবু কোনো বার্তা নাই।

সিঙ্গেলিন। হরিষে বিষাদ।

(বেলারিয়াস, গিদেয়িয়াস ও আর্ভিরেগাসের প্রতি)

যেই প্রাণ-শক্তি' পরে বুটেন-জীবন,
সে শক্তি তোমরা বহি এনেছো বুটেনে—
বুটেনের মান-প্রাণ তোমরা রাখিলে।
তার পূর্বে কহ মোরে পরিচয় তব।

বেলারিয়াস। হে রাজন, ক্যান্ডিয়ান জন্ম আমাদের।

ভদ্র মোরা। গর্ব্ব নয়, বলিব তথাপি—
অসাধুতা-পাপে লিপ্ত কতু নহি মোরা।

সিঙ্গেলিন। কেন নত জাহ্নু ? ওঠো রণজয়ী বীর !
আজি হতে পার্শ্বরক্ষী অহুচর মোর—

(কর্ণেলিয়াস ও পুরনারীগণের প্রবেশ)

এ কি ! মুখে শত প্রশ্ন—বারতা-আভাস।

কেন সবো ম্লানমুখ বিজয়ের দিনে ?

মুক্তি হেরি মনে হয়, বিজিত রোমান—

তাদের ঘরের নারী ! নহ বুটেনের !

কর্ণেলিয়াস। মহারাজ, রাজ-অধিরাজ, জানে দাসী,
বিজয়-উৎসব আজি আনন্দের দিন !

তবু সে আনন্দ-মাঝে যে-বারতা আনি—

তাহে এ আনন্দ চূর্ণ—নিরানন্দ পুণী !
মহারানী-রাজ্যেশ্বরী—বৈচে নাই আজ ।
সিঁধেলিন । এ বার্তা তোমরা বহ । বৈবু
কোথা আছে ?

জীবনে ওষধি করে দীর্ঘ নিরাময়—
তবু সে বৈবু যে মরে,—এ বড় কোতুক !
কিন্তু এই মৃত্যু অকস্মাৎ ! কারণ কি ?
কর্ণেলিয়াস । জীবন সে বড় যেন !—বড়ের মতন
উন্মাদ প্রলাপ মাঝে মৃত্যু দিল দেখা !
ক্রুর হিংসা মুক্তিমতী ধরণীর বৃকে—
তেমনি নির্ধুর মৃত্যু । মরণের কালে
যে-কথা সব্বারে ডাকি কহিল চীৎকারি,
আদেশ পাইলে তাহা নিবেদি চরণে ।
তার দাসী-সহচরী—সবে শুনিয়াছে ।
যদি মোর ভুল হয়, সে কথা বলিবে ।
এখনো এদের চোখে অশ্রু লেগে আছে !
রাণীর মরণ-কালে সবে ছিল পাশে ।

সিঁধেলিন । বলো সেই কথা ।
কর্ণেলিয়াস । কহিলেন সহচরীগণে,
মহারাজ্ঞে কোনো দিন বাসি নাই ভালো !
ভালোবাসা ছিল তাঁর অভিনয়, ভাণ—
রাণীর মর্যাদা-লাভ,—তাহার কারণ ।
রাজ-সিংহাসন-সনে ছিল পরিণয়—
মহারাজ্ঞ-সনে নয় ! পত্নীর আসনে
আপনারে ঘৃণা শুধু করেচেন বসি !

সিঁধেলিন । তাঁর মন—তিনিই তা জানিতেন ! তবে
মৃত্যু-কালে এই কথা ! বাঁচিয়া বলিলে
কে জানে, হয়তো মোর হতো না প্রত্যয় ।
যাক, তুমি বলো আর যাহা বলিবার ।

কর্ণেলিয়াস । রাজকন্যা—মুখে ছিল স্নেহ তাঁর প্রতি,
বাহিরেতে ভাণ শুধু । অন্তরের মাঝে
ক্রুর হিংসা জাগিত সে সর্পের মতন !
তু' চোখের বিষ,—তাই প্রাণ নিতে তাঁর
জাগ্রত প্রয়াস সদা ! পলায়েছে তাই,
বিষ-দানে নহে তাঁর লইত জীবন ।

সিঁধেলিন । কোমলতা-আবরণে ভীষণা রাক্ষসী !
ওরে ওরে ছুঁটা নারী !...রাণীর সে মন—

কে তার স্বরূপ জানে ! আরো কথা আছে ?
কর্ণেলিয়াস । আছে কথা—আরো সে অশ্রিয় !

বলে রাণী,

তব লাগি উগ্র খনি-বিষ ছিল পাশে ;
সে বিষে জীবন দহে তিল-তিল করি—
পরে হয় ভ্রমশেষ ! সে বিষ-পরশে

অর্জরিত হেরি আপনারে, মহারানী
অশ্র-বাঞ্ছা, রুদ্ধ ভাবে, ভাণ-মমতার
নিজের বেদনা-লীলা করিবে প্রকাশ,
তাহে মুগ্ধ তুমি এই রাজ্যের আগনে
পুত্রে তাঁর বসাইবে, মাধব মুকুট,
রাজ-অভিষেক হবে মহা-সমারোহে !
পুত্র সে ক্রোটেন আজ—নাহি তার দেখা—
রাজ্য ছাড়ি নিরুদ্ধেশ ! তাইতো কাতর,
অঘটন ঘটালো এমন মহা-দায়ে ।
বাতুল রমণী—নিরাশার তীব্র দাহে
সর্বজননে কহিল ডাকিয়া এই বাণী—
নিলাজ পাপের কথা ! কদম্ব বাসনা !
সে বাসনা মিটিল না ; তাহার লাগিয়া
কতই সে হা-ছতাশ ! নিরাশার দাহে
জলি শেষে প্রাণ দিল ।

সিঁধেলিন । শুনেছো তোমরা ?

১ম নারী । শুনিয়াছি মহারাজ ।

সিঁধেলিন । এ মোর নয়নে,

নয়নের মোহ নয়, ছিল সে রূপসী !
শ্রবণ তুলিয়াছিল চাটু-বাক্যে তার !
মনে জাগে নাই কতু তিল অবিস্মাস !
ভাবিতাম,—মন তার মুখের মতন
অমনি সুন্দর ! তারে অতরূপ ভাবা
অসম্ভব ছিল—তাহা হতো অমুচিত !
কিন্তু ইমোজেন ! কন্যা মোর...! মুঢ় আমি,
কন্যার ব্যাথম্য তাই ছিহু উদাসীন ।
মান-মুখী মাতৃহারা !...বুঝিবে না কেহ
অন্তর্গত সে বেদনা ! জানেন বিধাতা !

(প্রহরী-বেষ্টিত লুশিয়াস, আন্সাকিমো, গণক ও
অপর রোমান বন্দিগণ ; পশ্চাতে পশ্চামাস ও
ইমোজেন প্রবেশ করিল)

রাজ-কর করিতে গ্রহণ—লুশিয়াস,
আজ তবে নহে আগমন । সেই গাধ
ব্রিটেন মিটায়ে দেছে প্রাণ-অংশ দিয়া !
রণে যারা প্রাণ দেছে—তাদের বান্ধব,
আত্মীয়-আত্মীয়া যত চাহে প্রতিকার—
বন্দি-রক্তে ধোত করে বিষাদের কালি !
এ প্রস্তাব জানায়েছে । কি তার উত্তর ?
লুশিয়াস । ভাগ্যচক্র ঘুরে গেছে ! আজ তুমি জয়ী !
মোরা জয়ী হলে কেনো এ কথা নিশ্চিত,
বন্দী লয়ে বীরত্বের হেন আশ্বালন
কখনো না করিতাম ! পরাজিত আজ !

আমাদের প্রাণ লগ্নে তৃপ্তি যদি হয়,
হোক তাই। সে আদেশ করহ প্রদান।
রোমান মরণ-ভয় কতু নাহি রাখে;
মৃত্যু গণে বহু-শ্রেয় পরাজয় হতে।
তবে এক নিবেদন আছে মহারাজ,
এ বালক—এ আমার প্রিয় অমুচর,
বড় শাস্ত! জন্ম এর ব্রিটেনের দেশে।
এরে শুধু মুক্তি দাও। নাহি অপরাধ।
সিগ্বেলিন। দেখিছ বালকে বটে। মনে হয় দেখি,
পরিচয় আছে যেন! চিত্তে যায় জাগে।
পাশে যদি রহো, হবো স্ত্রী। নাহি জানি,
কেন যায়! বলি শুধু—হও দীর্ঘজীবী!
তোমার প্রভুর বাক্যে এ মমতা নয়—
কহ বৎস—কোনো সাধ থাকে যদি মনে,
পুরাবো সে সাধ তব—না হবে অজ্ঞা।
বন্দীদের মাঝে যদি মুক্তি চাও কারো,
বলো, তারে মুক্তি দিব।
ইমোজেন। ধন্য আমি প্রভু!

অন্তরের ক্রতজ্ঞতা নিবেদি চরণে।
লুশিয়াস। না বৎস, আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়ো না।
সে-কথা বলি না। জানি, মোর মুক্তি চাবে।
ইমোজেন। না দেব, তাহার পূর্বে অস্ত্র কাজ আছে।
সে ব্যথা মৃত্যুর চেয়ে তীব্র হয়ে বাজে।
আপনার প্রাণ-ভিক্ষা—পিছে সে চাহিব।
লুশিয়াস। এত শীঘ্র ভুলে গেল। বালকের রীতি।
হাসি বলো, ব্যথা বলো—কণেকে মিলায়।
কিসের উদ্বেগ এত? কাতর বালক?
সিগ্বেলিন। কি চাহো বালক? কহ, শুনিব
সে কথা।

যত দেখি, তত আমি ভালোবাসি তোরে।
মনে হয়, কিছুই অদেয় নাই! কহ।
চাহো ও-বন্দীর পানে—বাঁচাইতে চাও?
ও তোমার আত্ম-জন? অথবা বান্ধব?
ইমোজেন। রোম-বাগী এ রোমান; নহেক আত্মীয়।
সিগ্বেলিন। ওর পানে কেন চেয়ে আছো? কি
দেখিছ?

ইমোজেন। বলিব সে কথা। কিন্তু গোপনে রাজন—
যদি পাই অমুচর।
সিগ্বেলিন। তাই হবে এসো।
মন দিয়া শুনিব—যা চাহো বলিবারে

কি তোমার নাম?

ইমোজেন।

সিগ্বেলিন।

ফাইডেল।

যোগ্য নাম।

হে বালক, আজ হতে প্রিয় অমুচর,
পাশে পাশে র'বে সদা। এসো মোর পাশে।
মুক্তকণ্ঠে বলিয়ো, যা বলিবার আছে।

(সিগ্বেলিন ও ইমোজেন অন্তরালে গিয়া
কথোপকথন-রত)

বেলারিয়াস। মরণের পথ হতে ফিরিল বালক?
আর্ভিরেগাস। বালুকা হইতে যদি বালুকার ভেদ
সম্ভব কখনো হয়,—এ বালক সেই!
তার গনে এর ভেদ পারে না থাকিতে!
ফাইডেল—বলিল নাম। তুমি কি-বা বলো?
গিদেরিয়াস। মৃতের জীবন-লাভ—নাহিকো সংশয়।
বেলারিয়াস। আমাদের পানে এ তো ফিরিয়া না চায়।
মিছা তর্ক। না, না, সে নয়—এ অস্ত্র জন।
আকৃতি-সাদৃশ্য হেন নহে অসম্ভব।
সে যদি, মোদের গনে করিত আলাপ।
গিদেরিয়াস। স্বচক্ষে দেখেছি মৃত—প্রাণহীন দেহ
বেলারিয়াস। স্থির হয়ে দেখি আরো।
পিশানিয়ো। (স্বগত) কোনো ভুল নাই

নিশ্চয় রাজার কন্ডা। এসেছেন যদি,
বৈধ্য ধরি দেখি। দুর্দিন হয়েছে গত।

(সিগ্বেলিন ও ইমোজেন সম্মুখে আসিলেন)

সিগ্বেলিন। এসো মোর পাশে রহ। কি চাহো,
তা বলো
উচ্চকণ্ঠে সবারে শুনায়ে। (আয়াকিমোর প্রতি
এসো হেথা)

এ বালক যে প্রশ্ন করিবে—তুমি তার
এখনি উত্তর দিবে—সত্য, স্পষ্ট কথা।
যদি মিথ্যা কহ, কিধা রহ নিরুত্তর—
নিষ্ঠুর কঠিন মৃত্যু—জেনো পরিণাম।
ইমোজেন। জানিবারে চাই আমি, ওই মণিয়র
অঙ্গুরী কোথায় পেল এই ভদ্র-জন?
পিশানিয়ো। (স্বগত) অঙ্গুরীতে কি-বা এর প্রয়োজন?
সিগ্বেলিন। এই

হীরা-মণি-খচিত অঙ্গুরী অঙ্গুলিতে—
বলো, কোথা পেলো? পেলো কি করিয়া তুমি
আয়াকিমো। নিরুত্তরে পাবো আমি কঠিন যাতনা
উত্তরে যাতনা আরো।

সিগ্বেলিন। যাতনা তোমার
আয়াকিমো। তবু তা বলিব আমি। না বলিয়া ত

গোপন রহিলে মনে—অসহ্য যাতনা।

এই অঙ্গুরীয় পাই কপট মিথ্যায়,

দাক্ষণ দুর্বৃত্ত সম আচরণ করি।
এ মণি—এ মণি ছিল পঞ্চাশাঙ্গের—
যারে তুমি নির্বাসন দেহ মহারাজ।
তত্পরি আরো ব্যথা পাবে মহারাজ,
সে ব্যথা আমিও সহি—জানিবে যখন,
কত সে মহৎ জন—কত সে উদার!
তার তুল্য ভদ্র নাহি অবনীৰ 'পরে।
আরো কি শুনিতে চাও?

সিধেলিন। অঙ্গুরী-বারতা।
আয়াকিমো। সে তোমার কথার কাহিনী,
মহারাজ।

যার ব্যথা আমি মোর বক্ষে রক্ত বুয়ে।
আমার অসত্য ভাষা—তীক্ষ্ণ অসি চেয়ে
সে-আঘাত আরো তীব্র সারা চিন্তে বাঞ্চে।
সিধেলিন। কত! মোর কত! তুমি জানো

তার কথা?
বলো, বলো,—না, না, তুমি নহ নিশ্চয়ন—
না বলিলে—জেনো মৃত্যু নিশ্চয় কঠিন।
কিন্তু না, না—মৃত্যু নয়! বলো, বলো স্বরা—
বিলম্ব সহে না মোর—বলো সেই কথা।

আয়াকিমো। এক দিন—কি ভীষণ সে দিন,
সে ক্ষণ!

রোমে বসি গৃহ-মাঝে—অভিশপ্ত গৃহ।
বুঝি সে উৎসব-ভোজ। সেই ভোজে যদি
বিষ কেহ মিশাইয়া দিত, ভালো হতো।
তাহলে যাতনানলে দক্ষ না হতাম।
সেই ভোজ-সভামাঝে পঞ্চাশাঙ্গ ধীর
—কি বলিব? হেন ভদ্র দেখি নাই কত!
বসেছিল স্নান মুখ, ব্যাঘ্র কাতর।
আমাদের তর্ক চলে—ইতালীর নারী—
তার রূপ, তার ভালোবাসার কাহিনী—
সতীত্ব তাদের তুল্য নারী কোথা নাই,
এমনি বলিতেছি। পুরুষ যা চায়,
রূপ-গুণ, ঘে-সুখমা—সে আছে কেবল
ইতালী-নারীর দেহে; মনে মনোরমা
ইতালীর নারী শুধু।

সিধেলিন। ধৈর্য নাহি সহে!

ভূমিকা রাখিয়া বলো সেই কথাটুকু—
যে-কথার লাগি প্রাণ অধীর, আকুল!
আয়াকিমো। রসনা জড়িত হয় সে বাক্য-ভাষণে!
ব্যথা পাবে মহারাজ। কি-ব্যাঘ্র জনি!
তবু তা বলিব আমি! এই পঞ্চাশাঙ্গ—
পত্নী প্রেমে চল-চল—মোদের কথার

তোলে প্রতিবাদ—কহে প্রেমসীর কথা—
রূপে অতুলনা প্রিয়, গুণে বিভূষিতা,
রাজার তনয়া—নাহি ঐশ্বর্য কামনা,
দীন-স্বামি-সেবা তাঁর জীবনের ব্রত!
স্বামিময় চিন্ত—আর কিছু নাহি জানে!
কথায় কথায় হলো তর্কের স্বজন।
সে তর্কের পরিণাম—এ মোর যাতনা।
সিধেলিন। বলো, বলো...সব কথা।

আয়াকিমো। তর্ক শেষে বিধে

আপনার তনয়ার সতীত্ব-ধরমে।
বন্ধু কহিলেন—প্রিয়া সতী-শিরোমণি,
ডায়ানার সহচরী প্রণয়-নিষ্ঠায়!
আমি কহিলাম হাসি—অলৌক স্বপন।
রাজবালা...দীন এক স্বামীর লাগিয়া
দেহ-মন শুদ্ধ তপে রাখে না মগন!
তর্ক হলো; শেষে পণ! বন্ধু কহিলেন,—
প্রমাণিতে পারো যদি, অসতী প্রেমসী—
যদি তার কণ্ঠ হতে পারো আনিবারে
মোর দেওয়া মণি-হার তবে তা বুঝিব;
পারো যদি—অঙ্গুরী করিব তোমা দান!
বন্ধুর সে মুখচ্ছবি প্রদীপ্ত গরবে,
গভীর বিশ্বাসে পূর্ণ—দেখে চাপে রাখ।
কহিলাম—প্রমাণ আনি বুঝাইব বন্ধু,
তোমার প্রিয়ার প্রেম চটুল, তঙ্গুর।
আসিলাম বুটেনেতে। রাজসভা মাঝে
নত নিবেদন করি' দাঁড়াইলাম আমি;
সেথায় দেখিলাম তব রূপসী কন্ঠারে—
সতীত্ব মহিমা-দীপ্ত করে নাই স্নান,
পাণ্ডু তার মুখ-ছবি, বিরহ-বেদনে!
পুণ্যবতী কারে বলে—চকিতে বুঝি।
পর্যন্ত আমি হই নিমেষে কুণ্ঠিত।
কিন্তু কি দানবী হিংসা—কি সে উন্মাদনা—
হারাই সকল জ্ঞান, তদ্রতার রীতি!
মনে মনে পণ করি—বিজয়, বিজয়—
হলে-বলে সুরকৌশলে চাহি সে আমার।
আচারে কৌশল ধরি শয্যা-গৃহ মাঝে
লভিলাম প্রবেশ—রাজ-কন্ঠার অজ্ঞাতে।
নিশীথিনী হলো ঘোর—স্বস্তি-ভরা দিক,
সরলা কিশোরী আঁহা ঘুমে অচেতন,
গোপন বিবর হতে আসিলাম বাহিরে—
সে কক্ষ করিলাম লক্ষ্য মনোযোগ দিয়া;
নিদ্রিতা রূপসী সতী-কণ্ঠে মণি-হার—
করিলাম হরণ। কি সে পিশাচ-উন্মাদ!

পশখামাস্। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) পামর
ইতাল তুই...এমনি করিয়া...

কিন্তু আমি মুঢ়...আমি নির্মম, নিষ্ঠুর,
আরো সে দুর্জন! পাষণ্ড! ঘাতক আমি!
দাও, দাও, দণ্ড দাও! অসি বা কুপাণ,
কিধা রজ্জু; পাপ-প্রাণ—হোক তার শেষ!

মহারাজ, রাজ-অধিরাজ—হত্যা, হত্যা,
হত্যা করো মোরে! নিষ্ঠুর নির্মম হত্যা!
আমি...আমি...আমি দুষ্ট পশখামাস্...

হত্যা করিয়াছি আমি রাজ-তনয়ারে!
সরলা সে দেবী—তারে করিয়াছি পূজা—
সে পুণ্য-মন্দির চূর্ণ আমি করিয়াছি!
ধর্ম...ধর্ম...পুণ্য—সব করেছে উচ্ছেদ!

লহ শির। দাও শূলে। মৃত্তিকা-প্রোথিত
করিয়া কুকুর-দিয়া খণ্ড-খণ্ড করো

এ আমার সারা দেহ! পাষণ্ড-আঘাতে
চূর্ণ করো, চূর্ণ করো এই পাপ-দেহ!

ধরায় নারকী দেহ নাহি মোর চেয়ে!

মহারাজ, মহারাজ—মৃত্যু দাও মোরে!

ইমোজেন! ইমোজেন! নারী-শিরোমণি!

আমার হৃদয়-রানী! প্রিয়া! দেবি! দেবি!

হা আমার ইমোজেন! ইমোজেন! প্রিয়া!

ইমোজেন! হয়ো না অধীর, তদ্র। শাস্ত হও। শোনো।

পশখামাস্। প্রগল্ভ বালক-ভৃত্য—কি বুঝিবি তুই?

উপদেশ দিস, দেখি! হেন স্পর্ধা! বটে!

(চপেটাঘাত; ইমোজেন পড়িয়া গেল)

পিশানিয়ো। কি করো—কি করো প্রভু!

চিনিতে না পারো!

দেবীয়ে করোনি হত্যা—করিলে এখন!

দেবি...দেবি...

সিঁথেলিন।

পৃথিবী কি পদ-ভল হতে

গিয়াছে সরিয়া? অথবা...

পশখামাস্।

কি বলিতে চাও?

পিশানিয়ো। ওঠো দেবি, ওঠো। চেয়ে আখো,
কথা কও।

সিঁথেলিন। তবে কি...তবে কি...ভগবান্, অমুখান
সত্য প্রভু! আনন্দ অসীম!

পিশানিয়ো। আঁখি মেলি ওই চায়।

দেবি! দেবি! দেবি!

ইমোজেন। চলে যা সমুখ হতে দুর্বৃত্ত নফর।

বিষ দিয়াছিলি মোরে...দূর হ' রে তুই!

রাজগৃহে ঠাই তোম নাহি হবে আর।

সিঁথেলিন। কণ্ঠস্বর! ইমোজেন...ইমোজেন!
পিশানিয়ো। বিধাতা জানেন দেবি, মোর দোষ নাই!

যে-পেটিকা দিয়াছি, কি ছিল তাহাতে,
আমি তাহা জানি নাই! রাণীর সে-দানে
অমূল্য সম্পদ ভাবি...

সিঁথেলিন। নব-তন্তু শুনি।

ইমোজেন। বিষ...সে-বিষে আমার

চেতনা বিলুপ্ত হলো—মৃত্যু-হতা-প্রায়!

কর্ণেলিয়াস। হায় বিধি! এক কথা ভুলেছি রাজন,

রাজ্যী বলেছিল আরো পিশানিয়ো যদি

যে পেটি তাহারে দিছি, দেয় ইমোজেনে

ওষধি ভাবিয়া, তবে অতি-সুনিশ্চিত

সে পেটি-পুঞ্জিত বিষে মরেছে বালিকা!

সিঁথেলিন। এ কথার অর্থ কি-বা?

কর্ণেলিয়াস।

বিষ-তত্ত্বে রাণী

নিপুণা ছিলেন অতি। বিষ লয়ে খেলা!

নীচ প্রাণী 'পরে তাঁর চলিত পরীক্ষা—

কোন বিষ কত উগ্র—কিসে প্রাণ হরে

চকিতে, বিলম্বে কিসে—তীব্র জ্বালা সয়ে

দক্ষে দক্ষে মরে প্রাণী, তিলে তিলে ক্ষয়!

ভেমনি সে কোনো বিষ ছিল পেটি-মাঝে!

কে জানে রহস্য তার! করেছে পান

সে বিষ কি রাজবালা?

ইমোজেন।

হয়তো করেছে!

নহে মৃত্যু-হিম কেন পরশিবে মোরে?

বেলারিয়াস। তবে সে মোদের বুঝিবার ভুল, বৎস!

গিদেরিয়াস। আমাদের ফাইডেল! ঠিক!

ইমোজেন। বিবাহিতা পত্নী—তারে করিলে বর্জন

এমন অকুণ্ঠ চিত্তে—অন্যাসে! কেন?

আজ...আজ...গিরি-শৃঙ্গে অবস্থান তব!

আমারে ফ্যালো তো দেখি!

পশখামাস্। না, না, ফেলিব না। চাহে

কে ফেলিতে—বলো!

লগ্ন থাকো, লগ্ন থাকো এমনি আমাতে—

তরুণাথে ফল-ফুল লগ্ন থাকে যথা,

যত দিন বাঁচে তরু, বাঁচে তত দিন—

আত্মায়-আত্মায় লগ্ন রহো অবিচ্ছেদ!

সিঁথেলিন। কত্যা...কত্যা মোর!...ওরে,

ওরে আদরিনি,

আমারে কিছু না ক'বি? কোনো কথা নাই

কোনো সাধ?

ইমোজেন। (নতজানু হইয়া) তোমার আশিষ

মাগি, পিত

দাক্ষণ দুর্বৃত্ত সম আচরণ করি।
 এ মণি—এ মণি ছিল পশ্চাৎমাসের—
 যারে তুমি নির্দীপন দেখ মহারাজ।
 ভদ্রপরি আরো ব্যথা পাবে মহারাজ,
 সে ব্যথা আমিও সহি—জানিবে যখন,
 কত সে মহৎ জন—কত সে উদার!
 তার তুল্য ভদ্র নাহি অবনীর 'পরে!
 আরো কি শুনিতে চাও?
 সিধেলিন। অঙ্গুরী-বারতা।
 আশ্বাকিমো। সে তোমার কন্ঠার কাহিনী,
 মহারাজ।
 যার ব্যথা আমি মোর বক্ষে রক্ত রুরে!
 আমার অসত্য ভাষা—তীক্ষ্ণ অসি চেয়ে
 সে-আঘাত আরো তীব্র সারা চিতে বাজে!
 সিধেলিন। কন্ঠা! মোর কন্ঠা! তুমি জানো
 তার কথা?
 বেলো, বেলো,—না, না, তুমি নহ নিশ্চতন—
 না বলিলে—জেনো মৃত্যু নিশ্চয় কঠিন।
 কিন্তু না, না—মৃত্যু নয়! বেলো, বেলো স্বরা—
 বিলম্ব সহে না মোর—বেলো সেই কথা।
 আশ্বাকিমো। এক দিন—কি ভীষণ সে দিন,
 সে ক্ষণ!
 রোমে বসি গৃহ-মারো—অভিশপ্ত গৃহ!
 বুঝি সে উৎসব-ভোজ। সেই ভোজে যদি
 বিষ কেহ মিশাইয়া দিত, ভালো হতো!
 তাহলে যাতনানলে দক্ষ না হতাম।
 সেই ভোজ-সভামারো পশ্চাৎমাস ধীর
 —কি বলিব? হেন ভদ্র দেখি নাই কভু!
 বসেছিল স্নান মুখ, ব্যাঘ্র কাতর!
 আমাদের তর্ক চলে—ইতালীর নারী—
 তার রূপ, তার ভালোবাসার কাহিনী—
 সতীত্বে তাদের তুল্য নারী কোথা নাই,
 এমনি বলিতেছি। পুরুষ যা চায়,
 রূপ-গুণ, যে-স্বয়ম্বা—সে আছে কেবল
 ইতালী-নারীর দেহে; মনে মনোরমা
 ইতালীর নারী শুধু।
 সিধেলিন। ধৈর্য্য নাহি সহে!
 তুমি কি রাখিয়া বেলো সেই কথাটুকু—
 যে-কথার লাগি প্রাণ অধীর, আকুল!
 আশ্বাকিমো। রসনা জড়িত হয় সে বাক্য-ভাষণে!
 ব্যথা পাবে মহারাজ। কি-ব্যাপার জলি!
 তবু তা বলিব আমি! এই পশ্চাৎমাস—
 পত্নী প্রেমে চল-চল—যোদের কথার

তোলে প্রতিবাদ—কহে প্রেমসীর কথা—
 রূপে অতুলনা প্রিয়, গুণে বিভূষিতা,
 রাজার তনয়া—নাহি ঐশ্বর্য্য কামনা,
 দীন-স্বামি-সেবা তাঁর জীবনের ব্রত!
 স্বামিময় চিত্ত—আর কিছু নাহি জানে!
 কথায় কথায় হলো তর্কের সৃজন।
 সে তর্কের পরিণাম—এ যোর যাতনা।
 সিধেলিন। বেলো, বেলো...সব কথা।
 আশ্বাকিমো। তর্ক শেষে বিধে
 আপনার তনয়ার সতীত্ব-ধরমে।
 বন্ধু কহিলেন—প্রিয়া সতী-শিরোমণি,
 ডায়ানার সহচরী প্রণয়-নিষ্ঠায়!
 আমি কহিলাম হাসি—অলীক স্বপন।
 রাজবালা...দীন এক স্বামীর লাগিয়া
 দেহ-মন শুদ্ধ তপে রাখে না মগন!
 তর্ক হলো; শেষে পণ! বন্ধু কহিলেন,—
 প্রমাণিতে পারো যদি, অসতী প্রেমসী—
 যদি তার কণ্ঠ হতে পারো আনিবারে
 মোর দেওয়া মণি-হার তবে তা বুঝি;
 পারো যদি—অঙ্গুরী করিব তোমা দান!
 বন্ধুর সে মুখচ্ছবি প্রদীপ্ত গরবে,
 গভীর বিশ্বাসে পূর্ণ—দেখে চাপে রোখ!
 কহিল—প্রমাণ আনি বুঝাইব বন্ধু,
 তোমার প্রিয়ার প্রেম চটুল, ভঙ্গুর।
 আসিলাম বুটেনেতে। রাজসভা মাঝে
 নত নিবেদন করি' দাঁড়াইলু আমি;
 সেথায় দেখিলু তব রূপসী কন্ঠারে—
 সতীত্ব মহিমা-দীপ্তি করে নাই স্নান,
 পাণ্ডু তার মুখ-ছবি, বিরহ-বেদনে!
 পুণ্যবতী কারে বলে—চকিতে বুঝিলু।
 পরাভব আমি হই নিমেষে কুণ্ঠিত।
 কিন্তু কি দানবী হিংসা—কি সে উন্মাদনা—
 হারাই সকল জ্ঞান, ভদ্রতার রীতি!
 মনে মনে পণ করি—বিজয়, বিজয়—
 ছলে-বলে স্ককৌশলে চাহি সে আমার।
 আচায়ে কৌশল ধরি শয্যা-গৃহ মাঝে
 লভিলু প্রবেশ—রাজ-কন্ঠার অজ্ঞাতে।
 নিশীথিনী হলো ঘোর—সুপ্তি-ভরা দিক,
 সরলা কিশোরী আহা ঘুমে অচেতন,
 গোপন বিবর হতে আসিলু বাহিরে—
 সে কক্ষ করিলু লক্ষ্য মনোযোগ দিয়া;
 নিদ্রিতা রূপসী সতী-কণ্ঠে মণি-হার—
 করিলু হরণ। কি সে পিশাচ-উল্লাস!

বেলারিয়াস। (গিদেরিয়াস ও অভিরেগাসের প্রতি)
এ বালকে এত স্নেহ—অপরাধ নাই।
এ স্নেহের ছিল হেতু।

সিষেলিন।

পুণ্য-অশ্রু চোখে।

ইমোজেন, শুনিয়াছ—রাণী প্রাণ দেছে ?

ইমোজেন। ব্যথা পাই নেন সত্য এ মৃত্যু-স্বরণে।

সিষেলিন। না, না, ব্যথা নয়। ছিল অতি-দৃষ্টা নারী।

ভাগ্যে প্রাণ দেছে রাণী, তাই এ আনন্দ।

পুত্র তার নিরুদ্ধেশ। কোথা নাহি জানি।

পিশানিয়ো। সত্য তবে বলি মহারাজ ! নাহি ভয়।

রাজবালা প্রাসাদ করিল যবে ত্যাগ—

অসি-হস্তে আমারে হাঁকিল যুবরাজ,—

রাজকন্যা কোথা গেছে, বার্তা নাহি দিলে

দ্বিখণ্ড করিবে শির। সদয় বিধাতা

বুঝি—জাল পত্র ছিল কাছে—প্রভুর লিখন।

দেখাইলু তাঁরে। ছিল সে পত্রে কঠিন

প্রভুর আদেশ, যেন সেই পত্র পেয়ে

রাজবালা যান্‌ যরা মিলফোর্ডে চলি ;

সেখায় সাক্ষাৎ হবে—প্রভু রবে সেখা।

সে বার্তা পাইয়া দৃষ্ট হরষিত মন,

প্রভুর পুরানো বেশ লইল চাহিয়া

আমা হতে ; বাহিরিল সেই বেশে সাজি

মিলফোর্ড-অভিমুখে—পাপ-ইচ্ছা মনে।

তার পরে কি যে হলো, নহি তা বিদিত।

গিদেরিয়াস। এ গল্পের শেষ আমি জানি। প্রাণ দেছে

সে দৃষ্ট আমার করে।

সিষেলিন।

না, না, অসম্ভব !

বলো যুবা, সত্য নহে, মিথ্যা বলিয়াছ।

তোমার সাহস-বীৰ্য্যে দিব পুরস্কার

আমার বাসনা যবে, এ কথা তখন !

কোন্‌ প্রাণে দিব দণ্ড ? বলো—মিথ্যা কথা !

গিদেরিয়াস। সত্য কথা, তাঁরে আমি বধ করিয়াছি।

সিষেলিন। সেযে রাজপুত্র...

গিদেরিয়াস। অভদ্র ইতর অতি। আচার-ব্যভার

রাজপুত্র-যোগ্য নহে। অকথা ভাষায়

গালি দিল অকারণে—কিছু না বলিলু।

আঘাত করিল শেষে। সেই অপমান

আমার অসহ হলো। তার অস্ত্র লয়ে

—যে-অস্ত্রে আমার বধে ছিল সমুত্তত,

সে অস্ত্রে নিলাম শির। অমৃতপু নহি—

স্পর্ধার উচিত শাস্তি দিয়াছি তাহারে।

বড় সুখী ! আজ হেথা নাহি উপস্থিত

জীবন্ত সে পাপমুক্তি !

সিষেলিন।

ব্যথা পাই শুনি।

কিন্তু তুমি নিজ-মুখে করিছ স্বীকার।

এ হত্যায় দণ্ড পাবে। প্রাণ-দণ্ড তব।

ইমোজেন। শিরোহীন দেহখানা, সে তবে তাহার।

বন-মাবো বেশ দেখি—ভেবেছিহু মনে,

স্বামী মোর...

সিষেলিন।

বন্দী করো এ যুবারে।

লয়ে যাও হেথা হতে।

বেলারিয়াস।

সধর রাজন,

মহারোব। কারে দণ্ড দিতেছ, তা জানো ?

যুবা যার প্রাণ নেছে—তার চেয়ে জেনো,

কুলে হীন নহে এতটুকু ! শুধু তাই ?

লক্ষ সে ক্রোটেন-প্রাণ—তার চেয়ে মূল্য

এ-প্রাণের ঢের বেশী। (প্রহরীর প্রতি)

ছেড়ে দাও হাত ;

এই হস্ত বন্ধনের নহে !

সিষেলিন।

হে প্রবীণ,

যাহে তব অধিকার বিন্দুমাত্র নাই,

তাহে হস্তক্ষেপ কর, কেন এ মৃত্যু ?

কেন জালো রোয়-বহি ?...বেশ, কহ, শুনি—

কোন্‌ উচ্চ কুলে জন্ম লয়েছে যুবক ?

ক্রোটেনের সমতুল্য—কি সাহসে কহ ?

আভিরেগাস। এ কথায় বিনয়-প্রকাশ, মহারাজ।

সিষেলিন। এই স্পর্ধা—

তার শাস্তি তোমার মরণ।

বেলারিয়াস। মরিতে কাতর মোরা নহি, মহারাজ !

তাই দাও—মৃত্যু-দণ্ড লবো শির পাতি।

মরণের পূর্বে শুধু বুঝাইয়া যাবো—

কোন্‌ কুল হই যুবা করেছে উজ্জল !

ক্রোটেন হইতে কত মহৎ দুজনে !

অপূর্ব সে কথা, যেন কল্পনায় রচা !

বৎসগণ, ক্ষণেক নীরব রহ দাঁড়ে,

যোর লাগি রাজরোষ করো না পুঞ্জিত।

আভিরেগাস। তোমার বিপদে পিতা মোদের বিপদ।

গিদেরিয়াস।

কুশলে কুশল।

বেলারিয়াস।

বেশ, তাহা মানিলাম।

মহারাজ, মনে পড়ে...বহু বর্ষ আগে

প্রজা এক ছিল তব—নাম বেলারিয়াস ?

সিষেলিন। তার কথা কেন ? নির্বাসিত

অবিদ্বাসী।

বেলারিয়াস।

সে আজি প্রাচীন,—এই

তোমার সম্মুখে। নির্বাসিত বটে,

কিন্তু নহে অবিদ্বাসী।

সিঙ্গেলিন। লয়ে যাও এরে,

ধরণীর কোনো শক্তি পারিবে না এরে
আজিকে করিতে রক্ষা।

বেলারিয়াস। ধীরে প্রভু, ধীরে!

তব পুত্রদ্বয়ে আমি করেছি পালন
এত কাল। মহারাজ, তার মূল্য দাও...
সে অর্থ হরণ করো মোর দণ্ড-হেতু—
কোনো ক্ষোভ নাই তাহে!

সিঙ্গেলিন। পুত্রের লালন!

বেলারিয়াস। মহারাজ, বুদ্ধ আমি, অক্ষম, প্রগল্ভ।

নতজ্ঞান করি আজ করুণা প্রার্থনা—
আমার এ দুই পুত্রে একান্ত বধিবে
যদি, তার পূর্বে লহ এই বৃদ্ধের জীবন;
তার পরে দুজন্যার।...কহি সে কাহিনী
অদ্ভুত, অপূর্ণ—শুন, সভাজনসহ।
এ দুই কুমার—এই দিব্য যার ত্রি—
আমারেই পিতৃ জ্ঞানে পিতৃসম্বোধনে
কৃতার্থ করেছে মোরে—মোর পুত্র নয়।
মহারাজ, এরা দুটি রাজপুত্র! তব
প্রতিবিশ্ব প্রভু,—তব শোণিতে গঠিত,
তোমার তনয় দৌছে।

সিঙ্গেলিন। আমার তনয়!

বেলারিয়াস। সত্য কহি। মোর নাম জানিয়া
মর্গান—

সেই বেলারিয়াস—যারে নির্কাসন দেহ।
তব ইচ্ছা-অনুযানে অপরাধ মম;
সত্য অপরাধী নহি। তব অভিলাষে
হলো মোর গুরুদণ্ড। কি প্রচণ্ড দাহ
অন্তরে করেছি ভোগ, জানে অন্তর্যামী।
এরা দুটি রাজপুত্র। বিশ বর্ষ ধরি
লালন করেছি দৌহা; শিখিয়েছি প্রভু,
শস্ত্র-শাস্ত্র বাহা কিছু ছিল মোর জানা।
য়ুরিফিলা ধাত্রী ইহাদের; তারে
বিবাহ করিয়াছি—লালনের লাগি।
মিথ্যা-অপরাধে যবে শাস্তি দিলে প্রভু,
আক্রোশে জ্বলিল তনু। ধাত্রী যুরিফিলে
মিনতি-শাসনে আমি ভুলায়ে সম্মত
করেছি রাজপুত্রে হরণের লাগি।
সে মিনতি রাখিল সে; করিল হরণ
রাজপুত্রে; আনি দিল আমার এ হাতে।
সে অবধি শিরে বহি এদের কল্যাণ।
এরা মোর ধ্যান জ্ঞান, সাধনা, সর্বস্ব।
কি করিব? ক্রোধে, শুধু আক্রোশের বশে

হরিয়াছি রাজপুত্রে—গুরু অপরাধ।
রাজভক্ত—ও চরণ বিনা নাহি জানি,
তারে মিথ্যা অপবাদে হেন শাস্তি দিলে!
বিবেক, বুদ্ধি, সে-মন—হারাহু নিমেষে!
যে-শাস্তি আমারে দিবে, লব শির পাতি।
এখন তোমার হাতে দিলাম ফিরায়ে
এ তোমার দুই পুত্রে—নয়নের মণি,
আমার সর্বস্ব। আজ তাহে হই হারা!

স্বর্গের দেবতা দৌছে করুন আশিষ—
কল্যাণ, কল্যাণ-চির হোক দৌহাকার!

যোগ্য এ তনয় তব—রাজ-অধিরাজ,
মহারাজ, প্রভু, মোর দেবতা মহান।

সিঙ্গেলিন। চোখে অশ্রু দেখি, কণ্ঠে গদগদ ভাষা।

এই যুদ্ধে তুমি আর দুই শিষ্য তব
ব্রিটেনের মান রাখি যে-ব্রত সাধন
করিয়াছ, ধন্য তায়, কৃতার্থ সকলে।
সে বীর্য, সাহস মানি! যোগ্য এ তনয়—
ব্রিটেন-মর্যাদা-মান-রক্ষক সৃজন।

বেলারিয়াস। আর কিছু কথা আছে। এই পলিডোর—

মোর দেওয়া নাম তার—গিদেরিয়াস;
যারে ডাকি কডওয়াল, সে আর্ভিরেগাস।
এতটুকু ছোট শিশু লয়েছিল বৃকে
রাণী-মার পার্শ্ব হতে ধাত্রী যবে আনে।
যে-বসনে শিশু-তনু ছিল আবরিত,
আজো মোর কাছে আছে—পারি তা আনিতে।

সিঙ্গেলিন। গিদেরিয়াস! স্বন্ধে তার ছিল যে
রক্ত-তারকার চিহ্ন, সবার বিস্ময়।

বেলারিয়াস। এই ছাখো, মহারাজ, সে রক্ত-তারকা
বিধির হাতের চিহ্ন! তপ্ত নিদর্শনে?

সিঙ্গেলিন। ধন্য আমি। ফিরে পাই পুত্র-কন্যা তিনে।

কোনো মাতা পুত্র-মুখ নেহারি এমন
পরিতৃপ্তি পায় নাই—আমি যথা আজ।

সাধু বেলারিয়াস। এই রাজ্যের গগনে
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম তিনের উদয়—

রানির তিমির দিলে নিমেষে ঘুচায়ে;
তেমনি আমারো এই অন্তর-আকাশে

যে-আঁধার ছিল ঘন, করিলে হরণ!

এ চিত্ত-আকাশে রাজ্যে দীপ্ত মহিমায়
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম—নিশি-দিন মনে।

ইমোজেন—তুমি কিন্তু হলে রাজ্য-হারা।

ইমোজেন। না পিতা, এ দুই রাজ্য, দুটি ভাই মোর!

দাদা, দাদা—বনে পূর্বে হয়েছিল দেখা—
আমারে বলিলে, ভাই হই! ভাই নই,

ভগিনী যে আমি। আমি ভেবেছি, ভাই।
 কে জানিত, সত্য-ভাই, মিথ্যা-ভাই নহ।
 সিংহেলিন। দেখা হয়েছিল পূর্বে?
 আভিরেগাস। হয়েছিল বনে।
 গিদেয়িয়াস। প্রথম সে কথা। কত...সে দেখায় কত
 ভালোবাসি—সীমা তার ছিল না কোথেন।
 নয়ন মুদিলে যবে, কত যে কাঁদিয়া।
 কর্ণেলিয়াস। রাজ্যের পেটির বিষ করেছিলে পান।
 সিংহেলিন। কিন্তু...কিন্তু প্রাণ মোর একান্ত অধীর।
 ভাগ্য-চক্র—এই যদি আবর্তন তার—
 ধনী ও দরিদ্রে তবে কেন করি ভেদ?
 ভালো কথা, কোথা ছিলে এত দিন তুমি?
 রোমান বন্দীর কিসে হইলে নফর?
 কেমনে বা?...ভায়েদের সাথে যে-মিলন—
 সে মিলন ছিল কেন? কেমনে বা দেখা?
 রাজপুরী ছাড়ি মাগো কেন বনে গেলি?
 কোথা গেলি? একা মেয়ে। তার কত পরে
 সমরে মিলিলি সব কোথা হতে পুনঃ?
 কত, কত, কত প্রশ্ন উচ্ছসিছে মনে—
 কোন্টা যে কহি আগে, না পারি বুঝিতে।
 এবে দেখি, পশথামাস মিলে ইমোজেনে।
 নয়নের দৃষ্টি ফিরে চপলা-চমকে
 কভু স্বামি-মুখে, কভু সহোদর দৌছে।
 এসো সব—মন্দিরে মন্দিরে দিব পূজা।
 রাজ্য-জয়! মহালাভ! উৎসব-আচারে
 সারা রাজ্য মগ্ন হোক আনন্দ-পুলকে।
 (বেলারিয়াসের প্রতি) আজি হতে তুমি মোর
 ভ্রাতা—
 এ বন্ধে রাখিব বন্দী—মুক্তি নাই তার।
 ইমোজেন। পিতৃম। পিতা তুমি। শুধু তব স্নেহে
 সঞ্জীবিত ছিহু পিতা। এ মুখ-প্লাবন
 উচ্ছসিত আজি তাই।
 সিংহেলিন।
 সব পুলকিত,
 আজি এ আনন্দ-দিনে; বন্দিদল শুধু
 বিবগ্ন কাতর মুক্তি। না, না, বন্ধুগণ,
 এ দিনে বিষাদ নয়! আনন্দ! আনন্দ!
 সকলে আনন্দ করো! বন্ধন-মোচন।
 মুক্ত সব! যথা ইচ্ছা করহ গমন।
 ইমোজেন। (লুশিয়াসের প্রতি)
 দীন আমি সেবক তোমার।
 লুশিয়াস। কল্যাণ, কল্যাণ হোক তব রাজপুত্রি!
 সিংহেলিন। একটু ছায়ার রেখা মনে রয়ে গেল।
 রিক্ত দীনবেশী সেনা করিল সমর

বিপুল সাহসে যে-বা, সে যদি আসিত
 পাশে আজ; রাজা আমি,—নিজ হস্তে তারে
 পুরস্কার, আনন্দে দিতাম—চাহিত যা।
 পশথামাস। সে দীন—এ ভৃত্য তব সহচর-বেশে
 রাজপুত্রদ্বন্দ্ব-পিছে করি বিচরণ।
 সহসা বিপৎ-পাতে মিলিল সুযোগ।
 সহরে দিলাম হানা—ভয় নাহি মনে।
 আয়াকিমো, কথা কও। পাড়িছ তোমারে
 এ আমার ভুজ-বলে, মারিলাম নাকো।
 তোমার জীবন-মৃত্যু ছিল মোর হাতে।
 আয়াকিমো। (নতজাহ্ন) নত শির আর একবার।
 হে মহান,

কত উচ্ছে, কত উচ্ছে তোমার আসন।
 মিথ্যা ভাবে বুকে তব জ্বালাই অনল,
 সতীরে কালির বর্ণে আঁকিলাম! দিক।
 ক্রপা নয়, ক্ষমা নয়, সঁপিছ এ প্রাণ
 তোমার চরণে আজি...দাও, দাও দাও...
 নির্ভর কঠিন মৃত্যু, প্রায়শ্চিত্ত হবে।
 এই তব অঙ্গুরায়, এই মণি-হার—
 একনিষ্ঠ প্রণয়ের জীবন্ত মহিমা—
 অকলঙ্ক অমলিন দিলাম ফিরায়ে।
 পশথামাস। কেন নতজাহ্ন? ওঠো। করায়ত্ত তুমি,
 প্রাণ লবো, সে তো আজ নহেকো কঠিন।
 আরো একবার প্রাণ পেয়েছিহু হাতে,
 লই নাই। বাচিয়েছি।...লবো না ও-প্রাণ।
 ক্ষমা...ক্ষমা। অন্তরের ক্ষমা লহ আজি।
 বিধিদত্ত প্রাণ-পুষ্পে রাখি অমলিন
 সবার কল্যাণ করো—ছাড়ো হিংসা-দেষ।
 সিংহেলিন। মহত্ব-গরিমা বটে। সবার আদর্শ।
 ক্ষমা...ক্ষমা। মার্জনা সবার হোক আজি।
 আভিরেগাস। এসো ভাই, বুকে এসো। হে বীর স্রুজল,
 ভগিনীর স্বামী তুমি—আমাদের ভাই।
 আজিকার এ আনন্দ, তার সীমা নাই।
 পশথামাস। আমি তব সহচর। হে রোমান বীর,
 কোথা তব সে গণক? তারে ডাকো হেথা।
 বনমাবো নিদ্রামগ্ন ছিলাম যখন,
 মনে হলো, স্বপ্নে যেন আসে জুপিটার
 ঈগলের পৃষ্ঠে চড়ি—আসে তাঁর সাথে
 স্বর্গগত মোর যত আত্ম-বন্ধুজন।
 জাগিয়া দেখিছ বুকে এ লিখন আছে;
 অর্থ বুঝিবারে নারি। এ যেন হেঁয়ালি।
 সে লিখন গণকে দেখাই, অর্থ যদি
 বলিবারে পারে—বুঝি, কুশলী বটে!

লুশিয়াস। ফিলার মোলাশ...

গণক। দাস হেথা আছে প্রভু।

লুশিয়াস। এ লিখন করো পাঠ—অর্থ দাও বলি।

গণক। (পাঠ) "সিংহশিশু নিজের শক্তিতে অত্ৰ কাহারো

সাহায্য-ব্যতিরেকে বীৰ্য্যে আপনাকে যেমন
পরিপূর্ণ করে; সিডার তরুর শাখা-ছেদনেও সে
তরু বিশুদ্ধ বা জীবনহীন হইবার পরিবর্তে যেমন
নিজেকে অমর জীবনে বিভূষিত করে—তেমনি
পশ্চামাস, তুমি দুঃখ ভুলিয়া জাগো! তোমার
জাগরণে বুটেনের হইবে বিজয়। শান্তি-সম্পদে
বুটেন ভূষিত হইবে।"

সিংহ-শিশু—এ তব অভিজ্ঞা বীর।

বিক্রম-সাহস তব বিপুল সমরে।

তব জাগরণে দেশ হইবে জাগ্রত!

(সিঘেলিনের প্রতি)

এ তোমার কথা, মহারাজ—সত্য-রাণী।

রেবতী নক্ষত্র যথা চন্দ্রের প্রায়সী,

চন্দ্রের সুধার উৎস অমৃত-জ্যোৎস্না—

স্নিগ্ধ রূপকান্তি-বিভা উজলিয়া রাখে,

সত্য-সুধায় তথা বিশ্ব স্নিগ্ধ করে।

ভাগ্যবতী ইনি সত্যী। এঁর ভাগ্যগুণে

স্বাধীনতা ফিরে পেলো, হারা-পুত্রে পেলো।

সিঘেলিন। অগ্রত্যয় কথা নয়, মানি তা অন্তরে।

গণক। লিখনে সিডার তরু! এ তরু সে তুমি,

মহারাজ! শাখা—দুই পুত্র তব, বোবো।

বেলারিয় দুই শাখা করিল ছেদন:

এখন এ শাখা-লাভে বুটেনের জয়,

চির শান্তি-সুখে রাজ্য রবে বিভূষিত!

লিখনের অর্থ এবে পাইলে মিলায়ে!

সিঘেলিন। বিচিত্র কাহিনী! শান্তি...শান্তি...

শান্তি হোক!

লুশিয়াস, জয়ী মোরা; তব সীজারেরে
নতি করি নিবেদন। ধাৰ্য্য ছিল কর—

সে কর তাঁহারে দিব। দুষ্ঠা রাজ্য দিল

দুষ্ঠ পরামর্শ, তাই বাধিল সময়।

সে দুষ্ঠ মন্ত্রের যোগ্য পেলো প্রতিফল;

হিংসা-বিষে প্রাণ দিল হয়ে আত্মঘাতী।

গণক। শান্তি বিধাতার স্পষ্ট, উজ্জল ইদিত!

হেন দুষ্ঠ পরামর্শ রাণী নাহি দিলে

এ সময় বাধিত না; সময় নহিলে

হারা পুত্রদ্বয়ে প্রভু, পাইতে না ফিরে;

পাইতে না তনয়ারে; রাজ-জামাতারে!

নিয়তির চক্র এ যে—টলিবার নয়...

রাজ্য সে নিমিত্ত মাত্র—তুচ্ছ উপলক্ষ!

তবে সুখ, বড় সুখ! যেমেছে সময়!

রোমে ও বুটেনে আজ পরাণে মিতালি!

বিজয়ী বুটেন-রাজ মহস্বে আপন

গরিমা-কিরণে কীৰ্ত্তি করে সমুজ্জল!

সিঘেলিন। দেবতারে প্রণতি জানাই...তাঁর ইচ্ছা।

যজ্ঞ-ধূমে আকাশ প্রাবিত কর আজ।

সে ধূম মোদের পূজা বহিয়া চলিবে

উর্দ্ধে নিখিলের সীমা ছাড়ি স্বর্গ-লোকে

দেবতা-চরণে! সন্ধি-বার্তা রাজ্যময়

প্রচারিত করো। আজ বুটেশ-পতাকা

রোমের পতাকা সহ উড়াও গগনে!

জুপিটার-মন্দিরেতে হই সমবেত...

শান্তির সঙ্গীত গাহি উৎসব-মঙ্গল!

ভোজ-সমারোহ...হলো রণ-অবসান—

এমন গৌরব-দীপ্ত সুমহান্ সুখে

কভু কি হয়েছে আর!...রক্তমাখা কর

প্রীতির-বান্ধন মাগি আজিকে অধীর!

শান্তি...শান্তি...চির-শান্তি হেরি দিকে দিকে!

[সকলের প্রস্থান।]